



কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-সংহিতা।

(চতুর্থ খণ্ড ।)

(১) Rare

গুপ্তেশ্বর-বুদ্ধ-হুগো-লাইব্রেরী

সংগ্রহ।

RMIC LIBRARY	
Acc. No.	168291
Class No.	294.1161 V60
Date	11.3.93
St. Card	✓
Class	✓
Cat.	✓
Bk. Card	✓
Checked	✓

গুপ্তেশ্বর-বুদ্ধ

গুপ্তেশ্বর-বুদ্ধ-হুগো-লাইব্রেরী

গুপ্তেশ্বর-বুদ্ধ-হুগো-লাইব্রেরী

গুপ্তেশ্বর-বুদ্ধ-হুগো-লাইব্রেরী

যজুর্বেদ-সংহিতা ।

ক্ৰমঃ যজুর্বেদ-তৈত্তিরীয়-সংহিতা ।

দ্বিতীয়ঃ কাণ্ডঃ ।

যন্ত নিঃশ্রুতং বেদা যো বেদেভ্যোহখিলং ভগ২ ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিভ্রাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥
দ্বিতীয়ানিচতুর্থাষ্টৈস্তিভিরেতৈঃ প্রপাঠকৈঃ ।
উক্তাঃ কাম্যোষ্টয়ঃ কাণ্ডে দ্বিতীয়ে পরতন্ত যৎ ॥ ২ ॥
আন্তে দশপূর্ণ্যাসমস্তব্যাখ্যানমীরিতম্ ।
বিধয়ো মন্ত্রসম্বন্ধা বহবঃ প্রতিপাদিতাঃ ॥ ৩ ॥
ভচ্ছেববিধয়ো বাচ্যা ব্যাখ্যেয়া হৌত্রমন্ত্রকাঃ ।
অতোহুত্মাক্ষণং তত্র বর্ণ্যতে পাঠকশ্চয়ে ॥ ৪ ॥
প্রপাঠকে পঞ্চমেহুত্বাকা দ্বাদশ সংস্থিতাঃ ।
আধ্বৰ্য্যাবঃ পূৰ্ব্বষ্টকে যাজ্ঞা উক্তম ঈরিতাঃ ॥ ৫ ॥
হৌত্রমন্ত্রবিধিব্যাখ্যাবাদিপ্রায়মন্তরে ।
অগ্নীষোমৌহবিষো বিধিস্তত্রাহুতয়োষ্যোঃ ॥ ৬ ॥

• • •

প্রথমঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । প্রথমোহুত্বাকঃ ।)

বিষরূপো বৈ স্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাদীৎ স্বত্ৰীয়োহুত্বরাণাং তন্ত

জীপি শীর্ধাণ্যাসনুংসোমপানং, হুত্বাপানমম্মাদনং, স প্রত্যক্ষং

দেবেভ্যো ভাগমবদৎ পরোক্ক্ষমহুরেভ্যঃ সৰ্বস্মৈ বৈ প্রত্যক্ষং

ভাগং বদন্তি যস্মা এব পরোক্ক্ষং বদন্তি তস্মা ভাগ উদিতস্ত-

স্মাদিশ্রোহবিভেদীদৃঙ্ বৈ রাষ্ট্রং বি পর্য্যাবৰ্ত্তয়তীতি তস্মা বজ্র-

মাদায় শীর্ষাণ্যচ্ছিনত্বং সোমপানম্ আসীৎ স কপিঞ্জলোহভবত্বং

হরাপানং স কলবিঙ্ কো যদম্মাদনং স তিভিরিঙ্ স্ত্যঞ্জলিনা

ব্রহ্মহত্যামুপাগৃহ্নাতাং সস্বৎসরমবিভক্তং ভূতাত্যক্রোশন্ ব্রহ্ম-

হম্ভতি স পৃথিবীমুপাসাদদত্বে ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি

গৃহাণেতি সাহব্রবীদ্বরং বৃণে খাতাং পরাভবিষ্মন্তী মন্যে ততো

মা পরা ভুবমিতি পুরা তে সস্বৎসরাদপি রোহাদিত্যব্রবীক্ত-

স্মাং পুরা সস্বৎসরাং পৃথিব্যে খাতমপি রোহতি বাণেবৃতং

হুত্বৈ তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্নাত্বং নকৃতমিরিণমভবত্স্মা-

দাহিত্যিঃ অন্ধাদেবঃ স্বকৃত ইরিণে নাব শ্বেদব্রহ্মহত্যায়ৈ হেষ্ণুঃ

বর্ণঃ স বনস্পতীনুপাসীদদৈশ্চ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহী-

তেতি তেহব্রবদ্রং বৃণামহৈ বৃক্ষাং পরাভবিষ্যন্তো মহ্যামহে

ততো মা পরা ভূমেত্যব্রশ্চনাদো ভূয়াৎস উত্তিষ্ঠানিত্যববীত-

স্মাদাব্রশ্চনাদ বৃক্ষাণাং ভূয়াৎস উত্তিষ্ঠন্তি বাবেরবৃত্তং হেমাং

তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণন্স নির্যাসোহভবত্তস্মান্নিৰ্যাসস্তা

নাহং ব্রহ্মহত্যায়ৈ হেষ্ণু বর্ণোহথো খলু য এব লোহিতো যো

বাহব্রশ্চনান্নিৰ্য্যেবতি তস্ম নাহং কামমগ্ধস্ত স স্ত্রীষাং সাদনুপা-

সীদদৈশ্চ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহীতেতি তা অব্রবদ্রং

বৃণামহা স্বস্তিযাং প্রজাং বিন্দামহৈ কামমা বিজনিতোঃ সৎ

ভবামেতি তস্মাদৃহ্মিযাং স্ত্রিয়ঃ প্রজাং বিন্দন্তে কামমা বিজনিতোঃ

সং ভবন্তি বাৱেবু তৎ, হাসাং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণন্সাম্।

মলবদ্বাদসাম্ অভবন্তস্মান্ মলবদ্বাদসাম্ ন সং বদেত ন সহানীতঃ।

নাস্মা অম্মমগ্ধাব্রহ্মহত্যায়ৈ হেঘা বর্ণং প্রতিমুচ্যাহন্তেহথো খল্লা-

জুরভ্যঞ্জনং বাব স্খিয়া অম্মমভ্যঞ্জনমেব ন প্রতিগৃহ্যং কামমন্ডদিতঃ।

যাং মলবদ্বাদসাম্ সম্ভৱন্তি যন্ততো জায়তে সোহতিশন্তো যাম্।

রণ্যে তস্মৈ স্তেনো যাং পরাচীং তস্মৈ হ্রীতমুখ্যপগল্ভো যা স্নাত্তিঃ।

তস্মা অপ্পু মারুকো যা অভ্যঙ্ক্তে তস্মৈ চুচ্চর্যমা যা প্রলিখতে।

তস্মৈ খলতিরপমারী যাহঙ্ক্তে তস্মৈ কাণো যা দতো।

ধাবতে তস্মৈ শ্যাবদন্তা নখানি নিকৃন্ততে তস্মৈ।

কুনখী যা কুণত্তি তস্মৈ ক্লীবো যা রজ্জুৎ সৃজ্জতি তস্মাঃ।

উদ্বজ্জুকো যা পর্ণেন পিবতি তস্মা উদ্ভাজুকো যা খর্ব্বেণ পিবতিঃ।

৬ প্রাণাঠক, ১ অম্বাক ।] কৃষ্ণ-বজ্রকর্ষক-মন্ত্র ॥

ত্বৈশ্চ খর্বন্তিশ্চো রাত্রীর্ব তং চরেদঞ্জলিনা বা পিবেদখর্বকর্ণা

বা পাত্রেণ প্রজায়ে গোপীথায় ॥ ১ ॥

* . *

পর-পাঠঃ ।

মিথরূপ ইতি বিশ্ব-রূপঃ । বৈ । ত্বাষ্ট্রঃ । পুরোহিত ইতি পুরঃ-হিতঃ ॥

কেবানাম্ । আসীৎ । স্বশ্রীয়ঃ । অম্বরাণাম্ । তত্ত্ব । জোনি । শীর্ষাণি ॥

আসন্ । সোমপানমিতি সোম-পানম্ । অম্বাপানমিতি অম্বা-পানম্ ॥

অম্বাদনমিত্যন্ন-অন্নম্ । সঃ । প্রত্যক্ষমিতি প্রতি-অক্ষম্ । দেবেভ্যঃ ॥

ভাগম্ । অবদৎ । পরোক্ষমিতি পরঃ-অক্ষম্ । অম্বরেভ্যঃ । সর্বস্বৈ ॥

বৈ । প্রত্যক্ষমিতি প্রতি-অক্ষম্ । ভাগম্ । বদন্তি । যস্মৈ । এব ॥

পরোক্ষমিতি পরঃ-অক্ষম্ । বদন্তি । তত্ত্ব । ভাগঃ । উদিতঃ । তস্মাৎ ॥

ইন্দ্রঃ । অবিষেৎ । ঈদৃৎ । বৈ । রাষ্ট্রম্ । বাতি । পর্য্যাবর্তয়তি ॥

শশি-আবর্তয়তি । ইতি । তত্ত্ব । বজ্রম্ । আদায়েত্যা-দায় । শীর্ষাণি ॥

অচ্চনৎ । যৎ । সোমপানমিতি সোম—পানম্ । অসৌঃ । সঃ । কপিঞ্জলঃ ।

অভবৎ । যৎ । সুরাপানমিতি সুরা—পানম্ । সঃ । কলবিড়কঃ । যৎ ।

অয়দনমিতান্—অদনম্ । সঃ । হিত্তিরিঃ । তস্ত্র । অঞ্জলিনা । ব্রহ্মহত্যামিতি

ব্রহ্ম—হত্যাম্ । উপেতি । অগ্নিহাং । তাম্ । সধ্বংসরমিতি সধ্ব—বৎসরম্ ।

অবিভঃ । তন্ । ভূতানি । অভ্যতি । অক্রোশন্ । ব্রহ্মহরতি ব্রহ্ম—হন্ । ইতি ।

সঃ । পৃথিবীম্ । উপেতি । অসৌদৎ । অষ্টৈ । ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—

হত্যায়ৈ । তৃতীয়ম্ । প্রতীতি । গৃহাণ । ইতি । সা । অত্রবীৎ । বরম্ ।

বুণৈ । বাতাৎ । পরাভবিষ্যন্তীতি পরা—ভবিষ্যন্তী । মছে । ভতঃ । মা ।

পরেতি । ববম্ । ইতি । পুরা । তে । সধ্বংসরানিতি সধ্ব—বৎসরাৎ ।

অপীর্মত । বোহাৎ । ইতি । অত্রবীৎ । তস্মাৎ । পুরা । সধ্বংসরানিতি

সধ্ব—বৎসরাৎ । পৃথিব্যৈ । ঋতম্ । অপীতি । রোচতি । বারৈবৃত্তমিতি

ঋণে বৃতম্ । হি । অষ্টৈ । তৃতীয়ম্ । ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ ।

৬ অঙ্ক ১ অঙ্ক ১। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-মন্ত্র ১

প্রীতি। অগ্ন্যং। তং। স্বকৃতমিতি স্ব—কৃতম্। ইরিণং। অত্বং।

তস্যং। আহিত্যিরিত্যাং—অগ্নিঃ। প্রজাদেব ইতি প্রজা—দেবঃ। স্বকৃত

ইতি স্ব—কৃতে। ইরিণে। ন। অথোত। ত্রেং। ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম

—হত্যায়ৈ। হি। এষঃ। বর্ষঃ। সঃ। বনস্পতীন। উপোত। অগ্ন্যং।

অগ্নে। ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ। তৃতীয়ম্। প্রীতি। দ্বিতীয়ম্।

ইতি। তে। অত্রান্। বসম্। বৃণামহে। বৃক্ষণং। পরাতবিদ্বত্ত ইতি

পরা—ভবিষ্যতঃ। মতামহে। তন্তঃ। মা। পরেতি। ভূম। ইতি।

আব্রশ্চনাদিত্যাং—ব্রশ্চনাং। বঃ। ভূয়ঃসঃ। উদিতি। ভিষ্ঠান্। ইতি।

অত্রবীং। তস্যং। আব্রশ্চনাদিত্যাং—ব্রশ্চনাং। বৃক্ষণাম্। ভূয়ঃসঃ।

উদিত। ভিষ্ঠান্। বারেন্তমিতি বারে—বৃতম্। হি। এষাম্। তৃতীয়ম্।

ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ। প্রীতি। অগ্ন্যম্। সঃ। নির্ঘাস

ইতি নিঃ—যাসঃ। অত্বং। তস্যং। নির্ঘাসতোতি নিঃ—যাসত। ন।

অশ্রম্ । ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ । হি । এষঃ । বর্ণঃ । অথো

ইতি । ঋতুঃ । যঃ । এব । লোহিতঃ । যঃ । বা । আত্মশচনাদিত্যা—

জ্ঞশচনাৎ । নির্ধেষতীতি নিঃ—ধেষতি । তন্তু । ন । আশ্রম্ । কামম্ ।

অশ্রম্ । সঃ । জ্যৈষ্ঠস্যাদমিতি জ্যৈ—স্যাদম্ । উপেতি । অসৌদং । অশ্রৈ ।

ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ । তৃতীয়ম্ । প্রতীতি । গৃহীত । ইতি ।

ভাঃ । অক্রবন্ । বরম্ । বৃণামহৈ । ঋত্বিয়াং । প্রজামিতি প্র—জাম্ ।

বিন্ধ্যামহৈ । কামম্ । এত । বিজ্ঞনিতোরিতি বি—জ্ঞনিতোঃ । সমিতি ।

ভবাম্ । ইতি । তন্মাৎ । ঋত্বিয়াং । দ্বিষঃ । প্রজামিতি প্র—জাম্ ।

বিন্ধ্যন্তে । কামম্ । এতি । বিজ্ঞনিতোরিতি বি—জ্ঞনিতোঃ । সমিতি ।

ভবন্তি । বায়েবৃতমিতি বায়ে—বৃতম্ । হি । আসাম্ । তৃতীয়ম্ । ব্রহ্মহত্যায়

ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ । প্রতীতি । অগ্ৰহ্ন । বা । মলবৎস ইতি মলবৎ—বাসাঃ ।

অন্তবৎ । তন্মাৎ । মলবৎসসেতি মলবৎ—বাসস । ন । সমিতি । বহেত ।

নঃ সহঃ আলীতঃ । নঃ অভ্যঃ । অন্নম্ । অভ্যঃ । ব্রহ্মহত্যায় ইতি
 ঙ্গম্—ইত্যারোঃ । হি । এষাঃ । বর্ণম্ । প্রতিনিবেশ্যেতি প্রতি—মুচ্য । 'আত্মে ।
 অধো ইতি । ঋষু । আহঃ । অভ্যঙ্গনমিত্যতি—অঙ্গনম্ । বাবঃ । জিহ্বাঃ ।
 অন্নম্ । অভ্যঙ্গনমিত্যতি—অঙ্গনম্ । এবঃ । নঃ । প্রতিগৃহ্মমিতি প্রতি—
 গৃহম্ । কামম্ । অভ্যঃ । ইতি । বাম্ । মলবাসনমিতি মলবৎ—বাসনম্ । সত্ত্ববস্তীতি
 সং—ভবন্তি । ষঃ । ততঃ । জায়তে । লঃ । অভিশত ইত্যতি—শতঃ ।
 বাম্ । অরণ্যে । তত্বে । ঙ্গনঃ । বাম্ । পরাচীম্ । তত্বে । হীতমুখীতি
 হীত—মুখী । অপগল্ভ ইত্যপ—গল্ভঃ । বা । স্নাতি । তত্তাঃ ।
 অপস্নিত্যপ্—হ । মারুকঃ । বা । অভ্যঙ্ক্ত ইত্যতি—অঙ্ক্তে । তত্বে ।
 হৃশ্চক্ষতি হৃঃ—চক্ষাঃ । বা । প্রলিখত ইতি প্র—লিখতে । তত্বে । ধলতিঃ ।
 অপমারীত্যপ—মারী । বা । অভ্যঙ্ক্ত ইত্যা—অঙ্ক্তে । তত্বে । কাণঃ । বা ।
 নতঃ । ধাবতে । তত্বে । শ্রাবদমিতি শ্রাব—দন্ । বা । নথানি । নিকৃন্তত ইতি

নি—রুন্ততে । তৈশ্চ । কুনখী । যা । রুণতি । তৈশ্চ । ক্রীষঃ । যা ।
 রজ্জ্বম্ । স্বজতি । তস্তাঃ । উদ্বজ্জক ইত্যাং—বজ্জকঃ । যা । পর্ণেন ।
 পিবতি । তস্তাঃ । উদ্বাজ্জক ইত্যাং—বাজ্জকঃ । যা । ধর্কেন । পিবতি ।
 তৈশ্চ । ধর্কঃ । তিস্রঃ । রাত্রীঃ । ব্রতম্ । চরৎ । অঞ্জলিনা । বা ।
 পিবৎ । অথর্কেন । বা । পাত্রেণ । প্রজায়ী ইতি প্র—জায়ৈ । গোপীথায় ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যঃ (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

তন্ ত্রিভূতায়ৈবাকৈ পৌৰ্ণমাসীগ তন্ময়ীষোমীয়পুরোভাষণং বিধিসুস্তুত্বপোদ্ধাত্তেন প্রথমায়ু-
 যাকৈ কান্দিদাখ্যায়িকামাহ—“বিশ্বরূপো ১৭ ত্রিষ্টুঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বশ্রীয়েহসুরাণাং
 তস্ত্র ত্রীণি শীর্ষাণ্যাসনংসোমপান৩ স সুরাপানমন্নাদন৩ স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগমবদৎ পরোক-
 মসুরেভ্যঃ সৰ্কসৈষ বৈ প্রত্যক্ষ্যং ভাগং বদন্তি যস্মা এব পরোকং বদন্তি তস্ত্র ভাগ উদিতস্ত্র দ্বাদিত্রোহ
 বিভেদীদৃঙ্১৭ ত্রিষ্টুঃ বি পর্য্যাবৰ্ত্তয়তীতি তস্ত্র বজ্রমাদায় শীর্ষাণ্যচ্চিনত্বং সোমপানমাসীৎ স
 কপিজ্জলোহভবত্বং সুরাপান৩ স কলপিঙ্১৭ কৌ যদন্নাদন৩ স তিষ্ঠিবিঃ” ইতি । বিশ্বানি
 বহুবিধানি রূপানি যত্রাসৌ বিশ্বরূপঃ । ত্রিষ্টিঃ শিরোভিরূপেতদ্বাদ্বিষ্ণুরূপত্বম্ । যো বিশ্বরূপনাম-
 কস্ত্রুঃ পুত্রঃ স দেবানাং পুরোহিতো ন তু শরীরদম্বন্ধী, অসুরাণাং তু ভাগিনেয়ঃ । স চ
 সাত্ত্বিকেন শিরসা সোমং পিবতি । রাজসেনান্নমন্নি । তামসেন সুরাং পিবতি । স চ
 যজ্ঞমণ্ডপেষু গতা সৰ্কসেবাং শ্রোত্রপ্রত্যক্ষং যথা ভবতি তথা দেবেভ্যো হবির্ভাগো যুক্ত ইতি
 বসাত সৰ্কসেবাং পরোকং যথা ভবতি তথা রহস্য ঋত্বিজিঃ সহায় হবির্ভাগোহসুরেভ্যো
 যুক্তোহতন্তানেবোদ্ধিত্ত প্রযচ্ছতেতি স এবং বদতি । তেষামৃতিজ্ঞাং তস্মিন্ পরোকবাদে বিশ্বাস
 উৎপন্নঃ । তস্য পরোকবাদস্ত্র হৃদয়পূৰ্ককত্বাৎ । লোকেহপি তবায়ং ভাগ ইতি সৰ্কসৈ
 পুৰুষায় গ্রীতিমুৎপাদয়িত্বং তৎসমীপে সৰ্কৈ বদন্ত । হৃদয়পূৰ্ককত্বাভাবান্ স উদিতো ভবতি ।
 পরোকং স্দগ্ধ তু ভাগ উচ্যতে তৈশ্চব ভাগো হৃদয়পূৰ্ককত্বাহুদিতো ভবতি । এবং ব্রহ্মাস্তং শ্রদ্ধা
 তস্মাদ্বিশ্বরূপাদিত্রোহবিভেৎ । কিমিতি, ঈদৃক্ বাদিত্রোহং সৰ্কথা কৃতা ত্রিষ্টুঃ বিপর্য্যাবৰ্ত্তয়তীতি ।
 অসুরেভ্যোহপ্নান্নাসুরেভ্যঃ সমর্পণং বিপর্য্যাবৃত্তিঃ । ততস্তস্য দ্রোহিণঃ শিরঃস্থ চ্ছিন্নেষু তানি
 শিরাণাম্ পক্ষিণ্যরূপেণোৎপন্নানি ॥

তত্ত্বেন্দ্র্য প্রত্যাবায়ং জনাপবায়ং চ দর্শয়তি—“তস্তাঞ্জলিনা ব্রহ্মহত্যামুপাগৃহ্ণাতা৩৮
সম্বৎসরমবিতস্তং ভূতাত্ত্বাক্রোশং ব্রহ্মহর্মিত” ইতি । তস্যাত্ত্বকস্য বধেন নিষ্পন্ন্য বা ব্রহ্মহত্যায়
তামঞ্জলিনা স্বা চকার । পাপিনাং শিক্ষায়ামীষরেশ নিযুক্তানাং সম্ভবিত্ত্বাদানীনাং পুরতোহস্ত্রং
কৃত্বা নির্ভয়ঃ সন্ ব্রহ্মহত্যায়া বৃদ্ধিপূর্ব্বকমেব কঠোরোবমলী চকারেত্যর্থঃ । প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বা
সম্বৎসরং নিরন্তরং ব্রহ্মহত্যামলীকৃত্যেব তন্তো । আত্মতত্ত্বজ্ঞানেন পাপলোপাভাবাত্তীত্যভাবস্তত্র
যুক্তঃ । অত এব কোবীতকিন্ ইন্দ্রবাক্যমেতদামনস্তি—“বয়্যং হি বিজানীয়াস্ত্রীণীষণং
ত্বাষ্ট্রমহমকনমকৃণ্ডাত্তীনংসালারুকভাঃ প্রায়চ্ছম্” ইত্যাদি । দুরিতভাবোহপি সর্বপ্রাণিনস্ত-
মিস্ত্রং ব্রহ্মহর্মিত্যেবং সম্বোধ্যভিত্ত্বস্যাক্রোশং কৃতবস্তঃ ॥

ততস্তস্য জনাপবায়স্য পরিহারোপায়মুদ্বিগতমুপায়বিশেষঃ দর্শয়তি—“স পৃথিবীমুপাসী-
দনস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্নাতেতি সাংপ্রদবং বৃণে খাতাং পরাভবিম্ভ্যস্তৈ মন্ত্ৰে ততো
মা পরা ভূমিত্যি পুরা তে সম্বৎসরাদপি যোহানিত্যব্রবীত্বাদ্য পুরা সম্বৎসরং পৃথিব্যে খাতমপি
যোহতি বারৈবৃত৩৮ হ্যসং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণাত্তৎসকৃত্যমরিণমভবত্ত্বাদাহত্যাঃ
শ্রদ্ধাদেবঃ স্বকৃত ঠিরিণে নাব সোব্রহ্মহত্যায়ৈ-হোষ-বণঃ” ইতি । উপাসীদতপত্যে প্রার্থিবান্ ।
খাতাং পরাভবিম্ভ্যস্তৈ মন্ত্ৰে, জনাঃ স্বেচ্ছয়া তত্র তন্ ভূমং খনন্তি তদুপদবাং পরাভূতা পীড়িতা
ভবিষ্যামীতি মনসা চিন্তয়ামি । খাতপ্রদেপঃ সম্পূর্ণমন্ত্রেণ পান্ড্রপ্রক্ষেপাভূতাদ্যন্তেরাহপি-
যোহাং পুরতো ভূমাদতি বরঃ । তদ্বিদমসি, বারৈবৃতমস্যাঃ পৃথিব্যাঃ খাতপূরণং বরেন লক্ষম্ ।
পৃথিব্যাঃ স্বীকৃতত্বত্বায়ৈ ব্রহ্মহত্যায়া ভাগঃ স্বকৃত্যমরিণমভবৎ । ইত্যন্ত অনীয় প্রাক্ষিপ্তঃ ন
ভবতীতি স্বতঃসিদ্ধমবক্ষ্যেতদসীৎ । যজ্ঞাদিরিণং ব্রহ্মহত্যায়াঃ স্বকৃপং তস্মাদাহতিত্যাঃ
শ্রদ্ধাদেপস্ত্যি মরিণে কদাচিদপি ন তিষ্ঠেৎ । যয়া, দেবযজ্ঞনশ্চেন নাখ্যবমোৎ । শ্রদ্ধৈব দেবো
যজ্ঞানো শ্রদ্ধাবানিত্যাঃ ॥

একস্য ব্রহ্মহত্যাভাগস্য পরিহারোপায়মুক্তং দর্শয়তি—“স বনস্পত্যীমুপাসীদনস্যৈ
ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্নাতেতি তেহত্রৈবদং বৃণামহৈ বৃক্ণাং পরাভবিম্ভ্যস্তৈ মন্ত্ৰামহে-
ততো মা পরা ভূমত্যাব্রচনাং ভূগা৩৮ উচিষ্টানিত্যব্রবীত্বাদ্যাব্রচনাদব্রক্ণাং ভূগা৩৮
উত্তিষ্ঠতি বারৈবৃত৩৮ হোষাং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণাত্তৎস নিৰ্ঘাসোসোভনস্ত্যানিৰ্ঘাসস্ত-
নাহগ্রং ব্রহ্মহত্যায়ৈ হোষ বর্গাহরণে খলুঃ এব লোহিতো যো বহব্রচনানিৰ্ঘাসতি তন্ত নাহগ্রং
কামমন্ত্ৰ” ইতি । বৃক্ণাচ্ছেদনাং, স্যাব্রচনাচ্ছিন্নপ্রদেশাভূতাসো বহব্রুবা উত্তিষ্ঠতি
বয়ঃ । বৃক্ণান্নিত্য বনভূতা বসো নিৰ্ঘাসঃ । ব্রহ্মহত্যায়াঃ স্বকৃপান্নিৰ্ঘাসস্ত স্বকৃপং ন
তোজ্যং ভবতি । আপ চ পক্ষান্তরমিতি, ন সর্বোহপি নিৰ্ঘাসো নিষিদ্ধঃ কিন্তু যো
লোহিতবর্ণো যশ্চ চিহ্নব্রহ্মপ্রদেশাচ্ছিন্নপ্রদেশোভয়ং নিষিদ্ধম্ । অন্যস্ত তু নিৰ্ঘাসস্য স্বকৃপ-
মাশ্রমিচ্ছয়াং সত্যামশিত্বং যোগ্যম্ ॥

ত্রিন্ ব্রহ্মহত্যাভাগেষু দ্বয়োঃ পরিহাবমুক্তা তৃতীয়শ্চাবশিষ্টস্ত পরিহারং দর্শয়তি—“স জীয৩৮
সাদমুপাসীদনস্তৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্নাতেতি তা অত্রৈবদং বৃণামহা মন্ত্ৰায়ং প্রজাঃ
বিন্দামহৈ কামমা নিশ্চিন্তাঃ সন্তবামেতি তস্মাদ্ভিষাৎ স্ত্রিঃ প্রজাঃ বিন্দন্তে কামমা
বিজনিতোঃ সঃ ভবন্তি বারৈবৃত৩৮ হ্যসং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণাত্তা মলবদাসাঃ

অন্তকৃত্বান্নসবরাসাঃ নঃ সং বদেত নঃ সহাসীত নাত্মা অন্নমগ্ধাৎ কহত্য্যৈঃ স্তোত্রাঃ বর্ণঃ
প্রতিমুচ্যাহন্তেথো স্বর্গ্যচরভজ্ঞনং বাবঃ স্ত্রিয়া অন্নমভ্যজ্ঞনমেব নঃ প্রতিগৃহ্যঃ কামমন্যাদিতি”
ইতি । স্ত্রিয়ঃ সম্যক্ সাদন্তিঃ বিশ্রুভগোপবিশস্তি যন্তাং সভার্যামিতি ক্রীসভাবিশেষঃ স্ত্রীযঃ সাদঃ ।
স্বর্গ্যচরভজ্ঞনং স্বর্গ্যচর প্রথমমন্তোয়গাদেব গর্ভে জাতেনপি কামমুদ্রাহবিজ্ঞানতোরা প্রপবাৎ
পুরুষেণ সঙ্গজেহি । পুত্রোপদ্রবঃ প্রত্যরায়শ্চ নিমিক্কাদনক্কতোহম্মাকং মা ভূদিতি বয়ঃ । অন্তঃ
এব যজ্ঞবল্যস্তুতিঃ—“যথাক্রমৌ ভবেবাহাপঃ স্ত্রীগং বরমমুস্মরন” ইতি । যো ব্রহ্মহত্যায়্যাত্তীতো
ভাগঃ সা মলবদাসা রজঃশলা যোষিদভবৎ । যস্যাদিয়ঃ ব্রহ্মহত্যায়্য রূপং শরীরে কঙ্কবৎ
প্রতিমুচ্যাহন্তে তস্মাত্তয়া সহ সন্ত্যমগং ন কুর্ধ্যাৎ । তয়া সঠেকামন্ গৃহে বালো ন কর্তব্যঃ ।
তৎসামিকং তৎস্পৃষ্টং বাহরং নান্মীয়্যৎ । অপিতাভিজ্ঞাঃ কেচিদেবমাছঃ—স্ত্রিয়াঃ শূদ্রারোপ-
যোগিভেন্নভ্যজ্ঞনমেবান্নহানীয়াৎ, তদীয়ং তৈল্যাদিকমেব ন গৃহীয়াৎ । তয়া বা স্বপরীরভ্যজ্ঞনং না
কারয়েৎ । অন্নদয়ং সত্য্যামিচ্ছয়াং ভোক্তব্যমিতি ॥

প্রসঙ্গাদ্রজঃশলাব্রতানি বরন্তে—“যাঃ মলবদাসসম্ সন্ত্যমস্তি যন্তো জায়তে, গোহতিশন্তো
যামরণ্যে তন্তে ত্বেনো যাঃ পরাচাঃ তন্তে হ্রাতমুখাপগলভো যা স্ত্রিগি তন্তম্ অপম্মাককো
বাহভাওক্কে তন্তে হুচর্য্য যা প্রলিখতে তন্তে খলতিরণমারো বাহওক্কে তন্তে কাণো যা দতো
ধাবতে তন্তে শ্রাবদস্তা নথানি মিক্কন্ততে তন্তে কুনখী যা ক্লগতি তন্তে ক্রীবো যা রজ্জু স্মৃতি
তন্তা উষক্ককো যা পর্গেন পিবতি তন্তা উম্মাহকো যা থরেকং পিবতি তন্তে থরেকিত্তো ব্যাত্রীতং
চরেনঞ্জলিনা বা পিবেদথরেকং বা পাভেৎ প্রজ্জাটৈ গোদীধ্যায় ॥” ইতি ॥ অতিশন্তো মিত্যাপবাদ-
বৃত্তঃ । যামরণ্যে, মলবদাসসম্ সন্ত্যমস্তীতানুবর্ততে । পরাচৌচ্চারণভীত্যা লজ্জয়া বা পরাও-
সুখীন্ । সভার্যামবাওমুশো বক্তুমশক্তো হ্রীতমুখাপগলভ ইত্যুচ্যতে । মাককো মরণশীলঃ ।
হুচর্য্য কুট্টী । প্রলিখতে ভিত্তৌ চিত্রাদিকং করোতি । খলতিঃ কেশশূন্যঃ । অপমারী
হুশরণযুক্তঃ । কাণঃ কুণ্ঠিতাকঃ । শ্রাবদস্তালনদন্তঃ । ক্লগতি তৃণাদি জিনন্তি । উষক্ককো
রজ্জু বদ্ধস্য মরণশীলঃ । থরেকং বহুপকেন শরাবাদিনা । থরৌ বামনঃ । যস্যাহুকা দোষঃ
বর্তন্তে তস্মাত্তংপরিভারায় রজঃশলাব্রতং সন্ত্যাদবর্জ্জনরূপং নিয়মমাচরৎ । ভোজনেহঞ্জলি-
কণ্ডশরাবাদিক্যাদানমন্তঃ । ব্রাতচরণমুৎপত্তমানায়াঃ প্রজ্জায়া রূপার্থঃ ভবতি ॥

অত্র মীমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতম্—“নঃ সঘদেত মলবদাসস্যোপি পূর্ববৎ । পূমর্থঃ
স্তাৎ ক্রতো জাপি সৎবাদস্ত্য প্রস্ক্রিতঃ ॥” দর্শপূর্ণম্যস প্রকরণে শ্রয়তে—“মলবদাসসা নঃ সঘদেত”
ইতি । অত্র নিষেধস্ত প্রকরণাৎ ক্রতঃস্বয়মিতি চেষ্ট । অপ্রসক্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গাৎ । “যন্ত
ব্রতোহক্ পন্নানালভুকা ভবতি । তামপকুধ্য যজ্ঞেত” ইতি রজঃশলায়া নিঃসারণান ক্রতো
সৎবাদপ্রসক্তিঃ । তস্মাৎ কেবলপুরুষার্থস্ত প্রকরণাহুৎকর্ষঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে বৃক্ষযজুর্বেদীয়ে তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথমোহুত্বাকঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ মন্ত্ৰঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রাশাঠকঃ । দ্বিতীয়োহম্বকঃ ।)

ঈদং হতপুত্রো বীজং সোমমাহরতস্মিন্দ্ৰ উপহবমৈচ্ছত তং

নোপাস্বয়ত পুত্রং গেহবধীরিতি স যজ্ঞবেশসং কৃৎ প্রাসহা

সোমমপি বক্তব্যঃ বদত্যশিশ্যত তস্ম্যেতাং হবনীয়মুপ প্রাবর্তয়ৎ

স্বাহে শত্রুর্ধ্বক্বেতি যদবর্তয়তদ্বক্তব্যং বুদ্ধং বদত্রবাৎ স্বাহে

শত্রুর্ধ্বক্বেতি তস্যাদিত্য ইন্দ্রঃ শত্রুরভবৎ স সন্তবমগ্নীষোমাবভি

সমভবৎ স ইযুগাত্রমিযুগাত্রং বিঘণ্ডবর্জিত স ইমাল্লোকানবুগোশ্চ

দিমাল্লোকানবুগোতদ্বক্তব্যং বুদ্ধং তস্যাদিশ্চোহবিভেৎ সা

প্রজাপতিযুপাধাবচ্ছক্শেহজমীতি তস্মৈ বজ্রং সিন্ধু প্রাঘচ্ছ

দেতেন জহীতি তেনাভ্যায়ত তাককৃতামগ্নাষোমৌ মা প্র

হারাবমন্তঃ স্ব ইতি মম বৈ বুধং স্ব ইত্যত্রাণীমায়ভেতমিতি

তৌ ভাগধেয়মৈচ্ছতাং ভাভ্যাবেতমগ্নীষোমায়মেকাদশকপালং

পূর্ণমাসে প্রায়চ্ছত্রাবক্রতামভি সন্দর্ভৌ বৈ স্যো ন শরুব ঐতুমিতি

স ইন্দ্র আত্মনঃ শীতরুরাবজনয়ন্তস্বীতরুবয়োর্জ্জ্বম্ব য এর৩

শীতরুবয়োর্জ্জ্বম্ব বেদ নৈন৩ শীতরুরৌ হতস্তাত্ম্যামেনমভ্যনয়ন্ত-

স্বাজ্জজ্জভ্যমানাদগ্নীষোগৌ নিরক্ষমতাং প্রাণাপানৌ বা এনং তদ-

জহিতাং প্রাণো বৈ দক্ষোহপানঃ ক্রতুস্তস্বাজ্জজ্জভ্যমানো ক্রয়াময়ি-

দক্ষক্রতু ইতি প্রাণাপানাবেবাহত্বক্ৰতে সর্বমায়ুরেতি স দেবতা-

বুত্রামিহুয় বাত্র৩৩ হবিঃ পূর্ণমাসে নিরবপদ্বন্তি বা এমং

পূর্ণমাস আ অমাবাস্তায়াং প্যায়য়ন্তি তস্মাদ্বাত্রী পূর্ণমাসেহ-

নূচ্যেতে বুধগতি অমাবাস্তায়াং তৎ স৩ স্থাপ্য বাত্র৩৩ হবি-

র্বজ্জমাণায় পুনরভ্যায়ত তে অক্রতাং ত্বাপাণথিবী মা প্র হারা-

বয়োর্ভৈব শ্রিত ইতি তে অক্রতাং বরং বুণাবর্ভৈ নক্ষত্রবিহিতাহ-

হমসানীত্যসাব্রবীচ্চিত্রবিহিতাহমিতীয়ং তস্মান্নক্ষত্রবিহিতাহসৌ-

চিৎ্রবিহিতেয়ং য এবং জীবাপৃথিব্যোঃ বরং বেদৈনং ধরো

গচ্ছতি স আভ্যামেব প্রসূত ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তে দেবা বৃত্রং

হত্বাহম্যামোমাবক্রবন্ হব্যং নো বহতমিতি তাবক্রতামপতেজসো

বৈ ত্যো বৃত্রে বৈ ত্যয়োতেজ ইতি তেহক্রবন্ ক ইদমচ্ছেতীতি

গৌরিত্যক্রবন্ গৌর্বাব সর্বশ্চ মিত্রমিতি সাহব্রবীৎ বরং বৃণে

অয্যেব সতোভয়েন ভুনজাধ্বা ইতি তদগৌরাহরতশ্মাদগবি সতো-

ভয়েন ভুঞ্জত এতদ্বা অগ্নেঃশ্বেজো যদ্ব্যতমেতৎসোমশ্চ যৎ পয়ো

য এবমগ্নীষোময়োশ্বেজো বেদ তেজস্যেব ভবতি ব্রহ্মবাদিনো

বদন্তি কিং দেবত্যং পৌর্ণমাসমিতি প্রাজাপত্যমিতি ক্রযান্তে-

নেম্রং জ্যেষ্ঠং পুত্রং নিরবাসায়য়দिति তস্ম্যাজ্যেষ্ঠং পুত্রং

ধনেন নিরবসায়য়ন্তি ॥ ২ ॥

পদ-পাঠঃ ।

ঋষ্টা । হতপুত্র ইতি হত—পুত্রঃ । নীক্রমিতি বি—ইন্দ্রম্ । সোমম্ ।

ঋতি । অহরং । তস্মিন্ । ইন্দ্রঃ । উপহবমিত্যুপ—ইবম্ । ঐকৃত্য । তম্ ।

ন । উপৈতি । অহরত । পুত্রম্ । সে । অবদীঃ । ইতি । সঃ । বক্তবেশ-

সমিতি যজ্ঞ—বেশসম্ । কৃতা । প্রাশহেতি প্র—সহা । সোমম্ । অপিবং ।

তত্ । যং । অত্যশিশ্যুকেত্যতি—অশিশ্যত । তং । ঋষ্টা । আভবনীয়মিত্যা—

ভবনীয়ম্ । উপ । প্রেতি । অবর্তয়ং । স্বাহা । ইন্দ্রশক্ররিতীক্স—শক্রঃ ।

বর্দ্ধয় । ইতি । যং । অবর্তয়ং । তং । বৃত্রস্ত । বৃত্রধমিতি বৃত্র—ভম্ ।

যং । অত্রবীং । স্বাহা । ইন্দ্রশক্ররিতীক্স—শক্রঃ । বর্দ্ধয় । ইতি । তন্মাং ।

অস্ত । ইন্দ্রঃ । শক্রঃ । অভবং । সঃ । সন্তবমিতি সং—ভবম্ । অগ্নীষোমা-

বিত্যগ্নী—সোমো । অভি । সমিতি । অভবং । সঃ । ইষুমাভ্রমিষুমাভ্র-

মিত্যীষুমাভ্রম্—ইষুমাভ্রম্ । বিধত্ত । অবর্দ্ধিত । সঃ । ইমান্ । লোকান্ ।

অবুগোং । যং । ইমান্ । লোকান্ । অবুগোং । তং । বৃত্রস্ত । বৃত্র-

মিতি রত্ন—অম্ । তন্মাং । ইন্দ্রঃ । অবিভেৎ । সঃ । প্রজাপতিমিতি প্রজা—

পতিম্ । উপেতি । অধাবৎ । শক্রঃ । মে । অজনি । ইতি । তমৈ ।

বজ্রম্ । সিন্ধু । প্রেতি । অযচ্চৎ । এতেন । জহি । ইতি । তেনা ।

অভীতি । আয়ত । তো । অত্রতাম্ । অগ্নীষোমাবিত্যগ্নী—সোমো । মা ।

প্রেতি । হাঃ । আবম্ । অন্তঃ । স্বঃ । ইতি । মম । বৈ । যুবম্ ।

স্বঃ । ইতি । অত্রবীৎ । মাম্ । অতি । এতি । ইতম্ । ইতি । তো ।

ভাগধেয়মিতি ভাগ—ধেয়ম্ । ঐচ্ছেতাম্ । তাভ্যাম্ । এতম্ । অগ্নীষোমীষ-

মিত্যগ্নী—সোমীদম্ । একাদশকপাগমিতোকাদশ—কপালম্ । পূর্বমাস ইতি পূর্ব—

মাসে । প্রেতি । অযচ্চৎ । তো । অত্রতাম্ । অভীতি । সন্দষ্টাবিতি

সং—দষ্টৌ । বৈ । স্বঃ । ন । শক্রবঃ । ঐতুমিত্যা—এতম্ । ইতি । সঃ ।

ইন্দ্রঃ । আয়নঃ । শীতরুরাবিতি শীত—রুরৌ । অগ্ননয়ৎ । তৎ । শীত-

রুরয়োরিতি শীত—রুরয়োঃ । জন্ম । যঃ । এবম্ । শীতরুরয়োরিতি শীত—

করয়েঃ । জন্ম । বেদ । ন । এনম্ । শীতরুসাবিতি শীত—রুসো । হতঃ ।

তাত্যাম্ । এনম্ । অদীত । অনয়ৎ । তয়াৎ । জজ্জভ্যমানাৎ । অরীষোষা-

নিতাগ্নী—সোমো । নিরিতি । অক্রামন্তাম্ । প্রাণাপানাবিতি প্রাণ—

অপানো । বৈ । এনম্ । তৎ । অজ্জহিতাম্ । প্রাণ ইতি প্র—অনঃ ।

বৈ । দক্ষঃ । অপান ইত্যপ—অনঃ । ক্রতুঃ । তয়াৎ । জজ্জভ্যমানঃ ।

ক্রয়াৎ । ময়ি । দক্ষক্রতু ইতি দক্ষ—ক্রতু । ইতি । প্রাণাপানাবিতি প্রাণ—

অপানো । এব । তায়ন্ । ধন্তে । সর্বম্ । আয়ুঃ । এতি । সঃ ।

দেবতাঃ । ব্রত্নাৎ । নিহুংয়েতি মিঃ—হুয় । বাত্র ব্রমিতি বাত্র—ব্রম্ । হবিঃ ।

পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে । নিরিতি । অবপৎ । ব্রন্তি । বৈ । এনম্ ।

পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে । এতি । অমাবাস্ত্যামিত্যমা বাস্ত্যাম্ । প্যায়ন্তি ।

ভাস্নাৎ । বাত্র ব্রী ইতি বাত্র—ব্রী । পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে । অধ্বিতি ।

উচোতে ইতি । বৃধন্তী ইতি বৃধন্—বন্তী । অমাবাস্ত্যামিত্যমা—বাস্ত্যাম্ । ওৎ ।

সত্ৰাপোতি সং—স্থাপ্য । বাত্র স্মৃতি বাত্র—স্মৃ । হবিঃ । বজ্রম্ । আদায়ৈত্যা—

দায় । পুনঃ । অভীতি । আয়ত । তে ইতি । অক্রতাম্ । জ্ঞাপূর্ণিবী

ইতি জ্ঞাপূর্ণিবী । মা । প্রেতি । চাঃ । আবয়োঃ । বৈ । শ্রিতঃ । ইতি ।

তে ইতি । অক্রতাম্ । বরম্ । বর্ণাবষ্টে । নক্ষত্রবিহিতেতি নক্ষত্র—

বিহিতা । অহম্ । অসানি । ঠাতি । অসো । অত্রবীৎ । চিত্রবিহিতেতি

চিত্র—বিহিতা । অহম্ । ঠাতি । ঠয়ম্ । ওয়াৎ । নক্ষত্রবিহিতেতি নক্ষত্র—

বিহিতা । অসো । চিত্রবিহিতেতি চিত্র বিহিতা । ঠয়ম্ । যঃ । এবম্ ।

জ্ঞাপূর্ণিব্যোৱিতি জ্ঞাপূর্ণিব্যোঃ । পরম্ । বেদ । এতি । এনম্ ।

বরঃ । গচ্ছতি । সঃ । অভ্যাম্ । এব । প্রসূত ইতি প্র—সূতঃ । ইন্দ্রঃ ।

বুধম্ । অহম্ । তে । দেবাঃ । বজ্রম্ । হস্তা । অমীষোমাবিত্যমী—

দোমো । অক্রবন্ । হব্যম্ । নঃ । বহতম্ । ইতি । তো । অক্রতাম্ ।

অপভ্রজসাবিতাপ—ভ্রজসো । রৈ । তো । বুধে । বৈ । ত্যয়ে(২) ।

তেজঃ। ইতি। তে। অত্রবন্। কঃ। ইদম্। অচ্ছ। এতি।

ইতি। গোঃ। ইতি। অত্রবন্। গোঃ। বাক। সৰ্বস্ত। মিত্রম্। ইতি।

স। অত্রবোৎ। বরম্। বুণে। ময়ি। এব। সত্য। উভয়েন। ভূনজাধৈব।

ইতি। তৎ। গোঃ। এতি। অহরৎ। তস্মাৎ। পবি। সত্য। উভয়েন।

ভুঞ্জতে। এতৎ। বৈ। অগ্নেঃ। তেজঃ। বৎ। দ্বতম্। এতৎ। সোমস্ত।

যৎ। পয়ঃ। বঃ। এনম্। অগ্নীষোময়োবিতাশী—সোময়োঃ। তেজঃ।

বেদ। তেজস্বী। এব। ভবতি। ব্রহ্মণাদিনঃ। ইতি ব্রহ্ম—বাদিনঃ। যদস্তি।

কিংদেবতামিতি কিং—দেবতাম্। পৌর্ণমাসমিতি পৌর্ণ—মাসম্। ইতি।

প্রাজাপত্যমিতি প্রাজা—পত্যম্। ইতি। ক্রয়াৎ। তেন। ইন্দ্রম্। জ্যেষ্ঠম্।

পুত্রম্। নিরবাসায়স্বদীতি নিঃ—অবাসায়স্বৎ। ইতি। তস্মাৎ। জ্যেষ্ঠম্।

পুত্রম্। ধনেন। নিরবাসায়স্বদীতি নিঃ—অবাসায়স্বস্তি ॥ ২ ॥

মন্ত্ৰভাষ্য (নায়গাচাৰ্য্য কৃতং) ।

উপোদেষাতে বিধিকণবৎ সম্যক্ সমাবিতঃ ॥

অথ দ্বিতীয়ানুবাকেঃ প্রাণীষৌমীয়পূর্বোভাশঃ বিধিৎস্বানো তন্ত্ৰোপোদেষাত্ত্ব বিধিপাশাসং-
দর্শয়তি—“তুষ্ণী হতপুত্রো বাক্রৗ সোমমাহতস্তমিহ্নস্ত উপহনমৈচ্ছত তং নোপাস্মরত পুত্রং
মেহবনীরিতি স যজ্ঞবেশনং কৃত্বা প্রাসহা সোমমপিবদন্ত যদবশিষ্টত তৎপ্রোহতবনীয়মুপ
প্রাবর্তয়ৎ স্বাহেহুশক্রর্কর্কিষেতি যদবর্তয়ত্তদব্রহ্ম ব্রহ্মত্বং যদব্রবাৎ স্বাহেহুশক্রর্কর্কিষেতি তস্যাদ-
ত্বেজঃ শক্রবভবৎ স সন্তবরগ্রাষোমাবতি সমভবৎ স ইযুনাত্রমিযুগানে বিদ্বত্ত্বপদ্বিত স
ইমাল্লোকানবর্ণোদ্রিমাল্লোকানবর্ণোদ্রব্রহ্ম ব্রহ্মত্বং তস্মাদিক্রোহবিভেৎ” ইতি। যস্মাৎ
কারণাদন্তোৎপত্তার্থমাহতিমবর্তয়তস্মাৎ কারণবর্তয়তোতদর্থমিতি বাৎপত্যা ব্রহ্মত্বং সম্পন্নম্।
যস্মাৎ কাবণাৎ যজ্ঞদমসঙ্গং বিষজ্ঞা বহুব্রীহিস্রমুচারিতবান, তস্মাৎ কারণাদিক্রঃ শাতব্রিত্তা
যন্তেতি বাৎপত্যা ব্রহ্মজ্ঞাত্বোক্তো যাক্রাহভৎ। শেষং পূর্বপ্রাপ্যৈকং ব্যাপ্যাত্মম ॥

তত্র বধোপায়ঃ দর্শয়তি—“স প্রজাপতিমুপাধাবচ্চকর্ষেহজনীতি কৈশ্র বজ্রৗ সিন্ধু।
প্রাযচ্ছদেতেন জহীতি তেনাভ্যাহত” ইতি। ইচ্ছা মম কমিচ্ছত্বকর্কিত ইতি বদন্ প্রজাপতি-
মসংবত। তস্মা ইচ্ছায় স প্রজাপতির্বজ্রঃ সিন্ধু বহুমুদিত্র কৃত্যভিমন্ত্রি বজ্রেন প্রোক্ষ্যাত্মমঃ
জহীতি বদন্ প্রাযচ্ছৎ। জহি মারয়েতার্থঃ। তেন বজ্রেন সহিতঃ স ইচ্ছ এনং ব্রহ্ম ইচ্ছমতি-
জ্ঞাহ্রয়তাংগতবান ॥

ইখমুপোদেষাতঃ তত্প্রযোগঃ চোক্তাহ্রৌষৌমীয়পূর্বোভাশবিধিসম্পাদনোদ্রয়তি—“ত ব-
ক্রতামগ্রীষোমো মা প্র হারাবনন্তঃ স্ব ইতি মম বৈ যুবৗ স্ব ইত্যাব্রবীন্মানভোহমিতি তৌ ভাগ-
ধেয়মৈচ্ছতাঃ ভাভামেতমগ্রীষৌমীয়েমকাদশকপালং পূর্বমাসে প্রাযচ্ছৎ” ইতি। ইচ্ছ না
প্রোহাঃ, ব্রহ্ম মা প্রহর। আবনন্তঃ স্বঃ, আবাসুভাবেতত্ত্ব মুখে তিষ্ঠাৎ। তত্ৰজ্ঞাত্বা স ইচ্ছোহ-
ব্রবীৎ—যুবাং মম স্থো বৈ খঁষতি তস্মান্নামভোতঃ মমভিলক্ষ্যাজ্জঃম্ ইতি। ততোহগ্রীষে মৌ
জ্বংসকশমগিতরোরাবয়োঃ কিং ভাগধেয়মিতি পপ্রোচ্ছতুঃ। স চেন্দ্রঃ পূর্বমাসে যৌহগ্রী-
ষৌমীয়পূর্বোভাশঃ স যুবয়োভাগ ইতি দত্তবান্। অগ্রীষৌমীয়েমকাদশকপালং নির্বপেদিত্তি
বিধিরক্ত দ্রষ্টব্যঃ ॥

অগ্রীষৌময়োনির্গমনপ্রকারং দর্শয়তি—“তাবক্রতামতি সন্দ্যস্তী বৈ স্থো ন শক্রৗ ঐতুমিতি
স ইচ্ছ আশ্রাঃ শীতকরাঙ্গনয়ত্ত্বাত্তকরোজ্জম য এবৗ শীতকরোজ্জম বেদ নৈনৗ শীতকরৌ
হতস্তাভ্যামেনমভ্যনয়ত্ত্বাজ্জভ্যমানাদগ্রীষৌমৌ নিবক্রামতাম্” ইতি। ব্রহ্ম মুখে দস্তপত্ত্ব-
ভ্যামভিতঃ সমাগদষ্টাবেব বর্ত্তাবহে। তস্মাদাগন্তঃ ন শক্রৗ ইতি উক্ত ইচ্ছস্তরোরাগমনায়
স্বাশ্রয়ঃ সকাশাচ্ছাত্তজবৎ তদনন্তরভাবিসস্তাপ্য চোভাবুৎপাদিতবান্। তদানীং শীতকরণমভি-
ধেয়গোজ্জরতাপরোজ্জম সমুৎপন্নম্। তজ্জয়াবেদমং ন শীতকরৌ জতো ন মারয়তঃ। ততঃ
স ইচ্ছস্তাভ্যাং শীতকরাভ্যামাযুৎসদৃশাভ্যামেনং ব্রহ্মভিলক্ষ্য প্রযুক্তাভ্যামনয়দেনং ব্রহ্ম
সংযোজিতবান্। তদা শীতজ্বরসস্তাপাত্যং জজ্ঞভ্যানানুযবিদারণং কুর্কতস্তস্মাদ্ব্রতাদগ্রী-
ষৌমৌ নির্গতো ॥

প্রাসঙ্গ্যমুৎপত্ত্ব বিনিযুক্তং—“প্রাণাপানৌ বঃ এনং তদজহিতাং প্রাণো বৈ দক্ষোহপাসঃ।

168291

ক্রেতৃস্বত্বজ্ঞপ্ত্যভ্যমানো কণ্যাময়ি দক্ষকৃত্ব ইতি প্রাণাপানাবেবাহুস্বক্ৰতে সৰ্বমায়ুরেতি” ইতি । অগ্নীষোমো এদা নির্গণো তদানীং প্রাণপানাবেদৈনং বৃত্তং তান্তবস্তো তয়োশ্চ প্রাণাপানময়োঃ ক্ৰমেণ দক্ষঃ ক্রেতৃবিত্তোব নামনৌ । যস্মাৎ কারণাদেহে তয়োনিমনৌ তস্মাৎ কারণাৎ কৃতুকালে জ্ঞপ্ত্যভ্যমানো সুখবিদারণকপং গাত্ৰবিনিমং কুৰ্শ্বন গজমামো ময়ি দক্ষকৃত্ব ইতি মন্ত্ৰং ক্ৰয়াৎ । তিষ্ঠেতাৰ্মিতি মন্ত্ৰবাক্যাশেখস্তাধ্যায়ঃ । তেন মন্ত্ৰপাঠেন প্রাণাপানাবেব স্বান্নিনি স্থিৰৌ ধারিত-
বাম্ ভবতি ততঃশ্চমৃত্যুপ রহাৰেণ সৰ্বমায়ুঃ প্রাপ্নোতি ॥

অথানেন বৃত্তবদনসংজ্ঞানাজ্জাভাগসম্মুখলগ্নায়াঃ কালভেদেন ব্যবস্থায় বিধান্তে—“স দেবতা। বৃত্তান্নিহ্নয় বাত্রয় ৮ চবিঃ পূর্ণমাসে নিরবপদবৃত্তি বা এনং পূর্ণমাস অহমাবাস্তায়াং প্যায়য়ন্তিঃ তস্মাদবাত্রয়ো পূর্ণমাসেহনুচোতে বৃত্তবদী অমাবাস্তায়াং” ইতি । স ইন্দ্রোজ্যৈষোমপ্রমুখাঃ কৃত্তমুখে স্থিতাঃ সৰ্ব্বা দেবতা বৃত্তান্নিহ্নয় নিঃসার্য বৃত্তহননহেতুভূতং চবিত্রাজ্জাভাগদবাকপং পূর্ণমাসে সম্পাদিতবান্ । লোকেহপোনং বৃত্তমাববণাশ্রকং বৃত্তান্নকায়কপেণাবস্থিতং শকং পূর্ণমাসদিনে ত্র্যোত্সয়া বিনাশয়ন্তি । অমাবাস্তায়াং ত্র্যোত্সয়া অমাবাত্রকপমক্ষকায়কপায়- যন্তি সৰ্ব্বতো বর্দ্ধয়ন্তি । যস্যাদেবং তস্মাদ্বৃত্তহননশঙ্কলাঙ্ঘিতে ঋতাবাজ্জাগ্নয়োঃ পূর্ণমাসে পুরোভুবাক্যে কর্তব্যে । বৃদিধাতুযুক্তে ঋতাবমাবাস্তায়াং পুরোভুবাক্যে কর্তব্যে । অগ্নয়ঃ বাণি- জন্তুঘনস্ব ৮ বাজোত বৃত্তহত্যায়োক্তবৃত্তহননপ্রতিভেরেতে ঋতৌ বাত্রয়ৌ । কবির্বিদ্যেপ্রেম- বাবুধে বর্দ্ধয়ামো বয়োবিদ্য ঋতাতো ঋতৌ বৃদিধাতুযুক্তত্বাদ্ভয়তৌ ॥

প্রাদিকৌম্ভাগ্যবাহুং বিবায় প্রকৃৎ বৃত্তবদপ্রকারঃ দর্শয়তি - “তং স হৃদ্যাপ
 বাত্ৰ ৰ্হব্বিৰ্ভুমা দায় পুনৰভায়ত তে অক্লতাং জাপা পথিনী মা প্র হারাবয়োৰ্কে শিত ইতি
 তে অক্লতাং বরং বৃণাৎ হৈ নক্ষত্রবিহিতাহমসানৌত্যাবব্রবাচ্চিব্রবিহিতাহম্ভীয়ং তক্ষা-
 নক্ষত্রবিহিতাহসৌ চিত্রবিহিতং য এবং জাপা পৃথিব্যোৰ্কবং বোদনং বযো গচ্ছতি স
 আভ্যামেব প্রসূত ইক্সো ব্রহ্মহন” ইতি । স ইক্সো ব্রহ্মহনঃ হেতুভূতাজ্যভাগপৎ হবিঃ
 সম্পূর্ণঃ কৃত্বা পূৰ্বেব্রহ্মমা দায় পুনরপি ব্রহ্মভিলক্ষা হস্তমাগতবান । তসানৌ জাপা পৃথিব্যাবিল্লমঃ
 ক্রতাম্—অথং ব্রহ্মো ভূমিমা বভা ত্বালাকপৰ্য্যাপ্তং বাণ্যাহ বযোরাশিতো বর্ততে তস্মান্নদীয়মেনং
 ন প্রহরতি । তত ইক্সো নক্ষত্রাকারমালোক্য প্রচারমভ্যজ্ঞাতমুৎকোচয়ন ববং বৃত-
 বতো । নক্ষত্রৈর্কিহিতাহলঙ্কতা শ্রামিতি দিবো বরঃ । মত্তৃগ্যপশুবক্ষনগনদাসমুদ্রাদিকপেশ
 বিচিহ্নেণ বিহিতাহলঙ্কতা শ্রামিতি পৃথিব্যা বরঃ । তেন বরেন তে ভঐথব শ্রাতাম্ ।
 এতদ্বরাতিজোহপি স্বাভীষ্টং বরং প্রাপোতি । ততঃ স ইক্সো জাপা পৃথিবীভ্যামুজ্জাতো
 ব্রহ্মং হতবান ॥

অধাভিত্তিতত্ত্বাধীষোমীপুরোভাশস্ত্র দেবো প্রশংসতি—“তে দেবা বৃহৎ হবাহগ্নীষোমান-
 ক্রন্দনং হব্যঃ নো বহতমিতি তাবক্রতামপতেজসো বৈ তৌ বৃত্তে বৈ তায়োন্তজো ইতি তেহক্রবন্
 ক ইন্দ্রমচ্ছৌভৌতি গৌরিতাক্রবন্ গৌর্দ্যাব সর্গস্ত মিহমিতি সাহব্রবীদগং বণৈ মযোব
 সতোভয়েন ভূনজঃস্বা ইতি তাঃআরাহরন্তয়াপসবি সতোভয়েন ভূঞ্জত এতথা অগ্নেস্তেজো
 যদ্বশ্তুমভেত্যসৌম্যস্ত যৎ পয়ো য এবমগ্নীষোময়োন্তেজো বেদ তেজস্বোব ভবতি” ইতি ।
 ইন্দ্রযুক্তাঃ পার্শ্ববর্জিনঃ সর্গে দেবা বৃহৎ হবাহ তন্মুখাঃস্বতাবগ্নীষোমৌ প্রীতি হব্যঃ

ମନ୍ତ୍ରଦର୍ଥେ ବହତ୍ତମିତ୍ୟୁକ୍ତବନ୍ । ତତ୍ତନ୍ତାବଗ୍ରୀଷୋମୌ ଭାନେବନ୍ ଶ୍ରୋତାବମକ୍ରତୀମ - ଭୀମୀ ତର୍ଧାକ୍ରିଣି
ବୁଦ୍ଧେନ ଚିରଂ ଦଂଶନାଦମ୍ବଗତତେଜଃସ୍ତାବେନ ସମ୍ପନ୍ନା, ତାବେନ୍ତ୍ୟାବିବ.ସାନ୍ତେଜଃ କାମର୍ଥ୍ୟଃ ବ୍ରହ୍ମ ଏବ
ହିତମିତି । ତେ ଦେବା ଅକ୍ରନ୍ ପରମ୍ପରଂ କୋ ନାମେଦଂ ତେଜ ଆମ୍ଭୁଂ ଶଞ୍ଚତୀତି । ତସ୍ୟ
ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତୋ ଗୋଃ ସର୍ବମିଦ୍ରସ୍ତେନ ଧୈରୀଭାଗାଦ୍ଗୋରେବ ବ୍ରହ୍ମଶରୀରେ ଗନ୍ତା ତେଜଃ ସମାନେଷ୍ଠୀତ୍ୟୁକ୍ତ-
ବନ୍ତଃ । ସାହିମ୍ପି ଗୌରୁଂକୋଚସ୍ତେନ ବରମେବମସାଚତ—ଅନେଷୋଃ ସଂସ୍କ୍ରି ଘୃତପୟୋରୂପଂ ତେଜୋ
ବ୍ରହ୍ମଶରୀରୀନାନେଷ୍ଠାମି, ଆନୀତଂ ଚ ତନ୍ମୟୋବ ସର୍ବଦା ଶିଷ୍ଟତ୍ୱ, ମଧୋସ ଶ୍ଵିତେନ ତେନୋଭୟେନ ତନା
ତନା ସ୍ଵୀକୃତେନ ଭୋଜନଂ ନିର୍ବର୍ତ୍ତୟନ୍ତିମିତି । ତମିମଂ ବରଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନ୍ତେଜୋ ଗୋଧାନ୍ୟଂ ତନ୍ମାଦର
ବୃତ୍ତାନ୍ତୋକେଽପି ନିରନ୍ତରଂ ଗବି ଶିଷ୍ଟତ୍ୱେବ ତେଜସା ଘୃତପୟୋକ୍ତେନୋଭୟେନ ତନା ତନା ସ୍ଵୀକୃତେନ
ସର୍ବେ ଭୋଜନଂ ନିମ୍ପାଦୟନ୍ତି । ତଦ୍ର ଯଦ୍ବୃତ୍ତମେତଦେବାଘ୍ନେଷ୍ଟେଜୋ ସଂ ପୟ ଏତଦେବ ଶୋମନ୍ତ
ତଦ୍ବସ୍ତତ୍ର ଶ୍ଵେଦେନେନ ତେଜସ୍ଵୀ ଭବତୀତି ॥

ତଦିଦମଗ୍ରୀଷୋମୌପୁରୋଧାମ୍ବପଂ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସକର୍ମ୍ମ ପ୍ରଜାପତିସଂସ୍କ୍ରିରେନେଜ୍ଞସଂସ୍କ୍ରିସ୍ତେନ ଚ
ପ୍ରାଣସନ୍ତି—“ବ୍ରହ୍ମାଦିନୋ ବଦନ୍ତି ହିଂ ଦେବତାଃ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସମିତି ପ୍ରାଜାପତାମିତି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତେନେଜ୍ଞଂ
ଘୋଷ୍ଠଂ ପୁତ୍ରଂ ନିରବାସାୟୟନ୍ତି ତନ୍ମାଞ୍ଛାଷ୍ଠଂ ପୁତ୍ରଂ ଧନେନ ନିରବାସାୟୟନ୍ତି ॥” ଇତି ॥ ନାତ୍ର
ପ୍ରଜାପତିର୍ହାବିର୍ଭୋକ୍ତଃସ୍ତେନ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସଦେବତାଃ କିଂ ତୁ ତଂକର୍ମ୍ମମଃଟି ସ୍ତେନ । ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ବକାଂ
ଉଦାହୃତମ୍—“ପ୍ରଜାପତିର୍ବିଜ୍ଞାନସ୍ଵଜ୍ଞତାଗ୍ନିହୋତ୍ରଂ ଚାଗ୍ନିଷ୍ଠୋଽମଂ ଚ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସଂ ଚୋକ୍ତଂ ଚ” ଇତି ।
ସ ଚ ପ୍ରଜାପତିସ୍ତେନ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସକର୍ମ୍ମଣା ସ୍ଵକୀୟଂ ଘୋଷ୍ଠଂ ପୁତ୍ରମିନ୍ଦ୍ରଂ ନିରବାସାୟୟନ୍ତିଶେଷ-
ବିଦ୍ବାନନ ହିବିବିବାସମକର୍ତ୍ତାଃ । ଏତଦପି ପର୍ବକାଂ ଏବ ସ୍ପଷ୍ଟିମୁଦାହୃତମ୍—“ତେନେଜ୍ଞଂ ନିରବାସାୟ-
ସ୍ଵାତ୍ତନେଜ୍ଞଃ ପରମଂ କର୍ତ୍ତାମଗଚ୍ଛ” ଇତି । ଯଥା ପ୍ରଜାପତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମର୍ଜ୍ଜ ତଥେନ୍ଦ୍ରୋହ୍ୟଗ୍ରୀଷୋମୌ
ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିଃସାର୍ଥୀ ତାଭ୍ୟାମିମଂ ପୁରୋଧାମଂ ଦନ୍ତ୍ୱାନିତି ଅସ୍ତି ପ୍ରଜାପତେରିବେନ୍ଦ୍ରାପି ନିଷ୍କଃ ।
ସନ୍ମାଂ ପ୍ରଜାପତିରିଜ୍ଞଂ ନିରବାସାୟୟନ୍ତ୍ୟାନ୍ତୋକେଽପି ଘୋଷ୍ଠଂ ପୁତ୍ରଂ ଧନେନ ନିରବାସାୟୟନ୍ତି ନିଃଶେଷମାୟୁ-
ଷୋଽବସାନଂ ଧନେନ ଯୁକ୍ତୋ ଯଥା ପ୍ରାପ୍ନୋତି ତଥା କୁର୍ବନ୍ତୀତ୍ୟର୍ଥଃ ॥

ତଥ ମୌମଂସା ।

ପଞ୍ଚମାଧ୍ୟାୟଞ୍ଚ ପ୍ରଥମପାଦେ ଚିନ୍ତିତମ୍—“ଅଗ୍ରୀଷୋମୌ ଆଗ୍ନେୟଂ ପୂର୍ବେ ନୋ ବାହନ୍ତ ପୂର୍ବତା ।
ବ୍ରାହ୍ମଣକ୍ରମତୋ ମୈବଂ ସନ୍ନକ୍ରମବଳହତଃ ॥ ସ୍ଵତିକ୍ରମାଦହୁତାନଂ ଗନ୍ଧାପାଂ ଆରକହତଃ । ପ୍ରାବଳ୍ୟଂ
ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ତାନ୍ତି ବିଧିନାହିମ୍ କୃତାର୍ଥତା ॥” ଅଗ୍ରୀଷୋମୌସାଗତୈତିରୀବ୍ରାହ୍ମଣେ ପଞ୍ଚମପ୍ରମାଣିକେ
ଦ୍ଵିତୀୟାଧ୍ୟାୟାକେ ସମାସ୍ନାତଃ—“ତାଭ୍ୟାମେତନଗ୍ରୀଷାମୌମେକାଦମ୍ବକପାଂସ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସେ ପ୍ରାୟଜ୍ଞଂ” ଇତି ।
ଆଗ୍ନେୟସାଗନ୍ତ ଷଷ୍ଠପ୍ରମାଣିକେ ତୃତୀୟାଧ୍ୟାୟାକେ ସମାସ୍ନାତଃ—“ସନାୟେୟୋଽଷ୍ଟାକପାଲୋଽମାବାସ୍ତାସ୍ତାଂ ଚ
ପୌର୍ଣ୍ଣମାସାଂ ଚାତ୍ୟୁତୋ ଭବତି” ଇତି । ତତ୍ରାହୁତାନଞ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣୋକ୍ତବିଧ୍ୟଧାନସ୍ତାଦଗ୍ରୀଷାମୌସାଗତ
ପ୍ରଥମହୁତାନମିତି ପ୍ରାପ୍ତେ କ୍ରମଃ—ହସ୍ତକାଂଶେ ପୂର୍ବଂ ପଠିତା ଆଗ୍ନେୟମନ୍ତ୍ରାଃ । ତଥା ହି - ହୋତ୍ରକାଂଶେ
ଆଜାତାଗନ୍ଧାଧ୍ୟାୟାକାହୁତରାଶିରାଧ୍ୟାୟାକେ ପ୍ରଥମମନ୍ତ୍ରର୍ମୁଦ୍ଧେତ୍ୟାଦିକେ ଆଗ୍ନେୟାଂ ସାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟାକା
ଆସ୍ନାତେ । ତତଃ “ପ୍ରଜାପତେ ନ ହ୍ୱଦେତାନି” ଇତ୍ୟାଦିକେ ପ୍ରାପ୍ତାପତେ । ତତୋଽଗ୍ରୀଷୋମା
ସବେନସେତ୍ୟାଦିକେ ଅଗ୍ରାସୋବୀରେ । ଆଧର୍ବର୍ଯ୍ୟାବକାଂଶେସ୍ତେ ଜୁଷ୍ଠଂ ନିର୍ବିଧ୍ୟାମାଗ୍ରୀଷୋମାଭାମିତ୍ୟାଗ୍ନେୟଃ
ପୂର୍ବମାସ୍ନାତଃ । ସଞ୍ଜମାନକାଂଶେହ୍ୟାଗ୍ନେୟଂ ଦେବସାଧ୍ୟାସ୍ତାହମାଦୋ ଭୂୟାସମିତ୍ୟାଗ୍ନାଂ ଗନ୍ଧାଦଗ୍ରୀଷୋମାସୋରହଂ

দেবজ্যোতা বৃহহা ত্র্যমিতানায়তে। নক্করমশ্চ প্রবলঃ। মনৈঃ স্মৃতা পশ্চাদ্ভ্রষ্টেয়ত্বে।
 জ্ঞাপকং ত্র্যাপ্তপদার্থবিন্যাসপ চিহ্নার্থম্। অতোহমুষ্ঠানশ্রগায়ৈবোৎপন্নান্মজান্ বাধিতুং
 নালমিতি নক্করমশোহরেয়াস্তব প্রথমনক্কষ্ঠানম॥

তৃতীয়াদ্যায়স্ত চতুর্থপাণে চিহ্নিতম—“ভজ্যমানমস্তোক্তিঃ পুংসো ধর্ম্যঃ ক্রতোরুত।
বাক্যাম্যন্তঃ প্রক্রিয়াষা দ্বিতীয়পদ্বাক্যম্ ॥” দর্শপূর্বানাম প্রকরণে ঐয়তে—“প্রাণে বৈ দক্ষোহপানঃ
কৃত্তত্ত্বয়াজ্ঞশ্চ নামানো স্রায়ান্যি দক্ষকৃত্ব ইতি প্রাণাপানাবেবদ্ব্যকৃত্তে সর্দমায়ুরেতি
ইতি। গাত্রদিনামেন দিদারিতমুখঃ পক্ষাষা ভজ্যভ্যমানঃ, তস্ত বাক্যাম্যস্তোক্তিঃ প্রচীযতে।
বাক্যে চ প্রকরণদ্বন্দ্বীযঃ। তস্যৈব ক্রবলঃ পুংসর্ষ ইতি চেদ্রৈবম। ক্রদাবপি ভজ্যভ্যমান-
পুরুষসম্প্রদেব বাক্যপ্রকরণয়োর্বিরোদাভাবে সত্বাভাভাৎ ক্রতুত্বপুরুষসংস্কারাবগম্যৎ ॥

তত্রৈব প্রথমপাদে চিহ্নিতম্—“বাত্রায়ী পৌর্ণমাসে স্তো বৃদ্ধস্বতী তু দর্শগে। ইতি
প্রধানশেষমুক্তং কিংবা ব্যবস্থিতং। ক্রমণ প্রাপিতা মন্ত্রাশ্চত্বারোইপ্যাজ্যভাগয়োঃ।
ক্রমাদ্বাকাং বলীয়োহত এবাং দর্শাদিশেষতী ॥ ন মুখ্যে সোম একোহস্তি নহিষ্যত্তদিকালয়োঃ।
দর্শাদেববাস্তব্যা প্রাপ্তৌ বাকাদ্রাবস্তিঃ ॥” দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে শ্রুতে—“তন্মাত্রায়ী
পূর্ণমাসেহ্নচ্যোতে বৃদ্ধস্বতা অমাবান্তায়াম” ইত। তত্রৈব বাত্রায়ীযুগলং বৃদ্ধস্বতীযুগলং চ
হোত্রকাণ্ড আজ্যভাগয়োঃ ক্রমেহিগ্নিকৃত্বানি জজ্বনানত্যম্ববাকেনান্নতাম্। উদাহৃতেন তু
ব্রাহ্মণবাক্যেন দর্শপূর্ণমাসযোগ্যস্তাবিরবগম্যতে। শত্র বাক্যস্ত প্রলঙ্ঘ্যেদেবাং মন্ত্রাণাং
দর্শপূর্ণমাসযোগ্যস্বঃ ন জ্ঞাতভাগাস্বত্বাতি প্রাপ্তৌ ক্রমঃ—“অগ্নিকৃত্বানি জজ্বনং”
ইত্যগ্নেয়ী প্রধান বাত্রয়া। “ঐং সোমসি সংপতিঃ” ইতি সৌম্য দ্বিতীয়া বাত্রয়া।
“অগ্নিঃ প্রদ্বেন মম্বনা” ইত্যগ্নী প্রথম বৃদ্ধস্বতী। “সোমগীর্ভিঃ বয়ম্” ইতি সৌম্য
দ্বিতীয়া বৃদ্ধস্বতী। তত্র মুখ্যাদর্শপূর্ণম সয়োবায়ৈষপূরোডাশসদ্বাবাদাগ্নেয়াদয়স্ত বিকল্পেন
পুরোহুবাক্যং কথঞ্চিদুৎকৃ। সেমায়োস্ত তন্ন সম্ভবতি। সোমদেবতায়্য অভাবাৎ।
নহ্নগৌষোমীয়েহপি কেবলঃ সোমো বদ্যতে। কিঞ্চ, পৌর্ণমাসভাবাত্মাত্মায়ামতি সপ্তমৌ-
ভ্যামাধারতং গম্যতে। তচ্চ যাগবাচিৎযে যাগস্ত মুখ্যত্বাৎ সম্ভবতি। কালস্ত তুপসর্জন-
স্তাত্ত্বাচিৎযে যুক্তম্। কিঞ্চ, প্রযজমগ্নাবাক্যস্থানস্তরমেবায়মম্ববাক্যঃ পঠিতঃ। স চাহজ্য-
ভাগ্যোরঙ্গয়োঃ ক্রমো ন তু মুখ্যাদর্শপূর্ণমসয়োঃ। তন্মাত্র মন্ত্রচতুষ্টয়স্ত মুখ্যবাগ্যস্বত্বম্।
কিং তু আজ্যভাগ্যস্বত্বম্। নহেতৎ ক্রমণৈব লঙ্ঘ্য তত্রাপ্যগ্নেয় প্রথম আজ্যভাগে
স্বস্তাহপ্যাগ্নেয়ঃ, সৌম্যে দ্বিতীয়ে সৌম্য ইত্যেবম্ ব্যবস্থা লিঙ্গেনৈব লভ্যতে। বাচম্।
তথাহপি বাত্রায়ীযুগলং পূর্ণমাসে বৃদ্ধস্বতীযুগলমহাত্মাত্মায়ামতোষা ব্যবস্থা পূর্ণমপ্রাপ্তা
ব্রাহ্মণবাক্যেন বিধীয়ত ইতি ন বৈধর্থম্ ॥

ই ত শ্রীমৎসায়গাচার্যনিবচিতে মাপবীয়ে বেনাথ প্রকাশে কৃষ্ণমজ্জুর্বেদীয়তৈত্তরীয়-

সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়োহম্বুবাচকঃ ॥ ২ ॥

• • •

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রাথমিকঃ । তৃতীয়োহম্বাকঃ ।)

ইন্দ্রং বৃত্রং জম্বিবাংসং যুধোহতি প্রাবেপন্ত স এ হং বৈমুধং পূর্ণ-
 আসেহনুনির্বাণ্যমপশ্যন্তং নিরবপান্তেন বৈ স যুধোহপাছত যবৈ-
 মুধঃ পূর্ণমাসেহনুমির্বাণো ভবতি মুধ এব তেন যজমানোহপ
 হত ইন্দ্রে বৃত্রং হত্বা দেবতাভিশ্চেন্দ্রিয়েণ চ ব্যাক্ষ্যত স এত-
 মাগ্নেয়মষ্টাকপালমমাবাস্তায়ামপশ্যদৈন্দ্রং দধি তং নিরবপান্তেন বৈ
 স দেবতাশ্চেন্দ্রিয়ং চাবারুন্ধ যদাগ্নেয়োহষ্টাকপালোহমাবাস্তায়াং
 ভবতৈত্যক্তং দধি দেবতাশ্চৈব তেনেন্দ্রিয়ং চ যজমানোহব রুন্ধ
 ইন্দ্রস্ত বৃত্রং জম্বুয ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যং পৃথিবীমনু ব্যার্চ্ছতদোষধয়ো
 বীরুধোহভবনুংস প্রজাপতিমুপাধাবদবৃত্রং মে জম্বুয ইন্দ্রিয়ং
 বীৰ্য্যম পৃথিবীমনু ব্যারুতদোষধয়ো বীরুধোহভুবমিতি স প্রজা-
 পতিঃ পশুনত্রবীদেতদনৈঃ সং নয়তেতি তং পশব ওষধীভ্যোহধ্যাক্ষ-

নৃসমনয়ন্তং প্রত্যত্নহন্তং সমনয়ন্তং সামাগ্যস্ত সামাগ্যন্তং যৎ
 প্রত্যত্নহন্তং প্রতিধ্বং প্রতিধ্বক্তৃৎ সমনৈমুঃ প্রত্যধ্বক্স তু
 ময়ি শ্রয়ত ইত্যববীদেওদনৈশ্চ শৃতং কুরুতেত্যাববীদনৈশ্চ শৃতম-
 কূর্বমিপ্রিয়ং বাবামিন্ বীৰ্য্যং তদশ্রয়ন্তচ্চ তস্য শৃতত্বৎ সমনৈমুঃ
 প্রত্যধ্বক্স তমক্স তু মা ধিনোতীত্যববীদেওদনৈশ্চ দধি কুরুতেত্য-
 অববীদনৈশ্চ দধ্যকূর্বন্তদেনমধিনোতদগ্নে দধিভ্বং ত্রক্ষবাদিনো
 বদন্তি দগ্নঃ পূর্বস্তাবদেয়ন্ দধি হি পূর্বং ক্রিয়ত ইত্যনাদৃত্য
 তত্ তনৈব পূর্বস্তাব তেদিপ্রিয়মেবামিন্ বীৰ্য্যৎ শ্রিত্বা দগ্নো-
 পরিকটিক্রিনোতি যথাপূর্বঃ তৈপতি যৎ পৃষ্ঠাটৈকবা পৰ্ণবটৈকবাহ-
 তক্যাং সৌম্যং তত্তৎ কলৈ রাক্সসং তত্তত্তগুনৈকৈবধদেবং তত্তদা-
 তত্তনেন সাক্ষুযং তত্তদগ্না তৎ সেন্নং দগ্নাহতনক্তি সেন্নায়াগ্নি-
 হোতঃ সেন্নায়াগ্নিসত্যাতনক্তি যজ্ঞস্ত সন্তত্যা ইন্দো রত্নৎ হস্তা

পরাং পরাধতমগচ্ছদপারাদমিতি মন্তমানন্তং দেবতাঃ প্রৈষ-

মৈচ্ছন্তং সোহব্রবীৎ প্রজাপতির্যঃ প্রথমোহুবিদন্তি তস্ত প্রথমং

ভাগধেয়মিতি তং পিতরোহুবিদন্তস্মাৎ পিতৃভ্যাঃ পূর্বেচ্ছ্যঃ

ক্রিয়তে সোহমাবাস্তাং প্রত্যাহগচ্ছন্তং দেবা অতি সমগচ্ছন্তামা

বৈ নঃ অন্ত বহু বসতী গীক্শো হি দেবানাং বহু তদমবাস্তায়া

অমাবাস্তহং ব্রহ্মবাদিনো বর্নান্ত কিং দেবত্যং সামায্যমিতি

কৈশদেবমিতি ক্রয়াদিহি হি তদেবা ভাগধেয়মভি সমগচ্ছন্তেতাথে

বহৈশ্চমিত্যেক ক্রয়াদিহি বাব তে তদ্বিগ্জ্যন্তোহভি

সমগচ্ছন্তি ॥ ৩ ॥

সম-পাঠঃ ।

ইত্ৰম্ । ত্বম্ । ক্রিয়াম্ । যম্ । অতি । প্রোতি । অবেশতা । সঃ ।

অতম্ । ইবম্ । পূর্বাস ইতি পূর্ব-মাসে । অকৃষিকাণ্যমতাহ-নির্বাণম্ ।

অপগ্ৰহং তম্ । নিরিত্তি । অবপৎ । তেন । বৈ । সঃ । যুধঃ ।

অপেতি । অহন্ত । বহ । বৈদুসঃ । পূর্ণশাস-ইতি-পূর্ণ-মাসে । অহু-নিরূপ্য-

ইত্যহু-নিরূপ্য-ভবতি । যুধঃ । এব । তেন । যজমানঃ । অপেতি ।

ভক্তে । ইন্দ্রঃ । ব্রহ্ম । হজ । দেবতাভিঃ । চ । ইন্দ্রিয়ে । চ । বীজিঃ ।

আকীর্ণতা । সঃ । এতম্ । আগ্নেয়ম্ । অষ্টাকপালমিত্যষ্টা-কপালম্ ।

অমাবাত্যমিত্যম-বাত্যাম্ । অপগ্ৰহং । ঐন্দ্রম্ । দধি । তম্ । নিরিত্তি ।

অবপৎ । তেন । বৈ । সঃ । দেবতাঃ । চ । ইন্দ্রিয়ম্ । চ । অবতি ।

অরক্ষ । বহ । আগ্নেয়ঃ । অষ্টাকপাল ইত্যষ্টা-কপালঃ । অমাবাত্যাম্-

মিত্যম-বাত্যাম্ । ভবতি । ঐন্দ্রম্ । দধি । দেবতাঃ । চ । এব ।

ভেন । ইন্দ্রিয়ম্ । চ । যজমানঃ । অবতি । রক্ষে । ইন্দ্রজ । ব্রহ্ম ।

জয়ুধঃ । ইন্দ্রিয়ম্ । বীজ্যম্ । পৃথিবীম্ । অহু-বীজি । অরক্ষঃ । তম্ ।

অযমসঃ । বীজ্যম্ । অভবন্ । সঃ । অজাপ-তিমিত্তি-অজা-পতিম্ । উপেতি ।

अथावत् । वृद्धन् । मे । अथ वः । ईन्द्रियम् । वीर्याम् । पृथिवीम् । अथ ।

वीति । आरथ । तथ । अथ वः । वीर्यम् । अथ वः । इति । सः । प्रजापति-

रिति । प्रजा-पतिः । पशुन् । अथ वः । अथ वः । अथ वः । समिति । नयत ।

इति । तथ । पशवः । अथ वः । इत्येवम् । अथ वः । अथ वः । अथ वः ।

समिति । अनयन् । तथ । प्रतीति । अथ वः । यः । समनयन् । सम-

अनयन् । तथ । सान्नायक्येति । सान्नायक्येति । सान्नायक्येति । सान्नायक्येति ।

यः । प्रतीति । अथ वः । अथ वः । अथ वः । अथ वः । अथ वः ।

प्रतीति । अथ वः । अथ वः । अथ वः । अथ वः । अथ वः ।

न । तू । मयि । अथ वः । इति । अथ वः । अथ वः । अथ वः ।

कुरुत । इति । अथ वः । तथ । अथ वः । अथ वः । अथ वः ।

अथ वः । वीर्याम् । तथ । अथ वः । तथ । अथ वः । अथ वः ।

अथ वः । अथ वः । अथ वः । अथ वः । अथ वः ।

• ধিনোতি । ইতি । অরবীং । এতৎ । কঠৈঃ । দধি । কুরুত । ইতি ।

অরবীং । তৎ । কঠৈঃ । দধি । অকুরুন্ । তৎ । এনম্ । অধিনোৎ ।

তৎ । নগ্নঃ । দধি-মিতি । দধি—ইম্ । ব্রহ্মবাদিস ইতি ব্রহ্ম—বাদিসঃ ।

বদন্তি । নগ্নঃ । পূর্বত । অবদেয়মিত্যধ—দেয়ম্ । দধি । হি ।

পূর্বম্ । ক্রিয়তে । ইতি । অনাবৃত্তোক্তানা—দৃতা । তৎ । শূন্তত ।

এব । পূর্বত । অবোতি । ত্বেৎ । ইঞ্জিরম্ । এব । জগ্নিন ।

বীৰ্যম্ । শ্রিতা । নগ্না । উপরিষ্ঠাৎ । ধিনোতি । যথাপূর্বমিতি

যথা—পূর্বম্ । উপোতি । এতি । যৎ । পূতীকঃ । বা । পর্বতৈর্যতি

16829]

পর্ব—বহৈঃ । বা । আতক্যানিত্যা—তক্যাৎ । সৌমাদ্ । তৎ । যৎ ।

কঠৈঃ । রাকসম্ । তৎ । যৎ । ততুলৈঃ । বৈবন্ধবাক্তি বৈবন্ধ—দেবম্ । তৎ ।

যৎ । আতকেনেনেত্যা—তকেনেন । দ্বায়ম্ । তৎ । যৎ । নগ্না । তৎ ।

সেজমিতি স—ইন্দ্রম্ । নগ্না । এতি । তনকি । সেজম্যেতি সেজ—দ্বায় ।

অগ্নিগোত্রোক্তেষ্ণকিতাগ্নিহোত্র উক্তেষ্ণম্ । অত্যাভনকীত্যতি—আতমকি ।

যজ্ঞত্ৰ । গন্তব্য ইতি সং—তপ্তা । ইত্রঃ । বৃহম্ । হবঃ । পরম্ ।

পরাবতমিতি । পরা—বহম্ । অগচ্ছৎ । অপেতি । অরাধম্ । ইতি ।

অগ্ৰমানঃ । তম্ । দেবতাঃ । পৈশমিতি প্র—এষম্ । ঐক্ৰন্ । সঃ ।

অত্রাণং । প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ । যঃ । প্রথমঃ । অনুবিন্দতীতাম্

—বিলতি । তন্ত্ৰ । প্রথমম্ । ভাগধেমিতি ভাগ—ধেম্ । ইতি । তম্ ।

পিতৃগঃ । অস্থিতি । অবিকন্ । তপ্তাং । পিতৃভ্য ইতি পিতৃ—ভ্যঃ ।

পূর্বেভ্যঃ । ক্রিয়তে । সঃ । অমাবান্তামিত্যম—বান্তাম্ । প্রতি । এতি ।

অগচ্ছৎ । তম্ । দেবাঃ । অতি । সমিতি । অগচ্ছন্ত । অমা । বৈ ।

নঃ । অস্ত । বহু । বসতি । ইতি । ইত্রঃ । হি । দেবানাম্ । বহু ।

তং । অমাবান্তারা ইত্যম—বান্তারাঃ । অমাবান্তামিত্যমবান্ত—বম্ ।

ব্রহ্মবাদিন ইতি ব্রহ্ম—বাদিনঃ । বদন্তি । কিংদেবতামিতি কিং—দেবতাম্ ।

সান্নাধ্যমিতি...স্যাং—মাক্ষণ্য ইতি । বৈশ্বদেবমিতি বৈশ্ব—দেবম্ । ইতি ।

ত্রয়াং । বিশ্বে । হি । তৎ । দেবঃ । ভাগধেনুমিতি ভাগ—ধেনু । অতীতি ।

সমগচ্ছন্তে । সম্—অগচ্ছন্ত । ইতি । তথো ইতি । খলু । ঐন্দ্রম্ ।

ইতি । এব । ত্রয়াং । ইন্দ্রম্ । বাব । তে । তৎ । ভিষজ্যন্তঃ ।

অভি । সমিতি । অগচ্ছন্ত । ইতি ॥ ১ ॥

• • •

মহানাম্যং (সান্নাধ্যম্য কৃতং) ।

দ্বিতীয়েহগ্নীয়েম্যগোহভিহিতঃ পূৰ্ব্ববান্নিনে ॥ অথ তৃতীয়েহমাণস্ত্রায়াং সান্নাধ্যম্যগো
যজ্ঞাঃ ।

তত্র প্রথমঃ তানবপৌৰ্ণমাশ্রামমুনির্কীপ্য বৈমূধঃ বিধিৎসুঃ প্রস্তোতি—“ইন্দ্রো বৃত্রং
জ ব্রহ্মাণ্যং মূধোহতি প্রাপ্নেপ্ত স এতং বৈমূধঃ পূৰ্ণমাসেহত্বান্নীপামপশুন্তং নিরবপন্তেন বৈ
স মূধোহপাতত” ইতি । অথ ব ইন্দ্রো বৃত্রং হতবাংস্তমিহুঃ মূধো বৃত্রপক্ষপাতিনো বৈরিণোহ-
িতঃ সমাগত্য প্রকর্ষণে ভয়মুৎপাদ্যাকম্পয়ন্ত । বিনাশিতা মূধো বৈরিণো যেন ধেবেনাসৌ
নিমূঃ । স দেবো যষ্টিকাদশকপালস্ত পুরোডাশস্ত সোহহং বৈমূধঃ । তং পুরোডাশং পূৰ্ণ-
মাসবাগেহুনির্কীপ্য প্রদানকর্মণঃ পশ্চাৎনির্কীপযোগ্যমপশুং ॥

অথ বিধন্তে—“যদৈমূধঃ পূৰ্ণমাসেহুনির্কীপ্যো ভবতি মূধ এব তেন যজ্ঞমানোহপ
হতে” ইতি ।

অথ সান্নাধ্যমানমকর্মৈশ্চ দধি বিধাতুং প্রস্তোতি—“ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা দেবতাভির্শেস্ত্রিয়েণ
চ ব্যাহ্বাত স এতমায়েরমষ্টাকপালমমাণস্ত্রায়াং পশুদৈশ্চ দধি তং নিরবপন্তেন বৈ স
দেবতাশেস্ত্রিয়ে চাবাক্ষ” ইতি । ইন্দ্রো বৃত্রবধেন ভীতো দূরে পলায়মানঃ স্বকীয়ভি-
র্দেবতাভির্শ্চ স্বকীয়েন সামর্থ্যেন চ ব্যাক্তো বিষৃজ্যেহভুৎ ॥

অথ বিধন্তে—“যদায়েরোহষ্টাকপালোহমাণস্ত্রায়াং তথৈতাস্ত্রং দধি দেবতাশ্চৈন ভেনেস্ত্রিয়ে
চ যজ্ঞমানেহব রক্কে” ইতি । অত্রায়েরো ন বিদীয়তে । যথে প্রপাঠকে বশায়েরোহষ্টাক-
পালোহম বাস্ত্রায়াং চ পৌৰ্ণমাস্ত্রাং চাচ্যতো ভবতীতি কালবয়ে বিধানাৎ । অত ঐন্দ্রাশ্ববিধায়-
নায়ামনর্থবাদঃ—যদা কেবলেনাপ্যায়েরেন দেবতানান্নিহন্ত চাবরোধো ভবতি তদানী-

মৈত্রায়ণেন তদবরোধ ইতি কিম্ব বক্তব্যমিতি । অনয়োঃ স্তুত্যা তদ্বিধিরূপীয়েত । শাখান্তরে
সমানপ্রকরণে স্পষ্টং তদ্বিধানাং । ঐজ্ঞদ্বিধিবিধিষ্মসন্দ্বিধি এব ॥

তমেতং বিধিং স্তোতুং সান্নাধ্যানিকর্ষণং দর্শয়তি—“ইজ্ঞস্ত বৃত্রং জয়ুঃ ইজ্জিৎ বীর্ধ্যং পৃথিবীমহু
ব্যার্চ্ছতদোষধরো বীৰুধোঃ ভবন্সং প্রজাপতিমুপাধাবদ্ভূতং মে জয়ুঃ ইজ্জিৎ বীর্ধ্যং পৃথিবীমহু
ব্যারতদোষধরো বীৰুধোঃ ভূবন্নতি স প্রজাপতিঃ পশুনব্রবীদেতদমৈ সং নয়তেতি তৎ পশব
ওষধীভ্যোহধ্যাত্মনঃ সমনয়ন্তং প্রত্যাহতং সমনয়ন্তং সান্নাধ্যাত্ম সান্নাধ্যাত্মং যৎ প্রত্যাহতং প্রতি-
ধুঃ প্রতিধুক্ৰম্” ইতি । জয়ুঃ ইতি হতবতঃ । ব্যার্চ্ছতিবিধিভেদেন প্রাপ্তোৎ । ওষধিবীৰুধোভেদঃ
পূর্বাচাৰ্য্যৈর্দর্শিতঃ—“ওষধিঃ ফলপাকান্তা লতা গুজ্জাঃ বীৰুধঃ” ইতি । তদেতদ্বিজ্ঞসামর্থ্য-
স্তোষধ্যাধিকরণং প্রজাপতেরগ্রে কথিতবান্ । স চ প্রজাপতিরেতদ্বিজ্ঞসামর্থ্যমিচ্ছার্থং সম্যক্
প্রাপয়তেতি পশুনব্রবাৎ । তৎসামর্থ্যং পশব ওষধীভ্যঃ সকাশাদানীয় স্বাত্ত্বাধি স্বশরীরে সম্যক্
স্থাপিতবন্তঃ । পুনঃ স্বনিষ্ঠঃ তদ্বীৰ্য্যং ক্ষীরাদিরূপমিচ্ছং প্রতি দ্ধবন্তঃ । যস্মাৎ পশবঃ সমনয়-
ন্তস্মাৎ সান্নাধ্যাত্ম গোরমন্ত সমাগানয়নেন সম্পন্নমিতি ব্যাপ্ত্যা সান্নাধ্যানাম ভবতি । যস্মাদিজ্ঞং
প্রতি দ্ধবন্তস্তস্মাৎ প্রতিধুঃ প্রতিদিনং চহমানস্ত ক্ষীরস্ত প্রতিধুগিতি নাম সম্পন্নম্ ॥

অথ শ্বতনামনিকর্ষণং দর্শয়তি—“সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ৰম তু ময়ি শ্রয়ত ইত্যব্রবীদেতদমৈ শ্বতং
কুরুতেত্যব্রবীদমৈ শ্বতমকুর্ক্ৰম জয়ং বাবাগ্নিন্ বীর্ধ্যং তদশ্রয়ন্তকৃতস্ত শ্বতত্বম্” ইতি । ভোঃ
প্রজাপতে অরাজ্ঞ্যা পশবঃ সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ৰমঃ ক্ষীরকপং তদ্বীৰ্য্যং ময়ি ন শ্রয়তে পাকান্তাভ্যাম্ব-
হদরে তন্ন জাযাতীতার্থমুক্তবান্ । ততঃ প্রজাপতিঃ পশুন্ প্রতি শ্বতং পকং কুরুতেত্যব্রবীৎ ।
তথা কুরুতে সতি তদ্বিজ্ঞসামর্থ্যং পকং পয়োঃ স্মিগ্নিস্রোদবে সমাগাপ্রিতমহৎ । যস্মাচ্ছা পাক
ইত্যস্মাচ্ছ্রোদো বা শ্বতমিতি নাম নিষ্পন্নম্ ॥

অথ দধিনামনিকর্ষণং দর্শয়তি—“সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ৰম তু মা ধিনোতীত্যব্রবীদেতদমৈ
দধি কুরুতেত্যব্রবীদমৈ দধ্যকুর্ক্ৰমদেনমধিনোক্তদধো দধিত্বম্” ইতি । সন্নয়নপ্রতিদোহনশ্বত-
ত্বানি সম্প্রাপ্তেব, কিং তু তচ্ছতং মাং তু ন ধিনোতি ন গ্রীণয়তীত্যুক্তে প্রজাপতিস্মাতকন-
কর্তুন্ প্রতি দধি কুরুতেত্যব্রবীৎ । তচ্ছ দধিকৃতং সদেনমিচ্ছমধিনোদগ্রীণয়ৎ । তস্মাদধিনাম
সম্পন্নম্ । অত্রৈজ্ঞং দধোতি বিধিক্ৰমস্পষ্ট এব । শ্বতনামনিকর্ষণার্থবাদেনৈজ্ঞং পয় ইতি বিধি-
মুদ্রয়েৎ । অত্থথা বক্ষ্যমাণশ্বতাবদানবিচারাত্মদ্রষ্টব্যং ॥

তমেব বিচারমভিপ্রোক্ত্য পূর্বপক্ষমপত্ত্বতি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি দধঃ পূর্বস্তাবদেয়ং
দধি হি পূর্বঃ ক্রিয়ত ইতি” ইতি । যস্মাৎ পূর্বদিনে রাত্রে দধি ক্রিয়তে তস্মাচ্ছ্রোদবদানেহব-
দৌরমানে দধঃ স্বরূপমেব পূর্বমবদেয়ম্ ॥

তমেব পূর্বপক্ষং দর্শয়িত্বা দ্বিত্যন্তং বিধন্তে—“অনাদৃত্য তচ্ছ তস্তেব পূর্বস্তাব তেদ্বি-
জ্ঞসমোষ্মিন্ বীর্ধ্যং শ্রিত্বা দদ্রোপরিষ্টাদ্বিনোতি যথাপূর্বমুপেতি” ইতি । তৎপূর্বং দধ্য-
বদানমনাদৃত্য ক্ষীরস্তেব স্বরূপং পূর্বমবদেয়ম্ । তথা সত্যস্মিত্তজমান ইজ্জিরূপমেব ক্ষীরম-
বহ্যোপোপরিষ্টাদ্রো গ্রীণয়তি । ক্ষীরং পূর্বভাদি দধি পশ্চাত্তাবীত্যেবমুৎপত্তিক্রমমপি
প্রাপ্তবান্ ভবতি ॥

অথাৎতকনং বিধন্তে—“যৎপুতীকৈর্কা পণবৈকৈর্কাহতক্যাং সোম্যং ততঃ কলৈ রাক্ষণং

‘তত্ত্বত্বৈর্গৌরীষদেন তত্ত্বদাতকনেন মাতৃষং তত্ত্বদগ্না তৎ সেন্দ্রং দগ্নাহতনক্তি লেজ্জখ্যায়’ ইতি ।
‘সোমবল্লীসমান্যায় লতায়াঃ খণ্ডাঃ পৃথীকাঃ । পলাশবৃক্ষস্তাংশাঃ পর্বৎকাঃ । প্রৌঢ়বদরফলানি
কলাঃ । ঈষদন্নতক্রমাতকনম্ । পৃথীকাদিভিরাতকনং সোমাদীনং প্রিঙ্গম্ । তথা সত্যত্রেজ-
স্রীত্যে দগ্নাহতক্যাৎ ॥

দগ্নাহতকনস্তোপাখ্যায়ীঃ স্রীত্যেবাবাগুণশেষণাতকনং সিদ্ধান্তে—“অগ্নিহোত্রোচ্চেষণমভ্যাতনক্তি
যজ্ঞস্ত সন্তুভ্যে” ইতি । দর্শবাগস্ত্রাহিতোত্রোপ সর্বাভিচ্ছদঃ সন্তুভিঃ ॥

অথ পিতৃপিতৃজ্ঞঃ বিশস্তে—“ইন্দ্রো বৃহৎ হ ত্বা পরাং পরাবহমগচ্ছদপারাবমিতি যজ্ঞমানস্তং
‘দেবতাঃ প্রথমৈচ্ছন্তঃসোহব্রবীৎ প্রজাপতিগঃ প্রথমোহমুবিন্দতি তত্ত্ব প্রথমং ভাগধেয়মিতি তৎ
‘পিতরাহবিস্কস্তম্মাং পিতৃভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ ক্রিয়তে’ ইতি । বৃহদধেনোহুংরাণামশরাধঃ কৃতবানস্রীতি
মজ্ঞমান ইন্দ্রো নীতোহ ত্যক্তং দূরমগচ্ছৎ । তমিস্রং প্রতি দেবতা অহ্বানমৈচ্ছন্ । দেবতানাং
‘মধ্যে যোহবিদ্যা প্রথমমিস্রং লভতে তত্ত্ব প্রথমং ভাগো দ্বীয়ত ইতি প্রজাপতিনোক্তাঃ পিতরঃ
প্রথমমিস্রং যযাদ্ভতস্ত তত্ত্বাং পিতৃভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পিতৃপিতৃজ্ঞঃ কৃধ্যাৎ । দর্শবাগদেবতানাম-
‘মাবান্তারামারন্তঃ প্রতিপদ তত্ত্বাং । পিতৃবাং ত্র্যমাবান্তারামেদ পিতৃদানম্ । নগ্ন ব্রাহ্মণগ্রাহে
‘প্রথমকান্তত্ব তৃতীয় প্রপাঠকেহস্ত্যামুনাকে মহতা প্রপঞ্চেদ পিতৃপিতৃজ্ঞো বিজিতঃ । বাঢ়ম্ । এবং
‘তাই সামাধ্য প্রাণঃসংপন্নত তদন্নবানোহস্ত । তামেব স্তুতিং জ্যোতিয়িতুমমাবান্তানির্বচনং দর্শয়তি—

“সোহমাবান্তাং প্রজাহংগচ্ছন্তং দেবা অতি সমগচ্ছন্তামা বৈ নৈঃ স্তবম্ বসতীতীজ্ঞো হি
‘দেবানাং বসু ত্র্যমাবান্তায়া অমাবান্তদম্’ ইতি । পিতৃভিরদ্বিগ্না লকঃ স ইন্দ্রোহমাবান্তায়াং
‘পলাশনদেশাং প্রতিনিবৃত্তা সমাগতঃ স্তে দেবাক্ষমিস্রমভিমুখীকর্তুং সম্প্রাপ্তাঃ পক্ষপরিমল-
ক্লেশন—অত্ন নোহ্যাকং বসু শ্রেষ্ঠং পনমমা বসতি সহ তিষ্ঠতি, সর্কেষাং সাধারণেব বস্তুত
‘উত্কার্গঃ কিং তদ্বসতি তদুচ্যতে—ইন্দ্রঃ পশু সর্কেষাং দেবানাং বসু শ্রেষ্ঠং পনং, তস্মিন্ধর্মানে
‘লতি স্বামিলাভাৎ । যযাদেবা এবমুক্তবস্তুত্বানম্মা বসত্যজতি বাৎপন্ত্যাহমাবান্তানাম সম্পন্নম্ ॥

ঐন্দ্রং দধাত বিশিবাচ্যো সামাধ্যস্ত বৈবস্বতমুক্তং তদেব পূর্কোত্তরপক্ষাভ্যাং ত্রৈভয়তি—
“ব্রহ্মাদিনো বসন্তি কিং দেবত্যাৎ সামাধ্যমিতি বৈবস্বদেবমিতি ক্রয়াদিহে হি ভদ্রেবা ভাগধেয়-
‘মভি সমগচ্ছন্তেভাগো খবৈবস্বমিগোব ক্রয়াদিস্রঃ বাব তে তত্ত্বিযজ্ঞোহিতি সমগচ্ছন্তেতি ।”
‘ইতি ॥ পিতৃভিরানীষমানমিস্রমভিমুখীকর্তুং সর্কেহপি দেবা যদা সমাগচ্ছন্ততা তৎসামায়ালক্ষণং
‘ভাগমভিচ্ছদৈব সমাগচ্ছন্তি সামাধ্যাং বৈবস্বদেবমিতি কেবাঞ্চিৎ পক্ষঃ । অথোপকঃ পক্ষান্তার্থঃ ।
‘ভীয়া দূরদেশং গতমিস্রং ভিষজাস্ত এব ভরুনিবারণেন সমাদিসংস্তু এব তে দেবাবিস্রং
‘সমাগতাঃ, ন তু সামাধ্যলিপ্সয়া । তস্যাং সামাধ্যানৈক্যিত্যেব বুদ্ধিমান্ ক্রয়াৎ ॥

অত্র মীমাংসা ।

চতুর্থাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতম্—“সংগ্রাপা পৌর্ণমাসীং তামস্ বৈমৃশ ঈরিতঃ ।
‘ধরোরক্ষমুতকস্ত ধরোঃ স্তাৎ প্রক্রিয়াবশাৎ ॥ উৎপত্তিবাক্যতঃ পূর্ণমাসসংযোগতালনাৎ ।
‘ভৈবস্বসং ন দধন্ত প্রক্রিয়া বাক্যবাধিতা ॥”

দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে ক্রয়তে—“সংস্থাপা পৌর্ণমাসীং বৈমৃশমভির্কপতি” ইতি । তদেব
‘বৈমৃশেষ্টিঃ প্রকরণবলাৎ প্রযাজাদিবহুভরোরপি দর্শপূর্ণমাসয়োঃসমিতি চেষ্ট । বাক্যস্ত প্রকরণাৎ ।

ন চ সংস্থাপোতি পৌর্ণমাস্তাঃ সমাপ্তাভিধানাত্তদঙ্গরমুকুমিতি বাচ্যম্ । দর্শসাধারণাসমাপ্তাভি-
 ধ্যায়োগোপনপ্তে: । তস্মাদুৎপত্তিবাক্যাদেবাকর্তৃকত্ববাচিন্দ্রাপ্ততায়াক পূর্ণমাসস্তবাসঙ্গম ॥

বিত্তবাহুগে কৃত্তবাহুগে চিত্তিতম—“নৰ্শপুৰিময়ঃ প্রোক্ত আশ্বেঃ কেবলোহপ্যসৌ।
নৰ্শ বদন্তি নাক্যাত্মং কৰ্ম্মান্তবাহুকাঙ্গীঃ ॥ অন্যান্যন্তকৰ্ম্মং হং দ্বির্দৰ্শহসৌ প্রযুক্তাত্মা।
একং প্রান্তভিজ্ঞানানুং কাক্ষাগমঃ স্ততিঃ ॥” “বদ্যগ্নেয়োহষ্টকপালোহমাবাস্তায়াঃ চ
পৌৰ্ণমাস্তাং চাচুভো ভবতি” ইতি কালদ্বয়ে বিহিতম্, “বদ্যগ্নেয়োহষ্টকপালোহমাবাস্তায়াঃ
ভবতি” ইতি একম্বিন্ কালে পুনৰ্ব্বিহিতম্; তদ্ব্যবিশেষণম্; স্ততিঃ কথনোভাসেন প্রবাস্তানা-
নিব ভেদঃ। তথা সত্যগ্নেবগাগন্ত নৰ্শকালে দ্বিঃ প্রয়োগ ইতি চেৎ। প্রান্তভিজ্ঞানানুগ্নে-
নৈকক্বে সত্যককালবাক্যাত্মবাস্তবায়ং। ন চাহুবানো ব্যগঃ। বিবেকগ্নানন্তব্যবায়ং।
বদ্যগ্নাগ্নেয়োহষ্টকপালোহমাবাস্তায়াঃ ভবতি, তথাপি ন কেবলোমগ্নিনা সাধুৰ্ভবতি। ইন্দ্র-
সহিতোহগ্নিঃ সৰ্ব্বীসীন হরঃ। তদ্ব্যবিশেষঃ কৰ্ত্তব্য ইতি বিধেয়স্ততিঃ। প্রবাস্তবৈষম্যঃ
কৃত্তবাহুসন্ধেয়ঃ। তদ্ব্যবিশেষঃ।

ইতি শ্রীমৎসায়নাচার্য্যাবিরচিতৈ মাননীয়ৈ বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণবজ্রকর্মদৌর্য্যতত্ত্ববীম-

সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয়োহনুবাচঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ মন্ত্ৰঃ ।

(। द्वितीयः अष्टकः । पञ्चमः प्रपाठकः । चतुर्थोऽनुवाकः ।)

জ্ঞানবানিনো বদন্তি স ত্রৈ দর্শপূর্ণমাসৌ যজ্ঞেত য এনৌ মেধৌ

যজ্ঞেতি বৈমুখ্যঃ পূর্ণমাসেহ্মুনিৰ্বাপ্যো ভবতি তেন পূর্ণমাসঃ

সেন্স ঐক্যং সত্যমাবাস্তায়ং তেনামাবাস্তা সেন্সা য় এবং বিদ্যা-

॥ ॥ ॥ ॥ ॥
 অধঃপূর্ণগার্মো যজ্ঞতে সোঃ ৭৫ রেবেনো যজ্ঞতে ঋগেহিমা ঈজানায়

কসীয়ে ভবতি দেবা বৈ যগ্নোহেকুর্ষত তদহরাঃ অকুর্ষত তে

দেবা এতাম্ ইষ্টিমপশ্যাম্মায়াবৈষ্ণবমেবাদশকপাণ্ড্ সরস্বতৈ

চরুং সরস্বতে চরুং তাং পৌর্ণমাসং সঙ্স্থাপ্যানু নিরব-

পস্তুতো দেবা অভবন্ পরাহস্বরা যো ভ্রাতৃব্যবান্শ্রাং স পৌর্ণ-

মাসং সঙ্স্থাপ্যৈতামিষ্টিমন্মু নির্বপেৎ পৌর্ণমাসেনৈব বজ্রং

ভ্রাতৃব্যায় প্রহত্যাহমাবৈষ্ণবেন দেবতাশ্চ যজ্ঞং চ ভ্রাতৃব্যাস্থ

বঙক্তে মিথুনান্ পশুন্ সারসতাভ্যাং যাবদেবাস্থাস্তি তৎ সর্বং

বঙক্তে পৌর্ণমাসীমেব যজ্ঞেত ভ্রাতৃব্যবাম্মাবাস্থাং হত্বা

ভ্রাতৃব্যং নাহপ্যায়য়তি সাক্ষপ্রহায়ীয়েন যজ্ঞেত পশুকামো যত্নৈ

বা অগ্নেনাহরন্তি নাহগ্ননা তৃপ্যতি নাগ্ন্যৈ দদাতি যত্নৈ মহত্

তৃপ্যত্যগ্ননা দদাত্যগ্ন্যৈ মহতা পূর্ণং হোতব্যং তৃপ্ত এবৈন-

মিঃ প্রজয়া পশুভিত্তপ্যতি দারুপাদ্রোণ জুহোতি ন হি হৃদ্বয়-

মাচ্ছতিমীনিশ উচ্ছ্বরম্ ভবত্যায়া উচ্ছ্বর উর্ক পশব উর্জৈবাস্যা

উর্জৈব পশুনব রুক্ষে নাগতশ্রীর্গাহেঙ্গং যজেত ত্রয়ো বৈ গত-

শ্রিয়ঃ শুশ্রুবান্ গ্রামণী রাজন্যন্তেষাং মহেন্দ্রো দেবতা যো দৈ

স্বাং দেবতামতিযজতে প্র স্বাট্যৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং

প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি সম্বৎসরমিস্রং যজেত সম্বৎসরং হি

ত্রতং নাতি স্বা এতৈবনং দেবভেজ্যগানা ভূত্যা ইক্ষে বসীয়ান্

ভবতি সম্বৎসরশ্চ পরস্তাদগয়ে ত্রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং

নির্ব্বাপেৎ সম্বৎসরমেবৈনং বৃদ্ধং জাম্বিবাৎ সমগ্নিবৃ তপতি-

বৃত্তমা লন্তয়তি ততোহধি কামং যজেত ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ

অঙ্কবাধিন ইতি অঙ্ক - বাধিনঃ । বদন্তি । সং । তু । বৈ । দর্শপূর্ব্বমাস্মিতি দর্শ-

পূর্ব্বমাসো । যজেত । যঃ । এনো । সেক্ষ্যমিতি স-ইক্ষো । যজেত ।

ইতি । দৈমুঃ । পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসঃ । অমুনিক্ষিপ্য ইত্যমু—নির্ক্সিপাঃ ।

ভবতি । তেন । পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসঃ । সেন্ন ইতি স—ইন্দ্রঃ । ঐন্দ্রম্ ।

হৃদি । অক্ষবাক্ত্যামিত্যক্ষা—বাক্ত্যাম্ । তেন । অমাবান্তেত্যমা—বাক্তা ।

সেন্নেতি স—ইন্দ্রা । যঃ । এনম্ । রিষান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণ-

মাসো । যজ্ঞে । সেন্নাবিতি স—ইন্দ্রো । এব । এনো । যজ্ঞে । যঃ যঃ

ইতি যঃ—যঃ । অঐ । ঈজানায় । বসীরঃ । ভবতি । দেবাঃ । বৈ ।

যৎ । যজ্ঞে । অকূর্ষত । তৎ । অহুরাঃ । অকূর্ষত । তে । দেবাঃ ।

এতাম্ । ঠষ্টিম্ । অপশ্বন্ । আয়াঐঋষমিত্যায়া—ঐঋষম্ । একানশকপাল-

মিত্যেকানশ—কপালম্ । সরস্বত্যা । চরম্ । সরস্বতে । চরম্ । ভাম ।

পৌর্ণমাসমিতি পৌর্ণ—মাসম্ । সপ্তস্থাপ্যেতি সপ্ত—স্থাপ্য । অহুঃ । নিরিতিঃ ।

অবপন্ । ততঃ । দেবাঃ । অতবন্ । পশ্যেতি । অহুরাঃ । যঃ । ভাক্ত-

কবানিতি ভাক্তব্য—বান্ । ভাৎ । সঃ । পৌর্ণমাসমিতি পৌর্ণ—মাসম্ ।

সংস্থাপ্যেতি সং—স্থাপ্য। এতাম্। ইতিম্। অম্। নিরিত্তি। বসেৎ।

পৌর্নমাসেনেতি পৌর্ন—মাসেন। এব। বজ্জম্। ভ্রাতৃক্যার। প্রকৃতোতি প্র—

জতা। আশ্বাঐবকবেনেত্যাশ্বা—ঐবকবেন। দেবতাঃ ৭ চ। বজ্জম্। চ।

ভ্রাতৃব্যত। বৃঙক্তে। মিথুনান্। পশূন্। সারস্বতাত্যাম্। বাবৎ। এব।

অন্ত। অস্তি। তৎ। সর্বম্। বৃঙক্তে। পৌর্নমাসীমিতি পৌর্ন—মাসীম্।

এব। যজ্ঞত। ভ্রাতৃল্যাবানিতি ভ্রাতৃল্যাবান্। ন। অমানান্তামিত্যমা—

বাত্যাম্। চত্বা। ভ্রাতৃব্যম্। ন। এতি। প্যায়তি। সাকপ্রহারীয়ে-

নেনতি সাক—প্রহারীয়েন। যজ্ঞত। পশুকাম ইতি পশু—কামঃ। যৈম্।

ঐব। অরেন। আহরজীত্যা—হরন্তি। ন। আশ্বনা। তৃপ্যতি। ন। অভ্যৈম্।

দধতি। যৈম্। মহতা। তৃপ্যতি। আশ্বনা। দধতি। অভ্যৈম্। মহতা। পূর্ণম্।

হোতব্যম্। তৃপ্তঃ। এব। এনম্। ইম্। প্রজয়েতি প্র—জয়। পশু-

ভিরিতি পশু—ভিঃ। তর্পরতি। দাকপায়েণেতি দাক—পায়েণ। কুহোতি।

ନ । ହି । ମୃଗ୍ୟାମିତି ମୃ—ମୟମ୍ । ଆହତିମିତ୍ୟା—ହତିମ୍ । ଆନଶେ ।

ଉତ୍ତୁଷ୍ଟମ୍ । ଭବତି । ଓକ୍ । ବୈ । ଉତ୍ତୁଷ୍ଟରଃ । ଓକ୍ । ପଶବଃ । ଓଜ୍ଜା ।

ଏବ । ଅଥେ । ଓଜ୍ଜମ୍ । ପଶନ୍ । ଅବେତି । ଋକ୍ । ନ । ଅଗତଶ୍ଚିରିତାଗତ

—ଶ୍ଚିଃ । ମହେନ୍ଦ୍ରମିତି ମହା—ତନ୍ଦ୍ରମ୍ । ସଜେତ । ତ୍ରୟଃ । ବୈ । ମତଶ୍ଚିର ।

ହିତି । ଗତ—ଶ୍ଚିରଃ । ଶୁକ୍ରମାନ । ଗ୍ରାମ୍ୟାମିତି ଗ୍ରାମ—ନୀଃ । ରାଜନ୍ୟଃ ।

ତେଷାମ୍ । ମହେନ୍ଦ୍ର ଇତି ମହା—ଇନ୍ଦ୍ରଃ । ଦେବତା । ସଃ । ବୈ । ସ୍ଵାମ୍ । ଦେବତାମ୍ ।

ଅଧିସଜ୍ଜତ ଇତ୍ୟାଦି—ସଜ୍ଜତେ । ପ୍ରେତି । ସ୍ଵାୟେ । ଦେବତାୟେ । ଧ୍ୟାବତେ ।

ନ । ପବାମ୍ । ପ୍ରେତି । ଆପୋତି । ପାପିୟାନ୍ । ଭବତି । ସଂସରମିତି

ସଂ-ବଂସରମ୍ । ଇଜ୍ଜମ୍ । ସଜ୍ଜେତ । ସଂସରମିତି ସଂ—ବଂସରମ୍ । ହି । ବ୍ରତମ୍ ।

ନ । ଅତୀତି । ସ୍ଵା । ଏବ । ଏନୟ । ଦେବତା । ଇନ୍ଦ୍ରାମାନା । ଭୂତେ ।

ହିକ୍ଷେ । ବସୀୟାନ୍ । ଭବତି । ସଂସରତେତି ସଂ-ବଂସରତ୍ଵ । ପରନ୍ତାଂ ।

ଅନ୍ୟେ । ବ୍ରତପତୟ ଇତି ବ୍ରତ—ପତୟେ । ପୁରୋଢାଶମ୍ । ଅଞ୍ଚଳପାଳମିତ୍ୟାଞ୍ଚଳ—

কপালম্ । নিরিতি । বপেৎ । সৰ্বসরমিতি সং-বৎসরম্ । এব । এনম্ ।

স্বম্ । জয়িবাৎসম্ । অগ্নিঃ । ব্রতপতিমিতি ব্রত—পতিঃ । ব্রতম্ । এতি ।

লভ্যমিতি । ভভঃ । অধাতি । কামম্ । বজ্রম্ ॥ ৪ ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্য (সাধারণাচার্য্য-কৃতং) ।

উক্তে বৈমুখসান্নাযো দ্বিতীয়ানুবাককে ॥ অথ চতুর্থ আশ্রাবৈষ্ণবানরো বক্তব্যঃ । তত্রাহৌ তাবৎপূৰ্ব্বোক্তানুবাকয়োদিশ্পূৰ্ণমাংসোঃ প্রশংসামাহ—“ব্রহ্মবাননো বদন্তি স হৈ দর্শপূৰ্ণমাসৌ যজ্ঞেত য এনৌ সেক্তৌ যজ্ঞেতেতি বৈমুখঃ পূৰ্ণমাসেহুনির্কীৰ্ত্ত্যো ভবতি তেন পূৰ্ণমাসঃ সেক্ত ঐন্দ্রং দধ্যামাবাত্তায়াং তেনামাবাত্তা সেক্তা য এবং বিধানদর্শপূৰ্ণমাসৌ যজ্ঞেতে সেক্তাযেবৈনৌ যজ্ঞেত যঃখোহস্মা ঈজানার বদৌরো ভবতি” ইতি । এতৌ দর্শপূৰ্ণমাসবাগাবিক্ত-সহিতৌ যৌ যজ্ঞেত স এব দর্শপূৰ্ণমাসবাকৌ ন ভক্তঃ । তয়োশ্চ যাপরোঃ সেক্তং বৈমুখসান্না-যাত্তাং সম্পত্তে । এবং বিহ্বঃ সেক্তবাগেনোত্তরোত্তরদিনে ধনাধিক্যং ভবতি ॥

অথ পৌৰ্ণমাস্তাং কামামনুনির্কীৰ্ত্ত্যামিষ্টান্তরং বিধাতুং প্রস্তোতি—“দেবা বৈ যজ্ঞজ্জৈকুর্কৃত তদনুয়া অকুর্কৃত তে দেবা এতামিষ্টমপশুসান্নাযাবৈষ্ণবমেকাদশকপালম্ সৱন্তৌ চক্ৰম্ সৱন্তৌ চক্ৰং তাং পৌৰ্ণমাসম্ সৱন্তাপ্যামু নিরবপন্ততো দেবা অভবন্ পরাহনুয়াঃ” ইতি । দেবানাং যজ্ঞং দৃষ্ট্বা তথৈবানুচরতামনুয়াণাং দেবসমানং বিজয়ং দৃষ্ট্বা দেবাস্তাননুয়ায়কৃষিযাহুগুণিতেনানু-নির্কীৰ্ত্ত্যাপ্য স্বয়ং বিজয়ং প্রাপ্তা অনুরাশ্চ পরাভূতাঃ ॥

অথ বিধতে—“যো ভ্রাতৃব্যবানুস্তাৎ স পৌৰ্ণমাসম্ সৱন্তাপ্যামিষ্টমহু নিৰ্কেপেৎ পৌৰ্ণ-মাসেনৈব যজ্ঞং ভ্রাতৃব্যায় প্রজ্ঞতাহাশ্রাবৈষ্ণবেন দেবতাশ্চ যজ্ঞং চ ভ্রাতৃব্যাত্ত বৃঙ্ক্রে মিথুনান্ পশুন-সারস্বতাভ্যাং যাবদেবাত্তান্তি তৎসৰ্কেং বৃঙ্ক্রে” ইতি । পৌৰ্ণমাসেন প্রধানবাগেন যজ্ঞপ্রহারঃ । অগ্নিঃ সৰ্কা দেবতা বিষ্ণুর্জজ ইত্যুক্তান্তদীয়হবিষা বৈরিণো দেবতা যজ্ঞং ক্রতুং চ বিনাশয়তি । সারস্বতয়োঃ স্ত্রীপুত্রদেবদ্ব্যন্তদীয়হবিষ্যাং মিথুনানাং পশুনাং বর্জনম্ । এতাবতা ভ্রাতৃব্যাত্ত যাবাক্তমন্তি তৎসৰ্কেং নাশিতং ভবতি ॥

বক্তং সূত্রকারেণ—“পৌৰ্ণমাসীমেব যজ্ঞেত ভ্রাতৃব্যান্নামাবাত্তাং পিতৃযজ্ঞমেবামাবাত্তায়াং ক্রিয়তে” ইতি ভদেতদ্বিধতে—“পৌৰ্ণমাসীমেব যজ্ঞেত ভ্রাতৃব্যান্নামাবাত্তাৎ হত্বা ভ্রাতৃব্যং নাহপ্যায়ত্তি” ইতি । দ্বিতীয়ানুবাকে বৃত্তপ্রসঙ্গ ইদমুক্তম্—“ব্রহ্ম বা এনং পূৰ্ণমাস আহমা-বাত্তায়াং প্যায়ত্তি” ইতি । তন্মাদত্ৰাপি পূৰ্ণমাসানুষ্ঠানেন ভ্রাতৃব্যং হত্বা দর্শবাদপরিভাষ্যেণ ভ্রাতৃব্যত্ৰাহপ্যায়নং পরিভাষ্যবান্ ভবতি ॥

অথ দর্শপূর্ণমাস্ত শুণবিকৃতিরূপং কক্ষিভাগং বিধত্তে—“সাকল্পস্থায়ীয়েন যজ্ঞেত পশুকামো যৈশ্চ বা অজ্ঞানাহরাস্তি নাহস্মান তৃপ্যতি নাশ্চৈষে দদাত যৈশ্চ মহতা কৃপাত্যাশ্বনা দদাতাত্যৈ মহতা পূর্ণং হোতব্যং তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তপয়তি” ইতি । দদিকীরপূর্ণাভিস্ত-
স্তুভিঃ কুষ্ঠীভির্বাঙ্গনাগ্নতাভিঃ সাকমধবর্যোঃ প্রস্থানং হোমস্থানং প্রতি প্রস্থানং যশ্চাগ্নে
সোহয়ং সাকল্পস্থায়ীয়ো যাগন্তেন পশুকামো যজ্ঞেত । তত্র মহতা কীরদ্রব্যেণ পূর্ণং হবির্হোতবাম্ ।
লোকে চ যৈশ্চ রাজ্ঞে করপ্রদায়িত্বঃ প্রজা অজ্ঞেন প্রমাণেন ধনমাহসস্তি স রাজা ন স্বয়ং তৃপ্যতি
নাপাত্যৈ দাতুং শক্নোতি । যৈশ্চ তু মহতা প্রমাণেন ধনমাহরস্তু স রাজা স্বয়ং তৃপ্যতি চাত্যৈ
দাতুমপি চ প্রভবতি । তস্মাদজ্ঞাপি মহতা প্রমাণেন পূর্ণং দ্রব্যং হোমে সতি স্বয়ং তৃপ্ত ইন্দ্রঃ
প্রজয়া পশুভিঃ চনং যজমানং তপয়তি । তজাগ প্রকারঃ স্তত্রকারেণ স্পষ্টীকৃতঃ—“সাকল্প-
স্থায়ী যেন যজ্ঞেত পশুকাম ইত্যমাবান্তা পিক্ষিয়তে দৌ সায়ংদোহাবৎ প্রাতঃ সায়ং সায়ন্দোহাভ্যাং
প্রচরন্তি প্রাতঃ প্রাতঃদোহাভ্যাং সর্কেক্সা প্রাতঃ” ইতি ॥

কীরদ্রব্যপানাগ্নাং মৃগায়জ্ঞোমহপি তৎপ্রসক্তিং ব্যয়িত্বং বিধত্তে—“দারুপাত্রেণ জুহোতি
ন হি মৃগমাত্তিমানশে” ইতি । যজ্ঞান্যমৃগপাত্রমাহতিং বাপুঃ নারীতি তস্মাদারুপাত্রেণ
হোমঃ । ন হত্র জুহ্যমবদানমস্তু, পূর্ণং হোতব্যং । অতো চ বিপ্লুরণক্ষমেণ জুহুয়াৎ ॥

দারুনিশেষং বিধত্তে—“ঐত্ববং ভবত্বাপা উত্বব উক্ পশব উজ্জবাম্মা উজ্জঃ পশুব রুক্কে”
ইতি । প্রথমপপাঠক ঐত্ববো যুগো ভবত্বা গ্রাহিতব্যাত্মকম্ । অত্র যুত্বম—“পাত্রসংসাদন-
কালে চত্বারিংশদধবপাত্রাণি প্রয়নক্তি তেষাং জুহুবাং কল্পঃ” ইতি । “যাবত্যাঃ কুন্তস্তাবন্তো
ত্রাক্ষণা দাক্ষণ্য উপবাসিন উপোথ্যাব দুষ্টাভ্যাঃ পাত্রাণি পুরয়িত্বা তৈরবধবর্যুং জুহ্বন্তমহু
জুহ্বতি ষ্ঠষ্টকৃৎক্ষাশ্চ ন বিতস্তে” ইতি চ ॥

অধিকারিতেনেদে সান্ন্যাত্ত দেবতায়ান্ত্বং বিধত্তে—“নাগতশ্রীর্ষহেজ্ঞং যজ্ঞেত ত্রয়ো বৈ
গতশ্রিয়ঃ শুণবান্ গ্রামণী রাজন্তেষাং মহেজ্ঞো দেবতা যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজ্ঞেত প্র স্বাটৈ
দেবতায়ৈ চ্যাবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি” ইতি । শুণবাম্বেদজ্ঞাভিভ্যঃ ।
বেদত্রয়স্ত চ শ্রীচপয়স্তবতিভ্যঃ প্রাপ্তশ্রীভবতি । শ্রীচপয়ং চৈবমান্ন্যতে—“অহে বৃধির মত্তং
মে গোপার । মৃগাস্ত্রবিবিধা বিহঃ ঋতঃ সামানি যজত্বিঃ । সা হি শ্রীরমৃতা সতাম্”
ইতি । গ্রামাদাক্ষো গ্রামণীঃ । রাজঃ পুরো রাজন্তঃ । তয়োঃ প্রাপ্তশ্রীকস্বং প্রসিদ্ধম্ ।
তেষামেব ত্রয়াণাং মহেজ্ঞো দেবতা । এবং সতি যঃ পুরুষঃ স্বকীয়ং দেবতামতিক্রমা বজ্ঞেত ।
এতবু কটিকিল্পং বজ্ঞতি । অন্তো বা মহেজ্ঞং যজ্ঞতি । তাদৃশঃ স্বকীয়দেবতায়ঃ প্রচ্যুতঃ
গ্নপুরুষীয়াং দোতাং ন প্রাপ্নোতি । তদেবতাণাপেন পাপীয়ান্নির্দ্রষ্টব্যং ভবতি ॥

অগতশ্রিয়ঃ সর্গদেজ্ঞপ্রাপ্তৌ বিশেষং বিধত্তে “সম্বৎসরমিন্দ্রং যজ্ঞেত সম্বৎসরং হি ব্রতং
নাতি দৈবৈনং দেবতেজ্যমানা ভূত্যা ইন্ধে বসীমান্ ভবতি” ইতি । সম্বৎসরমতিক্রম্য যজ্ঞাত্তং
নাশ্চৈষে ভবতি তস্মাদগতশ্রীঃ সম্বৎসরমিন্দ্রং যজ্ঞেত । এবং সতি স্বকীয়ৈব দেবতাং ত্যজ্য
সম্বৎসর ইজ্যমানা সত্যী ভূতার্থং যজ্ঞমানং প্রকাব্যতি । ততোহয়ং ধনস্তুরো ভবতি ॥

অগতশ্রিয়ঃ কাকিদষ্টং বিধত্তে—“সম্বৎসরস্ত পরস্তাদগ্নয়ে ব্রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টীকপালং
পিন্ধেপে সম্বৎসরমৈবৈনং বৃত্রং জঘিবাৎ সমগ্নির্কৃতপতির্ভূতম্ লভয়তি” ইতি । ব্রতপালকো-

হ্রিস্মিহেজ্জাগাধিকারনিবারকপাপরূপং ব্রতং সৰ্বংসরেন্দ্রাছুষ্ঠানেন হতবস্তং বজ্রমানং মহেন্দ্র-
বাগাছুষ্ঠানরূপং ব্রতং প্রাপযতি ॥

ব্রতপতেষ্টেকুর্কমগতশ্রিয় ইন্দ্রমহেন্দ্রয়োরৈচ্ছিকং বিধত্তে—“ততোহপি কামং যজ্ঞেত ॥”
ইতি ॥

অথ মীমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত পঞ্চমপাদে চিস্তিতম—“সাক্রামন্ সহ কুষ্ঠীনিরসিক্বেষক্রিয়া ন বা ।”
জুহ্বাহবদানাং প্রকৃত্যসিব শেষক্রিয়োচতা ॥ কুষ্ঠীষু শেষাসংসিক্বেঃ সাকম্প্রস্হায়কর্শ্মি ।
ন স্থিষ্টকৃদিতং কার্যমগীদে স্কন্ধপ্রদানতঃ ॥”

“সাকম্প্রস্হায়ীয়েন যজ্ঞেত পশুকামঃ” ইতি বিহিতে কর্শ্মনি শ্রুতং—“সহকুষ্ঠীভিরসি-
ক্রামন্” ইতি । তত্র চক্ৰস্ফির্দধিপয়ঃকুষ্ঠীভিঃ সহাহবনীয়বশেহভিক্রমমাত্রং শাস্তম ।
ন তু তত্র কুষ্ঠীদিহোমঃ স্তবঃ । তথা সত্যায় কর্ষণঃ সারংযদিক্রিত্বাজুবা কুষ্ঠীনাং হ-
বদায় জুহ্বায়াং । ততশেষেণ চ স্থিষ্টকৃদাদিকং সারায়াদিশেষেণেব কর্ষবান্ধি পাশ্বে, কমঃ
নাত্র কুষ্ঠীষু ততশেষঃ সারায়াতৈব জুবাঃবদানান্ভাবাৎ । অগ্নীদে স্কন্ধে পবায় সহ কুষ্ঠী-
ভিরভিক্রামত্রিত্যাক্তব্রজ্জুহ্বপভূতাঃ পাত্ৰাদাদিক্রমণ্য গোমার্গত্যাচ কুষ্ঠীভিবব দধিপয়সোহৌমে
সতি কুষ্ঠীমাত্রমবশিষ্ট্যন্তে, ন হতবসিঃশেষঃ । তত্র কৃতঃ শেষকর্শ্ম কার্যম ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্যাসিদ্ধিতে মাদনীরে বেনার্ণপ্রকাশে কৃষ্ণযজুঃসংহিতাবীথ-
সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থোহনুবাংকঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চমঃ মনুঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রাণিকঃ । পঞ্চমোহনুবাংকঃ) ।

নাসোমযাজী সং নয়েদনাগতং বা এতস্ম পয়ো যোহসোমযাজী বদ-

সোমযাজী সং নয়েৎ পরিগোম এব সোহনৃতং করোত্যগো পঠৈব

সিচ্চক্রে সোমযাজ্যেব সং নয়েৎ পয়ো বৈ সোমঃ পয়ঃ সামায়াং

শয়সৈব পয় আশ্রক্রে বি বা এতং প্রজয়া পশুভির্কয়তি

বর্ধয়ত্যশ্ব ভাতৃব্যং যশ্ব হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চক্ষমাঃ অভ্যুদেতি
 ত্রেধা তণ্ডলাশ্বি ভজেদে মধ্যমাঃ স্যাস্তানয়য়ে দাত্রে পুরোডাশ-
 মষ্টাকপালং কুর্য্যাগ্রে স্ববিষ্ঠাণানিস্রায় প্রদাত্রে দধৎ চরৎ যেহ-
 গিষ্ঠাশ্বানিস্রবে শিপিবিষ্ঠায় শূতে চরমগ্নিরেবাস্মৈ প্রজাং প্রজ-
 নয়তি বৃদ্ধামিস্রঃ প্র ক্ষত্বতি যজ্ঞো বৈ বিমুঃ পশবঃ শিপিব্রজ
 এব পশুযু প্রতি তিষ্ঠতি ন হে যজ্ঞেত যৎ পূর্বয়া সম্প্রতি
 যজ্ঞেতোত্তরয়া ছন্দৈ কুর্য্যাগ্নতত্তরয়া সম্প্রতি যজ্ঞেত পূর্বয়া ছন্দৈ
 কুর্য্যামেষ্টির্ভবতি ন যজ্ঞস্তদনু হ্রীতমুখ্যাপগলভো জায়ত একামেব
 যজ্ঞেত প্রগলভোহশ্ব জায়তেহনাদৃত্য তদেব এব যজ্ঞেত যজ্ঞ-
 মুখমেব পূর্বয়াহলভতে যজ্ঞত উত্তরয়া দেবতা এব পূর্বয়াহবরুজ
 ইঙ্গ্রিয়মুত্তরয়া দেবলোকমেব পূর্বয়াহভিজয়তি মনুষ্যলোকমুত্তরয়া
 ভূয়সো যজ্ঞক্রতুনুপৈতেযা বৈ হুমনা নামেষ্টির্যমগেজানং পশ্চা-

জ-দমা অভ্যুদেত্যস্মিন্নেবাস্তৈ লোকেহর্কুং ভবতি দাক্ষায়ণ-
 যজ্ঞেন হুবর্গকামো যজ্ঞেত পূর্ণমাসে সং নয়ৈমৈত্রোবরুণ্যাহমি-
 ক্ষয়াহমাবাস্তায়াং যজ্ঞেত পূর্ণমাসে বৈ দেবানাং হুতশ্চেষামেত-
 মর্কমাসং প্রহুতশ্চেষামং মৈত্রোবরুণী বশাহমাবাস্তায়ামনুবক্ষ্য্য যৎ
 পূর্বেদ্যুর্যজতে বেদিমেব যৎ কুরোতি যদ্বৎসানপাকুরোতি সদোহ-
 বির্জানে এব সং মিনোতি যশ্চজতে দেবৈরেব হুত্যাং সং পাদয়তি
 স এতমর্কমাসং সধমাদং দেবৈঃ সোমং পিবতি যমৈমৈত্রোবরুণ্যাহমি-
 ক্ষয়াহমাবাস্তায়াং যজ্ঞেত যৈবাসৌ দেবানাং বশাহনুবক্ষ্য্য সো
 এবৈষৈতশ্চ সাক্ষান্না ঐষ দেবানভ্যারোহতি য এযাং যজ্ঞম্ অভ্যা-
 রোহতি যথা খলু বৈ জ্যেষ্ঠানভ্যারুতঃ কাময়তে তথা কুরোতি
 যশ্চববিধ্যতি পাপীয়ান্ ভবতি যদি নাববিধ্যতি সদৃণ্ডব্যাবুৎকাম
 এতেন যজ্ঞেন যজ্ঞেত ক্ষুরপবির্হেয যজ্ঞস্তাজ্জক্ পুণ্যো বা ভবতি

প্র বা গীযতে তৈশ্চৈতদ্ভূতং নানু তৎ বদেম মাৎ সমগ্নীয়াম্ ত্রিয়-

মুপেয়ান্নাস্ত্ৰ পলপুলনেন বাসঃ পলপুলয়েয়ুরেতচ্চি দেবাঃ-

সর্বং ন কুর্বন্তি ॥ ৫ ॥

পদ-পাঠঃ।

ন। অসোমযাজীত্যাসোম—যাজী। সমিতি। নয়েৎ। অনাগতমিত্যনা—গতম্। বৈ।

এতত্ত। পরঃ। যঃ। অসোমযাজীত্যাসোম—যাজী। যৎ। অসোমযাজীত্য-

সোম—যাজী। সন্নয়েদিতি। সৎ—নয়েৎ। পরিমোষঃ ইতি। পরি—মোষঃ।

এব। সঃ। অনুতম্। কুরেতি। অথা ইতি। পরেতি। এষা। সিচ্যতে।

সোমযাজীতি। সোম—যাজী। এব। সমিতি। নয়েৎ। পরঃ। বৈ। সোমঃ।

পরঃ। সান্নাযমিতি। সৎ—নাযাম্। পরস। এব। পরঃ। আত্মান্। ধত্তে।

বীতি। বৈ। এতম্। প্রজয়েতি। প্র—জয়া। পশুভিরিতি। পশু—ভিঃ। অর্ধ-

য়তি। বর্ধয়তি। অত। ভ্রাতৃব্যম্। যত। ইবিঃ। নিকণ্ঠমিতি। নিঃ-

উপস্। পুরস্তাং। চক্ষমাঃ। অগীতি। উদেতীত্যাং—এতি। ত্রেখা। তত্।

লান্। বীতি। ভজ্বেং। বে। মধ্যমাঃ। হ্যাঃ। তান্। অরয়ে। দাত্রে।

পুরোডাশম্। অষ্টাকপালমিতাষ্টা—কপালম্। কৃষ্টাং। বে। স্থবিষ্ঠাঃ। তান্।

উদ্রায়। প্রদাজ্ ঠতি প্র—দাত্রে। দধন্। চকম্। বে। অগীষ্ঠাঃ। তান্।

বিষ্কবে। শিপিবিষ্টায়েতি শিপি—বিষ্টায়। শূতে। চকম্। অগ্নিঃ। এব।

অগ্নিঃ। প্রজাতিতি প্র—জাম্। প্রজনয়তীতি প্র—জনয়তি। বৃদ্ধাম্। ইক্রঃ।

প্রোতি। যচ্ছতি। যজঃ। বৈ। বিষ্কঃ। পশবঃ। শিপিঃ। যজ্জে। এ।

পশুব্। প্রতীতি। তিষ্ঠতি। ন। বে ইতি। যজ্জেত। যৎ। পূর্নয়।

সম্প্রতীতি। সৎ—প্রতি। যজ্জেত। উত্তরয়েত্যাং—তরয়। ছবট্। কৃষ্টাং।

যৎ। উত্তরয়েত্যাং—তরয়। সম্প্রতীতি। সৎ—প্রতি। যজ্জেত। পূর্নয়।

ছবট্। কৃষ্টাং। ন। ইষ্টিঃ। ভগতি। ন। যজঃ। তৎ। অধিতি। হীত-

যুধীতি। হীত—যুধী। অপগল্ভ ইত্যপ—গল্ভঃ। জারতে। একাম্। এব।

যজ্ঞেত । প্রাগলভ্য ইতি প্র—গম্ভঃ । অগ্ন্য । জায়তে । অনাদ্যতোয়ানা—
 --- --

দৃতা । তৎ । যে ইতি । এব । যজ্ঞেত । যজ্ঞমুখমিতি যজ্ঞ—মুখম্ । এব ।
 --- --

পূর্য্যা । আশ্রিত ইতি—লভতে । যজ্ঞেত । উত্তরয়েত্যাং—তরয়া । দেবতাঃ ।
 --- --

এব । পূর্য্যা । অবরুদ্ধ ইতি—রুদ্ধে । ইন্দ্রিয়ম্ । উত্তরয়েত্যাং—তরয়া । দেব-
 --- --

লোকমিতি দেব—লোকম্ । এব । পূর্য্যা । অভিজয়তীত্যতি—জয়তি । মনুষ্য-
 --- --

লোকমিতি মনুষ্য—লোকম্ । উত্তরয়েত্যাং—তরয়া । ভূয়সঃ । যজ্ঞকৃত-
 --- --

নিতি যজ্ঞ—ক্রতুন্ । উপেতি । এতি । এব । বৈ । সুমনা ইতি স্ব—মনাঃ ।
 --- --

মাম । ইতিঃ । যম্ । অগ্ন্য । ঈজানম্ । পশ্যাৎ । চক্ষুমাঃ । অভীতি ।
 --- --

উদেতীত্যাং—এতি । অগ্নিন্ । এব । অগ্নে । লোকে । অর্দ্ধকম্ । ভবতি । দাক্ষায়ণ-
 --- --

যজ্ঞেনেতি দাক্ষায়ণ—যজ্ঞেন । সুপর্ণকাম ইতি সুপর্ণ—কামঃ । যজ্ঞেত । পূর্ণ-
 --- --

মাস ইতি পূর্ণ—মাসে । সমিতি । নয়েৎ । মৈত্রাবরুণ্যেতি মৈত্রা—বরুণ্য ।
 --- --

আমিকরা । অমাবাস্ত্যামিত্যামা—বাস্ত্যাম্ । যজ্ঞেত । পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—
 --- --

মাসো বৈ দেবানাম্ । হুতঃ । তেবাম্ । এতন্ । অর্ধমাসমিত্যর্ধ—মাসম্ ।

প্রহুত ইতি প্র—হুতঃ । তেবাম্ । মৈত্রাবরুণ্যতি মৈত্রা—বরুণী । বশা ।

অমাবস্তারামিত্যম—বাস্তারাম্ । অনুবক্ষ্যত্যহু—বক্ষ্যা । যৎ । পূর্বেদ্ব্যঃ ।

যজতে । বেদিস্য । এব । ভব । কসোভি । যৎ । বৎসান্ । অপাকরো-

তীত্যপ—আকরোতি । সনোহবির্দ্ধানে ইতি সনঃ—হবির্দ্ধানে । এব । সমিতি ।

মিনোতি । যৎ । যজতে । দেবৈঃ । এব । স্তৃত্যাম্ । সমিতি । পাদয়তি ।

যঃ । এতন্ । অর্ধমাসমিত্যর্ধ—মাসম্ । সধমাসমিতি সধ—মাসম্ । দেবৈঃ ।

সোমস্ । পিষতি । যৎ । মৈত্রাবরুণ্যতি মৈত্রা—বরুণ্যা । আদিকরা । অমা-

বাস্তারামিত্যম—বাস্তারাম্ । যজতে । বা । এব । অসৌ । দেবানাম্ । বশা ।

অনুবক্ষ্যত্যহু—বক্ষ্যা । সো ইতি । এব । এবা । এতন্ । সাকাদিতি স—

অফাৎ । বৈ । এবঃ । দেবান্ । অত্যাৰোহতীত্যতি—আরোহতি । যঃ ।

এযাম্ । যজন্ । অত্যাৰোহতীত্যতি—আরোহতি । বধা । খলু । বৈ ।

শ্রেয়ান্ । অভ্যাক্ত ইত্যভি—আকৃতঃ । কাম্যতে । তথা । কৰোতি । যদি ।

অববিধ্যতীত্যব—বিধ্যতি । পাপীয়ান্ । ভবতি । যদি । ন । অববিধ্যতীত্যব—

বিধ্যতি । সদৃঙ্ভিত্তি স—দৃঙ্ । ব্যাবৃৎকাম ইতি ব্যাবৃৎ—কামঃ । এতে ।

যজ্ঞেন । যজ্ঞেত । ক্ষুরপবিব্রিত ক্ষুর—দবিঃ । হি । এষঃ । যজ্ঞঃ । তাজক্ ।

পুণ্যঃ । বা । ভবতি । প্রোতি । বা । মীয়তে । তত্ । এতৎ । ব্রতম্ ।

ন । অন্তম্ । বদেৎ । ন । মাভ্ সন্ । অশ্লীয়াৎ । ন । স্থিয়ম্ । উপেতি ।

ইয়াৎ । ন । তত্ । পলপুলনেন । বাসঃ । পলপুল্লয়যুঃ । এতৎ । হি ।

দেবাঃ । সর্ধম্ । ন । কুর্ধন্তি ॥ ৫ ॥

যজ্ঞভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং) ॥

দ্বিধা চতুর্গ পুংলিঙ্গং প্রোক্তা সামাষাদেবতা ॥ অথ পঞ্চমহভ্যায়েষ্ট্যায়ৈ বক্তব্যঃ ॥

তত্র ত্যবৎসান্নাব্যাদিকারিণং বিবিনক্তি—“নাসোমযাজী সং নয়েদনাগতং বা এতত্ত পয়ো যোহসোমযাজী বদসোমযাজী সং নয়েৎ পরিসোষ এব সোহনৃতং কৰোত্যধো পঠৈব সিচ্যতে সোমযাজোব সং নয়েৎ পয়ো বৈ সোমঃ পয়ঃ সান্নায়াং পয়সৈব পয় আত্মকৃত্তে” ইতি । সোম-যাগাৎ পুরা দর্শবাণী সান্নায়াং নাকুতিষ্ঠেৎ । অসোমযাজিনঃ পয়োহনাগতমপ্রাপ্তম্ । সোমযাজী-ধিরসজ্জেন তদভাবে সত্যোষধিরসবিশেষস্ত পয়সঃ সূতরামভাবাৎ । এবং সতি যজ্ঞসোমযাজী সন্নবেবর্হাদৌ পরিসোষ এব তত্ত্ব এব সন্নৃতং কৰোত্যন্তায়াং কৰোতি । অপি চ বহৌ সিচ্যমানঃ তৎসান্নায়ামত্যায়াৎ পঠৈব সিচ্যতে বিনাশ্রুত এব । তন্নাৎ সোমযাজোব সন্নয়েৎ । ন চাত্তেত্তরং পয়োহনাগতং, সোমযাজীধিরসজ্জেন পয়োরূপত্বাৎ । সান্নায্যমপি তথাবিধম্ । অন্তঃ সোমযাজী সোমরূপেণ পয়সা সহ সান্নায্যরূপং পয় আয়নি ধারয়তি ॥

অথাত্মদয়েষ্টিং বিধন্তে—“বি বা এতং প্রজয়া পশুভিবর্জয়তি বর্জয়ত্যন্ত ভ্রাতৃব্যং যজ্ঞশ্চ
হাবিনিক্ষং পুরতাক্ষমমা অভূদেতি হ্রেবা ততুলাবি ভজ্ঞেতে মগ্যমাঃ স্থানানগ্নে দাত্রে
পুরোভাগমটাকপালং কুর্যাতে স্থাবষ্টান্তানিঙ্গায় প্রদাত্রে দবচ্চকং য়েহিষ্টান্তাঃ যক্ষসং শিপ-
বিষ্টায় শূতে চকুমগিবোম্যৈ প্রজাং প্র জনয়তি বৃদ্ধামিঙ্গঃ প্র যজ্ঞতি যজ্ঞো বৈ বাবসুঃ পশনঃ
শিপ্যজ্ঞঃ এব পশু যু প্রতি তিষ্ঠাত” ইতি। চতুর্দশ্যামাবান্তেরমিতি ভ্রাতৃয়া সান্দহানো
সাত্ৰাবো হবীষি নিৰ্বপেৎ। তথা চ শ্রাত্তরমামায়তে—“ব দ বিচীযাদতি নোদেধ্যতীত
মহারাদে হবীষি নিৰ্বপেৎ ফলাকুটৈস্ততুলৈকপানী গাঙ্কং দধি হবিবাতকমন্ত নিদধ্যাদক্ং ন
যজাদিযন্তেনাং তক্য প্রচেষেদ্বাদি নাভাদিযন্তেন ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ” ইতি। অর্থমঃ—যদি
চতুর্দশ্যং প্রাতরগ্নিহোত্রাদীক্ৰমাবাতাভ্রাতৃয়া বৎসানপাকৃত্য সারং দুগ্ধং দধার্থমাংকনং বিদার
পশুচাক্ষেথো সনিগনো মাং প্রতি চন্দ্রোহত্বাদেধ্যতীতি ভীতো ভবেত্তবা বাত্রিমণ্যে হবীষ
নিকপ্য ফলাকবগন্তং বিবায় শাদ্ভৈবন্ত তুলৈকপাক্চন্দ্রোদয়ং প্রতীক্ষেত। তৎপূষা চন্দ্রেন
নিপ্পন্নস্ত দগ্নোহকুমন্তরগ্নাং রাত্রৌ পুনরত গ্ননার্থমবস্থাপয়েৎ। ইতস্তক্ং ন পৃথগবস্থাপয়েৎ, কিং
তু ততুলৈঃ পদ পুংতোহংস্থাপ্য চন্দ্রোদয়ং প্রতীক্ষেত। যদি চন্দ্রোহত্বাং যন্তানং পৃথগা-
স্থাপিতেনাদেকেন পরেতাং পুণ্যমাভ্রাতৃয়াং রাত্রৌ সারং দধিহমাতক্য নিপ্পন্নেন দগ্না প্রাতর্পাদি প্রাতঃ
প্রচরেৎ। যদি তু ন চন্দ্রোহত্বাদিযন্তরা চতুর্দশ্যাদেকেন চ দশকং নিপ্পন্ন পৃথগবস্থাপিতাক্কা-
স্তরেণ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়তি। এতং স্থিতে নাত যজ্ঞমানস্ত রাত্রীবেদ ফলোকৃতততুলপদ্যস্তং
হাবিনিক্ষং সম্প্রাবতং ভবাত। ততঃ প্রতীক্ষানাগচ্ছজমাঃ পুন্নত্যাং বিশ অভূদোত। চন্দ্র
এতং যজ্ঞমানং প্রজয়া পশুভিবর্জয়তি ভ্রাতৃব্যং চ বর্জয়তি। অতঃস্থাত্মদয়েঃ নিমিত্তী-
কৃতৈতততুলান্নাবামস্থা ষ্টাণ্ডকপৈ স্ববা চিমাংস্তান্ পূর্বদেবতাভ্যো বিভজেৎ। বিভজ্য চ
দ্বাদ্বাদিগুণকায়াদদেবতাভ্যো হবঃ কুর্যাৎ॥

যজ্ঞকং যজ্ঞকারেণ—“যে পোণ্যাত্তো যে স্মমাবাত্তে যজ্ঞেত যঃ কাময়েতয়ু যামিত্যুক্তং হই-
কামেব যজ্ঞেত” ইতি। অত্রোক্তং—পোণ্যাত্তাং য়য় প্রতিপাদি পোণ্যম সযাগং কৃত্বা তদানী-
মেবান্ বাবায় দিতায়াং পুনঃ পোণ্যাসযাগং কুর্যাৎ। এবমাবাত্তায়মাপ। সেযমুক্কাম-
য়েষ্টঃ স্মনা চতুর্ভাবয়েত। তামেং গুননানিষ্টঃ পুঙ্কোত্তরপকায়্যাং বচাৰ্থা দিবাতুমানো
পুণ্যপক্ষী সন্ধাঙ্কং নির্যত স্বপক্ষং বিবন্তে—

“ন বে যজ্ঞেত যৎপূষা সস্ত্রাত যজ্ঞোত্তরগ্না চত্বট্ কুর্যাৎ হবঃ সস্ত্রাত যজ্ঞেত পুঙ্কয়া
চত্বট্ কুর্যাৎ স্ত্রাতভবত ন যজ্ঞকম্ হ্রাতুদ্যপগম্ভো জায়ত একামেব যজ্ঞেত প্রগল্ভো হস্ত
জায়তে” ইতি। শিদ্ধান্তান্ন যজ্ঞাৎ বে যজ্ঞতোত তন্ন যুক্তম্। যদি তত্র পূষা পোণ্যাত্তা
সস্ত্রাত যজ্ঞেত সম্যগ্নাত্তেত্তনানাস্তবগ্না চত্বট্ কুর্যাৎ। যজ্ঞগ্না সম্যগ্নতিতা তথা পুণ-
্যৈবর্থ্যম্। তথা সাত দ্বিবন্তগ্নে সেরামষ্টাবত্যাং বজ্জং ন শক্যেত, ষ্টাবিকাবৃত্তেবাবত-
ত্যাং। নাপারিষ্টোদযজ্ঞ ইতি বজ্জং শক্যেতহাবক প্রযোগে সত্যাপি প্রাতঃসেবনানানামভবৎ।
অত উত্তরগ্নেবাত্তবাত্তা যজ্ঞমানঃ সত্যাং হ্রাতুযা ভবতি। ততঃ পূষঃ সম্যগ্নতঃ হস্তঃ
ন প্রগল্ভো ভবেৎ। তস্যাত্তিকামায়ুভিঃ পরিহ্যজ্যকামেব পোণ্যাসমাবাত্তাং চ যজ্ঞেত
তথা সত্যাত্ত যজ্ঞমানস্ত পুজোহপি সত্যাং প্রগল্ভো জায়তে কিমু বক্তব্যময়মিতি॥

‘ তন্মিহং পূর্বপক্ষঃ নিরাকৃত্য সিদ্ধান্তং বিধন্তে—“অনাদৃত্য তদে এব যজ্ঞত যজ্ঞমুখ্যমেব পূর্বমাহলভতে যজ্ঞত উত্তরম্ দেবতা এব পূর্বমাহবরুদ্ব ইন্দ্রিয়মুত্তরম্ দেবলোকমেব পূর্বমাহভি-
জয়তি মনুষ্যলোকমুত্তরম্ ভূয়সো যজ্ঞকৃত্ত্বপৈতোষা বৈ সূমনা নামেষ্টির্বমাত্মজানং পশ্চাচ্চক্ষমা
অভ্যুদেত্য্যগ্নেবাত্মৈ লোকেহর্দ্বকং ভবতি” ইতি । একামেবেতি যজ্ঞকৃত্ত্বতদনাদৃত্য ইহ এব
যজ্ঞত, তত্র পূর্বয়েষ্ট্যা সমাগমুষ্টিতয়া যজ্ঞমুখরূপযজ্ঞোপক্রমস্তাহলভন্তং দেবতাষরোযো দেবলোক-
জয়ন্তেতি প্রযোজনক্রয়ং সম্প্রথতে । উত্তরম্ সমাগমুষ্টিতয়া প্রকৃত্ত্বজসম্পৃষ্টিরিজ্রিয়াবরোযো
মনুষ্যলোকজয়ন্তেতি সম্প্রথতে ত্রীণি প্রয়োজনানি । অতো নৈকস্তা অপি বৈবৰ্থম্ । নাপীষ্টি-
যজ্ঞযগ্নোরভাবঃ, প্রত্যেকমিষ্টিংহপি সমুহিতস্ত প্রৌঢ়যজ্ঞত্বাৎ । অত এতদমুষ্ঠানেন ভূয়সো
বহুনেকাহীীনসত্ররূপাশ্চজ্ঞকৃত্ত্বপৈতি । বিক্কাশ্চ দ্বিতীয়ায়ামিষ্টবস্তং যজ্ঞমানমভিলক্ষ্য
পশ্চাচ্চক্ষমা অভ্যুদেতি ততঃস্বমিষ্টির্নায়া সূমনা ইভ্যুদন্তে । বর্দ্ধিস্কুচক্রোদয়ন্ত সৌমেন্তহেতুত্বাৎ ।
ততোহগ্নিয়েব লোকে তস্ত সমুর্দ্ধিনং ভবতি ॥

যথেষং সূমনা নামেষ্টির্দর্শপূর্ণমাসয়োঃ গণবিকৃতিস্তৎপ্রযাত্যং গুণবিকৃতিং বিধন্তে—“দাক্ষায়ণ-
যজ্ঞেন সুবর্গকামো যজ্ঞত” ইতি । এতস্ত যজ্ঞস্ত স্বরূপং সূত্রকারেণ সম্পষ্টাকৃতম্—“দাক্ষায়ণযজ্ঞেন
সুবর্গকামো ইহ পৌর্ণমাস্যো ইহ অমাবান্তে যজ্ঞেতাঃস্বয়েযোহষ্টাকপালোহগ্নীষোনীয় একাদশকপালঃ
পূর্বস্তাং পৌর্ণমাস্যামাগ্নেয়োহষ্টাকপাল ঐন্দ্রং দধুত্ত্বাত্মামাগ্নেয়োহষ্টাকপাল ঐন্দ্রায় একদশক-
পালঃ পূর্বস্তামমাবান্তামাগ্নেয়োহষ্টাকপালো মৈত্রাবরুণ্যামিহা দ্বিতীয়োত্তরম্” ইতি ॥

তত্রোত্তরস্তাং পৌর্ণমাস্যামুস্তামমাবান্তায় ঠৈকৈকং বিধন্তে—“পূর্ণমাসে সৎ নয়ৈঃস্বত্যা-
বরুণ্যাহমিক্সাহমাবান্তায় যজ্ঞত” ইতি ॥

তত্রৈন্দ্রং দধিরূপং যজ্ঞতরয়িন্ পৌর্ণমাসে সান্নাযাং তৎ প্রশংসতি—“পূর্ণমাসে বৈ দেবানাং
সুতন্ত্বেবামেতমর্দ্ধমাসং প্রসূতঃ” ইতি । যদৈন্দ্রং দধিমুষ্টিতং তেন পৌর্ণমাস এব দেবানাং
সোমোহভিযুতো ভবতি । পরো বৈ সোমঃ পরঃ সান্নায্যিত্তাক্তত্বাৎ । তেবাং দেবানাং
পৌর্ণমাসীমারভ্যামাবান্তাংপর্যাস্তমর্দ্ধমাসং নৈরন্তর্যেণ সোমঃ প্রকর্ষণে স্তুতো ভবতি । প্রতিদিন-
মুষ্টিতাভিঃ সোমবিকৃতিভির্ধ্যা খ্রীতিঃ সা তেন সান্নাযেন সম্প্রথত ইত্যর্থঃ ॥

অথোত্তরস্তামমাবান্তায় বিহিতামামিক্সং প্রশংসতি—“তেবাং মৈত্রাবরুণী বশাহমাবান্তায়-
মুবক্ষ্য্য যৎপূর্বেদ্বার্ষজতে বেদিয়েব তৎ করোতি যদবৎসানপাকরোতি সদ্ধোহবিদ্বানে এব সৎ
মিনোতি যজ্ঞতে দেবৈরেব সূত্যাৎ সম্পাদয়ত স এতমর্দ্ধমাসং সধমাদং দেবৈঃ সোমং পিবাতি
যগ্নৈত্রাবরুণ্যাহমিক্সাহমাবান্তায় যজ্ঞত যৈবাসৌ দেবানাং বশাহনু-ক্ষ্য সো এতৈবৈতস্ত” ইতি ।
যেয়মমাবান্তায়ামুষ্টিতা মৈত্রাবরুণ্যামিহা সা তেবাং দেবানাং বশাহনুবক্ষ্য্য সম্প্রথতে ।
তৎকথামিতি তদ্রূচ্যত—পূর্বেদ্বাঃ শুক্লপ্রতিপদি যজ্ঞত ইতি যজ্ঞেন সৌমিক্যৈ বেদিয়েব কৃতবান্
ভবতি । তন্মিল্লৈব দিনে পুনরেব বৎসানপাকরোতীতি যন্তেন সদ্ধোহবিদ্বানে যৌ মণ্ডপৌ
সম্পাদিতবান্ ভবতি । দ্বিতীয়ায়ং প্রাতরাগ্নেয়নাষ্টাকপালেন যজ্ঞত ইতি যন্তেন দেবৈরিহ-
মাণাং সূত্যাংমেব সম্পাদিতবান্ ভবতি । স তাদৃশো যজ্ঞমান এতমর্দ্ধমাসং শুক্লপক্ষং নৈরন্তর্যেণ
দেবৈঃ সধমাদং সহর্ষোপেতং সোমং পীতবান্ ভবতি । তস্মাৎপ্রায়াদূক্ষং তন্মিশ্রদ্বিতীয়ামাবান্তা-
কর্মণি মৈত্রাবরুণ্যাহমিক্সা যজ্ঞত ইতি যৎ সো এতমিক্সা যজ্ঞমানস্ত বশা সম্প্রথতে ।

কাহসৌ বশেতি তদুচ্যতে—সেযগাংগাদুদানে দেবানামর্থ এব 'যা বশাহনুবক্ষা ত্রিমতে সৈবেয়মামিকৈতার্থঃ ॥

দাক্ষায়ণযজ্ঞানুষ্ঠানং প্রশংসতি—“সাক্ষাৎ এব দেবানভ্যারোহতি য এবাঃ যজ্ঞমভ্যারোহতি যথা খলু বৈ শ্রেয়ানভ্যাকৃতঃ কামরতে তথা করোতি” ইতি । যো যজমান এবাঃ বিদ্বিবাক্যোক্তা-নামগ্ন্যাদীনং দেবানাং যজ্ঞমভ্যারোহতি সম্যগনুষ্ঠিতি এক সাক্ষাদেব তানগ্নাদিদেবানভ্যারোহতি প্রাপ্নোতি । বহুকালং ব্যবধানমন্তরেনৈব দেবসদৃশং ভোগং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । প্রাপ্য চ যথা লোকে শ্রেয়ানভ্যাকৃত্যাক্রান্তমং পদমভ্যাকৃতঃ স্বকীয়ভূতানামগ্নে মমদং ভোগসাধনমানয়েতি পুনঃ পুনঃ কামরতে তথাহয়ং যজমান আবৃত্ত্যাজী পুনঃ পুনঃ ফলসম্পাদনং করোতি ॥

পূৰ্ণং স্বর্গকামস্তঃ যজ্ঞ উক্তঃ, ঈদানীং ব্যাবৎকামস্ত স এবোচ্যতে—“যত্ববিধাতি পাপীয়ান ভবতি যদি নাবিধাতি সদৃশ্যবৎকাম এতেন যজ্ঞেন যজ্ঞেত ক্ষুণ্ণবির্হেয় যজ্ঞস্তাজক্ পুণ্যো বা ভবতি প্র বা মৌরতে” ইতি । তন্ত্ৰেযু যজ্ঞেযু যত্নবিধমতি কিক্লিষ্টকলাং করোতি তদানীং পাপীয়ান ভবতি অজ্ঞযজ্ঞমানাপেক্ষয়াহতিনিকৃষ্টা ভবতি । যদ নাবিধমতি বৈকল্যং ন করোতি তদানীমগ্নে: সদৃশ্যমান এ ভবতি ন তু তেভ্য আধিক্যলক্ষণা ব্যাবৃত্তি: সিধ্যতি । অতো ব্যাবৎকাম এতেন দাক্ষায়ণযজ্ঞেন যজ্ঞেত । যজ্ঞাদেয যত্নঃ ক্ষুণ্ণযজ্ঞচ্ছাতি তক্ষুণ্ণাদেত-দমুষ্ঠাজী তাজক্ পুণ্যো বা ভবতি তদানীমগ্নে: তেভ্য ব্যাবৃত্ত এব ভবতি । এতদ্বিরোধী তাজক্ প্রমীরত এব । অথবা যজমান এব সমাগনুষ্ঠানান্তমো ভবতি বৈকল্যং প্রমীশতে বা ॥

অতো বৈকল্যপরিহারায় ব্রতাবশেষান্বিতং—“তয়েতদ্ব্রতং নানুতং বদেদ মাভ্যসন্নীয় দ্ব ত্রিমপেয়ান্নাস্ত পল্ললনেন বাসঃ পল্ললয়েষু তেজি দেবাঃ সৰ্বাঃ ন কুর্কন্তি” ইতি । পল্ললনং বস্ত্রতুচ্ছসাধনমুদ্যাদি তেনাস্ত বাসো ন শোধয়েয়ুঃ । যজ্ঞাদেবাঃ পূজ্যা এতৎসর্বমনুতবদনানি ন কুর্কন্তি তস্মাদয়মপি ন কুৰ্য্যাৎ । অস্ত দাক্ষায়ণযজ্ঞস্তাং ধানাদুর্জং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং সহ বিকল্পে দ্রষ্টব্যঃ । তথাচ সূত্রকার আহ—“দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রক্ৰমে বিকল্পে, এতেন দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং বা যজ্ঞে, এতেন পঞ্চদশ বর্ষাণিষ্টা বা বিরমেতজ্ঞেত বা সান্তিষ্ঠে দাক্ষায়ণযজ্ঞঃ” ইতি ॥

অত্র মীমাংসা ।

যষ্ঠাধ্যায়স্ত পঞ্চমপাদে চিস্তিতম্—“ইষ্টিরভূদয়ে দর্শং কৰ্ম্মাভ্যুতং দোতাঃ । পূর্ণাস্ত্যাজম্ বিশিষ্টস্ত বিধানাদন্তকৰ্ম্ম তং ॥ প্রকৃতপ্রত্যভজ্ঞানাম্ কৰ্ম্মান্তরচোদনা । দেবতাঃ প্রাকৃত্য-স্তাক্ষাঃ প্রথমস্তাভ্য উচ্যতে ॥”

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রক্ৰমে—“যস্ত হবিনিকপ্তং পুরস্তাচ্ছ্রমা অভ্যাদেতি ত্রেধা তুল্যম্ভিত্তে মধ্যমাঃ স্ত্যস্তানদয়ে দ্যজে পূর্বোভাশমষ্টাকপালং কুৰ্য্যাৎ যদ্বিষ্টাশ্রয়ানদ্রায় প্রদ্যে দধত্ চক্ৰং য়েগিষ্ঠাভ্যাক্ষেবে শিশিবিষ্টায় শূতে চক্ৰম্” ইতি । অধ্যমৰ্গঃ—দশভ্যাক্ষাঃ কনিষ্ঠতুল্যং হবিনিকপ্তং ভবতি । ততঃ প্রত্যাষে পূর্ণস্তাং দিশি চক্ৰমা অভ্যাদেতি তদা নিগপ্তান্ত্রুণোদ্রোহা বিতন্তব্যঃ । অখণ্ডিতা ঈষৎখণ্ডিতা অতিহৃদ্রকণাশ্চৈতি ত্রৈবধ্যম্ । তে চাত্রবিধা দ্যাদি-গুণাবিশিষ্টোভ্যোহুদ্রোহো দেবেভ্য ইতি । তত্রৈদং প্রক্ৰান্তদর্শকৰ্ম্মণোহন্তংকৰ্ম্ম । কুতঃ, কালাপরাধপ্রাপ্তিচত্বর্থং অব্যদেবতাবিশিষ্টং কৰ্ম্মণো বিধীয়মানত্বং । ততঃ প্রাপ্তিচত্বঃ কৃষা

পবেদ্যরূপমিতি প্রাপ্ত ক্রমঃ—হবিনিপত্তমিতি প্রকৃতং বদর্শকং তং পরিভাষ্য কৰ্ম্মান্তর-
বিবিকরণে প্রকৃতান, প্রকৃতগণমৌ প্রসঙ্গোভ্যাম্ । অন্ত্যশ্লেষেব প্রকৃতে কৰ্ম্মণি নিরুপস্থ-
হবিষঃ পূৰ্বেদেব চোভ্যো দর্শনস্বাক্ষরীভোহপনয়োহব্রাতিধীয়তে । তত্তুলোপগন্ধিতং যদ্বিদ্ভি-
রূপং ত্রীহিরণং চ পূৰ্বেদ্যানিকপুং তদ্রূপিঃ পূৰ্বেদনতাস্তনোহগ্নোরস্ত্রাচ্চ বিভজেদিতি দেবতা-
হবিষোঃ পরম্পরবিভাগোহত্র বিদ্যতে, ন তু তুলানাম্ স্তবিস্তমখ্যামগিষ্ঠরূপস্বিবিধো বিভাগো
বিদ্যতে তত্ত্ব প্রাপ্তহাৎ । যে মধ্যমাঃ স্থারিতি বিনিয়োগভেদাদর্থপ্রাপ্তঃ স বিভাগঃ । ততঃ
পূৰ্বেদেবতাস্ত্রাক্তা দাতৃত্বাদিগুণযুক্তোভ্যো বহ্মাদিদেবতাভ্যঃ পূৰ্বে নিরুপস্থঃ হবিঃ প্রকৃতব্যম্ ।
নমু প্রাপ্তপদি প্রাত্ননির্কীৰ্ণপকালো ন তু দর্শে, তথঃপি দর্শনাস্ত্রাঃপি চতুর্দশ্যাঃ নির্কীৰ্ণাভাবা-
নির্কীৰ্ণাদুর্দ্ধং চক্ষোদদ্যো ন পাপোতি । নৈমিষ দেবঃ । দদ্যো দ্বাহকালীনভোনার্থসিদ্ধ-
পূৰ্বেদ্যাদোহনাতকনে, তদভিপ্রায়েণ নিরুপস্থমিত্যচ্যতে । যথা ত্রীহিনির্কীৰ্ণোহপি পূৰ্বেদ্যার্ধ-
কল্পতঃ । তথা চ শ্রুতে—“যদি বিভীয়ানতি মাদেধ্যতীতি মহারাত্রে হবীষি নির্কীৰ্ণেৎ” ইতি ।
অয়মর্থঃ—ভ্রাতৃ প্রমাদেন বা দর্শোহয়মত্যভিনিশ্চিবতো মাং প্রাপ্তি চক্ষোহভ্রাদেধ্যতীতি
ভীতিরস্তি তদা তাস্মৈব দিনে মহারাত্রে সর্বাণি নির্কীৰ্ণমিতি । অতো নিরুপস্থেব হবিষোহ-
শ্লেষেব কৰ্ম্মণি কালব্যতাসং নিমিত্তকৃত্য দেবতাস্তবসংযোগরূপঃ প্রয়োগপ্রকারভেদ উপ-
নিশ্রতে । ততো দর্শনশ্লেষং নৈমিত্তিকঃ প্রয়োগো ন তু দর্শলোপপ্রায়শ্চতুমিতি নৈমিত্তিকং
দর্শপ্রয়োগমনুষ্ঠায় পশ্চাৎ স্বকালে নিতোহপি দর্শপ্রয়োগোহনুষ্ঠীতব্যঃ ॥

তত্রৈবাত্মচ্ছিত্তম্—“উর্দ্ধং চক্ষোদদ্যে সেষ্টানির্কীৰ্ণাৎ পূৰ্বেদপুত । উত্তেরাজোহস্তিমঃ
পক্ষো নিরুপস্থতাবিবক্ষা ॥” সা পূৰ্বেদ্যাহভ্রাদয়েষ্টীর্হিনির্কীৰ্ণাদুর্দ্ধং চক্ষোদদ্যে সতি কর্তব্য-
নিরুপস্থঃ হবিরভ্রাদেতীতাকৃত্যমিতি চেদৈবম্ । হবিরভ্রাদয়স্ত নিমিত্তভেদে তাং শব্দস্ত নিৰ্কাপ-
তাবিবক্ষিতত্বাৎ । অতথা বাক্যভেদাপত্তেঃ যত্র হবিরভ্রাদেতি তত্র চবিত্তিকপ্তমিত্যেব বাক্য-
ভেদঃ । তস্মিন্নির্কীৰ্ণাৎ প্রার্ণপ চক্ষোদদ্যে সত্যাবহিতকালে কৰ্ম্মোপক্রমমাত্রোপযোগীঃ কর্তব্য-
৥

তত্রৈবাত্মচ্ছিত্তম্—“প্রাক্ প্রাকৃতীভ্যো নির্কীৰ্ণো বৈকৃতীভ্যোহবধাহিতমঃ । তত্তুলোভে-
বৈকৃতীভ্যো হবীষ্যোপলক্ষণাৎ ॥” নির্কীৰ্ণাৎ প্রাগ্যস্য চক্ষোদদ্যন্তরা চক্ষোদদ্যাদুর্দ্ধং ত্রিয়মাণো
নির্কীৰ্ণঃ প্রাকৃতীভ্যো দেবতাভ্যো যুক্তঃ । কৃতঃ, তত্তুলানি বিভজেদিতি বাক্যেন তুল্লাভাবাদুর্দ্ধং
প্রাকৃতদেবতাপনয়নশ্রবণাৎ । নির্কীৰ্ণস্ত ত্রীহিণামেবেতি তস্মিন্ কালে প্রাকৃতীভ্যাদিদেবতা-
নাপন্নীত ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—বৈকৃতীভ্যো দাতৃত্বাদিগুণযুক্তোভ্যো নির্কীৰ্ণঃ কর্তব্যঃ । কৃতঃ,
তত্তুলনেন চবিত্তীভ্যোপলক্ষণাৎ । অতথা দবিপয়সোরতুল্লভেদে দেবতাপনয়ো ন ত্রাৎ ।
হবীষ্যজাবিবক্ষাং তু ত্রীণামপি হবীষ্যে ন প্রাকৃতদেবতাসম্বন্ধনপনয় দেবতাস্তবসংযুক্ত কৰ্ত্ত-
ব্যকৃত্যবৈকৃতীভ্যো নির্কীৰ্ণেৎ ।

তত্রৈবাত্মচ্ছিত্তম্—“প্রাকৃতীভ্যোঃ সনির্কীৰ্ণেভ্রাদয়ে শিষ্টতুলান্ । প্রাকৃতীভ্যো বৈক-
তাত্মত্বাৎ বা নির্কীৰ্ণোদহ ॥ প্রাকৃতীভ্যো প্রবৃত্তবৈকৃতীভ্যো নিমিত্ততঃ । শিষ্টাংশতাপদার্থ-
ত্বাদসংযোগাদিহাস্তিমঃ ॥” যদা প্রাকৃতীভ্যো মুষ্টিমাত্রে নিরুপস্থে সতি চক্ষোহভ্রাদেতি তদা
মুষ্টিব্রহ্মরূপোহবশিষ্টাংশঃ প্রাকৃতীভ্যো এব নির্কীৰ্ণাঃ । কৃতঃ, প্রাকৃতীনাং প্রবৃত্তত্বাৎ, ইত্যেক-
পক্ষঃ । চক্ষোদদ্যে নিমিত্তে সতি নৈমিত্তিকস্ত পূৰ্বেদেবতাপনয়ত্বাৎপ্রাকৃতীভ্যোহ-

বশিষ্টাংশনির্বাণ ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ । অষ্ট প্রাকৃতদেবতাপনয়ো নিমিত্তাদীনঃ । অষ্টদেবত-
সংযোগঃশতং ন সম্ভবতি । অষ্টাশ্চ দেবতাঃ প্রাকৃতদেবতাস্থানে নিবেশনীয়ঃ । প্রাকৃতানাং
চ নির্বাণপন্যর্থপক্ষঃ কৃষ্টো ন পদার্থাংশেন । তত্তত্তৎস্থানপাতিতানাং বৈকৃতানাং চ ন্যশ-
সংযোগো যুক্ত ইত্যপ্যাংশস্ত প্রাকৃতাতোহপনাতবাবৈকৃতপাতিরসংযোগাক ত্বাণদেব নির্বাণ
ইতি যাক্ষাতঃ ।

তত্রৈবাজ্ঞান্তিতম্—“সেষ্টিঃ সান্নাথানো বা শ্রাদ্ধজ্ঞাপি দাধিক্রতেঃ । নহিহৈত্যা-
মোহন্ত্যঃ শ্রাদ্ধেবমাত্রবিধানতঃ ॥” নহি সান্নাথারিতস্ত দাধিপয়সা পিত্তে, তদভাবে
চ দধঃশতকং শূতে চক্রমিতি বিধানং সম্ভবতি । তস্মাৎ সান্নাথিন এব সা পুরোক্তাহভাদয়েষ্টি-
রীতি চেম্বেবম্ । অত্রোক্তা দেবতা এবাত্রাববায়ন্তে । দাধিপয়সোরগি বিধানে বাক্যং ভিত্তেত ।
তত্তত্তত্তুলবৎপ্রাপ্তাদাধিপয়সোবনুতমানতয়া বিধাভাবাহুৎকে চক্রশ্রপঃসম্ভবাক্ত সান্নাথিবদন্ত-
জ্ঞাপি দেখিরতি ।

নবমাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতম্—“শূতরাষ্ট্রোঃ প্রগীতানাং ন ধর্ম্মাঃ সন্তি বা নহি ।
অপাকাথংগঃ সান্ত পাকহেতুশ্চান্যাতঃ ॥” অভ্যুদয়েষ্ট্যাং শূতে চকং দধান চক্রমিতি শূতদধিনী
আয়ায়েতে । তয়োঃ প্রগীতাদর্ম্মা ন কন্তব্যঃ । হাবঃপ্রপণার্থমুৎপন্ন উৎপবনাদিধর্ম্ম-
সংস্কৃতা আপঃ প্রগীতা উচ্যন্তে । দাধিপয়সা তু শ্রপণার্থং নোৎপন্নৈ, কিং তু হবিষ্টে ন
প্রদানার্থমুৎপন্নৈ । ততঃ সাম্যভাবাম্বোৎপবনায়ো ধর্ম্মাস্তয়োঁরিত চেম্বেম্ । অত্রার্থমুৎপন্ন-
য়োঁরপ দাধিপয়সোরত্র চক্রোদয়ং নিমিত্তীকৃত্য চক্রশ্রপণহেতুত্বং বাচনিকম্ । ততঃ
সমামত্যান্তর্দর্ম্মাঃ সন্তি ।

দ্বিতীয়মাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতম্—“দাক্ষায়ণযজ্ঞেন স্বর্গকামো যজ্ঞত তৎ ।
কর্ম্মাস্তরং গুণো বোক্তদশাদৌ ফলসিদ্ধয়ে ॥ গুণশ্রাশ্রাঃপ্রসিদ্ধাৎ কর্ম্মভেদোহত্র সংজ্ঞয়া ।
'গুণো বাৎপ'ন্তশেষাভ্যামাবৃত্ত্যাখ্যো ন নাম তৎ ॥” দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে শ্রীয়েত—“দাক্ষায়ণ-
যজ্ঞেন স্বর্গকামো যজ্ঞত” ইতি । তত্র দাক্ষায়ণশব্দাচ্যস্ত কথ্যচিল্লোকে প্রসিদ্ধাভাবাহু-
দাদিবজ্ঞাজসমানাধিকরণেন কর্ম্মনামহাদধৈব জ্যোতিরিত্যাদিবদপূর্ণসংজ্ঞয়া কর্ম্মবিধিরিতি
চেন্ন । দাক্ষায়ণশব্দশ্রাবুত্তিগচক্কাৎ । তত্র শব্দানির্কচনাষাক্যশেষাচাব্যতে । তথাহি
—অন্নমিত্যাবুত্তিক্যতে । দক্ষশ্রুতে দাক্ষান্তেষামন্নমিতি তিরির্কচনম্ । দক্ষ উৎসাহী
পুনঃ পুনঃপ্রাবৃত্তাবনলস ইত্যর্থঃ । তদীয়ানাং প্রযোগাণামাবৃত্তদাক্ষায়ণশব্দার্থঃ । তথা
চাহবৃত্তা যুক্তঃ প্রকৃতৌ দর্শপূর্ণমাসাদ্যকো যজ্ঞো দাক্ষায়ণযজ্ঞঃ । আবৃত্তিপ্রকারস্ত “বে
পৌর্ণমাস্তো বে অমাবান্তে” ইত্যাদিবাক্যশেষাদবগম্যতে । ততো দধ্যাদিবৎ প্রসিদ্ধতাদর্শপূর্ণ-
মাসয়োঃ প্রকৃতয়োবয়ং স্বর্গফলসিদ্ধার্থমাবৃত্ত্যাখ্যস্ত গুণস্ত বিধিন্ তুত্তিগাদিবৎকর্ম্মনামধেয়ম্ । এবং
সাক্ষ্যস্বায়ীয়েন যজ্ঞত পশুকাম ইত্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্ । অমাবান্তাষণে হৌ হৌ দৌহৌ সম্পাশ্ত
চতস্রাং নবিশ্রয়সোঃ কুন্তীনাং সহ প্রস্থাপনং সাক্ষ্যস্বায়ীয়েন যাগঃ সাক্ষ্যস্বায়ীয়েন ।
তথা সতি প্রকৃতে দর্শবাগে পশুকলার সাক্ষ্যস্বায়ীয়েনো গুণো বিধীয়তে ।

তৃতীয়মাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতম্—“হনুতং ন বদেদেব পুংধর্ম্মো বাহুবাদগীঃ । সজ্ঞতো
পুংসি ত্বজ্ঞে বা ক্রতো যথা নিদিঃ ক্রতো ॥ অনুতোক্তেঃ পুংধর্ম্মান্তর্বিষেধে তথাবিধিঃ । সান্তীহুবাঃ

শুক্রোঃ ক্রতি প্রক্রিয়োর্যশাৎ ॥ নাহখ্যাতে পুরুষজ্যোতিঃ ক্রতাবেব প্রযাজবৎ । স্মার্তোক্ত-
নিয়মানুগঃ সংযোগোহুতঃ ক্রতো বিধিঃ ॥” দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে জয়তে—নানুতং বদেদ্বিতি । তত্র
পুরুষধর্ম্মভেদনায় প্রতিষেধো বিधीয়তে । কুতঃ, প্রতিষেগিনোহনৃতবদনস্ত পুংধর্ম্মভাত্ত্বনিবেশস্তাপি
পুরুষধর্ম্মভেদৈব বিধাতব্যস্তাৎ । বদেদ্বিত্যন্তদাখ্যাতং ত্যাবৎকর্তৃবাচকং, তেনাহখ্যাতেন কর্তৃ-
প্রতীয়মানস্তাৎ । পুরুষস্তাহখ্যাতে প্রত্যয়বাচ্যত্বেন সতি প্রকৃতার্থস্ত বদনস্ত পুরুষধর্ম্মভং যুক্তম্ ।
অন্তথা ভিন্নবিষয়ত্বেন বাধকত্বং ন স্তাৎ । তস্মাৎ পুরুষবাচকাখ্যাতশ্রুত্যা শ্রেকল্পণং বাধিত্বা
পুরুষার্থোহিহং নিষেধো বিधीয়তে । অস্ত্যেব স্মার্তঃ প্রতিষেধ ইতি চেৎ । তর্হি তত্ত্বস্তচ্ছৃতি-
বাচ্যং মূলমন্ত । তস্মাৎ পুরুষার্থ ইত্যেকঃ পুরুঃ পক্ষঃ । আখ্যাতভিন্নবিষয়ত্বেন বাধকত্বং ন
স্তাৎ । আখ্যাতশ্রুতে প্রকরণস্ত চাবিরোধায় কৃত্যুক্তপুরুষধর্ম্মাহস্ত । নহেতুদ্ব্যাক্যং স্বভে-
দ্বাং ভিন্নবিষয়ত্বাৎ । অতিশোচাপনয়নমারম্ভাচ্ছরণং পুরুষস্তানুতং প্রতিষেধাতি । তস্মাধ্য-
পাতিত্বাৎ ক্রতাবাপ স্মার্তো নিষেধঃ প্রাপ্ত এব । তদ্ব্যর্থার্থোহপ্যয়ং প্রতিষেধো ন বিधीয়াতে কিং
অনুত ইতি দ্বিতীয়ঃ পুরুঃ পক্ষঃ । আখ্যাতেন ভাবনাহিভীয়তে । কর্তা তু তদবিনা-
ত্বতোহর্থ্যাৎ প্রত্যয়তে । অতঃ ক্রতাত্বাৎ কেবলেন প্রকরণেন প্রযাজাদিবদাং হ্রস্বকারকঃ
ক্রতাবেব নিবিশতে । ন চ তত্রাপি বিधीয়তে, কিং তু সাক্ষাৎকস্য নিষেধস্য ক্রতাবপি
প্রাপ্তত্বানুগত এবতি তৃতীয়ঃ পুরুষপক্ষঃ । সত্যেনেব বদেদ্বানুতমিতি যোহিহং স্মার্তনিয়মরূপঃ
পুরুষাণঃ সংযোগস্তানুতক্রত্বর্থঃ সংযোগঃ । অতোহত্র প্রাপ্তত্বাদ্বিধীয়তে । এতদ্বিধাত্ত্বক্রমে
ক্রতোরেব বৈশিষ্ট্যং ন তু পুরুষস্ত প্রত্যয়ঃ । অতোহত্র ক্রতুগামি প্রায়শ্চিত্তম্ । পুরুষার্থনিয়-
মাত্ত্বক্রমে তু পুরুষস্তেব প্রত্যয়াদ্যে ন তু ক্রতোবৈশিষ্ট্যং । তত্র স্মার্তপ্রায়শ্চিত্তমিতি বিশেষঃ ।

ইতি শ্রীমৎসায়গাঢ্যাবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীংকাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চমোহনুবাচঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মণ্ডঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । ষষ্ঠোহনুবাচঃ ।)

এষ বৈ দেবরথো যদর্শপূর্ণমাসো মো দর্শপূর্ণমাসা-

বিষ্ণু। সোমেন যজতে রথম্পষ্ট এবাবসানে বরে দেবানামব

শ্রুত্যেতানি বা অঙ্গাপরুষি সশ্বৎসরস্ত যদর্শপূর্ণমাসো য এবং

বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ যজতেহঙ্গাপরুয্যেব সম্বৎসরশ্চ প্রতি

দধাত্যেতে বৈ সম্বৎসরশ্চ চক্ষুর্দ্বী যদশপূর্ণমাসৌ য এবং

বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ যজতে তাত্যামেব সুবর্ণং লোকমনু পশুতি।

এষা বৈ দেবানাং বিক্রান্তির্যদশপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ

যজতে দেবানামেব বিক্রান্তিমনু বি ক্রমহ, এষ বৈ দেবযানঃ

পশু। যদশপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ যজতে য এব

দেবযানঃ পশুন্তু, সমারোহত্যেতৌ বৈ দেবানাং হরী যদশ-

পূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ যজতে ধাবেব দেবানাং

হরী তাত্যাম্ এতৈভ্যো হব্যং বহত্যেতবৈ দেবানামাস্তং যদশ-

পূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ যজতে সাক্ষাদেব দেবানামাস্তে

জুহোত্যেব বৈ হবির্দানী যো দশপূর্ণমাদয়াজী সায়াস্ত্রাতরগ্নি-

ହୋତ୍ରଂ ଜୁହୋତି ଯଜତେ ଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସାବହରହର୍ବିଦ୍ଧାନିନାଂ ଶ୍ରୁତୋ ଯ

ଏବଂ ବିଦ୍ଵାନ୍ଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସୋ ଯଜତେ ହବିଦ୍ଧାନ୍ତସ୍ତ୍ରୀତି ସର୍ବମେବାସ୍ତ ବହିଷ୍ଠଂ

ଦତ୍ତଂ ଭବତି ଦେବା ବା ଅହଃ ଯଜ୍ଞିଷ୍ୟଂ ନାବିନ୍ଦକ୍ଷେ ଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସାବପୁ-

ନନ୍ତୋ ବା ଏତୌ ପ୍ରୀତୀ ମେଧ୍ୟୋ ଯଦ୍ଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସୋ ଯ ଏବଂ ବିଦ୍ଵାନ୍ଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସୋ

ଯଜତେ ପ୍ରୀତାବୈବେନୌ ମେଧ୍ୟୋ ଯଜତେ ନାମାବାସ୍ତାୟାଂ ଚ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସାଂ

ଚ ଦ୍ଵିବାପେୟାନ୍ଦଧୁପେୟାନ୍ନିନ୍ଦ୍ରିୟଃ ଶ୍ରୀଂ ସୋମସ୍ତ ବୈ ରାଜୋହର୍ଦ୍ଦ-

ମାସସ୍ତ ରାତ୍ରୟଃ ପଞ୍ଚୟ ଆସନ୍ତାମାମମାବାସ୍ତାଂ ଚ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀଂ ଚ

ନୌପିଂ ତେ ଏନମନ୍ତି ସମନହେତାଂ ତଂ ଯକ୍ଷା ଆର୍ଚ୍ଛଦ୍ରାଜାନଂ ଯକ୍ଷା

ଆରଦିତି ତଦ୍ରାଜ୍ୟକ୍ଷାସ୍ତ ଜଘ୍ରା ଯଂ ପାପୀୟାନଭବନ୍ତଂ ପାପ୍ୟକ୍ଷାସ୍ତ

ଯଜ୍ଞାବାନ୍ଧ୍ୟାମବିନ୍ଦନ୍ତଜ୍ଞାୟେନ୍ତସ୍ତ ଯ ଏତମେତେଷାଂ ଯକ୍ଷାମାଂ ଜଘ୍ରା ବେଦ

ନୈନମେତେ ଯକ୍ଷା ବିନ୍ଦାନ୍ତି ସ ଶ୍ରୀତ ଶ୍ରୀତ ନମସ୍ତାମ୍ ପାମାବତେ ଆବିନ୍ଦାନ୍ତି

বরং কৃণাবহা আৱং দেবানাং ভাগধে অসাবা । আবদধি দেবা

ইজ্যান্তা ইতি তস্মাৎ সদৃশীনাং, রাত্রীণামমাবাস্ত্রায়াং চ পৌর্ণ-

মাস্ত্রাং চ দেবা ইজ্যান্ত এতে হি দেবানাং ভাগধে ভাগধা অষ্ট্রৈ

মনুষ্যা ভবন্তি য এবং বেদ ভূতানি ক্ষুধমন্নং সচ্ছো মনুষ্যা

অর্দ্ধগাসে দেবা মাসি পি চরঃ সংবৎসরে বনস্পত্যঃ সসাদহরহর্ষ-

মুখ্যা অশনগিস্তেহর্দ্ধগাসে দেবা ইজ্যন্তে মাসি পিতৃভ্যঃ ক্রিয়ন্তে

সংবৎসরে বনস্পত্যঃ ফলং গৃহ্ণন্তি য এবং বেদ

হন্তি ক্ষুধং ভাতৃব্যম্ ॥ ৬ ॥

পদ-পাঠ্যঃ ।

ঐঃ । ঐক্ । দেবরথ ইতি দেব-রথঃ । যৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ-পূর্ণমাসৌ ।

যঃ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ-পূর্ণমাসৌ । ইষ্ট্য । সোমেন । যজতে ।

রথস্পষ্ট ইতি রথ—স্পষ্টে । এব । অবসন্ন ইত্যব—সান্নে । বরো দেবানাম্ ।

অবেতি । স্ততি । এতানি । বৈ । অঙ্গাপকঙ্ঘীত্যঙ্গ—পকঙ্ঘি । সম্বৎসরন্তেতি সং

—বৎসরন্ত । যৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ । এবম্ ।

বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যজ্ঞতে । অঙ্গাপকঙ্ঘীত্যঙ্গ—

পকঙ্ঘি । এব । সম্বৎসরন্তেতি সং—বৎসরন্ত । প্রততি । দধতি । এতে ততি ।

বৈ । সম্বৎসরন্তেতি সং—বৎসরন্ত । চক্ষুষী ইতি । যৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—

পূর্ণমাসৌ । যঃ । এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—পূর্ণমাসৌ ।

যজ্ঞতে । ভাত্যাম্ । এব । সূনর্গমিতি সূনঃ—গম্ । লোকম্ । অযিতি ।

গম্ভ্রতি । এষা । বৈ । দেবানাম্ । বিক্রান্তিরিতি বি—ক্রান্তিঃ । যৎ ।

দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ । এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ

—পূর্ণমাসৌ । যজ্ঞতে । দেবানাম্ । এব । ক্রান্তিমিতি বি—ক্রান্তিম্ ।

অমু । বাতি । ক্রমতে । এষা । বৈ । দেবান ইতি দেব—বানঃ । পহাঃ ।

বৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ । এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণ-

মাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যজ্ঞতে । যঃ । এব । দেবযান ইত দেব—

যানঃ । পত্ন্যঃ । ভজ্ । সমারোহতীতি সম্—আরোহতি । এতৌ । বৈঃ

দেবানাম্ । হরী ইতি । যৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ ।

এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যজ্ঞতে । যৌ । এব ।

দেবানাম্ । হরী ইতি । তাভ্যাম্ । এব এভ্যঃ । হব্যম্ । বহতি । এতৎ ।

বৈ । দেবানাম্ । আত্মম্ । যৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ । এবম্ ।

বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যজ্ঞতে । সাক্ষাদিতি স—অক্ষাৎ ।

এব । দেবানাম্ । আত্মে । জুহোতি । এষঃ । বৈ । হবির্দানীতি হবিঃ—

ধানী । যঃ । দর্শপূর্ণমাসবাজীতি দর্শপূর্ণমাস—যাজী । সাযস্ত্রাহরতি সাংস-

—প্রাতিঃ । অগ্নিহোত্রমিত্যগ্নি হোত্রম্ । জুহোতি । যজ্ঞতে । দর্শপূর্ণমানা-

বিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । অহয়হরিত্যহঃ—অহঃ । হবির্ধানিনাশ্চিতি হবিঃ—

ধানিনাম্ । ঋতঃ । যঃ । এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্বমাসাবিতি দর্শ—পূর্বমাসৌ ।

যজতে । হবির্ধানীতি । বিঃ ধানী । অন্নি । ইতি । সর্গম্ । এবা-

জ্ঞাত্ । বহিষ্ঠাম্ । দত্তম্ । ভবতি । দেবাঃ । বৈ । অহঃ । যজিয়ম্ । ন ।

অগ্নিন্ । তে । দর্শপূর্বমাসাবিতি দর্শ পূর্বমাসৌ । অগ্নিন্ । তৌ । বৈ ।

এতৌ । পুতৌ । মেধৌ । যৎ । দর্শপূর্বমাসাবিতি দর্শ—পূর্বমাসৌ । যঃ ।

এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্বমাসাবিতি দর্শ—পূর্বমাসৌ যজতে । পুতৌ । এব ।

এনৌ । মেধৌ । যজতে । ন । অমাবান্ত্যামিত্যম্—বাস্ত্যাম্ । চ । পৌর্ণ-

মাস্ত্যামিতি পৌর্ণ—মাস্ত্যাম্ । চ । জ্বিয়ম্ । উপেতি । ইয়াং । যৎ ।

উপেয়াদিত্যুপ ইয়াং । নিরিক্তিয় ইতি নিঃ—ইক্টিয় । ত্রাং । সোমস্তা ।

বৈ । রাজঃ । অর্ধমাসস্তে তার্দ্ধ—মাসস্ত । রাজয়ঃ । পত্নয়ঃ । আসন্ ।

তাসাম্ । অমাবান্ত্যামিত্যম্—বাস্ত্যাম্ । চ । পৌর্ণমাসীক্ষতি । পৌর্ণমাসীম্ ।

চ । ন । উপেতি । ঐং । তে ইতি । এনম্ । অতি । সমিতি । অনে-

তাম্। তন্। যন্। অর্চন্। রাজানন্। যন্। আরন্। ইতি।

তন্। রাজয়ন্তেতি রাজ-যন্তন্। জন্। যন্। পাপীয়ান্। অভবন্।

তন্। পাপয়ন্তেতি পাপ-যন্তন্। যন্। জায়তাম্। অবিনন্। তন্।

জায়েতন্। যন্। এবম্। এবেষাম্। যজ্ঞাণাম্। জন্। বেদ। ন।

এনম্। এত্। যজ্ঞাঃ। বিন্দন্তি। সঃ। এত ইতি। এষ। নমন্তন্।

উপেতি। অদ্যবন্। তে। ইতি। অকৃতাম্। বরম্। বৃণাতি। আবম্।

দেবানাম্। ভাগ্বে ইতি ভাগ-ধে। অসাব। আবন্। অধীতি। দেবাঃ।

ইজ্যাস্তে। ইতি। তস্মাৎ। সদৃশীনাম্। রাজৌণাম্। অমাবান্ত্যামিণ্যাম্।

বাস্যাম্। চ। পৌর্ণমাস্যামিতি পৌর্ণ-মাস্যাম্। চ। দেবাঃ। ইজ্যাস্তে।

এত্। ইতি। তি। দেবানাম্। ভাগ্বে ইতি ভাগ-ধে। ভাগবা ইতি

ভাগ-ধাঃ। অশ্বৈ। বহুঘাঃ। ভবন্তি। যঃ। এবম্। বেদ। ভূতানি।

কৃষ্ণম্। তপ্তম্। সত্যঃ। মধুঘাঃ। অর্ধমাস ইত্যর্ধ-মাসে। দেবাঃ। মাসি।

পিতবঃ । সঘৎসর ইতি সং—বৎসস্বে । বনস্পত্যঃ । তথাৎ । অহঃহরিতাহঃ

—তহঃ । যতুয়াঃ । অশনম্ । উচ্চৈস্তে । অর্দ্ধমাস ইত্যর্দ্ধ—মাসে । দেবঃ ।

ইজ্যাস্তে । মাসি । পিতৃভা ইতি পিতৃ—ভাঃ । ক্রিয়তে । সঘৎসর ইতি সং—

বৎসবে । বনস্পত্যঃ । ফলম্ । গৃহস্থি । বঃ । এবং । বেদ ।

হস্তি । কুপম । দাতব্যম্ ।

• • •

মঙ্গলংগ্য়ং (সাধারণাচার্য্য-কৃতং) ।

পঞ্চমোহুভাদয়েষ্টাণ্ড স্থিতঃ চষ্টয় ঈরিতাঃ । অথ ষষ্ঠে দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সৌম্যাগেনে সহ
পৌর্বাণ্ড্যং বিধন্তে—

“এষ নৈ দেবরথো যদর্শপূর্ণমাসৌ যৌ দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টৌ সৌমেন যজতে রথস্পষ্ট এবাষমানে
বরে দেবানাম্বন স্তাত” ইতি ।

দর্শপূর্ণমাসাবিতি বদন্তোষ এব দেবানাং রথো রথসদৃশঃ । তথা সতি প্রথমতো দর্শপূর্ণ-
মাসাবিষ্টৌ পশ্চাৎ সৌমেন যৌ যজতে তস্ত্র্যমুষ্ঠানে মহৎসৌকর্য্যং ভবতি । যথা লোকে ভূষণে
রথসকরংগন মহামার্গস্থ কণ্টকপাষণাদিসু ক্ষুণ্ণেযু মার্গে বিস্পষ্টৌ ভবতি অমমস্ত গ্রামস্ত মার্গ
ইতি স্ত্রুথেনাধ্যবসাত্ত্বং শকাতে । কণ্টকাণ্ডভাবাৎ । বরঃ শ্রেষ্ঠশাস্ত্রৌ ভবতি তাদৃশে মার্গে
মহত্বা অনায়াসেন গন্তং পরু বস্তি, তথা দেবানাং সঘদ্দিনা দর্শপূর্ণমাসরথেন স্পৃষ্টে স্ত্রুথেনাধ্যব-
সাত্ত্বং শকৌ শ্রেষ্ঠে মার্গে যজমানঃ সৌমেন যজ্ঞমাবস্থতি, দর্শপূর্ণমাসয়োঃিষ্টৌ প্রকৃতিষ্মাস্তয়োঃ
প্রায়োগে স্বাদীনে সতি তদিকৃতিভূতাঃ সোমাজভূতাঃ প্রায়ণীয়াতাঃ সূক্তাঃ স্ত্রুথেনাধ্যবসাত্ত্বং
শকাস্তে । অনমুষ্ঠি রয়ান্ত দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সোম প্রকরণে দীক্ষণীয়াদিকুর্গব্যকপমাত্রোপেষ্টি-
জ্ঞাতদক্ষানি প্রযাজাদীশুমুষ্ঠাতুং ন শকাস্তে । তস্মাদিষ্টৌ পূর্ব্বং দর্শপূর্ণমাসয়োঃিষ্টৌ প্রাশস্ততেন
তত্র প্রথমং সঘৎসরাবয়বয়েন প্রণংসতি—

“এতানি না অঙ্গাপরুর্বি সঘৎসর যদর্শপূর্ণমাসৌ য এবং নিদ্বাদর্শপূর্ণমাসৌ যজতেহজ্ঞা-

কক্ষাদিসংধিরূপাণি পুরুষি পৰ্ব্বাণি তথা সৰ্ব্বসরস্ত ষাদশ দর্শা অগ্নানি ষাদশ পৌর্ণমাস্যঃ
পুরুষি, তদ্বিদ্ধাহুষ্ঠানে তদ্বতন্ত্রং প্রতিদধতি সম্যগুষ্ঠাপয়তি ॥

অথ চক্ষুঃসেন প্রশংসতি—“এতে বৈ সৰ্ব্বসরস্ত চক্ষুযৌ যদর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণ-
মাসৌ যজতে তাত্যামেব স্বর্গং লোকমহু পশ্চতি” ইতি ।

অথৈন্দ্রপরাক্রমরূপেণ প্রশংসতি—“এষা বৈ দেবানাং বিক্রান্তির্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং
বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে দেবানাং বিক্রান্তিমহু বি ক্রমতে” ইতি । সর্বেভ্যঃ কামেভ্যো
দর্শপূর্ণমাসাবিতি শাখাস্তরে ক্রত্বাদ্যুক্তজরহেতুত্বমপ্যভীতি পরাক্রমরূপত্বং ॥

অথ স্বর্গমার্গেণ প্রশংসতি—এষ বৈ দেবানাং পশ্বা যদর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ
যজতে য এবং দেবানাং পশ্বান্ত্বং সমাবোহতি” ইতি । দেবা যান্তি গচ্ছন্তি অগ্নিহোত্রং
সোহয়ং দেবানাং ॥

অথাক্রমরূপেণ প্রশংসতি—“এতৌ বৈ দেবানাং হরৌ যদর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ
যজতে যাবেব দেবানাং হরৌ তাত্যামেবৈভ্যো হব্যং বহতি” ইতি । এভ্যোহগ্ন্যাদিদেবেভ্য-
তাত্যামেব দর্শপূর্ণমাসাত্যাং যজমানঃ পুরোভাশং বহতি ।

অথ দেবমুখ্যেণ প্রশংসতি—“এতৌ বৈ দেবানামাত্মং যদর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ
যজতে সাক্ষাদেব দেবানামাত্মে জুহোতি” ইতি । সাক্ষাদ্যবধানমন্তরেণৈব যথা ব্রাহ্মণ্যর দত্তমন্ত্রং
পাত্নহস্তব্যবধানেন মুখং প্রবিশতি তদ্বতন্ত্রার্থঃ ।

অথ সোমযাজিৎসম্পাদনেণ ত্রোতি—এষ বৈ হবির্দ্বানী যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সায়ংপ্রাতরগ্নি-
হোত্রং জুহোতি যজতে দর্শপূর্ণমাসাবহরং হবির্দ্বানিনাং স্বতো য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে
হবির্দ্বান্নমীতি সর্বমেবান্ত বর্হিঃ দত্তং ভবতি” ইতি । হবাংবি সোমগ্রহরূপাণি ধীরস্ত আসান্তে
যগ্নিগুপে ভর্গহ হবির্দ্বানং তদন্ত্রাতীতি হবির্দ্বানী সোমযাজী । দর্শপূর্ণমাসযাজিনঃ সোমযাজিৎসং
কথমিত্যুচ্যতে—আধানানন্তরমেব প্রবৃত্তং যবগ্নিহোত্রং তৎপ্রতিদিনং সায়ংপ্রাতরুত্তিষ্ঠতি,
পর্কণি পর্কণি চ দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে । তদ্বতন্ত্রাণুষ্ঠানেন হবির্দ্বানিনাং সোমদেবানাং প্রতিদিনং
সোমোহভিষুতো ভবতি । সোমাস্তিষবেণ বা প্রীতিঃ সা দেবানামত্র সম্পত্ততে । অগ্নিহোত্র-
দর্শপূর্ণমাসপ্রবৃত্তা তদনন্তরভাবিনি সোমযোগেহপি প্রবর্তিষ্যত ইতোব তৈনিন্দেভ্যং শক্যত্বাৎ ।
তৎপ্রবৃত্তিক্রমং স্বাকারেণ দর্শিতঃ—“অথৈকেষামগ্নীনাথায় হস্তাববিন্জা সৰ্ব্বসরস্গ্নিহোত্রং
হুত্বা দর্শপূর্ণমাসাবরজতে তাত্যাং সৰ্ব্বসবমিষ্টা সোমেন পশুনা বা যজেত তৎ উক্ষং মন্ত্রানি
কর্ষাণি কুরুতে” ইতি । যো যজমান এবং দেবানাং ভবিষ্যৎসোমযোগসিষয়াং প্রীতিং বিধামহং
হবির্দ্বানী সোমযাজী ভবামীতি বুধ্বা দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে । ততঃ উক্ষং যজমানস্ত বর্হিঃ
সোমযোগে দাতব্যং যদ্বর্হিঃ তৎপ্রবৃত্তং বর্হিঃ দত্তং ভবতি ॥

অগ্নেহপি কষ্ট্রাধ্যিককর্ষসম্পাদনেনেন ফলাধিকাপ্রাপ্তিঃ পূর্বকালে প্রজাপতির্ভজান-
স্বজতেত্যাহুকে ঞ্জপিকতা । অথ দর্শপূর্ণমাসুকর্ষণোক্তিবিসিষ্যবিধমর্থবাদেনোন্নয়তি—
“দেবা বা অহর্ষজিৎসং নাবিন্দন্তে দর্শপূর্ণমাসাবপুনন্তৌ বা এতৌ পুতো মেধ্যৌ যদর্শপূর্ণমাসৌ য
এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে পুত্রেবৈবনৌ মেধ্যৌ যজতে” ইতি । এতৌ দর্শপূর্ণমাসৌ যজা-
হবীতি যজিৎসং, স্তাদৃশমেকমপ্যাহর্দেবা ন লেভির । ততো বিচার্য দর্শপূর্ণমাসাবমাবাত্যাং

পৌর্ণমাসীং চ দিনরয়মপুনঃশোধিতবস্তঃ, যজ্ঞয়জ্ঞং নিশ্চিতবস্ত ইত্যর্থঃ । যন্মিন্দিনে সূৰ্য্য এক-
দৃশ্যতে চন্দ্রমাস্ত ন দৃশ্যতে সোহয়ং দর্শঃ । সমাযাজ্ঞা চ তাদৃশী । তজ্ঞাং তিথৌ সূৰ্য্যোণ সঠৈব
বসতশ্চন্দ্রনসৌ চষ্টুমথ্যক্যত্বাৎ । অতঃ সা তিথিঃ সূৰ্য্যমাজ্ঞদর্শনাদর্শনামাক্ষিতস্ত কৰ্ম্মণো
যোগ্য । যজ্ঞাং তিথৌ চন্দ্রমণ্ডলং সম্পূর্ণং দৃশ্যতে সা পৌর্ণমাসী । সা চজ্ঞমসঃ পূৰ্ত্তে পূর্ণ-
নামাক্ষিতস্ত কৰ্ম্মণা যোগ্যা । প্রতিপদাদিসু চতুর্দশায় তিথিসু চন্দ্রমা লেশতো দৃশ্যতে ন
পূর্ণা নাপ্যাক্ষয়ত্বৈঃ । অতস্তথোঃ কৰ্ম্মণোর্যোগ্যা ন ভবন্তি । তস্মাত্তাবৈতাবুকৌ তিথি-
বিশেষা দেবৈককুবীনা শোধিতৌ সন্তৌ যজ্ঞযোগৌ সম্পন্নৌ । অত্র দর্শপূর্ণমাসশক্সতিথিপূৰ্ণো
ন কৰ্ম্মণঃ । বহুবং তিথোঃ শুদ্ধং বিদ্বান্ কৰ্ম্মদ্বয়ং ককতে সোহয় শোধিতৌ যজ্ঞযোগ্যে
তিথিবিশেষাবৈব প্রাপ্য কৃতবান্ ভবত । তস্মাত্ত্যক্তিথ্যোঃ কুৰ্য্যান্নিত তাত্পর্যার্থঃ ।

প্রসঙ্গানুসারে বার্থ কক্ষিণমং বিদত্তে—“নামানাত্মায়াং চ পৌর্ণমাস্তাং চ স্নিগ্ধমুপেয়াদ্বয়-
পেয়াগ্নির ভয়ঃ জ্ঞাং” ইতি । পূৰ্ব্বাকুর্যন্তি খ্যার্জ্জয়ক্কাখ্যায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি—“সোমস্ত বৈ
রাজোহক্কা স্ত রাত্রয়ঃ পত্নয়ঃ সাসমাসামবাস্তাং চ পৌর্ণমাসীং চ নোপৈত্তে এনমভি সমন-
হেতাং হং যস্ম অর্জ্জদ্রাজানং যস্ম অবাদতি তদ্রাজ্যস্মস্ত জন্ম যৎপাপীয়ানভবত্তং পাপযস্মস্ত
যজ্ঞায়ভায়ামানদত্তজ্ঞয়েত্তা য এযমেতযাং যজ্ঞাণাং জন্ম বেদ নৈনমেতে যস্মা বিদ্বন্তি স এত্তে
এব নমস্ত্রুপাবন্তে অক্কাভাং বং ব্গাবহা আবং দেবানাং ভাগবে অসাবাহবদাধ দেবা ইজ্যাস্তা
ইতি তস্মাৎ সদৃশীনাভ্ রাত্রোগানমাবাস্তায়াং চ পৌর্ণমাস্তাং চ দেবা ইজ্যাস্ত এত্তে হি দেবানাং
ভাগবে শাগধা অত্মৈ মহ্যা ভবন্তি য এভং বেদ” ইতি । অক্কাভাস্তা শুক্লপক্ষস্ত রাত্রয়
একো বর্গঃ, শুক্লপক্ষস্ত রাত্রয়ঃ পূৰ্ব্বো বর্গস্তে অমাবাস্তাপৌর্ণমাস্তাবেনং সোমভিসমনহেতামাভি-
মুখোন সন্তোগায় গৃহীতবনৌ । বলাৎকারেন ভুজ্যমানঃ তং সোমমতিব্যবায়েন ক্ষয়ব্যাধিঃ
প্রাপ্তবান্ । এতচ্চ প্রজ্ঞাস্তেজস্মা স্ত্রী হতর ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং তথৈব ব্যাখ্যেয়ম্ ।
আবাস্তে এব দেবানাং হাবভাগদারণৌ ভাব আবায়ারধিস্ত্রিত্যাদয়ো দেবা ইজ্যাস্তামিত্য-
নয়োক্তরঃ । এতয়োক্তগব্যবিক্র জ্ঞানতে মন্ত্রায়াঃ সর্কেহপি ভাগং ধারায়ত প্রযজন্তি ॥

অথ মন্ত্রাদিসামোপাখ্যাস নাক্তার্থঃ পুনঃ প্রণংসতি—

ভূতান ক্ষুধময়ন্ সতো মঃখ্যা অক্কাভাস দেবা মাসি পিতরঃ সযংসরে বনস্পত্যন্তানহ-
রহর্মমুখ্যা অশনমিচ্ছন্তেহক্কাভাসে দেবা ইজ্যাস্তে মাসি পিতৃভাঃ ক্রিয়তে সযংসরে বনস্পত্যঃ
ফলা গৃহ্ণন্তি য এবং বেদ হস্তি কুবঃ ভ্রাতৃণাম্ ॥” ইতি ।

ভূতানি মন্ত্রাভাঃ প্রাণনঃ । বনস্পত্যঃ পনসাস্ত্রাতাঃ । তেষাং ফলগ্রহণমেব
জুগিগরণরূপাং ভূতং সূচ্যত । এবং কুবী জননং যৌ বেদ সোহপায়সমৃদ্ধং ক্ষুজপং শক্স
সর্কদা হন্তি । (২ অষ্টক—৫ প্রপাঠক—৬ অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যনিরচিত মন্দীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যে প্রথমপ্রপাঠকে বঠোহনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রাঠকঃ । সপ্তমাহনুবাকঃ ।)

দেবা বৈ নচি ন যজুয্যশ্রয়ন্ত তে সামন্নেবাশ্রয়ন্ত হিং কৰোতি

সামৈবাকহি কৰোতি যত্রৈব দেবা অশ্রয়ন্ত তত এবৈনান্ প্র

যুক্তে হিং কৰোতি বাচ এবৈষ যোগো হিং কৰোতি প্রজা

এষ তদবজমানঃ স্বজতে ত্রিঃ প্রথমামম্বাহ ত্রিকৃতমাং যজ্ঞশ্চৈব

তদ্বনম নহত্যপ্রশস্য সন্ততমম্বাহ প্রাণানামম্বাগস্ত সন্তত্যা

অথো রক্ষসানপহৈত্য রাথংতরীং প্রথমামম্বাহ রাথংতরো বা

অয়ং লোক ইমমেব লোকমভি জয়তি ত্রির্বার্গ গৃহ্নাতি ত্রয় ইমে

লোকা ইমমেব লোকামভি জয়তি বার্বীতীশ্বস্তমামম্বাহ বার্বীতো বা

অসৌ লোকোহমুমেব লোকমভি জয়তি প্র বঃ বাজা ইত্য-

নিরুক্তাঃ প্রাজাপত্যামম্বাহ যজ্ঞো বৈ প্রজাপতির্হজমেব প্রজা-

প্ৰতিমাৱভতে প্র বো বাজা ইত্যন্বাহামং বৈ বাজোহ্নমমেবাব।

রুক্ষে প্র বো বাজা ইত্যন্বাহ তস্মাৎ প্রাচীনং রেতো ধীয়তেহম্

আ যাহি বীতয় ইত্যাহ তস্মাৎ প্রতীচীঃ প্রজা জায়ন্তে প্র বো

বাজাঃ ইত্যন্বাহ মাসা বৈ বাজা অর্দ্ধমাসা অভিজবো দেবা হবিঃ

অস্তো গোম্বতাচী যজ্ঞো দেবাজ্জিগতি যজমানঃ স্তম্বয়ুৱিদমসীদ-

মসীত্যেব যজ্ঞশ্চ প্রিয়ং ধামাব রুক্ষে যং কাময়েত সর্বমায়ুরিয়া-

দিতি প্র বো বাজা ইতি তস্মানুচ্যাম্ আ যাহি বীতয় ইতি

সম্বতমুত্তরমর্ধ্বর্চমা লভেত প্রাণেনৈবাস্তাপানং দাধার সর্বমায়ু-

রেতি যো বা অরভ্ৰিঃ সামিধেনীনাং বেদারত্নাবেব ভ্রাতৃব্যঃ

কুরুতেহর্ধ্বর্চো সং দধাত্যেষ বা অরভ্ৰিঃ সামিধেনীনাং য এবং

বেদারত্নাবেব ভ্রাতৃব্যঃ কুরুত ঋষেঋষেৰ্বা এতা নিম্নিতা যং-

। প্রপাঠক, ৭ অথবা ক।] কৃষ্ণ-যজুর্বেদ মন্ত্র।

৩৯

সামিধেন্বন্তা যদংযুক্তাঃ স্য্যঃ প্রজয়াঃ পশুভির্গজমানস্ত বি

তিষ্ঠেরন্নর্দর্দেঁ সং দধাতি সং যুনক্ত্যেবৈনাস্তা অস্মৈ সংযুক্তা

অবরুদ্ধাঃ সর্বমামশিষং তুহ্রে ॥ ৭ ॥

* . *

শদ-পাঠঃ ।

দেবাঃ বৈ। ন। অচি। ন। যজুষি। অশ্রয়ন্ত। তে। সামন্। এব।

অশ্রয়ন্ত। হিম্। করোতি। সাম। এব। অকঃ। হিম্। করোতি।

যত্র। এব। দেবাঃ। অশ্রয়ন্ত। ততঃ। এব। এনান্। প্রেতি।

যুক্তে। হিম্। করোতি। বাচঃ। এব। এষঃ। যোগঃ। হিম্।

করোতি। প্রজা ইতি প্র—জাঃ। এব। তৎ। যজমানঃ। যজতে। ত্রিঃ।

প্রথমাং। অহিত। আহ। ত্রিঃ। উত্তমামিত্যুত্তমান্। যজন্ত। এব। তৎ।

বসন্। নহতি। অপ্রত্নং সারৈতাপ্র—ত্নং সার। সন্ততমিতি সং—ততস্।

অবিতি। আহ। প্রাণানামিতি প্র—জানান্। অন্নাত্রেত্যন্ন—অতস্।

সন্তত্যা ইতি সং—তৈত্ৰ্য। অথো ইতি। রক্ষসাম্। অপহৃত্য ইন্ত প—হৈত্ৰ্য।

রাথন্তরীমিতি রাথং—তরীম্। পথমাম্। অস্বিতি। আহ। রাথংতর ইতি

রাথং—তর। বৈ। অয়ম্। লোকঃ। ইমম্। এব। লোকম্। অতীতি।

জয়তি। ত্রিঃ। বীকি। গৃহ্মতি। ত্রয়ঃ। ঈমে। লোকাঃ। ইমান্। এব।

লোকান্। অতীতি। জয়তি। বাইদীম্। উত্তমামিত্যুৎ—তমাৎ। অস্বিতি।

আহ। বাইতঃ। বৈ। অসৌ। লোকঃ। অয়ম্। এব। লোকম্।

অতীতি। জয়তি। প্রেতি। বঃ। বাজাঃ। ইতি। অনিরুক্তামিত্যানিঃ

—উক্তাম্। প্রাজাপত্যামিতি প্রাজা—পত্যাম্। অস্বিতি। আহ। যজ্ঞঃ।

বৈ। প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ। যজ্ঞম্। এব। প্রজাপতিমিতি প্রজা

—পতিম্। এতি। রভতে। প্রেতি। বঃ। বাজাঃ। ইতি। অস্বিতি।

আহ। অয়ম্। বৈ। বাজঃ। অয়ম্। এব। অবৈতি। রুদ্ধে। প্রেতি। বঃ।

বাজাঃ। ইতি। অস্বিতি। আহ। তমাৎ। প্রাচীনম্। রেতঃ। ধীরতে।

অগ্নে । এতি । বাহি । বীতয়ে । ইতি । আহ । তমাং । প্রত চাঃ । প্রজা ।

ইতি প্র—জাঃ । জায়ন্তে । প্রেতি । বঃ । বাজাঃ । ইতি । অবিতি ।

আচ । মাসাঃ । বৈ । বাজাঃ । অন্ধমাসো ইত্যন্ধ—মাসাঃ । অভিহব ইত্যতি

—জবঃ । দেবাঃ । হবিষস্তঃ । গোঃ । সূতাচা । যজঃ । দেবানাং ।

জিগতি । যজমানঃ । স্নগ্নয়িত্বি স্নগ্ন—য় । ইদম্ । অসি । ইদম্ । অসি ।

ইতি । এব । যজন্ত । প্রিয়ম্ । বাম । অবতি । রুদ্ধে । যম্ । কাময়েতাং ।

সর্বম্ । আয়ুঃ । ইয়াং । ইতি । প্রেতি । বঃ । বাজাঃ । ইতি । তস্ত ।

অহুচোহু—উচ্য অহে । এতি । বাহি । বীতয়ে । ইতি । সন্ততমিতি স—

ততম্ । উত্তবমিতু—ত্তবম্ । অন্ধকমিত্যন্ধ—কম্ । এতি । লভেত ।

প্রাপ্নেতি । প্র—অনেন । এব । অস্ত । অপানমিত্যপ—অনম্ । দাধায় । সর্বম্ ।

আয়ুঃ । এতি । বঃ । বৈ । অরদ্ধম্ । সামি ধনীনাংমিতি সাম্—ইধেনী-

নাম্ । বেদ । অরহো । এব । দ্রাভ্যাম । কুরুতে । অন্ধকানিত্যন্ধ—

ঋচো । সমিতি । দধাতি । এষঃ । বৈ । অরভঃ । সামিধেনীনামিতি ।

সাম—ইধেনা নাম । ষঃ । এষম্ । বেদ । অরভো । এব । ভ্রাতৃব্যম্ ।

কুকতে । ঋষেঋষৈরিত্যে—ঋষেঃ । বৈ । এতাঃ । নির্মিতা ইতি নিঃ—

মিতাঃ । ষৎ । সামিধোক্ত ইতি সাম্—ইধেভ্যঃ । তাঃ । ষৎ । অদংযুক্তা

ঈত্যসং—যুক্তাঃ । স্যঃ । প্রাজয়েতি প্র—জয়া । পশুভিরিতি পশু—ভিঃ ।

যজ্ঞমানস্ত । বীতি । তিষ্ঠেরন্ । অর্ধচ্চাবিতার্দ্ধ—ঋচো । সমিতি । দধাতি ।

সমিতি । যুজ্জতি । এব । এনাঃ । তাঃ । অশ্বৈশ্চ । সংযুক্তা ইতি স—যুক্তাঃ ।

অবরুদ্ধাঃ । ইত্যব—রুদ্ধাঃ । সর্কাম্ । আশিষমিত্যা—শিষম্ । দুহে ॥ ৭ ॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (সাযণাচার্য্য-কৃতং) ।

অনুবাকৈঃ ষড়্ভিরেতরাধ্বয়বস্তুদীকৃতম্ । অথোক্তরৈরনুবাকৈর্হোত্রং বিবক্ষুরগ্নিসপ্তমে-
হনুবাকে তদনন্তরভাবাষ্টমে চ সামিধেনীশ্চ বাধ্যমন্তে । তে চ ব্রাহ্মণগ্রন্থে তৃতীয়াংশে
পঞ্চমপ্রপাঠকে সমান্বিতাঃ ।

কল্পঃ—পুরস্তাৎ সামিধেনীনাং হোতেতু্য প্রক্রম্যাস্তরাহবনীযমুৎকরণং চ প্রতীচীনং গচ্ছ-
পতি কং প্রপত্ত্ব তং প্রপত্ত্ব ইত্যাদিকমুক্ত্বা সত্যং প্রপত্ত্ব ইতি বেতি পক্ষান্তরমুক্তম্ । তৎপাঠস্ত-
—“সত্যং প্রপত্ত্ব । ঋৎ প্রপত্ত্ব । অমৃতং প্রপত্ত্ব । প্রজাপতেঃ প্রিয়াং তনুবমনাস্তাং প্রপত্ত্ব ।
ইদংহং পঞ্চদশেন বজ্রেন দ্বিষস্তং ভ্রাতৃব্রাহ্মণানামি । যোহস্মান্দেষ্টি । ষৎ চ ষয়ং দ্বিষঃ । তুর্ভবঃ

প্রারভে। অগ্নি কৰ্ম্মণি বাচিকোহপরাধো মা ভূদিত্যর্থঃ। মনসা চিন্ত্যমানমপ্যাতং যথা ভবতি তথা প্রাপ্তে। মানসোহপ্যপরাধো মা ভূদিত্যর্থঃ। অমৃতত্বহেতুভূতমিদং কৰ্ম্ম প্রাপ্তে। অনেন কৰ্ম্মণা দেবত্বং প্রাপ্যতামিত্যর্থঃ। দেবেষ্যপ্যগ্নিরহিতাং প্রজাপতেঃ প্রিয়াং তদুৎ প্রজাপতিশরীরমিদং কৰ্ম্ম প্রাপ্তে। ইদমিতি হস্তেনাভিনয়ঃ। অহং হোতা পঞ্চদশস্তোম-সদৃশেন বজ্ররূপেণানেন কৰ্ম্মণা বিশ্বস্তং শক্রমবষ্টভ্য পীড়য়ামি। যঃ শক্ররম্যান্ মনসা যেটিং যং চ শক্রং বহুং মনসা বিশ্বস্তমুভয়বিধমবক্রামাশীতি পূৰ্ব্বভাষয়ঃ। ভূভূবঃ স্ববরিত্যেতন্নামকা লোকাস্তান্ হিনোমি প্রীগয়ানীত্যর্থঃ॥

কল্পঃ—“বাহুতীকল্প। তিরতিভিঃকৃতানবানমভিহিংকারাদ্ভ্যুপসন্দধাতি এ বো বাজা অভিত্বব ইত্যেকারশেমাঃ সামিধত্বঃ” ইতি। অনবানমহুচ্চুসন্। তত্র প্রথমায়াঃ পাঠস্ত—“প্র বো বাজা অভিত্ববঃ। হবিষ্যন্তো যুতাচ্যা। দেবাজিগতি স্ময়ুঃ” (ত্রি। কা. ৩ প্র. ৫ অ. ২) ইতি। তে দেবা বো যুদীয়া ঋত্বিগ্ যজমানাঃ প্রবর্তন্তে। বাজা গমনীয়া মা সা অভিত্ববোহভিতঃ পূৰ্ব্বপক্ষরূপেণোক্তবপক্ষরূপেণ চ দীপ্যমানা অৰ্দ্ধমা সা হবিষ্যন্তো হবি-র্ভাজো দেবাশ্চ যুতাচ্যা যাপ্যপানভূতঘৃতপ্রদা গবা সহানুকূলাঃ প্রবর্তন্তামিত্যাধ্যাহারঃ। কিং চায়ং যজ্ঞো দেবাজিগতি প্রাপ্নোতু। যজমানস্ত স্ময়ুঃ স্তখেচ্ছুর্ভবতু॥

যদেতদ্বক্তং ত্রিহি কেরাতীত তদেতদ্বিধন্তে—“দেবা বৈ নর্চি ন যজুগ্ৰশ্রয়ন্ত তে সাময়েবা-শ্রয়ন্ত হিং কেরাতি সামৈবাকর্হিং কেরাতি যত্রৈব দেবা অশ্রয়ন্ত তত এবৈনান্ প্র যুক্তে হিং কেরাতি বাচ এবৈষ যোগো হিং কেরাতি প্রজা এব তদ্বজ্রমানঃ সৃজতে” ইতি। দেবাঃ পূৰ্ব্ব-মূচি নাশ্রয়ন্ত যজুগ্ৰপি নাশ্রয়ন্ত ন সন্তুষ্ঠা ইত্যর্থঃ। কিং তু সাময়েব সন্তুষ্ঠাঃ। ততো হিমিতিশক-মুচ্চারয়েৎ। তেন সামৈব কৃতং ভবতি। পঞ্চকৃষঃ সপ্তকৃষো বা সাম আদৌ হিংকারস্ত বিত্তমানত্বাৎ। তস্ত হিমিতিশকস্ত ত্রিক্কারণমভিপ্রেত্যা ত্রিবারং বিধিরনুষ্ঠ প্রোক্ততে। যত্রৈব দেবা অশ্রয়ন্ত যত্রৈব সামনি দেবাঃ সন্তুষ্ঠান্ত ত এব সাম এনান্বেবান্ প্রযুক্তে হোতা হিং কুর্নু প্রকর্ষণে তোষয়তীত্যর্থঃ। প্রথমোচ্চারণেন সাম কৃতং ভবতি। তথা দ্বিতীয়োচ্চারণেন বাচো যোগঃ সম্পত্ততে। সামাশ্রয়তয়া ঋগুপায়া বাচঃ সম্বন্ধঃ সম্পত্তত ইত্যর্থঃ। তৃতীয়োচ্চারণং যদন্তি তেন যজমানঃ প্রজা এব সৃষ্টবান্ ভবতি॥

একাদশানাং সামিধেনীনাগন্তয়ে'রাব্রান্তং বিধন্তে—“ত্রিঃ প্রথমামবাহ ত্রিকৃতমাং যজ্ঞত্রেব তদ্বসং নহ্যপ্রস্ত৩স্য” ইতি। “প্র বো বাজা অভিত্ববঃ” ইত্যেবা প্রথমা। “আ জুহোত দ্ববস্ত” ইতি বা “স্বং বরুণ উত মিত্র” ইতি বা দ্বয়োরন্তরোক্তমা। তন্তেন প্রথমো-স্তয়োস্তিরভ্যাসেন যজ্ঞস্ত বসংস্তভাগান্নহতি বধ্যতি। যথা লোকে বস্ত্রং কণ্ঠেন বা ব্রাহ্মীন্ গোচুকামোহস্তবয়ং বধ্যতি তদ্বৎ। তচ্চ বন্ধনং অংসনরাহিত্যায় ভবতি।

পূৰ্ব্বস্তামুচ্যাত্বাৰ্দ্ধস্তোত্তরস্তামুচি পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধস্ত চ পরস্পরাবিলেপং বিধন্তে—“সন্ততমবাহ প্রাণানামন্নাত্ত সন্তত্যা অথো রক্ষসামপহতৈ” ইতি। তদেতৎ সন্ততোচ্চারণং যজমানস্ত প্রাণানাং সন্ততৌ ভোজ্যবস্ত্রসন্ততৌ চ সম্পত্ততে। কিং চ রাক্ষসাঃ ঋসনিরোধেনাপহতা ভবন্তি॥

যতঃ প্রথমায়া আবৃত্তির্কাহতা তাং স্বরূপেণ বিধন্তে—“রাথস্তরীং প্রথমামবাহ রাথস্তরো বা অয়ং লোক ঈমায়ং লোকমত্রি জয়তি” ইতি। কয়িংশ্চিং সামশাখাবিশেষে “প্র বো

বাজাঃ” ইত্যেতৎসৃষ্টিং যজ্ঞস্তরসায়ো গীতস্বাদিয়ং যথাস্তবী । যজ্ঞস্তরসামযুক্তেন কৰ্মণা
সম্পাদায়িতুং শক্যাদ্ভুলোকস্ত যথাস্তরত্বম্ ॥

যজ্ঞকং সূত্রকং যোগে—“তীয়াং সামিধেনীং ত্রির্কিণ্ডকুতি” ইতি, তদেতদ্বিধন্তে—

“ত্রির্কিণ্ডকুতি তস্য ইমে লোকা ইমান্বেব লোকানভি জয়তি” ইতি । তৃতীয়স্তাঃ সামি-
ধেনীয়াঃ প্রথমপাদমুচ্চাণা সন্ধুবিগ্ৰহঃ কার্গাঃ । অর্ধচ্চ দ্বিতীয়াঃ বিগ্ৰহঃ । তত উত্তরার্ধ
উপসিহনমগ্ৰস্ত পূর্বার্ধচ্চ সংযোগ্য তদন্তে তৃতীয়াঃ বিগ্ৰহঃ । এতেন বিগ্ৰহজ্ঞেয়ং লোক-
ত্রয়জ্ঞেয়ং ভবতি ॥

যস্তাম্যুচ্চাঃ ত্রিবিধো বিগ্ৰহস্তাম্যুচ্চং বিধন্তে—“বার্হতীমুত্তমাম্ভাহ বার্হতো বা অসৌ
লোকেহমুমেব লোকমভি জয়তি” ইতি । যস্তাম্যুচ্চ বৃহচ্ছোচা যনিষ্ঠোতিস্বকস্ত শ্রয়মাণস্বাদিয়ং
বার্হতী । সা চ তৃতীয়েতি কৃৎ প্রথমমধ্যমাপেক্ষয়োক্তম্ । তথা সত্যুত্তমাংস্বাহেভুক্তো তৃতীয়াংস্বেন
পঠেদিতিার্থো ভবতি । এতদ্ব্যুচ্চো পদকর্মসাম্যস্যং স্বর্গলোকস্ত বার্হত্বম্ ।

প্রথমায়ুচ্চং দেবতাদিবিশদ্যভিত্যাক্ষরং প্রশংসতি—“প্র বো বাজা ইত্যনিকুত্যাং
প্রাজাপত্যাম্ভহ যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিস্বজ্ঞমেব প্রজাপত্যমা রততে” ইতি । কস্তাপি
দেববিশেষস্ত নিবন্ধং নামনিবিশেষকথনং তত্র নাস্তি দেয়মনিকুত্যাং । প্রজাপতিশ্চ সৃষ্টেঃ
প্রাণ পশিমাত্যাবাদনিকুত্যাং । অত ইয়ং প্রাজাপত্যা । যজ্ঞশ্চ প্রজাপতিস্বষ্টোক্তংস্বকপঃ ।
তস্মাৎ প্রাজাপত্যমস্তত্ত্ব প্রথমপাদেন যজ্ঞকপমেব প্রজাপতিং প্রারদ্ধবান্ ভবতি ॥

অনিন্দেহে ব্রাহ্মকোচ্চাণং প্রশংসতি—“প্র বো বাজা ইত্যাবাহাং বৈ ব্রাহ্মোহনমেবাব
কদ্ধে” ইতি ।

তথাহত প্রশংসোচ্চারণং প্রশংসতি—“প্র বো বাজা ইত্যাবাহ তস্মৎ প্রাচীনং য়েতো
দীযতে” ইতি । যস্মাৎ প্রশংস উচ্চারিতস্তস্মাৎ প্রাচীনং প্রমুখে য়েতোবক্তিনি যোষিচ্ছ-
রীরেহ্কার্তি গচ্ছতীতি প্রাচীনং তদ্যাবৎ য়েতে দীযতে গর্ভাশয়ে স্থাপ্যতে ॥

এতস্য মন্তস্ত চরমপাদেন মহোত্তরস্তা মন্তস্ত প্রথমপাদোচ্চারণং প্রশংসতি—“অগ্ন আ
যাহ বীতয় ইত্যাহ তস্মাৎ প্রাচীনাঃ প্রজা কার্যন্তে” ইতি । যস্মাদায়াহীভুক্তং তস্মাৎ প্রাচীনাঃ
প্রত্যন্তমুখাঃ সদৃশাঃ প্রজা উৎপত্তাস ॥

মন্তগতানাং পদানামর্গাদর্শয়তি—“প্র বো বাজা ইত্যাবাহ মাসা বৈ বাজা অর্ধমাসা
অভিভবো দেবা হবিষ্যন্তো সৌর্য তাতা যজ্ঞো দেবাজিগ্যতি যজ্ঞমানঃ স্তম্বয়ুঃ” ইতি । যজ্ঞস্তি
গচ্ছন্তি ক্রমেণ প্রসক্তন্ত ইতি চৈতাদিমাসা বাচ্যঃ । ইদমেব ব্রাহ্মণবাচ্যং হুদি নিধায়
মন্ত্যর্থঃ পূর্বং দর্শিতঃ ॥

পদার্থনিষ্ঠায় মন্তস্তত্বপর্ণ্যার্থমাহ—“ঐদমসৌমসীত্যেব যজ্ঞস্ত প্রিয়ং ধামাব কদ্ধে” ইতি ।
সামিধেনীতিঃ সামিধমান হেহেহ্য ঐদমঃ মাসানাং স্বরূপমসি, অর্ধমাসানাং স্বরূপমসি, দেবানাং
স্বরূপমসীত্যেব তাৎপর্যার্থঃ । তেনৈব তাৎপর্যেণ যজ্ঞস্ত প্রিয়ং ধামাহুতস্থানমিধ্যমানাগ্নি-
স্বরূপং সম্পাদিতবান্ ভবতি ॥

যজ্ঞকং “সন্ততমবাহ প্রাণানাম্ভাহুস্ত সন্তত্যা” ইতি । তদেবদেনীং কাম্যভেনাপি
বিধন্তে—“যং কাম্যগেত সন্তম্যাবুর্বিদ্যাদিত প্র বো বাজা হতি ওত্যানুচ্যায় আ বাহি বীতয় ইতি

সমুত্তমমর্কমা লভেত প্রাপেনৈবাত্মাপানং দাধার সর্কমায়ুরোত” ইতি। যং যজমানমুদ্ভিত্য হোতা কাম্যত। কাম্যিত—অয়ং যজমানো মৃত্যুবাহতঃ সর্কমায়ুঃ প্রাপুয়াদিত, তন্ত্ৰ যজমানত্বাহুযজ্ঞাশ্রয়ঃ প্রথমাং সামিধেনৌ সর্কমানুচ্য বিচ্ছেদমরভ্যোস্তর-স্তম্ভা তুধমমর্কমুপ-ক্রমেত। তেন সাস্ততোনাত্ত যজমানস্ত প্রাণবায়ুনা বাহ্নির্গচ্ছত। সঠৈবাপানবায়ুং পুনরপ্যস্তম্ভা গচ্ছন্তং ধারিতগান্ ভবতি। তেন চ ধারণেন সর্কমায়ুঃ প্রাপোত।

তদেব সাস্ততাং পুনঃ প্রকাবাস্তরেন প্রশংসতি—“যো বা অরদ্ধঃ সামিধেনীনাং বেদারদ্ধাবেব ভ্রাতৃবাং কুরুতেহর্কচ্চ) সং দধাতোয বা অরদ্ধিঃ সামিধেনানাং য এবং বেদারদ্ধাবেব ভ্রাতৃবাং কুরুতে” ইতি। কুর্পরমারভ্য অপারতক্ষণিষ্ঠাঙ্গুলিপগাংস্তো হস্ততাগোহ-রদ্ধিঃ। ন চ তস্তারত্বের্থাং বিচ্ছেদোহস্তি তদ্বত্ত্বাং সামিধেতোহুধে সাস্ততাম-রদ্ধিত্তেনোপাধাতে। যো হোতা তদ্বিৎ সাস্ততাং বিদিত্বাহুতীষ্ঠতি স হোতা ভ্রাতৃবাং যজমানস্তারত্বো স্থাপয়তি। চতুরঙ্গপরিমিতস্ত পুনঃস্তারত্বমাত্রপার্বিত্যে বালা যথা নীচো ভবতি তদ্বদুং কুরুত ইত্যর্থঃ। য এবং বেদেতি পুনরাভধানং প্রতিজ্ঞাতস্ত নিগমনার্থম্।

তদেব সাস্ততাং বিপক্ষবাক্যকোপস্তাসপুংসবঃ পুনঃ প্রশংসতি—“ঋষেঋষী এতা নিম্মিতা যৎসামিধেত্তা যৎসংযুক্তাঃ স্যুঃ প্রজয়া পশুভির্জগনস্ত বি তিষ্ঠৈরর্কচ্চ) সং দধতি সং যুনক্তোদৈবনাত্তা অয়ে সংযুক্তা অরদ্ধাঃ সনামাশিযং হুহু” ইতি॥ ঋষিরতীন্দ্রিয়স্ত দষ্টা। তাদৃশ ঋষিরৈক্যং সামিধেনীংবাহুগ্রহেণ দৃষ্টা তৎসম্পাদার-পবম্পরাং নিম্মিতগান্। অতএব অর্থাৎ—যগাজেহুর্ভিঃ হুহুগান্ সেতিহাপান মতর্ষঃ। লেভির তপসা পূর্কমুজ্জাতাঃ স্বরজ্জ্ববা” ইতি॥ তথা সতি-দ্বিত্য ঋষিভ্যঃ প্রবত্তিতাত্তাঃ সামিধেত্তো যত্সংযুক্তা ভবৎসনানীং যজমানস্ত প্রজয়া পশুভিঃ স্যুঃ সামিধেত্তো বি তিষ্ঠৈরর্কচ্চ-যুক্তাশ্রিষ্টেয়ঃ, প্রজাপত্তমুদ্বিহেত্তবো ন ভবেয়িৎ বার্থঃ। তৎপরিহারায় পূর্কতাঃ সামিধেত্তা উত্তরাদ্বিমুত্তরতাঃ সামিধেত্তাঃ পূর্কজিঃ চ সন্ধবাত্। তথা সনোনাঃ সামিধেনীঃ সংযোজিত-বানেব ভবতি। ন চৈবমেকস্তামপি সামিধেত্তাং পূর্কোত্তরাদ্বিচ্চৌ সংবাতগ্যাবিত শঙ্কনীয়ম্। তনোরেকর্ষিপ্রবর্তিত্তেন হোতৃপ্রযুক্তসন্ধানমস্তবেগাপ স্বরপতো বিরোগভাবাৎ। যথোক্ত-রীত্যাং সংযুক্তাঃ সামিধেত্তো যজমানায় সর্কমাশিযং হুহু হুহুস্ত সম্পাদরাস্তা।

অথ মীমাংসা।

নবমাধায়স্ত প্রথমপাদে চিহ্নিতম্—“বিরজ কিমুচো ধর্ম্যঃ স্থানদ্রোহণবাহনিমঃ। ক্রীলিঙ্গদ্বার তৎপ্রতিপদিকপ্রবলহঃ” দর্শপুংসবোঃ সামিধেনীঃ প্রকৃত্য অন্তে—“ত্রিঃ প্রথমামহা” ইতি। সোহয়ং ত্রিঃ-তাস আদৌ পঠিতস্ত প্র বো রাজা ইত্যং বিশেষস্ত ধর্ম্যঃ। কৃতঃ। প্রথমামিত্যস্ত ক্রীলিঙ্গদ্বারকুপেরোপপত্তোরতি চৈরৈতদ্ব্যকম্। ক্রীলিঙ্গব্যাচিনষ্টাপ-প্রত্যয়াদপি পূর্কং পঠিতস্ত স্থানবাচিনঃ প্রথমেত্যস্ত প্রতিপদিকস্ত প্রলোভ্যৎ। অতো বিরজিত-অপ্যস্তা অপ্যচঃ প্রথমস্থানপঠিতায়াস্তরভ্যাসঃ কর্তব্যঃ। স্থানান্তে চ দ্বি-ত্যাং পঠিত ইত্যস্তা অপ্যচো নাত্যাসঃ।

ইতি শ্রীমৎসায়পাচাধ্যাবিচিত্রে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুৰ্বেদীয়াতৈত্তিরায়-

সংহিতাত্ময়ে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমোহুবাংকঃ ॥ ৭ ॥



অষ্টমঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রাঠকঃ । অন্তিমোহুবাংকঃ) ।

অযজ্ঞো বা এষ যোহসামাহুয় আ যাহি বীতয় ইত্যাহ রথন্তরশ্চেষঃ

বর্ণস্তং স্বা সমিত্তিরঙ্গির ইত্যাহ বাসুদব্যশ্চেষ বর্ণো বৃহদগ্নেঃ

সুবীৰ্য্যমিত্যাহ বৃহত এষ বর্ণো যদেতং তৃচমস্বাহ যজ্ঞমেব তৎ

সামস্বস্তং করোত্যগ্নিরমুশ্মিল্লোক সীদাদিত্যোহস্মিন্তাবিমো

লোকাবশান্তো আস্তাং তে দেবা অত্রবমেতের্মো বি পযুহা

মেত্যগ্ন আ যাহি বাতয় ইত্যস্মিল্লোকেহগ্নিমদধুর্হদগ্নে সুবীৰ্য্য

মিত্যমুশ্মিল্লোক আদিত্যং ততো বা ইর্মো লোকাবশাম্যতাং

ষদেবমস্বাহানয়োলোকয়োঃ শাস্ত্য শাম্যতোহস্মা ইর্মো লোকো

ষ এবং বেদ পঞ্চদশ সামিধেনীরস্বাহ পঞ্চদশ বা অর্ধমাস্ত

রাত্রয়োহর্ধমাসশঃ সম্বৎসর আপ্যতে তাসাং ত্রীণি চ শতানি

যন্তিশচাকরাণি তাবতীঃ সম্বৎসরস্ত রাত্রয়োহকরশ এব সম্বৎসর

মাপ্রোতি নৃমেধশ্চ পরশ্ছেপশ্চ ব্রহ্মবাত্মমবদেতামশ্বিন্দার-

বার্দ্ধেহ্মিং জনষাব যতরো নৌ ব্রহ্মীয়ানিতি নৃমেধোহভ্যবদৎ স

ধুমমজনয়ৎ পরশ্ছেপোহভ্যবদৎ সোহগ্নিমজনয়দৃষ ইত্যব্বাৎ

যৎ সমাবদ্বিধ্ব কথা ত্বগ্নিমজীজনো নাহমিতি সামিধেনীনায়েবাহং

বর্ণং বেদেতা ব্রবাদ্যদ্যতবৎ পদমনুচ্যতে স আসাং বর্ণস্তং ত্বা

সমিত্তিরঙ্গির ইত্যাহ সামিধেনীষেব তজ্জ্যোতির্জনয়তি দ্বিযন্তেন

যদৃচঃ দ্বিযন্তেন যদ্গায়ত্রিযঃ দ্বিযন্তেন যৎসামিধেযো বৃষধ্বতী-

মগ্নাহ তেন পুষ্ণতীন্তেন সেন্দ্রাণেন মিথুনা অগ্নির্দেবানাং

দূত আসীহুশনা কাব্যোহস্তরাণাং তৌ প্রজাপতিং প্রশমৈলাৎ

স প্রজাপতিরগ্নিং দূতং বৃণীমহ ইত্যতি পর্য্যাবর্তত ততো

দেবা অভবন্ পরাহস্তরা যশ্চৈবং বিহুষোহ্মিং দূতং বৃণীমহ

ইত্যাহ ভবত্যান্না পরাহস্য ভ্রাতৃব্যো ভবত্যধ্বরবতীমগ্নাহ

ভাতৃব্যগেবৈতয়া ধবরতি শোচিৎকেশশুমীমহ ইত্যাহ পবিত্র-
 মেবৈতদযজমানগেবৈতয়া পবয়তি সমিক্রো অগ্ন আহুতেত্যাহ
 পরিধিমৈবৈতং পরি দধাত্যক্ষণায় যদত উর্দ্ধমভ্যাদধ্যাদধা
 বহিঃপরিধি ক্ষণতি তাদুগেব তভ্রয়ো বা অগ্নয়ো হব্য-
 বাহনো দেবানাং কব্যবাহনঃ পিতৃণাং সহরক্ষা অশ্বরাণাং ত-
 এতর্হা শত্বে মাং ববিষ্যতে মাম্ ইতি বৃগীধ্বং হব্য-
 বাহনমিত্যাহ য এব দেবানাং তং বৃগীত আর্ষেয়ং বৃগীতে
 বন্ধোরৈব নৈত্যথো সন্ততৈ পরশাদর্বাচো বৃগীতে তস্মাৎ
 পরশাদর্বাঞ্চো মনুষ্যান্ পিতরোহনু প্র পিপতে ॥ ৮ ॥

শব্দ-পাঠঃ ।

অবজঃ । বৈ । এষঃ । যঃ । অসামা । অগ্নে । এতি । যাহি । বীতয়ে । ইতি ।

আহ । রথস্তরভূতি রাং—তরস্ত । এষঃ । বর্ণঃ । তম্ । স্বা । সমিভিরিত ।

সমিৎ—ভিঃ । অজিরঃ । ইতি । আত । বামদেবাত্তেতি বাম—দেবাত্ত । এষঃ ।

বর্ণঃ । বৃহৎ । অগ্নে । সুবীৰ্য্যমিতি সু—বীৰ্য্যম্ । ইতি । আহ । বৃহতঃ ।

এষঃ । বর্ণঃ । যৎ । এতম্ । তৃচম্ । অদ্বাহেতানু—আহ । যজ্ঞম্ । এষ ।

তৎ । সামদ্রশ্যমিতি সামন্—বস্তুম্ । করোতি । অগ্নিঃ । অমৃগ্নিন্ । লোকে ।

আনীৎ । আদিতাঃ । অগ্নিন্ । ভৌ । ইমৌ । লোকৌ । অশাত্তৌ ।

আস্তাম্ । তে । দেবঃ । অকুবন্ । এতি । ইত । ইমৌ । বি । পরীতি ।

উগাম । ইতি । অগ্নে । এতি । যাহি । বীতয়ে । ইতি । অগ্নিন্ । লোকে ।

অগ্নিম্ । অদধুঃ । বৃহৎ । অগ্নে । সুবীৰ্য্যমিতি সু—বীৰ্য্যম্ । ইতি । অমৃগ্নিন্ ।

লোকে । আদিতাম্ । ততঃ । বৈ । ইমৌ । লোকৌ । অশম্যতাম্ । যৎ ।

এবম্ । তদ্বাহেতানু—আহ । অনয়োঃ । লোকয়োঃ । শাষ্ট্য । শাম্যতঃ ।

অগ্নে । ইমৌ । লোকৌ । যঃ । এবম্ । বেদ । পঞ্চশেতি পঞ্চ—দশ ।

সামিধেনীরিতি সাম্—ইধেনীঃ । অযিতি । আহ । পঞ্চশেতি পঞ্চ—দশ ।

বৈ । অৰ্দ্ধমাসন্তেত্যৰ্দ্ধ—মাসস্ত । রাত্রয়ঃ । অৰ্দ্ধমাসশ ইত্যৰ্দ্ধমাস—শঃ ।

সম্বৎসর ইতি সং—বৎসরঃ । আপ্যতে । তাসাম্ । ত্রীণি । চ । শতানি ।

যষ্টিঃ । চ । অক্ষরাণি । তাদতীঃ । সম্বৎসরন্তেতি সং—বৎসরস্ত । রাত্রয়ঃ ।

অক্ষবশ ইত্যক্ষর শঃ । এব । সম্বৎসরমিতি সং—বৎসরম্ । আপ্যোতি ।

নৃমেধ ইতি নৃমেধঃ । চ । পরুচ্ছেপঃ । চ । ব্রহ্মবাত্মমিতি ব্রহ্ম-বাত্মম্ । অব-

দেতাম্ । অগ্নিন্ । দাবৌ । অর্ধে । অগ্নিম্ । জনয়াব । যতরঃ । নৌ ।

ব্রহ্মীযান্ । ইতি । নৃমেধ ইতি নৃ—মেধঃ । অভ্যতি । অবদৎ । সঃ । ধূমম্ ।

অজ্ঞনয়ৎ । পরুচ্ছেপঃ । অভ্যতি । অবদৎ । সঃ । অগ্নিম্ । অজ্ঞনয়ৎ ।

ঋষে । ইতি । অত্রণীৎ । যৎ । সমাবৎ । বিদ্ব । কধা । ত্বম্ । অগ্নিম্ ।

অজ্ঞাজনঃ । ন । অহম্ । ইতি । সামিধেনীনামিতি সাম্—ইধেনীনাম্ । এব ।

অহম্ । বর্ণম্ । বেদ । ইতি । অত্রণীৎ । যৎ । দ্ব্যতবদিতি দ্ব্যত—বৎ ।

পদম্ । অমুচ্যাত ইত্যমু—উচ্যতে । সঃ । আসাম্ । বর্ণঃ । তম্ । জা ।

সমিতিরিতি সমিৎ—তিঃ । অঙ্গিরঃ । ইতি । আহ । সামিধেনীষিতি সাম্—

ইধেনীষু । এব । তৎ । জ্যোতিঃ । জনয়তি । জিহ্বঃ । তেন । ধং ।

ঋচঃ । জিহ্বঃ । তেন । ধং । গায়ত্রিঃ । জিহ্বঃ । তেন । ধং । সামিধেন

ইতি সাম্—ইধেনীষু । বৃষত্তামিতি বৃষৎ—বতীম্ । অঘিতি । আহ । তেন ।

পুংস্বতীঃ । তেন । সেন্স ইতি স—ইজ্ঞাঃ । তেন । মিথুনাঃ । অগ্নিঃ ।

দেবানাম্ । দূতঃ । আসীৎ । উপনা । কাব্যঃ । অহরাণাম্ । ভৌ । প্রজা-

পতিমিতি প্রজা—পতিম্ । প্রজম্ । ঐতাম্ । সঃ । প্রজাপতিরিতি প্রজা—

পতিঃ । অগ্নিম্ । দূতম্ । বৃণীমহে । ইতি । অভীতি । পর্যাবর্ততেতি পরি—

আবর্তত । ততঃ । দেবাঃ । অভবন্ । পরেতি । অহুয়াঃ । যন্ত । এবম্ ।

বিহ্বঃ । অগ্নিম্ । দূতম্ । বৃণীমহে । ইতি । অহা হেতাম্—আহ । ভবতি ।

আয়ুনা । পরেতি । অন্ত । ভ্রাতৃব্যঃ । ভবতি । অধ্বয়বতীমিত্যধ্বয়—

বতীম্ । অঘিতি । আহ । ভ্রাতৃব্যাম্ । এব । এতরা । ধ্বয়তি । শোচি-

ক্ষেপ ইতি শোচিঃ—কেশঃ । তন্ম । কেমহে । ইতি । আহ । পবিত্রম্ । এব ।

এতৎ । যজমানম্ । এব । এতন্মা । পবয়তি । সন্নিধি ইতি লম্—ইক্ষঃ ।

তগে । আহতেত্যা—হত । ইতি । আহ । পরিধিমিত্তিপরি—ধিম্ । এব ।

এতন্ম । পরীতি । দধতি । অন্নদায় । যৎ । অতঃ । উর্জম্ । অভ্যানধ্যা-

দিত্যতি—আনধ্যাৎ । যথা । বহিঃপরিধীতি ষ ঃ—পরিধি । স্বদতি । তাদৃক ।

এব । তৎ । ত্রয়ঃ । বৈ । অগ্নয়ঃ । হব্যাবান ইতি হব্য—বাহনঃ । দেবানাম্ ।

কব্যাবাহন ইতি কব্য—বাহনঃ । পিতৃণাম্ । সহরক্ষা ইতি সহ—রক্ষাঃ ।

অমুরাগাম্ । তে । এতহি । এতি । শত্ৰুসন্তে । যন্ম । বরিষ্ঠাতে । মাম্ ।

তীতি । বৃগীধ্বম্ । হব্যবাহনমিতি হব্য—বাহনম্ । ইতি । আহ । যঃ । এব ।

দেবানাম্ । তন্ম । বৃগীতে । আর্ষেধ্বম্ । বৃগীতে । বক্রোঃ । এব । ন । এতি ।

অথো ইতি । সংসৃত্য ইতি সং—ততৈঃ । পরস্তাৎ । অর্কীচঃ । বৃগীতে ।

ভমাৎ । পরস্তাৎ । অর্কীক । মনুয্যান্ । পিতরঃ । অহু । প্রেতি । পিপতে ॥ ৮ ॥

মন্ত্ৰভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

সপ্তমে সামিধেয়তা ব্যাখ্যাতাত্যন্তবিস্তারং ॥ অষ্টমোহং বিন্ধ্যৈঃ সামিধেস্তে ব্যাখ্যাস্তে ।

তত্র বিত্তীয়া সামিধেনো ময়কাণ্ড এব পঠিতা “অয় আ বাহি বৌহরে । গৃণানোঃ হব্যদাতরেঃ । নি হোতা সংসি বহিষি ।” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৫ অং ২) ইতি । হেহ্নেঃ হব্যদাতরে যজ্ঞমানস্ত হবির্দানায় বীতরে দেবানাং হবির্ভক্ষণায় গৃণানো যজ্ঞমানো দেবানাং হবির্দাত্তভীতি তপ্তিভক্ষণীয়মিতি বদন্ত্যাহি । অগত্য চ হোতা হস্তাতা তবহিষি বজ্রে নিমৎসি নিবীদ ॥

তৃতীয়সামিধেনীপাঠস্ত—“তং স্বা সমিত্তিরজিরঃ । য়তেন বর্দ্ধয়ামসি । বৃহচ্ছোচা ববিষ্ট্য । (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৫ অং ২) ইতি । হেহ্নিরোহ য় তং স্বা তাদৃশং দেবানামাস্তাতারং স্বাং সমিত্তিযুতেন চ বর্দ্ধয়ামঃ । হে য বট্টা যুত্তম বৃহচ্ছালাধিকায় যথা ভবতি তথা শোচ দীপ্যাম ॥

চতুর্থসামিধেনীপাঠস্ত—“স নঃ পৃথু শ্রবায়াম্ । তচ্ছা দেবাবাসসি । বৃহদগ্নে সুরীর্য়াম্ ।” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৫ অং ২) ইতি । হেহ্নয়ে দেব স স্বং নোহস্মদর্থং পৃথু স্তির্গাং শ্রবায়ং দেবৈঃ শ্রোতুং যোগ্যমিদং কৰ্ম্মাচ্ছাভিমুখীকৃত্য বৃহৎ সুরীর্য়ং চ যথা ভবতি তথা বিবাসসি বিভক্তং কুরু প্রকাশয়েত্যর্থঃ । বৃহচ্ছেন আলাবকং বিবক্ষিতম্ । সুরীর্য়শ্চেন হ্রয়ানন্তং হবিষঃ সমাগ্নহনসামর্থ্যমুচ্যতে ॥

পঞ্চমসামিধেনীপাঠস্ত—“ঈড়ৈস্তো নমস্তজিরঃ । তমাংসি দর্শতঃ । সমগ্নিরিধাতে বুধা ।” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৫ অং ২) ইতি । অয়মগ্নিঃ সমাগ্নিধাতে । কৌদৃশঃ, ঈড়ৈস্তঃ স্তোতুং যোগ্যঃ, নমস্তো নমস্কারযোগ্যঃ, তমাংসি তিরস্কৃত্য দর্শতঃ পদার্থানামাদর্শয়িতা, বুধা কামানাং বর্ধয়িতা ॥

ষষ্ঠসামিধেনীপাঠস্ত—“ব্রযো অগ্নিঃ সমিধ্যতে । অশ্বো ন দেববাচনঃ । তন্ হবিষ্যস্ত ঈড়তে ।” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৫ অং ২) ইতি । অয়মগ্নিঃ সমাগ্নিধাতে কৌদৃশঃ, বুধঃ কামানাং বর্ধয়িতা । অশ্বো ন দেববাচনঃ ইব দেবার্থস্ত হবিষো বোচা । তমিমমগ্নয়ঃ হবিষ্যস্তো যজ্ঞমানাঃ কৃতে ॥

সপ্তমসামিধেনীপাঠস্ত—“বৃষণ আ বয়ঃ বুধন্ । বুধাণঃ সমিদীমহি । অগ্নে দীত্বতং বৃহৎ ।” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৫ অং ২) ইতি । হে বুধন্ কামানাং বর্ধক্যাগে বুধণং কামানাং বৰ্ধিতারং স্বাং বুধাণো বয়মাহতিবৃষ্টিং কুর্ক্সো বয়ং সামদীমহি সম্যক্ প্রকাশয়ামঃ । কৌদৃশং স্বাং, বৃহদীত্বতন্ প্রৌঢ়জালাং যথা ভবতি তথা দীপ্যামনম্ ॥

অষ্টমসামিধেনীপাঠস্ত—“অগ্নিঃ দূতঃ বৃধমহে । হোতাবং বিশ্ববেদসম্ । অস্ত বজ্রস্ত স্ক্রুতুম্ ।” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৫ অং ২) ইতি । ইমমগ্নিঃ বয়ং ব্রূীমহে প্রার্থয়ামহে । কৌদৃশং, দূতং দেবান্ প্রীতি প্রেরাইহে, হোতারমাস্তাতারং, বিশ্ববেদসং বিশ্বান্ সর্কান্ দেবান্ বেতীতি বিশ্ববেদাত্তদৃশম্ । অস্ত বজ্রস্ত সর্বাঙ্গনং স্ক্রুতুং শোভনকৰ্ম্মাণম্ ॥

নবমসামিধেনীপাঠস্ত—“সামিধ্যমানো অধ্বরে । অগ্নিঃ পাবক ঈড়ঃ । শোচিকেশস্তমগ্নিমহে ।” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৫ অং ২) ইতি । গোহগ্নিরধ্বরেহগ্নিন্ কৰ্ম্মণি সামিধ্যমানঃ পাবকঃ তদ্বিহেতুরীত্যঃ শোচীর্গমি দীপয়ঃ কেশস্থানোয় যজ্ঞানো শোচিকেশস্তমগ্নিমহে প্রাপ্তুম্ ॥

দশমসামিধেনীপাঠস্ত—“সমিক্তো অগ্নি আহত । দেবান্ যক্ষি স্বধবর । ত্বং হি হব্যবাড়সি । (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৫ অ० ২) ইতি । হে আহতাংহৃত্যারামিত্যগ্নে ত্বং সমিক্তঃ সন্ দেবান্ যক্ষি যজসি । হে স্বধবর সূষ্ট নিষ্পন্নিতবাগ হি বস্বাক্ষং হব্যবাড়সি তস্মাৎ যজ্ঞেত্যম্বয়ঃ ॥

একাদশসামিধেনীপাঠস্ত—“সাক্ষুহোত হুবস্তত । অগ্নিঃ প্রযতাদধবরে । কৃণীধ্বং হব্যবাহনম্ । (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৫ অ० ২) ইতি । হে যজমানা ইমমগ্নিমাহতিভিগাক্ষুহোত প্রীগন্তঃ, হুবস্তত পরিচরন্ত প্রযাত প্রযত্নেন বর্তমানেহস্মিন্নধববে যাগে হব্যবাহনমগ্নিঃ কৃণীধ্বং প্রার্থয়ধ্বম্ । অনয়া সামিধেনীনাং পরিসমাপ্যমানবাদিযং পরিধানীয়া । তত্র পুরুষভেদেনাত্মা পরিধানীয়া বিকল্পতে । তথা চ সূত্রকারঃ—“ত্বং বরুণ ইতি বসিষ্ঠরাক্তত্বানাং পরিধানীয়া, আকুহোতেতী তরেবাং গোত্রাগাম্” ইতি ॥

বিকল্পিতায়াঃ পাঠস্ত—“ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নো । ত্বাং স্কন্ধস্তি মতিভির্কসিষ্ঠাঃ । হে বসুঃ স্তবধানি সন্ত । যুগং পাত স্বস্তুভিঃ সদা নঃ । (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৫ অ० ২) ইতি । হেহগ্নে স্তমনিষ্টনিবারণকৎস্বরূপ ইষ্টপ্রাপকত্বান্মহন্ত । বসিষ্ঠগোত্রীয়া মতিভির্শ্রুণীয়াভিঃ স্তুতিভির্কসিষ্ঠস্ত বন্ধয়স্তি ত্বম্ । হে ত্বয়ি বসুঃ ধনং স্তবধানানি সূষ্ট দাতব্যানি হবীংষি চ সন্তুঃ তিষ্ঠন্ত যুগং চ নোহস্ম ন স্কন্ধস্তিঃ সদা পাত রক্ষত । যঃমিতি বহুচনং পৃষ্ঠার্থঃ ॥

আহু সামিধেনীষু দ্বিতীয়াদচতুর্থান্তং তুৎ প্রশংসতি—“অথজ্ঞে বা এষ যোহসামাহগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাহ রথস্তবস্তৈষ বর্ণস্তং ত্বা সমিদ্ধিবস্নিঃ ইত্যাহ নামদেবাস্তৈষ বর্ণে বৃহদগ্নে স্তবীর্য়ামিত্যাহ বৃহত এষ বর্ণে যদেতং তুচ্চমহ যজ্ঞমেব তৎসামম্বন্তং করোতি ।” ইতি । নর্শপূর্ণমাসয়োঃ সামানি ন সন্তি । তদ্রহিতশ্চ ন মুখাবজঃ । অতোহয়ং তুৎ সামত্রয়রূপত্বেনাত্র পঠাতে । যথ্যোক্তা ঋগে রথস্তবাদীনাং যোনয়ো ন ভবন্নি তথাপি স্তুতিভ্যক্তপত্নমবিকল্পম্ । শাখান্তরে বা তাবু স্কু গীতানি সামানি দ্রষ্টব্যানি । এতেন তুৎপাঠেন দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞঃ সামবন্তং করোতি । বৃহদগ্নে ইতি তৃতীয়াপাদোপদানং ব্রহ্মসামাত্মাকস্ত বৃহচ্চক্স প্রদর্শনার্থম্ ॥

অগ্নিঃ স্তব তুৎ আত্ততো পুনঃ প্রশংসতি—“অগ্নিরমৃশ্লোক আসাদাদতোহস্মিস্তাবিমৌ লোকাবশীস্তাবস্তাং তে দেবা অক্রবন্তেতোমৌ বি পর্যাহামেতান্ আ যাহি বীতয় ইত্যাম্লোকোহগ্নিমদধুরুহদগ্নে স্তবীর্য়ামিত্যমৃশ্লোক আদিতাং ততো বা ইমৌ লোকাবশাম্যতাং যদেব-মস্থানমথোলো কয়োঃ শাস্তো শস্যতোহস্মা ইমৌ লোকৌ য এবং বেদ ।” ইতি । পুরা স্বর্গলোকেহগ্নিঃ স্থিত আদিতাস্ত ভুলোকে । তদানীং লোকদ্বয়শাস্তং কুরুমাসীৎ । স্বর্গে হমৃত-সেবিনাং পাকাপেক্ষ নান্তি । প্রকাশায় কেবলমাদিত্যোহপেক্ষিত এব । ভুলোকবাসিনাং তু পাকো মুখ্যং প্রয়োজনম্ । তদ্রূপাসিদ্ধলোককোভঃ । তং কোভং দৃষ্টা তে দেবাঃ পরস্পর-মিদমূচুঃ—ইযাবধ্যাদিত্যৌ বিপর্য্যাকাম বিপরিত্তৌ স্থাপয়াম । তস্মাদেতে সর্কে বৃহদগচ্ছতেতি । অগ্ন আরাহীত্যামুচি বর্হিষি নিযোদেতি লিঙ্গাদুচঃ প্রাথম্যাক প্রথমলোকে স্থাপনং তয়া সম্পত্ততে । বৃহদগ্নে স্তবীর্য়ামিত্যামুচি বিবাসপীতি বিভাতত্বোক্তিলিঙ্গাদুচতৃতীয়াভ্যাক্তা-স্তৃতীয়ালাকে স্থাপনহেতুত্বং গম্যতে । যষ্ঠপাদিত্যো নামগ্নয়ে শ্রুতস্তবাহপুটীকৈঃ স্থানবিস্তি-কারিত্বেন বিভাতত্বেনাদিত্যং শরতে । কিং চ, হংসমস্তবাসান ঋতং বৃহদিত্যাদিত্যমণ্ডল-

পর্যন্তেন ঐতো বৃহচ্ছন্দেহি ত্র্যপি জয়মাণ আদিত্যন্ত প্রত্যভিপকঃ । তস্মাত্তেন
মন্ত্ৰেণাহিত্যত্ম্যপনং সিধ্যতি । অনয়োক্ষিপদ্যাবৃত্য লোকযোঃ স্বরকার্যাসিদ্ধয়ুক্তা শান্তিঃ ।
তস্মাদনেন ত্র্যমণ পাঠো লোকযোঃ শান্তিঃ ভবতি । তদ্বেনতন্ত তত্ত্বয়শস্তিভবতি ।

সংখ্যাং বিধতে—“পঞ্চদশ সামিধেনীঃ স্বাহ পঞ্চদশ বা তদ্ব্যাসস্ত রাত্রয়োহর্কম সপঃ সঙ্ঘংসর
আপ্যতে ।” ইতি । যত্বপি স্বাদশ পঠিতাত্ত্বাহপ্যোক্তদশৈব । একত্ৰাঃ পুরুষভেদেন বিকল্পিত-
ত্বাৎ । তাস্মৈ চ প্রথমোত্তমক্সোস্ত্রিাবৃত্য পঞ্চদশতসম্পত্তিঃ । অন্ধমাসস্ত রাত্রীণাং পঞ্চদশত্বা-
ত্ক্রপত্রমপি সম্প্রথতে । একৈকাস্মদর্কমাসে পঞ্চদশত্বাঃ তাস্মৈ তামাদর্কমাসানাং চতুর্কিংশত
বারমাবৃত্য সঙ্ঘংসরপ্রাপ্তিঃ সম্প্রথতে ।

ইদানীমকরসংখ্যাং সঙ্ঘংসরসম্পত্ত্যা প্রশংসতি—“তাসাং ত্রীণি চ শতানি যষ্টীশ্যাকরাণি
ভাবতীঃ সঙ্ঘংসরস্ত রাত্রয়োহকরশ এব সঙ্ঘংসরমাপ্যতি” ইতি । তাসাং সামিধেনীনাং
পঞ্চদশসংখ্যানাং গায়ত্রীছন্দস্তাদৈকৈক চতুর্কিংশতাকরা । তথা সতি মিলিত্বাহকরসংখ্যা
সঙ্ঘংসরত্রিসংখ্যা চ সমেতি কৃত্বাহকরদ্বাষা তেনেব সঙ্ঘংসরপ্রাপ্তিভবতি । যত্বপি বাসিষ্ঠানাং
পরিধানায়াস্ত্রিষ্টুপ্তাদধিকত্বাকবাণি তথাহপীতবগোত্রাপেক্ষয়াহুসংগাদ ইত্যাবিরোধঃ ॥

আহ সামিধেনীষু “তং ত্বা সমিত্তিরঙ্গিরো যুতেন বর্জয়ামসি” ইত্যোং মন্ত্রবিশেষং প্রশংসতি
—“নৃমেধং পুরুক্ষেপং ব্রহ্মণাশ্রমবদেতানাম্যক্ষারাদর্জেহিগং জনস্বাং যংরো নৌ ব্রহ্মীমসি
নৃমেধোহি ভাবদং স ধুমজনয়ং পবনচ্ছপোহি ভাবদং সোহগ্নিমজনয়দৃষ ইত্যত্রীণ্ডং সমাবদিক
কথা ত্বমগ্নিমজীষনো নাহমিতি সামিধেনীনামেবাহং বর্ণং বেদেতাশ্রয়ীদৃষদ্বল্পতবৎপদমন্যতে স
আসং বর্জয়ঃ ত্বা সমিত্তিরঙ্গির ইত্যাহ সামিধেনীঃ স্বব তজ্যোতির্জনয়তি” ইতি ।

নৃমেধপুরুক্ষেপনামানবৃত্তিকৌ পরম্পরঃ ব্রহ্মণাশ্রমবদেতাং মন্ত্রসামর্থ্যবিবরণং বাদয়কৃতম্ ।
তত্রানয়োরিয়ং প্রতিজ্ঞা—আবয়োরুক্তয়োর্মধ্যে যতরো ব্রহ্মীষান ব্রহ্মণ সামিধেনীমজ্ঞেহিত্যন্তং
কুশলতাদৃশং নিচ্ছেতুং স্বস্বমনসি সামিধেনীমহুমুদ্রয়ত্বাবগ্নির্দর্জে কাঠে মণনেনাগ্নিঃ
জনয়াবেতি । তদা প্রথমে নৃমেধ অর্জং কাঠমভিলক্ষ্য মন্ত্রমবদৎ । স তদ্ব্যসঙ্গমার্থ্যাক্রম-
মুৎপাদিতবান্ । পুরুক্ষেপো মন্ত্রং পঠিত্বাহগ্নিমজনয়ৎ । তদিদানীং নৃমেধঃ পুরুক্ষেপং
প্রতি হে ঋষে ত্বমতীন্দ্রিয়দ্রষ্টাহসীত্যভিপ্রেত্য সম্বোধিতবান্ । সম্বোধ্য চৈবং পপ্রচ্চ—
যত্বম্যং কারণাং সমাবদ্বাহংরোঃ সামিধেনীষ্বেনং সমানমেব, তথা সতি কথং ত্বমগ্নি-
মুৎপাদিতবান্ ত্বমিতি । তত্র পুরুক্ষেপ উত্তরমুদ্রাচ যত্বপাংবয়োঃ সামিধেনীপাঠস্তদর্জ-
জ্ঞানং চ সমানং তথাহপাহং তাসামেব সামিধেনীনাং বর্ণং রহস্তং তেজো বৈদ ত্বং তু ন বেদসি ।
কিং তত্তেজ ইতি তদ্ব্যচ্যেতে—যুতশক্লোপেতঃ পাদোহনুচ্যত ইতি সোহগ্নিমচ্যমানঃ পাদঃ সা ব-
ধেনীনাং বর্ণঃ সারভূতং তেজঃ । স পাদঃ কস্ত্যমৃচি বর্ত্তত ইতি চেত্বদ্রুচ্যতে—“তং ত্বা সমিত্তি-
রঙ্গিরঃ” ইত্যোতামৃচং পঠেৎ । তত্বামৃচি “যুতেন বর্জয়ামসি” ইত্যোং পাদো বর্ত্ততে । ততো-
হনেন পঠিতেন পাদেন সামিধেনীষেব জ্যোতির্জনয়তি । তেন ত্বং পাদং পঠয়সি মহিমানং
ন জানাসি । অহং তু জানামি । তস্মাদর্জকাঠে ময়্যাহগ্নিরুৎপাদিতঃ ।

বরণং ত্বা বয়মিত্যোতামৃচং বিশেষতঃ প্রশংসতি—“স্মিয়ন্তেন যদচঃ স্মিয়ন্তেন যদারত্রিয়ঃ
স্মিয়ন্তেন যৎসামিধেনো বৃষতীমদ্বাহ তেন পুঙ্খতীন্তেন সেন্সাতেন মিত্বনাঃ” ইতি ।

অগ্ন্যায়ত্নীসামিধেনীশবঃ স্রোতিঈরভিচার্যমানত্বাৎ স্রীঃমেব। অতঃ পুরুষস্বাক্ষঃ বুধশ্চ-
বীতীমুচং ক্রয়াৎ। তেন পাঠেন পুংস্কতীঃ পুরুষবত্যঃ সেন্দ্রা ইন্দ্ৰিয়মুচ্যঃ স্রীপুরুষমিথুনরূপাঃ
সম্পত্তস্তে। ঈড়ঙ্ক ততোষ'হপি বুধতী। সমগ্নিরিধ্যতে বুধত্যাং পঠিতত্বাৎ। বুধে
অগ্নিরিধ্যোষ'হপি বুধশ্চোপেতত্বাৎ যথতী। তয়োঁরপোষা প্রশংসা দ্রষ্টব্যঃ ॥

অধাশ্লিঃ দূতঃমতোতমুঃ। বর্ণেষণঃ প্রশংসতি—“অগ্নিঈবানঃ দূত আসীদুশনা
কাব্যোহুস্রাণং তৌ প্রজাপতিঃ প্রমথিতা ৷ স'প্রজাপতিরায়ঃ দূতঃ বুধীমহ ইত্যতি-
পর্যাবর্ত্তত ততো দেবা অভবন্ পরাহুস্রা যত্ৰবং বিহুষোহগ্নিঃ দূতঃ বুধীমহ ইত্যাহ-
তবত্যাশ্বনা পবাহস্ত ত্রুত্যাঃ ভবতি” ইতি। দেবাঃ স্বর্গাণ্যেব যঃ দূতেন প্রেষরতি।
অসুয়াস্ত কবেঃ পুত্রমুগনসম্। তাবুতাবপি প্রজাঃ তমুপেত্য পৃষ্টবত্তৌ—আবয়োঋধ্যৈ সাক-
বিগ্রহাদিকারণ্যে কথ্য দোতামুচিতমাত। তদান্যঃ প্রজপতিরায়ঃ দূতঃ বুধীমহ ইতি
মন্ত্ৰেণোত্তরম্বাচ। উক্তা গোণনসঃ সকাশাৎ পরাগত্যাগ্নেবভিমুখোহভূৎ ততো দেবান্যঃ
বিজয়োহুস্রাণ্ড পরভূতাঃ। এবং বিহুষো যজমানস্তাপানেন মন্ত্ৰেণ অবিজয়ঃ শত্রু-
পরাজয়শ্চ ভবতি ॥

সমিধ্যমানো অধ্বর ইত্যেতামুচং বিশেষতঃ প্রশংসতি—“অধ্বরবতীমদাহ ত্রাত্যামেবৈতয়া
ধ্বরতি” ইতি। হিনস্তাতাৎ ॥

তত্ভামুচি তৃতীয়পাদং প্রশংসতি—“শোচিক্ষেণস্তমামহ ইত্যাহ পনিত্রমেবৈতদ্বজমানমেবৈতয়া
পবরতি” ইতি। মধ্যপাদেহগ্নিঃ পাবক ঈড্য ইতি পাবকশব্দেন। পাবত্বং বিশপ্টং। অত্র
শোচিক্ষেণ তাত্বেতুনাং স্ম্যোমুক্তিমতিপ্রত্য পাবত্বমেতৎকামিত্যভিধীয়তে। তস্মাদেতয়চ্চ।
যজমানমেব শোধরতি। “সমিদ্ধো অগ্ন আহুত” ইত্যেবা কাচিরধ্বরবতী। দেবান্ বাক-
স্বধ্বরেতুত্বাৎ। “আ জুহোত” ইত্যাবাপাধ্বরবতী। অগ্নিঃ প্রবত্যধ্বর ইত্যুক্তত্বাৎ।
তয়োঁরপ্যোচোক্তপ্রশংসা যোজনয়া। তদেবং সরাসামুচং সামান্ততো। বর্ণেষণশ্চ-প্রশংসা
দর্শিতা ॥ যজুস্তং সূত্রকারেণ—“সমিদ্ধা অগ্ন আহুতেত্যভিজ্ঞাতৈকমনুযাজসমিধ্যমশিষ্ট্য সর্ব-
মিগ্ৰণেষমভ্যাদধ্যতি” ইতি।

তদেতচ্ছক্ৰি নিধায় সমিদ্ধা অগ্ন ইতি মন্ত্ৰং পুনঃ প্রশংসতি—“সমিদ্ধো অগ্ন আহুতেত্যাহ
পরিধিমেষেবতং পরিসদাত্তাক্ষদায় বদত উক্তং ত্যাববান্ যথা বাহুঃপারিধি কল্পতি তাদৃশেব তৎ”
ইতি। সমিদ্ধো অগ্ন ইত্যনেন ভূগর্থবাচনা ক্রপ্রত্যয়েন সামিধেনীসাব্যস্তায়সমিক্কনস্ত
সমাপ্তিঃ সূচ্যতে। পরিসদাত্তঃ পায়মানঃ প্রাক্ষিপ্যমানঃ কাঠবিশেষঃ পারিধিঃ। তথা সাত
সমিক্ক ইতি সমাপ্তিসূচ্যত্বেন মন্ত্ৰং পরিধিভেদে স্থাপিতবান্ ভবতি। স চ পারিধিঃ
প্রাক্ষিপ্যমাণসমিধ্যমক্কদায়াব্যবশায় ভবতি। যথোক্তস্যায় পাঠে দূর্জমাজুহোতেতি মন্ত্ৰে
সমিধ্যোহভ্যাদধ্যাৎ। যথাহজাপুরোডাশাদিহনিয়ঃ পরিধেবর্ধিঃ পতনং বিনাশায় সম্পত্তে
তাদৃগেব তদুট্টব্যম্। এবং চ প্রণবে প্রণবে সামধ্যমাদ্যবতীত সূত্রকারেণ প্রতিক্রমবসান-
কালীনে প্রণবে সমিধ্যবানস্তোক্তত্বাৎ সমিক্ক ইতি মন্ত্ৰাবসানে সমিধেক্ষা স্বতঃ প্রেক্ষণীয়্য
প্রাপ্তা। আজুহোতেত্যাত্ত ত্রিরাবৃত্ত্য ত্রিষঃ সমিধ্যস্তত্র প্রেক্ষণীয়্যঃ প্রাপ্তাঃ। তদেতচ্ছক্ৰি
সমিদ্ধো অগ্ন ইত্যেতত্ত পাদস্ত পাঠকাল এব প্রাক্ষিপেদতি বিধিরন্ত্রেয়ঃ ॥

চন্দ্রমাস্যামৃতাং হব্যাবাহনমিত্যধিবিশেষণং প্রশংসতি—“জয়ো না অজয়ো হব্যাবাহনৌ দেবানাম্
 কব্যাবাহনঃ পিতৃণাং সচরকা অনুরাগং ত এতর্হা শব্দস্তে মাং বরিত্তে মামিতি বুধ্যস্ব”
 হব্যাবাহনমিত্যাহ ব এব দেবানাম্ তং বুধীত” ইতি।

দেবানীনাম মধুক্কিনা হসাবান্নায়োঃধরঃ প্রভোক্তং নামেব বরিষ্যত ইত্যেবমপেক্ষতে ।
অতো দেবা অগ্নেরেবংগুণসিদ্ধার্থং হব্যবাহনং বুদ্ধীক্ষমিত্যুচ্যোতে ॥ যতক্ষমাশ্রয়নেন—‘‘সামি-
ধেনোনামুস্তমেন প্রণবেনাথে মই অসি ব্রাহ্মণ ভারতেতি নিগদেহবসায় বলমানতাহর্ষেয়ানু
‘‘প্রব্রীতে বাসন্তঃ স্যঃ পরং পরং প্রথমম’’ ইতি ‘‘ভবেতবিশেষে—

“আৰ্ষেয়ং বৃণীতে বন্ধোষেব নৈত্যাথো সন্তুগৈ” ইতি । ঋগ্বেদপ্ৰামাৰ্ষেয়মাত্মীয়গোভীর্ষী-
 স্তুক্তিতপ্ৰভাবাস্তানামস্মিতবিভক্তা যথা প্রবরঃ বৃণীতে । যথা অগ্নে মহী অসি ব্রাহ্মণ ভারত ।
 ভার্গব্যাবনাপ্রবানৌক্যামনমোতি ভৃগুগোত্রাণামে পঞ্চাৰ্ষেয়ঃ প্রবর ইতি । অনেন তত্ত্বপ্ৰত্য-
 ত্যায়গ্লিপচৰ্য্যতে । এবং বৃণানঃ পুরুষো বন্ধোভূত্বাদেঃ সকাশাশ্নৈতি নাপগচ্ছতি । অপি
 চেন্দমাৰ্ষেয়বরণমন্ত পুত্রাদিসন্তানায় ভবতি ॥

অগ্নি বরণে প্রকারবিশেষ বিধিতে—“পরস্তাদর্শ্যো বৃণীতে তস্মাৎ পরস্তাদর্শ্যো
মমুখান্ পিতরোহু প্র পিপতে ॥” ইতি। বর্তমানং বর্তমানমপেক্ষ্য পূর্বভাবী যো গোত্র-
প্রবর্তকস্তাবস্ত্য তদপত্যপৰম্পরাহর্ষ্যো নীচান্ বৃণীতে। তথৈব পূর্বমুদাহৃতঃ—ভৃগোর-
পত্য চ্যবন্তস্ত পতামথবনস্তাপ্যামোর্বন্তস্তাপ্যঃ জমদগ্নিস্তস্ত সন্ততির্জমান ইতি।
ভবেতদর্শ্যক্ৰম্। যস্মাক্কোতী পূর্বভাবিনামারভ্যার্শ্যো বৃণীতে তস্মাদেব কারণাজ্জোকেহপি
পূর্বপূর্বভাবিনঃ পিতর উত্তরোত্তরভাবিনঃ পুত্ৰানহুক্রমেণ পালয়ন্তি।

ইতি শ্রীমৎসায়না র্থ্য-বিবচিত্তে মাধবোষে বেনাৰ্থ প্রকাশে কৃষ্ণ-যজুৰ্বেদীয় শৈত্ত্বীয়-

সংহিতা-ভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চম প্রপাঠকেষ্টমোহনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

• • •

नवमः मन्त्रः ।

(দ্বিতীয়: অষ্টক: । পঞ্চম: প্রপাঠক: । নবমোহসুবাକ: ।)

অগ্নে মহাৎ, অসীত্যাঃ মহান্ ছেষ যদিও ব্রাহ্মণেত্যাহ ব্রাহ্মণো

হোম ভারতেত্যাঁহম্‌ হি দেবেভ্যো হব্যং ভরতি দেবেন্ধ ইত্যাহ

দেবা হেতমৈকত মন্বিত্ব ইত্যাং মনুর্হোতমুত্তরো দেবেভ্য

— — — — —

ঐক্বিষীত ইত্যাহর্যয়ো হেতমস্তবশ্চিপ্রানুমদিত ইত্যাহ বিপ্রা

হেতে যচ্ছ্রুত্বাৎসঃ কবিশস্ত ইত্যাহ কষয়ো হেতে যচ্ছ্রুত্বাৎসঃ

বাৎসো ব্রহ্মসৎশিত ইত্যাহ ব্রহ্মসৎশিতো হেয স্নতাহবন ইত্যাহ

স্নতাহুতিহ্যস্ত প্রিয়তমা প্রণীৰ্যজ্ঞানামিত্যাহ প্রণীৰ্যেয যজ্ঞানাৎ

স্বথীরন্দরাণামিত্যাহৈষ হি দেবরথোহতূর্তো হোতেত্যাহ ন হেতং

কশ্চন তরতি তুর্গিৰ্যবাড়িত্যাহ সৰ্ব্বৎ হোষ তরত্যাংস্পাত্ৰং

জুহুর্দেবানামিত্যাহ জুহুৰ্যেয দেবানাং চমসো দেবপান ইত্যাহ

চমসো হেয দেবপানোহরাৎ ইবাগ্নে নেমির্দেবাৎস্বং পরি-

ভূরসীত্যাহ দেবান্ হেয পরিভূর্যদুক্ৰাদা বহ দেবাদ্বেবযতে

যজমানায়েতি ভ্রাতৃব্যমৈশ্বে জনয়েদা বহ দেবান্ যজমানায়েত্যাহ

যজমানমেবৈতেন বর্কয়ত্যমিগ্ন আ বহ সোমমা বহেত্যাহ দেবতা

এব তত্তথাপূর্ব্বমূপ হ্রয়ত আ চাগ্নে দেবান্নহ জ্বয়জা চ যজ
জাতবেদ ইত্যাহাশ্নিমিব তৎ সৎশ্রুতি সোহস্র সৎশ্রিতো
দেবেভ্যো হব্যং বহত্যগ্নিহোতা ইত্যাহাশ্নিকৈ দেবানাং হোতা
য এব দেবানাং হোতা তৎ ব্রণীতে স্মো বয়মিত্যাহাহ্বানমেব
নত্বং গময়তি সাধু তে যজমান দেবতেত্যাহাশ্নিধমেবৈতান্না
শাস্তে যদক্র্যাতোহগ্নিৎ হোতারমব্রথা ইত্যগ্নিনোভয়তো যজ্ঞ-
মান পরি গৃহীয়াৎ প্রমাযুকঃ স্তাদ্যজমানদেবত্যা বৈ জুহু-
ভ্রাতৃব্যদেবতোপভৃৎ যদ্বৈ ইব ক্র্যাদ্ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েদ্-
স্বতবতীমধ্বর্যো অঃসমাহস্রস্বৈত্যাহ যজমানমেবৈতেন বর্কয়তি
দেবায়ুবমিত্যাহ দেবান্ হ্যেষাহবতি বিশ্ববারামিত্যাহ বিশ্বৎ হ্যেষাহ-
বতীড়ামহৈ দেবাং ঈড়েন্যামমস্তাম নমস্তান্ যজাম যজ্ঞয়া-

নিত্যাহ মনুষ্য। বা ঈড়েম্যঃ পিতরো নমস্তা দেবা যন্তিয়া

দেবতা এব তদন্থাভাগং যজতি ॥ ৯ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ ।

অগ্নে। মহান্। অসি। ইতি। আহ। মহান্। হি। এষঃ। বৎ। অগ্নিঃ।

ব্রাহ্মণ। ইতি। আহ। ব্রাহ্মণঃ। হি। এষঃ। ভারত। ইতি। আহ।

এষঃ। হি। দেবেভ্যঃ। হবাম্। ভরতি। দেবেদ্ধ ইতি দেব—ইদ্ধঃ। ইতি।

আহ। দেবাঃ। হি। এতন্। ঐকত। মান্দ ইতি মনু—ইদ্ধঃ। ইতি। আহ।

মনুঃ। হি। এতন্। উত্ত। ইতুং—তরঃ। দেবেভ্যঃ। ঐক। ঋষিষ্ট।

ইত্বাষি—স্বতঃ। ইতি। আহ। ঋষয়ঃ। হি। এতন্। অস্ববন্। বিপ্রাশ্ণ-

মদিত ইতি বিপ্র—অশ্রমদিতঃ। ইতি। আহ। বিপ্রাঃ। হি। এতে।

বৎ। শুশ্রূষাভ্যঃ। কশিশত ইতি কবি—শতঃ। ইতি। আহ। কবয়ঃ।

হি। এতে। বৎ। শুশ্রূষাভ্যঃ। ব্রহ্মসংশ্রিত ইতি ব্রহ্ম—সংশ্রিতঃ। ইতি।

আহ । ব্রহ্মশ্চিত ইতি ব্রহ্ম-শ্চিতঃ । হি । এষঃ । যুতাহবন ইতি

যুত-আহবনঃ । ইতি । আহ । যুতাহতিরিত যুত-আহতিঃ । হি । অশ্বা ।

প্রিয়তমোতি প্রিয়-তমা । প্রণীরিতি প্র নীঃ । যজ্ঞানাম্ । ইতি । আহ ।

প্রণীরিতি প্র-নীঃ । হি । এষঃ । যজ্ঞানাম্ । রণাঃ । অধবরাণাম্ । ইতি ।

আহ । এষঃ । হি । দেবরথ ইতি দেব-রথঃ । অতুতঃ । হোতা । ঠতি ।

আহ । ন । হি । এতম্ । কঃ । চন । তবতি । তুর্ণিঃ । হবাদাড়িতি

হব্য-বাট । ঠতি । আহ । সর্বম্ । হি । এষঃ । তরতি । আঙ্গারম্ ।

জুহুঃ । দেবানাম্ । ইতি । আহ । জুহুঃ । হি । এষঃ । দেবানাম্ । চমসঃ ।

দেবপান ইতি দেব-পানঃ । ইতি । আহ । চমসঃ । হি । এষঃ ।

দেবপান ইতি দেব-পানঃ । অরান্ । ইব । অগ্নে নেমিঃ । দেবান্ ।

ঋম্ । পরিকুরিত পরি-ভূঃ । অসি । ইতি । আহ । দেবান্ । হি ।

এষঃ । পরিকুরিত পরি-ভূঃ । যং । ক্রয়ান্ । এতি । বহ । দেবান্ । দেব-

১১১ যত ইতি দেব-য়তে । যজমানায় ইতি । ভাতৃব্যম্ । অগ্নে জন্য়েৎ । এতি ।

১১২ বহ । দেবান্ । যজমানায় ইতি । আহ । যজমানম্ । এব । এতেন । বর্ধ-

১১৩ যতি । অগ্নিম্ । অগ্নে । এতি । বহ । সোমম্ । এতি । বহ । ইতি ।

১১৪ আহ । দেবতাঃ । এব । তৎ । যথাপূর্বমিতি । যথা-পূর্বম্ । উপেতি ।

১১৫ হুয়তে । এতি । চ । অগ্নে । দেবান্ । বহ । স্নযজ়েতি স্ন-যজ় । চ ।

১১৬ যজ । জাতবেদ ইতি জাত-বেদঃ । ইতি । আহ । অগ্নিম্ । এব । তৎ ।

১১৭ সমিতি । প্রতি । সঃ । অগ্ন । স৭শিত ইতি সং-শিতঃ । দেবেভ্যাঃ ।

১১৮ হবাম্ । বহতি । অগ্নিঃ । হোতা । ইতি । আহ । অগ্নিঃ । বৈ । দেবানাম্ ।

১১৯ হোতা । যঃ । এব । দেবানাম্ । হোতা । তন্ । বুদীত । অঃ । বধম্ ।

১২০ ইতি । আহ । আদ্বানম্ । এব । সম্বমিতি সৎ-স্বম্ । গময়তি । সাধু । তে ।

১২১ যজমান । দেবতা । ইতি । আহ । আশিষমিত্যা-শিষম্ । এব । এতাম্ ।

১২২ এতি । শান্তে । যৎ । ক্রয়াৎ । যঃ । অগ্নিম্ । হোতারম্ । অধ্বাঃ । ইতি ।

অগ্নিঃ । উভয়তঃ । যজমানম্ । পরীতি । গৃহীয়াৎ । প্রমাযুক ইতি প্র—

মাযুকঃ । ভাৎ । যজমানদেবতোতি যজমান—দেবত্যা । বৈ । জুহু ।

ভ্রাতৃব্যদেবতোতি ভ্রাতৃব্য—দেবত্যা । উপভূদিত্যা—ভুৎ । যৎ । বে । ইতি ।

ইব । ক্রিয়াৎ । ভ্রাতৃব্যম্ । অশ্মৈ । জ্ঞানয়েৎ । দ্বুববতীমিতি দ্বুত—বতীম্ ।

অধ্বৰ্য্যো ইতি । অচম্ । এতি । অশ্বশ্ব । ইতি । আহ । যজমানম্ ।

এব । এতেন । বজ্জয়তি । দেবাস্থবমিতি দেব—স্থবম্ । ইতি । আহ ।

দেবান্ । হি । এষা । অবতি । বিশ্ববারামিতি বিশ্ব—বারাম্ । ইতি ।

আহ । বিশ্বম্ । হি । এষা । অবতি । ঈড়ামহৈ । দেবান্ । ঈড়েশান্ ।

নমস্তাম্ । নমস্তান্ । যজাম । যজিয়ান্ । ইতি । আহ । মনুষ্যাঃ । বৈ ।

ঈড়েশাঃ । পিতরঃ । নমস্তাঃ । দেবাঃ । যজিয়াঃ । দেবতাঃ । এব । তৎ

যথাভাগমিতি যথা—ভাগম্ । যজতি ॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

‘দ্বিতীয়াঙ্কাঃ সামিধেস্তো ব্যাখ্যাতা অষ্টমে শ্লুটম্ । অথ নবমে প্রবরমন্ত্রস্ত নিগদন্ত ব্রহ্মণ্যাপন-
নিগদন্ত চ ব্যাখ্যানং প্রবর্ততে । তে চ নিগদাদয়ো মগ্নকাণ্ডে সম.য়াতাঃ । কল্পঃ—“অঙ্ক
নিবিং পদাশ্রয়্যাহ দেবেকো মনিক্ব ইতি সপ্তমে স্বনিত্তি অথ চতুস্ব” ইতি । পাঠান্ত—“অঙ্কে
মহা৩ অসি ব্রাহ্মণ ভারত । অসাবসো । দেবেকো মনিক্বঃ । ঋষিষ্টুতো বিপ্রাশ্রমদিতঃ ।
কবিশস্তো ব্রহ্মস৩শিতো ঘৃতাহবনঃ । প্রণীৰ্জ্ঞানাম । রথীৰধ্বরাণাম । অতুষ্ঠো হোতা ।
তুর্গির্হব্যবাটি । আপ্পা৩৩ জুহুর্দেবানাম । চমসো দেবপানঃ । অ৩৩ ইবাণে নেমিদেবা৩৩
পরিভূরসি । আবহ দেবান্ যজ্ঞমানায় ।” (ব্র ০ কা ৩ প্র ৫ অ ৩) ইতি । অত্রায়ে
মহানিত্যাবস্ত্যাসাবসাবিশস্তঃ প্রবরমন্ত্রঃ । অবশিষ্টা নিবিম্বাঃ । তেষামর্থং ব্রাহ্মণ্যাব্যান-
মুখেণৈব স্পষ্টী করিষ্যামঃ ॥

তত্র প্রবরমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—“অঙ্কে মহা৩ অসীতাহ মহান হেব যজ্ঞব্রাহ্মণেত্যাহ
ব্রাহ্মণো হেব ভারতেত্যাহেব হি দেবেকো হবাং ভরতি” ইতি । অগ্নিরিতি যদেষ যস্মাৎ
সর্ক্বাহুত্যাধারত্বেন মহাংস্ত্রয়াগ্ধ্রে মহানীত্বাচ্যতে । যস্মাদ্ভ্রাহ্মণবর্ণাভিমানী তস্মাদ্ভ্রাহ্মণেতি
সংঘোধ্যতে । যস্মাদেব দেবেকো হবাং ভরতি ধারয়তি তস্মাদ্ভ্রাহ্মণেতি সংঘোধ্যতে । মন্ত্রে
যেয়-সাবসাবিত বীপ্সা তেন ভূগাদীনামৃষীণাং নামনির্দেশোহভিপ্রেতঃ । স চ ভার্গব-
চ্যাবনেতাদিনা পূর্ক্বান্নবাক এবাশ্রয়িতরুদাহৃতঃ ॥

নিবিংপদেষু সপ্তম প্রথমমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—“দেবেক্ব ইত্যাহ দেবা হেতমৈকত ।” ইতি ।
যস্মাদেবাঃ স্বকীয়েষু যাগেষু ৩মগ্নিমেকত প্রজলতবস্ত্রত্সাদেবেক্ব ইত্যাচ্যতে ॥

দ্বিতীয়পদমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—“ন বন্ধ ইত্যাহ মন্ত্ৰহেতুমন্ত্ৰো দেবেভ্য এক ।” ইতি ।
দেবেভ্য উত্তরো দেবৈরিক্বনাদৃক্বং স্বকীয়যোগে যজুঃরন্ধ ॥

উত্তরেষুপি পঞ্চম পদেষু প্রাসিদ্ধার্থতাং হিশন্দো দ্বোতয়তি—“ঋষিষ্টুত ইত্যাহর্ষয়ো
হেতমস্ত্বান্ বিপ্রাশ্রমদিত ইত্যাহ বিপ্রা হেত যজুঃশ্রবাসঃ কাবিশস্ত ইত্যাহ কবরো হেত
যজুঃশ্রবাসো ব্রহ্মস৩শিত ইত্যাহ ব্রহ্মস৩শিতো হেব ঘৃতাহবন ইত্যাহ ঘৃতাহতির্হাস্ত
প্রিয়তমা” ইতি । শ্রবাসঃ শ্রুত্যাধারনসম্পন্ন জাত্যা বিপ্রা বিজয়া বিব্রাধাঃ কবয়শ্চ
ভবন্তি তৈরয়মশ্রমদিতস্তোমিতঃ শস্তঃ স্ত ৩৩৮ । ব্রহ্মণা মহেণ সংশিতস্তীক্লীকৃতঃ । ঘৃতরূপমা-
হবনমাহুতির্গতাসো ঘৃতাহবনঃ ।

অন্তচ্ছাসেন পঠনীয়ানাং সপ্তপদানামর্থং দর্শয়িত্বোচ্ছাসাদৃক্বং পঠনীয়ানাং চতুস্রাণাং
নিবিদ্যামর্থং দর্শয়তি—“প্রণীৰ্জ্ঞানামিত্যাহ প্রণীর্হেয যজ্ঞানা৩ রথীৰধ্বরাণামিত্যাহেয
হি দেবরথোহতুষ্ঠো গোতেত্যাহ ন হেতং কশ্চন তরতি তুর্গির্হব্যবাড়িত্যাহ সর্ক্ব ৩ হেব তরতি”
ইতি । যজ্ঞানাং নেতৃত্বমগৌ প্রসিদ্ধম্ । রথীর্দেবানাং হবির্কহনাদ্রাধ্বরাণাং সঙ্কল্পী রথোহয়মগ্নিঃ ।
যস্মাদাহ্বাতা মেতমগ্নি কোহপি দেবো ন তরতি নাতিক্রামতি তস্মাদয়মতুষ্ঠো হোতেত্যাচ্যতে ।
যস্মাৎ সর্ক্বমপি দেবমগ্ন হবির্কহনান্তরতি প্রাপ্নোতি তস্মাদ্ভ্রাহ্মণ্যাব্যাদিত্যচ্যতে ॥

এতাভ্যশ্চতুস্তো নিবিদ্যা উর্ক্বমুচ্ছাসং কৃত্বা পশ্চ্যাৎ পঠনীয়ানাং চতুস্রাণাং নিবিদ্যামর্থং
দর্শয়তি—আপ্পা৩৩ জুহুর্দেবানামিত্যাহ জুহুর্হেয দেবানাং চমসো দেবপান ইত্যাহ চমসো হেব

দেবানোইহা৮ ইবাংগে নেমির্দেবা৮ স্বং পরিতুরসীত্যাং দেবান্ হেব পরিতুর্বাৎক্রয়ান্ বহ দেবান্ দেবরতে যজ্ঞানায়ৈতি ভ্রাতৃবামনৈ জনয়েদা বহ দেবান্ যজ্ঞানায়ৈত্যাং যজ্ঞমানমেবৈতেন বর্জয়তি ।” ইতি । এবোহগ্নির্দেবানাং জুহুসন্শো জুহ্বামিবাগ্নিন্ হবিশ্রাক্ষেপাং । ন চান্ত দারুণ-ক্ষুদ্রবচ্ছৈখিল্যং কিং স্বাস্পাত্রং লোহপাত্রবদ্ভূমিতার্থঃ । যথা মনুষ্ঠাণং সোমপানাহতুশ্চমসন্তথা দেবানাং পানসাধনচঙ্গসদ্বানীয়োহয়মগ্নিঃ । হেহংগে স্বং যথা শকটচক্রাংস্তান্ কুলালচক্র-দ্বিতাযা তির্ঘাকীলরূপানরারেমিঃ পরিতো ব্যাপ্রোতি তথা দেবানাং পশুভূঃ পরিতো ব্যাপ্ত-বানসি । চতুর্থাং নির্বিধি দেবরত ইতি পদং শাস্ত্রে পঠ্যতে । তদত্র যদি ক্রয়ান্তরা হোতা যজ্ঞমানস্ত ভ্রাতৃত্বং জনয়েৎ । দেবানিচ্ছতাতি দেবরত্নৈ দেবরতে যজ্ঞমানায়, এতৎ পদ-প্রয়োগেণাত্তঃ কশিচেন্দ্রদীয়ান্দেবানিচ্ছতাতি প্রীতি ভবতি । তদেতদ্ভ্রাতৃত্বাত্তোৎপাদনম্ তস্যাত্তৎপদং পরিত্যজ্যান্মৈ যজ্ঞমানায় দেবানাবচেত্যেত্যাবদেব বাক্যশেষান্তেনৈবৈতেন যজ্ঞমানং বর্জয়তি বুদ্ধিং প্রাপয়তি ॥

কল্পঃ - “দেবতাং দেবতামাবাহ্ বানিত্যগ্নিমগ্ন আবহ সোমমাবহাগ্নিমাবহ প্রজাপতিমিত্যা-শ্বাংবাহেতুর্দৈবতো বা ভবত্যাগ্নীষে মানাবচেদ্রাগ্নী অবচেদ্রমাবহ মচেদ্রমাবহ দেবী আজ্যপা আনচাগ্নিঃ হোতারািবহ স্বং মতিমানমাবহেতি ন স্বং মতিমানমাবহদা চাগ্নে দেবান্-বহ স্বযজ্ঞা চ যজ্ঞ জাক্ষেবেদ ইত্যুক্তা’ ইতি । অত্রাবাহননিগদো মন্তকাণ্ডে সমাপ্নাতঃ সর্কোহপি সূত্রাকারেণ পঠিতঃ ।

তত্ত সর্কস্ত তাত্পর্যং দর্শয়তি—অগ্নিমগ্ন আবহ সোমমাবহেত্যাং দেবতা এব তদ-যথাপূর্বমুপহরতে” ইতি । তন্তেনাবাহননিগদ আবহোতি পাঠেনাবজ্ঞাভাগাদিসর্কযোগ দেবতা অমুক্রমেণ হরতে । হে আভত্যাধারভূত্যাং প্রথমাজ্ঞাভাগদেবতামগ্নিমাবহ । দ্বিতীয়াজ্ঞাভাগদেবং সোমমাবহ । পৌর্ণমাস্তামমাবাস্তায়াং চ প্রথমপুরোডাশদেবমগ্নিমাবহ । পৌর্ণমাস্তামুপাংশুভাগদেবং প্রজাপতিমাবহ । প্রজাপতিপদং শনৈকচার্য্যাবহেতি পদমুচ্চে-রুচ্যারয়েৎ । পৌর্ণমাস্তাং দ্বিতীয়পুরোডাশদেবমগ্নীষোমরূপমাবহ । অমাবাস্তায়ামসা-ন্নাবিনো দ্বিতীয়পুরোডাশদেবতেনেদ্রাগ্নী আবহ । অগতশ্রিয়ঃ সান্নাব্যদেবমিন্দ্রমাবহ । গতশ্রিয়ো মহেন্দ্রমাবহ । আজ্যপান্ প্রযাজানুযাজদেবানাবহ । অগ্নিঃ হোতায় চোমস্ত স্থিষ্ট-করণায় । আবাহনবিষয়ণামুজ্ঞানাং দেবানাং যো যস্ত দেবস্ত স্বকীয়ো মহিমা সামর্থ্যাতি-শয়ন্তং মতিমানমাবহ । অত্র হবির্ভূজ এব দেবানতিপ্রৈত্য স্বং মতিয়ানমিত্যাচ্যতে, ন আবাহন-কর্ত্তৃরগ্নের্মহিমানং তস্তাবাহনবিষয়ভাবাৎ, ইতি কল্পসূত্রার্থঃ । জাতানি বেদাংসি জ্ঞানানি যমাদদৌ জাতবেদাঃ সর্কজোহয়ং সর্কদেবমহিমাভিজ্ঞত্বাদিতার্থঃ । তাদৃশ হেহংগে স্বং দেবানাবহ চ স্বযজ্ঞা শোভনেন যজ্ঞেন যজ্ঞ চ । ন কেবলমাবাহনং কর্ত্তব্যং কিং তু হবিশ্রাপণলক্ষণে যাগোহপি স্বরৈব কর্ত্তব্যঃ । অত্র সূত্রে প্রজাপতিমিত্যুপাংশুভাগদে-তুর্দৈবতো বা ভবতীতুক্তং তচ্চোপাংশুভাজে প্রজাপতিমিত্যুগ্নীষোমাণাং বিকল্পাভি-প্রায়েণ দ্রষ্টব্যম্ ।

এতস্তাবাহননিগদস্ত তাত্পর্যং সংক্ষেপেণ দর্শয়তি—“অগ্নিমগ্ন আ বহ সোমমা বচেত্যাং দেবতা এব তদুপাংশুপ হরতে” ইতি । তন্তেনাবাহননিগদোদোভাগাদিস্থিষ্টকল্প-

দেবতাঃ সর্বাঃ ক্রমেন হুতবান্ তদতি । প্রথমাজ্যভাগদেবো তথা প্রধানদেবতা ইত্যাদিক্রমো
যথাপূর্বমিত্যাদিনোচ্যতে ॥

আবাহননিগদাবসানে যদেতদগ্নিগমনবাক্যঃ তত্ত্ব তাৎপর্যং দর্শয়তি—“আ চাগ্নে দেবান্ বহ
স্বজ্ঞা চ বজ্র জাতবেদ ইত্যাহাগ্নিমিব তৎ সত্ব্ৰতি সোহস্তু সত্ব্ৰতি দেবেভ্যো হব্যং
বহতি” ইতি । তন্তেন বাক্যাণ্যেচেনাগ্নিমিব সংগৃহীতী কৰোতি । সোহয়িত্বীকী-
কৃত্যে প্রমত্তঃ সংস্তুত্ব যজ্ঞমানস্ত হব্যং দেবেভ্যঃ ক্রমেন বহতি ॥

কল্পঃ—“অথ অগ্নাদাপনেন অগ্নাদাপয়তারাঃ হোতা বেদিত্যনুবাকেনাধ্বর্যুর্জুহুপভূতৌ
অচাবাদন্তে” ইতি । যুতবতীমধ্বর্যো অচমাত্ত্বশব্দে জুহুপভূতাব দায়েত্যাধ্বর্যাবযুত্রে দর্শিতবান্ । হোতা তু
যুতবতীমধ্বর্যো : অচমাত্ত্বশব্দে শব্দে যুক্তমনুবাকঃ পঠতি । তদ্বিদং অচোরাদাপনম্ ।
সোহয়িত্বীকীকৃত্যে মন্তকাণ্ডে সমাশ্রিত্যঃ ।

তত্ত্ব পাঠস্ত—“অগ্নিহোতা বেদগ্নিঃ । হোত্রং বেতু প্রাণিতম্ । স্মো বয়ম্ । সাধু তে যজ্ঞমান
দেবতা । যুতবতীমধ্বর্যো অচমাত্ত্বশব্দে । দেবায়ুং বিশ্ববারাম্ । ঈড়ামহৈ দেবাঃ ঈড়েতান্ !
নমস্তাম নমস্তান্ । যজাম যজ্ঞমান্ ।” (ব্রাঃ কঃ ৩ প্রঃ ৫ অঃ ৪) ইতি । অয়মগ্নিহোতা
হোমস্ত কৰ্ত্তা । তথা চাত্ত্ব মন্ত্রাক্ষণ আশ্রিত্য—“অগ্নে যষ্টরিদং নম ইত্যাহ । অগ্নির্বে
দেবানাং যষ্টা” ইতি । অতোহয়মগ্নির্বেতু হোমক্রমং জানাতু । তদেব বেদনমুত্তরবাক্যেন
স্পষ্টী ক্রিয়তে । প্রকৃষ্টমবত্রং ফলদানকপমশ্রদ্ধক্ষণং যস্মিন্ হোমাহুষ্ঠানে তদ্বিদং প্রাণিতম্ ।
তাদৃশং হোত্রং হোমাহুষ্ঠানং লেভু হোমক্রমং জানাতু । ন কেবলং দৈবাত্ত্ব হোতুরগ্নেয়পরি
ভারঃ প্রাক্ষিপ্যতে কিং তু বয়ং স্মো মনুষ্যহোতারো বয়মপ্যত্র বৰ্ত্তামহে । অতো বয়মপি
হোমক্রমজ্ঞানবস্তুষ্ঠিতামঃ । হে যজ্ঞমান তে তব হবিঃস্বীকর্ত্তা দেবতা সাধুফলং দদাতি শেখঃ ।
হেহধ্বর্যো যুতপূর্বং অচঃ জুহুমাশ্রিত্যধ্বর্যো স্বী কুর্তব্যার্থঃ । কাদৃশীং অচং, দেবায়ুং
দেবান্যোতি মিশ্রয়তি দেবায়ুতাদৃশীম্ । বিশ্ববারাং বিশ্বান্ সর্বাণ্ রাক্ষসকৃত্যঘিষাষারয়তীতি
বিশ্ববারা তাদৃশীম্ । ঈড়েতান্ স্তাতপ্রিয়ান্ মনুষ্যাবয়ং স্তমঃ নমস্তামস্কারপ্রিয়ান্ পিতৃ মমস্কুর্ষঃ ।
যজ্ঞয়াজ্ঞপ্রিয়াদেবাত্ত্বজাম ॥

অগ্নিহোতৃত্বং বেদেষ্ প্রসিদ্ধমিত্যেতদদর্শয়তি—“অগ্নিহোতেত্যাহগ্নির্বে দেবানাং হোতা
চ এব দেবানাং হোতা তং বৃণীতে” ইতি ॥ দৈবাত্ত্ব হোতাঃ সাহাব্যমাচরিতুং মানুযস্ত
স্বস্ত্র সত্ত্বাব ইত্যেতদদর্শয়তি—“স্মো বয়মিত্যাহাঃ স্মানমেব সত্ত্বং গময়তি” ইতি ॥

দদাতিত্যোতাদৃশেনাশীর্ষার্থেণ বাক্যপূরণায় তাৎপর্যার্থং দর্শয়তি—“সাধু তে যজ্ঞমান
দেবতেত্যাহাঃ শিষ্যমেবৈবামা শাস্তে, ইতি । শাখান্তরে সাধু তে যজ্ঞমান দেবতেত্যন্তোপরি
বোহগ্নিঃ হোতারমবুধা ইতি কিস্কিপাক্যামান্নাতম্ । তন্তায়মর্থঃ—হে যজ্ঞমান যজ্ঞমগ্নিঃ হোতারম-
বুধা হোতৃত্বেন বৃত্তবানসি তস্য তব সাধু দদাতি ॥

তমিমে শাখান্তরপাঠং দৃশয়তি—“যদক্রয়াতোহগ্নিঃ হোতারমবুধা ইত্যগ্নিনৌভরতো যজ্ঞমানং
পরি গৃহীয়াৎ প্রযাযুক্তঃ স্যাৎ” ইতি । অগ্নিহোতা বেদগ্নিরিত্যুপক্রমে পঠিতং সাধু তে যজ্ঞমান
দেবতেত্যাদ্যপ্যধ্বর্যো যত্নগ্নিঃ হোতারমিতি ক্রয়ান্তদোভরোঃ পার্শ্বর্ষেযজ্ঞমানোহগ্নিনা পরিগৃহীতো
ভবেৎ । ততো দাহাধিক্যেন স্মিয়েত । তস্মাচ্ছাখান্তরপাঠো নাহদন্তব্যঃ ॥

দশমঃ মন্ত্ৰঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । দশমোহ্নবাকঃ ।)

ত্রীং স্তৃচাননু ক্রয়াদ্রাজন্যশ্চ ক্রয়ো বা অন্যে রাজন্যাং পুরুষা
 ব্রাহ্মণো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তানেষাশ্চা অনুকান্ করোতি পঞ্চদশানু
 ক্রয়াদ্রাজন্যশ্চ পঞ্চদশো বৈ রাজন্যঃ স্ব এবৈনং গোমে প্রতি
 ঠাপয়তি কীৰ্ত্তা পরি দধ্যাদিত্রিয়ং কৈ ত্রিষ্টুগিত্রিয়কামঃ খনু
 বৈ রাজন্যো যজতে ত্রিষ্টুভৈবশ্চা ইদ্রিয়ং পরি গৃহ্নাতি যদি
 কাময়েত ব্রহ্মবৰ্চসমভিতি গায়ত্রিয়া পরি দধ্যাব্রহ্মবৰ্চসং বৈ
 গায়ত্রী ব্রহ্মবৰ্চসমেব ভবতি সপ্তদশানু ক্রয়াদ্রাজন্যশ্চ সপ্তদশো
 বৈ বৈশ্যঃ স্ব এবৈনং গোমে প্রতি ঠাপয়তি জগত্যা পরি
 দধ্যাজ্জাগত্যা বৈ পশবঃ পশুকামঃ খনু বৈ বৈশ্যো যজতে
 জগত্যাষ্মৈ পশুন পরি গৃহ্নাত্যেকবিংশতিমনু ক্রয়ং প্রতিষ্ঠা-
 কামশ্চৈকবিংশঃ স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যে চতুর্বিংশতি-

মনু ক্রোড়াক্ষবর্চসকামস্য চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রী ব্রহ্ম-
 বর্চসং গায়ত্রীয়েবাস্মৈ ব্রহ্মবর্চসমব রুক্ষে ত্রিংশতমনু ক্রোদম-
 কামস্য ত্রিংশদক্ষরা বিরাডমং বিরাড্‌বিরাটৈবাস্মা অমাত্মব
 রুক্ষে দ্বাত্রিংশতমনু ক্রোৎ প্রতিষ্ঠাকামস্য দ্বাত্রিংশদক্ষরাহু
 ক্‌গনুস্তুপ্‌ছন্দসাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যে ষট্‌ত্রিংশতমনু ক্রোৎ
 পশুকামস্য ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী বর্হতাঃ পশবো বৃহতৈবাস্মৈ
 পশূন্ অব রুক্ষে চতুশ্চত্বারিংশতমনু ক্রোদিস্ত্রিয়কামস্য চতুশ্চ-
 ত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়ং ত্রিষ্টুপ্ত্রিষ্টুভেবাস্মা ইন্দ্রিয়ম
 রুক্ষেহঁচত্বারিংশতমনু ক্রোৎ পশুকামস্যষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা
 জগতী জাগতাঃ পশবো জগতৈবাস্মৈ পশূনব রুক্ষে সর্বাণি
 ছন্দাশ্চনু ক্রোদ্রহ্যাজিনঃ সর্বাণি বা এতস্য ছন্দাশ্চ-
 বরুদানি যো বহ্যাজ্যপরিমিতমনু ক্রোদপরিমিতস্তাবরুদ্যে ॥ ১০ ॥

পদ-পাঠঃ

জান। ত্ভান্। অস্বিতি। ক্রয়াৎ। রাজহস্ত। ত্রয়ঃ। বৈ। অন্তে। রাজহস্তাৎ।

পুরুষাঃ। ব্রাহ্মণঃ। বৈশ্যঃ। শূদ্রঃ। তান্। এব। অস্মৈ। অমুকানিত্যম্।

—কান্। কবোতি। পঞ্চদশেতি পঞ্চ—দশ। অস্বিতি। ক্রয়াৎ। রাজহস্ত।

পঞ্চদশ ইতি পঞ্চ—দশঃ। বৈ। রাজহস্তঃ। স্বে। এব। এনম্। ত্তোমে।

প্রতীতি। স্থাপয়তি। ত্রিষ্টুভা। পরীতি। দধ্যাৎ। ইন্দ্রিয়ম্। বৈ।

ত্রিষ্টুক্। ইন্দ্রিয়কাম। ইতীন্দ্রিয়—কামঃ। খলু। বৈ। রাজহস্তঃ। যজ্ঞতে।

ত্রিষ্টুভা। এব। অস্মৈ। ইন্দ্রিয়ম্। পরতি। গৃহীতি। যদি। কাময়েত।

ব্রহ্মবর্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চসম্। অস্তু। ইতি। গায়ত্রিয়।

পরীতি। দধ্যাৎ। ব্রহ্মবর্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চসম্। বৈ। গায়ত্রী। ব্রহ্ম—

বর্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চসম্। এব। ভবতি। সপ্তদশেতি সপ্ত—দশ। অস্বিতি।

ক্রয়াৎ। বৈশ্যস্ত। সপ্তদশ ইতি সপ্ত—দশঃ। বৈ। বৈশ্যঃ। স্বে। এব।

এনম্। ত্তোমে। প্রতীতি। স্থাপয়তি। জগত্যা। পরীতি। দধ্যাৎ।

জাগতাঃ । বৈ । পশবঃ । পশুকাম ইতি পশু—কামঃ । খলু । বৈ । বৈশ্বঃ ।

যজতে । জগত্যঃ । এক । অশ্বৈঃ । পশুন্ । পরীতি । গৃহ্নাতি । একবিংশতি—

মিত্যেক—বিংশতিম্ । অশ্বিতি । ক্রয়াৎ । প্রতিষ্ঠাকামন্তেতি প্রতিষ্ঠা—

কামস্ত । একবিংশ ইত্যেক—বিংশঃ । স্তোমানাম্ । প্রতিষ্ঠেতি প্রতি—

হা । প্রতিষ্ঠিত্যা ইতি প্রতি—স্থিত্যে । চতুর্বিংশতিমিতি চতুঃ—বিংশতিম্ ।

অশ্বিতি । ক্রয়াৎ । ব্রহ্মবর্চসকামস্যেতি ব্রহ্মবর্চস—কামস্ত । চতুর্বিংশত্যা—

করেতি চতুর্বিংশতি—অক্ষরা । গায়ত্রী । গায়ত্রী । ব্রহ্মবর্চসমিতি ব্রহ্ম—

বর্চসম্ । গায়ত্রীয়া । এব । অশ্বৈঃ । ব্রহ্মবর্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চসম্ ।

অবেতি । কৃদ্ধে । ত্রিংশতম্ । অশ্বিতি । ক্রয়াৎ । অন্নকামন্তেত্যন্ন—

কামস্ত । ত্রিংশদকরেতি ত্রিংশৎ—অক্ষরা । বিরাডিতি বি—রাট্ ।

অন্নম্ । বিরাডিতি বি—রাট্ । বিরাজেতি বি—রাজা । এব । অশ্বৈঃ । অন্নাত্মিত্যন্ন

—অন্নম্ । অবেতি । কৃদ্ধে । দ্বাত্রিংশতম্ । অশ্বিতি । ক্রয়াৎ । প্রতিষ্ঠাকামন্তেতি

প্রতিষ্ঠা—কামস্ত । যাত্রি৭ শদক্বেতি যাত্রি৭শং—অক্ষরা । অগ্নুগিত্যহু—স্বক্ ।

অগ্নুগিত্যহু—স্বপ্ । ছন্দসাম্ । প্রতিষ্ঠেতি প্রতি—স্বা । প্রতিষ্ঠিত্যা ইতি প্রতি—

—স্থিত্য । যট্‌ত্রি৭শতমিতি যট্‌—ত্রি৭শতম্ । অবিতি । ক্রয়াৎ । পশু—

কামস্তেতি পশু—কামস্ত । যট্‌ত্রি৭শদক্বেতি যট্‌ত্রি৭শং—অক্ষরা । বৃহতী—

বর্হতাঃ । পশবঃ । বৃহত্যা । এব । অঐশ্ব । পশুন্ । অবেতি । রুদ্ধে ।

চতুশ্চত্রি৭শতমিতি চতুঃ—চত্রি৭শতম্ । অবিতি । ক্রয়াৎ । ইন্দ্রিয়—

কামস্তেতি ইন্দ্রিয়—কামস্য । চতুশ্চত্রি৭শদক্বেতি চতুশ্চত্রি৭শং—অক্ষরা ।

ত্রিষ্টুক্ । ইন্দ্রিয়ম্ । ত্রিষ্টুপ্ । ত্রিষ্টুভা । এব । অঐশ্ব । ইন্দ্রিয়ম্ । অবেতি ।

রুদ্ধে । অষ্টাচত্রি৭শতমিত্যষ্টা—চত্রি৭শতম্ । অবিতি । ক্রয়াৎ । পশু—

কামস্তেতি পশু—কামস্য । অষ্টাচত্রি৭শদক্বেতি অষ্টাচত্রি৭শং—অক্ষরা ।

জগতী । জাগতাঃ । পশবঃ । জগত্যা । এব । অঐশ্ব । পশুন্ । অবেতি ।

রুদ্ধে । সর্বাণি । ছন্দা৭সি । অবিতি । ক্রয়াৎ । বহুব্যজিন ইতি বহু—

যাভিনঃ । সর্গাণি । বৈ । এতত্ত্ব । ছন্দা ৬ সি । অবক্কানীত্যব—কন্দানি ৬ ষঃ ।

বহুবাকীতি বহু—যাজী । অপরিমিতমিত্যপরি—মিতম্ । অর্ষিচিহ্ন । জয়ঃ ৭ ।

অপরিমিতস্যোতাপরি—মিতস্য । অবক্কদ্য ইত্যব—কন্দো ১০ ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সাধারণাচার্য্য-কৃতং) ।

বাখ্যাতা নবমে স্পষ্টং প্রবরা নিগদায়ঃ ॥ অথ দশমে নৈমিত্তিক্যঃ কাণ্ডাশ্চ
সামিধেয় উচ্যন্তে ।

তত্র রাজত্বং নিমিত্তীকৃত্য বিধন্তে—“ত্রীড়স্থচাননু জ্রায়াদ্রাজত্ব জ্রয়ো বা অত্রে রাজত্বাৎ
পুৰুষা ব্রাহ্মণো বৈশ্বঃ শূদ্রস্তানেষামাশ্ব কক্কান্ কবোতি ॥” ইতি । অথ বা বাক্য ইত্যেকা
ত্রিরাবৃত্তাৎ । অগ্ন আয়াহীত্যেকত্বচঃ । জং বরুণ ইত্যেকা পরিধানীয়া নিরাবৃত্তা । এবং
ত্রয়ত্বচঃ । তেন তূচানাং ত্রিভেদে রাজত্ব্যতিরিক্তান্ ব্রাহ্মণাদাঃ শ্রীযর্গানাং জত্বাত্মকুলান্
কবোতি ॥

পঞ্চাস্তরং বিধন্তে—“পঞ্চদশানু জ্রায়াদ্রাজত্ব পঞ্চদশো বৈ রাজত্বঃ স্ব এবৈন ৬ স্তোমো
প্রতি ঠাপয়তি” ইতি । প্রজাপতেরুপসো বাছভ্যাং চ পঞ্চদশস্তোমস্ত রাজত্ব চোৎপন্নতাদসৌ
স্তোমো রাজত্বস্ত স্বকীয়ঃ । যতপি পঞ্চদশ সামিধেনোরহা হেতি বর্ষত্রয়সাধাববচনে নৈবায়ং পঞ্চঃ
প্রাপ্তস্তথাপি ত্রীড়স্থানাং নত্যানেন বিশেষবচনে নিত্যবাধপ্রাপ্তৌ বিকল্পাৎ পঞ্চদশেতি প্রতি-
শ্রুতসেবো বিধীয়তে ॥

জং বরুণ ইত্যেতাং পরিধানীয়াঃ বিধন্তে—“ত্রিষ্টুভা পরি দধ্যাদিজ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুগিজ্রিয়কামঃ
খলু বৈ বাজন্তো যজতে ত্রিষ্টুভৈবান্ম ইজ্রিয়ং পরি গূহ্নতি” ইতি । ত্রিষ্টুভ ইজ্রয়ে সহোৎ-
পন্নতন্তং স্বকীয়জ্রিয়রূপত্বম্ । রাজত্বস্ত যুয়ুৎসুতাদিজ্রিয়সামর্থ্যকামঃ ॥

রাজত্বস্ত নিত্যং পরিধানীয়াঃ বিধায় কাম্যাঃ বিধন্তে—“যদি কাময়েত ব্রহ্মবর্জসম্বন্ধি
গায়ত্রীয়া পরি দধ্যাদ্ব ব্রহ্মবর্জসং বৈ গায়ত্রী ব্রহ্মবর্জসমেব ভবতি” ইতি । আজুহোত ছবস্ত-
তেত্যেবা গায়ত্রী । ভবন্তিভূতিরিত্যত্র গায়ত্র্যা উপদেশেন ব্রহ্মবর্জসনিষ্পত্তস্তত্র গায়ত্রীরূপত্বম্ ।

বৈশ্বং নিষিদ্ধাকৃত্য বিধন্তে—“সপ্তদশানু জ্রায়াদ্রাজত্ব সপ্তদশো বৈ বৈশ্বঃ স্ব এবৈন ৬ স্তোমো
প্রতি ঠাপয়তি” ইতি । “সমিধামানো অধবরে” “সমিদ্ধো অগ্ন আহুত” ইত্যনয়োশ্চ
“পৃথুপাজা অমর্ত্যঃ” “তত্ সবাধো যতক্ষচঃ” ইত্যেতয়োজ্জাযায়াঃ প্রক্ষেপেণ সপ্তদশলংখা-
নিষ্পত্তঃ । প্রক্ষেপতেতদ্ব্যদেশাৎ সপ্তদশস্তোমবৈশ্বয়োরুৎপন্নত্বাৎ সপ্তদশস্তোমস্তবীৰ্যঃ ॥

বৈশ্বস্ত সমিধামানো অমৃতস্ত রাজসৌত্যেতাং পরিধানীয়াঃ বিধন্তে—“জগত্যা পরি দধ্যাজ্জা-

গতা বৈ পশবঃ পশুকামঃ খলু বৈ বৈশ্ণো যজতে জগত্যেবাত্মৈ পশুন পরি গৃহ্নাতি” ইতি ।
জগত্য়জ্ঞানলক্কাৎ পশুনাং জাগত্যম্ । বৈশ্ণো জীবদধ্যাদিবিজ্ঞায় পশুকামত্বং প্রসিদ্ধম্ ॥

নৈমিত্তিকীং বিধায় কাম্যাং বিধন্তে—“একবিংশতিমহু ক্রয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামন্তৈকবিংশ-
স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্য” ইতি । অত্র সংখ্যাপূরণং সম্প্রদায়বিস্তিরেবমুক্তম্—একবিংশ-
ত্যাঙ্গি প্রণমায় উত্তরে ধ্ব জেড়ে অগ্নিমত্যাংকি । অথায় আয়াহীত্যাংকি । অথ আময়ে
পুষ্করাদযোতি ত্রয়ত্বচাঃ । অগ্নিমগ্নিমত্যাংকানশ । পুষ্করাজ্ঞা ইত্যন্তো । অষ্টাচর্যিংশতাক্ষরশ
দাপতযান্ত্রিশ্র আগম যতব্যাঃ । একবিংশত্যাংকি কাৰ্য্যেযু এতাসাং বথার্থমাগম ইতি ।
অস্তায়মর্গঃ—বরা সামবেদীযুক্তিবেপেকিত । তনান্নাতারঃ প্র বো বাগ্ন ইত্যন্তা উপরীড়ে
আগ্নিমত্যাংকিঃ দ্বয়ং প্রক্ষেপীয়ম্ । তত উর্দ্ধমগ্ন আয়াহীত্যাংকিঃ বথান্নাতং পঠিতম্ । তত্র
সমিধ্যমানসমিদ্ধবতোষ্মধো আময় ইত্যাদিকা উদাহৃত্যঃ প্রক্ষেপণীয়াঃ । যাবতীনাং প্রক্ষেপেণ
সংখ্যা পূর্ণ্যতে তৎপ্রমাণাতীনাং প্রক্ষেপ ইতি । মোমাংসকাস্ত ধায়াসংজ্ঞকানমেব সমিধ্য-
মানসমিদ্ধবতোষ্মধো প্রক্ষেপঃ । ইতরাসাং ত্বস্তে প্রক্ষেপমাছঃ । তত্রাপি পরিধানীয়ায়া
উত্তমায়ঃ প্রাগেবেতৎ বিধেযো দয়ঃ । ত্রিযুৎপদশস্ত্রণানাং সংখ্যা চতুর্থ একবিংশ-
স্তোমেহস্তকুর্ভোতি স স্তোম ইতরেযাং স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা ॥

ফলাস্তরায় বিধন্তে “চতুর্বিংশতিমহু ক্রয়াৎ ক্রবর্জসকামস্য চতুর্বিংশতাক্ষরা গায়ত্রী
গায়ত্রী ব্রহ্মবর্জসঃ গায়ত্রীয়েবাত্মৈ ব্রহ্মবর্জসমব রুকে” ইতি ॥

পুনরপি ফলাস্তরায় বিধন্তে—“ত্রিংশতমহু ক্রয়াৎ পশুকামস্ত ত্রিংশতাক্ষরা বিবাত্তমঃ বিবাত্তবি-
বাত্তবাত্তা অন্নাত্তমব রুকে” ইতি । দশাক্ষরৈস্ত্রিভিঃ পাদৈর্দ্বৈরাঙ্কঃশদক্ষরম্ । তচ্ছন্দো-
মুষ্ঠানেন্নাত লভ্যত্বাশ্চ চন্দসোহমম্ ॥

পুনঃ ফলাস্তরায় বিধন্তে—“দ্বাত্রিংশতমহু ক্রয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্ত দ্বাত্রিংশতাক্ষরাহমু-
ষ্টগমুষ্টপ্ছন্দসাং প্রতিষ্ঠা প্রাতিষ্ঠিত্য” ইতি । অত্র বায়া অমুষ্টগতি শ্রবণাঙ্গাপ্রসমমুষ্টভঃ ।
বাচি সর্বেযাং চন্দসামস্তর্ভাবাদমুষ্টবিতরচন্দসাং প্রতিষ্ঠা ॥

পুনঃ ফলাস্তরায় বিধন্তে—“ষট্‌ত্রিংশতমহু ক্রয়াৎ পশুকামস্ত ষট্‌ত্রিংশতাক্ষরা বৃহতী বার্হতাঃ
পশবো বৃহত্যাংকি পশুনব রুকে” ইতি । পশুনাং বৃহতীচন্দসোহমুষ্ঠানেন লভ্যত্বাবাহীতম্ ॥

ফলাস্তরায় বিধন্তে—“চতুশ্চকারশতমহু ক্রয়াৎ দ্বিগুণাক্ষরশ চতুশ্চকারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুগি-
জ্রিগ্ ত্রিষ্টুপ ত্রিষ্টুভবাত্মা ইজ্রিয়মব রুকে” ইতি ॥

পুনঃ ফলাস্তরায় বিধন্তে—“অষ্টাচর্যিংশতমহু ক্রয়াৎ পশুকামস্তাষ্টাচর্যিংশদক্ষরা জগতী
জাগতাঃ পশবো জগত্যাংকি পশুনব রুকে” ইতি ॥

সোমযাজ্ঞিনমধিকৃত্য বিধন্তে—“সর্বাণি চন্দাশ্চত্ব মূ ক্রয়াৎ চত্বাঙ্গিনঃ সর্বাণি বা এতস্ত
চন্দাশ্চত্ববরুদানি বো বহ্যাজ্ঞা” ইতি । বহুভিকীর্ণায়াং নির্ভরশ্রুতিরগ্নীষোমীয়াদিপশুভ্যৈজ্র-
বায়বাদিগ্রাশ্চ যজ্ঞ ইতি বহ্যাজ্ঞা । এতস্ত বহ্যাজ্ঞিনঃ সনত্রয়ে গায়ত্রাক্ষরশ্চৈকগতী-
রূপাণি সর্বাণি চন্দাশ্চত্ববরুদানি ভবন্তি । তস্মাৎ সোমযাজ্ঞী বরা দর্শপূর্ণ্যাসাবতুতিষ্ঠতি তরা
তস্ত ত্রাণি চন্দাশ্চত্বক্রয়াৎ । “সমিধ্যমানঃ প্রথমেহমু ধর্মঃ” ইত্যোষা ত্রিষ্টুপ্ । “ত্বমগ্নে প্র
দিব জাহ্নতং ঘৃণে” ইত্যোষা জগতী । এতচ্চত্বয়ং সমিদ্ধবত্যাঃ পূর্বে পঠনীয়ম্ ॥

ততঃ সোমযাজিনী ৬ ছুচানিত্যহ্নবাকে ২৪ চাচারি ৬ শতমহুজ্ঞানিত্যন্তে বঃ সংখ্যাবিশেষতঃ
যেচ্চৈব নিয়মিকা, ন তু বাচনিকো নিয়মোহস্মীত্যন্তে—“অপরমিতমহু জ্ঞানপরমিত
তাবক্চৈ” ইতি ॥ অপরমিততাদিকন্ত কলন্তেত্যর্থঃ ॥

অত্র যৌমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায় ষষ্ঠপাদে চিত্তিতম্—“সামিধেনীঃ সপ্তদশ প্রকৃতৌ বিকৃতাবুত । পূর্ববৎ
প্রকৃতৌ পাকদন্তেনৈতদিকন্তে ॥ বিকৃতৌ সাপ্তদশ্চ ত্র্যং প্রকৃতৌ প্রক্রিযাবলাৎ । পাক-
দশাবক্চৈবান্যাকান্ত্য নিবৃত্তিতঃ ॥” অনারভ্য ঋগেতে—“সপ্তদশ সামিধেনীরহুজ্ঞানং”
ইতি । অ বো বাজা অতিভব ইত্যাজা অগ্নিসমিধনার্থা ঋগে সামিধেজঃ । তাসাং সাপ্তদশ
পূর্বজ্ঞানেন প্রকৃতিগতম্ । যদি প্রকৃতৌ পকদশ সামিধেনীরহা হেতি বিধিঃ তান্তর্হি পাক-
দশ্চ সাপ্তদশ্চ চ বিকল্পেভ্যামিতি প্রাপ্তে জ্ঞানঃ—বিকৃতাবেব সাপ্তদশ্চ নিবিশতে ।
প্রকৃতৌ পাকদন্তেনাবক্চান্যং সামিধেনীনাং সংখ্যাকান্ত্যাবাৎ । নচ পাকদশসাপ্ত-
দশয়োঃ সমানবলত্বাদবরোধাতাব ইতি শব্দনীরম্ । পাকদন্তে প্রকরণাহুগ্রহস্তানকত্বাৎ ।
তস্মান্নিত্রবিন্দাধরকল্পাদিবিকৃতৌ সাপ্তদশমবতিষ্ঠতে । ন চাত্র পূর্বজ্ঞানোহস্মি । সাপ্তদশ
চৌকপ্রাপ্ত্যভাবেন পুনর্কিধানদোষাতাবাৎ ॥

অত্রৈবাজ্জিত্তিতম্—“সাপ্তদশ তু বৈশ্বন্তবিকৃতৌ প্রকৃতাবুত । পূর্ববচ্চেন সঙ্কোচানিত্যে
নৈমিত্তিকোক্তিতঃ ॥ গোদোহনেন প্রণয়েৎ কামীত্যন্তহুহাহরৎ । ভাস্কাকরন্তদপাশ্চ ভাস্কাজ
সমত্বতঃ ॥” সপ্তদশাহুজ্ঞানবৈশ্বন্তেতি বিহিতং বৈশ্বনিমিত্তং সাপ্তদশ পূর্বজ্ঞানেন বিকৃতিগামীতি
চেনৈবম্ । নৈমিত্তিকেনানেন বচনেন প্রকৃতিগতন্ত নিত্যন্ত পাকদশন্ত বৈশ্বব্যতিরক্ত
বিষয়তয়া সঙ্কোচনীয়ত্বাৎ । নিত্যং সামান্তরূপতয়া সাবকাশ্চেন চ দুর্কলং, নৈমিত্তিকং তু
বিশেষরপণনিববকাশ্চাভ্যাং প্রবলম্ । তস্মান্নৈশ্বনিমিত্তকং সাপ্তদশ প্রকৃতাববতিষ্ঠতে । অত্র
ভাস্কাকারোহুগ্রহাজ্জহার—“চমসেনাপঃ প্রণয়েৎগোদোহনেন পশুকামন্ত” ইতি । তত্র প্রকৃতে-
শ্চমসেনাবক্চৈবান্যোদোহনং বিকৃতাবিতি পূর্বঃ পক্ষঃ । কামনানিমিত্তকেন গোদোহনেন
নিত্যন্ত চমস্ত নিকামবিষয়তয়া সঙ্কোচনীয়ত্বাৎ প্রকৃতাবেব গোদোহনমিতি সিদ্ধান্তঃ ॥

দশমাধ্যায়অষ্টমপাদে চিত্তিতম্—“সামিধেনীসাপ্তদশ বৈমুধানাবপূর্কীঃ । সংসৃতির্গোপ-
কারন্ত কৃষ্টাহুজ্ঞানোহুজ্ঞানভাগবৎ ॥ সামিধেজশ্চৌদাকাপ্তাঃ সাপ্তদশ তু বৈমুধে । পুনর্কাকোন
সংহার্যমনারভ্যোক্তিতোদিতম্ ॥” অনারভ্য কিঞ্চিদান্নারভে—“সপ্তদশ সামিধেনীরহুজ্ঞানং”
ইতি । তথা বৈমুধেধ্বরকল্পায়াং পশৌ মিত্রবিন্দারামাগ্রগেষ্ট্যানৌ চ পুনঃ সাপ্তদশ বিহিতম্ ।
ষষ্ঠপাদারভ্যাধীনানাং প্রকৃতিগামিধং জ্ঞানং তথাহিপি ঋগেন পাকদন্তেনাবক্চৈবিকৃতি-
তন্নবিশতে । তথা সতি বৈমুধানিবিকৃতিজন্যভাবাদপ্রাপ্তাঃ সপ্তদশ সামিধেজঃ প্রাকরণিকেন
বিধিনা পুনর্কীয়মানা গৃহমেধীযাজ্যভাগবৎ কৃষ্টোপকারকয়েনৈতিকর্তব্যতাকান্ত্য
পূরয়ন্ত্যশ্চৌদকং গোপয়ন্ত্যো বৈমুধানেরপূর্বকর্তব্যং গময়তি । সাপ্তদশ ত্বনারভ্যবাদপ্রাপ্ত-
মন্ত ইতি প্রাপ্তে জ্ঞানঃ—বৈমুধানিষু সামিধেজ আভ্যভাগবৎ বিধীয়তে, কিং তু চৌদক-
প্রাপ্ত্যন্ত অনন্ত সাপ্তদশ বিধীয়তে । তত্র সাপ্তদশ বৈমুধানিপ্রাকরণেদ্বারাভৈর্কিযিতিঃ
কাহচিৎবে বিকৃতিষু প্রাপ্তম্ । অনারভ্যাবদেন তু সর্কান্ন বিকৃতিষু । তদানারভ্যাবাদো

বিলম্বতে । প্রথমং বিধেয়শ্চ সাপ্তদশশ্চ সামিধেনীসম্বন্ধমববোধ্য তৎসম্বন্ধাত্মানুপপত্ত্যা ক্রতুসম্বন্ধং পরিকল্প্য প্রকৃতৌ পঞ্চদশগুণবাহুভেদেন বিকৃতিষু সর্কাস্থ প্রবেশঃ ক্রিয়ত ইতি বিলম্বঃ । প্রাকর-
ণিকৈর্কির্দিধিভিঃ সামিধেনীসম্বন্ধ এব বোধনীয়ঃ । ক্রতৌ তদ্বিশেষে চ প্রবেশো ন বোধনীয়ঃ,
প্রত্যক্ষপ্রকরণেনৈব তৎসিদ্ধিঃ । তত্র সাপ্তদশশ্চ বৈমুখাদিবিকৃতিবিশেষসম্বন্ধে সহসা প্রতিপন্ন
সতি তদ্বিরোধী বিকৃতিঃ স্বাক্ষা ন কল্পয়িতুং শক্যঃ । অনারভ্যবাদস্ত বৈমুখাদিষু প্রাপ্তস্ত
নিত্যানুবাদোহস্ত । যত্র প্রকরণবিধিকৈর্মুখাদিষু সাপ্তদশশ্চ প্রাপকঃ । অনারভ্যবাদস্ত চোদক-
প্রাপ্তস্ত পঞ্চদশশ্চ বাধকঃ । সর্কাস্থাপি চতুর্দ্ধাকরণবৃৎপসংহারো ন স্বাক্ষ্যভাগবদপূর্ব্বং কৰ্ম ।

তত্রৈব পঞ্চমপাদে চিন্তিতম্—“সামিধেনীবিবৃদ্ধৌ কিমাগমোহভ্যন্তঃসমুত । আগমঃ
পূর্ব্বত্রৈবমভ্যাসপ্রকৃতভুতঃ ॥ তত্রাপ্যগ্নস্তয়োৰ্যাবৎ পূর্ত্তাভ্যাসো যথাক্তি বা । অভ্যাস্তাহগমতঃ
পূর্ত্তিঃ পূরণার্থভূতোহগ্রিমঃ ॥ ত্রিঃ ন পূরণায়োক্তমত্ৰণাহপ্যত্র পূরণং । বিবক্ষিতমবাধিত্বা
তবেৎ পূরণমাগমাৎ ॥” দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পঞ্চদশ সামিধেনীর্কিধায় কাম্যা তদ্বিকির্কিধীয়তে—
“একবিংশতিমমুক্রয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামশ্চ” ইত্যাদিনা । যথা বহিঃস্পৰ্শমান ঋগাগমস্তথাঃত্রাপীতি
প্রাপ্তে ক্রমঃ—একাদশভিঃ পঠিতাভিঃ পঞ্চদশসংখ্যায়্যাপ্য অপূর্ত্তাবৃগস্তুরাগমনেন তৎপূরণং ন
কৃতং, কিং তু তৎপূরণায়্যভ্যাসো বিহিতঃ—“ত্রিঃ প্রথমামম্বাহ ত্রিরুক্তম্” ইতি । অতঃ
কাম্যানামপ্যভ্যাসেন পূরণং যুক্তম্ । অভ্যাসপক্ষেহপি যাবৎকৃত্বোহভ্যাসে সত্যেকবিংশতিসংখ্যা
পূৰ্ণ্যতে তাবৎকৃত্বঃ প্রথমোক্তমে অভ্যাসনীয়ৈ । কুতঃ । বিহিতস্ত ত্রিরভ্যাসস্ত পূরণার্থদর্শনাত্ ।
মৈবম্ ন চি ত্রিঃ পূরণার্থং বিহিতম্ । প্রথমায়্যাহ্নিরভ্যাসেনৈভিমায়্যাস্ততুরভ্যাসেন
পঞ্চদশসংখ্যাপূরণং । অতো বিবক্ষিতং ত্রিঃ । তথা সতি তদবধায় প্রথমোক্তমে ত্রিরভ্যাস্ত
ষষ্ট্যমুচ্যমাগমে নৈকবিংশতিসংখ্যা পূরণায় ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতৈ নানবীয়ে বৈদ্যর্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে দশমোহমুদ্রাবাকঃ ॥ ১০ ॥

* . *

একাদশঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । একাদশোহমুদ্রাবাকঃ) ।

নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচ্যানাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপ ব্যয়তে

দেবলক্ষ্মণমেব তং কুরুতে তিষ্ঠন্নগ্নাহ তিষ্ঠন্ হ্যশ্রুততরং বদতি

তিষ্ঠন্নগ্নাহ স্ববর্গস্ত লোকস্তাভিজিত্য আদীনো যজত্যশ্বিনেব

লোকে প্রতি তিষ্ঠতি যৎ ক্রৌঞ্চমদ্বাহাহুঃ তদ্যশ্রুং মানুষং .
 তদ্যদন্তরা তৎসদেবমন্তরাহনুচ্যৎ সদেবদ্বায় বিদ্বাৎসো বৈ পুরা
 হোতারেহিভূবন্তস্মাধিষ্ঠতা অধ্বানোহিভূবন্ত পশ্বানঃ সমরক্ষন্ত-
 র্বেগম্যঃ পাদো ভবতি বহির্বেগম্যোহথাষ্মাহাবনাং বিধুতৈ
 পথামসৎরোহায়াথো ভূতং চৈব ভবিষ্যচ্চাব রক্ষেহথো পরিমিতং
 চৈবাপরিমিতং চাব রক্ষেহথো গ্রাম্যাৎশৈব পশুনারণ্যাৎশ্চাব
 রক্ষেহথো দেবলোকং চৈব মনুষ্যলোকং চাভি জয়তি দেবা বৈ
 সামিধেনীরনুচ্য যজ্ঞং নান্দ্রপশ্যন্তঃস প্রজাপতিস্তৃণীমাবারমাংসং যারয়ন্তো
 বৈ দেবা যজ্ঞমঙ্গপশ্যন্তঃ তৃণীমাবারমাংসং যারয়তি যজ্ঞস্থানুখ্যাত্য অথো
 সামিধেনীরেবাভ্যনন্ত্যলুকা ভবতি য এবং বেদাথো তর্পয়ন্ত্যে-
 বৈনাস্তুপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ য এবং বেদ যদেকয়াং যারয়েদেকাং
 শ্রীণীয়াতুদ্বাভ্যাং য়ে শ্রীণীয়াতুস্তিস্তিরতি তদ্রেচয়েগ্নসাহবার-

যতি মনসা হনাপ্রমাপ্যতে তির্য্যকমা ঘরয়ত্যছস্টকারং বাক্ চ
 মনশ্চাহর্ন্তীয়েতামহং দেবেভ্যো হব্যং বহামীতি বগব্রবীদহং
 দেবেভ্য ইতি মনস্তো প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতাদ্ সোহব্রবীৎ
 প্রজাপতির্দৃতীরেব ত্বং মনসোসি বন্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচ।
 বদতীতি তৎ খলু তুভ্যং ন বাচা জুহবমিত্যব্রবীতশ্বানমনসা।
 প্রজাপত্যে জুহ্বতি মন ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্তে
 পরিধীনৎসং মাষ্ট্রি পুনাত্যেবৈনান্ ত্রির্শধ্যমং ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ
 প্রাণানেবাতি জয়তি ত্রির্দক্ষিণাক্ষ্যং ত্রয়ঃ ইমে লোকা ইমানেষ
 লোকানতি জয়তি ত্রিঃস্তুরাক্ষ্যং ত্রয়ো বৈ দেবানাঃ পশ্বানস্তানে-
 বাতি জয়তি ত্রিঃপ বাজয়তি ত্রয়ো বৈ দেবলোকা দেবলোকা-
 নেবাতি জয়তি দ্বাদশ সং পত্নস্তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎ-
 সরমেব প্রীণাত্যথো সম্বৎসরমেবান্মা উপ দধাতি স্তবর্গস্ত

লোকস্য সমষ্ট্যা আবারমা যারয়তি তির ইব বৈ জ্বর্গো লোকঃ

জ্বর্গমেবাস্মৈ লোকং প্র রোচয়ত্যজুমা যারয়ত্যজুরিব হি

প্রাণঃ সন্ততমা যারয়তি প্রাণানামন্নাস্ত সন্তত্যা অথো রক্ষসাম-

পহতৈ যং কাময়েত প্রশ্নয়ুকঃ স্যাদিতি জিহ্বাং তস্তাহ্বারয়েৎ

প্রাণমেবাস্মাজিহ্বাং নয়তি তাজ্জক্ প্র মীয়তে শিরো বা ঐত-

দ্রজ্ঞস্য যদাবার আত্মা ধ্রুবা আঘারমাধার্য্যং ধ্রুবাৎ সমনন্ত্যা-

জ্ঞমেব যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতি দধাত্যমির্দেবানাং দূত আসীদৈবোহ-

জ্ঞরাণাং তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নসৈতাৎ স প্রজাপতির্ব্রাহ্মণমব্রবী-

দেতবি জহীত্যা আবয়েতীদং দেবাঃ শৃণুতেতি বাব তদব্রবী-

দমির্দেবো হোতেতি য এব দেবানাং তমব্রূণীত ততো দেবাঃ

অতবন্ পরাহজরা যশ্চৈবং বিদুঃ এবরং এব্রূণতে ভবত্যান্না

পরাহস্ত ভাত্বেযো ভবতি যদ্ব্রাহ্মণশ্চাব্রাহ্মণশ্চ প্রশ্নমেয়াতাং

ব্রাহ্মণায়াধি ক্রয়াগ্ধ্রাক্ষপায়াধ্যাহ্ননেহধ্যাহ্ন বহ্নাক্ষণং পরাহ্ন-

আনং পরাহ্ন তস্মাদ্রাক্ষণে ন পরোচ্যঃ ॥ ১১ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ ।

নিবীতমিতি নি-বীতম্ । মনুষ্যণাম্ । প্রাচীনাবীতমিতি প্রাচীন-আবীতম্ ।

পিতৃণাম্ । উপনীতমিভূপ-বীতম্ । দেবানাম্ । উপেতি । ব্যয়তে । দেব-

লক্ষ্মমিতি দেব-লক্ষ্মম্ । এব । তৎ । কুরুতে । তিষ্ঠন্ । অস্বিতি । আহ ।

তিষ্ঠন্ । হি । আশ্রিততরমিত্যাশ্রত-তরম্ । বদতি । তিষ্ঠন্ । অস্বিতি ।

আহ । সুবর্গন্তেতি সুবঃ-গন্ত । লোকন্ত । অভিন্নিত্যা ঈত্যভি-জিঠৈঃ ।

আদীনঃ । যজতি । অগ্নিন্ । এব । লোকে । প্রজীতি । তিষ্ঠতি ।

যৎ । ক্রৌঞ্চম্ । অর্ঘ্যহেতাহ্ন-আহ । আহ্নরম্ । তৎ । যৎ । মন্ত্রম্ ।

মাহুযম্ । তৎ । যৎ । অন্তরা । তৎ । সন্দেবমিতি স-দেবম্ । অন্তরা ।

অনুচ্যমিত্যহ্ন-উচ্যম্ । সন্দেবহারেতি সন্দেব-হার । বিবাহঃ ।

বৈ। পুরা। হোতারঃ। অভুবন্। জন্মাং। বিধুতা। ইতি বি—ধুতাঃ।

অধ্বানঃ। অভুবন্। ন। পহানঃ। সমিতি। অককন। অন্তর্বেদীত্যন্তঃ

-বেদি। অন্তঃ। পাদঃ। ভবতি। বহির্বেদীতি বহিঃ—বেদি। অন্তঃ।

অথ। অধ্বিতি। অহ। অধ্বনাম্। বিধুতা। ইতি বি—ধুত্যা। পথাম্।

অসং রোহায়েত্যসং—রোহায়। অথো ইতি। ভূতম্। চ। এব। ভবিষ্যৎ।

চ। অবৈতি। রুদ্ধে। অথো ইতি। পরিমিতমিতি পরি—মিতম্। চ।

এব। অপরিমিতমিত্যপরি—মিতম্। চ। অবৈতি। রুদ্ধে। অথো ইতি।

গ্রাহ্যান্। চ। এব। পশ্ন। আরহ্যান্। চ অবৈতি। রুদ্ধে। অথো

ইতি। দেবলোকমিতি দেব—লোকম্। চ। এব। মনুষ্যলোকমিতি মনুষ্য

—লোকম্। চ। অভীতি। জয়তি। দেবাঃ। বৈ। সামিধেনীরিতি নাম্

—ইধেনীঃ। অনুচ্যেত্যম্—উচ্য। যজ্ঞম্। ন। অধ্বিতি। অপশ্ন। সঃ।

প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ। তুষীম্। আধারমিত্যা—বারম্। এতি।

অধারৱং । ততঃ । বৈ । দেবাঃ । যজ্ঞম্ । অধিতি । অপভ্রন্ । ১৭ ।
 তুষ্ণীম্ । আধারমিত্যা । ধারম্ । আধাররতীত্যা—ধাররতি । যজ্ঞত্ । অহুখ্যাত্যা
 ইত্যহু—খ্যাত্যা । অথো । ইতি । সামিধেনীরিতি সাম্—ইধেনীঃ । এব ।
 অতীতি । অনক্তি । অলুকঃ । ভবতি । যঃ । এবম্ । বেদ । অথো
 ইতি । তর্পয়তি । এব । এনাঃ । তৃপ্যতি । প্রায়য়েতি প্র—জয়া । পত-
 তিরিতি পত—তিঃ । যঃ । এবম্ । বেদ । ১৮ । একম্ । আধারয়েমিত্যা
 —ধারয়েৎ । একাম্ । প্রীণীয়াৎ । ১৯ । ষাভ্যাম্ । যে ইতি । প্রীণীয়াৎ ।
 ২০ । তিস্তিরিতি তিস্তি—তিঃ । অতীতি । তৎ । রেচয়েৎ । মনসা ।
 এতি । ধারয়তি । মনসা । হি । অনাপ্তম্ । আপ্যতে । তিষ্ঠাকম্ ।
 এতি । ধারয়তি । অহুষ্টিকামিত্যহুষ্টি—কারম্ । বাক্ । চ । মনঃ । চ ।
 আর্ত্তীয়েতাম্ । অহম্ । দেবেভ্যঃ । হবাম্ । বহামি । ইতি । বাক্ ।
 অত্রবীৎ । অহম্ । দেবেভ্যঃ । ইতি । মনঃ । তো । প্রাপতিমিতি

প্রজা—পতিম্ । প্রসম্ । ঐতাম্ । সঃ । অত্রবীৎ । প্রজাপতিরিতি প্রজা—

পতিঃ । হুতীঃ । এব । স্বম্ । মনসঃ । অসি । যৎ । হি । মনসা ।

স্বাধতি । তৎ । বাচ । বদতি । ইতি । তৎ । খলু । তুতাম্ । ন ।

বাচ । জুহবন্ । ইতি । অত্রবীৎ । তন্মাৎ । মনসা । প্রজাপতয় ইতি

প্রজা—পতয় । জুহতি । মনঃ । ইব । হি । প্রজাপতিরিতি প্রজা—

পতিঃ । প্রজাপতেরিতি প্রজা—পতেঃ । আশ্রিত্য । পরিবীনিতি পরি—ধীন ।

সমিতি । মাষ্টি । পূন্যতি । এব । এনান্ । ত্রিঃ । মধ্যমম্ । ত্রয়ঃ । বৈ ।

প্রাণ ইতি প্র—অনাঃ । প্রাণানিতি প্র—অনান্ । এব । অভীতি । জয়তি ।

ত্রিঃ । দক্ষিণাঙ্কামিতি দক্ষিণ—অঙ্কাম্ । ত্রয়ঃ । ইমে । লোকঃ । ইমান্ ।

এব । লোকান্ । অভীতি । জয়তি । ত্রিঃ । উত্তরাঙ্কামিত্যুত্তর—অঙ্কাম্ ।

ত্রয়ঃ । বৈ । দেবযান ইতি দেব—যানঃ । পহানঃ । তান্ । এব ।

অভীতি । জয়তি । ত্রিঃ । উপেতি । বাজয়তি । ত্রয়ঃ । বৈ । দেবলোক

ইতি দেব—লোকাঃ । দেবলোকানি দেব—লোকান্ । এব । অগীতি ।

অয়তি । দ্বাদশ । সমিতি । পথস্তে । দ্বাদশ । মাসাঃ । সৰ্ব্বংসর ইতি সং

—বৎসরঃ । সৰ্ব্বংসরমিতি সং—বৎসরম্ । এব । প্রীয়তি । অথো ইতি ।

সৰ্ব্বংসরমিতি সং—বৎসরম্ । এব । অস্মৈ । উপেতি । দধতি । সুবর্ণ-

তেতি সুবঃ—গজ । লোকজ । সনষ্টা ইতি সম্—অষ্টৈ । আধারমিত্যা—

ধারম্ । এতি । ধারয়তি । তিরঃ । ইব । বৈ । সুবর্ণ ইতি সুবঃ—

গঃ । লোকঃ । সুবর্ণমিতি সুবঃ—গন্ । এব । অস্মৈ । লোকম্ । প্রেতি ।

রোচয়তি । ঋজুন্ । এতি । ধারয়তি । ঋজুঃ । ইব । হি । প্রাপ ইতি প্র

অনঃ । সন্ততমিতি সং—ততম্ । এতি । ধারয়তি । প্রাণানামিতি প্র—

অনানাম্ । অন্নাত্তে তন্ন—অজস্য । সন্তত্যা ইতি সং—ততৈ । অথো

ইতি । রক্ষসাম্ । অপহত্যা ইত্যপ—হতৈ । যন্ । কাময়েত । প্রমায়ুক

ইতি প্র—মায়ুকঃ । দ্যাং । ইতি । জিহম্ । তদ্য । এতি । ধারয়েৎ ।

প্রাণমিতি প্র—অমম্। এব। অস্মাৎ। জিহম্। নযতি। তাজ্জক।

প্রোতি। মীয়তে। শিরঃ। বৈ। এতৎ। যজ্ঞস্ত। যৎ। আঘার ইত্য।

—বারঃ। আত্মা। এব। আঘারমিত্যা—বারম্। আঘারোত্যা—বার্য।

ক্রবাম্। সমিতি। অনক্তি। আত্মন্। এব। যজ্ঞস্ত। শিরঃ। প্রতীতি।

দধাতি। অগ্নিঃ। দেবানাম্। দূতঃ। অস্মাৎ। দৈবঃ। অহুরাম্।

ভৌ। প্রজাপতিমিতি প্রজা—পতিম্। প্রসম্। ঐতাম্। সম্। প্রজাপতি-

য়িত প্রজা—পতিঃ। ব্রাহ্মণম্। অত্রগীৎ। এতৎ। বাতি। ক্রহি। ইতি।

এতি। অগ্নয়। ইতি। ইদম্। দেবঃ। শৃণুত। ইতি। বাব। তৎ।

অত্রগীৎ। অগ্নিঃ। দেবঃ। হোতা। ইতি। যঃ। এব। দেবানাম্।

তম্। অত্রগীত। ততঃ। দেবঃ। অত্রবন্। পশ্যেতি। অহুরাঃ। যস্য।

এবম্। ষিগ্ধঃ। প্রববমিতি প্র—ববম্। প্রবৃণত ইতি প্র—বৃণতে।

ভবতি। আত্মনা। পশ্যেতি। অস্মাৎ। ক্রতুবাঃ। ভবতি। যৎ। ব্রাহ্মণঃ।

চ। অত্রাক্ষণঃ । চ। প্রশ্নম্ । এয়াতামিত্যা—ইক্ষতাম্ । ত্রাক্ষণায় ।

অধীতি । ত্রাক্ষণঃ । যৎ । ত্রাক্ষণায় । অধ্যাচ্চেত্যধি—আহ । আত্মনে ।

অধীতি । আহ । যৎ । ত্রাক্ষণম্ । পরাচ্চেতি পরা—আহ । আত্মানম্ ।

পরেতি । আহ । তস্মাৎ । ত্রাক্ষণঃ । ন । পরোচ্য ইতি পরা—উচ্যঃ ॥ ১১ ॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (সাধারণাচার্য্য কৃতং) ।

নৈমিত্তিক্যঃ সামিধেজ্ঞঃ কামাশ্চ দশমে শ্রুতাঃ ॥ অধিকাদশ সামিধেনীষু হোতুর্নিয়মঃ-
বিশেষোহম্বগোয়াদ্যাবিশেষশ্চাতিথায়তে ।

তত্রাহদৌ ভাবজাগকর্তৃণামুপবীতঃ বিন্যতুং প্রস্তোতি—“নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং
পিতৃণামুপবীতং দেবানাম্” ইতি । যত্রোভাবপি বাহু হৃগভূতো সন্তৌ ব্রহ্মহুত্রেন বস্ত্রেন বা
বীয়েতে সমৃতা বাচ্ছাদিতৌ ক্রিয়তে তন্নীতম্ । তচ্চ মনুষ্যাণাং কাথোষু প্রশস্তম্ । তস্মাদ-
যিতপণঃ নিবীতযুক্তৈঃ পুরুষৈবমুচ্যতে । প্রাচীনো দক্ষিণো বাহুরাবীয়েতেহধস্তাৎ ক্রিয়তে যত্র
তৎপ্রাচীনাবীতম্ । তচ্চ পিতৃণাং কক্ষণি প্রশস্তম্ । অত এব শিষ্টাঃ প্রাচীনাবীতযুক্তাঃ
পিওদানং কুর্কন্তীতি । উপবীতস্ত লক্ষণং স্বাধ্যায়ত্রাক্ষণে সমান্নাতম্—“দক্ষিণং বাহুযুক্তরতেহ-
বধস্তে সম্যমিতি যজ্ঞোপবীতম্” ইতি । তচ্চ দেবানাং কক্ষণি প্রশস্তম্ । অত এব শিষ্টাঃ
স্বাধ্যায়াদিকং তথৈবাহচরন্তি ॥

ইদানীং বিধন্তে—“উপ বায়তে দেবলক্ষ্মণেব তৎ কুরুতে” ইতি । ভক্তেনোপবীতেন
দেবলক্ষ্মণেব দেবচিহ্নেব কৃতং ভবতি ॥

যাগকর্তৃণামুপবীতং বিধায় হোতুঃ সামিধেজ্ঞাশ্রবণকালে স্থিতিং বিধন্তে—“তিষ্ঠন্নহা-
তিষ্ঠন্ হ্যাশ্রততরং বদতি” ইতি । আসীনো নানুক্রযাৎ কিং তু তিষ্ঠন্নৈব ক্রযাৎ । তস্মান্তিষ্ঠ-
ন্নহুয় আ সমস্তাদতিশয়েন শ্রুৎং যথা ভবতি তথা বাদিতুং প্রভবতি । তস্মান্তিষ্ঠন্নহুক্রযাৎ ॥

তদেনানুগ প্রশংসতি—“তিষ্ঠন্নহাহ সুবর্গস্ত লোকস্তাভিজিভ্যো” ইতি । আসনানুস্থিতস্ত
প্রাত্যাদগঃ স্বর্গঃ । তস্মান্তস্তাভিজিভ্যো সম্প্রত্যত ॥

যাজ্ঞ্যকাল উপবেশনং বিধন্তে—“আসীনো যজতাস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি” ইতি ।
যজতি যাজ্ঞ্যাং পঠেদিত্যর্থঃ । আসীনস্ত চলনাবাদত্র প্রতিষ্ঠা ॥

অতুচ্চধ্বনিমতিনীচধ্বনিঃ চাপবদমধ্যমধ্বনিঃ বিধন্তে—“যৎ ক্রোধঃস্বাহাহসুসং তত্তমস্রাৎ
মাহুসং তত্তদস্তরা তৎসদেবমস্তরাহনুচ্যৎ সদেবহায়” ইতি । যথা ক্রোধাখ্যঃ পক্ষিঃ বিশেষ

উচ্চধ্বনিং করোতি তৎসদৃশে সত্যাসুরং ভবেৎ । মন্যাস্তু পবিত্র মনস্বরেণ সন্ত্যযন্তে ॥
অন্তঃ সোহপি বজ্জ্যঃ । মদানধ্বনদেবপ্রিয়সাত্ত্বৈনাসুরচনং কাৰ্য্যম ॥

অপরং কক্ষিষিষেযঃ নিধন্তে—“বিদ্যা৩সো বৈ পুবা হোতাৰোহভু৩স্তগাদিধ্বতা অধ্বানোহ-
ভুবন্ন পশ্চানঃ সমরশ্বন্নস্তর্কেত্বতঃ পাদো ভবতি বহির্কেত্বত্ৰোহথাহাধ্বনাং নিধন্তো পপামস৩-
রোহায়” ইতি । মূঢ়ঃ কক্ষিদ্ধোতা বৈদেৰ্কেহিরেব পাদদ্বয়মস্থাপ্যাস্ত্রকৃতে, তত্ত্ব পাদদ্বয়স্থাপ-
নাম্মার্গঃ সন্ধীর্ণো ভবতি । অপরস্ত মূঢ়ঃ পাদদ্বয়ং বেদিমদা এব প্রাক্ষিপ্যাস্ত্রকৃতে । স তু মার্গঃ
ন জানাতি, তদিতং দোষদ্বয়ং বিদ্যাংসঃ কেচিং কুশলাঃ পুবা যজ্ঞযু হোতারোহভুবন্ । তে চ
দক্ষিণং পাদং বহিন্ প্রাক্ষিপন্তি । তেন তেমানধ্বানো বিস্তীর্ণত্বেন ধ্বতা ভবন্তি । বামপাদমতন
প্রাক্ষিপন্তি কিং তু বহিরেব স্থাপয়ন্তি । তেন বহিঃস্থাপনেন পশ্চানস্তাধ্বত্বয়ঃ পুনরান্নৈব সমকলন্
সংরোহং ন কৃতবন্তঃ । অতো মার্গোহত্ব চ গচ্ছন্তীতোতাদশো মার্গভ্রংশা মার্গকৃতঃ
সংরোহঃ । সোহপ্যেযং নাহমীং । তস্মাৎ পুরাতনবিদ্যাংস ইবারমপি দক্ষিণং পাদং বেদেরন্তুঃ
প্রাক্ষিপেৎ । বামপাদং বহিঃ প্রাক্ষিপেৎ । ততোহনুক্রয়াৎ । এবং চ সত্যধ্বনাং বিস্তীর্ণত্বেন
ধারণং ভবতি । পত্নিবিষয়ে সমোহশ্চ ন ভবতি ॥

পরস্পরাবলক্ষণং পাদবিজ্ঞানং বচসা প্রশংসতি—“অথো ভূতং চৈব ভবিষ্যচ্চাব কক্ষেহথো
পরিমিতং চৈবাপরিমিতং চাব কক্ষেহথো গ্রাম্যা৩নৈচব পশুনীরণা৩শ্চাব কক্ষেহথো দেবলোকং
চৈব মনুজলোকং চাভি জয়তি” ইতি । চতুৰ্ঘ্যপোতেষু পর্য্যায়েষু প্রথমনাস্তুঃপাদপ্রশংসা
দ্বিতীয়েন বহিষ্পাদপ্রশংসেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥

তদেবং সামিধেনীষু বিশেষনিয়ম হোত্রাঃ সমাপিকাঃ । তথাহধ্বগাব্যত্রোবাধারং বিধন্তে—
“দেবা বৈ সামিধেনীরনুচা যজ্ঞঃ নাষপশ্চন্স প্রজাপতিস্তৃক্ষীমাধারমাহবারয়ন্তো বৈ দেবা
যজ্ঞমধপশ্চন্তৃক্ষীমাধারমাধারয়তি যজ্ঞস্তাস্থথ্যাতো” ইতি । পূৰ্বে দেবাঃ সামিধেনীরনুচা
তত্রোতেষু নিরম্ববিশেষেষু ব্যাপৃতমনস্কাঃ সন্ত উপরি-নযজ্ঞগতং কর্তব্যবিশেষং কক্ষিদপি নৈব
স্বতবন্তঃ । ততঃ প্রজাপতির্মগ্নং কমপ্যকুচাৰ্থা তৃক্ষীমেব ঋজুমাধারমকুষ্ঠিতবান্ । তাবতা
কালেন দেবাঃ সামিধেনীষু বিক্লিপ্তাঃ চিত্তং সমাধারৈক্যগ্ৰেণ মনসা যজ্ঞগতকর্তব্যবিশেষমকু-
ষ্ঠিতবন্তঃ । অতোহত্রাপি তৃক্ষীমকুষ্ঠিতঃ প্রমাধারোহনস্তবভাবিনো যজ্ঞকর্তব্যস্তাস্থমরণ
ভবতি । যত্ৰাপি পৌরোডাশিককাণ্ডে বেদেনোপযত্যা ক্ৰবেণ প্রজাপত্যাধারমাধারয়তীতি
অযমাধারো বিহিতঃ, তথাহপি তৃক্ষীমভাবাদয়ো গুণবিশেষা ন বিচিহ্না ইতি নাস্তি পুনরুক্তিঃ ॥

তমেবাহবারং প্রশংসতি—“অথো সামিধেনীরেবাতানজি” ইতি । ন কেবলমনস্ব-
ভাবিয়জ্ঞকর্তব্যপ্রতিভানমাধারস্ত প্রয়োজনং, বিং তু বহৌ প্রাক্ষিপ্তানাম সামিধেনীকাষ্ঠানামভা-
জনমপ্যেকং প্রয়োজনম্ ॥

এতবেদনং প্রশংসতি—“অলক্ষো ভবতি য এবং বেদ” ইতি । উক্তভঃজ্ঞানভিঃ
অমরকক্ষঃ পারুস্তরহিতঃ মেহোপেতো ভবতি ॥

আধারমেব পুনঃ প্রশংসতি “অথো তর্পয়তোবৈনাঃ” ইতি । কিকানেনাহবারেণৈনাঃ
সামিধেভিমানিদেবতাস্তর্পয়তি ॥

এতদীয়তৃপ্তিবেদনং প্রশংসতি—“তৃপ্যতি প্রজয়া পততিৰ্য এবং বেদ” ইতি । যজ্ঞঃ

সূত্রকারেণ—“অবেণং প্রবায়ঃ আজ্যমাদায় বেদেনোপযম্যাহসীম উত্তরং পরিধিসন্ধিমবহুঃ প্রজাপতিঃ মনসা ধ্যায়ন্ধক্ষিণপ্রাকমৃজুঃ সন্ততঃ জ্যোতিষ্মত্যাধারমারমন্ সর্বাণিধাকৃষ্টা সত্প্রশস্তি” ইতি, বেদেনোপযম্যং অবস্থাপত্যবেদং ধারয়িত্বোত্তরং পরিধিসন্ধিমবহুত্যা বায়বী সন্ধৌ অবস্থত্বন্তমন্তঃ প্রসাধী জ্যোতিষ্মতি বহৌ যুতং কারয়ংগদ্যুতং সর্বসামিধেঃ কাষ্টম্পষ্টঃ কুর্যাদিত্যর্থঃ ।

তত্র মনসা প্রজাপতেৰ্দ্ধ্যানং তদেতদ্বিধন্তে—“বেদকন্ডাহ্বারয়েদেকাং প্রীণীয়াত্তদ্ব্যভায়ে প্রীণীয়াত্তিস্তদ্বিরতি তদেচয়েন্নসাহ্বারয়তি মনসা হনাপ্তমাপাত” ইতি। যথেষ্টমুচং পঠিত্বাহ্বারয়েত্তদানীমেকৈব সামধেনী তৃপ্তা ভবেৎ। স্বাত্মানুগভ্যাং য়ে এন ত্রৈভবেতাম্। ত্রিপ্রভৃতিভিষ্কর্গভিরাধারং যদি কুর্য্যাৎসাহ্বারমাধারঃ সর্বাণি কৰ্ম্মাণ্যতিরিক্তবভবতি। একত্ৰাহিকর্ষণং একৈব স্বকপ্রাপ্তা। তথা সতি বহুভিরনুষ্ঠানমতিরেকঃ। ত সর্বত্র দোষস্ত-পরিহারায় মনসৈবাহ্বারয়েন্নসোহপ্রতিহতগতিত্বাৎ। যদ্বাগাদিভিন্ প্রাং তৎসর্বং মনসা প্রাপ্তং শক্যতে॥

দাক্ষিণ্যপ্রাকমিধ্যাদাক্রতে সূত্রে বায়বীং দিশমারভ্যাহগ্নেয়াং সমাপেনস্কৃতাম। স. এ সূত্রকার আধারয়োঃ পুনরপি য়ে পক্ষান্তরে দর্শিতবান্—“ঋজু প্রাক্ষৌ হোতবৌ তির্ঘ্যে বা” ইতি।

তত্র তির্ঘ্যাকপক্ষং বিধন্তে—“তির্ঘ্যাকমাং ঘাবয়ত্যাক্ষট্কারম্” ইতি। দক্ষিণাং দিশমাং ভ্যোত্তরম্যং সমাপনং তির্ঘ্যাক্তম্। প্রতীচীমারভ্য প্রাচ্যাং সমাপনে সত্যেকস্তা এব সাম উপরি যুতংপতেৎ। তথা সতি সমিচ্ছরাণাম্পশাচ্ছট্কারো বৈষয়্যং ভবেৎ। তস্মাদক্ষট্কারং যথা ভবতি তথা হোতবাম্। তির্ঘ্যাক্তে, সতি সর্বসামিৎসম্পর্শাৎবৈষয়্যং ন ভবতি॥

মনসাহ্বারয়তিতি যদ্বিহিতং তদেব পুনঃ প্রশংসতি—“বাক্ চ মনসচাত্তীয়েতামহং দেবেভে হব্যং বহাবীতি বাগব্রাদন্তং দেবেভা ইতি মনস্তৌ প্রজাপতিঃ প্রগ্রমিতাচ্ সোহব্রবীৎ প্রজাপতিঃ দ্বিতীয়েৎ তৎ মনসোহসি যন্ধি-মনসা ধারয়তি তত্র। বদতীতি তৎ শব্দভূত্যাং ন বাচা জুহব্রিত ব্রবীত্তস্মান্মনসা প্রজাপত্যে জুহ্বতি মন ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাষ্ট্র্যে” ইতি আত্তিরতিশয়স্মিচ্ছেতাম। সেবাহিঃ স্পষ্টী ক্রিয়াতে—“অহং দেবেভ্যো হব্যং বহামি” ইতি বাক্যেন। ততো বাক্চ মনশ্চেভ্যো হবির্বহ্ননির্গমায় প্রম্নং কর্তুং প্রজাপতিঃ প্রাপ্ততাম্। স প্রজাপতির্কচমব্রবীৎ—হে বাক্চঃ মনসো দ্বিতীয়েবাসি দাসীভূতবাসি ন তু স্বতন্ত্রা। তৎ কপমিত্য্যাক্তে—যস্মাঞ্জ্যোকে পুরুষো যৎপূর্বে মনসা ধ্যায়তি তৎপশ্যাৎবাচা বদতি তস্মায়াং দ্বিতীয়েবেতি। অনন্তরং ক্রদ্ধা বাগব্রবীৎ—হে প্রজাপতে যত্ত্বং দ্বিতী তর্হিতুভ্যং কোহি বাচা মা জুহোতি। তস্মাদধারং প্রজাপত্যে মনসা জুহ্বতি। যথা মনঃ সঙ্কল্পেন কার্য সাধয়তি তথা প্রজাপতিরপি। অতঃ সাদৃশ্যান্মনসা হোমঃ প্রজাপতেরাষ্ট্র্যে ভবতি॥

যদ্বক্তং সূত্রকারেণ—“ইধ্যাসমনহনৈঃ সহ সৈক্যক্ৰতে সৈকর্ক্যাহবীঃপ্রহুপরিজামপরিবীত্যা পরিধি তংব্রহ্মং ক্লিষ্টং সংযজ্য” ইতি।

তদেতৎসংযজ্ঞনং ক্লোন, সহিতৈ রগানংনহনধর্ভেঃ কর্তব্যমিতি বিধন্তে—“পরিবীতং যজি পুনাত্যেবান” ইতি॥

ক্রমেণৈকৈকন্ত পরিধেঃ সংমার্জ্জনাবৃত্তিঃ বিধত্তে—“ত্রিধ্যমং ত্রয়ো বৈ জীর্ণাঃ প্রাণানিবান্তি
‘জয়তি ত্রিধিক্ষিণাঙ্ক্যং ত্রয় ইমে লোকা ইমানেষ লোকানন্তি জয়তি ত্রিকল্পরাক্ষ্যং ত্রয়ো বৈ
দেবযানাঃ পশ্চানন্তানিবান্তি জয়তি’ ইতি । প্রাণাপানবানী ইতি ত্রিধং, লোকত্রিধং, প্রসিদ্ধং,
স্বর্গলোককমলোকত্রকলোকবিষয়াজ্জয়ঃ পশ্চানঃ । তত্র বর্মলোকবিধয়ন্ত পরিহারো জয় ইতরয়োঃ
প্রাপ্তিজয়ঃ । ত্রিত্রসাম্যাত্তজয় ইতি স্ত্যয়তে ॥

যজ্ঞং যজ্ঞকারেণ—“বেদোপাধিঃ ত্রিকপবাক্য” ইতি, ভদেত্ববিধত্তে—“ত্রিকপ বাজয়তি
ত্রয়ো বৈ দেবলোকা দেবলোকানিবান্তি জয়তি” ইতি । ‘দেবলোকানাং ত্রিধং তদভিজয়ন্ত
-মার্গত্রিত্তজয়বধ্যাখ্যায়ম্ ॥

ত্রিষু পরিধিষু বাক্যে চ যেরং প্রত্যেকং ত্রিঃ ত্রিধারুত্তিস্তামেককৌকৃত্য প্রশংসতি—“দ্বাদশ সং
‘পতন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সন্ধ্যংসরঃ সন্ধ্যংসরমেব জীণাত্যথো সন্ধ্যংসরমেবাস্মা উপ দধান্তি স্তবর্গন্ত
‘লোকন্ত সমষ্টো’” ইতি । ‘ন কেবলং সন্ধ্যংসরদেবতায়াঃ জীণাঃ কিং তু তৎসন্ধ্যংসরং যজমানার্থং
কন্দ্রামুষ্ঠানকালভেদে সম্পাদয়তি । তচ্চ স্বর্গলোক প্রাপ্ত্যে ভবতি ॥

পূর্বত্র বিহিতং ত্রিধ্যকমাদারমন্ত প্রশংসতি—“আধারমা ‘যারয়তি ত্রয় ইব বৈ স্তবর্গো
লোকঃ স্তবর্গমেবাস্মৈ লোকং প্র যোচয়তি’ ইতি । প্রাপ্ত মুখেন যজমানেন দৃষ্টমানঃ স্তবর্গো
লোকো দক্ষিণোত্তরায়ামেন প্রতীয়মানত্বান্তিব ইব ভবতি । অতাস্তবর্গাঘারেণ যজ্ঞানায় স্বর্গ-
-সুংপাদিতবান্ ভবতি । অথবা ক্র্য্যাবারন্ত দ্বিতীয়ভাষ্যং বিধর্ষষ্টব্যঃ ॥

আধারে গুণান্তরয়ঃ বিধত্তে—“ঋজুমা যারয়ত্যুর্বিব হি প্রাণঃ সন্ততমা যারয়তি
প্রাণানামন্নাত্ত সন্তত্যা অথো রক্ষসামপহত্য” ইতি । দক্ষিণাং দিশমারভ্যোত্তরদিগবর্গান-
পর্যন্তনাধারধারায় বক্রং যথা ন ভবতি যথা চ বিচ্ছেদো ন ভবতি তথা কুর্য্যাত্ । প্রাণবা-
য়ুচ হৃদয়মারভ্য মুখে নিঃসরয়ামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃপ্রবেশেন ঋজুরেব ভবতি সন্ততচ্চ ভবতি ॥
অতঃ প্রাণস্ত্যয়ন্ত চ সন্ততৈ সম্পত্তে । কিং চ সান্ততোন রক্ষসামবকাশাভাবাদপহতিভবতি ।

ঋজুত্ব নিত্যপ্রয়োগজ্ঞানং কাম্যভেদে বক্রং বিধত্তে—“যং কাময়েত প্রমায়ুক্ তাদিত্তি
জিহ্বং তস্তাহযারয়েৎ প্রাণমেবাস্মাজ্জিহ্বং নয়তি তাজক্ প্রমায়তে” ইতি । যং যজমানম্বাদ্য মরণং
কাময়েত তন্ত জিহ্বং বক্রং যথা ভবতি তথাহযারয়েৎ । তেন বক্রভেদাস্তত্ত্বজ্ঞানাত্ প্রাণং
বামাদিপার্শ্বানাডীষু প্রেবন্ত বক্রং প্রাপতি । তেন আসোপবোধেন তদানীমেবাসৌ ত্রয়তে ॥

‘আধারশেষেণ ধ্রুবায়ামজ্ঞনং বিধত্তে—“শিরো বা এতত্তজ্জন্ত যদাধার আত্মা ধ্রুবাধারমা-
ধার্য্য এবাৎ সমনন্তাস্মদেব যজন্ত শিরঃ প্রতি দধতি” ইতি । স্বাস্থস্থানীয়ায়ং ধ্রুবায়ং
যজ্ঞাশিরঃস্থানীয়ত্বাহযারন্ত প্রক্ষেপে সতি স্বাস্থমেব যজ্ঞাশিরঃ স্থাপিতবান্ ভবতি । নহু পরিধি-
সংমার্জ্জনায়ঃ পৌরোডাশককণ্ডোপি বিহিতাঃ । বাক্যম্ । তত্র হুহুক্রমেণ মন্ত্রাণাং ব্যাখ্যায়-
মানত্বাদ্ভবনমিত্যাদিমন্ত্রব্যাখ্যানাবসরে যুক্তা এতদ্বধঃ । ইহ তু তদহুবাধেন প্রত্যভিজ্ঞাপ্য
তেষু জুহাদমো গুণা বিধায়ন্তে । ততো নাস্তি পুনরুক্তদোষঃ । অত এবোক্তানুবাদকবাদমু-
ত্রাক্ষণমেতদিত্তি সম্প্রদায়বিদঃ ॥

যজ্ঞং যজ্ঞকারেণ—“উজ্জ্বলিত্বং হোতারং বৃণীতেহয়ির্দেবো হোতা দেবাত্তকৃষ্ণাংশি-
কি ইত্যহুশ্চত্বরতবদসুবদনুবিদিত্তি যথার্থেয়ো যজ্ঞমানঃ” ইতি । “ইহ উজ্জ্বলিত্বং বৃণীতেহ-
-

সুতোহর্কশো হোতাঃ” ইতি চ অন্ত্যায়মর্থঃ—যজমানস্ত যাদৃশ’অার্হেয়াণি তাদৃশামি হোতারং
 প্রামুদমুদমিত তত্ত্বমম্পুঃসবং প্রোক্তব্যানি । তদিদমধ্ব্যকর্তৃকং হোতৃবিষয়ং বরণম্ ।
 সামিধেনীপ্রভাবে আর্হেয়ং বণীত ইতি হোতৃকর্তৃকমগ্নিবিষয়ং বরণমুক্তম্ । তয়োঃ বিশেষঃ ।
 অর্কাক্ষমাবভোত উর্দ্ধাহুত্বাত্তানধ্ব্যকর্তৃকীতে । হোতা তৃত্তমমায়ত্নাত্তানধ্ব্যকর্তৃকীতে ।
 তত্থথা—ভার্গবচ্যাবনাপ্রবানৌর্জামিহপ্রোচ্যঃ হোতৃকর্তৃকং পূর্বমুদাকৃতম্ । অধ্ব্যকর্তৃকে
 তু মনুষ্যস্তরতনিত্যং যঃ পঠিত্বা জমদগ্নিবদূর্ববদপ্ৰবানচ্যাবনবদুগ্ধবদিত প্রোক্তব্যমিতি ।
 তদিদমধ্ব্যকর্তৃকং হোতৃবিষয়ং বরণং বিধতে —“অগ্নিদেবানাং দূত আসীদৈবোহস্মরাণাং হো
 প্রজাপতিঃ প্রপ্নোত ৩০ স প্রজাপতির্কৃষ্ণাক্ষগব্রবীদেতদগ্নি ক্রতীত্যা শ্রাবয়েতীং দেবাঃ শৃণুততি
 বাব তদব্রবীদগ্নিদেবো হোত্রেতি য এব দেবানাং তদব্রবীত ততো দেবা অভবন্ পরাহস্মরা যন্তবং
 বিদুষঃ প্রবরং প্রবণতে ভবত্যাশ্বনা পবাহস্ত ভ্রাতৃনো ভবতি” ইতি । বিবিধো হগ্নিস্মাহুযো
 দৈবশ্চেতি । ভূলাকে বর্তমানো হোমসাধনভূতো মাহুযোহগ্নিঃ । স চ দেবানাং হবির্কহনেন
 তদায়ো দূত আসীৎ । দিবি বর্তমানো । স চাত্ত্রাপি ক্রমতে—“দিবি নাকো নামাগ্নিঃ ।
 তস্ত বিপ্রমো ভাগধম” ইতি । স চাস্মরাণাং হিতমাত্রংস্তদীয়ো দূত আসীৎ । তাবভাবাংযোঃ
 কস্ত দোতামুচিতিমিতি প্রশ্নমভিলক্ষ্য প্রজাপতিঃ প্রাপ্নুতাম্ । তত্র যোহয়ং মাহুযোহগ্নিঃ স
 ব্রাহ্মণঃ । ব্রাহ্মণ বেদে বিহিতং কৰ্ম সাধয়িতুং প্রবৃত্তত্বাৎ । দৈবাস্মরাণাং কৰ্ম সাধয়িতুং
 প্রবৃত্তত্বাদাস্মর উচ্চাতে ন ব্রাহ্মণ ইতি । তয়োর্গ্ধো ব্রাহ্মণমগ্নিঃ প্রাতি প্রজাপতিরব্রবীৎ—
 হে মাহুযাগ্নে স্বমেব দূত্য-ইদি । তস্মাস্বমেব যাগে বক্তব্যমেতৎসৰ্বং ক্রতীতি । কিং তৎ-
 সৰ্বমিতি তদ্ব্যত্যে—হোতারং প্রতাদ্ব্যগ্নাশ্রাবয়েতি প্রযুক্তে । তস্ত প্রয়োগস্তাতিপ্রায়ঃ
 কথ্যে—হে দেবা ইদং যজমানমধ্ব্যক্ৰি হবিদানং শৃণুতৌতমর্থমেব হোতৃক্ৰহাত্তিপ্রোত্যা
 তদশ্রবণাকাং হে হোতৃস্বাং প্রতাদ্ব্যগ্নাব্রবীৎ । তস্যাস্বমেব যাজ্যাপাঠমথেন দেবানাং শ্রবণং
 যথা ভবতি তথা হোত্রেমেতৎসৰ্বং স্বমেব ক্রতীতি । আস্মরং প্রতাদ্ব্যগ্নাশ্রাবয়েতামুক্ত-
 ত্বাদনৌ বাজ্যাদিকং মা ব্রবীদিত্যতিপ্রায়ঃ । যস্মাৎ প্রজাপতির্কৃষ্ণাক্ষগ্নিবরণং কৃতবাস্ত-
 ন্মাদেব উৎকৃষ্টা অভবন্ । পরাভূতা আস্মরাঃ ॥

প্রশংসতি—“যদ্ব্যাক্ষণচাত্ত্রাক্ষণচ প্রশংসয়াতাং ব্রাহ্মণায়াধি ক্রয়াত্বদ্ব্যাক্ষণায়াধ্যাহ্নস্বনেহ-
 ধ্যাহ যদ্ব্যাক্ষণং পবাহ্নস্বানং পরাহ্ন তস্মাদ্ব্যাক্ষণে ন পরোচ্যঃ ॥” ইতি । যদি লোকে
 ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণৌ বিবদমানাঃ হেমবাদিক ইতি আধিবিষয়ং প্রশং কৰ্ত্ত্বং কক্ষিদভিজং প্রত্যাগক্ষেতাং
 তদানীং সোহভিজো ব্রাহ্মণশ্চৈবাহ্নিক্যং ক্রয়াতেন বক্তৃঃ স্বশ্চৈবাহ্নিক্যং সম্পাদিতং ভবতি ।
 ব্রাহ্মণস্ত পরাভবচনে স্বশ্চৈব পরাভব উক্তো ভবতি । তস্মাৎ কদাচিদপি ব্রাহ্মণঃ পরাভব-
 বিষয়ো ন কৰ্ত্তব্যঃ । সোহয়ং প্রামাণিকঃ পুরুষার্থো বিধিদ্ভূতব্যঃ ॥

অত্র মীমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিহ্নিতম—“নিবীতং তু মনুষ্যাণাং বিধির্কৈবোহর্থাবাদকঃ ।
 অপূৰ্ণত্বাৎ প্রাক্ষণায়ুঃ ক্রতোর্কী দিধীয়তে ॥ প্রাপ্তং নিবীতং মর্ত্যেষ্ প্রায়ণৈতস্ত দর্শনাৎ ।
 দেবানাং দিধীকৈবাক্ষণায়ুঃ ক্রতোর্কী দিধীয়তে ॥” দর্শপূর্ণমাসম্ভোগে ক্রমতে—“নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীন-
 বাতং দিধীমানুপবীতং দেবানামুপবীয়তে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে” ইতি । অত্র নিবীতস্ত

পূৰ্ণঃ মানাস্তরেণাপ্রাপ্তাবিধেয়মভূপেতব্যম্ । তচ্চ নিবীতং মনুষ্যাণামিতি বচ্যা পূৰ্ণস্বার্থ-
 ত্বেন বিধীয়ত ইত্যেকঃ পূৰ্ণপক্ষঃ । অগ্নিনপক্ষে মনুষ্যস্বাক্ষো বিবিধঃ—সুবর্ণধারণবৎ
 সৰ্বপূৰ্ণস্বার্থ ইত্যেকঃ প্রকারঃ । উপবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ ঋতুপ্রবেশরহিতয়োঃ স্বতন্ত্রদৈবিক-
 পৈতৃককৰ্ম্মণোরপি দৰ্শনাত্তৎসাহচৰ্য্যেণ স্বতন্ত্র আচার্যাতিথ্যাধিমনুষ্যবিষয়ে কৰ্ম্মণি নিবীত-
 মিত্যপয়ঃ প্রকারঃ একরণবলাভাগধৰ্ম্ম ইতি দ্বিতীয়ঃ পূৰ্ণপক্ষঃ । অগ্নিনপক্ষে মনুষ্য-
 গ্রাণে কৰ্ত্তৃস্বক্কাগুবাদঃ । যজ্ঞীশ্রুতিপ্রকরণয়োঃবিরোধাদুভয়াবলম্বনেন কৰ্ত্তৃস্বক্কাধিমনুষ্যার্থ
 ইতি পক্ষান্তরমুদেতি । তচ্চ বিবিধঃ, লোহিতোক্ষীবাদিবদুভয়ধৰ্ম্ম ইত্যেকঃ প্রকারঃ ।
 স্বতাবেব বহুমনুষ্যপ্রধানং কৰ্ম্মাধ্যাক্ষ্যাদানাদি ভদ্রকৰ্ম্মে সতি উপবীতপ্রাচীনাবীতসাহচৰ্য্যমপাহু-
 গৃহ্যত ইত্যপয়ঃ প্রকারঃ । সৰ্বথা নিবীতং নার্থবাদ ইতোবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—অত্র প্রতীয়মানং
 নিবীতাদিকং বাসোবিষয়ং ন তু ত্রিবিংশত্ববিষয়ম্ । অজিনং বাসো বা দক্ষিণত উপবীতয়োঃনেন
 সদৃশত্বাৎ । বস্ত্রত্চ চ নিবীতং সৌকৰ্ণ্যায় প্রাপ্তম্ । অত্র প্রাচীনাবীতোপবীতয়োঃবস্ত্রমেকস্মিন
 পার্শ্বে বস্ত্রমধঃ পতেৎ । অতঃ প্রাপ্তেহৰ্থে মনুষ্যাণামিতি যজ্ঞীশ্রুতিনং বিধায়িকা । ন চ
 প্রকরণাৎ ক্রত্বদ্বয়েন বিধিঃ, বাক্যদেদ প্রসঙ্গাৎ । উপবীতং তাবদ্বিধীয়তে । অন্তথা
 দেবলক্ষ্যমেব তৎ কুরুত ইতি প্রশংসাবৈবৰ্থ্যাপত্তেঃ । তস্মিন্শ্চোপবীতবিধাবৰ্ণবাদত্বেন
 নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃকৰ্ম্মাক্ষয়সম্ভবে পৃথগ্ৰধানমযুক্তম্ । নিবীতপ্রাচীনাবীতো মনুষ্যপিতৃ-
 বিষয়ত্বাদৈবিক কৰ্ম্মণ্যযোগ্যো, উপবীতং তু যোগ্যমিতি ব্যতিরেকস্বত্বেন স্তাবকং নিবীতম্ ।
 তস্মাদর্থবাদঃ । উপবায়ত ইত্যত্র তু বিধিঃ প্রথমকাণ্ডস্তাহত্যনুবাকে চিহ্নিতম্ !

তৃতীয়াধ্যায়স্তৈব প্রথমপাদে চিহ্নিতম্—“উপবায়ত ইত্যত্র সামিধেজ্ঞস্তাহত্বা । দৰ্শাদভা
 প্রাক্রিয়ৈষাহ বাস্তরাহতোহস্বিহাগ্রিমঃ ॥ লিঙ্গাদগ্নেয়জভূতৈর্নিবিসংজ্ঞকমন্ত্রৈঃ । বিচ্ছেদে
 সতি দৰ্শাদ্ভং মহাপ্রকরণোক্তিতঃ ॥” দৰ্শপূৰ্ণমাদ প্রকরণে বিশ্বকরণো বৈ স্বাহ ইত্যগ্নিনপ্রাপাঠকে
 সপ্তমষ্টময়োঃস্বাক্ষরয়োঃ সামিধেনীব্রাহ্মণমাত্রাতম্ । নবমে নিবিসংজ্ঞকানামগ্নে মই অগ্নি
 ব্রাহ্মণ ভায়রতত্যাধীনঃ মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মণম্ । দশমে কাম্যাঃ সামিধেনীপক্ষাঃ । একাদশে
 তৃপবীতমেবং বিহিতম্—“নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপবায়তে
 দেবলক্ষ্যমেব তৎকুরুতে” ইতি । তত্র পূৰ্ণত্বায়েন সামিধেনীপ্রকরণস্তাবান্তরত্ব স্বীকারাৎ-
 সামিধেজ্ঞস্বমুপবীতত্বেন চৈব । নিবিসংজ্ঞকেন সামিধেনীপ্রকরণত্ব বিচ্ছিন্নত্বাৎ । ন চ
 নিবিদামপি সামিধেজ্ঞতয়া তৎপ্রকরণপাঠবিচ্ছেদকত্বমিতি বাচ্যম্ । লিঙ্গেন নিবিদামগ্ন্যস্তাব-
 গতত্বাৎ । আহত্যধিকরণভূতমাগ্নং সোধো মহা৬ অসীতাদিভিনিবিদাকৈরগ্নেয়ংসাহজজননায়
 তৎপুণা আবোন্ততে । অতএব নিৰ্ধচনমেবং শ্রুয়তে—“নিবিদিনিবদয়ন । তস্মিনবিদাং
 নিবিস্বম্ ।” ইতি নমু সমাগিধ্যতেহগ্নিধ্যতিগ্ৰগ্ৰতিস্তাঃ সামিধেজ্ঞ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তা অপ্যত্র
 জলধারোণাগ্যার্থা এবোতি চেৎ । তবতু নাম । নৈতাবতা পরম্পরমজ্ঞাদিভাবঃ । নমু
 বিচ্ছিন্নতাং সামিধেনীপ্রকরণং, নিবিসংজ্ঞকেনোপবীতত্ব নিবিদস্বত্বা ইতি চেৎ । পূৰ্ণোক্ত-
 রাহুবাক্যোনিবিদামশ্রবণেন প্রকরণস্তাবাৎ । সস্মিধিনা তদজ্ঞত্বমিতি চেৎ । কাম্যাসামি-
 ধেনাভিষ্ঠাবহিতত্বাৎ । ন চ কাম্যাসামিধেজ্ঞত্বা শক্নোয়া, সস্মিধিতঃ প্রকরণত্ব প্রবলত্বাৎ ।
 তস্মাদিহ প্রবাজ্ঞাত্যভাবান্নতাপ্রকরণেন দৰ্শপূৰ্ণমাসাদমুপবীতম্ ।

(চাক্ষল্যনিবন্ধন চিত্তবৃত্তি-সমূহ অনন্তের সহিত মিলনের বাধক হয় । সেইজন্য অন্তরাত্মা আত্মাকে উদ্বোধিত করেন । প্রার্থনা এই যে—হৃদয়ে সদ্ভাব সজ্জাত হইলে অসদ্ভাবও সদ্ভাবে পরিণত হয়) ।

৩। হে মনোবৃত্তি ! তুমি সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী এবং পর্বতবদ্ভূত বলিয়া অবিচলিত হও ; (খ) অতএব হৃদয়স্থিত সদবৃত্তির স্তম্ভনকারী প্রতিবন্ধক-সমূহ তোমাকে পরিত্যাগ করুক ।

৪। হে আমার মনোবৃত্তি ! তুমি সদবুদ্ধিদাত্রী হও ; (খ) অনন্ত-শক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি তোমাকে পর্বতের ন্যায় দৃঢ় (অচঞ্চল ও সদ্ভাব-সম্পন্ন) বলিয়া জানুন অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন !

৫। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হে হবি ! সকলের প্রসবিতা জ্ঞানপ্রদ দীপ্তিমান্ মঈধ্ব্যশালী ভগবানের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বৰ্য্যস্থানীয় ভবব্যাপিনিবারক অশ্বিদ্বয়ের বাহু-যুগলবৎ মনে করিয়া, এবং আপনার করযুগলকে দেবগণের হবিভাগপরক পুষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগলের ও করদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে (অর্থাৎ ভগবত্বদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হবিরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিস্বধাকে) ভগবৎকার্য্যে সম্যকপ্রকারে নিয়োজিত করিতেছি । (খ) হে মন ! তুমি সকলের প্রীতিকারক হও ; অতএব, (আমাদিগের অন্তরে) সমস্ত দেব-ভাবকে প্রীণন অর্থাৎ প্রেরণ কর ।

৬। হে মন ! তোমাকে আমার প্রাণবায়ু-সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘজীবন-কামনায় সংযত করিতেছি ; (খ) হে মন ! তোমাকে আমার অপানবায়ু সংরক্ষণের নিমিত্ত (অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি-পরিহারের জন্য) সংযত করিতেছি ; (গ) হে মন ! তোমাকে আমার ব্যানবায়ু সংরক্ষণের (শারীরবলরক্ষার্থ) নিমিত্ত সংযত করিতেছি !

৭। হে মন ! ইহ-সংসারে ভগবানের প্রীতিহেতুভূত সম্পাদনযোগ্য অশেষ সংকর্শ্ম আছে জানিয়া আয়ুর্বৃদ্ধির (অথবা ভগবানের পরিতৃপ্তির) নিমিত্ত তোমাকে সংযত করিতেছি । (বহুবিধ সংকর্শ্ম সাধনার জন্যই মনুষ্য জীবন লাভ । হৃদীর্ঘ আয়ুঃ ব্যতীত সে সকল সংকর্শ্ম সাধিত হইতে পারে না । যোগসাধনাই আয়ুর্বৃদ্ধির একমাত্র উপায় । অসদবৃত্তিসমূহ আয়ুঃ-হানিকারক । অতএব, মস্ত্রের শেষাংশে (অষ্টম মস্ত্রে) তাহাদিগকে

সম্বোধন করা হইতেছে ।) অথবা, হে মন ! অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবানের প্রীতিহেতুভূত কৰ্ম সম্পাদন করিয়া সদাকাল তাঁহার সন্তোষ-বিধানান্তর আয়ুর্ক্বক্ষির অথবা স্তম্ভবর্দ্ধনের নিমিত্ত তোমাকে সংযতভাবে নিয়োজিত করিতেছি । (মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক । ভাব এই যে,—হে মন ! ভগবানের সন্তোষবিধান করিয়া আমাদের সন্তোষবর্দ্ধন কর । তোমার দ্বারা সোঁত হইলে ভগবৎ-প্রীতিতে আমরা প্রীতি পাইব) ।

৮ । হে অসদ্রুতিসমূহ ! সেই মঙ্গলরূপ স্তবর্গহস্তবিশিষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা দ্ব্যোতমান সবিতৃদেব, তোমাদিগকে প্রতিগ্রহণ করুন ; অর্থাৎ,—আমাদিগের অন্তর হইতে তোমাদিগকে অপসারিত করুন । (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৬অনুবাক) ॥

* + *

মন্ত্রভাষ্যং (সাংখ্যাচায্যকৃতং) ।

পঞ্চমোক্ত্যবাক্যে ব্রাহ্মণ্যাত উক্ত্যঃ । অবহতানাং ৮ তৎফলানাং পেষণাং পূর্বং কপালোপধানস্ত নিম্প্রয়োজনত্বেন তত্পবানঃ পূর্বং যষ্টে পেষণমভিধীয়তে ।

১ । “অবধূতঃ রক্ষোহবধূতা অবাতয়োহদিত্যস্বগদি প্রতি স্বা পৃথিবী বেত্তু ।”—কল্পঃ—“অথ প্রোক্ষিতেষু ত্রিফলীকৃতেষু তথৈব কৃষ্ণাজিনমবধুনোহ্যপ্সগ্রীবমুদগাবৃত্যবধূতঃ রক্ষোহবধূতা অরাতয় ইতি ত্রিবৈধেনং পুরস্তাং প্রতীচীনগ্রীবমুদরলোমোপস্থগাত্যদিত্যস্বগদি প্রতি স্বা পৃথিবী বেত্তিতি” ইতি । পূর্ববদ্ব্যচষ্টে—“অবধূতঃ রক্ষোহবধূতা অরাতয় ইত্যাহ । বক্ষসায়পহৈত্যা । অদিত্যাঃ সাদীত্যাহ । ইয়ং বা অদিতিঃ । অস্তা এদৈনদ্বচং কৰোতি । প্রতি স্বা পৃথিবী বেত্তিতিয়াহ প্রতিষ্ঠিত্যা । পুরস্তাং প্রতীচীনগ্রীবমুদরলোমোপস্থগাতি মেধ্যস্বায় । তস্যাং পুরস্তাং প্রত্যক্ষঃ পশবো মেধমুপতিষ্ঠন্তে । তস্যাং প্রজা যুগংগ্রাহকাঃ । যজ্ঞো দেবেভ্যো নিলায়ত । কৃষ্ণো রূপং কৃহা । যংকৃষ্ণাজিনে হবিরদিপিনষ্টি । যজ্ঞাদেব তদযজ্ঞং প্রযুক্তে । হবিরো হৃন্দায়’ (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি । অবঘাতস্তেবাত্র পেষণস্ত বিশিষ্টবিধিঃ ॥

২ । “দিবঃ স্কন্ডনিরসি প্রতি স্বাহদিত্যস্বগেত্তু ।”—কল্পঃ—‘তস্মিন্ন দীচীনকৃষ্ণাৎ শম্যাং নিদধাতি দিবঃ স্কন্ডনিরসি প্রতি স্বাহদিত্যস্বগেত্তিতি’ ইতি । গদয়া সমানাকারো ব্যানার্দ্ধ-পরিমিতঃ কাষ্ঠবিশেষঃ শম্যা । তাং কৃষ্ণাজিনস্তোপধূদীচীনশিরস্বাং নিদধ্যাৎ । সা চ পেষণহেতোর্দূষদঃ পশ্চাত্তাগধারণেন তদ্রাগস্তোদতাং কৰোতি । হে শম্যে ত্বং দ্রালোকস্ত ধারয়িত্যসি । তস্যাং কৃষ্ণাজিনরূপায়া ভূমেত্বগিৎ স্বামতিমত্যাং । শম্যায় দ্রালোকাধার-ম্পাদয়তি—‘আবাপৃথিবী সহাহস্তাং । তে শম্যানাত্রমেকমহর্ক্যোতাৎ শম্যানাত্রমেকমহঃ । দিবঃ স্কন্ডনিরসি প্রতি স্বাহদিত্যস্বগেত্তিতিয়াহ । আবাপৃথিব্যোর্ক্যোতাৎ’ (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি । প্রজাপতিনা যষ্টে আবাপৃথিব্যৌ পূর্বং জতুকাষ্ঠবৎ পরম্পরং সংশ্লিষ্টে

অভূতাং । তে পশ্চাদেকশ্মিনিনে শম্যাপ্রমাণেন পরস্পরং বিযুক্তে অভূতাং । প্রতিদিনং তথৈতি বিবক্ষ্য বীক্ষোক্তা । তয়োঃ পুনঃ সংশ্লেষে বাগন্তাবকাশো ন স্তাৎ । ততো বিশ্লেষার্থা দিবঃ স্তন্তনিরিত্যুচ্যতে ॥

৩। “বিষণাহসি পর্কত্যা প্রতি আ দিবঃ স্তন্তনির্কেতু ১” —কল্পঃ—‘তস্তাং প্রাচীং দৃষদ-মধ্যাহতি বিষণাহসি পর্কত্যা প্রতি আ দিবঃ স্তন্তনির্কেত্বিতি’ ইতি । হে পেষণসাধনভূতে দৃষদ্রূপে স্বং পেষ্টমভিজ্ঞতয়া বিষণাহসি দৃঢ়তয়া পর্কতাবস্থানমহসি । তাদৃশীং স্বাং ছ্যালোক-ধারিকা শম্যাহতিমন্তাং । সেয়ং দৃষদৃঢ়তয়া লোকদ্বয়ধারণায় কল্পত ইত্যাহ—‘বিষণাহসি পর্কত্যা প্রতি আ দিবঃ স্তন্তনির্কেত্বিত্যাহ । ছাবাপৃথিব্যোর্কিত্যে’ (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি ।

৪। “বিষণাহসি পার্কতেয়ী প্রতি আ পর্কতির্কেতু ১” —কল্পঃ—‘দৃষদ্যপলামধ্যাহতি বিষণাহসি পার্কতেয়ী প্রতি আ পর্কতির্কেত্বিতি’ ইতি । পূর্ববৎ । পর্কতিঃ পর্কতসম্বন্ধিনী দৃষৎ । তথৈব ব্যাচষ্টে—‘বিষণাহসি পার্কতেয়ী প্রতি আ পর্কতির্কেত্বিত্যাহ । ছাবাপৃথিব্যোর্কিত্যে’ (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি ॥

৫। “দেবন্ত আ সবিতুঃ প্রসবেৎশ্বিনোর্কাহভ্যাং পৃষো হস্তাভ্যামবি বপামি ধাশ্মমসি দিহুহি দেবান্ ১” —বোধায়নঃ—‘তস্তাং পুরোডাশীয়ান্নুদ্বপতি দেবন্ত আ সবিতুঃ প্রসবেৎশ্বিনো-র্কাহভ্যাং পৃষো হস্তাভ্যাময়য়ে জুষ্টমধিবপান্যায়ীবোমান্যামন্যা অম্যা ইতি যথাদেবতমধিব-পতি ধাশ্মমসি দিহুহি দেবানিতি’ ইতি । আপস্তম্বস্ত ধাশ্মমসীতানেন সইকমন্ত্রতানামশ্রিত্যাহ—‘দেবন্ত দ্বৈতান্নুদ্বপত্যয়ে জুষ্টমধিবপানীতি যথাদেবতং দৃষতি তদ্বলানধিবপতি ত্রিযজুর্ন তৃক্ষীং চতুর্থং’ ইতি । অত্র বাক্যপূরণায় যয় ইত্যাদিকমধ্যাহ্নতমতো যথান্নাতনেনান্নং ব্যাচষ্টে—‘দেবন্ত আ সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রস্বতৈ । অশ্বিনোর্কাহভ্যামিত্যাহ । অশ্বিনো ঃ দেবানামধ্বর্য্য আস্তাং । পৃষো হস্তাভ্যামিত্যাহ যতৈ । অবিবপানীত্যাহ । যথাদেবতমে বৈনানধিবপতি’ (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি । দেবান্ প্রীগয়েতি যজ্ঞং তস্তান্নাত্ত পপত্তিঃ, আহতীরূপস্ত ধাত্তান্নদ্বৈৎপি নম্রসামর্থেন তদভিরুদ্ধিরিত্যাহ—‘ধাশ্মমসি দিহুহি দেবানিত্যাহ । এতস্ত যজুশো বীর্ঘেণ । যাবদেকা দেবতা কাময়তে যাবদেকা । তাবদাহতি প্রথতে । ন হি তদন্তি । যতাবদেব স্তাৎ । যাবজ্জুহোতি’ (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি । বীপ্সা সর্কত্বান্নগনার্থা । যদ্রব্যং যাবজ্জুহোতি তাবদেব দেবান্ প্রাপ্নুয়াৎ, তদ্র কথমিদমন্মং দেবান্ প্রীগেয়দিত্যাশঙ্ক্যত, ন তু তাবদেবেতি নিয়মোহস্তি কিং তু যাবৎকাম্যং তাবৎ প্রবর্দ্ধতে । ততঃ সম্ভবত্যেব প্রীগনং ॥

৬। “প্রাণায় স্বাহপানায় আ ব্যানায় আ ১” —বোধায়নঃ—‘পিওষতি প্রাণায় স্বাহ-পানায় আ ব্যানায় দ্বৈতি’ ইতি । আপস্তম্বঃ—‘প্রাণায় দ্বৈতি প্রাচীমুপলাং প্রোহতাপানায় দ্বৈতি প্রতীচীং ব্যানায় দ্বৈতি মধ্যদেশে ব্যবধারণতি প্রাণায় স্বাহপানায় আ ব্যানায় দ্বৈতি সন্ততং পিনষ্টি’ ইতি । উচ্চবাসনিম্বাসতৎসন্ধিগতা বৃন্তয়ঃ প্রাণাপানব্যানাঃ । অথ যঃ প্রাণা পানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যান ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । হে হবির্কৃত্তিত্রয়ং যজ্ঞমানে চিরং স্থাপয়িতুং স্বাং পিনমি । এতদেব দর্শয়তি—‘প্রাণায় স্বাহপানায় দ্বৈত্যাহ । প্রাণানেব যজ্ঞমানে দধতি’ (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি ॥

৭। ‘দীর্ঘামহু প্রসিতিমায়ুবে ধাং ।’—বোধায়নঃ—‘অথ বাহু অব্যবেক্তে দীর্ঘামহু প্রসিতি-মায়ুবে ধামিতি’ ইতি । আপত্ত্যঃ—‘প্রাচীনন্ততোহমুপ্রোহ’ ইতি । প্রসিতিঃ প্রবন্ধঃ কৰ্মসম্ভানঃ । যজ্ঞমানন্তাহ যুরভিবৃদ্ধার্থমিমাংসবিচ্ছিন্নকৰ্মসম্ভতিহেতুরুপানুপলাং ধারিতবানস্মি । তদেতদাহ—দীর্ঘামহু প্রসিতিমায়ুবে ধামিত্যাহ । আয়ুরেবাস্বিন্দধাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৬) ইতি ॥

৮। “দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্নাতু ।”—কল্পঃ—“দেবো বঃ সবিতা হিরণ্য-পাণিঃ প্রতি গৃহ্নাস্বিতী কৃষ্ণাজিনে পিষ্ঠানি প্রস্কন্দয়তি” ইতি । পূর্ববদ্যাচষ্টে—“অন্তরিক্ষাদিব বা এতানি প্রস্কন্দয়তি । যানি দৃষদঃ । দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্নাস্বিত্যাহ প্রতিষ্ঠিতৌ । হবিষোহস্কন্দায়” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৬) ইতি । পত্নীং দাসীং বা প্রতি প্রৈষমম্মুৎপাশ ব্যাচষ্টে—“অসংবপন্তী পিৎৰ্যাণী কুরুতাদিত্যাহ মেধ্যস্বায়” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৬) ইতি । তথা চ সূত্রিতং—“অসংবপন্তী পিৎৰ্যাণী কুরুতাদিতি সম্ভেষ্যতি দাসী পিনষ্টী পত্নী বাহপি বা পত্ন্যবহন্তি শূদ্রা পিনষ্টী” ইতি । হে দাসি তত্তুলেষজদব্যং কিমপ্য-প্রবেশয়ন্তী পেষণং কুরু । তানি চ পিষ্ঠানি স্কন্দয়িত্ব কুরু । তমিমং প্রৈষমধ্বৰ্য্যুঃ পঠেৎ । পিষ্টম্ স্কন্দয়ে পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞযোগ্যতা ভবতি । অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“অবেতি পূর্ববত্তত্র শমাং স্থাপয়তে দিবঃ । ধিষণা দে তথাহস্মানো দেবত্যাধিবপেক্ষবিঃ ॥ ১ ॥

প্রাণায়ৈতি ত্রিভিঃ পিষ্টা দীর্ঘেত্যন্ত উপোহতি । দেবোহজিনে স্কন্দয়েত প্রোক্তা একাদশ স্তিহ ॥ ২ ॥” ইতি ।

অথ নীমাংসা ।

যজ্ঞপাত্র বিশেষাকারেণ বিচারা বহবো নোপলভ্যন্তে তথাহপি সামান্তবিচারাঃ পূৰ্ব্বোক্তা অনুসন্ধেয়াঃ । ইষে স্বেতাত্র বাক্যপূর্তয়ে যথাহধ্যাহারশুত্থেবাধিবপানীত্যাত্রাপ্যয়ৈ জুষ্টমিত্যা-দিকমধ্যাহর্তব্যং । অব্যাহতস্ত্র চান্নান্নাতস্কেনাদম্বতাদৃহাদিষিব স্বরাগ্নপরাধো নাস্তি । কিং চ নবদ্যায়ত্র প্রথমপাদে চিহ্নিতং—“নোহ উছোহং বা ধাত্বশদো নাসঙ্গতোক্তিতঃ । উছো লক্ষণার্থস্ত্র গোপানস্যেব সম্ভতেঃ” ইতি ॥

দৃষদি পেষণায় তত্বলাবাপেহয়ং মন্ত্ৰো বিহিতঃ—ধাত্বমসি বিলুহি দেবানিতি । সোহয়ং ধাত্বশব্দোহসমবেতার্থং ক্রতে নিস্ত্বযাণং তত্বলানাং ধাত্বশব্দার্থত্বাভাব্যং । তদয়ং সবিত্রাদি-শব্দবল্লোহনীয় ইতি চেৎ । নৈবং । লক্ষণাবৃত্তা ধাত্বশব্দস্ত তত্বলপেহর্থো সমবেতত্বাৎ । যথা গাবঃ পীয়ন্ত ইত্যত্র মুখ্যবৃত্ত্যভাবেহপি নাসমবেতার্থত্বং লোকা বর্ণয়ন্তি কিং তু পয়ো লক্ষয়িত্বার্থং সমবেতমেব প্রতীযন্তি তদ্বৎ । তস্মাচ্ছাক্যানাময়নে ষট্‌ত্রিংশৎসম্বৎসরে ধাত্বশব্দ উহনীয়ঃ । তত্র হেবনান্নায়তে—সংস্থিতেহনি গৃহপতিমৃগয়াং যাতি, স তত্র যান্মৃগান্ হন্তি, তেষাং তরসা সবনীয়াঃ পুরোডাশা ভবন্তীতি । তত্র দৃষদি পেষণায় মাংসনাবপন্মাংসমসি বিলুহি দেবানিত্যেবং মন্ত্ৰমুহৎ । ন চ ধাত্বশব্দবল্লক্ষকো মৃগশব্দ উহে প্রয়োক্তব্য ইতি বাচ্যং, লক্ষণাবৃত্তেঃ প্রকৃত্যর্থিকত্বেনাতিদেশানর্হত্বাৎ । তস্মান্নাংসমিত্যেব ধাত্বশব্দস্তোহঃ ॥

অথ ব্যাকরণং ।

অবধূতমিত্যাদয়ো গতাঃ । পৰ্কতমহতীত্যস্মিন্নর্থে ছন্দোবিষয়ে তকাররহিতস্ত্র যপ্রত্যয়স্ত্র বিধানাং প্রত্যয়স্বরঃ । পার্কতেয়ীত্যত্র ভীষদ্যন্তঃ । পৰ্কতিরিত্যত্র তদহতীত্য-

স্মিন্নর্থে ছান্দস ইকারপ্রত্যয়োহপ্যদাত্তঃ । ধাত্বশব্দস্ত তিলাশিক্যমন্ত্যকাস্থ্যধাত্বকত্বারাজ্ঞ-
নমুষ্ণাণানিত্যস্তস্বরিতত্ত্বং । ধিহুহীতাত্র ‘সেহ্যপিচ্ছ’ (পা० ৩-৪-৮৭) ইতি সিপঃ স্থান
আদিষ্টস্ত হিশদস্ত পিহ্ননিষেধাৎ প্রত্যয়স্বরঃ । যতপি বিকরণপ্রত্যয়স্তোকারস্ত স্বরঃ সতি-
শিষ্টস্তথাপি ব্যত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ । প্রসিতিমিতাত্র ক্লদ্বন্দ্বরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে তদপবাদঃ ‘তাদৌ
চ নिति কৃত্যতৌ’ (পা० ৬২১৫০) তুপ্রত্যয়ব্যতিরিক্তে তকাবাদৌ নिति কৃতি প্রত্যয়ে পরতঃ
পূর্বপদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৬ অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে নষ্ঠোহনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মন্ত্যার্থ-আলোচনা ।

—: § * § :—

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্যসমূহ ব্রীহির অবধাত-মূলক ; আর এই ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্যগুলি
তণ্ডুলপেষণায়ক । ‘ব্রীহি অবধাত’ বলিতে খড়্গ হইতে ব্রীহি বা ধান ছাডান, আর
তণ্ডুলপেষণ বলিতে সেই ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করণ ব্যতিতে পারি । ‘অবধাতমূলক মন্ত্য-
সমূহের স্থায়, পেষণ-সংক্রান্ত মন্ত্য-সমূহও বিভিন্ন সামগ্রী উপলক্ষিত হইয়াছে । ‘আর উপলক্ষিত
তত্তদুভ্যো মন্ত্য প্রযুক্ত হওয়ায়, সেই সকল সামগ্রীই অনেক স্থলে মন্ত্যের সম্বোধ্য মন্ত্যে
পরিগণিত হইয়াছে । বিনিয়োগ অনুসারে, মন্ত্যে উপলক্ষিত সামগ্রী সম্পর্কে, মন্ত্য যে ভাবে
প্রযুক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি ; যথা,—

‘অবধাতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্যে শম্যাগ্রহণান্তর ‘দ্বিবিঃ সন্তনীঃ’ প্রভৃতি মন্ত্যে শম্যা স্থাপন
করিবে ; তার পর, ‘বিষগাসি’ মন্ত্যদ্বয়ে পেষণ-সাদনভূত দৃষৎ গ্রহণ করিয়া, ‘দেবস্ত ত্বা’
প্রভৃতি মন্ত্যে হবিঃ অধিবপন, ‘প্রাণায় ত্বা’ প্রভৃতি মন্ত্যত্রিতে তণ্ডুল পেষণ, ‘দীর্ঘামন্ত্য’
প্রভৃতি মন্ত্যে উপহতি এবং ‘দেবো বঃ’ প্রভৃতি মন্ত্যে সেই পিষ্ট তণ্ডুল অঞ্জলি দ্বারা
গ্রহণ-পূর্বক কৃষ্ণাজিনে স্থাপন । ফলতঃ, ধান ভানিতে হইলে যেকোন প্রক্রিয়া অবলম্বিত
হয়, মন্ত্যে সেইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতিরই আভাষ পাই ।

এইরূপে, ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্যের সম্বোধ্য হইয়াছে—শম্যা, দ্বিতীয় মন্ত্যের সম্বোধ্য—
পেষণসাদনভূত দৃষৎ । তৃতীয় মন্ত্যের হবিঃপুরোডাশ, চতুর্থ মন্ত্যের হবিস্বত্বিত্রয় সম্বোধন
পদ রূপে অধ্যাহৃত হইয়াছে । পঞ্চম মন্ত্যে তণ্ডুল এবং ষষ্ঠ মন্ত্যে তণ্ডুল-পেষণকারী
দানী উপলক্ষিত । এইরূপে ভাষ্যানুসারে মন্ত্যের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যথাক্রমে তাহা
নিম্নে বিবৃত করিতেছি ; যথা,—প্রথম মন্ত্য সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মন্তব্যের আভাষ পঞ্চম
অনুবাকের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্যদ্বয়ে প্রদান করিয়াছি । এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ
নিম্নয়োজন বলিয়া মনে করি । দ্বিতীয় মন্ত্যে পাষণভূত শম্যাকে সম্বোধন করা হইয়াছে ।
মন্ত্যের প্রয়োগ বিধি এইরূপ—‘একখণ্ড কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে উত্তর শিয়ারে শম্যা স্থাপন

করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। গদার গ্রায় আকৃতিবিশিষ্ট ব্যামার্ক পরিমিত কার্ঠবিশেষ—শম্যা। সেই শম্যা দৃষতের পশ্চাভাগ ধারণ করে। দৃষৎ বলিতে ঐতার ভাব মনে আসে। দুই খণ্ড গোলাকৃতি প্রস্তরে ঐতা প্রস্তুত হয়। নিম্নভাগস্থ প্রস্তরের কেন্দ্র-স্থানে বিদ্ধ যে কার্ঠ-ফলক উপরিভাগস্থ পাষণ খণ্ডকে ধারণ করে, তাহাই শম্যা পদবাচ্য বলিয়া মনে করি। বাহা হউক, সেই শম্যা-সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে শম্যে ! তুমি দ্যলোকের ধারয়িত্রী হও। সূতরাং তুমির স্বরূপ এই কৃষ্ণাজিন তোমাকে স্বভূত বলিয়া মনে করুক। অর্থাৎ, কৃষ্ণাজিন পৃথিবীর স্বরূপ ; তুমি পৃথিবীর অস্থিস্বরূপ। তোমাদের পরস্পর মিলন হউক।’ এই মন্ত্রের সহিত একটা আখ্যানের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। তাহা এই—সৃষ্টির প্রাক্কালে পৃথিবী ও স্বর্গ জতুকার্ঠের গ্রায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল। পরে সহসা একদিন তাহারা শম্যা প্রমাণে পরস্পর বিযুক্ত হয়। তাহাদের পুনরায় সংশ্লেষে যাগের অবকাশ হয় না। তাই যাগ-নিষাদক বিগেহের নিমিত্ত ‘দিবঃ কন্তনোরসি’ প্রভৃতি মন্ত্রের সাধকতা। তৃতীয় মন্ত্র দৃষতের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ—‘হে দৃষৎ ! তুমি পেয়ণে অভিজ্ঞ, সূতরাং অতিশয় দৃঢ়। পর্কত হইতে তোমার উৎপত্তি ; সূতরাং তোমাকে পক্ষতের গ্রায় দৃঢ় বলিয়া মনে করি। তুমি দ্যলোকধারিকা এই শম্যাকে জান অর্থাৎ তোমার সহিত তাহার মিলন হউক।’ তার পর চতুর্থ মন্ত্র। এই মন্ত্রে দৃষতের উপর একখণ্ড উপল (প্রস্তরের উপর আর এক খণ্ড প্রস্তর) স্থাপন করিতে হইবে। তার পর সেই উপলকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রের মর্ম্ম—‘হে উপলখণ্ড ! তুমি পেয়ণ ব্যাপারে সমর্থ। তুমিও পর্কত হইতে উৎপন্ন, দৃষৎও পর্কত হইতে উৎপন্ন। সে তোমাকে হুহিতার গ্রায় বক্ষে গ্রহণ করুক।’ বাহা হউক, কৃষ্ণসার মুগের চক্ষের উপর একটা ঐতা প্রতিষ্ঠিত হইবার বিষয়ই এই কয়েকটা মন্ত্রে বোধগম্য হয়। ঐতা প্রতিষ্ঠাপনান্তর তণ্ডুল-পেয়ণের বিষয় পরবর্তী মন্ত্র-সমূহে পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া উপলক্ষি করি।

পঞ্চম মন্ত্রের প্রথমাংশ পূর্ববর্তী দুইটা অনুবাকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে অষ্টম পয্যন্ত মন্ত্র-সমূহের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তদনুসারে তণ্ডুলকে, পিষ্ট-তণ্ডুলকে এবং আজ্যকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র-সমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। কন্ম-পদ্ধতি অনুসারে, দৃষতের (প্রস্তর খণ্ডের) উপরে তণ্ডুল রক্ষা করিয়া পঞ্চম মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে বলা হইতেছে—‘হে তণ্ডুল ! তোমরা ধাতু হইতে উৎপন্ন ; সূতরাং দেবগণের প্রীতির কারণ হও।’ পরবর্তী মন্ত্র-সমূহ তণ্ডুলকে পেয়ণ করিবার সময় উচ্চারণের বিধি। তদনুসারে ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে তণ্ডুল ! যজ্ঞমানের প্রাণ অপান ও ব্যান বায়ু বৃদ্ধির জন্ত তোমাকে পিষ্ট করিতেছি।’ প্রাণাদির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেন,—উচ্ছ্বাস এবং নিশ্বাস এতদ্ব্যয়ের সন্ধিগত বৃদ্ধি-সমূহ প্রাণ অপান ও ব্যান নামে অভিহিত। আবার প্রাণ ও অপানের সন্ধি ব্যান,—শ্রত্যন্তরে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনুসারে অর্থ হয়,—‘হে হবিরুদ্ভিঃ ! যজ্ঞমানের চিরপ্রতিষ্ঠার জন্ত তোমাদিগকে পিষ্ট করিতেছি। সপ্তম মন্ত্রের অর্থ,—যজ্ঞমানের আয়ুরুদ্ধির জন্ত, ‘হে উপলখণ্ড, তোমাকে আমি ধারণ করিতেছি।’ আর অষ্টম মন্ত্রের অর্থ,—‘হে দাসি, তুমি তণ্ডুলকে পেয়ণ কর, যেন তাহার সহিত অথ কোনও দ্রব্য

প্রবেশ না করে।’ যজ্ঞমানের পত্নী বা দাসী তদভাবে শূদ্রকর্তৃক তণ্ডুল পেষণ করিবার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহা হউক, যে কারণে যে উদ্দেশ্যেই মন্ত্রের প্রয়োগ প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রের মৰ্মার্থ বিষয়ে আমাদের মত সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। আমাদের মৰ্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। অল্পবাক্যের প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এবং মন্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিম্নয়োজন। দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—দৃষণ্য নহে; আমরা মনে করি, ঐ মন্ত্রে মনকে অথবা অসদবৃত্তিসমূহকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মন্ত্রে ‘অদিত্যাস্তথৈতু’ বাক্য আছে। ঐ পদে কৃষ্ণাজিনকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই পৃথিবীর ত্বক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণাজিনকে পৃথিবীর ত্বক বা অনন্তের ত্বক বলিয়া অভিহিত করার কি ইষ্ট সংসর্গিত হইতে পারে? বিবিধ পদ্ধতিতে এই মন্ত্রের অর্থ নিদর্শিত হইতে পারে। প্রথম অসদবৃত্তি পক্ষে। তাহারাই যে সদবৃত্তির বাধক বা স্তম্ভনকারী, তাহা বলা যায়। আবার মনে পক্ষে, মনোবৃত্তিসমূহকে জ্ঞানের বাধক জানিয়া তাহাকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। শম্যা বা বাতীর খিল ছ্যালোককে কিরূপে ধারণ করিবে অথবা স্তম্ভিত করিবে? ইহাতে কোনও স্তম্ভ ভাব জোতানা করে বলিয়া মনে হয় না। সংকল্পপ্রভাবে মানুষ দেবগণকেও স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হয়—এখানে এই ভাবই জোতানা করে বলিয়া মনে করি। আবার মনেই দেবভাবের ধারক ও পোষক। সুতরাং মনকে বলা হইতেছে,—‘তোমার এমন সামর্থ্য যে, দেবভাবসমূহ তোমাতেই অবস্থিত করে; অসম্ভাবও তোমাতেই অবস্থিত। তুমি যদি সম্যক ব্যবস্থিত হও; অসংসর্গ হইতে পারে। এমনই আশ্চর্য্য শক্তি তোমার! সংসঙ্গে অসংসর্গে সম্ভাবাপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তো শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে! অতএব মন! তুমি সম্ভাবসম্পন্ন ভগবৎপরায়ণ হও। ভগবানের অনুগ্রহ অবশ্যই লাভ করিতে পারিবে। তৃতীয় মন্ত্রে ‘ধিষণা’ ও ‘পর্কত্যা’ এই দুই শব্দের সহিত ‘অসি’ ক্রিয়াপদের সমাবেশ হওয়ায় মনোবৃত্তিকে সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী ও পর্কতবদ্ভূত হইতে বলা হইয়াছে। ভাষ্যমতে ঐ মন্ত্রে প্রস্তরখণ্ডকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তরখণ্ডের উদ্দেশ্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ায় মন্ত্রে কি উচ্চভাব সূচিত হয়, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্য—উপলখণ্ড। উপলখণ্ডই বা কি ইষ্ট-সাধনে সমর্থ! ‘ধিষণা’ পদে ভাষ্যকার ‘ধারিকা’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থও অতি দূর অঘরে কল্পিত হয়। আমরা তাই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—‘সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী।’ প্রস্তরখণ্ডকে কি করিয়া সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী বলিতে পারি? প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে মনশ্চাক্ষুর্ষ্য অবশ্যস্তাবী। মনকে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে বলিয়া, মনোবৃত্তিকে সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী বলিয়া, উপসংহারে খ্যাপন করা হইয়াছে,—‘সংকল্প-সম্পাদনে তোমার দৃঢ়তা এমন অবিচঞ্চল হউক; যেন অনন্তশক্তিশালিনী পরাপ্রকৃতিও তাহা অনুভব করিতে পারেন; সেই দৃঢ়তার দ্বারা বাহাতে তুমি তাঁহাকে পর্য্যবসার করিতে পার, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হও।

পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহে যোগসাধনার এক মহান্ উপদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ত্রের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা, চতুর্থ অনুবাকের সপ্তম মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় অংশে মনকে সঞ্চোধন করিয়া বলা হইতেছে,—‘মন ! তুমি ভগবৎপ্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হও। সকল দেবতাব তোমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকুক।’ সেই দেবতাব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কি প্রকারে চিত্ত ভগবানের প্রীতিসাধনে প্রযুক্ত হইতে সমর্থ হয়, পরবর্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহারই ব্যঞ্জনা আছে।

যোগ বলিতে কি বুঝি ? ‘যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ’। চিন্তবৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ। বায়ুনিরোধই চিন্তবৃত্তির প্রধান উপায়। ষষ্ঠ মন্ত্রের তাই প্রথম উপদেশ—প্রাণবায়ুর সংযম-সাধন। জীবনীশক্তি যাহাতে অপচয়িত না হয়, এ মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। কত দিক হইতে কত প্রকারে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে—জীবনীশক্তি ক্ষয় পাইতেছে ? প্রাণবায়ু সংরক্ষণ-পক্ষে সংযম অবলম্বন—সেই ক্ষয় বা অপচয় নিবারণের উপায়। এ বিষয়ের গুচ্ছানুগুচ্ছ আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নহে। যোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, সে সকল বিষয় আপনিই অধিগত হইয়া আসে। ব্যান ও অপান বায়ু সংযমের বিরূতি-প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ব্যান-বায়ু সংযত করিবার উদ্দেশ্য—শারীরিক শক্তির অপচয়-নিবারণ। কত প্রকারে দৈহিক চাকলা—ইঞ্জিয়াদির বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা—নিত্য নিত্য মাহুষের সেই শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে ! সে অপচয় নিবারণ করিতে না পারিলে, মাহুষ, তুমি কয় দিন বাঁচিবে ? অপান বায়ু নিরুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য—ব্যাধি-নিবারণ। উৎসৃজন হেতু যে বায়ুর দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তাহাই অপান বায়ু। অপানবায়ু নিম্নগামী। সে বায়ু ত্যাগ করিতে না পারিলে উদরস্তম্ভনজনিত বিবিধ পীড়ার উদয় হয়। তাই ত্রিবিধ বায়ু নিরোধের উপদেশ মন্ত্রে প্রদান করা হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমঃ—ত্রিগুণের সাম্য-সাধন সকল অবস্থায়ই বিশেষ প্রয়োজন। এখানে এ মন্ত্রে সেই ত্রিগুণ-সাম্য-সাধনও লক্ষ্যীভূত বলিয়া মনে হয়।

সপ্তম মন্ত্রে এ বিষয়টা অধিকতর বিশদীকৃত হইয়াছে। মাহুষ বুঝিতে চায়—সে সংযমের উদ্দেশ্য কি ? প্রথম উদ্দেশ্য—আয়ুর্কৃদ্ধি। কি জন্ত আয়ুঃ বৃদ্ধির প্রয়োজন ? সংসারে অশেষ-বিধ সংকর্ষ আছে। তৎসমূহ সংসাধনের জন্তই তোমার আয়ুর্কৃদ্ধির প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যদি সংযম-সাধনা অভ্যাস কর, তোমার আয়ুর্কৃদ্ধি অবশ্যস্তাবী। মন্ত্রের প্রথমার্শে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্র তার পর বলিতেছে,—‘সে পথে কি বিঘ্ন বিদ্যমান আছে ! তোমার অসদ্বৃত্তি-সমূহই সে পথের দারুণ অন্তরায়। তাই শেষ বা তষ্টম মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—‘ভগবান যেন অসদ্বৃত্তি-সমূহকে অন্তর হইতে অপসারিত করেন।’

অন্ত ভাবে সপ্তম মন্ত্রে চরম প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। আমার মন যেন সকল সংকর্ষে—ভগবানের প্রীতিসাধক সংকর্ষে নিয়োজিত হয়,—এরূপ বাক্যে কি বুঝি ? বুঝিতে পারি না কি, আমি যেন এমন কিছু অপকর্ম না করি, যাহা ভগবৎপ্রীতির অন্তরায় হয় ? পরন্তু আমার কর্ম যেন এমন হয়, যাহাতে ভগবানের সন্তোষ বিধান করিয়া আমি পরিতুষ্ট হইতে পারি। ফলতঃ, তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া তোমার সেবায় তোমার উদ্দেশ্যে বিহিত সংকর্ষে আমার প্রীতি আনুক, এ ভাবের তুলনা আছে কি ? শ্রীমদ্ভাগবতে

ব্যাসদেবের লেখনীমুখে বুঝি বা এই ভাবের কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণি দৃষ্ট হয়। আর বুঝি গীতার মধ্যে ভগবদ্বাক্যে অর্জুনের প্রতি উপদেশ ব্যপদেশে এই ভাবের কথঞ্চিৎ জোতনা আছে। শাস্ত্র-সমূহের অনন্ত বক্ষে নানা আকারে এ ভাব পরিস্ফুট বটে ; কিন্তু এ ভাবে ভাবুক হইতে পারিয়াছেন—সংসারের কয় জন ? এ ভাবের একটু প্রশ্ণুট চিত্র—শ্রীমতী শ্রীরাধা ; কিন্তু তিনি লোকাতীত—এখন আর এ লোকের নহেন—গোলোকের। ঋব-প্রহ্লাদাদি হর্ষি-পরায়ণগণ—অধুনা উপাখ্যানের আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। তবে আর কাহার আদর্শ সম্মুখে ধরিব ? কে আর কহিবে এখন—

‘তোমারি স্মৃতে,

আমারই স্মৃৎ,

তোমারি সেবায় শ্রীতি পাঠি।’

তোমারি হাসি

অমিয় রাশি

হৃদয়ে মাখিয়া স্নিগ্ধ হই।’

ফলতঃ, সর্বকর্ম তাঁহাতে সমর্পণ ;—তাঁহারই কর্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে, এই মনে করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওন ;—এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে ? ইহাই তো চরম সাধনা ! আমরা মনে করি, মন্ত্র এও এক উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রে এইরূপ উচ্চতাবই স্থচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৬ অনুবাক) ॥

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোচ্চকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । সপ্তমোহনুবাকঃ ।)

(১) ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম বচ্ছ । (২) অপায়েহগ্নিমামাদং জহি

নিজ্রব্যাদ্ সেধাহদেবযজং বহ ।

(৩) নির্দ্ব্যং রক্ষে নির্দ্ব্যং অরাতয়ো প্রবগসি পৃথিবীং দৃহাহয়দৃহ

প্রজাং দৃহ সজাতানৈষ্য যজমানায় পয়ূহি ।

(৪) ধত্ৰমশ্চরিকং দৃহ প্রাণং দৃহাপানং দৃহ সজাতানৈশ্চ

যজমানায় পযুহ ধরুণমসি দিবং দৃহ চক্ষুঃ দৃহ শ্রোত্রং

দৃহ সজাতানৈশ্চ যজমানায় পযুহ ধম্মাসি দিশো দৃহ

যোনিং দৃহ প্রজাং দৃহ সজাতানৈশ্চ যজমানায়

পযুহ চিতঃ স্ব প্রজামৈশ্চ রদ্বিমৈশ্চ

সজাতানৈশ্চ যজমানায় পযুহ ।

(৫) ভৃগুণামগ্নিরসাং তপসা তপ্যধ্বং ।

(৬) যানি ঘশ্মে কপালান্যুপচিস্বস্তি বেধসঃ । পৃথস্তান্যপি

ত্রত ইক্ষ্বায়ু বি মুঞ্চতাং ॥ ৭ ॥

* * *

শব্দ-পাঠঃ ।

(১) ঋত্বিঃ । অসি । ব্রহ্ম । যজ্ঞ । (২) অপেতি । অগ্নে । অগ্নিঃ । আহাদমিত্যম—অদম্ ।

অহি । নিরিতি । ক্রবাদমিতি ক্রব্য—অদম্ । সেধ । এতি ।

দেববজ্রমিতি দেব—বজ্রম্ । বহ । নির্দ্বমিতি ।

(৩) নিঃ দধম্ । বক্ষঃ । নিদধা ইতি নিঃ--দধাঃ । অরাতয়ঃ । এবম্ । অসি ॥

পৃথিবীম্ । দৃঢ়্হ । আয়ুঃ । দৃঢ়্হ । প্রজামিতি প্র-জাম্ । দৃঢ়্হ ॥

সম্ভাতানিতি স-জাতান্ । অগ্নেয় । যজমানায় । পরীতি । উহ ॥

(৪) যত্রম্ । অসি । অস্তরিকম্ । দৃঢ়্হ । প্রাণমিতি প্র-অম্ । দৃঢ়্হ । অপাননিত্যপ-

অনম্ । দৃঢ়্হ । সম্ভাতানিতি স-জাতান্ । অগ্নেয় । যজমানায় । পরীতি । উহ ॥

ধরুণম্ । অসি । দিবম্ । দৃঢ়্হ । চক্ষুঃ । দৃঢ়্হ । শ্রোত্রম্ । দৃঢ়্হ । সম্ভাতানিতি

স-জাতান্ । অগ্নেয় । যজমানায় । পরীতি । উহ । ধর্ম্ম । অসি । দিশঃ ॥

দৃঢ়্হ । যোনিম্ । দৃঢ়্হ । প্রজামিতি প্র-জাম্ । দৃঢ়্হ । সম্ভাতানিতি । স-

জাতান্ । অগ্নেয় । যজমানায় । পরীতি । উহ । চিতঃ । হ ॥

প্রজামিতি প্র-জাম্ । অগ্নেয় । রয়িম্ । অগ্নেয় । সম্ভাতানিতি

স-জাতান্ । অগ্নেয় । যজমানায় । পরীতি ॥ উহ ॥

(৫) ভৃগুণাম্ । অজিরসাম্ । তপসা । তপ্যধ্বম্ ॥

(৬) যানি । স্বর্ষে । কপালানি । উপচিব্বীতুপ—চিব্বন্তি । বেধসঃ । পৃথঃ । তানি ।

অনীতি । ব্রতে । ইজ্রবায়ু ইতীজ্র—বায়ু । বীতি । মুক্ততাম্ ॥ ৭ ॥

• • •

মর্শাস্ত্রসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মনঃ ! ত্বং 'ধৃষ্টিঃ' (ধর্ষণে সমর্থঃ—সর্বশক্তিগাং ইতি বাবৎ) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ ত্বং 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মং, সর্বভাবং বা) 'যচ্ছ' (প্রযচ্ছ) । অথবা হে মনঃ ! ত্বং 'ধৃষ্টিঃ' (প্রগলভং, চঞ্চলং) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ ত্বং 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে, ভগবৎকৃপা-লাভায়—তৎক্ষণীতিহেতুত্বায় কশ্মদম্পাদনায় ইতি ভাবঃ) 'যচ্ছ' (প্রবুদ্ধো ভব, যদ্বা—চাক্ষুয্যং পশ্চত্যা স্থিরঃ ভব ইতি ভাবঃ) । অথবা হে মনঃ ! ত্বং হি 'ধৃষ্টিঃ' (সর্বত্র ধারকঃ) 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ ত্বং 'যচ্ছ' (অবিচঞ্চলঃ ভব, যদ্বা—সম্ভাবং পরমধনং মোক্ষং বা প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ) ।

২। 'অয়ে' (হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব !) ত্বং 'আনাদং অয়িং' (অপকং জ্ঞান, বিজ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'অপ জহি' (বিদূরয়) ; (থ) 'ক্রবাদং' (দাহকং, রাক্ষসং, শত্রুং চ) 'নিঃ সেধ' (নিঃশেষণ বিনাশয়, দূরে পরিত্যজ ইতি যাবৎ) ; ততঃ 'দেবযজং' (দেবভাবসাধকং জ্ঞানায়িৎ ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (আনয়, সর্বতোভাবেন অশ্বাকং অন্তরদেশে উদ্ধীপিতং কুণ্ডলি ইতি ভাবঃ) ; অথবা—হে মনঃ ! 'দেবযজং' (দেবযজনরূপং, দেবভাবসাধকং জ্ঞানায়িৎ ইতি যাবৎ) 'আবহ' (আনয়, হৃদি প্রভিষ্ঠাপয়) । যদ্বা, হে অয়ে ! 'দেবযজং' (দেবভাবসাধকেন জ্ঞানান্নিরূপেণ ইতি যাবৎ) 'আ বহ' (সর্বতোভাবেন অশ্বাকং অন্তরদেশে প্রবহমানঃ ভব) । মদ্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ অত্রোদোধকশ্চ । দাহকঃ অজ্ঞানরূপো বা যঃ অয়িঃ সকা প্রত্যক্ষীভূতো ভবতি সঃ সেধনীয়ঃ । জ্ঞানায়িঃ হি সর্বসিদ্ধিদায়কঃ । অতঃ যৎপ্রভাবেন দেবভাবং উপলব্ধতি তময়িং আরাধয় ইতি ভাবঃ ।

৩। হে দেব ! তব প্রভাবেন 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, হর্ব্বাক্ষিরূপঃ অন্তঃশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'নির্দিষ্টং' (নিঃশেষণে দগ্ধং, বিনাশপ্রাপ্তং ইত্যর্থঃ) ভবতু ; অপিচ 'অরাতরঃ' (কামক্রোধাক্ষয়ঃ রিপু-শত্রবঃ ইতি ভাবঃ) 'নির্দিষ্টাঃ' (নিঃশেষণে দগ্ধাঃ, ভস্মীভূতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু । অশ্বাকং সর্বৈ শত্রবঃ সমুলেন বিনাশং যাস্ত ইতি ভাবঃ ।

(থ) হে মনঃ ! ত্বং 'প্রবৎ' (স্থিরং, একাগ্রং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ ত্বং 'পৃথিবীং' (আধারক্ষেত্রং—সদ্ব্যক্তিমূলং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'আবুঃ' (সংকর্ষসাধনক্ষমার্থং, যদ্বা—সংকর্ষশীলং পুণ্ড্রীবনং চিব্বজীবনং বা ইত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'এজাং' (লোকান্নরাগং, বিশ্বশ্রীতিং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু) ।

(গ) তদনন্তর হে মনঃ অথবা হে দেব ! 'অয়ে' (প্রবর্তমানায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনা-

কারিণে—সংকর্ষাতুষ্ঠাতৃণাং কল্যাণ-সাধনায় ইতি ভাবঃ) ‘সজাতান্’ (জন্মসহজাতাঃ বন্ধন-মূলকাঃ সংপ্রতিবন্ধকাঃ অসদবৃত্তীঃ ইতি যাবৎ) ‘পর্যূহ’ (পরিতো অভিভব, নাশয় ইত্যর্থঃ) ।

৪। (ক) হে মনঃ ! ত্বং ‘ধরুণঃ’ (ধারকং, সঙ্কভাবসংরক্ষকং) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ‘অস্তরিকং’ (অস্তরিকবৎ অনন্তং—সম্ভাবানাং সর্বব্যাপকত্বং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), তথা ‘প্রাণং’ (প্রাণশক্তিং—সংকর্ষসাধনশীলাং ইতি যাবৎ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), ‘অগ্নানং’ (চৈতন্যং—পরমাত্মানোহংশীভূতং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু) ; তদনন্তরং হে মনঃ ! ত্বং ‘অশ্নৈ’ (সংকর্ষস্ত প্রবর্তমানায়) ‘যজমানায়’ (প্রার্থনাকারিণে—অস্ত্র সাধনরতস্ত্র কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) ‘সজাতান্’ (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সংপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রুন্ ইতি যাবৎ) ‘পর্যূহ’ (অভিভব, পরিতো ছাদয়—সম্ভাবেন ইতি ভাবঃ) ।

(খ) হে মনঃ ! ত্বং ‘ধরুণঃ’ (ধারকং, সদবৃত্তিপালকং) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ত্বং ‘দিবং’ (দেবভাবং, শুদ্ধসত্ত্বং বা) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), তথা ‘চক্ষুঃ’ (দর্শনশক্তিং, সবস্তুদর্শন-সামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), তথা ‘শ্রোত্রং’ (শ্রবণশক্তিং, সদ্বাক্যশ্রবণসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু) ; ততঃ হে মনঃ ! ত্বং ‘অশ্নৈ’ (সংকর্ষস্ত্র প্রবৃত্তায়) ‘যজমানায়’ (প্রার্থনাকারিণে—অস্ত্র সাধনরতস্ত্র কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) ‘সজাতান্’ (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সংপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রুন্ ইতি যাবৎ) ‘পর্যূহ’ (অভিভব, পরিতো ছাদয়—সম্ভাবেন ইতি ভাবঃ) ।

(গ) হে মনঃ ! ত্বং ‘ধর্ম’ (প্রকাশশীলং) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ত্বং ‘দিশঃ’ (সর্বস্থ দিক্ পরিব্যাপ্তং সম্ভাবং, যদ্বা—বিশ্বব্যাপকং শুদ্ধসত্ত্বং অথবা বিশ্বহিতসাধনসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), তথা ‘যোনিং’ (সদবৃত্তিমূলং, সদবৃত্তেবোধারং বা) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), ‘প্রজাং’ (লোকাত্মুরাগং, বিশ্বপ্রীতিং ইত্যর্থঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু) ; ততঃ ‘অশ্নৈ’ (সংকর্ষস্ত্র প্রবৃত্তায়) ‘যজমানায়’ (প্রার্থনাকারিণে—অস্ত্র সাধনরতস্ত্র সংকর্ষাতুষ্ঠাতৃঃ কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) ‘সজাতান্’ (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সংপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রুন্ ইতি ভাবঃ) ‘পর্যূহ’ (পরিতো ছাদয়, সম্ভাবসঞ্চারেণ বিদ্রবয় ইত্যর্থঃ) ।

(ঘ) ‘চিতঃ’ (হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ) যুয়ং ‘হু’ (ভবণ—ভগবদনুসারিণঃ ইতি ভাবঃ) । পরং চ ‘অশ্নৈ’ (মোক্ষকামিনে) ‘প্রজাং’ (সম্ভাবমূলকং বিশ্বপ্রীতিং) প্রদেহি ইতি শেষঃ ; অশিচ ‘অশ্নৈ’ (মোক্ষকামিনে) ‘রয়িং’ (পবনধনং) প্রষচ্ছেতি শেষঃ ; কিঞ্চ ‘অশ্নৈ’ (সংকর্ষস্ত্র প্রবৃত্তায়) ‘যজমানায়’ (প্রার্থনাকারিণে—অস্ত্র সাধনরতস্ত্র কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) ‘সজাতান্’ (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সংপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রুন্ ইতি যাবৎ) ‘পর্যূহ’ (বিনাশয়, পরিতো ছাদয়—সম্ভাবেন ইতি ভাবঃ) ।

৫। হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ । যুয়ং ‘ভৃগুণাং’ (অত্যাচ্ছানাং) ‘অঙ্গিরসাং’ (জ্ঞানানাং লাভায় ইতি যাবৎ) ‘তপসা’ (সাধনাপ্রভাবেন, একাগ্রেণ) ‘তপাধ্বং’ (ভগবন্তং আরাধয়ত) । * সংকর্ষসহজাতানাং বিশিষ্টানাং জ্ঞানানাং লাভ এব ভগবৎপ্রাপ্তিকারণং ভবতি ইতি ভাবঃ ।

* ‘ভৃগুণাং’ এবং ‘অঙ্গিরসাং’ শব্দদ্বয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা সাধারণের পক্ষে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু মহার্থের পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা

৬। ‘বেধসঃ’ (মেধাবিনঃ, আত্মদর্শিনঃ ইতি ভাবঃ) ‘বর্ধে’ (প্রকাশশীলে, প্রবর্দ্ধমানে জ্ঞানার্ঘ্যে ইত্যর্থঃ) ‘যানি’ (প্রসিক্তানি) ‘কপালানি’ (অবরোধকানি, জ্ঞানাবরণানি ইত্যর্থঃ) ‘উপচিষত্তি’ (প্রক্ষিপত্তি ইতি যাবৎ) ‘ইন্দ্রবায়ু’ (প্রাণশক্তিদায়কৌ হে দেবৌ!) ‘পূকঃ’ (সম্ভাবপোষকত্ব, সম্ভাবকামিনঃ ইত্যর্থঃ) ‘ব্রত’ (ব্রতে, যাগাদিরূপে সংকর্ষে ইতি যাবৎ—আবিভূতো সন্তো ইতি ভাবঃ) ‘তানি’ (সম্ভাববরোধকানি আবরণানি ইত্যর্থঃ) ‘বিযুক্ততাং’ (অপসারয়তাং, বিযুক্তানি কুরুতাং ইতি ভাবঃ)। নম্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৭ অনুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে মন। তুমি শক্রসমূহের ধ্বংসে সমর্থ হও। অতএব তুমি পরত্রক্স (সম্ভাব) প্রদান কর। অথবা হে মন! তুমি স্বতঃই প্রগল্ভ অর্থাৎ চঞ্চল আছ; অতএব তুমি ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত তাঁহার প্রীতি-হেতুভূত কর্মসম্পাদনে প্রবুদ্ধ হও অর্থাৎ চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া স্থির হও। অথবা, হে মন! তুমি সকলের ধারক পরত্রক্সরূপ হও; অতএব তুমি সম্ভাবরূপ পরমধন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান কর।

২। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি অপক্স জ্ঞান (বিভ্রম) বিদূরিত করুন। (খ) দুষ্কাজ্ঞান অর্থাৎ পাপবুদ্ধিরূপ দহনজ্বালাপ্রদ শত্রুকে নিঃশেষ করুন। (গ) তার পর দেবভাবসাধক জ্ঞানায়িকে আনয়ন করিয়া আমাদের অন্তরে সর্বতোভাবে প্রদীপিত করুন; অথবা, হে মন! দেবভাবসাধক জ্ঞানায়িকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর; অথবা হে অগ্নিদেব! দেবভাবসাধক জ্ঞানায়িরূপে সর্বতোভাবে আপনি আমাদের অন্তরদেশে বিস্তৃত হউন। (মন্ত্রটি প্রার্থামূলক। ভাব এই যে,—দাহক বা অজ্ঞান-রূপ যে অগ্নি সদা-প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদনুসরণে বিরত হও; জ্ঞানায়িই সর্বসিদ্ধিকারক; তাহারই অনুসরণ কর)।

করিতে হইলে, ঐ পদদ্বয়ে কখনই ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ধাত্বর্ধ ও শকার্থের অনুসরণে ‘ভৃগু’ শব্দে ‘অত্যাচ্চ’ এবং ‘অঙ্গিরস’ শব্দে ‘জ্ঞান’ অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। সেই অর্থই এখানে সঙ্গত। ‘তপ্যধ্বং’ ক্রিয়াপদের সার্থকতা তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। অপিচ ভৃগু ও অঙ্গির ঋষিদ্বয় ক্রান্তদর্শী হইলেও তাঁহারা মানুষ্য। মনুষ্য সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হইলে বেদমন্ত্রের পৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটে; নিতাত্ত্বও সিদ্ধ হয় না। আমরা যে অর্থ নিশ্চয় করিলাম, তাহাতে বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

৩। (ক) হে দেব! আপনার প্রভাবে দুর্ব্বাক্ষিরূপ অন্তঃশত্রু নিঃশেষে বিদগ্ধ (বিনাশপ্রাপ্ত) হউক; অপিচ, কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রু নিঃশেষে দগ্ধ (ভস্মীভূত) হউক। (ভাবার্থ এই যে—আমাদের সকল শত্রু নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হউক)।

(খ) হে মন! তুমি স্থির একাগ্র হও। সদ্রুতিমূল অধারক্ষেত্রকে দৃঢ় কর, সংকর্ষসাধন-সামর্থ্যকে অথবা সংকর্ষশীল পূর্ণজীবনকে রক্ষা কর, এবং লোকানুরাগ বা বিশ্বপ্রীতি দৃঢ় (রক্ষা) কর।

(গ) তদনন্তর হে মন! অথবা হে দেব! সংকর্ষে প্রবৃত্ত প্রার্থনা-কারীর কল্যাণসাধনের নিমিত্ত তাহার জন্মসহজাত সংপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ বন্ধনমূলক অসদ্রুতি-সমূহকে অভিভূত বা অপসারিত কর।

৪। (ক) হে মন! তুমি সম্ভাবসংরক্ষক হও। অতএব অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত অর্থাৎ সম্ভাব সমূহের সর্বব্যাপিত্ব দৃঢ় কর; আর সংকর্ষ-সাধনশীল প্রাণশক্তিকে এবং পরমাত্মার অংশভূত চৈতন্যকে তোমাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর। তদনন্তর হে আমার মন! অথবা হে ভগবন্! তুমি সংকর্ষ-প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর কল্যাণকামনায় তাহার জন্ম-সহজাত সংপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ বন্ধনমূলক অসদ্রুতি-সমূহকে (সম্ভাবাদির দ্বারা) সর্বভোভাবে আবরণ অর্থাৎ বিনাশ কর।

(খ) হে মন! তুমি সদ্রুতিসমূহের ধারক ও পালক হও। অতএব তুমি শুদ্ধসত্ত্ব-দেবভাব দৃঢ় কর অর্থাৎ তোমাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত কর; সদ্ভক্তদর্শনসামর্থ্য দৃঢ় কর, সদ্ধাক্যশ্রবণসামর্থ্য দৃঢ় কর। তদনন্তর হে মন! সংকর্ষে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর কল্যাণ-কামনায় তাহার জন্মসহজাত সংপ্রতিবন্ধক বন্ধন-হেতুভূত অন্তঃশত্রুদিগকে (সম্ভাবের দ্বারা) আচ্ছাদিত কর অর্থাৎ অপসারিত কর।

(গ) হে মন! তুমি প্রকাশশীল হও। অতএব তুমি সর্বদিকে পরি-ব্যাপ্ত সম্ভাবকে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বকে বা বিশ্বহিতসাধন-সামর্থ্যকে দৃঢ় কর অর্থাৎ তোমাতে দৃঢ়-রূপে প্রতিষ্ঠিত কর; এবং সদ্রুতির মূল বা আধারকে দৃঢ় কর এবং লোকানুরাগ বা বিশ্বপ্রীতি দৃঢ় কর। তদনন্তর হে আমার মন! সংকর্ষে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর (আমার) জন্ম-

সহজাত বন্ধনমূলক সংপ্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুদিগকে (সন্তাবের দ্বারা) আচ্ছাদিত অর্থাৎ বিদূরিত কর ।

(ঘ) হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ ! তোমরা ভগবদনুসারী হও । তার পর মোক্ষকামীকে (আমাকে) সন্তাবমূলক বিশ্বপ্রীতি প্রদান কর । অপিচ, মোক্ষকামীকে (আমাকে) পরমধন প্রদান কর ; এবং সংকর্মে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর (আমার) কল্যাণের নিমিত্ত জন্মসহজাত সংপ্রতি-বন্ধক বন্ধমূলক অন্তঃশত্রুদিগকে সন্তাবের দ্বারা পরিবৃত্ত কর ।

৫ । হে চিত্তবৃত্তিনিবহ ! তোমরা অত্যুচ্চ জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত একাগ্র-তার সহিত ভগবানের আরাধনায় নিরত হও । সংকর্ম-সহজাত বিশিষ্ট-জ্ঞান-লাভই ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে ।

৬ । মেধাবী অর্থাৎ আত্মদর্শিগণ প্রকাশশীল অর্থাৎ প্রবর্ত্তমান জ্ঞানায়িতে যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানাবরণ-সমূহকে প্রক্ষিপ্ত করেন ; জ্ঞান-শক্তি-প্রজনক হে ইন্দ্র-বায়ু দেবদ্বয় ! আপনারা উভয়ে সন্তাবপোষক (অনুষ্ঠাতার) যাগাদি সংকর্মে (অবিভূত হইয়া) সেই সন্তাবাবরোধক আবরণ-সমূহকে বিমুক্ত অর্থাৎ অপসারিত করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক) ॥ (১অ—১প্র—৭অ) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

যষ্ঠাষ্ট্রবাকে পেষণমুক্তং । যন্তপানন্তরং পুরোডাশো নিষ্পাদনীয়স্তথাংপাতশ্বেষু কপালেষু পুরোডাশস্ত্র প্রগয়িতুমশক্যত্বাৎ সপ্তমে কপালোপধানমভিধীয়তে ।

১ । “ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছ ।”—কল্পঃ—‘ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছেতু্যপবেষমাদায়’ ইতি । পলাশশাখামূলে ছিন্নঃ প্রাদেশপরিমিত উপবেষঃ । হে উপবেষ ত্বমঙ্গারাগাং ধর্ষণে সমর্থোহসি । অতো ব্রহ্মশব্দোদিতং পুরোডাশরূপং দেবান্নং প্রযচ্ছ । ধৃষ্টিশব্দো বৈধ্য-জ্ঞোতনায়তোহ—‘ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছেতাহ ধৃতো’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি ॥

২ । “অপায়েহয়িমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাং সেধাহদেবযজং বহ ।”—কল্পঃ—‘অপায়েহয়ি-মামাদং জহীতি গার্হপত্যাদাহবনীয়াদ্বা প্রতাক্ষাবঙ্গারো নির্বর্ত্ত্য নিষ্ক্রব্যাং সেধেতি তয়োত্তরমুত্তরমপরমবাস্তুরদেশং বা নিরস্তাহদেবযজং বহেতি দক্ষিণামস্থাপ্য’ ইতি । হে গার্হপত্যগ্নে যোহয়িঃ শাস্ত্রীয়ং পাকমন্তরেণাহমং ত্রব্যমন্তি ন তু পাকার্থস্থাপিতস্ত্র পাকং কৰোতি তমপনয় মারয় । যশ্চ লৌকিকং মাংসমন্তি তমপি নিষেধয় । যন্ত দেবান্ যজতি তমাবহ । যথোক্তস্থান্যনয়নস্ত্র কপালোপধানার্থতাং দর্শয়ন্ প্রশংসতি—‘অপায়েহয়িমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাং সেধাহ দেবযজং বহেতাহ । য এবাহমাংক্রব্যাং তনপহত্যা । মেঘোহরৌ কপালমুপদধতি’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি ॥

৩। “নির্দগ্ধ ৮ রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতয়ো ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃঢ়াহুর্দৃঢ়ং প্রজাং দৃঢ়ং সজাতানয়ে যজমানায় পর্ঘ্যাহ।”—নির্দগ্ধ ৮ রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতয়ো ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃঢ়াহুর্দৃঢ়ং প্রজাং দৃঢ়ং সজাতানয়ে যজমানায় পর্ঘ্যাহেত্যত্যয়োঃ স্তম্ভয়োঃ স্বর্গক্রমেণ বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ—‘ধ্রুবমসীতি তন্মিথ্যামং পুরোডাশকপালমুপদধাতি নির্দগ্ধ ৮ রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতয় ইতি কপালেহঙ্কারমত্যাধায়’ ইতি। হে কপাল ত্বং দৃঢ়মন্ততঃ পৃথিব্যাদৌ দৃঢ়ী কুরু। অস্ত যজমানস্ত জাতীন্ পরিতঃ সেবকান্ কুরু। অগ্নিন্ কপালেহবহ্নিতং রক্ষো নিঃশেষেণ দধ্বং। আত্মান ক্রমেণ নির্দগ্ধমগ্নমাদৌ ব্যাচটে—‘নির্দগ্ধ ৮ রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষা ৮ স্তোত্র নির্দগ্ধতি’ (ত্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৭) ইতি। ‘কপালানামুপদধাৎ’ বিধস্তে—‘অগ্নিবত্বাপদবাতি। অগ্নিরেব লোকে ‘জ্যোতির্ধত্তে’ (ত্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৭) ইতি। যথোক্তাঙ্কারযুক্তে প্রদেগে কপালমুপদধাৎ। কপালোপর্ঘ্যাত্মাঙ্কারস্ত স্থাপনং বিধস্তে—‘অঙ্কারমবিবস্তয়তি। অস্তুরিক্ এব জ্যোতির্ধত্তে’ (ত্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৭) ইতি কপালস্তাধ উক্তং চ স্থিতাত্ম্যমঙ্গারাত্যাং লোকষয়স্ত জ্যোতিষ্যন্তে ততোহুপ্যর্কমঙ্গারস্ত স্থাপনাসংভবাদিবো জ্যোতির্ন স্থাদিতি ন শঙ্কনীয়মিত্যাহ—‘আদিত্যমেবাম্যম্লোকে জ্যোতির্ধত্তে’ (ত্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৭) ইতি এতদবৃত্তাস্তজ্ঞানং প্রশংসতি—‘জ্যোতি-
যস্তোহম্মা ইমে লোকা ভবন্তি। য এবং বেদ’ (ত্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৭) ইতি ॥

৪। “ধত্রমন্তস্তুরিকং দৃঢ়ং প্রাণং দৃঢ়ং হাপানং দৃঢ়ং সজাতানয়ে যজমানায় পর্ঘ্যাহ ধরণমসি দিবং দৃঢ়ং চক্ষুর্দৃঢ়ং শ্রোত্রং দৃঢ়ং সজাতানয়ে যজমানায় পর্ঘ্যাহ ধর্মাসি দিশো দৃঢ়ং ঘোনিং দৃঢ়ং প্রজাং দৃঢ়ং সজাতানয়ে যজমানায় পর্ঘ্যাহ চিতঃ স্ব প্রজামনৈ রয়িমনৈ সজাতানয়ে যজমানায় পর্ঘ্যাহ।”—বোধায়নঃ—‘অথ পূর্ক্সাধিমুপদধাতি ধত্রমন্তস্তুরিকং দৃঢ়ং প্রাণং দৃঢ়ং হাপানং দৃঢ়ং সজাতানয়ে যজমানায় পর্ঘ্যাহেত্যথ পরাধিমুপদধাতি ধরণমসি দিবং দৃঢ়ং চক্ষুর্দৃঢ়ং শ্রোত্রং দৃঢ়ং সজাতানয়ে যজমানায় পর্ঘ্যাহেত্যথ দক্ষিণাধিমুপদধাতি ধর্মাসি দিশো দৃঢ়ং ঘোনিং দৃঢ়ং প্রজাং দৃঢ়ং সজাতানয়ে যজমানায় পর্ঘ্যাহেত্যথ পূর্ক্সাধিমুপ-
দধাতি চিতঃ স্ব প্রজামনৈ রয়িমনৈ সজাতানয়ে যজমানায় পর্ঘ্যাহেতি’ ইতি। আপত্ত্যঃ—
‘ধত্রমসীতি পূর্ক্সং দ্বিতীয়ং স ৮ স্তম্ভং ধরণমসীতি পূর্ক্সং তৃতীয়মিতি ধর্মাসীতি সপ্তমং চিতঃ
হেত্যাষ্টমং’ ইতি।

তত্র ধত্রমন্তস্তুরিকশকা ধারকত্বং ত্রবস্তো দৃঢ়ত্বং লক্ষয়ন্তি। হেইষ্টমকপাল ত্বমুপাচিত-
রূপোহসি। ততো যজমানস্ত প্রজাদিকং পরিতঃ সম্পাদয়। প্রজাদেঃ প্রত্যেকমুপচর-
বিবক্ষয়া পৃথগাক্যত্বং স্তোত্রয়িতুমস্মা ইতি পদস্তাহবৃত্তিঃ। চিতঃ হেতি বহুবচনমাদরার্থং।
ক্রমেণ মন্ত্রায়াস্টে—‘ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃঢ়ং হেত্যাহ। পৃথিবীমৈবতেন দৃঢ়ং হতি। ধত্রমন্ত-
রিকং দৃঢ়ং হেত্যাহ। অস্তুরিকমৈবতেন দৃঢ়ং হতি। ধরণমসি দিবং দৃঢ়ং হেত্যাহ। দিবমৈব-
তেন দৃঢ়ং হতি। ধর্মাসি দিশো দৃঢ়ং হেত্যাহ। দিশ এবৈতেন দৃঢ়ং হতি’ (ত্রা. কা. ৩
প্র. ২ অ. ৭) ইতি। উপসংহরতি—‘ইমানৈবৈতলে। কান্ দৃঢ়ং হতি’ (ত্রা. কা. ৩
প্র. ২ অ. ৭) ইতি। এতদ্বেনং প্রশংসতি—‘দৃঢ়ং হেত্বম্মা ইমে লোকাঃ প্রজয়া
পশুতিঃ। য এবং বেদ’ (ত্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৭) ইতি। সর্বত্র বিধেয়ার্থং

কেনাপি প্রকারেণ স্বা স্বাক্ষাংপাদনীয়েতি ব্যাংপাদয়িতুং কপালোপধানং বহুধা স্তোতি ।
তদ্ব্যয়মেকঃ প্রকারঃ—“ত্রীণ্যগ্রে কপালাহ্মপদধাতি । ত্রয় ইমে লোকাঃ । এবাং লোকা-
নামাষ্টো” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি । মধ্যমপূর্বাপরকপালগতং ত্রিষ্মপি
প্রশস্তং । অথাপরঃ প্রকারঃ—“একমগ্রে কপালমুপদধাতি । একং বা অগ্রে কপালং
পূৰ্ব্বস্ত সন্তবতি । অথ বে । অথ ত্রীণি । অথ চত্বারি । অথাষ্টো । তস্মাদষ্টকপালং
পূৰ্ব্বস্ত শিরঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি । প্রথমং ধ্রুবমসীতোকং কপালমুপ-
দীয়তে । ততো ধর্মসীত্যানেন সহ বে । ধরুণমসীত্যানেন সহ ত্রীণি । ধর্মসীত্যানেন
সহ চত্বারি । ততঃ কেবাংচিন্মতে চিতঃ স্বেতানেনৈবোপারিতনানি চত্বারীত্যষ্টো ভবন্তি ।
পূৰ্ব্বস্তাপি গর্ভে প্রথমং শিরোরূপমথতং কপালমুৎপত্ততে । পশ্চাৎ ক্রমেণ রেখাভিরষ্টধা
ভিত্ততে । কপালেবু সংখ্যাং স্বা স্বা তহপদানং স্তোতি—‘যদেবং কপালাহ্মপদধাতি । যজ্ঞো
বৈ প্রজাপতিঃ । যজ্ঞমেব প্রজাপতিঃ স চ স্মরোতি । আত্মানমেব তৎসং স্মরোতি । তৎ
সংস্কৃতমাত্মানং । অমুস্মিল্লোকৈহুপরেতি’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি । উপধানেন
কপালেবু সংস্কৃতেষু তদ্বারা তৎসাধ্যো যাগঃ সংস্ক্রিয়তে । যজ্ঞধারা তৎপ্রঃ প্রজাপতেঃ
সংস্কারঃ । তেন কপালযজ্ঞপ্রজাপতিসংস্কারেণ তেবাং সংস্কৃতস্বাদ্যজমানঃ স্বয়ং সংস্কৃতো
ভবতি । তং চ সংস্কৃতং স্বর্গে লোকে গচ্ছন্তমহু ফলদানায় যজ্ঞঃ প্রজাপতিরূপধারী কশিদ্বেবো
গচ্ছতি । অপরঃ প্রকারঃ—“যদষ্টাবুপদধাতি । গায়ত্রীয়া তৎসম্মিতং । যদ্বব । ত্রিবৃত্তা তৎ ।
যদশ । বিরাজা তৎ । যদেকাদশ । ত্রিভা তৎ । যদাদশ । জগত্যা তৎ । ছন্দঃ-
সম্মিতানি স উপদধৎ কপালানি । ইমাল্লোকানমুপূর্কং দিশো বিধৃত্য দৃষ্টুং ইতি । অথাহুঃ
প্রাণান্ প্রজাং পশুন যজ্ঞানেন দধাতি । সজাতানস্মা অভিতো বহুলানু করোতি” (ব্রা०
কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি । ত্রিবৃচ্ছদঃ স্তোনবাচী । স চ স্তোন উপাঠ্যে গায়তা নর
ইত্যাদ্যুভিনবভিঃ সম্পত্ততে । ছন্দঃশব্দঃ স্তোনমুপাণয়করতি । গায়ত্রীবিরাটুত্রিষ্টুভজ-
গতীনাং চাষ্টস্বাক্ষরসংখ্যা প্রসিদ্ধা । তথা সংখ্যা ছন্দঃসাদৃশ্যং । নবজাহগ্নেয়ত্যাষ্টো
কপালাহ্মদ্বীষোদীয়ন্ত চৈকাদশ ন তু নবাবিসংখ্যা লভ্যত ইতি চেদ্বাৎ । তথাপি
সংখ্যাহতত্র বিদ্যমানা প্রদক্ষাদিহ স্তৃয়তে । ত্রয়োদশাদিসংখ্যা ন কাপ্যন্ত । একাদিকা
সপ্তপর্যন্তা সংখ্যাহতক্রান্তীতি চেদ্বাহি তস্তা অপ্যনেন ছায়েন স্ততিরুয়েত । ঈদৃশানি
কপালাহ্মপদধানোহধ্বর্গ্যরুক্রমেণ পৃথিব্যাদিলোকান্ প্রাগাদিশিষ্ট দৃষ্টী করোতি । লোক-
বুদ্ধ্যা কপালানাং স্থাপিতত্বাৎ । অত ইদমুপধানং লোকবৃষ্টো ভবতি । কিং চাহুয়াদীন
ভাতৃপুত্রাংশ্চ যজ্ঞমামে সম্পাদিতবান্ ভবতি । ক্রমপ্রাপ্তে যয়ে স্পষ্টার্থঃ দর্শয়তি—“চিতঃ
হেত্যাহ । যথায়জুরৈবৈতৎ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি ॥

৫। “ভৃগুগামসিরসাং তপসা তপ্যধ্বমিতি
বেদেন কপালোপধানম্ভূত” ইতি । হে কপালানি দেবতাতপোরাপেণানোদিতা তপ্তানি
ভবত । ইমমেবার্থঃ দর্শয়তি—ভৃগুগামসিরসাং তপসা তপ্যধ্বমিত্যাহ । দেবতানামেবৈনানি
তপসা তপতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি ॥

৬। “নানি বশ্য কপালাহ্মপচিষ্মিতি বেদনঃ । পুণ্ড্রাশ্চি ত্রি ইদ্রবাবু বি মুক্তত্যা”

ইতি । অয়ং মন্থে যজ্ঞপি যাগসমাপ্তৌ পঠনীয়ন্তথাহপি কপালপ্রসঙ্গাদিহাহাতঃ । তদ্বিনিয়োগঃ
 সূত্রে দর্শিতঃ—“যানি ঘর্ষে কপালানীতি চতুস্পদয়চ্চা কপালানি বিমুচ্য সংখ্যায়োষাসয়তি
 সস্তিষ্ঠেতে দর্শপূর্ণমাসৌ” ইতি । অধ্বৰ্য্যুরূপা বেধসো যানি ঘর্ষে কপালাত্মাদীপ্তে বহৌ
 ঐবমসীত্যাদিমন্ত্রৈরুপস্থাপিতবস্তুঃ । পূজার্থং বহুবচনং । তাদৃশাত্মপি কপালানি বিমোক্তুং
 সমর্থাবিস্ত্রবায়ু পোষকস্ত যজমানস্ত যাগরূপে ত্রতে সমাপ্তে সতি বিমুক্ততাম্ । অনেকাণ-
 বিশিষ্টং বিমোকং বিধত্তে—“তামি ততঃ সৗস্থিতে । যানি ঘর্ষে কপালাভ্যুপচিষন্তি বেধস
 ইতি চতুস্পদয়চ্চা বিমুক্তি । চতুস্পদঃ পশবঃ । পশুশ্বেবোপরিষ্ঠাৎ প্রতিতিষ্ঠতি” (ব্রা. কা.
 ৩ প্র. ২ অ. ১৭) ইতি ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“ধৃষ্টিবাদায়োপবেষমপাঙ্গারৌ বিযোজয়েৎ ।
 নিজ্ঞাপসারয়েদেকমা দেবাত্মং তু শোষয়েৎ ॥ ১ ॥ ঐবং কপালমাধায় নির্দাঙ্গারং তথো পরি ।
 ধত্রং দ্বিতীয়ং ধরুণং তৃতীয়ং ধন্য সপ্তমম্ ॥ ২ ॥ চিতোহষ্টমং ভৃগু তেযু সর্কেষঙ্গারোপণম্ ।
 যানি স্বকালে সম্প্রাপ্তে কপালানি বিমুক্তি ॥ অনুবাকৈ সপ্তমেহান্নন্নু ভাদশ-
 মন্ত্রকাঃ ॥ ৩ ॥” ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

চতুর্থাধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিহ্নিতম্—“শ্রপণং তুষাপশচ কপালস্ত প্রযোজকৌ । উত
 শ্রপণেনবাহন্তো বাপার্থাতৃতীয়য়া ॥ পুরোডাশকপালেতি নাম্না স্তাচ্চপণার্থতা । প্রযুক্তস্ত
 প্রযুক্তিনো তস্ত বাপে প্রসজ্জনম্” ইতি ॥ কপালেযু শ্রপণতীতি শ্রপণং পুরোডাশস্ত শ্রুতং ।
 তথা পুরোডাশকপালেন তুষান্নপবপতীতি কপালে তুষধারণং শ্রুতং । তে চ তুষাঃ সকপালা
 রক্ষসাং ভাগোহসীতি মন্থেণ কৃষ্ণাজিনস্তাদস্তাদবস্থাপনীয়াঃ । তত্র শ্রপণং যথা কপাল-
 সম্পাদনস্ত প্রযোজকং তথা তুষবাপোহপি প্রযোজকঃ । একহায়ত্তেতি তৃতীয়য়া যথা গোঃ
 ক্রমার্থত্বং তথা কপালেনেতি তৃতীয়য়া কপালস্ত তুষবাপার্থত্বাবগমাদিতি চেদ্রৈবং । নাত্র
 কপালমাত্রস্ত তুষোপবাপসাধনত্বং শ্রুতং কিং তর্হি যৎকপালং পুরোডাশশ্রপণায়োপাত্তমাসাদিতং
 চ তস্মৈব কপালস্ত সাধনত্বং । এতচ্চ পুরোডাশকপালেনেতি সবিশেষণনাম্না তদ্বিধানাদব-
 গম্যতে । তথা সতি প্রথমং শ্রপণেন কপালং প্রযুক্ত্যতে । ন চ প্রযুক্তস্ত পুনস্তুষবাপেন
 প্রযুক্তিঃ সম্ভবতি । তস্মাচ্চপণেনৈব প্রযুক্তং কপালং তুষোপবাপেহপি প্রসঙ্গাৎ
 সিধ্যতি । ঐদৃশমেবাস্তত্বং তৃতীয়াশ্রুত্যা বোধ্যতে ॥

অথ ব্যাকরণং ।

ধৃষ্টিপদঃ ক্রিন্ প্রত্যয়াস্তবাদ্যাদ্যাত্তঃ । অমাচ্ছন্দে কৃত্বস্বরঃ । তথৈব দেবযজ্ঞশবঃ ।
 নির্দগ্নমিতি প্রত্যুষ্টবৎ । সজাতানিত্যত্র সমানং জাতং জন্ম যেষাং তে সজাতাঃ । “বা জাতে”
 (পা. ৬-২-১৭১) জাতশব্দ উত্তরপদে বহুব্রীহৌ সমাসে বিকল্পেনাস্তোদাত্তো ভবতি । ভৃগুঞ্জির-
 শব্দৌ বুবাদী । উপচিষন্তীত্যত্র যানীত্যমেন যচ্ছন্দযোগান্নিষাতাভাবঃ । বিকরণপ্রত্যয়স্বরস্ত
 সতি নিষ্টস্তাপ্যবলীয়শ্চেন “উদাত্তবণঃ” (পা. ৬-১-১৭৪) ইতি উপরিতনস্তাকারস্তোদাত্তঃ ।
 পূঙ্ ইত্যত্র “অনুদাত্তস্ত চ যত্রোদাত্তলোপঃ” (প্যা. ৬-১-১৬১) ইতি বিভক্তিরুদাত্তা ।
 ইন্দ্রবায়ু ইত্যত্র “দেবতাদ্বন্দ্বে চ” (পা. ৬-২-১৪১) ইত্যভয়পদপ্রকৃতিস্বরস্বৈ প্রাপ্তে তদগবদঃ

—“নোত্তরপদেহুদাতাদাবৃথিবীকৃদ্রপুষ্মস্বি” (পা. ৬-২-১৪২) অহুদাতাদৌ পৃথিব্যাদি-
ব্যতিরিক্ত উত্তরপদে দেবতাবৃন্দস্বরো ন ভবতি । ততঃ সমাসস্তেত্যাহুদাতাঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রাণঠিকে সপ্তমোহুবাকঃ ॥ ৭ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা । . .

সপ্তম অনুবাকে কপালোপধান মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে । পঞ্চমে ত্রীহবাত, ষষ্ঠে ততুলপেষণ এবং সপ্তমে, কপালোপধান । একে একে কেমন পর পর ততুল-প্রস্তুত-করণের প্রণালী মন্ত্রসমূহে বিবৃত রহিয়াছে ।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের যে বিনিয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই,—‘ধৃষ্টি’ প্রভৃতি মন্ত্রে উপবেশ (পলাশ-শাখামূলে ছিন্ন প্রাদেশ-পরিমিত অংশ) গ্রহণ করিয়া ‘অপায়ে’ প্রভৃতি মন্ত্রে অঙ্গার পরিত্যাগের বিধি । ‘নির্দগ্ধং’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথম কপাল অপসারিত করিয়া ‘দেবযজ্ঞং’ প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিকে স্থাপন করিবে । তার পর ‘ধ্রুবমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই কপালটী গ্রহণ করিয়া ‘নির্দগ্ধং’ প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাকে অঙ্গারের উপর স্থাপন করিবে । তদনন্তর ‘ধত্রমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিতীয় কপাল, ‘ধরুণমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় কপাল, এইরূপ ক্রমে ‘ধর্ম্মমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে সপ্তম কপাল এবং ‘চিতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে অষ্টম কপাল স্থাপন করিয়া ‘ভৃগুগাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সকল কপালের চারিদিকে অঙ্গাররোপণ বিধেয় । সর্বশেষে ‘হানি যশ্নে’ প্রভৃতি মন্ত্রে কর্ম্মসম্পাদনান্তর কপাল-সমূহ বিমোচন করিবে । বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে সপ্তম অনুবাকের দ্বাদশটি মন্ত্র ক্রিয়াকর্মে এইরূপ পদ্ধতিক্রমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

পূর্বোক্ত বিনিয়োগ ক্রমে প্রথম মন্ত্র (ধৃষ্টিরসি প্রভৃতি) ‘উপবেশ’ সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র (‘অপায়ে’ প্রভৃতি) গর্হপত্য অগ্নির সম্বোধনে, তৃতীয় মন্ত্র (‘নির্দগ্ধং’ প্রভৃতি) ‘কপাল’ সম্বোধনে, চতুর্থ মন্ত্র (‘ধৃষ্টিরসি’ প্রভৃতি) ‘অষ্টম কপাল’ সম্বোধনে, পঞ্চম মন্ত্র (‘ভৃগুগাং’ ইত্যাদি) কপালসমূহের সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকার নির্দেশ করিয়াছেন । ষষ্ঠ বা শেষ মন্ত্র ইন্দ্রবায়ু দেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত, মন্ত্র হইতেই তাহা বোধগম্য হয় ।

এ হিসাবে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিকাশন করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহার আভাস লউন । প্রথম মন্ত্রের সম্বোধন—উপবেশ । মন্ত্রের অর্থ—‘হে উপবেশ ! তুমি অঙ্গার-সমূহের ধ্বংস সমর্থ হও অতএব ব্রহ্মশব্দোদিত পুরোডাকরূপ দেবান প্রদান কর ।’ দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধন—গর্হপত্যায়ি । মন্ত্রের অর্থ—‘যে অগ্নি শাস্ত্রীয় পাকদ্রব্য ভিন্ন অমিশ্রিত অপরিপক্ক আম দ্রব্য ভক্ষণ করে অপিচ যে অগ্নি পাকার্থ স্থাপিত দ্রব্যকে পাক না করে, তাহাকে নাশ কর । এবং যে অগ্নি লৌকিক মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকেও ধ্বংস কর ।’ এই মন্ত্রে ‘আমাং’ ও ‘ক্রব্যাং’ অগ্নিধ্বয়ের দূরীকরণোদ্দেশ্যে এবং ‘দেবযজ্ঞ’ অর্থাৎ যজ্ঞীয় অগ্নি লাভ সঙ্কল্পে প্রযুক্ত হয় । ‘আমাং’ অগ্নি

বলিতে অগ্নি বা তক্ষবল প্রস্তুতকারী অগ্নিকে বুঝায়, আর ‘ঋব্যঃ’ বলিতে মাংসদাহক চিতার অগ্নিকে বুঝায়। আর ‘দেবযজ’ বলিতে যজ্ঞে বেদমন্ত্রোচ্চারণে আহুত অগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। তৃতীয় মন্ত্রে কপাল-সম্বোধন। মন্ত্রের অর্থ—‘হে কপাল! তুমি দূঢ় হও; অতএব তুমি পৃথিবীকে দূঢ় কর, গৃহ দূঢ় কর, প্রজা দূঢ় কর। অপিচ, এই যজমানদিগের জাতিদিগকে তাহাদের সেবক কর। এই কপালে অবস্থিত রক্ষোগণ নিঃশেষে দগ্ধীভূত হউক।’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কপাল অর্থাৎ মালসার নিম্নভাগ হইতে একখানি অঙ্গার গ্রহণ করিতে হয়। তার পর অঙ্গারযুক্ত প্রদেশে কপাল স্থাপন করিবার বিধি। তার পর চতুর্থ মন্ত্রের প্রথম অংশে (ধ্রুবমসি...পর্যূহ), একটা কপাল স্থাপন। মন্ত্রের অর্থ—‘হে কপাল, তোমার অন্তরিক্তভাগ যেন দূঢ় হয়। তাহাজে প্রাণ অপান প্রভৃতি দূঢ় হউক; যজমানের স্বজাতিগণ তাহার অমুগত হউক।’ এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ (ধরুণমসি...পর্যূহ) উচ্চারণ করিয়া আর একটা কপাল স্থাপন। মন্ত্রাংশের অর্থ—‘হে কপাল! তুমি পুরোডাশকে ধারণ কর। দ্রালোক দূঢ় কর, চক্ষু দূঢ় কর, শ্রোত্র দূঢ় কর, অর্থাৎ সে সকল হইতে যেন বাধা না আসে।’ মন্ত্রের তৃতীয় অংশে (ধর্ম্মাসি...পর্যূহ) আর একটা কপাল স্থাপন। মন্ত্রাংশের অর্থ—‘হে কপাল। তুমি ধর্ম্মস্বরূপ হও। দিক্-সকলকে দূঢ় করিবার জন্য তোনাকে প্রতিষ্ঠা করিলাম। তুমি যোনি দূঢ় কর, প্রজা দূঢ় কর। ইত্যাদি।’ মন্ত্রের চতুর্থ অংশে (চিতঃ...পর্যূহ) অবশিষ্ট চারিটা কপাল স্থাপন করিবে। মন্ত্রাংশের অর্থ—‘হে কপাল-চতুষ্টয়, তোমরা সকলের সহায় হও।’ ইত্যাদি। এই মন্ত্রে কিরূপে আটটা কপাল স্থাপন করিতে হয়, তাহাও তাহার আভাষ আছে। আর সেই আটটা-কপাল-স্থাপন-ব্যপদেশে বেরূপ পক্রিয়া-পদ্ধতি এবং কপাল স্থাপনের সার্থকতা ভাষ্যকার বিবৃত করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় গ্রহণ করুন। ‘ঋবমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথম কপাল, ‘ধ্রুবমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিতীয় কপাল, ‘ধরুণমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় কপাল, ‘ধর্ম্মাসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে চতুর্থ কপাল এবং ‘চিতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে অবশিষ্ট চারিটা কপাল স্থাপন করিবে। সর্বসময়ে এই অষ্টবিধ কপাল স্থাপন করিবার বিধি। যে কারণে এই অষ্টবিধ কপাল স্থাপন করিতে হয়, তাহা এই,—‘গর্ভে অবস্থান-কালে প্রথমে মানুষের শিরোরূপ একটা অগ্নি কপাল উদ্ভূত হয়। তার পর সেই কপাল রেখাদিক্রমে আটটা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। পক্ষমন্ত্র আটটা কপালের সম্বোধনই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চারিদিকে অঙ্গারাজ্জলন পূর্বক বলা হয়,—‘হে অষ্টকপাল! অঙ্গিরসের বংশীয় ভৃগুঋষির তপস্যায় দ্বারা উদ্ভাবিত অগ্নির তাপ তোমরা প্রাপ্ত হও।’ কাহারও কাহারও মতে—‘ভৃগু ঋষির পূর্বের ক্ষেত্র অগ্নির ব্যবহার অবগত ছিলেন না। তিনিই প্রথমে অগ্নির দাহিকা শক্তির বিষয় সংসারে প্রকাশ করেন। তাই মন্ত্রে তাহার নাম সন্নিবিষ্ট আছে।’ ঋত্ব বা শেষ মন্ত্র যজ্ঞশেষে পঠিত হইবার বিধি। মন্ত্রের অর্থ,—অধ্বর্গ্যরূপ মেধাবিগণ যে সকল কপালসমূহ, ‘ঋবমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রদীপ্ত অগ্নিতে স্থাপন করেন, সেই কপাল-সমূহ বিযুক্ত করিতে সমর্থ ইন্দ্রবায়ু পৌষক যজমানের বাগরূপ ব্রত সমাপ্ত হইলে বিযুক্ত করুন।’ ফলতঃ, চরুপ্রস্তুতের জন্য অগ্নিতে কপাল বা মালসা স্থাপনই যেন মন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

এখন আমরা কি শব্দের কি ভাব কি অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আভাস প্রদান করিতেছি। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,—একট মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সে ক্ষেত্রে মন্ত্রের একটা সার্বজনীন অর্থ আছে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বেই দেখাইয়াছি,—“তষিকো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততং”—অর্থাৎ এই মন্ত্রটা শাক্তের, শৈবের, বৈষ্ণবের—সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকার ইষ্ট-ক্লিয়ার ব্যবহৃত হয়। অথচ, বেদমন্ত্র বলিয়া, ঐ মন্ত্রে কেহ কোনও সাম্প্রদায়িক ভাব আমনন করেন না। বেদের সকল মন্ত্রেই আমরা সেই সাম্প্রদায়িকতা-বিহীন ভাব প্রত্যক্ষ করি। এহাতে একই মন্ত্র বিভিন্ন কার্যে প্রযুক্ত হওয়ার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিলে, সপ্তম অনুবাকের মন্ত্রগুলির বৈরূপ অর্থ সঙ্গত হয়, আমাদের মন্দ্রীমুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে তাহা বিবৃত করিয়াছি। আমরা ব্যবহারিক কার্যের বিষয় কিছু বলিতেছি না। একই মন্ত্র যে নানা সময়ে নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হয়, সে দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাট। কিন্তু মন্ত্র সর্বত্রই অভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক। এইরূপ, সপ্তম অনুবাকের মন্ত্রসমূহ যেমন ‘কপাল’ স্থাপনে প্রযুক্ত দেখি, তেমনই অপর বিবিধ কার্যেও উহাদের প্রয়োগ আছে। সুতরাং উপবেশকে বা কপালকে সন্মোচন মাত্র মন্ত্র-সমূহের লক্ষ্য নহে। উহার লক্ষ্য বিশ্বজনীন-ভাব-মূলক। মনে করুন—‘ভগবনু! রক্ষা কর’—এই একটা বাক্য। জলে ডুবিলে সন্থেরও মানুষ এই বলিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারে, আগুনে পুড়িলেও এই বলিয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিতে পারে, আবাস উপদ্রবহীন স্থান অবস্থায় মানুষ ‘ভগবান! রক্ষা কর’ বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে। এ সকল মন্ত্রেও সেই ভাব বৃদ্ধিতে হইবে। মন্ত্র-সকল নিত্য। সুতরাং উহাদের প্রয়োগ সর্বত্রই সম্ভবপর। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রকরেকটীর সন্মোচন—উপবেশ ও কপাল প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। মন্ত্র-সমূহে উপবেশকে ও কপালকে সন্মোচনের উপযোগী কোনও পদও পরিদৃষ্ট হয় না। আর তাহাদের সন্মোচনই বা কিরূপে অধ্যাক্ষত হয়, তাহাও বুঝি না। অনিষ্ট-পরিহারে ইষ্টদান-সামর্থ্য তাহাদের কি থাকিতে পারে? শক্রনাশে তাহাদের কোনও সামর্থ্যের পরিচয়ট পাই না। তাহারা জড়পদার্থ। জড়ের কি সাধ্য বে, সে অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করে? অন্তরে বিবিধ শত্রুকে বিমর্দিত করিতে হইলে, অন্তরকেই দৃঢ় করিবার প্রয়োজন হয়। একথও অঙ্গার উর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত হইলেই সেই অঙ্গার দে-বাধা-নিবারণে সমর্থ হইবে, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিতে পারি! এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, মন্ত্রসমূহের সন্মোচন—প্রধানতঃ আপনার অন্তর ও জ্ঞানরূপী অগ্নিদেব। চাক্ষুশ্য পরিহার পূর্বক চিত্ত বা মন জ্ঞাননিষ্ঠ হউক, অজ্ঞানতা দূরে থাকুক,—প্রধানতঃ ইহাই মন্ত্রসমূহের লক্ষ্য।

সপ্তম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র সেই লক্ষ্যই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যানে অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বে সাধারণ-ভাবে একটা বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাহাতে মন্ত্রের ভাব উপলব্ধির উপায় সুগম হইয়া আসিবে! আপনার মন বা অন্তর প্রায় অধিকাংশ মন্ত্রেরই লক্ষ্য। বিশেষভাবে মনের প্রাধিক্য-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য কি, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। এই প্রশ্নের সমাধান হইলেই মন্ত্রের তাৎপর্য আপনার-আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভগবান বলিয়াছেন,—‘ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চান্নি’। অর্থাৎ ‘ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে আমি মন’।

সুতরাং মনই যে সৰ্বস্বল্লাধায়, তদ্বিশেষে সন্দেহ নাই। মনকে স্থির করিতে পারিলেই, মন সংযত হইলেই সৰ্বার্থ সিদ্ধ হয়। তত্ত্বিন্ন সিদ্ধি-লাভ সুদূরপরাহত। শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ তপের উল্লেখ আছে, সে সকল তপেরই মূল—মন। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কোনও তপই সিদ্ধ হয় না। মন যদি দেব-বিজ্ঞ গুরু-জনে ভক্তিমান না হয়, মন যদি শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠানে আগ্রহান্বিত না হয়, দেহের কোনও ইন্দ্রিয়ই কিছু করিতে পারে না। শারীরিক সামর্থ্য বল—সকলই মনের অধীন। ফলতঃ, মন না চালাইলে কেহই চলিতে সমর্থ হয় না। কায়িক ও বাচিক—সকল তপেই সেই মনের প্রভাব। কাহারও ক্লেশ-প্রদ নহে, অথচ সত্য বাক্য কহিতে হইবে; শ্রুতিস্মৃথকর হইবে, অথচ হিতকর বাক্য উচ্চারণ করিতে হইবে;—মন প্রথম সংযত কাপট্যহীন না হইলে, কোনও তপস্ত্রায়ই সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মনকে সর্বপ্রথমে প্রস্তুত করিতে হইবে। মন যেন সদাই সচ্চিন্তায় সং-কথায় আবিষ্ট থাকে। মন যদি সদৃশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারে, তাহা হইলে মুক্তিপথের সকল কণ্টক আপনা-আপনিই অপসৃত হয়। সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে গমন করিয়া বা ছুরারোহ শৈল-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, কঠোর-কৃচ্ছ সাধনার কোনও প্রয়োজন হয় না;—মন যদি সংপথানুসারী থাকে। তবে মনকে সংপথে প্রধাবিত করার পক্ষে শরীরের ও বাক্যের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। তাই শরীর বাক্য ও মন—তিনটিকে ভগবান একসূত্রে গ্রাথিত করিয়াছেন। মন যেমন সংপথানুসারী হইবে, দেহ সেইরূপ সংকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে, বাক্য সেইরূপ সত্যের সেবায় রত থাকিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—যাহা কিছু সকলই মনের অধীন।

এ সকল জানিয়াও মানুষ সংপথানুসারী হইতে পারে না কেন? জন্মাবধি মানুষ সহপদে সংশিক্ষা পাইয়া আসিতেছে! পিতা, মাতা, গুরুজন—শিশুকাল হইতেই সন্তানকে সংশিক্ষা সহপদে প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সং-শিক্ষা-দান—মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মন যতই কলুষিত হউক না কেন, সং-শিক্ষা—জ্ঞানালোক সকলের হৃদয়েই এক একবার উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আবাল্য সং-শিক্ষা সহপদে লাভ করিয়াও মানুষ সংপথে প্রধাবিত হইতে পারে না!—পদে পদে পথ-ভ্রষ্ট বিপথগামী হয়; সকল সংশিক্ষা—সকল সহপদে কোথায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। কেন এমন হয়? মানুষ কেন সং-শিক্ষা—সহপদে অধিককাল স্মরণ রাখিতে পারে না? মন্ত-হস্তীর মন্তকের উপর বিবেকরূপী মাহত নিয়ত সহপদে অল্পশ উত্তোলন করিয়া আছে। তথাপি কেন মানুষ প্রতিনিয়ত বিপথগামী হইতেছে? এ অবস্থা কেবল আমাদের নহে; নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনেরও একদিন এই অবস্থা ঘটয়াছিল। তাই বড় কোভেই তিনি শ্রীভগবানকে কহিয়াছিলেন;—

“চকলং হি মনঃ ক্লম প্রমাণি বলবদ্ভ্রম্ । তত্ত্বাহং নিগ্রহং মত্তে বারোহি স্ত্রহকরং ॥”

অর্থাৎ হে ভগবন! আমি যে চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না! মন অতিশয় চকল, অতীব বলিষ্ঠ; বিবেক দ্বারা কোনরূপেই তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না! যে মন এত চকল, যে মন শরীরের নিকট বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে মন অজ্ঞেয় অনায়ত্ত; কেমন করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করি,—কেমন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন হয়? যজ্ঞ-বিহারী বায়ু-

নিরোধ যেমন অসম্ভব, মনকে আয়তাবীন করাও সেইরূপ অসম্ভব।' অর্জুনের গ্রায় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ
মাংসাহ্নি যখন চিত্ত-চাক্ষুণ্য-হেতু এতাদৃশ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আর অগ্র পেরে
কা কথা! মনের এই অবস্থার বিষয়ে শ্রীমচ্ছন্দরাচার্য্য-প্রমুখ টীকাকারগণ নানা দৃষ্টান্তের অন্তর্য্য
করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছন্দরাচার্য্য বলিয়াছেন,—‘মন কেবল চঞ্চল নয়; পরন্তু প্রমাণি। প্রমাণি
অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়-বশীভূতকারী। অপিচ বলবৎ, অর্থাৎ তাহাকে কেহ দমন করিতে পারে
না। অধিকন্তু দৃঢ় অর্থাৎ তন্তুনাগবৎ (নাগপাশের গ্রায়) আছে। নিবেদক কি করিলে ?
• ফলতঃ যে মন এমন দৃঢ়—এমন চঞ্চল, বিবেক তাহার উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব কবিতে সমর্থ
নহে।’ এইরূপ নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—‘বহু দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পাত্ৰ যেমন বিপন্ন হয়,
সাক্ষোপাঙ্গ সহ মন সেইরূপ আত্মাকে অভিভূত করে।’ শ্রীমদ্রঘুদন আবার বলিয়াছেন,—
‘আকাশে বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে। তাহাকে যেমন বোধ করা যায় না : মনের
চাক্ষুণ্যও সেইরূপ আরোধানী।’ শ্রীপরমহংস মনোপার্জিত-রোপে অধিকতর সংশয়ান্বিত হইয়া
বলিয়াছেন,—‘বোর বাত্যা প্রদাহিত হইলে কুম্ভাদি-পাত্র যদ্যো তাহার নিবোধ যেমন অসম্ভব ;
উদ্দাম চিত্তকে সংযত করাও সেইরূপ অসম্ভব।’ শ্রীঅদ্বৈতবেদ এবং শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথ মনঃসংযম
সাধনপক্ষে একেবারে হতাশাস হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ‘সদৃঢ় হোহিকে যেমন
স্বপ্ন সূচী দ্বারা বিদ্ধ কব দাবি না, অথবা দামকে যেমন মস্তির যদ্যো আবদ্ধ বাহ্য সম্ভবপ
নহে, চঞ্চল চিত্তকে তেমন স্থির বাহ্য অসম্ভব।’

অথচ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন আত্মবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। ‘প্রারব্ধ কল্মষোপগেব নিব
গৃহীত-জন্ম পুরুষের কভু ইত্যুক্ত-দগদগদেষাদি লক্ষণ চিত্তের দম্য-সমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত
হইয়া থাকে। স্তবরাং চিত্তবৃত্তি-নিরোধ না হওয়ায় মুক্তিলাভ ঘটে না।’ এবাধিধ কারণে
মুক্তি সম্বন্ধে বোর সংশয়ান্বিত হইয়া অর্জুন যখন শ্রীভগবানকে পূর্ব্বরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন,
ভগবান তখন কি উত্তর দিয়াছিলেন, সকলেবই তাহ অসম্ভাবন করা আবশ্যক। মন যে
চঞ্চল, মনকে বশীভূত করা যে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন,—

“অসংশয়ং মহাবাহো মনো হনি গ্রহং চলম্। অভ্যাসেন তু কোন্ত্যে বৈরাগ্যেন গৃহতে।

অসংযতান্মনো যোগো দৃষ্টাপ ইতি মে মতিঃ। বশ্যায়না তু যততা শক্যোহবাণ্ডু মপায়তঃ॥”
অর্থাৎ,—তুমি যে মনকে চঞ্চল বলিলে ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দেশ করিলে,
তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বিষয়-বিত্ত্বগ সহকারে তাহাকে
শাস্ত করা বাইতে পারে। তাহার চিত্ত বিষয় ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীভূত হয় নাই।
তাহার পক্ষে যোগ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল; কিন্তু তাহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি
বিহিত প্রণালীতে যত্নবান হইলে যোগলাভে সক্ষম হন।’ অর্জুনের আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে;
চঞ্চল মনকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন,—ভগবান তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু কহিলেন,—
‘অভ্যাস সহকারে আত্মসংযম করিতে হইবে। সমাধির দ্বারী ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে
বশীভূত করিতে হইবে।’ যুগ্ম হইলে—পরমার্থ-তত্ত্বের আর্থজ্ঞ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—
ফলতঃ আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রয়াসী হইলে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন গতান্তর নাই। সকল
মঙ্গলের মূল—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ।

অধিকার না করে, ততক্ষণ মনের মলিনতা তিরোহিত হয় না। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্বের উজ্জলতা সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় না, মনের মলিনতা দূর না হইলেও সেইরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং মনের মলিনতা অন্তরের কলুষতা—দূর করিতে হইলে, ছন্দয়ে দেবভাবের সঞ্চারণ করিতে হইলে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জ্ঞান ভিন্ন পরমাশ্রয়ের সন্ধান মিলে না। পথভ্রষ্ট পথিক বড়সঙ্কটাতানিপীড়নে নিপীড়িত ;—একবার যদি আশ্রয় লাভ করিতে পারে, আনন্দের সীমা থাকে কি? সংসার অরণ্যে পথভ্রষ্ট পথিক তানন্দা ; ওৎপদাবদায়ে সদা দক্ষীভূত হইতেছি আমরা ; এমন আশ্রয়-স্থান আমাদের কি আছে, যেখানে আশ্রয় লইলে সকল জ্বালায় নিবৃত্তি হয়? পরমাশ্রয় পরমেশ্বরই আমাদের সেই আশ্রয়। তাহাতে আশ্রয় লইতে পারিলে আর সংসারে গতাগতি করিতে হয় না। মনঃ-সংযমে চিত্তৈশ্বর্য-সাধনে সেই পরমাশ্রয় পরম আনন্দময় ভগবানকে লাভ করিবার পস্থানিদর্শনেই বেদ-মন্ত্র-সমূহের অবতারণা।

প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য—মন বা চিত্তবৃত্তি। পূর্বের অবতরণিকা হইতেই বুঝা যাইবে, মন অন্তরস্থ সকল শব্দকেই বিনষ্ট করিতে সমর্থ। বিবিধ ভাবে যে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা আমাদের মর্ম্মাহুসারিণী-দৃষ্টেই উপলব্ধি হইবে। ‘ব্রহ্ম’ শব্দের বিভিন্ন অর্থে সেই বিভিন্ন ভাব উপলব্ধ হয়। ভাষ্যেতে ‘ব্রহ্ম’ শব্দে ‘হর’, আবাব মিতক্কাদিত্যে ‘ব্রহ্ম’ শব্দে ‘ব্যাক্য’ ‘কন্ম’ প্রভৃতি বাক্যটির থাকে ; আবার ‘ব্রহ্ম’ শব্দে পরমব্রহ্মও উপলব্ধি হয়। তবে যে সকল অর্থেরই লক্ষ্য—এক ভিন্ন। সকলেবই লক্ষ্য—ভগবান। এই ভাবে মন্ত্রের অর্থে, আমাদের মতে, মনশ্চাক্ষুণ্য পরিহার পূর্বক ভগবৎপরায়ণ হইবার উপদেশট প্রদান করা হইয়াছে। ভগবৎ-পরায়ণতা আর কি?—সঁতত তাহার প্রীতিকর কন্ম সম্পাদন, তাহার গুণাত্মকর্ত্তন, তন্মতচিত্তে তাহার প্রতি সর্ব্বদা সমর্পণ। হ্রস্বঃ—‘শবৎ কাঁতনং বিমোঃ শ্রবৎ পাদসেবনং। তচ্চনং বন্দনং দান্তং সখ্যামানবেদনং॥’ উচ্চাই হইল ভগবৎ-কন্ম—ভগবৎ-প্রীতির মূলভূত। জ্ঞানোদয় ভিন্ন, চাক্ষুণ্য-পরিহার-ব্যতীতবেকে, সদবৃত্তির অঙ্কুরোবে কিছুই সম্ভবপর হয় না। নম্রব তাই নিগূঢ় উপদেশ—চাক্ষুণ্য পরিহার পূর্বক চিত্ত একনিষ্ট হইক, অজ্ঞানতা দূরে থাকুক,—চিত্ত ভগবানে গম্ভীর রহক।

দ্বিতীয় মন্ত্র অগ্নিদেবের সম্বোধন-মূলক। মন্ত্রের অর্থ—‘আমাত্ ও ক্রব্যাৎ অগ্নিবে পরিত্যাগ করিয়া দেবগজ অগ্নিকে আহ্বান কর।’ ভাষ্যের এ অর্থে কি ভাব উপলব্ধ হয়? এখানে অনেক কথা মনে আসিতে পারে। জ্ঞানের নানা স্তর। জ্ঞান বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। অপরিণত অপরিপক্ক যে জ্ঞান, তাহার এক ফল ; আবাব অসং-কার্য্যে প্রবৃত্ত তবুচ্ছিন্ন রূপ যে জ্ঞান, তাহার ফল আর একরূপ। ‘আমাত্’ আর ‘ক্রব্যাৎ’ পদদ্বয়ে দুই দিকের দুই জ্ঞানে লক্ষ্য আসিতেছে। প্রথমরূপ জ্ঞান একদেশ-ব্যাপক বা অসুট জ্ঞান ; দ্বিতীয়রূপ জ্ঞান—বিপরীত-মার্গাহুসারী। সুতরাং উভয়ই পরিণাম-ক্লেষণপ্রদ। প্রথম, আমাত্ জ্ঞান সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায়। আলোক দেখিয়া শিশু তাহা ধরিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু আলোকে হস্ত স্পর্শ করিলেই তাহাকে দাহজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা তাহার ‘আমাত্’ বা অপক জ্ঞান। আলোক যে

আলোক, তাহা সত্য; কিন্তু সেই আলোকই যে অগ্নিরূপে দাহকারক, সে জ্ঞান তাহার নাই। আলোককে আলোক বলিয়া - গ্রহণীয় সামগ্রী বলিয়া, সে বুঝিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার দাহিকা-শক্তির বিষয় সে কিছুই বুঝে নাই। তাই তাহার অগ্নি বা জ্ঞান—‘আমাং’। এইরূপ ‘ক্রব্যাং’ অগ্নির বা জ্ঞানের বিষয় বুঝিয়া দেখুন। দক্ষ্য বা নরহস্তা আপনার দক্ষ্যতা হত্যা কার্য সাধনের নিমিত্ত কতই বুদ্ধির চালনা করে। সে তাহার দৃষ্টজ্ঞান বা পাপবুদ্ধি। তাহাকে ক্রব্যাং অগ্নি বলা যাইতে পারে। সে অগ্নি সত্যই দেহদাহকারক। সে অগ্নি সত্যই আপনার অস্থিচৰ্ম্মনেদমাংসকে দগ্ধ করে। তার পর বুঝুন—দেবযজ অগ্নি। দেবযজ্ঞ-রূপ অগ্নি বা জ্ঞান যে পরম হিতসাধক, তাহা স্বতঃই সপ্রমাণ হয়। দেবযজ্ঞজ্ঞান দেবসম্বন্ধী জ্ঞান—সেই তো সত্য জ্ঞান! সেখানেই তো অগ্নির—প্রকৃত আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়! মন্ত্রের তাই লক্ষ্য এই যে,—‘হে আমার অন্তর। তুমি দেবসম্বন্ধি জ্ঞানই লাভের দৃঢ় প্রযত্নপর হও।’ অতঃ পরে সকল জ্ঞান—সে কেবল অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তজ্ঞান মাত্র। দেব-মনরূপ জ্ঞানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেই প্রকৃত তত্ত্ব বোধগম্য হইবে।

অতঃপর তৃতীয় মন্ত্রের বিষয় অনুবাদন করিয়া দেখুন। তাহাতে প্রতীত হইবে, পদ পর মন্ত্রগুলি সকলই পরস্পর কেমন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বন্ধনে সম্বন্ধ রহিয়াছে। - সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন ভাবই সকলের অন্তরে নিহিত। মন যদি স্থির হয়—মন যদি অচঞ্চল হয়,—প্রকৃত্যের আধার-স্থান যদি দৃঢ় অচঞ্চল হয়, তাহা হইলে গুণ-সাম্যে রিপুশত্রু আপনাই নির্মাদিত হইতে পারে। মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া, পরমায়্যায় রাস্তা করিতে পারিলে, সকল বিপদ দূরীভূত হয়। তাই মনকে দৃঢ় করিবার উদ্বোধনা। যজ্ঞমানের ‘আয়ঃ, পুত্রকলত্র ও ভূমি গৃহাদি দৃঢ় হউক, মধ্যে ভাষ্যের ভাবে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আত্মা ঐ পৃথিবী, ঐ আয়ঃ এবং ঐ প্রজা পদে ভিন্ন অর্থ উপলব্ধি করি। পরবর্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সে তাৎপর্য্য প্রকটিত হইবে। ‘সজাতান্’ পদে ভাষ্যকার ‘জাতীন্’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মতে ঐ পদে জন্মসংজ্ঞাত অন্তঃশত্রুক লক্ষ্য করে। তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ সন্ধান জাত বলিয়া ‘সজাতান্’ বলিয়া অভিহিত। জাতীও তাহাই। তাই অধুনা—‘অধুনা কেন সর্বকালেই—জ্ঞাতীগণ সংসারে পরস্পর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অন্তঃশত্রুই সদ্ভাবোন্মেষণের অন্তরায়। সদ্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রু নিনাশের প্রার্থনা তাই মন্ত্রে প্রস্তুত দেখিতে পাই। অন্তরে সদ্ভাব-সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

আমরা চতুর্থ মন্ত্র চারিটা বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রাঙ্কসারিণীতেই তাহা পরিদ্রষ্টব্য। মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটা পদ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সে পদ কয়েকটা—অন্তরিক্ষ, প্রাণ, অপান, শ্রোত্র, চক্ষু, প্রজা প্রভৃতি। প্রাণ, আত্মা, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি শক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্ত কামনা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। যেন তাহাদের অভাব হইবার উপক্রম হইয়াছে,—সে কামনায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—‘আমার প্রাণ আত্মা আয়ু শ্রোত্র চক্ষু প্রভৃতিকে দৃঢ় কর।’ এরূপ প্রার্থনার তাৎপর্য্য কি? ইহাতে মনে হয় না কি—কি যেন ছিল, এখন যেন তাহা হারাইতে বসিয়াছি; আর সেই হারানিধি পাইবার জন্ত আকুল আকাঙ্ক্ষা আসিয়াছে! যদি বল—‘আমায়

অন্তরিক্ষবৎ বিস্তৃত সদ্ভাবমূল অন্তরকে দৃঢ় কর, তাহাতে কি ভাব মনে আসে ? মনে হয় না কি,—সেই যে সরল অকপট শুদ্ধসত্ত্বভাবাধিত অন্তর আমি আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া সে আজ বক্রগতি প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে, বিবিধ কলুষ-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে !—এখানে প্রার্থনাকারী সেই সদ্ভাব পূর্ণ অন্তরের দৃঢ়তা সাধনের অর্থাৎ অন্তরকে সংসারের কলুষ-লাঞ্ছন হইতে মুক্ত করিয়া সদ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা করিতেছেন। ভগবানের সেবা-পরায়ণ হইতে হইলে, ভগবৎ-কার্যে জীবনকে বিনিয়ুক্ত করিতে হইলে, শিশুর গ্রায় সরলতা আবশ্যক ;—কুটিল মন ভগবৎ-সেবার অধিকারী নহে। এখানে তাই সরল অন্তরের প্রার্থনা দেখিতে পাই—এখানে তাই প্রার্থনার মুখে ফুটিয়াছে এক বিশ্বজনীন প্রার্থনা—কেবল আমার অন্তর সদ্ভাবে পূর্ণ হইলে হইবে না ; পরন্তু সে সদ্ভাব যেন বিশ্ববাসী সকলকে পরিপূর্ণ করে। ফলতঃ, পঞ্চমবর্ষীয় বালক সেই ঋকের যে সরলতায় সিংহ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল ; ভগবৎ-প্রাপ্তিমূলক সারল্য সেইরূপই হওয়া চাই। ‘আমার অন্তরিক্ষ দৃঢ় হউক’—বাক্যে তাৎপর্য্য তাই মনে হয়,—‘আমি যেন সরল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের সেবায় আত্ম নিয়োগ করি ;—আমি যেন বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইয়া বিশ্বকে প্রেমবন্তায় ভাসাইয়া দেই।’

মনে আবার বলা হইয়াছে, আমার প্রাণকে দৃঢ় কর, আমার ‘অপান’ অর্থাৎ আত্মাকে দৃঢ় কর।’ আমাদের প্রাণ থাকিয়াও যে আমরা প্রাণহীন ! আমাদের প্রাণ থাকিতেও যে আমরা আত্মশূন্য—আত্মহারী, তাহা কি আর বুঝাইবায় প্রয়োজন আছে ? আমাদের প্রাণ কোথায় ? আমরা অনায়াসে অপরের মথের গ্রাস কাড়িয়া লই, ভাই ভাই ! ভাইকে প্রবঞ্চনায় প্রস্তুত কবি ! পিতা পুত্রকে পুত্র পিতাকে পতারণায় প্রতারিত করি ! আমাদের আবার প্রাণ আছে ! প্রাণ ছিণ বটে সেই দিন—শিশুকালে যে দিন পুতুলকার প্রতিও মমতার সঞ্চার হইত ;—ক্ষুদ্র একটা কীটের নিয়োগ-ব্যথায় প্রাণ ফাটিয়া যাংত ! প্রাণ তো অনেক দিনই চৈতন্ত হইয়া আছে। চৈতন্ত থাকিলে আর নিত্য নূতন অপকর্ষ করিয়া, মাথার উপরে ঘিনি নিচ্ছান রহিয়া সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—তাহাকেও দুকাটবার চেষ্টা কবিতাম ! অপকর্ষ কবি, আর মনকে প্রবোধ দেই,—‘কেহ দেখিতে পাইল না।’ এই কি চৈতন্তের কার্য্য ? চৈতন্ত ছিল বটে তখন—তখন পাপের পথে প্রথম অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন পাপে এতই অভ্যস্ত যে, পাপ-কার্য্যে এখন আর হৃদয় একবারও কম্পিত হয় না ! নরবলি প্রদান করিতে করিতে জহ্মাদের প্রাণ এতই কঠিন হইয়া উঠে যে, শেষে আর নরহত্যার প্রতি তাহার কোনও বৃত্তিই বিমুখ হইতে চাহে না। যতই বয়স বাড়িতেছে, আমরা ততই সেই জহ্মাদ-বৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতেছি। এখানে সাধক তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াছেন ! তাই কাতরকণ্ঠে আত্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—‘যে চৈতন্তটুকু ছিল, তাহা তো হারাইতে বসিয়াছি। আমার সেই চৈতন্তটুকু দৃঢ় হউক।’

মনে আর প্রার্থনা আছে,—‘আমার চক্ষুকে এবং কর্ণকে দৃঢ় কর। আমি যেন দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হই।’ কেন ? আমার কি চক্ষু নাই ! এমন

দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন জোড়া চক্ষুর্য থাকিতে আবার চক্ষুকে দৃঢ় করিবার প্রার্থনা কেন ? ‘শ্রোত্রও তো বধির নহে !’ চোখও দেখিতে পায়, কাণও শুনিতে পায়। তবে আবার চক্ষু কর্ণ দৃঢ় করিবার আকাজ্ঞা কেন ? ভ্রাস্ত ! সে এ চোখ—এ কাণ নয় ! এ কি আর চোখ !—এ কি আর কাণ ! যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-মূর্তি দেখিতে না পাইল, যে শ্রোত্র ভগবানের গুণাত্মকীর্তন শুনিতে না পাইল ; পরন্তু যে চক্ষু কেবলই বিষয়-বিভবে আকৃষ্ট রহিল, যে কর্ণ কেবলই আত্মপ্রশংসা ও পরমানি শ্রবণরূপ বিষয়-বিশেষে পূর্ণ রহিল ! সে চক্ষু কি আর চক্ষু—সে কর্ণ কি আর কর্ণ ? সাধক এখানে তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—আমি যেন সেইরূপ চক্ষু প্রাপ্ত হই, যে চক্ষু কেবল ভগবানের সেই ‘নবনীরদানিন্দিতকাস্তিধরং’ রূপ দেখিয়া তন্ময় হইয়া থাকে—রূপ দেখিতে দেখিতে রূপসাগরে ডুবিয়া যায়। আর আমি যেন সেইরূপ কর্ণ প্রাপ্ত হই—যে কর্ণ কেবল তোমারই কথাকথন সুধারসে পরিপূর্ণ থাকে।’ আমরা বাহার নিকট হইতে সে কাগোশ-প্রেরণা লইয়া এ সংসারে আসিয়াছি, তাহার স্মৃতি বিষ্মত হইয়া এখন অগ্র পথে চলিয়াছি। এই মন্ত্র আমাদেরকে সেই পথ পুনঃপ্রদর্শন করিতেছে।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘আমার আয়ুকে দৃঢ় কর।’ ইহাব তাৎপর্য কি ? আমি তো দ্ব্যবিতই রহিয়াছি !—আমি তো মরি নাই ! তবে আবার এরূপ প্রার্থনা কেন ? অতএব বুঝিতে হইবে, এখানে সে আয়ুর কামনা নাই। এখানকার প্রার্থনা,—‘আমি যে এমন আয়ু নাই, যে আয়ু আমায় সংকল্পের পথে লইয়া বাইতে পারে। আমার যৈথুন নিদ্রা—এই লইয়াই তো জীবন নহে ! তেমন জীবন পশুতেও ধারণ করে। তেমন আয়ু তো অতি নীচ পাশুগণও অধিকার আছে ! প্রার্থী কি সেই আয়ু দৃঢ় করিবার প্রার্থনা করিতেছেন ! কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। সংকল্পশীল পুণ্যপুত আয়ুর কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ‘প্রজা’, ‘যোনি’—প্রভৃতি দৃঢ় করিবার প্রার্থনায়ও আমরা একইরূপ তাৎপর্য উপলব্ধি করি। ‘প্রজা’ বলিতে এখানে আমরা লোকানুরাগ—বিশ্ব-প্রেমই বুঝি ; আর ‘যোনি’ বলিতে উৎপত্তিমূল—সম্ভাব-সমূহের প্রজনন-স্থান হৃদয়মূলকেই লক্ষ্য করে। তাই আমাদের মতে ‘প্রজাং দৃংহ’ ‘যোনিং দৃংহ’ প্রভৃতি বাক্যে লোকানুরাগ জনপ্রীতি বা বিশ্বপ্রীতি প্রতিষ্ঠার এবং সেই সেই প্রীতির আধার হৃদয়কে সম্ভাবপূর্ণ হইবার আকাজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে, মন, প্রাণ, আত্মা, চক্ষু, কর্ণ—প্রভৃতিকে ভগবানের পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতে পারিলে, ভাবনা থাকে কি ? তখন কোনও শত্রুই আর বাধা-প্রদানে সমর্থ হয় না। তখন তাহারা আপনা-আপনিই আয়ুগত স্বীকার করে। তাই, মনকে স্থির করিয়া একাগ্রতার সহিত ভগবদারাদনায় প্রবৃত্ত হইবার জ্ঞান এবং তৎসাধনভূত উপায়-সমূহ অবলম্বনের নিমিত্ত মন্ত্রে উপদেশ দেখিতে পাই।

তোমার মন যদি সদবৃত্তি-সমূহকে ধারণা করিতে সমর্থ না হয়, ভগবানের অনুকম্পা কিরূপে লাভ করিবার আশা করিতে পার ? তাই মনকে বলা হইয়াছে—‘ধত্রমসি’ অর্থাৎ ‘মন, তুমি সদবৃত্তি-সমূহের ধারক হও।’ তোমার সম্ভাব-সমূহ যাহাতে ব্যাপকত্ব লাভ করে, তদ্বিষয়ে তুমি আপনাকে দৃঢ় কর।’ ভাব এই যে,—সম্ভাব সংপ্রবৃত্তি কেবল আপনার মধ্যে—কুদ্

গভীর ভিতরে—আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না ; পরন্তু যাহাতে বিশ্ববাসী সকলের মধ্যেই তোমার সম্ভাব-সংপ্রবৃত্তি প্রসার লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে একাগ্রতা অবলম্বন কর ।’ তার পর মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘তোমাতে স্বর-রজঃ-তম তিন ভাবেরই সমাবেশ আছে ; কখন কোন্ ভাব প্রবল হয়, কখন কোন্ ভাব পর্যুদন্ত হইয়া আসে, তোমার চঞ্চল জীবনে তাহার স্থিরতা নাই। সাধক তাই আত্মোদ্বোধন করিতেছেন,—‘আমার স্বর রজঃ তমঃ গুণত্রয়কে আমি যেন পরমায়ায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই ।’ ফলতঃ, সম্ভাব বিশ্বব্যাপী হউক, ত্রিগুণ ভগবানে শ্রুত হউক—ইহার অপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাটী না আর কি আছে ? আর, এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবানের অমুগ্রহ-লাভে বিলম্বই বা কি ঘটতে পারে ? তাই বলি মন ! স্বরভাবের ধারক তুমি, তোমাতে দেবভাব দৃঢ় কর ; আর তোমার স্বর-রজঃ-তম গুণত্রয় ভগবানে বিলীন হউক ।’

তার পর পঞ্চম মন্ত্রেই বিষয় অনুধাবন করন। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিটী সৰ্ব প্রকার অনিষ্টের মূলীভূত। সাধক তাই তাহাদিগকে ভগবৎপদাঙ্কানুসারী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি আত্মোদ্বোধন-পূর্বক কহিতেছেন,—‘হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ ! তোমরা ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হও। উদ্ধের প্রতি তোমাদের গতি হউক। অত্যাচর যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।’ এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবান বিচার অমুগ্রহ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ? ভগবানের অমুকম্পা-লাভ, তোমার নিজের দায়িত্ববাহিনী। যদি ভগবানের অমুকম্পা লাভ করিতে চাও, চিত্তবৃত্তিকে একাগ্র ভাবে ভগবানের আরাধনায় শ্রুত কর ।’

উপসংহারে, ষষ্ঠ মন্ত্রে, অসদ্বৃত্তি-সমূহের নিরাকরণ বিষয়ক প্রার্থনা প্রকটিত। এই মন্ত্র কপাল-মোচনে যজ্ঞের উপসংহারে প্রযোক্তব্য বলিয়া ভাষ্যকার নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই মন্ত্রে নিত-সত্য এবং প্রার্থনা প্রত্যক্ষ করি। ক্রিয়া-শেষে যেন বৈশিষ্ট্য-পরিহার,—মন্ত্রটী এমনইভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে ! যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে ভিন্ন ভাব বুঝিতে পারি। এখানে অজ্ঞানরূপ আবরণ অপসারণে শুভ্রজ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৭ অনুবাক) ॥

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । অষ্টমোহনুবাকঃ ।)

(১) সং বপামি । (২) সমাপো অস্তিরম্মত সমোধয়ো রসেন সং

রেবতীর্জগতীভির্ধুমতীর্ধুমতীভিঃ স্বজ্যধম্ ।

(৩) অন্ত্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্ব সমন্তিঃ পৃচ্যধ্বং ।

(৪) জনয়তৈ স্বা সং যৌমি । (৫) অয়য়ে স্বাহমীষোমাত্যাং ।

(৬) মথস্ব শিরোহসি । (৭) বর্মোহসি বিশ্বায়ুঃ ।

(৮) উরুপ্রথস্বোর তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং । (৯) স্বচং গৃহীস্ব ।

(১০) অন্তরিতং রক্ষোহন্তরিতা অরাতয়ে ।

(১১) দেবস্বা সবিতা অপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকোহগ্নিস্তে

তনুবং মাহতি ধাক্ । (১২) অগ্নে হব্যং রক্ষস্ব ।

(১৩) সং ব্রহ্মণা পৃচ্যস্ব । (১৪) একতায় স্বাহা দ্বিতায়

স্বাহা ত্রিতায় স্বাহা ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) সমিতি । বশামি । (২) সমিতি । আপঃ । অস্তিরিত্যৎ—ভিঃ । অগ্নত । সমিতি ।

ওষধয়ঃ । রসেন । সমিতি । রেবতীঃ । জগতীভিঃ । মধুমতীরিতি

মধু—মতীঃ । মধুমতীভিরিতি মধু—মতীভিঃ । সৃজ্যধ্বম্ ।

(৩) অহ্য ইত্যং—ভ্যঃ । পরীতি । প্রজাতা ইতি প্র—জাতাঃ । হ । সমিতি ।

অস্তিরিত্যং—ভিঃ । পৃচ্যধ্বম্ । (৪) জনয়তো । স্বা । সমিতি । যৌমি ।

(৫) অয়সে । স্বা । অগ্নীষোমাত্যামিত্যগ্নী—সোমাত্যাম্ । (৬) মথন্ত । শিরঃ । অসি ।

(৭) বশ্মঃ । অসি । বিশ্বায়ুরিতি বিশ্ব—আয়ুঃ ।

(৮) উরু । প্রথস্ব । উরু । তে । যজ্ঞপতিরিতি যজ্ঞ—পতিঃ । প্রথতাম্ ।

(৯) স্বচম্ । গৃহীষ । (১০) অন্তরিতমিত্যন্তঃ—ইতম্ । রক্ষঃ ।

অন্তরিতা । ইত্যন্তঃ—ইতাঃ । অরাতয়ঃ ।

(১১) দেবঃ । স্বা । সবিতা । প্রপন্নতু । বর্ষিষ্ঠে । অধীতি । নাকে । অগ্নিঃ ।

তে । ভরুবম্ । না । অতীতি । ধাক্ । (১২) অগ্নে । হব্যম্ । রক্ষস্ব ।

(১৩) সমিতি । ব্রহ্মণা । পৃচ্যস্ব ।

(১৪) একতায় । স্বাহা । দ্বিতায় । স্বাহা । ত্রিতায় । স্বাহা ॥ ৮ ॥

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মম শুদ্ধস্বরূপঃ হবিঃ । স্বাং 'সংবপামি' (ভগবৎকর্মস্ব সম্যক্ নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ) । উদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । অত্র আত্মানং ভগবতি সংশ্রুতস্য সঙ্কল্পঃ বর্ততে ।

২। (ক) 'আপঃ' (অত্মাকং শুদ্ধস্বরূপাভাবঃ) 'অদ্ভিঃ' (সঙ্কল্পমুদ্রণে সহ) 'সং' (সম্যক্-প্রকারেণ) 'অগ্নত' (গচ্ছত, যদ্বা—সম্মিলিতাঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ) ।

(খ) 'অপিচ' 'ওষধয়ঃ' (কর্মক্ষয়েন ক্ষয়সূচকানি জীবনানি ইতি ভাবঃ) 'রসেন' (স্নেহ-রসস্বরূপেণ ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) 'সং' (সংগচ্ছন্ত, সম্মিলিতানি ভবন্ত) ।

(গ) 'রেবতী' (অত্মাকং শুদ্ধস্বরূপাভাবঃ) 'জগতীভিঃ' (বিশ্ববাসিভিঃ সহ) তথা 'মধু-মতীঃ' (অত্মাকং মাধুর্য্যভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মধুমতীভিঃ' (মাধুর্য্যময়ভগবদ্বিত্বভিঃ সহ) 'মৃজ্যধ্বং' (সংসৃষ্টাঃ ভবত, সম্মিলিতাঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ) ।

৩। হে মম শুদ্ধস্বরূপাভাবাঃ ! যুয়ং 'অস্ত্যঃ' (সঙ্কল্পমুদ্রণে) 'পরি' (পরিতঃ, সম্যক্ ইত্যর্থঃ) 'প্রজাতাঃ' (উৎপন্নঃ) 'স্ব' (ভবৎ) ; অতঃ যুয়ং 'অদ্ভিঃ' (সঙ্কল্পমুদ্রে—ভগবতি ইতি ভাবঃ) 'সং পৃচ্যধ্বং' (সম্যক্ সংপৃক্তাঃ ভবত, সম্মিলিতাঃ ভবত ইতি ভাবঃ) !

৪। হে মনঃ ! 'জনয়তৌ' (সন্তাবসংজননার্থং ইত্যর্থঃ) 'স্বা' (স্বাং) 'সংযোমি' (মিত্রীকরোমি—ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—ভগবৎকর্মস্ব নিয়োজয়ামি) ।

৫। হে মনঃ ! 'স্বা' (স্বাং) 'অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানস্বরূপিণে, যদ্বা—প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবৎপ্রীত্যে ইত্যর্থঃ) তথা 'অগ্নীষোমাত্যাং' (জ্ঞানভক্তীরূপাত্যাং অগ্নীষোমদেবাত্যাং) স্রসংস্কৃতং সংপথানুবর্তিৎ বা করোমি ইতি শেষঃ ।

৬। হে মনঃ ! স্বং 'মথস্ত' (সংকর্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'শিরঃ' (শিরোরূপং উন্নত-স্থানং, শ্রেষ্ঠসম্পাদকঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) । মনঃ হি মূলং । মনঃ বিনা কমপি কর্ম স্রসম্পাদিতং ন ভবেৎ ইতি ভাবঃ ।

৭। হে ভগবন্ ! স্বং 'বর্ষ্যঃ' (প্রকাশশীলঃ) 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বপ্রাণস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি) । ভগবান্বেব বিপ্রেষাং সর্বেষাং প্রকাশরূপঃ আয়ুঃস্বরূপশ্চ ইতি ভাবঃ ।

(৮) হে ভগবন্ ! স্বং 'উরুপ্রথাঃ' (বহুশ্রু প্রাখ্যাতঃ) 'উরুপ্রথস্ব' (বহুভাবেষু প্রাখ্যাতঃ ভব) । পাপিনাং পরিত্রাণায় ভগবান্ প্রাখ্যাত এব ; অনন্তসদৃশানাং পাপিনাং পরিত্রাণায় তস্ত মাহাত্ম্যং বহুদিক্তীর্ণং ভবতু ইতি প্রার্থনা । হে ভগবন্ ! 'তে' (তব) 'বজ্রপতিঃ' (অয়ং অর্চনাকারী) 'উরুপ্রথতাং' (সংকর্মণি বিশেষেণ প্রাখ্যাতঃ ভবতু) ।

৯। হে ভগবন্ ! স্বং 'স্বচং' (অজ্ঞানরূপমাবরণং, অহংজ্ঞানং ইতি ভাবঃ ; অথবা বহিরাবরণং পাঞ্চভৌতিকং দেহং ইতি যাবৎ) 'গৃহীষ' । প্রতিগ্রহণং কুরুষ, বিনাশয় ইত্যর্থঃ) । হে ভগবন্ ! মনীয় অন্তরহঃ জ্ঞানবাহকং অজ্ঞানমূলকং ভাবঃ সর্বথা জ্ঞানালোকপ্রদানেন বিদূষয় ইতি ভাবঃ ।

১০। তেন 'রক্শঃ' (শক্রঃ, দুর্ক্সদ্বিরূপঃ) 'অস্তরিতং' (বিনাশিতং) ভবতু । তথা 'অন্নাতয়ঃ' (সন্তাবপ্রতিবন্ধকাঃ বিপুলজীবঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্তরিতাঃ' (বিদূষিতাঃ, বিতাড়িতাঃ বা) ভবন্ত ইতি শেষঃ ।

১১। হে ভগবন্ ! ‘সবিতা দেবঃ’ (মম হৃদিস্থিতঃ জ্যোতমানঃ জ্ঞানহৃদ্যঃ ইতি ভাবঃ) ‘বর্ষিষ্ঠে’ (সমুন্নতে) ‘নাকে’ (হৃদয়রূপে অতিবিস্তুতে স্বর্গে ইতি যাবৎ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘শ্রপয়তু’ (প্রতিষ্ঠাপয়তু); অগিচ ‘অগ্নিঃ’ (মম হৃদিস্থিতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) ‘তে’ (তবসম্বন্ধিনঃ) ‘তন্নুবৎ’ (আবরণং) ‘অতি’ (অতিক্রম্য) ‘মা ধাক্’ (মা গচ্ছতু—প্রজলতু ইত্যর্থঃ)। ভগবৎসম্বন্ধিনঃ জ্ঞানং বিনাশং ন যাতু ইতি ভাবঃ। অথবা অগ্নিঃ (মম সংসারসস্তাপঃ ইতি ভাবঃ) ‘তে’ (তব সম্বন্ধিনঃ জ্ঞানং, যদ্বা—তব সত্তাং) ‘মা অতিধাক্’ (অতিশয়েন ভস্মীভূতং মা কুরু ইত্যর্থঃ)।

অথবা

হে মনঃ ! ‘সবিতা’ (নির্মলজ্ঞানস্বরূপঃ) ‘দেবঃ’ (জ্যোতমানঃ, ভগবান) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘বর্ষিষ্ঠে’ (অতিপ্রবুদ্ধে, চিরস্থায়িনী) ‘নাকে’ (সর্ববিধদুঃখরহিতে চিরশান্তিময়ে স্থানে) ‘অধি’ (অধিকং যথা স্ত্রাং তথা) ‘শ্রপয়তু’ (পরিপক্কং করাতু, উৎকর্ষং সম্পাদয়তু)। ‘অগ্নিঃ’ (মম হৃদিস্থিতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) ‘তে’ (তব) ‘তন্নুবৎ’ (প্রতিবন্ধকং, চাক্ষুর্জ্ঞানকং আবরণং) ‘অতি’ (অতিক্রম্য, পরিহৃত্য ইত্যর্থঃ) ‘মা ধাক্’ (মা প্রজলতু ইতি ভাবঃ)। অথবা, ‘অগ্নিঃ’ (মম সংসারসস্তাপঃ ইতি ভাবঃ) ‘তে’ (তব-সম্বন্ধি জ্ঞানং, তব সত্তাং বা) ‘মা অতিধাক্’ (নিঃশেষেণ বিদগ্ধং ভস্মীভূতং বা মা কুরু ইত্যর্থঃ)।

১২। ‘অগ্নে’ (হে জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্) ! ত্বং তং ‘হব্যং’ (আহবনীয়ং, মম হৃগতং শুদ্ধসম্বন্ধং ইত্যর্থঃ) ‘রক্ষ’ (পালয়, ইহলোকপরলোকসম্বন্ধিবাদকান্ অপমৃত্যু চিরায় প্রতিষ্ঠাপয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহং প্রার্থনামূলকঃ। ত্বং হি বিশ্বরূপঃ ইতি মন্ত্রা নমাহুরাগং সত্তাং চ ত্বয়ি সংগৃহ্যং করোমি। তদমুরাগঃ বিশ্বং ব্যাগোতু ! ত্বং চ সত্তাং সংরক্ষ ইতি ভাবঃ।

১৩। হে হবিঃ—শুদ্ধসম্বন্ধঃ ইতি ভাবঃ ! ‘ব্রহ্মণা’ (ভগবতা সহ ইত্যর্থঃ) ‘সংপৃচ্যস্ব’ (সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। আত্মা পরমাশ্মিনি প্রবিশতু ইতি ভাবার্থঃ। অথবা জ্ঞান-ভক্তিরূপঃ হে হবিঃ ! ‘ব্রহ্মণা’ (ভগবৎকর্মণা সহতি ভাবঃ) ‘সংপৃচ্যস্ব’ (সম্মিলিতঃ ভব)। মম কর্ম জ্ঞানভক্তিসহযুতং ভবতু ইতি ভাবঃ।

১৪। হে মনঃ ! ‘একতায়’ (একেন অদ্বিতীয়েন আত্মরূপেণ ব্যাপ্তং পরমাশ্মিব্রহ্মরূপং দেবং উদ্दिষ্ট ইত্যর্থঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ) স্নহতমস্ত মমাহুষ্ঠানং—মম আত্মদানরূপং যজ্ঞং বা। হে মনঃ ! ত্বাং অদ্বিতীয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানায় প্রেরয়ামি ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মনঃ ! ‘দ্বিতায়’ (প্রকৃতিপুরুষরূপেণ অথবা জ্ঞানকিরারূপেণ স্বপ্রকাশ দেবদয়ঃ উদ্दिষ্ট) ত্বাং ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ প্রেরয়ামি, স্নহতং স্নস্কিমস্ত মমাহুষ্ঠানং—মম আত্মোৎসর্গরূপং যজ্ঞং ইত্যর্থঃ)। যঃ দেবঃ জগতি প্রকৃতিপুরুষরূপেণ জ্ঞানকিরারূপেণ ব দ্বিধা বিভজ্য আত্মানং বিস্তারয়তি, হে মনঃ ত্বং তং পরমাশ্মানং অনুলঙ্কেহি ইতি মম ত্বয়ি নিয়োগঃ ইতি ভাবঃ।

(গ) হে মনঃ! স্বাং 'জিত্তার' (জিতং জিতলোকব্যাপিনং বিশ্বব্যাপকং বা গুণজয়া-
দ্রকং অনাদিদেবং উদ্ভিশ্ব ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ মিবেন্দয়ামি; অহতং অসিদ্ধমন্ত
মম উদ্বোধনবজ্জং) মন্ত্রোহং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ । (১অ—১প্র—৮অ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তোমাকে সম্যক্রূপে ভগবৎ-
কার্যে নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটি উদ্বোধনমূলক। এখানে আত্মাকে
পরমাত্মায় সংশ্লিষ্ট করিবার সঙ্কল্প বর্তমান)।

২। (ক) আমাদের আপস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব, সত্ত্বসমুদ্রের সহিত সম্যক-
প্রকারে সম্মিলিত হউক।

(খ) অপিচ, আপস্বরূপ আমাদের সেই স্নেহসত্ত্বভাব, আমাদের এই
ওষধীস্বরূপ কর্মফলাবসানে ক্ষয়সূচক ওষধীবৎ জীবনসমূহকেও স্নেহরসময়
ভগবানের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত করুক।

(গ) আমাদের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ বিশ্ববাসী সকলের সহিত সম্মিলিত
হউক; এবং আমাদের মাধুর্য্যভাবসমূহ মাধুর্য্যময় ভগবদ্ভিত্তির সহিত
সম্মিলিত হউক।

৩। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! তোমরা সম্যকপ্রকারে সত্ত্বসমুদ্রে
হইতে উদ্ভূত হইয়াছ। অতএব তোমরা সেই সত্ত্বসমুদ্রে ভগবানে সম্যক-
প্রকারে সম্মিলিত অর্থাৎ বলীন হও।

৪। হে মন! সদ্ভাবসংজননার্থ তোমাকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত
করি অথবা ভগবৎকর্মে বিনিযুক্ত করি।

৫! হে মন! প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত অপিচ জ্ঞান-
ভক্তিরূপী দেবতাদ্বয়ের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে অসংস্কৃত ও সংপথানুবর্তী
করিতেছি।

৬। হে মন! তুমি সংকর্মের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হও। (ভাব এই
যে,—মনই মূল। মন ভিন্ন কোনও কার্য্যই অসম্পাদিত হয় না)।

৭। হে ভগবন্! আপনি প্রকাশরূপ বিশ্বপ্রাণ হয়েন। (ভাব এই
যে—ভগবানই বিশ্বের সকলকেই প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগের প্রাণ-
স্বরূপ হয়েন)।

৮। হে ভগবন্! আপনি বহু প্রকারে প্রখ্যাত আছেন। আবার বহু ভাবে প্রখ্যাত হউন। (পাপিগণের পরিত্রাণের জন্যই ভগবান সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। আমাদের ন্যায় পাপীর পরিত্রাণ-সাধনে তাঁহার মাহাত্ম্য বহুবিস্তীর্ণ হউক)। হে ভগবন্! আপনার অর্চনাকারী বহুবিধ সৎকর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করুক।

৯। হে ভগবন্! আমার অজ্ঞানরূপ আবরণ—অহংজ্ঞান অথবা আমার বহিরাবরণ-স্বরূপ এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থ জ্ঞানাবরণকারী অজ্ঞানকে জ্ঞানালোক-প্রদানে সর্বতোভাবে বিদূরিত করুন)।

১০। তাহাতে আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিনষ্ট হউক; এবং সম্ভাব-প্রতিবন্ধক রিপুশত্রুগণ বিদূরিত অর্থাৎ বিনষ্ট হউক।

১১। হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থ দ্যোতমান্ জ্ঞানসূর্য্য (কর্মের দ্বারা সমুন্নত) আমার হৃদয়রূপ স্বর্গে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। অপিচ, হে আমার হৃদয়স্থিত জ্ঞানাগ্নি! আপনার সম্বন্ধি আবরণকে অতিক্রম করিয়া যেন আপনি গমন না করেন। (ভাবার্থ—ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞান যেন বিনাশ-প্রাপ্ত না হয়)। অথবা, সংসার-সম্ভাপরূপ অগ্নি যেন তোমাকে নিঃশেষে দক্ষীভূত না করে (অঙ্গারে পরিণত না করে)।

অথবা,

হে মন! নির্মল জ্ঞানস্বরূপ সেই ভগবান তোমাকে চিরস্থায়ী চির-শান্তিময় স্থানে (স্থাপন পূর্ব্বক) সর্ব্বথা তোমার উন্নতিসাধন করুন। অপিচ, সংসার-সম্ভাপরূপ অগ্নি যেন তোমাকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া অঙ্গারে পরিণত না করে।

১২। হে জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমার সেই হবিঃ অর্থাৎ হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ আহবনীয়কে সংরক্ষণ করুন (অর্থাৎ ইহলোক পরলোক সম্বন্ধি শত্রুদিগকে অপসারিত করিয়া চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন)। (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—হে ভগবন্! আপনি বিশ্বরূপ জানিয়া আমার সমস্ত অনুরাগ ও সম্ভাব আপনাতে সংগৃহীত করিতেছি। আমার সেই অনুরাগ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হউক, আপনি আমার সম্ভাব সংরক্ষণ করুন)।

১৩। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তুমি ভগবানের সহিত সন্মিলিত হও। (আত্মা পরমাত্মায় প্রবেশ করুক—এখানে এই ভাব পরিব্যক্ত)। অথবা হে জ্ঞানভক্তিরূপ হবিঃ! তোমরা আমার অনুষ্ঠিত কর্মের সহিত মিলিত হও। (আমার কর্ম জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত হউক)।

১৪। (ক) হে মন! তোমাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে স্বাহা-মন্ত্রে নিয়োজিত করিতেছি! আমার আত্মদানরূপ যজ্ঞ স্নহত বা স্নসিদ্ধ হউক। (ভাবার্থ—মন যেন অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়)।

(খ) হে মন! তোমাকে সেই প্রকৃতিপুরুষরূপে অথবা জ্ঞানক্রিয়া-রূপে প্রকাশমান দেবতার উদ্দেশ্যে স্বাহামন্ত্রোচ্চারণে প্রেরণ করিতেছি। আমার আত্মোৎসর্গরূপ শুভ অনুষ্ঠান স্নসিদ্ধ হউক! (যিনি পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুই ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন, হে মন, তুমি সেই পরমাত্মার সন্ধান নিযুক্ত হও)।

(গ) হে মন! সত্ত্বরজস্তমোগাত্মক ত্রিদেবরূপে প্রকাশমান সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমার উদ্বোধনযজ্ঞ স্নহত বা স্নসিদ্ধ হউক। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৮অনু) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সারগাচার্য্যকৃতং)।

সপ্তমে কপালোপধানযুক্তং ততস্তপ্তেষু কপালেষু লঙ্কাবসরদ্ধাদষ্টমে পুরোডাশ-প্রপণমভিধীয়তে।

১। “সংবপামি।”—সংবপামীত্যাহ্নাতস্ত মন্ত্রস্ত শেষঃ পুরষিত্বা বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ—“অথোত্তরেণ গার্হপত্যমুপবিশ্ব বাচংযমস্তিরঃপবিত্রং পাত্র্যাং কৃষ্ণাজিনাং শিষ্টানি সংবপতি দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহি নোর্কাহভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্ট৩ সংবপাম্যদ্বীষোমাত্মা-মমুয়া অমুয়া ইতি” ইতি।

অপেক্ষিতস্থানে প্রযোক্তব্য ইত্যেতমর্থং দর্শয়িত্বমেব নির্কাপণেবর্ণনোদ্দেশ্যং স্বেতি মন্ত্রো দ্বিগ্নায়াতঃ। অত্রান্নাত্মমপ্যনেনৈবাভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে—“দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রস্বতৈ। অধিনোর্কাহভ্যামিত্যাহ। অধিনো হি দেবানামধ্বংস্য আত্মাং। পুষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ বটৈ। সংবপামীত্যাহ। যথাদেবভমেবৈনানি সংবপতি” (ত্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৮) ইতি ॥

২। “সমাপো অস্তিরগ্নত সমোবধমো রসেন স৩ রেবতীর্জগতীতির্ধুমতীর্ধুমতীতিঃ স্বজ্যৎস্ব।”—বোধায়নঃ—“প্রগীতাত্যঃ ক্রবেণোপহত্য বেদেণোপবম্য পাণিঃ চাক্ষুর্দ্যৈবঃ

মদন্তীত্যত্র উক্তরীক্ষাণীমদাকাঃ প্রতিমন্ত্ররতে সমাপো অস্তিরগ্নাত সমোষধয়ো রসেন স৭ রেবতী-
র্জগতীভিশ্শুধুমতীশ্শুধুমতীভিঃ স্বজ্যধ্বমিতি” ইতি ।

পূর্ব্বং চমসে সংগৃহীতা আপঃ প্রণীতাঃ । তপ্তা আপো মদন্ত্যঃ । আপন্তয়েন তু
প্রণীতামাত্রৈরং মন্তো বিনিযুক্তঃ—“ক্রবেণ প্রণীতাভ্য আদায় বেদেনোপদম্য সমাপো
অস্তিরগ্নতেতি পিষ্টেদ্বানয়তি” ইতি । প্রণীতা আপো মদন্তীভিরন্তিঃ সংগচ্ছন্তাং ।
পিষ্টরূপা ওষধয়ো দ্বিবিধোদকরসেন সংগচ্ছন্তাং । কিং চ হে আপো যুয়ং সর্ব্বসত্ত্বাভি-
বৃদ্ধিহেতুত্বাভ্যাদায়া ধনবত্যাঃ স্বভাবতো মাধুর্য্যবত্যাশ্চ । ওষধয়োহপি জলমরূপপশ্বভিবৃদ্ধি-
হেতুত্বা পশুরপধনযুক্তাঃ স্বভাবসিদ্ধস্বাদুত্বেন মাধুর্য্যবত্যাশ্চ । ততঃ পিষ্টরূপাভিস্তাভিরোষধীভিঃ
সংসৃষ্টা ভবত । মন্ত্রস্ত পূর্ব্বভাগে জলোষধিসঙ্গমস্ত ফলমাহ—“সমাপো অস্তিরগ্নাত সমোষধয়ো
রসেনেত্যাহ । আপা বা ওষধীর্জিহ্বন্তি । ওষধয়োহপো জিহ্বন্তি । অত্রা বা এতাসামত্রা
জিহ্বন্তি । তস্মাদেবমাহ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি । জিহ্বন্তি গ্রীণয়ন্তি ।
বস্ত্রপ্যচেতনানামপামোষধীনাং চ নান্তি গ্রীতিস্তথাহপি পুরোডাশরূপেণ দেবপ্রিয়হেতুত্বাভ্য-
দ্রূপচারঃ । ন হি কেবলেন জলেন পিষ্টেন বা পুরোডাশঃ সম্ভবতি কিং স্বত্রোত্তমেশন-
রূপেণ গ্রীণনেন । যস্মাত্তাসামপামোষধীনাং চ মধ্যেহত্রা আপোহত্রা ওষধীঃ গ্রীণয়ন্তি ।
অত্রাচৌষধয়োহত্রা অপঃ গ্রীণয়ন্ত । তস্মান্নম্নঃ সমোষধয়ো রসেনেত্যেবং ক্রতে । উত্তরভাগে
মাধুর্য্যসম্পাদনং ফলমাহ—“সং রেবতীর্জগতীভিশ্শুধুমতীশ্শুধুমতীভিঃ স্বজ্যধ্বমিত্যাহ । আপো
বৈ রেবতীঃ । পশবো জগতীঃ । ওষধয়ো মধুমতীঃ । আপ ওষধীঃ পশূন । তানেবাস্মা
একধা স৭ স্বজ্য । মধুমতঃ করোতি” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

৩। “অন্ত্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্ব সমন্তিঃ পৃচ্যধ্বম্ ।”—বোধায়নঃ—“অথানুপরিপ্লাবয়ত্যন্ত্যঃ
পরি প্রজাতাঃ স্ব সমন্তিঃ পৃচ্যধ্বমিতি” ইতি । আপন্তব্যঃ—“অন্ত্যঃ পরি প্রজাতা ইতি
তপ্তাভিরনুপরিপ্লাব্য” ইতি ॥ পরিপ্লাবনং পিষ্টস্ত সর্ব্বত অর্জীকরণং । হে পিষ্টরূপা ওষধয়ো
যুয়ং পূর্ব্বমন্ত্য উৎপ্লবঃ স্ব । ততোহত্ৰাপাভিঃ সম্পৃক্তা ভবত । মন্ত্রেণ পরিপ্লাবনং বিশ্বন্তে—
“অন্ত্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্ব সমন্তিঃ পৃচ্যধ্বমিতি পর্য্যাপ্লাবয়তি । যথা স্রবৃষ্টে ইমামচ্ছবিস্ত্য ।
আপ ওষধীর্গহ্বন্তি । তাপুগেব তৎ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি । যথা পর্ত্ত্বন্তে
স্রবৃষ্টে সত্যাপো তুমিহচ্ছবিস্ত্যোষধীর্গহ্বন্তি তথাবিধমিদং পরিপ্লাবনং জলেন পিষ্টে সর্ব্বতঃ
প্লাবিত্তে সতি পুরোডাশমিলান্তে ॥

৪। “জনয়ত্যে বা সং যৌমি”—কল্পঃ—“সং যৌতি জনয়ত্যে বা সং যৌমীতি” ইতি ।
হে পরিপ্লাবিতঃ পিষ্টে বাৎ হতানুলিঙ্গম্বদেন সম্যগুন্মীকী কল্পেমি । এতচ্চ বজ্রানন্ত
জ্ঞানোণিশিত্মিশ্রণেনৈব প্রজোৎপত্তয়ে সম্পদ্যতে । এতদেব বিশদয়তি—“জনয়ত্যে বা সং
যৌমীত্যাহ । প্রজা ঐবেত্তেন দাধার” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

৫। “অনয়ে বাহরীবোমাত্যাম্”—কল্পঃ—“সংযুতঃ যু (যু) হাতিবৃশভ্যরয়ে বাহরী-
বোমাত্যামনুয়া অনুয়া ইতি যথাদেবতঃ” ইতি । যামহং প্ৰশাসীতি শেষঃ । অনার্ক্যং বজ্রধর-
এরোক্তকর্ম্মবিত্তসংহ—“অনয়ে বাহরীবোমাত্যামিত্যাহ ব্যারুক্ত্য” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

৬। “মথত শিমোহসি”—কল্পঃ—“পিঙঃ কলোতি মথত শিমোহসীতি” ইতি ।

বিশদীকৃত্য ব্যাচষ্টে—“নথস্ত শিরোহনীত্যাহ। যজ্ঞো বৈ মথঃ। তন্তৈতচ্ছিরঃ।
যংপুরোডাশঃ। তন্মাদেবমাহ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

৭। “ঘর্শোহসি বিশ্বায়ুঃ”—কল্পঃ—“ঘর্শোহসি বিশ্বায়ুরিত্যাগ্নেয়ং পুরোডাশমষ্টান্ন কপালে-
দ্বিপ্রায়তোবমুত্তরমুত্তমেষু” ইতি। হে পুরোডাশ ত্বং তপ্তকপালাবস্থানেন দীপ্তো দেবতা-
যোগ্যত্বেন ক্লংসায়ুঃপ্রদশ্যসি। বিশ্বনায়ুর্গন্তেতি বহুব্রীহেরায়ুস্তদন্তমিত্যেবাত্রার্থ ইত্যাহ—
“ঘর্শোহসি বিশ্বায়ুরিত্যাহ। বিশ্বমেবাহয়ুর্বজ্ঞানে দধাতি” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

৮। “উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাম্।”—কল্পঃ—“উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ
প্রথতামিতি পুরোডাশং প্রথয়ন্ সর্ক্ষানি কপালান্নভিপ্রথয়ত্যতুঙ্গমনপূপাকৃতিং কুর্য়ন্তেব প্রতি-
কৃতিমঞ্চশক্যমাত্রং কৰোতি” ইতি ॥ হে পুরোডাশ ত্বং বহু যথা ভবতি তথা বিস্তীর্ণো ভব।
ঋদীমো যজ্ঞমানোহপি প্রজাদিভিঃ প্রথিতোহস্তু। যজ্ঞপতের্ষিস্তারং দর্শয়তি—“উরু
প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিত্যাহ। যজ্ঞমানমেব প্রজয়া পশুভিঃ প্রথয়তি” (ত্রাং কাং ৩
প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

৯। “ঋচং গৃহ্নীষ”—কল্পঃ—“ঋচং গৃহ্নীষেত্যঙ্তিঃ শ্লক্ষী করোত্যনভিকারয়ন্” ইতি।
হে পুরোডাশ ঋশ্ভিঃ শ্লক্ষীভূতাং ঋচং স্বী কুরু। নিম্নোন্নতভাবপরিহারেণ ঋক্সাদৃশ্যে সতি
পুরোডাশঃ সদেহো ভবতীত্যাহ—“ঋচং গৃহ্নীষেত্যাহ। সর্ক্ষমেবৈনং সতমুং কৰোতি”
(ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি। শ্লক্ষীকরণং বিধত্তে—“অথাপ আনীয় পরিমাণ্টি।
মাণ্‌স এব তস্বচং দধাতি। তন্মাণ্‌চা মাণ্‌সং ছয়ং” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি।
তন্তেন মার্জ্জনেন পিষ্টরূপে মাংস এব শ্লক্ষরূপঋচং স্থাপয়তি। ততো লোকে সাংপি
তথা দৃশ্যতে ॥

১০। “অন্তরিতং রক্ষোহস্তরিতা অরাতয়ঃ।”—কল্পঃ—“অন্তরিতং রক্ষোহস্তরিতা
অরাতয় ইতি সর্ক্ষণি হবীষি ত্রিঃ পর্যায়ি কৃত্য” ইতি। দর্শেদর্শীপ্তেঃ পুরোডাশস্ত পরিতো রক্ষসাং
সংশোধনং পর্যায়িকরণং। অনেন পর্যায়িকরণেন রক্ষসজাতির্য্যবহিতা। শত্রবোহপি ব্যবহিতাঃ।
তদেতদ্বিধত্তে—ঘর্শো বা এযোহশাস্তঃ। অর্দ্ধমাসেহর্দ্ধমাসে প্রবৃজ্যতে। যংপুরোডাশঃ।
স ঈষরো যজ্ঞমানং শুচাহপ্রদহঃ। পর্যায়ি কৰোতি। পশুমেবৈনমকঃ। শাস্ত্যা অপ্রদাহায়”
(ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি। পুরোডাশো যোহস্তি স এব দীপ্যমানোহগ্নির্ভূত্বা
কদাচিদপি ন শাম্যতি প্রতিপক্ষং তপ্তকপালৈঃ সন্তপ্যমানত্বাৎ। স চ তাপেন যজ্ঞমানং
প্রদহুং সমর্থঃ। তত্র পশুপ্রচারেণ পর্যায়িকরণেন পুরোডাশে পশৌ কৃতে সতি প্রদীপ্তায়ি-
রূপপরিত্যাগেন শাস্তো ভূত্বা যজ্ঞমানং ন প্রদহতি। আবৃত্তিঃ বিধত্তে “ত্রিঃ পর্যায়ি কৰোতি।
ত্ৰ্য্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো রক্ষসামপহতৌ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি। মন্ত্রং
ব্যাচষ্টে—“অন্তরিতং রক্ষোহস্তরিতা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামস্তর্হিতৌ” (ত্রাং কাং ৩
প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

১১। “দেবত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেহগ্নিস্তে তমুৎং মাহতি ধাক্”—বোধায়নঃ
—“পুরোডাশং শ্রপয়তি দেবত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেহগ্নিস্তে তমুৎং মাহতি
ধাগিতি” ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—“দেবত্বা সবিতা শ্রপয়ন্তিতুয়ুর্কৈঃ প্রতিতপত্যগ্নিস্তে

তন্নুং মাহতি ধাগিতি দর্ভৈরতিজ্জলয়তি” ইতি । হে পুরোডাশ প্রবুদ্ধে নাকনান্যায়ৌ স্বামধিপ্রিত্য সবিতা দেবঃ পকং করোতু । অয়মগ্নিস্তব শরীরস্ত ভস্মীভাবরূপমতিদাহং না করোতু । সবিতৃপদস্ত নাকপদস্ত মাহতিধাগিত্যস্ত চাভিপ্রায়মাহ—“পুরোডাশং বা অধিপ্রিত্য ৬ রক্ষা ৬ হুজ্জিঘা ৬ সন্ । দিবি নাকো নামাগ্নী রক্ষোহা । স এবাস্মাদ্রক্ষা ৬ হুতপাহন্ । দেবস্বা সবিতা শ্রপয়তিত্যাহ । সবিতৃপ্রহৃত এবৈন ৬ শ্রপয়তি । বর্ষিষ্ঠে অধি নাক ইত্যাহ । রক্ষ-সামপহতৈ । অগ্নিস্তে তন্নুং মাহতি ধাগিত্যাহানতিদাহায়” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৮) ইতি ।

১২ । “অগ্নে হব্য ৬ রক্ষস্ব ।”—বোধায়নঃ—“গার্হপত্যমভিমন্ত্রয়তেহগ্নে হব্য ৬ রক্ষস্বেতি” ইতি । আপস্তম্বস্ত পূর্বমন্ত্রদ্বৈত্বং শেষং মন্ততে । পূর্ববদ্ব্যচষ্টে—“অগ্নে হব্য ৬ রক্ষস্বেতিত্যাহ শুইশ্র্য” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৮) ইতি । আগ্নীধ্বং প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাত্ত ব্যাচষ্টে—“অবিদহন্তঃ শ্রপয়তেতি বাচং বিসৃজতে । যজ্ঞমেব হবী ৬ যতিব্যাহৃত্য প্রতমুতে । পুরোকচ-মবিদাহায় শ্রুতৌ করোতি” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৮) ইতি । সংবপনকালে যো বাঙুনয়মস্তমিদানীং পরিত্যজ্যেৎ । বিশেষণ দাহো ভস্মীভাবস্তং পরিত্যজ্য সমাকৃপাকং শ্রপণং কুরুত । অত এবাহম্নায়তে—“যো বিদধঃ স নৈশ্বতৌ যোহশ্বতঃ স রোদ্রো যঃ শ্বতঃ স সদেব-স্তস্মাদবিদহতা শ্বতং কৃত্যঃ সদেবস্বায়” ইতি । অবিদহন্ত ইতি বহুবচনং পূজার্থং । অগ্নিন্-কালে বাগ্নিমৌকে সতি যজ্ঞমেবান্তিলক্ষ্য তত্রাপি প্রধানভূতানি হবী ৬ যতিলক্ষ্য বাচমুচ্চাৰ্য্য যজ্ঞং বিস্তারিতবান্ ভবতি । কিং চ বিশেষণ দাহনিযুক্তৌ সমাকৃপাকগুণসিদ্ধয়ে চৈনং প্রৈষমুচ্চারণন্ হবিঃস্বীকারাৎ পুরৈব দেবেভ্যো রুচিং কৃতবান্ ভবতি । পুরোডাশাচ্ছাদনং বিধস্তে—“মন্তিকো বৈ পুরোডাশঃ । তং যন্নাভিবাসয়েৎ । আবিস্মন্তিকঃ স্ত্রাৎ । অভি-বাসয়তি । তস্মাদ্গুহা মন্তিকঃ” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৮) ইতি । মন্তিকঃ শিরস্তবস্থিতো মেদসঃ খণ্ডো গুহা গুঢ় আচ্ছাদিত ইত্যর্থঃ । ছাদনযোগ্যং দ্রব্যং বিধস্তে—“ভস্মনাহভিবাসয়তি । তস্মান্না ৬ সেনাস্থি ছন্নঃ” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৮) ইতি । স্মান্নয়েদঃস্বানীয়ঃ পুরোডাশো মাংসস্থানীয়েন ভস্মনাহচ্ছাদিতস্তস্মান্নোকেহপ্যাস্থিসংল্লিষ্টং মেদো মাংসেন ছন্নং ভবতি । পুরো-ডাশস্তোপরি ভস্মনোহধ্যাহনে সাধনং বিধস্তে . “বেদেনাভিবাসয়তি । তস্মাৎ কেশৈঃ শিরশ্ছন্নঃ” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৮) ইতি । দর্ভমুষ্টিনির্মিতো বেদিসম্মার্জনহেতুর্বেদঃ । তস্মিন্দ-র্ভাণাং কেশৈঃ সাম্যং । এতদ্বেনং প্রশংসতি—“অথলতিভাবুকো ভবতি । য এবং বেদ” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৮) ইতি । কেশরহিতশিরোযুক্তঃ খলতিস্তদ্বনশীলো ন ভবতি ॥

১৩ । “সং ব্রক্ষণা পৃচ্যস্ব ।”—কল্পঃ—“সং ব্রক্ষণা পৃচ্যস্বেতি বেদেন পুরোডাশে সান্ধারং ভস্মাদ্যুহতি” ইতি । হে পুরোডাশ ময়্যেণ সম্পূক্কো ভব । সনস্তকল্পপ্রকাশকং মন্ত্রময়-ব্যতিরেকাত্যাং ব্যাচষ্টে—“পশৌর্কৈ প্রতিমা পুরোডাশ । সনাযজ্ঞকমভিবাস্তঃ । বৃথৈব স্ত্রাৎ । ক্লেশ্বরা যজ্ঞমানস্ত পশবঃ প্রমেতোঃ । সং ব্রক্ষণা পৃচ্যস্বেতিত্যাহ । প্রাণা বৈ ব্রহ্ম । প্রাণাঃ পশবঃ । প্রাণৈরেব পশুনংসংপৃণক্তি । ন প্রমায়ুকা ভবন্তি” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৮) ইতি । পর্যায়িকরণেন পুরোডাশস্ত পশুকৃতত্বাৎ পশোশ্চ মন্ত্রসংস্কার্য্যত্বাদযজ্ঞস্য বিনাহভিবাসন-
* অনর্থকং স্ত্রাৎ । ন কেবলং বৈয়র্থ্যং কিং তু যজ্ঞমানস্ত পশবশ্চ মর্ত্যুঃ সমর্থী ভবন্তি ।

সোহয়ং ব্যতিরেকঃ। উক্তদোষপরিহারায় নষ্ট্রেণ সংপৃচ্যস্বৈত্যেবময়ং নম্রো ক্রুতে। তত্র সম্পর্কপ্রতিযোগী মন্ত্ৰঃ পশুন্ মরণং পালয়তীতি প্রাণস্বরূপঃ। পশবশ্চ প্রাণাধারত্বাৎ প্রাণ-
স্বরূপাঃ। অতো যোগ্যত্বাৎ সম্পর্কে সতি পশবো মরণশীলা ন ভবন্তি। সোহয়মময়ঃ। নষ্ট্রেণ
যথা সম্পর্কত্বাৎ ভগ্ননাহপি সম্পর্কো যুক্ত এবৈত্যাহ—“যজমানো বৈ পুরোডাশঃ। প্রজ্ঞা
পশবঃ পুরীষঃ। যদেবমভিবাসয়তি। যজমানমেব প্রজয়া পশুভিঃ সমর্দ্ধয়তি” [ব্রা० কা० ৩
প্র० ২ অ० ৮] ইতি। পুরীষং ভগ্ন ॥

১৪। “একতায় স্বাহা দ্বিতায় স্বাহা ত্রিতায় স্বাহা।”—কল্পঃ—“অত্রৈতৎপাত্রীসংকালনং
গার্হপত্যাদ্বারোহিতিত্য হুত্বাহঙ্কর্ষেদি প্রতীচীনং তিস্বস্থ লেখাস্থ নিনয়ত্যেকতায় স্বাহা দ্বিতায়
স্বাহা ত্রিতায় স্বাহেতি” ইতি। তেভ্য ইদং পাত্রীপ্রকালনোদকং হৃতমন্ত্ৰ। একতাদীনামুৎ-
পত্তিপ্ৰকারমাহ—“দেবা বৈ ইবিভূত্বাহক্ৰবন্। কশ্মিন্নিদং ব্রক্ষ্যামহ ইতি। সোহয়িরব্রবীৎ।
ময়ি তনুঃ সংনিধদধ্বং। অহং বস্তং জনয়িষ্যামি। যস্মিন্ ব্রক্ষ্যধ্ব ইতি। তে দেবা অগ্নৌ
তনুঃ সংজদধত। তস্মাদাহঃ। অগ্নিঃ সর্কা দেবতা ইতি। সোহঙ্গারোণাঃ। অভ্যাপ্যতয়ৎ।
তত একতোহজায়ত স দ্বিতায়মভ্যাপ্যতয়ৎ। ততো দ্বিতোহজায়ত। স তৃতীয়মভ্যাপ্যতয়ৎ।
ততস্ত্রিতোহজায়ত। যদদ্ব্যোহজায়ত। তদাপ্যানামাপ্যতয়ৎ যদাত্তোহজায়ত। তদাত্তানা-
মাত্ত্যতয়ৎ” [ব্রা० কা० ৩ প্র ২ অ० ৮] ইতি। দেবাঃ পূর্বে ব্রীহবধাতাদিনা হবিঃ সম্পাত্ত
বীজবধাদিপাপলেপঃ কশ্মিন্ পুরুষে মার্জ্জনীয় ইতি বিচার্য্যগ্নিবচনেন স্ববীর্ঘ্যমগ্নৌ স্থাপিতবস্তুঃ।
ততঃ সোহয়িঃ সর্কদেববাগ্ধারিণাং হঙ্গারোণাদেবতামভিলক্ষ্য তবীর্ঘ্যমপাতয়ৎ। তস্মাদুৎপন্ন
নামেকতাদিনামকানাং দেববিশেষাণামাপো মাতরো দেবা আস্বানঃ পিতর ইত্যাপ্যানামকত্ব-
মাত্ত্যানামকত্বং চ যুক্তং। স চ লেপঃ পরম্পরয়া ব্রীহবধাতিনি পুরুষে পর্যবসিত ইত্যাহ—
“তে দেবা আপোবমুজত। আপ্যা অমুজত স্বর্ঘ্যাত্ত্বাদিতে। স্বর্ঘ্যাত্ত্বাদিতঃ স্বর্ঘ্যাত্ত্বিনিমুক্তে।
স্বর্ঘ্যাত্ত্বিনিমুক্তঃ কুনথিনি। কুনথী শ্রাবদতি। শ্রাবদগ্নাদিধিষৌ। অগ্নিদিষুঃ পরিবিস্তে।
পরিবিস্তো বীরহনি। বীরহা ব্রহ্মহনি। তদব্রহ্মহণং নাত্যচ্যবত” (ব্রা० কা० ৩ প্র ২ অ० ৮)
ইতি। আপ্যা একতাদয়ঃ। উদয়াস্তময়কালয়োঃ সূপ্তৌ পুরুষাবভূদিতাভিনিমুক্তৌ। তথা
চোক্তং—“সূপ্তে যস্মিন্তমতি সূপ্তে যস্মিন্দেতি চ। অংশুমানভিনিমুক্তৌ ভূতাত্ত্বাদিতৌ তৌ
যথাক্রমং” ইতি। নথবক্রয়ং দন্তমালিষ্ঠং চাত্র বোগবিশেষকৃতং। জেষ্ঠ্যাহনুচায়াঃ কনিষ্ঠামুচ্-
বাহবস্থিতো গ্নিদিষুঃ। উচবতি কনিষ্ঠে সতি বিবাহরহিতো জ্যেষ্ঠঃ পরিবিস্তঃ। বীরশ্চ
কত্রিয়শ্চ হস্তা বীরহা। ব্রাহ্মণশ্চ হস্তা ব্রহ্মহা। এতেষাপ্যানামেকতাদীনাম দেবানাং পাপ-
লেপমার্জ্জনায়েব স্তেজাত্ত্বৈব তস্মার্জ্জনমুচিতং। স্বর্ঘ্যাত্ত্বাদিতাদীনাম ব্রহ্মহাংস্তানাং পাপপ্রবণত্বা-
দগ্নিগামিনো জলস্তেব লেপস্ত্যপি তেযু প্রবাহো যুক্তঃ। ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাপাধিক্যাতারতম্য-
বিশ্রান্তিভূমিহ্মানেপো ব্রহ্মহণং নাতিক্রামতি। প্রকালনোদকস্ত লেখাস্থ নিনয়নং বিধত্তে—
“অঙ্কর্ষেদি নিনয়ত্যবরক্টো” (ব্রা० কা० ৩ প্র ২ অ० ৮) ইতি। এতেন নিনয়নেন কশ্মুৎকল-
প্রতিবন্ধকপাপলেপস্তাপনীয়ত্বাৎ ফলসম্পাদনায়েদং নিনয়নং সম্পদ্যতে। তস্ত জলস্ত বহ্নিতাপং
বিধত্তে—“উদ্ধুকেনোভিগৃহ্মাতি শৃত্বায়। শৃতকামা ইব হি দেবাঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্র ২ অ० ৮)
ইতি। শৃতং পৃকং। যঃ শৃতঃ স সর্গদেব ইতি পূর্বমুদাহৃতং ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

“সংবপামি হবির্কাপঃ সমা তত্র জলং ক্ষিপৎ । অন্ত্যঃ সংপ্রাভ্য তপ্তাভিজ্জলং সংযোত্যশেষতঃ ॥ ১ ॥
অগ্নায়ী নির্দিশেদ্যাগো মথ পিণ্ডং কুরোতি হি । বর্ষাঃ কপালে নিক্ষিপ্য প্রথয়েত্বকুমন্ত্রতঃ ॥ ২ ॥
অচং শ্রদ্ধী কৰোত্যস্তিরস্তঃ পর্যায়রে কৃতিঃ । শ্রপয়ত্বাঙ্কটৈর্দেবো হৃদিস্তে আলাতে কুশৈঃ ॥ ৩ ॥
সং বেদেন চ সান্দারভস্মনাচ্ছাদয়েদ্ধবিঃ । একান্তর্বেদি লেখাস্থ কালনং নিনয়েত্রিভিঃ ॥
অমুবাকেচ্চেনে সপ্তদশ মন্ত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥” ইতি ।

অথ নীমাংসা ।

অত্রাবিদহন্তঃ শ্রপয়তেতি কশ্চিৎশব্দ উক্তঃ । শতকামা ইব হি দেবা ইত্যর্থবাদশ্চ ।
এতদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণান্তরবাক্যমপি যো বিদগ্ধ ইত্যাদিকমুদাহৃতং । তত্র কিঞ্চিৎতীয়াধ্যায়স্ত
চতুর্থপাদে চিস্তিতং—“পরষি চিন্নমিত্যুক্ত্যা বর্হিষস্ত সমূলতাং । ঘৃতং দৈবং মন্ত পিত্র্য-
মিত্যুক্ত্যা নবনীতকং ॥ যো বিদগ্ধঃ স ইত্যুক্ত্যা পুরোডাশস্ত পকতাং । স্তোতি পুরোত্তরৌ
পক্ষৌ যোজনৌয়ো মিনীতবৎ” ইতি ॥ চাতুর্ন্যাস্তেষু মহাপিতৃযজ্ঞে শ্রয়তে “যৎপরষি দিতং
তদ্দেবানাং । যদন্তরা তন্নমুশ্যাণাং । যৎ সমূলং তৎপিতৃণাং । সমূলং বর্হির্ভবতি ব্যায়ুস্তো”
ইতি । পরঃ পক্ষী । দিতং খণ্ডিতং । জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাত্যঙ্গে শ্রয়তে—“ঘৃতং দেবানাং মন্ত
পিতৃণাং নিম্পকং নমুশ্যাণাং তদ্বা এতৎসর্গদেবতাং যন্নবনীতং যন্নবনীতেনাভ্যাজ্তে সর্বা এব
দেবতাঃ প্রীগতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি মন্ত দধিতবং মণ্ডং । নিম্পকং
শিৰসি প্রক্ষেপ্তুমীষদ্বিলীনং নবনীতং তক্রং বা । দর্শপূর্ণাসয়োঃ পুরোডাশশ্রপণে
শ্রয়তে—“যো বিদগ্ধঃ স নৈব্ধতো যোহশ্বতঃ স যৌদ্ধো যঃ শ্বতঃ স সদেবস্তস্মাদবিদহতা
শ্বতঃ কৃত্যঃ সদেবতায়” ইতি । বিদগ্ধোহতিপকঃ । অশ্বতোহপকঃ । তত্র বর্হিষি
সমূলচ্ছেদনস্তাভ্যঙ্গে নবনীতস্ত পুরোডাশে যথোচিতপাকস্ত চ বিধেয়তয়া সর্বমবশিষ্টং
স্তাবকং । অত্র পুরোত্তরপক্ষৌ ন প্রপকিতৌ । অষ্টেব পাদস্ত প্রথমাদিকরণে নিবীত-
বাক্যে প্রোক্তয়োরেবাত্রাপি যোজনীয়ত্বাৎ । তন্তৈবাবিকরণস্তোদাহরণবাহুল্যমনেনৈবাবিকরণেন
প্রপক্যতে ॥

অথ ব্যাকরণম্ ।

সংবপামীত্যাদৌ স্বরা গতাঃ । আপ ইত্যত্র ফিট্‌স্বরঃ । অস্তিরিত্যত্র “উড়িদং পদান্ত-
পুংসৈত্বাভ্যঃ” (প্রা. ৬-১-১৭১) উডাদেশাদিদংশদ্যাংপদন্তিত্যাচ্ছাদেশেভ্যোহপ্‌শকাৎপুংশকা-
দ্রৈশদ্যাদির্ভদ্রাচ্ছোভসর্কনামস্থানমুদাত্তং ভবতি । যতপি “সাবেকচতুতীয়াদিঃ” (পা. ৬-১-
১৬৮) ইতি স্বত্রেণৈতৎ সিদ্ধং তথাহপি দ্বিতীয়াবহুবচনর্থমন্ত স্বত্ৰস্ত বক্তব্যত্বাদনেন বিশেষ-
স্বত্রেণোদাত্তো বিধেয়ঃ । রেবতীরিত্যত্র রেবদ্যাচ্ছোপসংখ্যানমিতি মতুবাছ্যাদান্তঃ । প্রজাতা
ইত্যত্রাস্তর্ভাবিতগ্যার্থং কক্ষণি নিষ্ঠায়াং “গতিরনন্তরঃ” (পা. ৬-২-৪৯) ইতি পূর্বেপদপ্রকৃতি-
স্বরঃ । জনয়ত্যা ইত্যত্র জিন্‌প্রত্যয়ান্ত্বেন “নিঞ্‌ত্যাদিনির্ভিতাং” (পা. ৬-১-১২৭) ইত্যাদ্যা-
দ্বান্তঃ । উরুশব্দস্ত নিত্যানপুংসকত্বাভাবাৎ ফিট্‌স্বরঃ । যজ্ঞপতিরিত্যত্র “পত্যাবৈষথ্যে” (পা.
৬-২-১৬৮) ইতি পূর্বেপদ প্রকৃতিস্বরঃ । তন্তুরিতমিত্যত্রাস্তঃশব্দস্ত গতিত্বাৎ “গতিসনস্বরঃ” (পা.

৬-২-৪২) ইতি পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরূপ । বর্ষিষ্ঠ ইত্যত্রৈষ্টনং প্রত্যয়স্ত নিষাদাহাদাতঃ । এবং সর্বসুমেয়ং ॥ (১অষ্টক—১প্রাণাঠক—৮অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসামগাচার্য্যবিরচিতৈ মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-
ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রাণাঠকেষ্টমোহনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা ।

—ঃ ১ ১ ১ :—

অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ পুরোডাশ-নিষ্পাদক । মন্ত্রমে প্রক্লিষ্ট অঙ্গারোপক্লি কপাল-স্থাপনের বিষয় কথিত হইয়াছে ; আর এই অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ সেই উক্তপু কপালে পুরোডাশ শ্রপণের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিবদ্ধ আছে । মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্বন্ধে ‘বিনিয়োগ-সংগ্রহ’ গ্রন্থের নির্দেশ এইরূপ,—

‘সংবপামি’ মন্ত্রে উক্তপু কপালে হবিঃ (অর্থাৎ পিঠ তণ্ডুল বা চাউলের গুঁড়া) স্থাপন ; তার পর ‘সমাপাঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাতে জল-নিষ্কেপ, ‘অন্ত্যঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই জলকে নাড়িয়া ‘জলয়তোঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে মিশ্রিত হবিঃ উক্তপু করিবার বিধি । তদনন্তর ‘অগ্নয়ে’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হবির এক একটা ভাগ গ্রহণ করিয়া ‘মধস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রে এক একটা পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে । তার পর, ‘বর্ষ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পিণ্ড-সমূহ পূর্বস্থাপিত কপালে স্থাপন করিয়া, ‘উরুপ্রথা’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পুরোডাশকে ভর্জন করিবে । তদনন্তর ‘অন্তরিতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে জল গ্রহণ করিয়া ‘হুচং’ প্রভৃতি মন্ত্রে পুরোডাশে জল-প্রক্ষেপ এবং ‘শ্রপয়তি’ প্রভৃতি মন্ত্রে কপাল মধ্যে সেই পুরোডাশ সঞ্চালন করিবার বিধি । ‘অগ্নে’ প্রভৃতি মন্ত্রে কুশ-ধারা পুরোডাশ পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন, ‘সংব্রজণা’ প্রভৃতি মন্ত্রে অঙ্গার এবং ভস্মের দ্বারা সেই হবিকে আচ্ছাদন করিবে । তার পর ‘একতাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে জল দ্বারা পাত্রগুলিকে ধৌত করিয়া সেই জল দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করিবে । বিনিয়োগ অনুযায়ে এই অনুবাকে সপ্তদশটি মন্ত্রের বিদ্যমানতা কথিত হয় ।

ক্রিয়া-কর্মে মন্ত্রের পূর্ববিধ প্রয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার যে অর্থ ও যে স্বাধোদন-পদ-সমূহ অধ্যাহার করিয়াছেন, প্রথমে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি । আমাদের হিসাবে এই অনুবাকের মন্ত্রসমূহ চৌদ্দটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে ॥ তবে কোনও কোনও বিভাগে আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপবিভাগও করিত হয় । অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—‘সংবপামি’ । ভাষ্যে এই আয়াত মন্ত্রের প্রথম ‘দেবন্ত’ বা সবিভূঃ প্রসব, অধিনোর্কাহভ্যাং ইত্যাদি মন্ত্র সংযোজন করিবার বিধি আছে । মন্ত্রটি পিঠ-স্বাধোদন-মূলক । পিঠ প্রস্তুত হইলে, পবিত্র অর্থাৎ কুশ-সম্বৃত্ত পায়ে তাহা স্থাপন করিতে হয় । এইরূপ প্রয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে পিঠ ! তোমাকে এই পায়ে নিষ্কেপ করিতেছি ।’ দ্বিতীয় মন্ত্রে পিঠ-সমূহ (চালের গুঁড়িতে) প্রক্লিষ্ট উপসর্জনী (খিল বা বাতা খোয়া জল)

নিক্ষেপ করিবার বিধি । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘এই প্রণীত জল-ভাগ পিঠের জলীয় ভাগের সহিত মিলিত হউক ; ওষধিভাগ পিঠের ওষধিভাগের সহিত মিলিত হউক ; বেরতীভাগ, পিঠের জগতী-ভাগের সহিত মিলিয়া যাউক ; মাধুর্য্যভাগ পিঠের মাধুর্য্য-ভাগের সহিত মিলিত হউক ।’ ভাব এই যে, চালের গুঁড়া ও জল এক হইয়া যাউক । স্বত্র-গ্রন্থে এই মন্ত্রের অর্থ সঙ্ক্ষেপে কথিত হইয়াছে,—‘প্রণীত আপ মদযুক্ত জল-সমূহের সহিত সঙ্গত হউক । পিঠরূপ ওষধী-সমূহ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধি উদকরসের সহিত মিলিত হউক ; অপিচ, হে উভয়বিধ আপ । তোমরা সকলের অভিবৃদ্ধি সাধন কর বলিয়া তোমরা স্বভাবতঃ ধনবতী ও মাধুর্য্যবতী । ওষধী-সমূহও জঙ্গমরূপ পঞ্চাদির অভিবৃদ্ধির জন্য পশুরূপ ধনযুক্ত এবং স্বভাব-সিদ্ধ স্বাস্থ্য-হেতু মাধুর্য্য-সম্পন্ন । সুতরাং পিঠরূপ ওষধীর সহিত তাহাদের মিলন সংসাধিত হউক ।

তৃতীয় মন্ত্রে জলকে পরিপ্লাবিত করিতে হয় । পরিপ্লাবন বলিতে পিঠের সর্বত্র আর্দ্রীকরণ বুঝায় অর্থাৎ পিটালুব মধ্যে জল দিয়া, সেই পিটালু-মিশ্রিত জল নাড়িয়া জলে ও পিটালুতে মিশাইতে হয় । মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে পিঠরূপ ওষধী-সমূহ ! তোমরা পূর্ব্ব জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছ ; অতএব তোমরা অথ জলের সহিত সংপৃক্ত অর্থাৎ মিলিত হও ।’ স্রবষ্টি হইলে বারিবর্ষণে ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া জল যেমন ওষধী-সমূহকে পরিবর্দ্ধিত করে ; সেইরূপ এই পরিপ্লাবনে পিঠের ও জলের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণে পুরোডাশ নিষ্পত্তি হইবে—তাই বিনিয়োগের সার্থকতা । চতুর্থ মন্ত্রও পিঠ সঞ্চোধনে বিনিয়ুক্ত । চাউলগুলি শিলায় অথবা ঘাতায় গুঁড়া হইবার পর, সেই শিলা বা ঘাতা ধুইয়া যে জল বাহির হয়, তাহা এবং প্রণীত জল উভয়কে পিঠের সহিত হস্তাস্থলির দ্বারা মিশাইতে হয় । সেই মিশ্রণকালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—‘হে পরিপ্লাবিত পিঠ ! তোমাকে হস্তাস্থলির দ্বারা সম্যকপ্রকারে এই জলের সহিত মিশ্রিত করিতেছি ।’ পঞ্চম মন্ত্রে সেই জলমিশ্রিত পিঠকে বিভাগ করতঃ, এইটী অগ্নির জন্ত, এইটী সোম-দেবতার জন্ত এবং এই দুইটী অগ্নীষোম দেবতার জন্ত রহিল—বলিয়া এক একটিকে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্রভাবে স্থাপনের বিধি । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে পিঠ ! তোমাকে অগ্নিদেবতা এবং অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি ।’ তার পর ষষ্ঠ মন্ত্রে পিণ্ড প্রস্তুত, আর সপ্তম মন্ত্রে সেই সকল পিণ্ড পূর্ব্বস্থাপিত আটটি কপালে স্থাপন করিবার বিধি । মন্ত্রের অর্থ—‘হে পুরোডাশ ! তপ্ত-কপালে অবস্থান-হেতু তুমি দীপ্ত হও । সেই হেতু তোমাতে দেবতার অধিষ্ঠান । সুতরাং তুমি বজ্রমানের আয়ুঃ বৃদ্ধি কর ।’ অষ্টম মন্ত্র পুরোডাশ-ভক্ষণে বিনিয়ুক্ত হয় । উহার অর্থ,—‘হে পুরোডাশ ! তোমরা যাহাতে বহু হইতে পার, সেইরূপ ভাবে বিদ্যুত হও । তোমাদের বিদ্যুতিতে বজ্রমানও প্রখ্যাত হইবে ।’ নবম মন্ত্রে পুরোডাশে জলসেচন করিতে হয় । মন্ত্রের অর্থ—‘হে পুরোডাশ ! তুমি জলস্রবের স্নানকৃত স্বাক্ষকে স্বীকার কর ।’ দশম মন্ত্রে দীপ্যমান পুরোডাশের চারিদিকে বজ্র-সংশোধন-মূলক অগ্নি-স্থাপন করিবার বিধি । সেই অগ্নি-স্থাপনে স্বাক্ষস-জাতি এবং শত্রু-সমূহ পুরোডাশের নিকটবর্তী হইতে পারে না । এই বিনিয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘বিস্কলপণ এবং অরাজিতপণ অস্বীয় হইল ।’ একাদশ মন্ত্রে

পুরোডাশকে সঞ্চালিত করিতে করিতে বলা হয়,—‘হে পুরোডাশ ! প্রবুদ্ধ মাক-নামক অগ্নিতে তোমাকে ছাপন করিয়া সবিতা দেবতা তোমাকে পকু করুন। এই অগ্নি তোমার শরীরের ভস্মীকরণরূপ অতিলাহ যেন লাধন না করেন।’ ফলতঃ, পিষ্টক ধরিয়া না যায়, ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। পুরোডাশ যেন ধরিয়া না যায়, পরন্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয়—এই জন্তই মন্ত্রের প্রার্থনা। দ্বাদশ মন্ত্রে বাঙ-নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। হবিঃ-সংবপন সময়ে বাক্-সংবম করা হইয়াছিল। এখন সেই বাঙ-নিয়ম পরিত্যক্ত হইল। মন্ত্রের ভাব এই যে,—‘বিশেষভাবে দাহ দ্বারা ভস্মীভূত না করিয়া সম্যক-ভাবে যাহাতে পাক হয়, তাহা কর।’ ত্রয়োদশ মন্ত্রে অঙ্গার এবং ভস্মের দ্বারা হবিকে আচ্ছাদন করিবে। মন্ত্রের অর্থ,—‘হে পুরোডাশ ! তুমি মন্ত্রের সহিত সংপৃক্ত হও।’ চতুর্দশ বা শেষ মন্ত্র, পাত্র-প্রক্ষালিত জলকে সোধোদন করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে পাত্র-ধোত জল ! ‘একত’ নামক দেবতার তৃপ্তির জন্ত, ‘দ্বিত’ নামক দেবতার তৃপ্তির জন্ত, ‘ত্রিত’ নামক দেবতার তৃপ্তির জন্ত তোমাকে অর্পণ করিতেছি। এই বলিয়া জল প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পূর্কোক্ত দেবতাত্রয়ের উদ্দেশ্যে জল প্রক্ষেপ সম্বন্ধে একটা উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যানটা এই—‘এক সময়ে শক্রভয়ে ভীত হইয়া অগ্নি জলमध्ये লুক্কায়িত হয়েন। সেই সময়ে তাঁহার বীণ্যে জলের মধ্যে ‘একত’ ‘দ্বিত’ ও ‘ত্রিত’ নামক দেবত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। অত্যাগ্র দেবগণের অনুকম্পায় অগ্নিদেব উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে, তত্বৎপন্ন দেবত্রয়ের পূজার বিষয় বিচার হয়। কিন্তু তখন যজ্ঞের এমন কোনও ভাগ অবশিষ্ট ছিল না যে, তাঁহারা তাহা পাইতে পারেন। তখন পুরোডাশ-ধোত জল, তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা হয়। মন্ত্রটি এইভাবে পল্লবিত হইয়াছে।

এক্ষেণে মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিতেছি। প্রথম মন্ত্রে ‘সংবপামি’ পদ মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যাদির ব্যাখ্যায় ঐ মন্ত্রে পিষ্ট পদার্থ (পিটালীর গোলা) নিক্ষেপ করিতে হইবে। আমাদের মতে এই মন্ত্রে আপনার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবে হবিঃ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হইয়াছে। মানুষ যখন এতাদৃশ ভাবের ভাবুক হইতে পারিবে, আপনার সত্ত্বভাব-সমূহকে যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইবে, তখনই সে মোক্ষ-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।’ দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের বেশ একটু সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। মানুষ যখন মোক্ষ-পথের পথিক হয়, তখনই তাহার কর্মফলাবসানে ক্ষয়মূলক ওষধীবৎ জীবনের সহিত স্নেহ-সম্ব-ভাবের সম্মিলন ঘটে; তখনই তাহার সেই মরণ-ধর্মী জীবনের সহিত রস-স্বরূপ ভগবানের অমৃতত্বের সম্মিলন হয়। তখনই তাহার সেই শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবনিবহ বিশ্বজনীন ক্ষুণ্ণি-লাভ করিয়া বিশ্ববাসীর সকলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে; তখনই তাহার মাধুর্য্য-ভাব-সমূহের সহিত মাধুর্য্যময় ভগবদ্ব্যভূতি-সমূহের সম্মিলন সংসাধিত হইবে। ফলতঃ, এই মন্ত্রে এক বিরাট সম্মিলনের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ভাষ্যের ভাব, সে ভাব উপলব্ধির পক্ষে বিঘ্ন অন্তরায় ঘটাইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত দুইটি পদ—‘আপঃ’ ও ‘ওষধীভিঃ’ সেই ভাব উপলব্ধির প্রধান অন্তরায়। ঐ দুই পদে সহজেই মনে হয়, যেন ফলপাকান্তে ধাতাদিতে জলসেচনের

প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রোক্ত ‘সংবপামি’ পদের সার্থকতাও তাহাতেই পরিলক্ষিত হইতে পারে। বপনের পরই জলসেচন—এক পক্ষে এই ভাবই স্বভাব-সঙ্গত। স্থলদৃষ্টিতে, মন্ত্রে কৃষিকর্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে আসিতে পারে। কৃষিকার্য্যই তো বটে! কিন্তু সে কোন্ কৃষিকার্য্য! কর্ণ বপন জলসেচন তো বটেই। কিন্তু সে কোন্ ভাবে কোন্ ব্যাপারে? অনুধ্যান করুন—সে বহির্জগতের ব্যাপার, কি অন্তর্জগতের ব্যাপার! আমরা মনে করি, মন্ত্রোক্ত ‘ওষধিঃ’ ও ‘রসেন’ এবং ‘অন্তিঃ’ পদত্রয়ে সেই তত্ত্বেরই আভাষ পাওয়া যায়। রসের সহিত ওষধীর মিলন কি? রস পাইয়া ওষধী পরিপুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু তাহার আবার রসের সহিত মিলিবার কি প্রয়োজন? গীতার শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—‘রসোহহমস্মু কোন্তেষু’; অর্থাৎ—‘হে অর্জুন! জলের মধ্যে আমি রস।’ ইহাতেই বুঝা যায়, এখানে রস শব্দে ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা হইলে ‘ওষধিঃ’ পদ কাহার সন্ধর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে? তাহার কি সেই ঋতাদিরূপ তুচ্ছ তৃণবিশেষ? আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি,—মনুষ্য পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ওষধী পদের সার্থকতা। ফল পরিপক্ক হইলে, ওষধীর জীবন শেষ হয়। প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত মানুষ ইহসংসারে প্রেরিত হয়। তাহার সেই কর্মফল যখন শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার ইহজীবনের অবসান ঘটে। মন্ত্রের ‘ওষধী’ পদ এই অর্থেই মনুষ্যকে বুঝাইতেছে। প্রথম স্তর—এই কঠোর জীবনের সহিত অপস্বরূপ স্নেহস্বভাবের সন্মিলন। জীবন যখন শুদ্ধস্বভাবের অধিকারী হয়, তখন সে রসময়ের সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ততা লাভ করে। মন্ত্রোক্ত পদ-চতুষ্ঠয়ে (সোমাপঃ হইতে রসেন পর্য্যন্ত বাক্যে) ঐ ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্রের শেষাংশ প্রোক্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে, সাধনার পথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য আসিলে, অন্তরস্থ শুদ্ধস্বভাবসমূহ পরিস্ফুটি লাভ করে; বিশ্বের সকলের সহিত তখন তাহার সন্ধর্ক সংশ্রব সংস্থিত হয়। ‘রেবতীর্জগতীভিঃ’ শব্দে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। সেই স্ফুটিরই চরম পরিণতি—‘মধুমতীর্নধুমতীভিঃ’। তখনই প্রেমময়ের সহিত প্রেমিকের অপূর্ণ সন্মিলন সংসাধিত হয়।

তার পর, শুদ্ধস্ব যে ভগবানেরই বিভূতি—তৃতীয় মন্ত্রে তাহাও প্রত্যাশিত হইয়াছে। মন্ত্রের সন্ধ্যা—হৃদয়ের শুদ্ধস্বভাব। এখানে আত্মার আত্মসন্মিলনের ভাবই বর্তমান। জলবৃন্দ জল হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু আবার জলেই যেমন তাহার পরিণতি; শুদ্ধস্ব সন্ধর্কেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবান হইতে তাহার উৎপত্তি, -আবার তাহাতেই তাহার পরিণতি। এই ভাবে এক সন্মিলনের বিরাট ভাব মন্ত্রের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। ‘অন্তিঃ’ পদে আমরা সঙ্কসমুদ্র সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করি। মহাসমুদ্র হইতে যেমন অশেষ শাখাপ্রশাখাবৃন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ তোরনিধির উদ্ভব হইয়া চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করে; শুদ্ধস্ব বিষয়েও তাহাই বুঝিতে হইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীনালা, নানা দিগ্বেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া, পরিশেষে যেমন মহাসমুদ্রেই তাহাদের জলরাশি নিঃসারণ করে, শুদ্ধস্বসন্ধর্কেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবানের বিভূতিরূপ

গুরুস্ব তাঁহা হইতে উদ্ধৃত হইয়া, আবার তাঁহাতেই বলীন হইয়া যায়। মন্ত্রের ইহাট ভাংপৰ্য্য বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে সেই গুরুস্বলাভের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধন—পিঠসমূহ প্রভৃতি। চতুর্থ হইতে একাদশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহ যে সকল ক্রিয়া-কর্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহার আভাষ প্রান্তেই প্রদান করিয়াছি। আমাদের মতে মন্ত্রের কোথাও পিঠের বা পুরোডাশের সম্বন্ধ নাই। মন্ত্র সমূহের লক্ষ্য অজ্ঞাপন। মন্ত্রসমূহে বলা হইয়াছে,—মন যদি সত্ত্বাবপ্তির জন্ত ভগবানের সহিত মিলিত

- অর্থাৎ ভগবৎ কার্যে বিনিযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান হইতেই অন্তঃ-করণে জ্ঞানের ফল হইয়া থাকে। মনঃস্বরূপ সংকল্পই জ্ঞান ও ভক্তির মূলীভূত। পর পর মন্ত্রসমূহে এই ভাবই পারব্যক্ত রহিয়াছে। মন্ত্রগুলি পরস্পর ক্রিয়া সম্বন্ধবিশিষ্ট অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত মন্ত্রে তাহা উপলব্ধ করণ। ষষ্ঠম ও নবম মন্ত্র ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তিনি যে স্বপ্রকাশ!—বিশ্ব যে তাঁহার অভিব্যক্তি! তিনিই যে বিশ্বের প্রাণস্থানীয়! তিনি তো প্রখ্যাতই আছেন! কিন্তু তাঁহার মূখ্য প্রখ্যাতি পাপীর পরিত্রাণের জন্ত। অর্চনাকারী তাঁহি প্রার্থনা করিতেছেন,—‘হে ভগবন! আমার হ্রাস পাপীকে পরিত্রাণ করন। সংকল্পের জন্ত আমি যেন বিখ্যাত হই। দশম ও একাদশ মন্ত্রের প্রার্থনা যেন ঐ প্রার্থনারই পূর্ণতাভ্যন্তর। প্রথমে বলা হইল—‘পাপ দূর করন’; তার পর বলা হইল,—‘হে ভগবন! আপনি জ্ঞানমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমার অজ্ঞানাবরণ নাশ করন। অথবা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহকে দৃঢ় করিয়া দেন—সে যেন সাধনার অমুপযুক্ত না হয়! সে যেন আমার হৃদয়কে সংকল্পের দ্বারা স্বর্গে পরিণত করিয়া সেখানে আপনাকে স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।’ দ্বিবিধ ভাবে একাদশ মন্ত্রের অর্থ নির্দিশিত হইতে পারে। আমাদের প্রকাশিত মন্ত্যামুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

দ্বাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা চতুর্থ অনুবাকে দ্রষ্টব্য। ত্রয়োদশ মন্ত্রেও এক কিরাট সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এই মন্ত্রে দ্বিবিধ অর্থে সেই একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্দশ মন্ত্রে একতায়, দ্বিতায় ও ত্রিতায় পদত্রয়ে উচ্চোচ্চ স্তরে অগ্রসর হওয়ার অবস্থাই প্রকাশ করিতেছে। অতি উচ্চস্তরের সাধক বুঝিলেন,—‘একতায় ত্বা।’ সে অবস্থায় সকলই এক হইয়া আসিল। তখন সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িল। সাধক কহিলেন,—‘মন! কেন দ্বিধা ভাব পোষণ কর?’ ‘একতায়’—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি বিনিযুক্ত হও। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিলে, আর কোনও দ্বিধা ভাবই তোমার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।’ তখন ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ এই বাক্য সিদ্ধি লাভ করিল। সাধক তখন ‘সর্বং খষিৎ ব্রহ্ম’ ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু একটু নিম্ন স্তরের সাধক যিনি, ভগবানের অদ্বিতীয়ত্ব ধারণা করিতে যিনি সমর্থ হইলেন না, ‘দ্বিত’ অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষরূপে অথবা ক্রিয়া জ্ঞানরূপে তিনি বিচ্ছিন্ন বলিয়া তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। তখন তিনি কহিলেন,—‘প্রকৃতি ও পুরুষ দুই ভাবে বর্তমান সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দুই ভাবের প্রতি মন তুমি বিনিবিষ্ট হও।’ ‘দ্বিতায় ত্বা’ মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। আরও নিম্নস্তরের সাধক যিনি, যিনি ভগবানকে এক

বা ছই ভাবে বুঝিতে অসমর্থ, ও ঐক্যেই তিনি 'ত্রিত'রূপে প্রতিভাত হইলেন । তাঁহার মনে হইল,—তগান স্বরূপজ্ঞানবান । তিনি ত্রিমূর্তিতে ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন । তদবস্থায় মনকে সম্বোধন করি ওলাই স্বাত বিক,—‘মন ! তোমায় সেই ত্রিতায় অর্থাৎ তিন স্বরূপে নিযুক্ত করিতেছি । রজোরূপে তিনি ব্রহ্মা, স্বরূপে তিনি বিষ্ণু, তমোরূপে তিনি মহেশ্বর । সৃষ্টি স্থিতি সংহার এই তিন কার্যে তিন অবস্থায় তিনি প্রকাশমান । তাঁহার সেই তিন ভাবের—তিন অবস্থার প্রতি, মন, আমি তোমায় নিযুক্ত করিতেছি ।’ মন্ত্রের ‘ত্রিতায় স্বা’ বাক্য এই ভাবই পরিব্যক্ত করিতেছে । একেই তিন আবার তিনেই এক, মন্ত্রে এই ভাব প্রস্ফুট বলিয়া মনে করি । জল মধ্যে অগ্নির লুকায়িত হওয়ার পৌরাণিক আখ্যানে অজ্ঞানে জ্ঞান ভাবুত হওয়ার এবং জ্ঞানের উন্মেষে ত্রিত, দ্বিত ও একত ভাবের বিকাশ,—রূপকে বিবৃত হইয়াছে মনে করা যায় । এই মন্ত্রের ‘একতায়’ পদে অবৈতবাদ, ‘দ্বিতায়’ পদে দ্বৈতবাদ এবং ‘ত্রিতায়’ পদে বহুবাদ প্রদঙ্গও মনে আনিতে পারে । (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৮অনুবাক) ॥

— * —

নবমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । নবমোহনুবাকঃ ।)

(১) অ। দদ ।

(২) ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভূষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি তিথতেজাঃ ।

(৩) পৃথিবী দেবঘজন্তোষধ্যাস্তে মূলং মা হিংসিষম্ ।

(৪) অপহতোহররুঃ পৃথিব্যৈ । (৫) ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং ।

(৬) বর্ষতু তে দ্ব্যঃ ।

(৭) বধান দেবু সবিতঃ পরমস্তাং পরাবতি শতেন পার্শৈর্যোঃ-

স্বান্দ্রেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিস্তমতো মা মোক্ ।

(৮) অপহতোঃররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজ্ঞৈ ত্রজং গচ্ছ গোহানং বর্ষতু

তে জ্যোৰ্বধান দেব সবিতঃ পরমশ্রাং পরাবতি শতেন পাঠৈর্যো-

শ্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিমন্তমতো মা মৌগপহতোঃররুঃ

পৃথিব্যা অদেবযজ্ঞনো ত্রজং গচ্ছ গোহানং বর্ষতু তে

জ্যোৰ্বধান দেব সবিতঃ পরমশ্রাং পরাবতি শতেন

পাঠৈর্যোশ্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং

দ্বিমন্তমতো মা মৌক ।

(৯) অররুস্তে দিবং মা কান্ ।

(১০) বসবস্তা পরি গৃহস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রাস্তা পরি গৃহস্ত

ত্রৈকুভেন ছন্দসা দিত্যাস্তা পরি গৃহস্ত জাগতেন ছন্দসা ।

(১১) দেবশ্চ সবিতুঃ সবে কৰ্ম কৃণুন্তি বেধসঃ ।

(১২) ঋতমস্যতসদনমস্যতশ্চীরসি ।

(১৩) ধা অসি স্বধা অশ্ব্যবী চাসি বশী চাসি ।

(১৪) পুরা জ্বরন্ত বিস্রপো বিরপশিদ্ধাদায় পৃথিবীং জীরদামুর্ধামৈ-
রয়ধন্দমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্তে ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) এতি । দদে । (২) ইঙ্গন্ত । বাহঃ । অসি । দক্ষিণঃ । সহস্রভূট্টিরিতি

সহস্র—ভূট্টিঃ । শতভেজা ইতি শত—ভেজাঃ । বায়ুঃ । অসি । তিগ্ধভেজা

ইতি তিগ্ধ—ভেজাঃ । (৩) পৃথিবী । দেবযজনীতি দেব—যজনি । ওষধ্যাঃ ।

তে । মূলম্ । মা । হিঙ্গসিষম্ । (৪) অপহত । ইত্যপ—হতঃ ।

অরকঃ । পৃথিব্যে । (৫) ব্রজম্ । গচ্ছ । গোহানমিতি গো—

হানম্ । (৬) বর্ষতু । তে । জ্যোঃ । (৭) বধান । দেব । সবিতঃ ।

পরমস্তাম্ । পরাবতীতি পরা—বতি । শতেন । পাতৈশঃ । যঃ । অন্মান্ ।

যোষ্টি । যম্ । চ । বয়ম্ । দ্বিমঃ । তম্ । অতঃ । মা । মোক্ । (৮) অপহত

ইত্যপ—হতঃ । অরকঃ । পৃথিব্যে । দেবযজন্তা ইতি দেব—যজন্তে । ব্রজম্ ।

গচ্ছ । গোহানমিতি গো—হানম্ । বর্ষতু । তে । জ্যোঃ । বধান ।

দেব। সবিভঃ। পরমতাম্। পরাবতীতি পরা-বতি। শতেন। পাতৈশঃ।

যঃ। অমান্। যেষ্টি। যম্। চ। বরম্। বিয়ঃ। তম্। অতঃ। মা

মৌক্। অশহত ইত্যপ-হতঃ। অরকঃ। পৃথিব্যাঃ। অদেববজন

ইত্যাদেব-বজনঃ। ব্রজম্। গচ্ছ। গোহানমিতি গো-হানম্।

বর্ষতু। তে। জ্যোঃ। বধান। দেব। সবিভঃ। পরমতাম্। পরাবতীতি

পরা-বতি। শতেন। পাতৈশঃ। যঃ। অমান্। যেষ্টি। যম্। চ। বরম্। বিয়ঃ।

তম্। অতঃ। মা। মৌক্। (৯) অরকঃ। তে। দিবম্। মা। স্বান্।

(১০) বসবঃ। ষা। পরীতি। গৃহুস্ত। গায়ত্রেণ। ছন্দসা। রুদ্রাঃ।

ষা। পরীতি। গৃহুস্ত। ত্রৈভেন। ছন্দসা। আদিত্যাঃ। ষা।

পরীতি। গৃহুস্ত। আগতেন। ছন্দসা। (১১) দেবস্ত।

সবিভুঃ। সবে। কন্ম। কৃণুস্তি। বেধসঃ। ঋতম্। অসি।

(১২) ঋতসদনমিত্যত-সদনম্। অসি। ঋতক্রীড়িত্যত-ক্রীঃ। অসি।

(১৩) ধাঃ । অসি । সধেতি । স্ব—ধা । অসি । উর্বা । চ । অসি । বসী । চ । অসি ।

(১৪) পুরা । ক্রুরস্ত । বিস্বপ ইতি বি—স্বপঃ । বিস্বপ্শিরিতি বি—

রপ্শিন্ । উদাদায়ৈত্যাং—আদায় । পৃথিবীম্ । জীরদাহুরিতি জরী—দাহুঃ ।

যাম্ । ঐরয়ন্ । চক্ষমসি । স্বধাভিরিতি স্ব—ধাভিঃ । তাম্ । ধীরাসঃ ।

অমৃদৃশতোমু—দৃশ । যজন্তে ॥ (১অ—১প্র—২ অমুবাক) ॥

* * *
মৰ্ম্মাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মম কৰ্ম্মফল ! ত্বং 'আ' (সম্যক্‌প্রকারেণ) 'দদে' (সমর্পয়ামি—ভগবতি উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ) ।

২। হে দেবাপিতৃকৰ্ম্মফলসম্ভব ! ত্বং 'ইন্দ্রস্ত' (অনন্তশক্তিসম্পন্নস্ত দেবস্ত—ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'দক্ষিণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ ইতি যাবৎ) 'বাহুঃ' (হস্তস্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (অশেষপাপনাশকঃ) 'শততেজাঃ' (অমিততেজসম্পন্নঃ) 'বায়ুঃ' (বায়ুবদগতিবিশিষ্টঃ, দেবসমীপে ক্ষিপ্ৰানয়নসমর্থঃ ইত্যর্থঃ) 'তিগ্মতেজাঃ' (তীব্রজ্ঞানবিশিষ্টঃ—পাপদাহকঃ ইতি ভাবঃ) 'দ্বিষতঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'বধঃ' (হস্তা) 'অসি' (ভবসি) । কৰ্ম্মফলং দেবাপিতৃং সৎ অনন্তফলোপধায়কং পাপনাশকঞ্চ ভবতীতি ভাবার্থঃ ।

অথবা

হে কৰ্ম্মফল ! ত্বং 'ইন্দ্রস্ত' (অনন্তশক্তিশালিনঃ ভগবতঃ) 'দক্ষিণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, বহুসামর্থ্যোপেতঃ ইতি যাবৎ) 'বাহুঃ' (হস্তস্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) ; (খ) অপিচ ত্বং 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (অশেষপাপনাশকঃ) 'শততেজাঃ' (অমিততেজসম্পন্নঃ) 'বায়ুঃ' (বায়ুবৎক্ষিপ্ৰগামিনঃ, ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) ; (গ) অতঃ ত্বং 'তিগ্মতেজাঃ' (তীব্রজ্ঞানবিশিষ্টঃ, অশেষসত্তাপজনকঃ ইত্যর্থঃ) 'দ্বিষতঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'বধঃ' (হস্তা) ভবতু ইতি শেষঃ ।

৩। 'দেবযজ্ঞনি' (দেবসম্বন্ধিকৰ্ম্মণ্যঃ আধারভূতে) 'পৃথিবী' (হে তত্ত্ব ! মম হুলশরীর ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'ওষধ্যাঃ' (কৰ্ম্মফলাবসানে ক্ষরস্ত) 'মূলং' (কারণং) 'মা হিংসিষং' (ন বিনাশয়ামি) । হে হুলশরীর ! তব পুনরাবৃত্তিঃ ইহ মা ভুয়াৎ ইতি ভাবঃ ।

৪। দেহস্ত মঙ্গলসাধনার্থং 'পৃথিব্যৈ' (দেবসম্বন্ধিকৰ্ম্মণ্যঃ আধারভূতাং ক্রমপ্রদেয়াং) 'অরকঃ' (শত্রুঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ ।

৫। হে মনঃ! স্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণাপ্পদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ) বিষয়লিঙ্গাং পরিত্যজ্য বৈরাগ্যং অবলম্বয় ইতি ভাবঃ ।

৬। হে মনঃ! 'ত্বোঃ' (ছলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ঈদৃথং, তব কল্যাণসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু ইতি ভাবঃ) ।

৭। 'দেব' (ছোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শক্রঃ) 'অস্মান্' (তব অমুগ্রহ-প্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দেষ্টি' (দেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শক্রং ইতি যাবৎ) 'বয়ং দিয়' (দেষং কুর্শঃ) তান্ সর্বান্বেব শক্রান্ 'পরমশ্রাং' (অস্তিময়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমে: শেষসীমান্তে, অক্ষতামিশ্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাঠৈঃ' (বহুবিধবন্ধনৈঃ) 'বধানঃ' (বন্ধনং কুরু), 'মা মোক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ) । মম অসদ্বৃত্তিনিবহান্ স্তদমিতান্ কুরু । তান্ চিরায় বধান; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ ।

৮। (ক) 'দেবযজ্ঞৈ' (দেবানাং প্রীতিসাম্বিক্যৈঃ, যাগাদিসংক্রিয়াসাধনসমর্থ্যৈঃ ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যৈ' (মম হৃদ্রূপায়ৈ যজ্ঞভূম্যৈ ইত্যর্থঃ, যদা—হৃদ্রূপাং যজ্ঞপ্রদেশাং ইতি ভাবঃ) 'অরক্' (অতঃশক্রঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ ।

(খ) হে মনঃ! স্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণাপ্পদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ) ।

(গ) হে মনঃ! 'ত্বোঃ' (ছলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ঈদৃথং, তব কল্যাণসাধনায় ইতি যাবৎ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু) ।

(ঘ) 'দেব' (ছোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শক্রঃ) 'অস্মান্' (তব অমুগ্রহপ্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দেষ্টি' (দেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শক্রঃ) 'বয়ং দিয়' (দেষং কুর্শঃ) তান্ সর্বান্বেব শক্রান্ 'পরমশ্রাং' (অস্তিময়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমে: শেষসীমান্তে, অক্ষতামিশ্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাঠৈঃ' (বহুবিধবন্ধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বধানঃ' (বন্ধনং কুরু), 'তং' (তান্ শক্রান্) 'মা মোক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ) । মম অসদ্বৃত্তিনিবহান্ স্তদামিতান্ কুরু । তান্ চিরায় বধান; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ ।

(ঙ) 'পৃথিব্যাং' (হৃদ্রূপাং যজ্ঞপ্রদেশাং ইত্যর্থঃ) 'অদেবযজনঃ' (দেবভাবপ্রতি-বন্ধকঃ ইতি ভাবঃ) 'অরক্' (শক্রঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ ।

(চ) তথা সতি হে মনঃ! স্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণপ্রদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ) । বিষয়লিঙ্গং পরিত্যজ্য ইতি ভাবঃ ।

(ছ) হে মনঃ! 'ত্বোঃ' (ছলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ঈদৃথং, তব কল্যাণ-সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু ইতি ভাবঃ) ।

(জ) 'দেব' (ছোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শক্রঃ) 'অস্মান্' (তব অমুগ্রহপ্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দেষ্টি' (দেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শক্রঃ) 'বয়ং দিয়' (দেষং কুর্শঃ) তান্ সর্বান্বেব শক্রান্ 'পরমশ্রাং' (অস্তিময়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমে: শেষসীমান্তে, অক্ষতামিশ্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাঠৈঃ'

(বহুব্রিহিঃ বহুধৈঃ ইত্যর্থঃ) ‘বধান’ (বন্ধনং কুরু) ; ‘অতঃ’ (তদনন্তরং,) ‘অং’ (তান্ শত্রুন্ ইত্যর্থঃ) ‘মা য়ে.ক্’ (কর্মাচিনাপি মা যুক্ত)। মম অসদ্বৃত্তিনিবহান্ স্তদমিতান্ কুরু। তান্ চিরায় বধান ; কর্মাচিনাপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ।

৯। হে মনঃ! ‘অরকঃ’ (শক্রঃ) ‘তে’ (তব) ‘দিবং’ (দেবস্থানং) ‘মা স্বান্’ (মা গচ্ছতু, অবিকারং মা কৰোতু)। হৃদয়াং অসম্ভাবঃ অপমৃতঃ ভবতু অপিচ সম্ভাবঃ সমুভবতু ইতি ভাবঃ।

১০। (ক) হে চিত্তবৃত্তি! ‘বসবঃ’ (সর্কেষং পরমপাদি প্রতিষ্ঠাপকাঃ দেবভাবাঃ ইতি ভাবঃ) ‘হা’ (হাং) ‘গায়ত্রেণ ছন্দসা’ গায়ত্রীছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ, যদা—পরিভ্রাণসাধকেন অভীষ্টপূরকেন চ প্রভাবেন ইত্যর্থঃ) ‘পরিগৃহ্ণতু’ (সর্কেতোভাবেন ভগবৎকর্তৃণ্যে বিনিয়োজয়তু)।

(খ) হে মনোবৃত্তে! ‘রুদ্রাঃ’ (রুদ্রদেবাঃ, যদা—শত্রুসংহারে রুদ্রভাবসম্পন্নঃ দেবভাবাঃ ইতি ভাবঃ) ‘হা’ (হাং) ‘ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা’ ত্রিষ্টুভছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ, যদা—সর্কশত্রুনাশকেন অভীষ্টপূরকেন চ সামর্থ্যা ইত্যর্থঃ) ‘পরিগৃহ্ণতু’ (সর্কেতোভাবেন ভগবৎকর্তৃণ্যে বিনিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ)।

গ) হে মনোবৃত্তে! ‘আদিত্যাঃ’ (আদিতাগণাঃ, যদা—পাপনাশকাঃ প্রজ্ঞানদায়কাঃ দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) ‘হা’ (হাং) ‘জাগতেন ছন্দসা’ (জগতীছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ, যদা—অজ্ঞানান্ধকারনাশকেন অভীষ্টপূরকেন চ প্রভাবেন ইতি ভাবঃ) ‘পরিগৃহ্ণতু’ (সর্কেতোভাবেন ভগবৎকর্তৃণ্যে বিনিয়োজয়তু ইতি যাবৎ)।

১১। ‘দেবন্ত’ (জ্যোতিমানন্ত, প্রকাশরূপন্ত ইত্যর্থঃ) ‘সবিতুঃ’ (জ্ঞানপ্রেরকন্ত ভগবতঃ) ‘সবে’ (প্রসবে, প্রেরণে সতি ইত্যর্থঃ) ‘বেধসঃ’ (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) ‘কর্ম’ যাগাদি সংকর্ম ইতি ভাবঃ) ‘কৃধন্তি’ (কুর্কন্তি, স্বাভীষ্টপূরণায় সম্পাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্য-সত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎগ্রহং বিনা কোহপি কর্মং সম্পাদয়িতুং শক্নোতি ইতি ভাবঃ।

১২। (ক) হে মম অন্তর! অং ‘ঋতং’ (সৎকর্মময়ঃ—শুদ্ধস্বরূপং কর্মফলং ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি)। অথবা হে হৃদয়! অং ‘ঋতং’ (সৎকর্মণঃ আধারভূতং, যদা—কর্মফল-সাধকং) ‘অসি’ (ভবসি)।

(খ) হে মনঃ বা হৃদয়! অং ‘ঋতসদনং’ (সৎকর্মণামাধাররূপং,—সৎকর্মসাধনার্থং সত্যাত্মাংশতুং ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি, ভবতু বা ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মম হৃদয়! অং ‘ঋতশ্রীঃ’ (শুদ্ধস্বরূপন্ত কর্মফলন্ত মাধুর্য্যসম্পাদকং ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)।

এতাঃ ত্রয়ঃ মন্ত্রাঃ প্রার্থনামূলকাঃ। হৃদ্যহিতাভিঃ সদবৃত্তিভিঃ সহ ভগবান্ অবিচলিতঃ ত্রিষ্টু ইতি প্রার্থনাম্ভাঃ ভাবঃ।

১৩। হে মনোবৃত্তে! অং ‘ধাঃ’ (সর্কেষাং দেবভাবানাং ধারয়িত্রী ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি)। অথবা হে ভগবন্! অং ‘ধাঃ’ (বিধেযাং সর্কেষাং ধারকঃ ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি)।

(খ) হে মনোবৃত্তে! স্বং 'স্বধা' (অহংজ্ঞাননাশিকা, ভববন্ধনছেদিকা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা হে ভগবন! স্বং 'স্বধা' (অহংজ্ঞান-নাশকঃ ভববন্ধনছেদকঃ পূর্ণজ্ঞানস্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(গ) হে মনোবৃত্তে! স্বং 'উর্বাঃ' (বিস্তীর্ণা, বহুনাং ধারিকা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা, হে ভগবন্! স্বং 'উর্বাঃ' (বিস্তীর্ণা, বিস্তরুপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(ঘ) হে মনোবৃত্তে! স্বং 'বস্বা চ' (বহুধনবতী, পরমধনপ্রদাত্রী চ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা হে ভগবন্! স্বং 'বস্বা' (সর্কেষাং নিবাসঃ, জগতাং ধারকঃ—পরমধনদাতা বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)।

১৪। হে ভগবন্! স্বং 'জুরশ্র' (হিংসকশ্র, সংপ্রতিবদ্ধকশ্র ইত্যর্থঃ) 'বিস্পঃ' (ঐতত্ত্বতঃ বিসপর্ণশীলশ্র) 'বিরপশিন্' (মহতঃ) 'জীরদানুঃ' (জীবনশীলশ্র দানবশ্র উপজবাং ইত্যর্থঃ) 'বং পৃথিবীং' (ভূমিং—হৃদকপং আধারং ইত্যর্থঃ) 'পুরা' (নিত্যকালমেব—রক্ষয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'চন্দ্রমসি' (অমৃতকিরণৈঃ, সিদ্ধসম্বন্ধাবসম্বিতৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ ইতি ভাবঃ) 'ঐরয়ন্' (উদ্ভাসিতবানসি), 'দীরাসঃ' (আয়োৎকর্ষদাধনশীলাঃ জনাঃ) 'তাং' (পৃথিবীং—হৃদকপং বেদিং ইত্যর্থঃ) 'অনুদৃশ' (মনসা অনুচিন্ত্য—ধ্যায়ন্ ইত্যর্থঃ) 'স্বধাভিঃ' (সজ্জ্ঞানসম্বিতৈঃ শুদ্ধসদৈঃ ইত্যর্থঃ) 'যজন্তে' (ভগবদ্ভদ্রেণো বিনিবোজয়ন্তি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

বিরপশিন্ (শকত্রক্ষস্বরূপ হে পরমেশ্বর!) স্বং 'জুরশ্র' (হিংস্রকশ্র রিপুশত্রোঃ) 'বিস্পঃ' (সংগ্রামে) 'জীরদানুঃ' (জীবপ্রাণস্বরূপং শুদ্ধসম্বন্ধাবং ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং' (পার্শ্ব-পদার্থসম্বন্ধাং, ভ্রাতৃত্বাঃ ইতি যাবৎ) 'উদাদায়' (উর্দ্ধং গৃহীত্বা, মুক্তিং সংরক্ষ্য) 'পুরা' (নিত্যকালং) 'অস্মান্' অনুগৃহাণ ইতি শেষঃ। দেবাঃ 'স্বধাভিঃ' (বেদৈঃ, জ্ঞানৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'বং' (জীরদানুঃ) 'চন্দ্রমসি' (চন্দ্রলোকে, সিদ্ধলোকময়ে মুক্তিপ্রদেপে 'ঐরয়ন্' (স্থাপয়ন্, সরক্ষয়ন্ ইতি যাবৎ) 'তাং' (সারভূতাং জীরদানুঃ) 'অনুদৃশ' (অনুসৃত্বা, প্রাপ্তিকামনায়) 'দীরাসঃ' (দীরাঃ, মেধাবিনঃ) 'যজন্তে' (আরাধনং কুর্বন্তি)। রিপুশত্রোঃ সংগ্রামে দেবভাবাদম্ভাঃ সদা মুক্তিদেশে শুদ্ধসম্বন্ধজ্ঞানং স্থাপয়ন্তি। হে ভগবন্! মেধাবিনঃ তৎপ্রাপ্তিকামনয়া স্বাং অর্চয়ন্তি। যেন বয়ং তৎসঙ্কল্পদাপনার্থং স্বাং অর্চনাপরায়ণাঃ ভবামঃ তং কুর্ক ইতি ভাবঃ ॥ (১প্রাণাঠক—২অমুখ্যক) ॥

* * *

বঙ্গামুখ্যবাদ ।

১। হে আমার কৰ্ম্মফল! তোমাকে সম্যক্ প্রকারে ভগবানকে সমর্পণ করিতেছি অর্থাৎ ভগবানে ঞ্চস্ত করিতেছি।

২। হে দেবচরণে সমর্পিত কৰ্ম্মফল! তুমি অনন্ত-শক্তিশালী ভগবানের দক্ষিণ-বাহু হও অর্থাৎ ভগবানকে পরমানন্দ দান করিয়া থাক; তুমি

অশেষ পাপ-নাশক, অমিততেজঃসম্পন্ন, দেব-সমীপে ক্ষিপ্ত-গমনকারী, পাপ-সমূহের দাহক এবং রিপু-ক্রগণের হননকারী হইয়া থাক । (ভাবার্থ এই যে,—কর্মফল দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইলে অনন্ত-ফলোপায়ক এবং অশেষ পাপ-নাশক হইয়া থাকে) ।

অথবা,

(ক) হে কর্মফল ! তুমি অনন্ত-শক্তিশালী ভগবানের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বহু-সামর্থ্য-সম্পন্ন বাহু-স্বরূপ পরমানন্দদায়ক হও ; (খ) অপিচ তুমি অশেষ-পাপনাশক অমিততেজঃসম্পন্ন, বায়ুবৎ ক্ষিপ্ত-গমনকারী অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি হেতুভূত হও ; (গ) অতএব তুমি তীব্র-জ্বালাবিশিষ্ট অশেষ-সন্তাপ জনক রিপু-শত্রুদিগের হস্তারক হও অর্থাৎ তাহাদিগকে বিনাশ কর ।

৩ । দেব-সম্বন্ধি কর্মের আধার-স্থানীয় হে আমার স্থূলদেহ ! কর্মফল-বসানে তোমার ক্ষয়ের কারণকে নষ্ট করিও না । অর্থাৎ, এই স্থূল-শরীরের যেন আর পুনরুৎপত্তি না ঘটে—তাহাই করিও ।

৪ । দেহের মঙ্গল-সাধন জন্য, দেব-সম্বন্ধি কর্মের আধারভূত হৃদয় হইতে শত্রুগণ বিনষ্ট হউক ।

৫ । হে মন ! তুমি তোমার কল্যাণোপাদ প্রভ্রজ্যা অবলম্বন কর ; অর্থাৎ, সাংসারিক প্রলোভনে বৈরাগ্যযুক্ত হও ।

৬ । হে মন ! ছ্যলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার অভীষ্ট পূরণ করুন অর্থাৎ তুমি দেবতার অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হও ।

৭ । হে স্রোতমান্ সবিতৃদেব ! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না । (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ—আমাদিগের অন্তরস্থিত অসদ্বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু ; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন) ।

৮ । (ক) দেবগণের প্রীতি-সাধক যাগাদিসংক্রিয়সাধনসমর্থ আমার হৃদয়-রূপ যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে আমার অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হউক ।

(খ) হে মন ! তুমি তোমার কল্যাণোপাদ প্রভ্রজ্যা অবলম্বন কর ; অর্থাৎ সাংসারিক প্রলোভনাদিতে বৈরাগ্যযুক্ত হও ।

(গ) হে মন ! ছ্যালোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার কল্যাণ-সাধন জন্য তোমার অভীষ্ট বর্ষণ করুন ।

(ঘ) হে ষোতমান্ সবিভূদেব ! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না । (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপু-বর্গ—আমাদিগের অসদ্বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু ; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন) ।

(ঙ) হৃদয়-রূপ যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে দেবভাব-প্রতিবন্ধক শত্রু বিনষ্ট হউক ।

(চ) তাহা হইলে হে মন ! তুমি তোমার কল্যাণাঙ্গদ প্রবজ্র্যা অবলম্বন করিবে ;—অর্থাৎ সাংসারিক প্রলোভনাদিতে বৈরাগ্যযুক্ত হইবে ।

(ছ) হে মন ! ছ্যালোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার কল্যাণ-সাধন জন্য তোমার অভীষ্ট বর্ষণ করুন ।

(জ) হে ষোতমান্ সবিভূদেব ! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না । (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ—আমাদিগের অসদ্বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু ; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন ।

৯। হে মন ! অন্তঃশত্রু যেন তোমার হৃদরূপ দেব-স্থানে গমন না করে অর্থাৎ হৃদয় অধিকার না করে । (ভাব এই যে,—হৃদয় হইতে অসম্ভাব অপসৃত হইয়া সত্যব সমুদ্ভূত হউক) ।

১০। (ক) হে আমার চিত্তবৃত্তি ! বহুদেবগণ অর্থাৎ জীব-সমূহকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপক দেবভাব-সমূহ তোমাকে গায়ত্রীছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ পরিত্রাণ-সাধক অভীষ্টপূরক প্রভাবের দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধে নিয়োজিত করুন ।

(খ) হে মনোবৃত্তি ! রুদ্র-দেবগণ অর্থাৎ শত্রু-সংহারে রুদ্রভাব-সম্পন্ন দেবগণ তোমাকে ত্রিষ্টুভ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ শত্রুবিনাশক অভীষ্টপূরক সামর্থ্যের দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবৎ-কর্ম্যে নিয়োজিত করুন ।

(গ) হে মনোবুত্তি ! আদিত্যগণ অর্থাৎ পাপ-নাশক প্রজ্ঞানদায়ক দেব-ভাব-সমূহ তোমাকে জগতীছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার-নাশক অভীষ্টপূরক প্রভাবের দ্বারা তোমাকে সর্বতোভাবে ভগবৎ-কর্মে নিয়োজিত করুন ।

১১ । ছোতমান্ প্রকাশরূপ জ্ঞান-প্রেরক ভগবানের প্রেরণায় আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন জন ভগবৎ-প্রীতিকর বাগাদি সংকর্ম্ম (আপন আপন অভীষ্টপূরণের জন্য) সম্পাদন করেন ।

১২ । (ক) হে আমার অন্তর ! তুমি সংকর্ম্মময় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ কর্ম্মফল হও । অথবা, হে অন্তর ! তুমি সংকর্ম্মের আধারভূত অর্থাৎ কর্ম্মফল-সাধক হও ।

(খ) হে আমার অন্তর ! তুমি সংকর্ম্মের আধার-স্বরূপ অর্থাৎ সংকর্ম্ম-সাধন নিমিত্ত সত্যের আশ্রয়ভূত হও !

(গ) হে আমার অন্তর ! তুমি শুদ্ধসত্ত্বরূপ কর্ম্মফলের মাধুর্য্য সম্পাদন করিয়া থাক ।

(এই তিনটি মন্ত্র প্রার্থনা-মূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হৃষ্মিহিত সদ্বুত্তি-সমূহের সহিত ভগবান অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন) ।

১৩ । (ক) হে মনোবুত্তি ! তুমি দেবভাব-সমূহের ধারক হও । অথবা হে ভগবন্ ! তুমি বিশ্বের সকলের ধারক হও ।

(খ) হে মনোবুত্তি ! তুমি অহং-জ্ঞান-নাশক ভব-বন্ধন-ছেদক হও । অথবা হে ভগবন্ ! আপনি অহং-জ্ঞান-নাশক ভব-বন্ধন ছেদক পূর্ণজ্ঞান-স্বরূপ হয়েন ।

(গ) হে মনোবুত্তি ! তুমি বহুধারক হও । অথবা হে ভগবন্ ! আপনি বিরাট বিধ্ব-রূপ হয়েন ।

(ঘ) হে মনোবুত্তি ! তুমি বহু ধনবতী পরমধনপ্রদাত্রী হও । অথবা হে ভগবন্ ! আপনি সকলের নিবাস-হেতুভূত জগতের ধারণকর্তা হয়েন ।

১৪ । হে ভগবন্ ! হিংসক সংপ্রতিবন্ধক ইত্যন্ততঃ বিসর্পণশীল মহা-পরাক্রান্ত শত্রুর উপদ্রব হইতে আপনি যে পৃথিবীকে অর্থাৎ হৃদয়-রূপ আধার-ক্ষেত্রকে নিত্যকাল রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধসত্ত্ব-ভাব-সমম্বিত জ্ঞান-কিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত করেন, আত্মোৎকর্ষ-সাধনশীল জন সেই হৃদরূপ বেদিকে

মনের দ্বারা অনুকল্পিত করিয়া সদ্জ্ঞান-সমপ্তিত শুদ্ধসত্ত্ব সহকারে আপনার উদ্দেশ্যে (আপনার প্রীতিকর কর্মে) নিয়োজিত করিয়া থাকেন ।

অথবা

শব্দব্রহ্মরূপ হে পরমেশ্বর ! আপনি (এই) হিংস্র রিপু-শত্রুর সংগ্রামে জীবের প্রাণ-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে পার্থিব পদার্থ-সম্বন্ধ হইতে (পাপ-সংশ্রব হইতে) উদ্ধে গ্রহণ-পূর্বক (মুক্তিদেশে জ্ঞানাপারে রক্ষা করিয়া) আমা-দিগকে নিত্যকাল অনুগৃহীত করুন । দেবগণ (দেবভাব-সমূহ) বেদজ্ঞান-সহ যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে চন্দ্রলোকে (স্নিগ্ধ আলোকময় মুক্তি-প্রদেশে) সংরক্ষিত করেন ; সারভূত সেই সামগ্রীকে পাইবার কামনায় মেশাবিগণ সর্বদা আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন । (আমরাও যেন সেই সঙ্কল্পে আপনার আরাধনায় সমর্থ হই) । (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৯ অনুবাক) ।

* * *

মন্ত্রভাষ্য (সাংগচ্যাকৃতং) ।

অষ্টমে পুরোডাশশ্রপণমুক্তম্ । অথ পকৃশ্ব হবিষো বেছানাসাদনীয়ত্বানবমে বেদিকচ্যতে ।

১ । “আদদে ।”—আদদ ইত্যাম্রাত্ত মন্ত্রস্ত শেষং পূর্বয়িত্বা বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ “অথ জবনেন বেছান্তিষ্ঠনফ্যানদত্তে দেবশ্ব ত্বা সবিতুঃ প্রসবদেখিনোর্কাহভ্যাং পুষ্পো হস্তাভ্যামাদদ ইতি” ইতি । যথোক্তমানানং বিধত্তে—“দেবশ্ব ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি স্যামাদত্তে ঐহত্যে । অশ্বিনোর্কাহভ্যামিত্যাহ । অশ্বিনৌ হি দেবানামক্ষর্য্য আস্তাং । পুষ্পো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যা” (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি ॥

২ । “ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি তিগ্মতেজাঃ ।”—বৌধায়নঃ—“আদায়াম্ভিমদ্বয়ত ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা ইত্যথৈনং বহিষা স৩শ্রুতি বায়ুরসি তিগ্মতেজা ইতি” ইতি । সংশ্রুতি সন্যতনু করোতি । একমন্ত্রত্বমাহাপত্ত্বঃ—“ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যভিমদ্বয়তে” ইতি । হে স্য ভুমিদ্রস্ত দক্ষিণো বাহুরিব সমর্থোহসি । কৌদৃশো বাহুঃ সহস্রসংখ্যানাং শক্রণাং ভৃষ্টিঃ পাকো মারণং যন্তাসৌ সহস্রভৃষ্টিঃ । পুনঃ কৌদৃশঃ । শতসংখ্যাকাণ্ডায়ুধানি তেজোযুক্তানি যন্তাসৌ শততেজাঃ । ন কেবলমিদ্রবাহুসদৃশঃ কিং তু বায়ুসদৃশোহ্যসি । যথা বায়ুস্তীক্ষ্ণানগিজালামুৎপাদয়ন্তিগ্মতেজাস্তথা স্কোহপি বক্ষ্যমাণস্তষ-চ্ছেদরূপং তীব্রং কর্ম কুর্য্যন্তিগ্মতেজা ইত্যুচ্যতে । মন্ত্রস্ত প্রথমভাগ ইন্দ্রশব্দবিবক্ষ্যমাহ—“আদদ ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যাহ । ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি” (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি । অত্রাহদদ ইতি পদং পূর্বমন্ত্রস্বরূপং । তচ্চ স্পষ্টার্থং । ইন্দ্রস্তেতি মন্ত্রাদিঃ । বিতীয়ভাগে মন্ত্রগতশব্দস্বরূপমেব বাহুসদৃশস্ত স্যস্ত মহিমানং খ্যাপয়তীত্যাহ—“সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা ইত্যাহ । রূপমেবাত্তেতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে” (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি । তৃতীয়-ভাগে তেজোজনকতয়া তেজোরূপেণ বায়ুনা স্যরূপ উপমিতে সতি যজমানে তেজো ভবতীত্যাহ

“বায়ুরসি তিগ্নতেজা ইত্যাহ । তেজো বৈ বায়ুঃ । তেজ এবাশ্মিন্ধ্যাতি” (ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি ॥

৩। “পৃথিবি দেবযজ্ঞোষধ্যাস্তে মূলং মা হি ৬ সিবম্ ।”—কল্পঃ—“অথাস্তর্কেদ্যাদীচীনাং দর্ভং নিধায় তস্মিন্ স্কেন প্রহরতি পৃথিবি দেবযজ্ঞোষধ্যাস্তে মূলং মা হি ৬ সিবমিতি” ইতি । হে দেবযাগাশ্রয়ভূতে পৃথিবি ত্বদীয়ায়া ওষধ্যা মূলং মা বিনাশয়ামি । অত্র দেবযজ্ঞনীতি বিশেষণেন বাস্তিলোহিতাভামাপাদিতমণ্ডচিত্তং নিবারয়তীত্যাহ—“বিষাঠৈ নামান্নর আসীৎ । সোহবিভেৎ । যজ্ঞেন মা দেবা অভিভবিষ্যন্তীতি । স পৃথিবীমভ্যবদীৎ । সাহমেধ্যাহভবৎ । অথো যদিষ্টো বৃত্রমহনৃ । তস্ত লোহিতং পৃথিবীমহু ব্যধাবৎ । সাহমেধ্যাহভবৎ । পৃথিবি দেবযজ্ঞনীত্যাহ । মেধ্যামেবৈনাং দেবযজ্ঞনীং করোতি” (ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি বিষমতীতি বিষৎ । ইতরভাগপ্রয়োজনমাহ—“ওষধ্যাস্তে মূলং মা হি ৬ সিবমিত্যাহ । ওষধীনা-মহি ৬ সায়ে” । ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯ ইতি ॥

৪। “অপহতোহরকঃ পৃথিব্যে ।”—কল্পঃ—“অপহতোহরকঃ পৃথিব্যা ইতি স্কেন সতৃপান-পা ৬ সুনপাদায়” ইতি । অরকূর্নামকোহরকঃ । সোহত্র রজোপনয়নে পৃথিব্যাঃ সকাশাদপহতঃ ॥

৫। “বজ্রং গচ্ছ গোস্থানম্ ।”—কল্পঃ—“বজ্রং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি” ইতি । অস্ত্র শ্রৌষডিভ্যানেন মন্ত্ৰেণাহগ্নীঃ প্রত্যাশ্রাবণং বক্তি । সেয়ং বাগত্র গোশব্দেন বিবক্তি । তস্তা বাচঃ স্থানভূত উৎকরদেশো বজ্রঃ । হে তৃণসহিতপাংসো তং বজ্রং গচ্ছ । অপহতোহরকঃ পৃথিব্যা ইত্যেবং পূর্বং মন্ত্ৰং স্পষ্টার্থব্রূপেক্ষ্যান্তরং মন্ত্ৰং ব্যাচষ্টে—“বজ্রং গচ্ছ গোস্থানমিত্যাহ । ছন্দা ৬ সি বৈ বজ্রো গোস্থানঃ । ছন্দা ৬ স্তেবাস্মৈ বজ্রং গোস্থানং করোতি” (ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি । গায়ত্র্যাদীনী ছন্দাংস্তেব গোশব্দাভিধেয়ানাং বাচামবস্থানযোগ্যো বজ্রশব্দাভি-ধেয়ো দেশবিশেষঃ । তত্রার্থদ্বয়সাধারণশব্দোপেতং মন্ত্ৰং পঠন্তুৎকরদেশং ছন্দোব্রূপং সম্পাদিতবান ভবতি ॥

৬। “বর্ষতু তে জ্যোঃ ।”—কল্পঃ—“বর্ষতু তে জ্যোঃ ইতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে” ইতি । হে বেদে তবাহপায়নায় দ্যুশব্দোপলক্ষিতঃ পর্জন্তো বর্ষতু । পর্জন্তাধারতয়া তদ্রূপত্বোপচারো দিব ইত্যাহ—“বর্ষতু তে জ্যোঃ । বৃষ্টির্কৈ জ্যোঃ । বৃষ্টিমেবাবরুদ্ধে” ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি । বর্ষতীতি বৃষ্টিঃ পর্জন্তঃ ॥

৭। “বধান দেব সবিতঃ পরমশ্রাং পরাবতি শতেন পাঠৈর্ঘোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগন্ত-মতো মা মোক্ ।”—কল্পঃ—“স্বহোংকরে নিবপাত বধান দেব সবিতঃ পরমশ্রাং পরাবতি শতেন পাঠৈর্ঘোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগন্তমতো মা মোগিতি” ইতি । হে সবিতর্দেবানেন সতৃপপাং-স্বরূপেণাবস্থিতং দ্বেষ্টারং দ্বেষ্টং চ পাশশতেনাত্যন্তদূরদেশে বধান তং পুরুষদ্বয়মতো বন্ধনান্মা যুক্ত । অত্র যোহশ্রাং চেতি ন পুনরুক্তির্দ্বেষ্টং প্রতি কর্তৃত্বেন কর্ম্মত্বেন চ পুরুষভেদাদিত্যাহ—“বধান দেব সবিতঃ পরমশ্রাং পরাবতীত্যাহ । যো বাব পুরুষো । যং চৈব দ্বেষ্ট । যষ্টেনং দ্বেষ্ট । তাবুভো বধাতি । পরমশ্রাং পরাবতি শতেন পাঠৈঃ । যোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগন্তমতো মা মোগিত্যাহানিমুক্ত্যে” (ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি পরাবতি দূরভূমো । অনিমুক্তিরনির্দোষঃ । ব্যাখ্যাতায়জ্ঞত্রয়াৎপূর্বভাবী যো মন্ত্ৰঃ স্পষ্টার্থব্রূক্যোপেক্ষিতস্তং পুনঃ

সিংহাবলোকনশ্রায়েন স্রজা ব্যাচটে—“অরুর্কৈ নামাস্রর আসীৎ । স পৃথিব্যামুপস্মৃশ্তোহশয়ং । তং দেবা অপহতোহররুঃ পৃথিব্যা ইতি পৃথিব্যা অপস্মন্ । ভ্রাতৃব্যো বা অররুঃ । অপহতোহররুঃ পৃথিব্যা ইতি যদাহ । ভ্রাতৃব্যমেব পৃথিব্যা অপহস্তু” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । উপস্মুপ্তিরোহিতঃ । যজ্ঞবিধাতায় গৃঢ়রূপেণ ভূমৌ শয়ানত্বাৎ । অত এবায়ং ভ্রাতৃব্যঃ শক্রঃ । তং চ দেববস্মস্তোচ্চারণপূর্ব্বকেন সতৃণানাং পাংস্নানামপনয়নেনাপহস্তু ॥

৮ । “অপহতোহররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজ্ঞৈঃ ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে ত্বোৰ্কধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ঘোহস্মান্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিস্তমতো মা মৌগপহতোহররুঃ পৃথিব্যা অদেবযজনো ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে ত্বোৰ্কধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ঘোহস্মান্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিস্তমতো মা মৌক ।”—কল্পঃ—“দ্বিতীয়ঃ প্রহরতি পৃথিবী দেবযজ্ঞোষধ্যাস্তে মূলং মা হি ৬ সিমিত্যপহতোহররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজ্ঞশ্রা ইত্যাদন্তে ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে বর্ষতু তে ত্বোরিতি হৃত্বোংকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ঘোহস্মান্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিস্তমতো মা মৌগিতি তৃতীয়ঃ প্রহরতি পৃথিবী দেবযজ্ঞোষধ্যাস্তে মূলং মা হি ৬ সিমিত্যপহতোহররুঃ পৃথিব্যা অদেবযজন ইত্যাদন্তে ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে বর্ষতু তে ত্বোরিতি হৃত্বোংকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ঘোহস্মান্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিস্তমতো মা মৌগিতি” ইতি । যত্বপ্যপহত ইত্যন্যোদ্বিতীয়তৃতীয়য়োঃ পৃথিবী দেবযজনীত্যয়মাত্মস্রোনাহস্মাতস্তথাহপি প্রথমপর্য্যায়াদনুযজ্ঞনীয়ঃ । যথা বাক্যস্ত পারপূর্ত্তয়ে শকাস্তরমনুযজ্যতে তথা অয়োগপরিসমাপ্ত্যর্থং মন্ত্রানুযজ্ঞো ভ্রাতৃব্যঃ । অররুশয়নেনোপহতবেদিভূমিপাংসবঃ কিস্ত্যোহপি প্রথমপর্য্যায়ৈহপনীতাস্তাবতা বেদিভূম্যেকদেশো যাগযোগ্যঃ সম্পন্নঃ । অনেনৈবাভিপ্রায়েণ দ্বিতীয়পর্য্যায়ৈহপহতোহররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজ্ঞশ্রা ইতি পৃথিবী বিশেষ্যতে । তৃতীয়পর্য্যায়ৈ তু অদেবযজন ইত্যররুবিশেষণং । তদেবমুপহতা-
তৃণপাংসবো যজ্ঞভূমেকদ্বীত্য যস্মিন্দুদগ্দেশে নিরন্তস্তে স উৎকর উচ্যতে ॥

৯ । “অরুস্তে দিবং মা স্বান্ ।”—কল্পঃ—“অরুস্তে দিবং মা স্বানিতি ব্যুপমাগ্নী-
প্রোহজ্জলিনাহভিগৃহ্নাতী” ইতি । হে-পাংস্নসমূহরূপোৎকর তব সঞ্চকী যোহররুঃ স স্বর্গং মা গচ্ছতু । দ্বিতীয়তৃতীয়পর্য্যায়য়োঃ প্রথমব্যাত্ম্যায়াহববোদ্ধুং শক্যতয়া ভাবুপেক্ষা মন্ত্রমেতং ব্যাচটে—“তেহমন্তস্ত । দিবং বা অয়মিতঃ পতিশ্রুতীতি । তমরুস্তে দিবং মা স্বানিতি দিবঃ পর্য্যবাস্ত । ভ্রাতৃব্যো বা অররুঃ । অরুস্তে দিবং মা স্বানিতি যদাহ । ভ্রাতৃব্যমেব দিবঃ পরিবাস্তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । তে দেবাঃ কেনাপ্যুপায়েনাররুর্কঙ্কং ছিত্বা ফলবিধাতায় স্বর্গং গমিশ্রুতীতি মন্ত্রা মন্ত্রেণ বন্ধনং দৃষ্টীকৃত্য দিবঃ সকাশাদযথা পরিতো বাধিতো ভবতি তথা যজ্ঞং কৃতবস্তঃ । তস্মাদাগ্নীপ্রোহজ্জলিনা পাংস্নরশৌ নিরুদ্ধে সতি ভ্রাতৃব্যঃ স্বর্গবাধিতো ভবতি । মন্ত্রান্ ব্যাত্ম্যায়ামুষ্ঠানং বিধন্তে—“স্তম্বযজুঁহরতি । পৃথিব্যা এব ভ্রাতৃব্যমপহস্তু । দ্বিতীয়ং হরতি । অন্তরিক্ষাদেবৈনমপহস্তু । তৃতীয়ং হরতি । দিব এবৈনমপহস্তু । তুক্ষীং চতুর্থং হরতি । অপরিমিতাদেবৈনমপহস্তু” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । যজুর্মাশ্রেণ ছিন্নো দর্ভঃ স্তম্বযজুঃ । তচ্চ স্তম্বরূপং ফোন ছিক্বোংকরদেশে

হরেৎ । ত্রিবারমেবং হরণেন লোকেভ্যো ভ্রাতৃব্যো হতো ভবতি । অমন্ত্রকণ চতুর্থহরণেনা-
পরিমিতাঙ্ক দ্বাশাং সৰ্বস্মাদ্ভ্রাতৃব্যাবধাতঃ ॥

১০ । “বসবস্বা পরি গৃহস্ত গায়ত্র্যেণ ছন্দসা রুদ্রাস্বা পরি গৃহস্ত ত্রৈষ্ট্যেভেন ছন্দসাঃ
দিত্যাস্বা পরি গৃহস্ত জাগতেন ছন্দসা ।”—“কল্পঃ—অথ পূৰ্বং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্নাতি বসবস্বা
পরি গৃহস্ত গায়ত্র্যেণ ছন্দসেতি দক্ষিণতো রুদ্রাস্বা পরি গৃহস্ত ত্রৈষ্ট্যেভেন ছন্দসেতি পশ্চাদা-
ত্যাঙ্গা পরি গৃহস্ত জাগতেন ছন্দসেত্যুক্তরতঃ” ইতি । আহবনীয়াগার্হপত্যাম্মধ্যে বেদিং
খনিভুং বেদিমানায় ক্ষেন দিক্ত্রয়ে রেখাত্রয়ং কৰ্ত্তব্যং । সোহয়ং বেদেঃ পরিগ্রাহঃ ।
পরিগ্রাহীতাহধৰ্ঘ্যাদিক্ত্রয়ে ক্রমেণ ভাবনয়া বস্বাদিরূপঃ । পরিগ্রাহসাধনভূতঃ ক্ষ্যচ ছন্দস্ত্রয়-
রূপঃ । তমিনং পরিগ্রাহং বিধন্তে—“অম্বরাণাং বা ইয়মগ্রা আসীৎ । যাবদাসীনঃ পরাপশ্রুতি ।
তাবদেবানাং । তে দেবা অক্রবন্ । অশ্বেব নোহস্তানপীতি । ক্যন্নো দাস্তথেতি ।
যাবৎ স্বরং পরিগৃহ্নীথেতি । তে বসবস্বেতি দক্ষিণতঃ পর্য্যগৃহ্ণন্ । রুদ্রাস্তেতি পশ্চাৎ ।
আদিত্যস্তুত্ব্যত্বতঃ । হেংগিনা প্রাঞ্চোহজয়ন্ । বহুর্ভদিক্শিপা । রুদ্রৈঃ প্রত্যঞ্চঃ ।
আদিত্যৈরুদ্রঞ্চঃ ! যষ্ট্রবং বিদুষো বেদিং পরিগৃহ্ণন্তি । ভবত্যাশ্বনা । পরাহস্ত ভ্রাতৃব্যো
ভবতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । পুরা কদাচিদম্বরাণাং বিজয়ে সতি এষা
পৃথিবী ক্লংহপি তেষামেব স্বভূতাহসীৎ । দেবানাং কোহপি ভূম্যাংশভূতো নাভূৎ । কিং তু
যো দেবো যত্র বদোপবিষ্টো দাবদেশং পশ্রুতি তত্র তাবান্দেশস্তস্মৈ দেবস্ত তদা স্বাবীনোহভবৎ ।
ততো দেবা অম্বরানযাচন্ত যুযদবীনায়ামস্তাং পৃথিব্যাং কোহপ্যাংশোহস্মাকং নিয়তোহপেক্ষিত
স্তত্র কিয়দুহানমস্তাং দাস্তথেতি । ততোহম্বরৈরনুজ্ঞাতা দেবা মম্বরৈর্বেদিং স্বকীয়ভেন
স্বীকৃতবন্তঃ । তস্তাশ্চ বেদেঃ প্রাচ্যামাহবনীয়োহগ্নিঃ পালকো দক্ষিণাদিবি বস্বাদয়ঃ । ততশ্চতুর্দিক্শু-
বস্তিতানাং দেবানামগ্নাদিমুখেন বিজয় এব । তস্মাদেবং বিদুষো যস্ম যজমানস্তাহধৰ্ঘ্যবো
যথোক্তমম্বরৈর্বেদিং পরিগৃহ্নীতুঃ স যজমানঃ স্বেনৈব রূপেণাভিপ্রথ্যাতো ভবতি । তস্য ভ্রাতৃব্যঃ
পরভবতি । পরিগৃহ্ণন্তীতি বলবচনং পূজার্থং প্রয়োগভেদাভিপ্রায়েণ বা ॥

১১ । “দেবস্য সবিতুঃ সবে কৰ্ম্ম ক্লগন্তি বেদসঃ ।”—বোধায়নঃ—“অথ প্রাচীং ক্ষেন
বেদিমুক্তস্তি দেবস্য সবিতুঃ সবে কৰ্ম্ম ক্লগন্তি বেদস ইতি” ইতি । আপ্তস্তস্মৈ শাখাস্তরমস্ত্রেণ
ভূমেকপরিভাগাবস্থিতাশ্বাশ্বগসহিতায়া মৃদ উক্কননমভিধায় ক্রতে—“দেবস্য সবিতুঃ সবে ইতি
খনতি” ইতি । পরমেশ্ববস্বানুজ্ঞায়াং সত্যং বেদসঃ সমান অধৰ্ঘ্যব ইদমুক্কননরূপং খননরূপং
বা কৰ্ম্ম কুরন্তি । দ্বিগ্নানুজ্ঞা সর্বের্জুনৈঃ স্বাভীষ্টং কৰ্ম্ম ক্রিয়ত ইত্যেতদ্বিভূষাং প্রসিদ্ধমি-
ত্যাহ—“দেবস্য সবিতুঃ সবে ইত্যাহ প্রহৃষ্টে । কৰ্ম্ম ক্লগন্তি বেদস ইত্যাহ । ইষিভূং হি
কৰ্ম্ম ক্রিয়তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । বেদের্দ্বিগ্নয়ে নিয়তাং বিধন্তে—“পৃথিব্যো
মেধ্যং চামেধ্যং চ ব্যুদক্রামতাং । প্রাচীনমুদীচীনং মেধ্যং । প্রতীচীনং দক্ষিণা মেধ্যং ।
প্রাচীমুদীচীনং প্রবণাং কৰোতি । মেধ্যামেবৈনাং দেববজ্রনীয়ং কৰোতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২
অং ৯) ইতি । ব্যুদক্রামতাং বিভাগমাপ্নতাং । অংসাকারেণ শ্রেণ্যাকারেণ চ কোণেষু
চতুর্ধোন্নতাং বিধন্তে—প্রাঞ্চো বেদ্যং সাবুয়য়তি । আহবনীয়ায় পরিগৃহীতৈ । প্রতীচী
প্রোণী । গার্হপত্যস্য পরিগৃহীতৈ । অথো মিত্বনস্বায়” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি ।

অংসরোঃ শ্রোণ্যোশ্চ প্রত্যেকং যুগ্মতয়া মিথুনং । যধা পুমানংসো যোষিচ্ছোণিরিতি মিথুনং । ভূমের্কভাগস্ত অক্স্থানীয়স্ত স্যোনাপসারণং বিধত্তে—‘উদ্ধস্তি । যদেবান্তা অমেধ্যং তদপহস্তি’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । তমেব বিধিমনুত্বার্থবাদান্তরমাহ—‘উদ্ধস্তি । তস্মাদ্দোষধয়ঃ পরাভবন্তি’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । তস্মাদ্ভক্ষনানুষ্টিষ্ঠাভুগন্ত্বা বহিরাস্তরগহবিরাসাদনবিরোধিনো বিনশ্যন্তি । ভূমাবত্যস্তং নিরুঢ়ানাং তৃণমূলানামুদ্ভননমাত্রোপ-
গম্যভাবাৎ পৃথগ্য়ত্নেন ছেদনং বিধত্তে—‘মূলং ছিনন্তি । ভ্রাতৃব্যন্তৈব মূলং ছিনন্তি । মূলং বা অতিতিষ্ঠদ্রক্ষা ৩ শ্চনুৎপিপতে’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । বৈরিণো মূলং নিবাসাধিকরণং গৃহাদিকং । যদি তৃণমূলং ভূমিমতীত্য কিঞ্চিদবতিষ্ঠেত তদা তদহু রক্ষা ৩-
স্বাভবেয়ঃ । তস্মান্মূলং ছেদনীয়ং । ছেদনসাধনং বিধত্তে—‘যদ্ধস্তেন ছিনদ্যাৎ । কুনখিনীঃ প্রজাঃ স্ত্যাঃ । স্যোন ছিনন্তি । বজ্রো বৈ স্যঃ । বজ্রেনৈব যজ্ঞাদ্রক্ষা ৩ শ্চপহস্তি’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । স্যান্ত বজ্রত্মগতদ্রাক্ষ্যমাস্তাং—‘ইন্দ্রো ব্রাহ্মণ বজ্রং গ্রাহরং । ন ব্রোহা ব্যভবৎ । স্যাস্তৃতীয়ং । রথস্তৃতীয়ং । যুপস্তৃতীয়ং’ ইতি । প্রাদেশপরিমিতং বেদিখননং বিধত্তে—‘পিতৃদেবস্যাহতিখাতা । ইয়তীং খনতি । প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতাং’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । যদেয়ং বেদিঃ প্রাদেশপরিমাণমতীত্য খাতা শ্রান্তদা পিতৃদেবতাস্থাদিয়ং দৈবিকী ন ভবেৎ । ইয়তীমিতি প্রাদেশপরিমাণাভিনয়ঃ । প্রজাপতি-
সৃষ্টতয়া তদ্রূপং যজ্ঞপুরুষস্ত মুখং । তচ্চ প্রাদেশপরিমিতং । অতন্তংসংমিতাং বেদিং খনেৎ । পক্ষান্তরং বিধত্তে—‘বেদির্দেবেভ্যো নিলায়ত । তাং চতুরঙ্গুলেহৃষবিন্দন । তস্মা-
চ্চতুরঙ্গুলং খেয়া’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । কেনাপি নিমিত্তেন দেবেভ্যো বিষখীভূতা বেদিদেবতা ভূমৌ নিলীনা সতী চতুরঙ্গুলমাত্রং খননেন লক্কা । তস্মাচ্চতুরঙ্গুলং খনেৎ । তং বিধিমনুত্বার্থবাদান্তরমাহ—‘চতুরঙ্গুলং খনতি । চতুরঙ্গুলে হোষধয়ঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । ওষধিমূলে ভূমেরস্ত্চতুরঙ্গুলং প্রস্বতে সতি তা ওষধয়ো বায়ুনা নোন্নু ল্যন্তে । পক্ষান্তরং বিধত্তে—‘আ প্রস্টিষ্ঠায়ৈ খনতি । যজ্ঞানমেব প্রতিষ্ঠাং গময়তি ।’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । যদি চতুরঙ্গুলপ্রমাণেন প্রাদেশপ্রমাণেন বা সিকতাদিপ্রযুক্তশৈথিল্যাভূমিন লভ্যেত তদা তল্লাভপর্য্যস্তং খনেৎ । দক্ষিণশ্রাং দিশ্চোন্নত্যাং বিধত্তে—‘দক্ষিণতো বর্ষীয়সীং করোতি । দেবযজ্ঞনস্তৈব রূপমকঃ ।’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । প্রাচীমুদীচীং প্রবণাং করোতীত্যনেনৈব সিদ্ধেহপ্যোগ্নত্যে পুনরপি কুড্যাকারেণ য্তিকাপ্রক্ষেপোহত্র বিধীয়তে । অকঃ কৃতবান্ ভবতি । লোষ্ট্রভাবরহিতাং সিকতয়া সদৃশীং যুদং বেছাং সর্বত্র বিকিরেদিত্যাহ—‘পূরীষবতীং করোতি । প্রজা বৈ পশবঃ পুরীষং । প্রজয়ৈবৈনং পশুভিঃ পুরীষবস্তং করোতি’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি ।

১২ । “ঋতমস্যতসদনমস্যতশ্রীরসি ।”—কল্পঃ—‘উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্যতি ঋতমসীতি দক্ষিণত ঋতসদনমসীতি পশ্চাদুতশ্রীরসীতু্যত্তরতঃ’ ইতি ॥ ঋতং সত্যং । তচ্চ সত্যং ত্রিষন্তি বেছাং হবিষি ফলে চ । অজ্ঞদানানুপূর্কমাসীনো দেবো যাবস্তং ভূদেশং পশ্যতি ন তস্য দেবযজ্ঞ-
নস্বং নিয়তং । অতোহনুতস্বং । বেদেরদত্তত্বাভিন্ন পুনঃ পরাবর্ত্তত ইত্যতস্বং । ততো হে বেদে ত্মতমসি । হবিষঃ ফলহেতুস্বং ন কদাচিধ্যাভিচরতীত্যন্তি সত্যস্বং । তচ্চ সত্যং হবিরস্যাং

বেত্যাং সীদতি । ততো হে বেদে ত্বমৃতসদনমসি । ফলস্যাবগ্ধং ভাবিত্বাদন্যতত্ত্বং । তচ্চ ফলং হবির্ধারৈণ বেত্যা ক্রীয়তে । ততো হে বেদে ত্বমৃতক্রীরসি । বিধত্তে—“উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণতি । এতাবতী বৈ পৃথিবী । যাবতী বেদিঃ । তস্যা এতাবত এব ভ্রাতৃব্যং নির্ভজ্য । আত্মন উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । বেদিব্যতিরিক্তায় ভূমেরাস্তরত্বেন কৰ্ম্মণ্যনুপযোগানুপযুক্তা ভূমিক্বেদিরবে । তথা সতি পূৰ্ণপরিগ্রাহেণ মহাভূমেঃ সৰ্ব্বক্ষিনো বেদিকুপাদেব তাবতঃ প্রদেশাঐরিরণং নিঃসার্য স্বার্থমুত্তরপরিগ্রাহং কুৰ্য্যাৎ । মন্ত্ৰার্থো মন্ত্রপদেষেবাভিব্যক্ত ইত্যাহ—ঋতনস্য তসদনমস্য তক্রীরসীত্যাহ । যথাযজুর্বেতং” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি ॥

১৩। “ধা অসি স্বধা অস্ম্যাকৌ চাসি বস্বী চাসি পুরা ক্রুরস্য বিস্বপো বিরপিশ্নুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্ধ্যামৈরয়ক্কলমসি স্বধাভিত্তাং দীরাসো অনুদৃশ্য যজন্তে ।”—বোধায়নঃ—“অপ প্রতীচীৎ ফেন বেদিং যোযুপ্যতে ধা অসি স্বধা অস্ম্যাকৌ চাসি বস্বী চাসি পুরা ক্রুরস্য বিস্বপো বিরপিশ্নুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্ধ্যামৈরয়ক্কলমসি স্বধাভিত্তাং দীরাসো অনুদৃশ্য যজন্ত ইতি” ইতি । আপত্ত্যে মন্ত্রভেদমাহ—“ধা অসি স্বধা অসীতি প্রতীচীং বেদিৎ ফেন যোযুপ্যতে, উদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্ধ্যামৈরবেদিসমুদীক্ষতে” ইতি । যোযুপ্যতে সমী করোতি । বিবিধং রপণং শব্দনমুচ্চরুপাংস্ত্বাহাদিভেদেন মন্ত্রোচ্চারণং বিরপ্ । তদন্ত ঋত্বিজো বিরপশাঃ । লোমশবদদ্রব্যং । বিরপশা ঋত্বিজো যস্যং বেত্যাং সা বেদিবিরপশিনী । তস্যাঃ সঙ্ঘোধানং ছান্দসং বিরপশিনীতি ।

হে বেদে ক্রুরস্তোংকরে পাঠৈর্ক্কলমসি রোরীক্সপর্ণানির্গমাং পুরা ত্বং দৈবিকহবিষাং ধারয়িত্বাসি । স্বধাশব্দেনৈতত্তে তত যে চ ত্বামনিত্যাদিনোক্তং পৈতৃকপিণ্ডাদিকমুপলক্ষ্যতে । তেনাপি যুক্তাহসি । অত এব কৃৎস্নধারণাদিত্তীর্ণা চাসি । পুরোডাশাদিরূপধনবন্ধাবস্বী চাসি । দ্রব্যবত্যসি । জীরা জীবনশীলা দানবো হবিষাং দাতারো যাবজ্জীবাশিশাস্ত্রপ্রেরিতা যজমানা বস্তাং পৃথিব্যাং সা পৃথিবী জীরদানুঃ । • দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা । বস্বা জীরাশ্চ তে দানবশ্চ । ছান্দসো বচনব্যত্যঃ । তাদৃশাঃ পূৰ্বে যজমানা বেদিকুপাং যাং পৃথিবীং কৃৎস্নভূমেরাস্ত্রয্যাঃ সকাশানুর্ধ্যামাদায় চক্ষ্রমস্যমৃতকিরণৈঃ সাক্ষিং স্থাপিতবন্তঃ, ইদানীন্তনাস্ত্র ধীমন্তস্তামিমাং বেদিং মনসাইহুচিস্ত্য তস্তাং যজন্তে । সমীকরণং বিধত্তে—“ক্রুরমিব বা এতং করোতি । বর্ষেদিং করোতি । ধা অসি স্বধা অসীতি যোযুপ্যতে শাস্ত্যে” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । বিশেষণরূপেন কৃৎস্নভূমিরূপত্বমণেষধনোপেতত্ত্বং চ সম্পাছত ইত্যাহ—“উক্বী চাসি বস্বী চাসীত্যাহ । উক্বীমেবোনাং বস্বীং করোতি” । (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । বিস্বপঃ পুরেত্যুক্ত্যাহরুপ্রযুক্তমুচিস্ত্বং নিবায়ত ইত্যাহ—“পুরা ক্রুরস্য বিস্বপো বিরপশ্নিত্যাহ মেধ্যাস্ত্র” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । চক্ষ্রমস্যেরয়নিত্যনুসন্ধানস্য প্রয়োজনমাহ—“উদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্ধ্যামৈরয়ক্কলমসি স্বধাভিরিত্যাহ । যদেবাস্যা অমেধ্যাং । তদপহত্যা । মেধ্যাং দেবযজ্ঞনীং কৃত্বা । যদদশ্চক্ষ্রমসি মেধ্যাং । তদস্যামেরয়তি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । এরয়তি আনয়তীত্যর্থঃ । অনুদৃশ্যেতি পদস্তাভিপ্রায়মাহ—“তাং দীরাসো অনুদৃশ্য যজন্ত ইত্যাহানুধ্যাত্যে” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯)

ইতি । অম্বসন্ধান্নায়ৈতর্যঃ । আগ্নীধ্বং প্রতি প্রৈষমুৎপাদয়তি—প্রোক্ষণীয়াসাদয় । ইধ্বাবর্হি-
রূপসাদয় । ক্ষবং চ ক্ষচশ্চ সংমৃড়তি । পত্নী৩ সংনহ্য । আজ্যোনোদেহীত্যাহ্নপূর্বতায়ৈ”
(ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । বহুবর্হিষয়প্রৈষোহ্নুক্রমেণোত্থানায়োপযুক্ত্যে ।
আগ্নীধস্যাহ্নুষ্ঠানং বিধত্তে—“প্রোক্ষণীয়াসাদয়তি । আপো বৈ রক্ষোদ্রীঃ । রক্ষসামপহতৈ ।
ক্ষ্যস্য বস্বানুৎসাদয়তি । যজস্য সংততৈ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । প্রোক্ষণী-
নামপাং বাহুল্যং বিধত্তে—“উবাচ হাসিতো দৈবলঃ । এতাবতীর্ক্য অমুশ্মিল্লোক আপ
আসন্ । যাবতীঃ প্রোক্ষণীরিতি । তস্মাদ্ভবীরাসাত্মাঃ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯)
ইতি । অস্মিন্ যাগে যাবতাঃ প্রোক্ষণা আসাত্মন্তে তাবত্য এবামুশ্মিল্লোক আপো
ভবন্তীতি দেবলেনোক্তত্বাচ্ছল্যমত্র কর্তব্যং । উৎকরে ক্ষ্যস্য পরিত্যাগং ধ্যানবিশিষ্টং
বিধত্তে—“ক্ষ্যমুদান্ । যং দিধ্যাত্তং ধ্যায়েৎ । শুচৈবৈনমর্পয়তি” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং
৯) ইতি । যথোক্তপ্রৈষকালে ক্ষ্যস্য তির্গ্যাক্ষারণং বিধত্তে—“বজ্রো বৈ ক্ষ্যঃ । যদবধ্বং
দাবয়েৎ । বজ্রেহধ্বং কৃণীত । পুরস্তান্তির্গ্যাক্ষং ধারয়তি । বজ্রো বৈ ক্ষ্যঃ । বজ্রেণৈব
যজস্য দক্ষিণতো রক্ষা৩ স্যাহ্নুস্তি । অগ্নিত্যাং প্রাচশ্চ প্রতীচশ্চ । ক্ষ্যোনোদীচশ্চাধরাচশ্চ ।
ক্ষোন বা এষ্য বজ্রেণাসৌ পাপানং দ্রাতব্যমপহত্য । উৎকরেহধি প্রবৃশতি । যথোপধায়
বৃশন্ত্যেবং” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ১০) ইতি । ক্ষ্যস্য বজ্রপ্রতিপাদকং শ্রত্যন্তরং
পূর্বমুদাহৃতং । অবধ্বমহি ষং কৃণীত মিয়েত । তৎপরিহারায় বেত্বাং পূর্বভাগে তির্গ্যাক্ষং
দাবয়েৎ । তথা সতি দীপ্যগ্রাঙ্ঘ্রেন বেদেদক্ষিণাদিশ্যবস্থিতানি রক্ষাংসি হতানি ভবন্তি ।
আহবনীয়াগ্নিনা পূর্বদিগবৎ তানস্মরান্ হন্তি । গার্হপত্যাগ্নিনা পশ্চিমদিগবস্থিতান্ । ক্ষ্যস্ত
মূলোনোত্তরদিগবস্থিতানস্মরান্ হন্তি । ক্ষ্যস্তাধোধারণয়াহধস্তনান্ । উধ্বধারণয়োপরি-
তানিতাপি দষ্টব্যং । এতং তির্গ্যাক্ষং ধারয়ন্নধ্বং পাপরূপং বৈরিণমস্তা বেদেদপহত্যোৎকরে
চিনতি । যথা কাষ্ঠং কস্মিংশ্চিৎপাধারেবস্থাপ্য লোকাস্চিনদন্তি তদ্বৎ । হস্তপ্রক্ষালনং বিধত্তে—
“হস্তাববনেনিক্রে । আয়াননৈব পবরতে” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ১০) ইতি । ক্ষ্যস্তাপি
তদ্বিধত্তে—“ক্ষ্যং প্রক্ষালয়তি চ দ্যহায় । অথো পাপান এব দ্রাতব্যস্ত ন্যস্ত৩ চিনতি” (ত্রাং
কাং ৩ প্রং ২ অং ১০) ইতি । প্রক্ষালিতঃ ক্ষ্যো যজ্ঞযোগ্যো ভবতি । কিং চানেন
পাপরূপস্ত বৈরিণঃ শরীরং ছিৎ ভবতি । আগ্নীধ্বস্তাহ্নুষ্ঠানং বিধত্তে—“ইধ্বাবর্হিরূপসাদয়তি
যুক্ত্যে । যজস্ত মিথুনস্যয় । অথো পুরো রুচমেবৈতাং দধাতি । উত্তরস্ত কস্মণোহ্নুখ্যাতৈ”
(ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ১০) ইতি । ইধ্বস্ত বর্হিষশ্চোভয়োঃ সঠৈব মাদনং পরস্পরং যোগায় ।
তেন চ যোগেন যজ্ঞসম্বন্ধি মিথুনং ভবতি । কিং চানেন পাপরূপস্ত বৈরিণঃ শরীরং ছিন্নং
ভবতি । আগ্নীধ্বস্তাহ্নুষ্ঠানং বিধত্তে—“ইধ্বাবর্হিরূপসাদয়তি যুক্ত্যে । যজস্ত মিথুনস্যয় । অথো
পুরো রুচমেবৈতাং দধাতি । উত্তরস্ত কস্মণোহ্নুখ্যাতৈ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ১০)
ইতি । ইধ্বস্ত বর্হিষশ্চোভয়োঃ সঠৈব সাদনং পরস্পরং তেন চ যোগায় । যোগেন যজ্ঞসম্বন্ধি মিথুনং
ভবতি । কিং চৈতামুপসাদনরূপাং দীপ্তিং পুরঃ করোতি । তয়া দীপ্যোত্তরং কর্তব্যং
খাপিতং ভবতি । তয়োরূপসাদনে প্রাগগ্রন্থং বিধত্তে—“ন পুরস্তাংপ্রত্যগুপসাদয়েৎ ।
যংপুরস্তাং প্রত্যগুপসাদয়েৎ । অত্ৰাত্ৰাহ্নুতিপথাদিধ্বং প্রতিপাদয়েৎ । প্রজা বৈ বর্হিঃ ।

অপরাদ্ব্যাহিষা প্রজানাং প্রজননং । পশ্চাৎপ্রাগুপসাদয়তি । আহতিপথেনাং প্রতিপাদয়তি । সম্প্রত্যেব বহিষা প্রজানাং প্রজননমুপৈতি' (ব্রা० কা ২ প্র० ২ অ० ১০) ইতি । ইদ্রাত্মাহুতি-
পথঃ প্রাগগ্রহঃ । প্রত্যগগ্ৰেণ বহিষা প্রজানামুৎপত্তিক্রিনশ্চেৎ । ততঃ স্বয়ং পশ্চাদবস্থায়োভয়ং
প্রাগগ্রমুপসাদয়েৎ । তথা সতীয়াত্মাহুতিপথো নাপৈতি । -সম্প্রত্যেব সমীচীনেন বহিষা
প্রাজ্ঞাপত্তিঃ প্রাপোতি । ইদ্রবহিষোঃ পরস্পরং দিগ্ভেদং বিধত্তে—‘দক্ষিণমিধ্যং । উত্তরং
বহিঃ । আত্মা বা ইধ্যঃ । প্রজা বহিঃ । প্রজা হ্যত্মন উত্তরতরা তীর্থ । ততো মেধমুপনীয় ।
যথাদেবতমেবৈনং প্রতিষ্ঠাপয়তি । প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্জমানঃ’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ०
১০) ইতি । পিতৃর্জমানশ্চ দক্ষিণভাগো যুক্তঃ । প্রজায়া উত্তরভাগঃ । তথা সত্যভয়ং তীর্থে
যোগ্যস্থানে সম্প্রত্যেত । ততস্তত্ত্বভয়ং যজ্ঞং নীত্ব তত্তদেবতামনতিক্রম্য স্থাপিতবান্ ভবতি ।
এতেন যজ্ঞমানশ্চ প্রজাপশুসমৃদ্ধির্ভবতি । অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

‘আদদে ফাং সমাদত্ত ইন্দ্রশ্চেত্যতিমন্ত্রয়েৎ । পৃথিবী স্তম্বযজুচ্ছিন্না হপগৃহ্নাতি তুরজঃ ॥ ১ ॥
ব্রজং গচ্ছেদুদগদেশং বর্ষ বেদিং সমীকতে । বরা ধুনিং ক্ষিপেদেবং পুনঃ স্তম্বহুতিদয়ম্ ॥ ২ ॥
অথাত্র পূর্ষবন্মগ্না অরাহগ্নীধোহজ্জলো ধরেৎ । বসত্রিভিগ্রহৌবেদেদেবং বেদিং খনেদম্ ॥ ৩ ॥
ঋতান্তরপরিগ্রাহো বা অসীতি সমীকৃতিঃ । উদাদায়েতি বেদীক্ষা মন্বোক্তাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৪ ॥

অথ নীমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায়শ্চ সপ্তমপাদে চিস্তিতম্—মুখ্যাস্ততৈব বেদাদেঃ প্রযাজ্ঞাত্বতাহপি বা । তদ্বাক্য
প্রক্রিয়াযুক্তং মুখ্যাস্তত্ব বোধকম্ ॥ মুখ্যাস্তত্বাপি বেদাদেঃ প্রযাজ্ঞাদিষু চাস্তত্বা । মুখ্যার্থত্বাং
প্রযাজ্ঞাদেচাপূর্ক্যাব্যবধানতঃ’ ইতি ॥ দশপূর্ণমাসয়োঃ শ্রমতে—বেদাং হবীংঘ্যাসাদয়তি বর্হি
হবীংঘ্যাসাদয়তীতি । তথা তদ্রম্যঃ শ্রমন্তে—‘বেদিং খনতি বর্হির্নানতি’ ইত্যাদয়ঃ । মুখ্যার্থ
হবীংঘ্যায়ৈরপুত্রোভাশানীনি । অমুখ্যহবীংমি তু প্রযাজ্ঞাত্বর্থানি । তত্র স্বস্বপদসহিতানি বেদাদি
প্রকরণবলানুখ্যাহবিষামেবান্বানি । বেদাং হবীংঘ্যাসাদয়তীতি বাক্যাং সর্কহবিরঙ্গতেতি চেন্ন
প্রকরণনৈরপেক্ষেণ স্বতন্ত্রং শ্রাং, তদা সাদনমাত্রপর্য্যবসানেন যাগাভাবে বৈয়র্থাং শ্রাং
সৌমিকহবিষামপোতদেত্বাসাদনং প্রসজ্যেত । তস্মান্মুখ্যং হবিরঙ্গং বেদাদিকমিতি প্রাপ্তে ক্রঃ
—অস্ত বৈয়র্থাতিপ্রসঙ্গপরিহারেণ প্রকৃতাপূর্কসাধনভূতহবিঃ যু বেদাদেবরঙ্গং । প্রযাজ্ঞাদি
হবীংঘ্যপি স্বকোয়াবাস্তরাপূর্কদ্বারা মুখ্যাপূর্কসাধনাথেবেতি তদঙ্গত্বমপি বেদাদেবুদ্ভূতং । এত
সতি বাক্যাত্মাত্ত্বসংকোচো ন ভবিষ্যতি ।

পঞ্চমাধ্যায়শ্চ প্রথমপাদে চিস্তিতম্—“পুত্রোভাশভিবাসান্তত্বাপকর্ষোহস্তি দর্শকে ।
বাহুতোহস্বপকৃষ্টায়া বেদৈর্কৈশ্চুগ্যহানয়ে ॥ অভিবাসাং পরা বেদিরिति তৎক্রমবোধতঃ
প্রাগেব বিহিতা দর্শে বেদির্নাতোহপকর্ষণঃ” ইতি ॥ “দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পুত্রোভাশশ্চ কপালে
প্রণিতশ্চাহচ্ছাদনমায়তঃ—তস্মান্হভিবাসয়তীতি । তত উষঃ বেদিরান্নাতা । তনৈব ক্রমে
পৌর্ণমাসীয়াগে প্রতিপত্তদ্বিষ্টানং কৃতং । দর্শবাগে তু বেদেরপকর্ষ আন্নাতঃ—“পূর্কৈছ্যরম
বাস্তান্নাং বেদিং করোতি” ইতি । তত্র বেদে: পূর্কভাবিনোহভিবাসনাস্তত্বাস্তসমুহত্বাপক
কর্তব্যোহত্থা বেদৈর্কৈশ্চুগ্যপ্রসঙ্গাদিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—যদি দর্শঃ পূর্ণমাসীবিহারঃ শ্রাত্ত
পৌর্ণমাস্তাং কৃণ্ডঃ ক্রমো দর্শেহতিদিশ্চেত । ন ত্বসৌ বিহারঃ । তস্মাৎ কশ্চিৎ ক্রমোহ

স্বাতন্ত্র্যেণোন্নয়ঃ । ক্রমোন্নয়নং চ সৰ্বেষু ধৰ্ম্মেষাম্বাতেষু পশ্চাৎ পাঠাদিভিঃ সম্প্রত্যতে । বেদিপদার্থশ্চাভিবাসনাদৃষ্টং দৰ্শপূৰ্ণমাসসাধারণ্যেনাহম্মাতঃ । বিশেষতস্ত দৰ্শবাগে পূৰ্বেছ্যবে-
বাহম্মায়তে । তথা সত্যভিবাসনবেদোঃ ক্রমবোধাৎ প্রাপেব দার্শিকবেদে: পূৰ্বদিনসম্বন্ধা-
বগমাস্তদেব তস্তাঃ স্থানমিতি বেদেরপি তাবম্মাপকৰ্ষঃ । তৎ কুতোহভিবাসনাস্তত্বাসমুহত্যা-
পকৰ্ষঃ । প্রথমাদ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতং—“প্রোক্ষণী: সংস্কৃতিজ্ঞাতির্যোগো বা সৰ্বভূমিষু ।
তথোক্তে: সংস্কৃতিজ্ঞাতি: শ্রাদ্ধে: প্রবলত্বত: ॥ অথোত্যাশ্রয়তো নাহতো ন জাতি:
কল্যাণশক্তিভ: । যোগ: শ্রাৎ কৃপ্তশক্তিভ্যাং কৃপ্তিক্যাকরণাদ্ভবেৎ” ইতি ॥ দৰ্শপূৰ্ণমাসয়ো: শ্রয়তে
—“প্রোক্ষণীরাসাদয়তি” ইতি । তত্র প্রোক্ষণীশব্দস্তাভিমন্ত্ৰণাসাদনাদিসংস্কৃতি: প্রবৃত্তিনিমিত্তং ।
কৃত: । সৰ্বেষু বৈদিকপ্রয়োগপ্রদেশেষু সংস্কৃতানামেবাং প্রোক্ষণীশব্দেনোচ্যমান্যাদিত্যেক:
পক্ষ: । লোকে জলক্রীড়ায়াং প্রোক্ষণীভিরদেজিতা: স ইত্যসংস্কৃতাস্বপ্ন প্রয়োগাদহিরাদি-
শব্দজ্ঞাতৌ কটব্রাহ্মকটজ্ঞাতি: প্রবৃত্তিনিমিত্তং । ন চ প্রকর্ষণোক্ষ্যতে সিচ্যত আভিরিতি
যোগোহত্র শব্দনীয়ো কটো: প্রবলত্বাদিতি পক্ষান্তরং । তত্র ন তাবৎ সংস্কারো যতোহথো-
ত্যাশ্রয়ত্বং । বিহিতেষাভিমন্ত্ৰণাদিসংস্কারেষুহুষ্টিভেষু পশ্চাৎসংস্কৃতাস্বপ্ন প্রোক্ষণীশব্দপ্রবৃতি: ।
তৎপ্রবৃত্তৌ সত্যং প্রোক্ষণীশব্দেনাপোহনুত্যাভিমন্ত্ৰণাদিবিধিরিত্যথোত্যাশ্রয়ত্বং । নাপি জাতি-
পক্ষো যুক্ত: । উদকজাতৌ প্রোক্ষণীশব্দস্ত বৃদ্ধব্যবহারে পূৰ্ব্বমকৃপ্তত্বেনেত: পরং কল্পনীয়ত্বং ।
ততো গোশব্দবদশব্দকর্ণশব্দবচ কটো ন ভবতি । যোগস্ত ব্যাকরণেন কৃপ্ত: সোপসর্গা-
দ্ধাতো: করণে লুটিপ্রত্যয়েন ব্যুৎপাদনাং । তস্মাৎ প্রোক্ষণীশব্দো যোগিক: । যতাদে:
প্রোক্ষণীত্বং প্রয়োজনং ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং—“প্রোক্ষণীরাসাদয়েতি নিগদন্তিবিধাদহি: । যজুর্কৌচৈ-
শ্বদশ্রুতং ভেদাদস্য চতুর্থতা ॥ পরপ্রত্যয়নার্থত্বাচ্চৈত্বং যজুরেব স: । তল্লক্ষণেন যুক্তত্বাভ্রৈ-
বিধ্যমিতি স্থস্থিতং” ইতি । প্রোক্ষণীরাসাদয়েয়াবহিরূপসাদয়গীদগীষিহর বহি: স্তৃগীহীতাদয়ো
নিগদা আম্মাতা: । পরদম্বোধনার্থা মন্ত্ৰা নিগদা: । তে চ পূৰ্বেভ্য ঋগ্যজু:সামভ্যো বহির্ভূতা-
শ্চতুর্থপ্রকারা: । কৃত: । পাদগীতোঋকসামলক্ষণয়োরাভাবাৎ প্রলিষ্টপাঠস্ত যজুলক্ষণস্ত সত্বেপি
ধৰ্ম্মভেদেন যজুস্তত্ত্বভাবানুপপত্তে: । উপাংশু যজুযৌচৈর্নির্গদেনেতি হি ধৰ্ম্মভেদ ইতি প্রাপ্তে
ক্রম:—বহির্ভূত্যাভ্যোভোজ্যস্তাং পরিত্রাজকাস্তত্ত্বরিত্যত্র সত্যেব পরিত্রাজকানাং ত্রাক্ষণো পূজা-
নিমিত্তো বিশেষো যথা তথা নিগদানাং যজুলক্ষণোপেতত্বাচ্চজুসামেব সতাং পরপ্রত্যয়নিমিত্ত
উচৈত্বং ধৰ্ম্ম: । ততো মন্ত্ৰাণাং ত্রৈবিধ্যং স্থস্থিতং ॥

অথ ব্যাকরণং ।

আদদ ইত্যাদৌ স্বরা: প্রসিদ্ধা: । দক্ষিণ ইত্যত্র স্বাক্ষাখ্যায়ানাদির্কেত্যাছাদান্ত: ।
পৃথিবীতত্র বাক্যাদিহেব যাক্ষিকামন্ত্ৰিত্যছাদান্তত্বং । অরুণরতাত্ৰাক্ষিতোত্তরকপ্রত্যয় আছাদান্ত: ।
গোস্থানমিত্যত্র কৃত্তত্ত্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে “তদপবাদেনুত্তনুব্যখ্যানশয়নাসনস্থানযাজকাদি-
ক্ৰীতা:” (পা০ ৬-২-১৫১) মনস্তত্ত্ব ত্ত্বনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যানাদিচতুষ্টিয়ং যাজকাদিগণ: ক্ৰীতশব্দশ্চোত্তর-
পদমন্ত্ৰোদান্তঃ ভবতীত্যন্তোদান্তত্বে প্রাপ্তে “পরাদিশ্চন্দসি বহলং” (পা০ ৬-২-১৯৯) ইত্যন্তরপদা-
ছাদান্ত: । বর্ধত্বিতি বাক্যাদি: । তথা বধানেতাপি । তত্র শানজাদেশস্ত (চিষাদন্তোদান্ত:)

পাশশকো যঃশ্বতঃ । দ্বৈষ্ট্যত্র যচ্ছদযোগান্নি ণিঘাতঃ । গায়ত্রিশব্দস্ত তৃচ্-প্রত্যয়ান্তত্বাৎ প্রত্যয়-
স্বরঃ । ত্রৈষ্ট্ৰভজাগতশব্দয়োঃপ্রত্যয়ে সত্যাহাদান্তঃ । উর্কীশকো জীষন্তঃ । বশীশকো
বৃষাদিঃ । পুরাশব্দস্ত নিপাতত্বাবাদস্তোদান্তঃ । বিন্শপ ইত্যত্রোত্তরপদস্ত কন্শ্-প্রত্যয়ান্তত্বাদা-
হ্যদান্তঃ । উদাদায়েত্যত্র ল্যপ্ য় পিঙ্কাকৃত্বস্বরাবশেষে কৃৎস্বরঃ । জীরদানুশকো দাসীভারাদিঃ ।
ঐরয়নিত্যত্র যচ্ছদযোগান্নিঘাতাভাবে সতি আডাগনস্ত বিহিতমুদান্তত্বং সতি শিষ্টং । চন্দ্রমসীতি
পৃষোদরাদিঃ । অনুদৃশ্তেতি কৃৎস্বরঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে নবমোহ্নুবাকঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মন্ত্যর্থ-আলোচনা ।

— * —

নবম অনুবাকের মন্ত্য-সমূহ বেদী নির্মাণে প্রযুক্ত হয়। বিনিয়োগ ও ভাষ্য অনুসারে
বুঝা যায়,—মৃত্তিকা খননের নিমিত্ত ‘ফা’ নামক মৃত্তিকা খননের উপযোগী যন্ত্র-বিশেষকে
সম্বোধন করিয়া, অনুবাকের প্রথম ভূইটী মন্ত্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যজ্ঞের জন্ত বেদি প্রস্তুত
করিতে হইবে। তাহার নিমিত্ত মাটী খুঁড়িতে হইবে। তাই গোস্তার বা কোদালীর ছায়
কোনও সামগ্রী এস্থলের লক্ষ্য বলিয়া প্রকাশ। যাঁহারা বেদকে অসভ্য আদিম অবস্থার
স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহাদের মতে ‘ফা’ বলিতে খড়্গাকার যজ্ঞকাষ্ঠবিশেষ অর্থ
পরিগৃহীত হয়। কারণ, তখন মানুষ লৌহের ব্যবহার শিখে নাই। যাঁহারা যতদূর আদিম
অসভ্য অবস্থার বিষয় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ‘ফা’ শব্দে লোহাগ্রভাগবিশিষ্ট কাষ্ঠদণ্ড
(খোস্তা প্রভৃতি) অর্থ নির্দেশ করেন। তদনুসারে প্রথম মন্ত্যের অর্থ হয়,—‘হে ফা!
তোমাকে ধারণ করিতেছি।’ এস্থলে, কল্পে, ‘দেবস্ত ত্বা সধিতুঃ প্রসব’ ত্যাদি মন্ত্যের সহিত
‘আদদে’ মন্ত্যের সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়। তাহাতে মন্ত্যের অর্থ দাঁড়ায় ‘হে ফা! অশ্বিষয়ের
বাহুদ্বয়ের এবং পৃষাদেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে দেবপূজার জন্ত তোমাকে যজ্ঞে নিযুক্ত
করিতেছি।’ এই মন্ত্যের পর ঐ ফাকে বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয়
মন্ত্য উচ্চারণের বিধি। সে মতে মন্ত্যের অর্থ হয়,—‘হে ফা! তুমি হস্তদেবের দক্ষিণ বাহু,
তুমি বহুদীপ্তিশালী, বহু জীবের নাশক, উগ্রতেজের জন্ত তুমি বায়ুর সহিত তুলনীয়। এই
যজ্ঞের বেদিপ্রস্তুতরূপ কার্য্য তোমার দ্বারা সম্পন্ন হউক।’ ভাষ্যকার বিশেষণগুলির তাৎপর্য্য
যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ফা, ইন্দ্রের
দক্ষিণ বাহুর ছায় সামর্থ্যসম্পন্ন; তাই তাহাকে ‘ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণঃ’ বলা হইয়াছে।
সেই দক্ষিণ বাহু কিরূপ? অর্থাৎ ‘সহস্রভৃষ্টিঃ’—শত্ৰু-সমূহের মারক, ‘শততেজা’ অর্থাৎ
শতসংখ্যক তেজস্বী আয়ুধযুক্ত। তার পর কেবল যে ইন্দ্রের বাহুর তুল্য তাহা নহে; পরন্তু
বায়ু-সদৃশ। কেন না, বায়ু যেমন অগ্নির তীব্রজ্বালা উৎপাদন করিয়া তিগ্নতেজা হয়, ফা
তেমনি বক্ষ্যমাণ তত্ত্বখননরূপ তীব্র কর্ম্ম করে বলিয়া ফা তিগ্নতেজা। স্থলতঃ, মন্ত্যের

দ্বিতীয় ভাগে স্ফায়ের মহিমা এবং তৃতীয় ভাগে তেজঃ জ্য বায়ুর সহিত স্ফায়ের উপমা পরিকল্পিত হইয়াছে । তদনুসারে ভাষ্যকারের অর্থ পূর্বেই প্রকটিত হইয়াছে ।

অতঃপর, তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রে বিভিন্ন সামগ্রীর সন্ধান বর্তমান রহিয়াছে । বেদ প্রস্তুতের জ্য মৃত্তিকাদি খননের সময় মন্ত্র-কয়টি প্রধানতঃ তৃণাদি অপসারণ উপলক্ষে প্রযুক্ত হয় । তদনুসারে তৃতীয় মন্ত্রের সন্ধান—‘পৃথিবী’ ; পঞ্চম মন্ত্রের সন্ধান—তৃণসমূহ ; ষষ্ঠ মন্ত্রের সন্ধান বেদি ; এবং সপ্তম মন্ত্রের সন্ধান—সবিতা দেবতা । তদনুসারে ভাষ্যমতে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ—‘হে দেবযাগাশ্রয়ভূতে পৃথিবী ! তোমার তৃণ অর্থাৎ তৃণসমূহের মূলকে আমি নষ্ট করিতেছি না ।’ স্ফায়ের দ্বারা ভূরজ অর্থাৎ তৃণ সহিত মৃত্তিকা গ্রহণান্তর চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । মন্ত্রের ভাব এই যে—‘ধূলি অপনয়নে পৃথিবী হইতে অরুণ নামক শত্রু নষ্ট হউক ।’ পঞ্চম মন্ত্রে স্ফা দ্বারা খনিত সতৃণ মৃত্তিকাকে সন্ধান করিয়া বালিতে হয়, ‘হে তৃণসম্বিত অপাংস, তোমরা গোষ্ঠপ্রদেশে (গোচারণ স্থানে) গমন কর । ষষ্ঠ মন্ত্র বেদির সন্ধানে বিনিযুক্ত । মন্ত্রের অর্থ,—‘হে বেদি ! ত্র্যলোকাভিমানিনী দেবতা তোমাতে জলসেক কবন ।’ সপ্তম মন্ত্র, খনন হইতে উৎপাত তৃণ সহ মৃত্তিকা-সমূহকে উত্তোলন-পূর্বক উৎকরে (খামারে) নিক্ষেপ করিতে করিতে পাঠ করিতে হয় । মন্ত্রের অর্থ—‘হে সবিতৃদেব ! যে আমাদেরকে দ্বেষ করে, অথবা আমরা যে শত্রুকে দ্বেষ করি, সেই উভয়বিধ শত্রুকে পৃথিবীর অন্তিম প্রদেশে (অন্ততামিশ নরকে) লইয়া গিয়া শতপাশবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন । কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না ।’

অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে মৃত্তিকাখননের এবং বেদি প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াপদ্ধতি পরিবর্ণিত । তদনুসারে ‘অপহত’ প্রভৃতি মন্ত্রে স্ফায়ের দ্বারা মৃত্তিকায় দ্বিতীয় বার আঘাত করিয়া কতকগুলি মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিবে । তার পর, ‘ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং’ মন্ত্রে মৃত্তিকা পরিত্যাগ, ‘বর্ষতু ত্বো’ প্রভৃতি মন্ত্রে জলসেক এবং ‘বধান দেব সবিতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে ‘ধূলি পরিত্যাগ । ফলতঃ, তৃতীয় হইতে সপ্তম প্রভৃতি মন্ত্রে যে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতির উল্লেখ আছে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে তৎসমুদায়েরই পুনরুল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় । এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পূর্বেকৃত মন্ত্র-সমূহের সহিত অভিন্ন । মৃত্তিকা খনন করিয়া, জল দ্বারা তাহাকে মাখিয়া কাদা করিয়া লইয়া, যেরূপভাবে বেদি প্রস্তুত করিতে হয়, এই মন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ঠিক তদনুরূপ । এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ভাষ্যানুসারী অর্থ তৃতীয় হইতে সপ্তম মন্ত্রে পরিদ্রষ্টব্য । এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য বলিয়া মনে করি ।

নবম মন্ত্র পাংসুসমূহরূপ উৎকরকে (খামারকে) সন্ধান করিয়া বিনিযুক্ত হইয়াছে । মন্ত্রের অর্থ হে পাংসুসমূহরূপ উৎকর ! তোমার সংস্পৃষ্ট যে শত্রু, সে যেন স্বর্গে গমন না করে অর্থাৎ যজ্ঞফলরূপ ত্র্যলোককে প্রাপ্ত না হয় । দশম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উচ্চারণ করিয়া আহবনীয় এবং গার্হপত্যের মধ্যস্থলে স্ফায়ের দ্বারা এই মন্ত্রোচ্চারণে তিনি দিকে তিনটি রেখা অঙ্কিত করিতে হয় । সেই রেখাসমূহ বেদির পবিগ্রাহ । সেই রেখাঙ্কিত দিকসমূহে অধ্বংযু মনে মনে যথাক্রমে বসু, রুদ্র এবং আদিত্য দেবতাসমূহের অমুখান করিতে কীর্ত্তে যজ্ঞ উচ্চারণ করিবেন । ‘বসবজ্জা’ প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ দিক হইতে ‘রুদ্রাজ্জা’ প্রভৃতি মন্ত্রে পশ্চিম দিক হইতে,

আদিত্যাস্থা' প্রভৃতি মন্ত্রে উত্তরাদিক হইতে এবং 'তেহয়িনা' প্রভৃতি মন্ত্রে পূর্বদিক হইতে রেখা পাত করিবার নিয়ম । এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—(ক) বসুদেবগণ তোমাকে গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন ; (খ) ক্রতুদেবগণ তোমাকে ত্রিষ্টুভ ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন ; অদিত্যগণ তোমাকে জগতীচ্ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন । একাদশ মন্ত্রে বেদি খনন । বেদি-খনন ব্যাপদেশে প্রথমতঃ চারি অঙ্গুলি অথবা প্রাদেশ-পরিমিত স্থান খনন করিতে হয় । আর যে পর্য্যন্ত তৃণাদির মূল প্রবেশ করিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত খনন করিয়া তৃণ-মূল সহ মৃত্তিকা উৎকীর্ণ করিবার বিধি সূত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয় । যাহা হউক, বিনিয়োগানুসারে ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘পরমেশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে অধ্বৰ্য্যুগণ খননরূপ কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন । অর্থাৎ ভগবানের প্রেরণায় সকলেব স্বাভীষ্টানুরূপ কৰ্ম্ম সম্পাদন করেন ।’ দ্বাদশ মন্ত্র বেদি সোধোদন-মূলক । এই মন্ত্র উচ্চারণে বেদী-প্রস্তুতের জন্ত উৎকর পরিগ্রহণ এবং ত্রয়োদশ মন্ত্রে বেদি সনাকরণ । দ্বাদশ মন্ত্রের তাই ভাষ্যানুসারী অর্থ—‘হে বেদি ! তুমি অমৃত-স্বরূপ হও । হবিঃ সমূহের ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত বাভিচার-দোষ পরিহার জন্ত তোমার সত্য প্রথাপতি । সত্য-স্বরূপ সেই হবিঃ বেদীতে নিষিক্ত হউক । হে বেদি ! তুমি অবশ্যস্তাবিত ফলদাতা হও ; অপিচ, ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত তুমি ঐশ্বরী ।’ দ্বাদশ মন্ত্রে সনাকরণ উল্লিখিত । এ মন্ত্র কখনও বেদিকে এবং কখনও বা হোতৃ-বিশেষকে সোধোদন করিয়া বিহিত হইয়াছে বুঝা যায় । মন্ত্রের সহিত একটা পৌরাণিক উপাখ্যানেরও সংশ্রব-সূচনা দেখি । সে উপাখ্যান - পূর্বে দেবাসুরের যুদ্ধ-কালে দেবগণ ভীত হইয়া পৃথিবীর সার-বস্তুকে এবং বেদকে চন্দ্রলোকে লুকাইয়া রাখেন । যুদ্ধে পরাজয় হইলে, ঐ অমূল্য সামগ্রী অশুরেরা অধিকার করিয়া লইবে,—ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা হয় । অশুরের সংগ্রামে পরাজিত হইলেও, ঐ দুই সামগ্রীর সাহায্যে পুনরায় বলশালী হইতে পারিবেন,—ইহাই উদ্দেশ্য ছিল । বেদি মার্জনা করিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—‘ক্রুর অশুরদিগের যুদ্ধের সময় পূর্বকালে পৃথিবীর যে সার-ভাগ পরিগ্রহণ পূর্বক বেদের সহিত উদ্ধদেশে চন্দ্রলোকে রক্ষিত হইয়াছিল, সেই যজ্ঞ-বেদি ! তুমিই সেই সামগ্রী । তদনুসারে তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া মেধাবিগণ যজ্ঞনা করিতেছেন ।’ মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ,—‘হে বেদি ! তুমি দৈবিক-হবির ধারণকর্ত্তী হও । তুমি পৈত্রিক-পিণ্ডযুক্ত হও । অতএব তুমি বিত্তীর্ণ এবং পুরোডাশাদি-রূপ ধন ধারণ কর বলিয়া ‘বস্বী’ অর্থাৎ ধনবতী হও ।’

‘দ্বাদশ মন্ত্রের স্থায় এই অনুবাকের আরও কয়েকটা মন্ত্র সম্বন্ধে উপাখ্যানের অবতারণা দেখিতে পাই । সেই সকল উপাখ্যানে জিহ্বা-কর্শে মন্ত্রগুলি কিরূপ পল্লবিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় । বোধ-সৌকর্য্যার্থ আমরা এতৎপ্রসঙ্গে উপাখ্যান-সমূহের উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি । অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্র পৃথিবী সোধোদনে প্রযুক্ত । পুরাকালে বিষাদ নামক অশুর পৃথিবীকে হিংসা করিত । দেবগণ যজ্ঞ-ভাগ প্রাপ্ত না হয়, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য । বৃজবধে ইন্দের প্রভাব অবগত হইয়া, এ অশুর পৃথিবীর প্রতি প্রধাবিত হয় । পৃথিবী তখন মেদ-রূপ ধারণ করিলে । সেই জন্তই পৃথিবীকে ‘দেবযজ্ঞনি’ বলা হইয়াছে । অররু-নামক অশুর পৃথিবীতে শয়ন করিয়া পৃথিবীকে আবরণ করে । তাহাতে পৃথিবীর বিলোপ-সাধন হয় ।

দেবগণ সেই অররকে নিহত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন। ‘বধান দেবঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে তৃণ-সহিত মৃদপসারণে সেই অরর নামক অশ্বরের নিধন সাধিত হয় বলিয়া মন্ত্র গ্রন্থোৎসর্গে সার্থকতা। অষ্টম মন্ত্রে রেখাক্ষনের সঙ্গে সঙ্গে অরর নামক অশ্বর বিতাড়িত হয়। কোনও উপায়ে বন্ধন-ছেদন করিয়া অরর স্বর্গদেশে প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দেবগণ এই মন্ত্রের দ্বারা তাহার বন্ধন দৃঢ় করেন। সেই জন্তই আগ্নীধ্রুগণ অঞ্জলি দ্বারা পাংশু-রাশিকে আবদ্ধ করিয়া মস্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রের দ্বারা ছিন্ন দর্ভকে শুষ্ক-রূপে বদ্ধ করিয়া ক্ষায়ের দ্বারা তাহাকে ছেদনান্তর উৎকরদেশে নিক্ষেপ করিতে হয়। তিন বার ছেদনে এবং তিন বার নিক্ষেপে শত্রুগণ বিনষ্ট হয়। বিনা মন্ত্রে চতুর্থ বার ছেদনে ও নিক্ষেপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান হইতে শত্রুগণ বিতাড়িত হইয়া থাকে। ‘বসবঙ্গা’ প্রভৃতি মন্ত্রে বেদির চতুর্দিকে রেখাক্ষন-সম্বন্ধেও একটা উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যানটি এই,— পুরাকালে এক সময়ে অশ্বরগণ দেবতাদিগকে পনাজিত করিয়া পৃথিবী অধিকার করিয়া লয়। তখন দেবগণের কেহই আর পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন না। কিন্তু যে দেবতা যখন যেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেখান হইতে বহুদূর পদাশ্রয় তাহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়াছিল, সেই সকল ভূ-খণ্ডে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তাব পর, অশ্বরগণের নিকট দেবগণ কিঞ্চিৎ ভূমি যাক্ষা করিয়া বলেন, তোমাদের অনানন্ড পৃথিবীর যে কোনও অংশ আমাদের অপেক্ষিত; সুতরাং তোমরা আমাদের দিকে সেই অংশ প্রদান কর। তদনন্তর অশ্বরদিগের আদেশে দেবগণ মন্ত্রের দ্বারা বেদি স্বীকার করিয়া লয়েন। তাহাতে বেদির চতুর্দিকে অবস্থিত দেবগণ অগ্নি-মুখে বিজয় লাভ করেন। তদনন্তরে বেদির পূর্বদিকে আহবনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণ প্রভৃতি দিকসমূহে বহু প্রভৃতি নামক অগ্নি বেদির পালক। সেই হেতু, অধ্বৰ্য্যগণ এই মন্ত্রের দ্বারা যে ভাবে বেদি পরিগ্রহণ করেন, সেই সেই ভাবে যজমান অভি-প্রথ্যতা হন; তাহার শত্রুগণও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বেদি প্রস্তুতের সময় যে চতুরঙ্গুলি পরিমিত ভূমি প্রথমে খনন করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণে একটা উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যান কোনও কারণে দেবগণের প্রতি বিরূপ হইয়া বেদি-দেবতা মৃত্তিকা মধ্যে বিলীন হন। তার পর দেবগণ তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া, চারি অঙ্গুলি ভূমি উৎখাত করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। এই জন্তই প্রথমে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমি কর্ষণের নিয়ম। কিন্তু চারি অঙ্গুলি বা প্রাদেশ পরিমিত ভূমি কর্ষণেও, গাণ্ডাদি প্রযুক্ত যদি ভূমি প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্তিকা খননের বিধি নিবদ্ধ আছে।

‘বিনিয়োগ-সংগ্রহ’ গ্রন্থে মন্ত্রসমূহের যে বিনিয়োগের বিষয় উক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার তাহার অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ নিকাষণ করিয়াছেন, তাহা এই,—‘আদদে’ মন্ত্রে ফা গ্রহণান্তর ‘ইক্স’ মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিবে। ‘পৃথিবী’ প্রভৃতি মন্ত্রে শুষ্কযজুঃ ছিন্ন করিয়া ‘অপহতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে ভূমি হইতে ধূলি গ্রহণান্তর ‘ব্রজং গচ্ছ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই তৃণ-সম্বিত মৃত্তিকা উত্তর দিকে নিক্ষেপ করিবার বিধি। অনন্তর ‘শ্বৰ্ঘতু’ প্রভৃতি মন্ত্রে বেদিকে নিরীক্ষণ করিয়া, ‘বধান’ প্রভৃতি মন্ত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিবে। তীর পর, ‘অপহতঃ’ প্রভৃতি কয়েকটা মন্ত্রে শুষ্ক অর্থ্যাং তৃণাদি নিক্ষেপ এবং ‘অরাতয়ঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে আগ্নীধ্রু

কর্ষক অঞ্জলি দ্বারা সেই শুদ্ধাদি ধারণ। ‘বসবস্তা’ প্রভৃতি তিনটী মন্ত্রে রেখা অঙ্কন, ‘দেবস্তা’ প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি খনন। তদনন্তর ‘ঋত’ প্রভৃতি মন্ত্রে উত্তর পরিগ্রাহ এবং ‘ধা অসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি সমীকরণ অর্থাৎ বেদিকে মার্জনা করিবে।

এক্ষণে আমরা এই সকল মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। কর্ম-পদ্ধতি-বিষয়ে বিতর্কের কোনই প্রয়োজন দেখি না। আমাদের অভিপ্রায় এবং মন্ত্রের তাৎপর্য ‘মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়’ ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকারের ভাব অপেক্ষা আমাদের নিশ্চিত অর্থ যে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি হইবে। তাই, কি কারণে ভাষ্যকারের সহিত কোন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটয়াছে, তাহা প্রদর্শন জুই বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের অবতারণা।

আমাদের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—যজ্ঞকর্ম্মসম্ভার কর্ম্মফল। যজ্ঞকর্ম্মের ফলে—‘আমার রূপ হউক, ঈশ্বর্য্য হউক, স্বর্গলাভ হউক’ নাহয় এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকে। প্রথম মন্ত্রে সেই কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—‘আমার সর্ব্বকর্ম্মফল আমি ভগবানের চরণে অর্পণ করিতেছি।’ ইহাই নিম্নকর্ম্ম-সাধনের সারভূত লক্ষ্য। কর্ম্মফল, দেবতার চরণে সমর্পিত হইলে কি শক্তি প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহাই খ্যাপিত করা হইয়াছে। কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হইলে, তাহার অনন্ত প্রীতি সাধিত হয় এবং সেই কর্ম্মফল অনন্তর প্রাপ্ত হয়। তৎপ্রভাবে আশেষ প্রকার পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়,—তাহার অমিততেজ পাপসমূহ ভগ্নীভূত হয়। আর, তাহার প্রভাবে রিপুগণ বিমর্দিত হইয়া যায়। কর্ম্মফল দেবোদ্দেশে অর্পিত হইলে শীঘ্রই তাহা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। এইজন্তই কর্ম্মফলকে ভগবানে অর্পণ করিবার উপদেশ আমাদের প্রতি দৈব অনুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূজাহোমাদি সকল কর্ম্মের শেষেই, জ্ঞানতই হউক আর অজ্ঞানতই হউক,—ইচ্ছাসত্ত্বেই হউক আর অনিচ্ছাসত্ত্বেই হউক, ‘এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিত-নস্ত’—এই মন্ত্রটী উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভদ্রে কর্ম্মফল হস্ত করিবার বিধি দেখা যায়। এখানে এই মন্ত্রদ্বয়ে সেই মহান্ উদ্দেশ্যই পরিব্যক্ত দেখি। দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থেই সেই একই ভাব প্রকাশ করে। কর্ম্মফল—সংকর্ম্মের ফল—বায়ুর ত্রায় ত্বরিতগতিতে ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ সূচন করিয়া দেয়। ফলতঃ, ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া, অর্থাৎ সকল কর্ম্মফল ভগবানে হস্ত করিয়া যে অনুষ্ঠানই করা যায়, তাহাই মুক্তির হেতুভূত হইয়া থাকে।

অতঃপর তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। শব্দ মাত্রের সাধারণ অর্থ একপ্রকার, অর্থার্থ অন্তরূপ। আমরা ভাবার্থেরই অবিকতর সার্থকতা উপলব্ধি করি। বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ দেখিয়া, কি ভাব মন্ত্র মধ্যে নিহিত আছে, তাহা ধারণা করা যায়। তৃতীয় মন্ত্রের শব্দার্থ অনুসরণে সাধারণ-দৃষ্টিতে অর্থ হইতে পারে,—‘হে দেবযজ্ঞনি পৃথিবী! তোমার ওষধির মূলকে আমি যেন হিংসা না করি।’ ইহাতে কি ভাব আসে? এখানে ‘পৃথিবী’ শব্দেরই বা তাৎপর্য্য, কি? এবং ‘ওষধাঃ’ ও ‘মূলঃ’ পদদ্বয়েরই মর্ম্ম কি? তাই নিঃসন্দেহে মনে হয়, এখানে রূপকে দেবত্বই লক্ষ্য আছে। ‘দেবযজ্ঞনি’ শব্দের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—‘দেববাগাশ্রয়ভূতে অর্থাৎ

দেবতা পূজিত হইয়ন যাহাতে।’ দেবতার প্রকৃত পূজা কোথায় হইয়া থাকে? আমার দেহ মধ্যেই সে পূজার আয়োজন হয় না কি? ‘পৃথিবী’ পদে সেই দেহকেই বুঝাইতেছে। পৃথিবী ও দেহ—এই দুই শব্দে পরস্পর উপমান উপমেয় ভাবের সুন্দর সামঞ্জস্য পৰিলক্ষিত হয়। ‘ওষধাঃ’ ও ‘মূলং’ পদদ্বয়ও সে পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। কৰ্ম্মফল অবসানের মূল কারণ কি? এখানে বলা হইতেছে,—সেই কারণ যেন নষ্ট না করি। অর্থাৎ, যে প্রকারে আমার কৰ্ম্মফল অবসান হয়, আমাকে আর জন্মজরামরণশীল দেহ পরিগ্রহ করিতে না হয়, সেই কারণ যেন নষ্ট না হয়,—মস্ত্রে সেই প্রার্থনাব ভাবই পরিষ্কৃত দেখি। অন্তঃশক্ৰট যে কৰ্ম্মফল অবসানের প্রধান অন্তরায়, তাহারাই যে জন্মজরামরণশীল দেহ পরিগ্রহেব মূলীভূত, চতুর্থ মন্ড্রে তাহারই বিবৃত দেখি। মানুষের অন্তঃশক্ৰট সংসারবন্ধন দূত করিয়া দেয়; তাহাদের প্রভাব বশতই মানুষ কৰ্ম্মফলের অধীন হয়; আর সেই কৰ্ম্মফলই মানুষকে সংসারের সহিত অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখে। নম্র তাই অন্তঃশক্ৰনাশের প্রার্থনা বিজ্ঞমান রহিয়াছে। ‘অন্তর হইতে অন্তঃশক্ৰ বিতাড়িত হউক, আমার কৰ্ম্মফল অবসানের মূল হৃদয় দূত হউক’—যাথেই ইহাট প্রার্থনা বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ড্রে বৈরাগ্য অবলম্বনের আকাজক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম—তৃত্য। নম্র কৰ্ম্মফলাবসানের আকাজক্ষা; দ্বিতীয়—চতুর্থ মন্ড্রে, অন্তঃশক্ৰ উপদ্রবে—বিষয় সংসর্গে তাহাতে বিয় ঘটিবার আশঙ্কা; তৃতীয়—পঞ্চম মন্ড্রে—বিষয়ানুভবের বিরতিই অন্তঃশক্ৰনাশের মূল এবং বৈরাগ্য অবলম্বনই যে পুনরাবৃত্তি-নিবারক, তাহারই প্রার্থনা চ। বৈরাগ্য—বিষয়ানুভবের বিরতি—পুনরাবৃত্তি-নিবারক, শাস্ত্র তাহা পুনঃপুনঃ সোপাণ করিয়াছেন। সে বৈরাগ্য—সংগতকম্পা ব্যতীত অধিগত হয় না। মন্ড্রে তাই ভাবট প্রকাশ পাইয়াছে। অসদবৃত্তি-সমূহই—প্রলোভন-রাশিই—বৈরাগ্যের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। তাই ভগবানকে জানান হইয়াছে,—‘হে ভগবন্! আপনি আমার অসদবৃত্তি-সমূহকে দমিত করুন। তাহা হইলেই আমার বিষয়ানুভব নিবৃত্তির পক্ষে (বৈরাগ্য অবলম্বনে) কোকপ বিয় ঘটিবে না। আপনার অনুগ্রহে আমার বৈরাগ্য অবলম্বনে সামর্থ্য আদিলে, আমার কৰ্ম্মমূল ধ্বংস হইবে, আমি অমৃতত্ব-লাভে সমর্থ হইব। আমরা মনে করি, মন্ত্র-কয়েকটা এই মহান লক্ষ্য অন্তরে ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

অষ্টম মন্ড্রের বিভিন্ন অংশে, তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মন্ড্রই পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের বিনিয়োগ এবং তদনুসারে ভাষ্যবাদের মন্তব্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এই মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বেদিপ্রস্তুত জ্ঞান গঠন করিতে হয়। মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, আমরা মন্ত্রের দর্শনার্থ স্তব্ধরূপে গ্রহণ করি। পূর্বে মন্ত্রে ‘পৃথিবী’ পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করি। দেবযজনের স্থান—হৃদপ্রদেশ ভিন্ন অত্র আর কি হইতে পারে? হৃদয় হইতে দেবকার্য্যে বিয়কারী শক্ৰগণকে দূর করিবার জ্ঞান সাধক সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে ভাবার্থ পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও সেই অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। অন্তঃশক্ৰ যেন হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিতে না পারে, তাহাদের পুষ্টির উপযোগী কোনরূপ খাদ্য সামগ্রী

যেন হৃদয়ে সজ্জাত না হয় ; অর্থাৎ কোনরূপ অসংকর্মে যেন প্রবৃত্তি না আসে । তার বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনা—শক্রগণকে দূরে রাখিবার ব্যাকুল সকলই পূর্ববর্তী মন্ত্র-সমূহের দ্বারা এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ পাইয়াছে । অন্তঃশ্রমমনই চরম সাধনা । তদ্বারাই ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়—তদ্বারাই কল্যাণাঙ্গস্থানে সমুপস্থিত হইতে পারি । অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ইহাই তাৎপর্য বলিয়া মনে করি ।

নবম মন্ত্রেও সেই শক্রনাশের প্রার্থনা । হৃদয়কপ দেবস্থানে শত্রুর আধিপত্য যেন বিদূষিত না হয় ; অপিচ, অন্তরশত্রুর উপদ্রব নিবারিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারে হৃদয় পবিত্রতা লাভ করে, মন্ত্রে সেই ভাবই পরিফুট দেখি । দশম মন্ত্রের তিনটি বিভাগে ভগবানে আশ্রয়সমর্পণ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে । মন্ত্র কয়টি বেদি সঙ্ঘোধনে প্রযুক্ত হয় । বেদীর চতুর্দিকে গর্ত খনন করিয়া গভী দিয়া, এক এক দিক লক্ষ্য করিয়া, এক একটা মন্ত্রোচ্চারণের প্রথা আছে । মন্ত্রে ভাষ্যানুসারী অর্থ পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি । বেদী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে নির্মিত হইয়াছে এই ভাব মাত্রই মন্ত্রে প্রকাশ পায় । বাহাই হউক, বেদীকে লক্ষ্য করিয়া ঐক্লব উক্তির তাৎপর্য, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিলাম না । মন্ত্রে আমরা যে ভাব গ্রহণ করি আমাদের প্রকাশিত মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ করিয়াছি । মন্ত্রানুসারিণী গায়ত্র্যাদিছন্দোযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের প্রতি আসক্ত হউক । তাহাতে অন্তর ক্রমে ক্রমে উন্নত হইবে । সঙ্গে সঙ্গে শান্তিলাভ ঘটিবে, -নাশ্রয় অনুভবের পর্যাপ্ত অধিকারী হই পারিবে । মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়,—ভগবান আসিয়া হৃদয় অধিষ্ঠিত হন । স্তব ও শাস্তি তখন যথাক্রমে নান্যরূপে প্রাপ্ত হয় । মন্ত্রের বক্তব্য এই যে, ‘মন ! তুমি মন্ত্র সহ ভগবানে মিশিত হইয়া অচঞ্চল স্থির হও, প্রশান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া অধিগত হইবে ।’

মন্ত্রে রুদ্র, বসু, আদিত্য প্রভৃতি দেবতাবাচক স্বতন্ত্র পদ থাকিলেও ঐ তিন নামে যে যে এক অধিতীয় ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । একেই তিন, তিনে এক—ত্রিমূর্তিতে তিনি সংসারে প্রকাশমান । ‘আদিত্য’ বা ত্রিকা রূপে সৃষ্টি, ‘বসু’ বা দিক রূপে স্থিতি এবং ‘রুদ্র’ বা সংহাররূপে প্রলয়কর্তা তিনি । বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ও বিরাট কল্পনা মন্ত্রত্রয়ে নিহিত আছে বলিয়া মনে করি । এক তিনি, আবার বহু তিনি । দিক্‌ধরূপ অধিকারী, তাঁহার নিকট তিনি সেই রূপে প্রকাশমান । ফলতঃ, মন্ত্রে প্রার্থ্যকারীর দৃঢ়তা সংস্কারের বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ হইয়াছে ; নচেৎ, মূল লক্ষ্য সেই অধিতীয় ভগবানের প্রতি । সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই আমরা ‘বসবঃ’, রুদ্রাঃ এ ‘আদিত্যাঃ’ শব্দত্রয়ের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি । আর তদনুসারেই ‘গায়ত্র্যেণ’ ‘ত্রৈলোক্যেন’ এ ‘জাগতেন’ পদত্রয়ের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে । সে অর্থ—সে ভাব আমাদের মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে । ‘গায়ত্রী’ শব্দের অর্থ ‘গায়ন্ত্র্যত্রয়তে যস্মাৎ গায়ন্ত্র্যং ততঃ স্মৃতা’ এতদুক্তি পরিদৃষ্ট হয় । অর্থাৎ ‘যে গানকারীকে পরিব্রাজ্য করে অথবা যে গায়ত্রী দ্বারা পরিব্রাজ্য করে’—তাহাই গায়ত্রী । এই তাৎপর্য হইতে ‘গায়ত্র্যেণ’ পদের ‘গায়ত্রীছন্দে বিশিষ্টেন’ অর্থের সঙ্গে সঙ্গে ‘পরিব্রাজ্যসাধকেন অজীষ্টপুরুষেন বা প্রভাবেন’ অর্থ নিষ্পন্ন

করিয়াছি। মানুষের প্রধান অভীষ্ট মোক্ষ-লাভ—পরিত্রাণ-প্রাপ্তি। একমাত্র ভগবানই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। ‘ত্রেষ্টুভেন’ পদে আমরা ‘শক্রনাশকেন অভীষ্টপূরকেণ’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শক্রনাশে—অন্তঃশত্রুর উচ্ছেদ-সাধনে অভীষ্ট অর্থাৎ মোক্ষ অধিগত হয়, তদ্বিষয় বহুত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘স্তুভঃ’ অর্থাৎ স্তুভন করা হইতে আমরা শক্রস্তুভনকারী বা শক্রনাশক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর ‘জাগতেন’ পদ। ঐ পদের অর্থ, আমাদের মতে, ‘অজ্ঞানান্ধকারনাশকেন অভীষ্টপূরকেণ চ প্রভাবেন’ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঐ পদে ‘তমসাবৃত’ অর্থ অথবা ‘গম্’ ধাতু হইতে গমন করা অর্থ স্থচিত হয়। ‘আদিত্যা’ পদের সহিত ‘জগতী’ পদের একত্র সমাবেশে আমাদের পরিগৃহীত অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। অজ্ঞানান্ধকার-নাশে জ্ঞানোদয়ে যে অভীষ্ট সামগ্রী লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলতঃ, মন্ত্রের বিভাগত্রয়ের লক্ষ্য এক অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্ত্রে সেই ত্রিমূর্তিতে প্রকাশমান অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমে কর্মফল সমর্পণ, তার পর আত্মসমর্পণ!—মন্ত্র-সমূহ কি এক উচ্চ আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রও উচ্চভাব-মূলক। ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন, তিনি না করাইলে মানুষ যে কোনও সদনুষ্ঠানেই সমর্থ হয় না,—একাদশ মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে; আর হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া অন্তরকে ভগবৎ-কর্মে বিনিযুক্ত হইতে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রেরণা, তার পর অন্তরের উদ্বোধন—এতদ্বয় ভিন্ন কোনও সদনুষ্ঠানেই সাফল্য লাভ হয় না। ত্রয়োদশ মন্ত্রে মনই যে সকলের মূলীভূত, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন ভিন্ন কোনও কর্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। মনে যদি সংকল্প-সম্পাদনের প্রবৃত্তি না জন্মে, কাহার সাধ্য সে কর্ম সাধন করে? তাই একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রে প্রথমে ভগবানের প্রেরণা, তার পর অন্তর্বৃত্তির উন্মেষণোদ্বোধন এবং পরিশেষে মনের দ্বারা কর্মে প্রবৃত্তি। পর পর মন্ত্র-ত্রিতয়ে এই ভাবই পরিপূর্ণ বলিয়া মনে করি।

তার পর চতুর্দশ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। কর্ম-পদ্ধতি সঙ্ক্ষে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। তবে মন্ত্রের তাৎপর্য বিষয়ে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। মন্ত্র-সঙ্ক্ষে ভাষ্যকারে অভিমত পূর্বেরই ব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে আমাদের তাৎপর্যের বিষয় অনুধাবন করুন। আমরা এই মন্ত্রকে ভগবৎ-সম্বোধন-মূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বিরপ্শিন্’ প্রভৃতি কয়েকটি পদের অর্থ লইয়া ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। ‘বিরপ্শাঃ’ পদে ভাষ্য মতে ঋত্বিকগণ নির্দিষ্ট হয়। ‘বিরপ্শাঃ’ অর্থাৎ ঋত্বিকগণ যুক্ত যে—এই অর্থে ‘বিরপ্শিন্’ পদে বেদি নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা ঐ পদে ভগবানকে বুঝিয়াছি। মন্ত্রস্থিত ‘পুরা’ পদ আমরা ‘নিত্যকাল’ অর্থে গ্রহণ করিলাম। যখনই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তখনই ‘পুরা’ তাহারই পূর্বের ভাব ত্রোতনা করে। তাহাতে অনন্ত-অতীত অর্থাৎ নিত্য ভাব স্বতঃই সংস্কারিত হইয়া আসিবে। ‘ক্রুরস্ত’ পদে সঙ্ক্ষে ষষ্ঠী বিভক্তি আছে। উহার অর্থ—‘হিংস্রক রিপু-শকর’; ‘বিস্থপো’ শব্দের সহিত উহা সঙ্ক-বিশিষ্ট। ঐ শব্দে ভীষণ সংগ্রাম বুঝায়। বিভক্তি-ব্যত্যয়ে আমরা উহার অর্থ সংগ্রামে আমনন করিলাম। ‘জীরদানুয়’ পদে ‘জীরদ বা জীবদ’ ‘অণু’ অর্থাৎ ‘জীবের প্রাণ-

স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব' গ্রহণ করা যায়। শুদ্ধসত্ত্বভাব ভিন্ন জীবের প্রাণ-ধারণই বুধা। 'পৃথিবী' পদে 'পাৰ্থিব-সম্বন্ধ' হইতে অর্থাৎ 'নামা ভাস্তি প্রভৃতি হইতে' ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে। 'উদাদায়' পদে উর্দ্ধে গ্রহণ করার—মূর্দ্ধি-প্রদেশে সংরক্ষণের ভাব আসে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের প্রথমাংশের অতি সূচী সমীচীন অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রুর রিপু-শত্রুর দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বভাব স্বতঃই বিলুপ্তিত ও বিনষ্ট হয়। প্রলোভনাদি পাৰ্থিব পদার্থের সহিত তাহাদের সংশ্রবই তাহাদের বিনাশের হেতুভূত। নস্যাংশে তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! হিংস্রক রিপু-শত্রুর সেই ভীষণ সংগ্রাম-কালে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে মুক্তি-দেশে জ্ঞানাদ্বারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। তাহা হইলে শত্রু সে ধন কখনই লুপ্তন করিতে সমর্থ হইবে না। আপনার অনুকম্পায় শত্রু-সমরে আমি বিজয় লাভে সমর্থ হইব।'

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের বিষয় অনুধাবন করুন। দেবগণের অর্থাৎ দেবতাব্যবহার দ্বারা 'জীরদামু' চন্দ্রলোকে অর্থাৎ মূর্দ্ধি-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহই সে দেবদামু-কম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞ মেধানিগণ তাই শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য ভগবানের অর্চনায় প্রবৃত্ত থাকেন। এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। যস্য 'এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন সেই জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে আপনার অর্চনায় শুদ্ধসত্ত্ব ভাব পরিপোষণে সমর্থ হই।' 'চন্দ্রমসি' পদে আমরা 'স্নিগ্ধালোকময় মূর্দ্ধি-প্রদেশে' অর্থ আশ্রয় করিয়াছি। জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে যে মূর্দ্ধি-দেশ আলোকিত, শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের তাহাই আশ্রয়-স্থান নহে কি? তাই 'চন্দ্রমসি' বলিয়া ঐ স্থানকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

আমাদের নন্দীভূমিসারিণী ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের দুইটা অঙ্গ পরিদৃষ্ট হইবে। দ্বিতীয় অঙ্গ সম্বন্ধে যাহা বলব্য, প্রথমে তাহা বলা হইল। এক্ষণে প্রথম অঙ্গের বিষয় অনুধাবন করুন। মন্ত্রে 'বিরপশিন' পদ যদিও সম্বোধনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অঙ্গের তদনুসরণে আমরা যদিও সেই সম্বোধন-রূপেই 'বিরপশিন' পদকে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু প্রথম অঙ্গের ঐ পদেব বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। 'জীরদামু' পদের তর্ক, প্রথম অঙ্গের 'জীবন-শীলস্ত দানবস্ত উপদ্রবাং' নিষ্পন্ন করিয়াছি। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে,—'জীবনশীল দানবো হবিষাং দাতারঃ।' এখানে 'দানবঃ' পদে ভাষ্যকার হবির্দানকারী অর্থ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অত্র অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে সে অর্থ উল্টাইয়া গিয়াছে। শব্দের অর্থ সর্বত্র একই প্রকার না হইলে বড়ই বিসদৃশ হয়। আবশ্যক মত একই শব্দের অর্থের বিভিন্নতা সাধন সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকার 'জীরদামু' পদকে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা বিভক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিভক্তিব্যত্যয়ে আমরা উহাকে পঞ্চম্যাস্ত অর্থ গ্রহণ করি। 'পুরা' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে প্রথমে ভাষ্যকারের অর্থের তাৎপর্য অনুধাবন করুন। পূর্ববর্তী মন্ত্রে অরু নামক অসুরকে পাশবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে রাখা হয়। উৎকরে পাশবদ্ধ 'অরু' অসুরের নির্গমনের পূর্বে বেদি দৈবিক হবিঃ ধারণ করিয়া ছিল—'পুরা' পদে ভাষ্য মতে এই অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা ঐ 'পুরা' পদে কোনও নির্দিষ্ট কালের সম্বন্ধ খ্যাপন করি না। আমাদের মতে 'পুরা' পদে 'নিত্যকাল, সদা-সর্বদা' অর্থ সংস্থচিত করে। মন্ত্রের অন্তরদেশে অসুরের উপদ্রব নিরস্ত হই চলিয়াছে।

কামক্রোদি রিপুশত্র মাংসকে নিত্যকাল বিপর্যস্ত করিতে প্রযত্নপর। অম্বরের সেই উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার ভাব মন্ত্রে প্রকটিত। মন্ত্রের সহিত যে উপাখ্যান বিজড়িত, তদনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—পূর্বে যজমানগণ বেদিকৃপা যে পৃথিবীকে ভূবিসংশ্লিষ্ট অম্বরদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া চন্দ্রের অমৃতকিরণের সহিত উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, ইদানীং ধীমানগণ সেই বেদিকে মনে মনে অম্বখ্যান করিয়া পূজা করেন। যজ্ঞের আধার বলিয়া অথবা সেখানে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় বলিয়া ‘পৃথিবী’ শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা। আমরা এখানে লৌকিক যজ্ঞের বিষয় বলিতেছি না। আমরা মানব যজ্ঞের প্রতিই লক্ষ্য করি। সেই হিসাবেই আমরা ‘পৃথিবী’ পদের অর্থ করিয়াছি,—‘হৃদরূপং আবাহং।’ আর তদনুসরণে ‘চন্দ্রমসি’ পদের অর্থ করিয়াছি—‘শুদ্ধস্বসমম্বিতৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ।’ তাহাতে মন্ত্রের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে,—‘হে ভগবন্! ইত্যন্ততঃ বিসর্পণশীল মহাশক্তিসম্পন্ন দানবগণের উপদ্রব হইতে হৃদয়রূপ যে আধারক্ষেত্রকে আপনি নিত্যকাল রক্ষা করিয়া দ্বিধা শুদ্ধস্বসমম্বিত জ্ঞানকিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত করেন, সেই আধারক্ষেত্রকে অর্থাৎ হৃদয়কে সজ্জানসম্পন্ন ব্যক্তি আপনারই পূজায় নিয়োজিত করেন।’ এখানে আত্মসম্মিলনের ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এ মন্ত্রের এইরূপ অর্থই সম্ভব বলিয়া মনে করি ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৯ অম্বাক) ॥

দশমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । দশমোহম্বাকঃ ।)

(১) প্রত্যাং রক্ষঃ প্রত্যাং অরাতয়োহর্থের্বন্তেজিষ্ঠেন

তেজসা নিষ্টপামি ।

(২) গোষ্ঠং মা নিম্বক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্নসাহ৭ং সং মাজি

বাচং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রজাং যোনিং মা নিম্বক্ষং

বাজিনীং ত্বা সপত্নসাহী৭ং সং মাজি ।

(৩) আশা॑সানা সৌমনসং॑ প্রজাং সৌভাগ্যং॑ তনুম্ । অগ্নে৑রনুভ্রতা

ভূত্বা সং নহে৑ স্কৃতায় কন্ম ।

(৪) 'স্বপ্রজস্বা॑ বয়ং স্বপত্নী৑রূপ সেদিম । অগ্নে

সপত্নদন্তনমদন্ধাসে৑ অদাভ্যম্ ।

(৫) ইমং বি ণ্মি বরুণস্য পাশং বমবদ্বীত সবি৑তা স্ককেতঃ ।

ধাতুশ্চ যোনে৑ স্ককৃতস্য লোকে শ্রোণং মে

সহ পত্যা৑ করোমি ।

(৬) সমায়ুষা সং প্রজয়া সমগ্নে বর্চসা পুনঃ । সং পত্নী পত্যা৑হং

গচ্ছে সমাত্মা তনু৑বা মম ।

(৭) মহীনাং পয়োহশ্রোষধীনাং রসস্তস্য তেহক্ষ্মীয়মাণস্য নিঃ বপামি ।

(৮) মহীনাং পয়োহশ্রোষধীনাং রসোহদকেন হা

চক্ষুষাহবেক্ষে স্বপ্রজাস্বায় ।

(৯) তেজোহসি তেজোহনু প্রেহ্ম্যগ্নিস্তে তেজো মা বি নৈং।

(১০) অগ্নেজ্জিহ্বাসি স্তুর্ভুর্দেবানাং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো।

যজুসে যজুসে ভব।

(১১) শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোহসি।

(১২) দেবো বঃ সবিতোঃ পুনাত্বচ্ছিদ্ং পবিত্রেং বসোঃ

সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ।

(১৩) শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুসে যজুসে গৃহ্নামি।

(১৪) জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতিষ্মাচ্চিস্ত্বাহচ্চিষি ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো

যজুসে যজুসে গৃহ্নামি ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) প্রতুষ্টমিতি প্রতি—উষ্টম্। রক্ষঃ। প্রতুষ্টা ইতি প্রতি—উষ্টাঃ। অরাতয়ঃ। অগ্নেঃ।

বঃ। তেজিষ্ঠেন। তেজসা। নিরিত্তি। তপামি।

(২) গোষ্ঠমিতি গো—স্থম্। মা। নিরিতি। যৃক্ষম্। বাজিনম্। ত্বা। সপত্নসাহমিতি

সপত্ন—সাহম্। সমিতি। মার্জি। বাচম্। প্রাণমিতি প্র—অনম্। চক্ষুঃ। শ্রোত্রম্।

প্রজামিতি প্র—জাম্। যোনিম্। না। নিরিতি। যৃক্ষম্। বাজিনীম্। ত্বা।

সপত্নসাহীমিতি সপত্ন—সাহীম্। সমিতি। মার্জি।

(৩) আশাসানেন্তা—শাসানান্। সোমনসন্। প্রজামিতি প্র—জাম্। সৌভাগ্যম্।

তনুম্। অগ্নেঃ। অহুত্রতেত্যন্ত ব্রতা। ভূত্বা। সমিতি। নহে।

স্বকৃত্যয়েতি স্ব—কৃত্যয়। কম্।

৪, স্বপ্রজস ইতি স্ব—প্রজনঃ। ত্বা। বয়ম্। স্বপত্নীরিতি স্ব—পত্নীঃ। উপেতি।

দেদিম। অগ্নে। সপত্নদন্তনমিতি সপত্ন—দন্তনম্। অদকাসঃ। অদাভ্যম্।

(৫) ইমম্। বীতি। শ্রামি। বরুণস্ত। পাশম্। যম্। অবয়ীত। সবিতা। স্নকেত

ইতি স্ব—কেতঃ। ধাতুঃ। চ। যোনৌ। স্বকৃত্যয়েতি স্ব—কৃত্যয়।

লোকে। শোনম্। মে। সহ। পত্যঃ। কংরাগ্নি।

(৬) সনিতি । আয়ুষা । সনিতি । প্রজয়েতি প্র—জয়া । সনিতি । অগ্নে । বর্চসা ।

পুনঃ । সনিতি । পরী । পত্যা । অহম্ । গচ্ছে ।

সনিতি । আয়ুষা । তনুবা । মম ।

(৭) মহীনাম্ । পয়ঃ । অসি । ওষধীনাম্ । রসঃ । তস্ত । তে ।

অক্ষয়মাণস্ত । নিরিতি । বপামি

(৮) মহীনাম্ । পয়ঃ । অসি । ওষধীনাম্ । রসঃ । অদকেন । হা । চক্ষুষা ।

অবেতি । ঈক্ষে । স্প্রজায়াতি স্প্রজাঃ—স্মার ।

(৯) তেজঃ । অসি । তেজঃ । অহু । প্রেতি । ইহি । অগ্নিঃ । তে ।

রেজঃ । মা । বীতি । নৈৎ ।

(১০) অগ্নেঃ । জিহ্বা । অসি । স্তুত্বরিতি স্তু ভূঃ । দেবানাম্ । ধাম্মেধাম্ ইতি

ধাম্মে—ধাম্মে । দেবেভ্যঃ । যজুষেযজুষ ইতি যজুষে—যজুষে । ভব ।

(১১) শুক্রম্ । অসি । জ্যোতিঃ । অসি । তেজঃ । অসি ।

(১২) দেবঃ । বঃ । সবিতা । উদিতি । পুনাতু । অচ্ছিদ্রেণ । পবিত্রেণ ।

বসোঃ । স্বর্গ্যস্ত । রশ্মিভিরিতি রশ্মি—ভিঃ ।

(১৩) শুক্রম্ । স্বা । শুক্রায়াম্ । ধামৈধাম ইতি ধামৈ—ধামৈ । দেবেভ্যঃ । যজুষেষজুষ ।

ইতি যজুষে—যজুষে । গৃহ্মামি । (১৪) জ্যোতিঃ । স্বা । জ্যোতিষি । অর্চিঃ । স্বা । অর্চিষি ।

ধামৈধাম ইতি ধামৈ—ধামৈ । দেবেভ্যঃ । যজুষেষজুষ ইতি

যজুষে—যজুষে । গৃহ্মামি ॥ ১০ ॥

* * *

মহ্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। (ক) হে ভগবন্! ‘রক্ষঃ’ (শত্রুঃ—সংপ্রতিবন্ধকঃ, হর্ষুদ্বিকপঃ) ‘প্রতি’ (প্রত্যেকং) ‘উষ্টৈঃ’ (দধ্ধাঃ) ভনতু ইতি শেষঃ । ‘অরাতয়ঃ’ (সর্পে শত্রবঃ) ‘প্রতি’ (প্রত্যেকং) ‘উষ্টাঃ’ (দধ্ধাঃ) ভবন্তু । হর্ষুদ্বিঃ তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যাদু ।

(খ) ‘অগ্নে’ (জ্ঞানোদ্ভাসিতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ!) ‘বঃ’ (যুগ্মান্) ‘তেজিষ্টেন’ (অত্যাগ্রেণ, অভীষ্টপূরকেণ—ভগবৎপ্রাপকেণ ইত্যর্থঃ) ‘তেজসা’ (কর্ম্মশক্ত্যা, জ্ঞানজ্যোতিষা ইতি ভাবঃ) পুনরপি ‘নিষ্টপামি’ (উদ্দীপ্তাঃ করোমি—উদ্দীপয়ামি ইতি ভাবঃ) ।

২। (ক) হে মনঃ! ‘গোষ্ঠং’ (সম্ভাবং) যথা ‘মা নিমৃক্ষং’ (মা বিনাশয়ামি) তথা ‘বাজিনঃ’ (সংকর্ম্মসাধনসমর্থং) ‘স্বা’ (স্বাং) ‘সংগাজি’ (সম্যক্ শোধয়ামি—উদ্বোধয়ামি ইতি ভাবঃ) । সম্ভাব-সঞ্চয়্য অত্র সঞ্চয়ঃ বর্ত্ততে ।

(খ) হে মম চিত্তবৃত্তি! ‘বাচং’ (সংকথনসামর্থ্যং—সত্যানুগাং ইতি যাবৎ) ‘প্রাণং’ (সংকর্ম্মশীলং জীবনং) ‘চক্ষুঃ’ (সদৃশবর্ণনসামর্থ্যং—দূরদৃষ্টিং, জ্ঞানদৃষ্টিং বা ইত্যর্থঃ) ‘শ্রোত্রং’ (সংপ্রসঙ্গশ্রবণসামর্থ্যং—ভগবৎগুণানুকীর্তনশ্রবণসামর্থ্যং) ‘প্রজ্ঞাং’ (লোকানুগাং, জনহিত-প্রবৃত্তিং) ‘যোনিং’ (সদবৃত্তিমূলং ইত্যর্থঃ) যথা ‘মা নিমৃক্ষং’ (নিঃশেষেণ বিনাশয়ামি) তথা ‘বাজিনীং’ (সংকর্ম্মসাধনসমর্থ্যং) ‘সপত্নসাহীং’ (শত্রুগাং অভিভবয়িত্রীং) ‘স্বা’ (স্বাং) ‘সংগাজি’ (সম্যক্ শোধয়ামি—উদ্বোধয়ামি ইত্যর্থঃ) । অহং ভগবৎপরায়ণঃ ভবেয়ং ইতি ভাবঃ ।

৩। হে চিত্তবৃত্তি! স্বং ‘সৌমনসং’ (ভগবৎপ্রীতিং) ‘প্রজ্ঞাং’ (লোকানুগাং) ‘সৌভাগ্য’

(পরমৈশ্বর্য্যং - মোক্ষরূপং ইতি ভাবঃ) ‘তনুং’ (শরীরং, কৰ্ম্মাফলাবসানং ইতি ভাবঃ) ‘আশাশানা’ (কাময়মানা সত্য) বৰ্ত্তসে ইতি শেষঃ । অতঃ ‘অগ্নেঃ’ (জ্ঞানজ্যোতিষাং ইত্যর্থঃ) ‘অম্বত্ৰতা’ (অম্বসারিণী) ‘ভূত্ৰা’ (সত্য - পরাজ্ঞানং লক্ষ্য ইতি ভাবঃ) যথা ত্বং ‘কং’ (স্ত্বং—পরমানন্দং ইতি যাবৎ) অবাধ্যসি, তথা ত্বাং ‘স্বকৃত্যয়’ (শোভনকৰ্ম্মণে—ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতে কৰ্ম্মণি ইত্যর্থঃ) ‘সংনহে’ (সম্যক্ প্রকারেণ নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ) ।

অথবা

- যা মম চিত্তবৃত্তি ‘অগ্নেরনুত্ৰতা’ (জ্ঞানানুসারিণী) ‘ভূত্ৰা’ (সত্য) ‘সৌমনসং’ (ভগবৎ-প্রীতিং) ‘প্রজ্ঞাং’ (লোকানুবাগং) ‘সৌভাগ্যং’ (মোক্ষরূপং পবনৈশ্বর্য্যং) ‘তনুং’ (সংকৰ্ম্ম-শীলং জীবনং—যদ্বা, কৰ্ম্মাফলাবসানং ইতি ভাবঃ) ‘আশাশানা’ (কাময়মানা সত্য) বৰ্ত্ততে ইতি শেষঃ, তাং এতাং চিত্তবৃত্তি ইতি যাবৎ ‘স্বকৃত্যয়’ (শোভনকৰ্ম্মণে—ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতে কৰ্ম্মণি ইতি ভাবঃ) ‘কং’ (স্ত্বং—নিত্যানন্দং) যথা ভবতি তথা ‘সংনহে’ (সম্যক্ বিনি-য়োজয়ামি ইতি শেষঃ) ।

৪। ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ !) ‘স্বপ্রজস্যঃ’ (লোকানুবাগসম্পন্নঃ, বিশ্ব-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষয়া উদ্ভবদ্বাঃ ইতি ভাবঃ) ‘স্পন্দীঃ’ (শোভনপরীক্ষিতঃ, সৰ্ব্ববুদ্ধিসমমিতাঃ ইত্যর্থঃ) ‘অদকাসঃ’ (কেনাপাহিংসিতাঃ, শত্রোকপদ্রবরহিতাঃ ইতি ভাবঃ) ‘বয়ং’ (প্রার্থনাকারিণঃ, সংকৰ্ম্মনিরতাঃ জনাঃ ইতি যাবৎ) ‘সপন্নবন্তনং’ (সৰ্ব্বশত্রুবিনাশকং) ‘অদাভ্যং’ (অপ-রাজেশ্বং) ত্বাং ‘উপ সেদিম’ (উদ্ধীপয়াম, যদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি ভাবঃ) নস্তোহংয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ । সদবুদ্ধিলাভায় তথা লোকানুবাগবর্দ্ধনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বৰ্ত্ততে ।

৫। ‘বরুণস্ত’ (মম কৰ্ম্মণা সঞ্জাতস্ত, কামনাদিজনিতস্ত ইত্যর্থঃ) ‘যং’ (যং প্রসিদ্ধং) ‘পাশং’ (সংসারবন্ধনং) ‘অবরীত’ (অহং কৃতপানয়ি) ‘স্বকেতঃ’ (শোভনপ্রসঙ্গঃ, প্রজ্ঞানাদিধারঃ) ‘সবিতা’ (জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান—যদ্বা, তত্ত্ব ভগবতঃ অনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) ‘ইমং’ (বন্ধনং, সংসারবন্ধনং ইত্যর্থঃ) ‘বি শ্যামি’ (বিশেষেণ বিমুঞ্চামি) ।

(খ) তথা সতি অহং ‘স্বকৃত্যয়’ (সংকৰ্ম্মণঃ ফলভূত ইতি ভাবঃ) ‘লোকে’ (পরমপদি ইতি যাবৎ অধিষ্ঠিতঃ সন্ ইতি শেষঃ) ‘পাতুঃ’ (দিতুঃ, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) ‘যোনৌ’ (উৎপত্তিমূলে, যদ্বা—হৃদরূপে ভগবদবিষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) ‘পত্না বহ’ (সত্ত্বাবাদিভঃ সঙ্গতঃ সন) যথা ‘মে’ (মম) ‘স্তোনং’ (স্ত্বং, পঃস্বং পরমানন্দং ইতি যাবৎ) ভবতি তথা ‘করোমি’ (সম্পাদয়ামি) । ৬ এব পাদপূরণে ।

অত্র প্রথমপাদে সঙ্কল্পঃ দ্বিত্যপাদে আত্মোদ্ধাদনঃ বৰ্ত্ততে । পরাজ্ঞানং চি বন্ধনচ্ছেদকং । হৃদয়ং যদি জ্ঞানেন উদ্ভাসিতং বৰ্ত্ততে, বন্ধনহেতুভূতং কৰ্ম্মমূলং নৈবাং নতি । তদা ভগবদনুগ্রহ-লাভঃ সুগমঃ ভবতি । তস্মাৎ সঙ্কল্পঃ অহং ভগবদনুসারিণঃ ভবেৎ ।

৬। ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ !) তবানুগ্রহেণ অহং ‘আয়ুযা’ (পূর্ণায়ুক্ষালেন, সংকৰ্ম্মসমম্বিতেন জীবনে সহ ইত্যর্থঃ) ‘সংগচ্ছে’ (সম্যক্ গমিষ্যামি ইত্যর্থঃ) । তবার্চনেন অহং সংকৰ্ম্মশীলং জীবনং লভেয়ং ইতি ভাবঃ ।

(খ) ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ !) তবানুগ্রহেণ অহং ‘প্রজ্ঞয়া’ (লোকানুবাগেণ

জনহিতসাধনে চ সহ) 'সংগচ্ছে' (সম্যক্ গমিষ্যামি, বর্তয়ামি ইতি যাবৎ) । ভগবদারাদনে অহং জনহিতসাধনসামর্থ্যং লভেয়ং ।

(গ) 'অগ্নে' (জ্ঞানদাতা: হে ভগবন্!) তবানুগ্রহেণ অহং 'বর্চসা' (তেজসা, জ্ঞান-জ্যোতিষা সহ ইত্যর্থঃ) 'সংগচ্ছে' (সম্যক্ গমিষ্যামি, বর্তয়ামি ইতি যাবৎ) । জ্ঞানপ্রভাবেন অহং ভগবৎপূজনসামর্থ্যং প্রাপ্নুয়ামি ইতি ভাবঃ ।

(ঘ) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'পত্নী' (অমৃতত: ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'পত্ন্যা' (জগতাং স্বামিনী, ভগবতা সহ ইত্যর্থঃ) যথা অবতিষ্ঠেয়ং তথা 'সংগচ্ছে' (সাধয়ামি ইত্যর্থঃ) । অপিচ, 'তনুবা' (বিয়োগঃ) কদাচিদিপি না ভূং ইতি শেষঃ । পতিব্রতা পত্নী যথা ছায়াবৎ স্বামিনঃ অমৃতগামিনী ভবতি, তথাহং ভগবতঃ একান্তানুবাগী ভবামি ।

(ঙ) 'মম' (প্রার্থনাকারিণঃ ইতি ভাবঃ) 'আত্মা' (জীবাত্মা ইত্যর্থঃ) 'সং' (চিরং গচ্ছতু, পবমান্বিত ইতি ভাবঃ) । অত্র আত্মনি আত্মসংশ্লিষ্টানাং সঞ্চলনং বর্ততে ।

৭। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিশ্বেষাং লোকানামিতি যাবৎ) 'পয়ঃ' (অমৃত-স্বরূপঃ, জীবনকারণঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) । মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু । সঞ্চলন্ত অয়নেব তাৎপর্যঃ ।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'ওষধীনাং' (কস্মৎকয়েন ক্ষয়হৃৎকানাং জীবনানাং ইতি যাবৎ) 'রসঃ' (অমৃতস্বরূপঃ, পরিরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) ।

(গ) হে মনঃ! 'তত্ত্ব' (তথাবিধস্ত) 'অক্ষয়দ্রব্যস্ত' (ক্ষয়রহিতস্ত, অক্ষরাব্যয়স্ত ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব স্বরূপঃ—হাং ইত্যর্থঃ) 'নির্দোষাণি' (ভগবৎকর্মস্ব বিনিবোজয়ামি) ।

৮। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিশ্বেষাং সর্বেষাং ভূতানাং ইতি ভাবঃ) 'পয়ঃ' (অমৃতস্বরূপঃ 'অসি' (ভবসি) । মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু ইতি ভাবঃ ।

(খ) অপিচ হে মনঃ! ত্বং 'ওষধীনাং' (কস্মৎকয়েন ক্ষয়হৃৎকানাং জীবনানাং ইতি যাবৎ) 'রসঃ' (অমৃতস্বরূপঃ পরিরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) ইতি শেষঃ ।

(গ) অতঃ হে মনঃ! 'আ' (ইং) 'সুপ্রজাস্বায়' (শোভনপ্রজানিপত্যে, যদা—জন্ম-সদ্বাদে: সংরক্ষণায় ইতি ভাবঃ, জনহিতসাধনায় বা ইত্যর্থঃ) 'অদক্লেদ' (প্রীত্যাতিশয়যুক্তেন) 'চক্ষুবা' (দৃষ্ট্যা) 'অবেক্ষে' (সন্দর্শয়ামি ইতি শেষঃ) ।

৯। হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম! ত্বং 'তেজঃ' (জ্ঞানজ্যোতিষা দীপ্তিমন্তঃ) 'অসি' (ভবসি) । অতঃ 'তেজঃ' (তেজস্বরূপঃ—জ্ঞানেনোদ্ভাসিতঃ) ত্বং 'তেজঃ' (তেজোময়ং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'অনুগ্রহি' (অনুপ্রবিণ, ভগবতা সহ সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ) ; 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানাবাসঃ ভগবান) 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'তেজঃ' (জ্ঞানং—শাস্তং 'আবিবৈনং' (মা অপনয়তু) । অত্র ভগবতি কর্মফলসমর্পণায় আকাক্ষা বর্ততে । কস্ম জ্ঞানসমাবৃতং সত্য ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকং ভবতি ইতি ভাবঃ ।

১০। হে মনঃ! ত্বং 'অগ্নে:' (প্রজ্ঞানস্বরূপস্ত ভগবতঃ) 'জিহ্বা' (রসনা—আস্থান-কারী) ভবসি ; অথবা জলারূপায়া: জিহ্বায়া: যদা তেজোরূপেণ কিরণেন ত্বং 'অগ্নে:' উৎপাদকরূপেণ বর্তসে । অতএব 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'স্ব ভূ:' (স্বধায় সুপ্রতিষ্ঠায়

চ ইত্যর্থঃ ভবতু ।। হে ভগবন্ ! তব ‘অয়েজিহ্বা’ (অগ্নিরূপ রশনা) ‘অসি’ (বিজ্ঞতে) ।
অতঃ স্বং ‘দেবেভ্যঃ’ (দেবভাবানাম্) ‘স্ব’ (সম্যক্ জনয়িতা গ্রহীতা বা) ‘ভূঃ’ (ভব) ।

(খ) অপিচ হে মনঃ ! ‘নে’ (নম) ‘ধাম্মে ধাম্মে’ (সৰ্ব্বাবস্থানে ‘যজুষে যজুষে’ (বাগাদি সৰ্ব্বসংকল্পানুষ্ঠানে ‘দেবেভ্যঃ’ (সৰ্বদেবাবিধানায়, সৰ্বদেবভাবপ্রতিষ্ঠাপনার্থায় ইত্যর্থঃ) ‘ভব’ (স্তুত্ব আলাভানকারা—সম্যক্ ব্যবস্থিতঃ ইত্যর্থঃ ভব ইতি শেষঃ) ।

১১। হে মনঃ ! অথবা হে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্ম ! স্বং ‘শুক্ৰং’ (দীপ্তিমন্তং—জ্ঞানজ্যোতিষা
• ইতি যাবৎ ; অথবা বিশুদ্ধং স্বরূপং ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; স্বং ‘জ্যোতিঃ’ (জ্যোতি-
স্বরূপং প্রজ্ঞানাবারং) ‘অসি’ (ভবসি) ; অপিচ স্বং ‘তেজঃ’ (তেজোময়ং শক্তিমন্তং)
‘অসি’ (ভবসি) । মনঃ হি সৰ্ব্বত্র মূলং ইতি ভাবঃ ।

১২। হে কৰ্ম্মণী ! দেবঃ (দ্যোতনামঃ, স্বপ্রকাশঃ ইতি যাবৎ ‘সবিতা’ (জ্ঞানপ্রেরকঃ
দেবঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ ‘বঃ’ (যুয়ান্) ‘অচ্ছিন্দেণ’ (দোষরাহিত্যেন,
বিশুদ্ধেন ইতি যাবৎ) ‘পবিত্রেণ’ (শৌৰ্য্যকেন—বায়ুরূপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ ‘বসোঃ’
(জগন্নিবাসহেতোঃ—যদ্বা, জগদ্ধারকস্ত ইতি যাবৎ ‘হর্য্যাত্ৰা’ (প্রজ্ঞানস্বরূপস্ত, বিশ্বপ্রকাশকস্ত
দেবস্ত—ভগবতঃ ইতি ভাবঃ ‘রাশ্মিভিঃ’ (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতিনির্ব্বাহৈঃ ইত্যর্থঃ) ‘উৎপুণাতু’
(উৎকর্ষনাবধানে পবিত্রান্ কৰোতু, যদ্বা—যুয়াকং পবিত্রতাং বিধায়তু ইতি ভাবঃ) । নিত্য-
সত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ । ব্যায়োঃ হর্য্যরাশ্মিনাম্ শুদ্ধিহেতুহং প্রসিদ্ধং । তয়োঃ
প্রভাবেন মম সদসংকৰ্ম্ম পবিত্রমন্ত ইত্যেবং প্রার্থনা ।

১৩। হে চিত্তবৃত্তি ! ‘শুক্ৰং’ (দীপ্তিমন্তং—জ্ঞানজ্যোতিষা বিশুদ্ধতাপ্রাপ্তং ইত্যর্থঃ) ‘ত্বা’
(ত্বাং) ‘ধাম্মে ধাম্মে’ (সৰ্ব্বাবস্থানে ইত্যর্থঃ, সৰ্বাবস্থায়ং ইতি ভাবঃ) ‘যজুষে যজুষে’
(সৰ্ব্বেব সদানুষ্ঠানে) ‘দেবেভ্যঃ’ (সৰ্বদেবপ্রীতিসাধনায়, যদ্বা—সৰ্বদেবপ্রতিষ্ঠাপনায়, হৃদি
ইতি যাবৎ) ‘গৃহ্নামি’ (বিনিমোজয়ামি) ।

১৪। অপিচ হে মম চিত্তবৃত্তি ! সঃ ভগবান ‘জ্যোতিঃ’ (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) তথা ‘অচ্ছিন্ধিঃ’
(তেজঃস্বরূপঃ) ভবতি ইতি শেষঃ । অতঃ ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘ধাম্মে ধাম্মে’ (সৰ্বাবস্থানে, সৰ্বা-
বস্থায়ং ইত্যর্থঃ) ‘যজুষে যজুষে’ (সৰ্ব্বেব সদানুষ্ঠানে ‘দেবেভ্যঃ’ (সৰ্বদেবপ্রতিষ্ঠাপনায়—
সৰ্বদেবপ্রীতিসাধনায় চ) ‘জ্যোতিষি’ (জ্যোতিঃস্বরূপে ভগবতি) তথা ‘অচ্ছিন্ধিঃ’ (তেজঃ-
রূপিণে ভগবতি) ‘গৃহ্নামি’ (প্রতিষ্ঠাপয়ামি) । অত্র পরমাত্মনি আত্মপ্রতিষ্ঠাপনায় আকাজ্জা
বৰ্ত্ততে । মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ প্রার্থনাজাপকশ্চ । (১অষ্টক—১প্রাণাঠিক—১অম্মবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। (ক) হে ভগবন্ ! সৎপ্রতিবন্ধক শত্রু (আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি) সৰ্ব-
তোভাবে ভস্মাভূত হউক, আমাদিগের রিপুশত্রুগণ প্রত্যেকে বিশিষ্টরূপে
দগ্ধ হউক । (অর্থাৎ,—হে দেব ! আপনি আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিকে এবং
রিপুশত্রুসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করুন) ।

(খ) জ্ঞানোদ্বাসিত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ! তোমাদিগকে অত্যাগ্র অভীষ্টপূরক (ভগবৎ প্রাপক) জ্ঞানজ্যোতিঃ অর্থাৎ কর্মশক্তির দ্বারা পুনরায় উদ্দীপিত করিতেছি ।

১। (ক) হে মন ! আমার সম্ভাব যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সেইরূপে সংকল্পসাধনসমর্থ তোমাকে সম্যক্ প্রকারে উদ্বোধিত করিতেছি ।

(খ) হে আমার চিত্তবৃত্তি ! আমার সত্যানুরাগ, সংকল্পশীল জীবন, সদ্বস্তুদর্শনসামর্থ্য (জ্ঞানদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি), ভগবন্মহিমাশ্রবণসামর্থ্য, লোকানুরাগ (বিশ্বপ্রীতি), সদ্ব্রতিনূল (শুকসত্ত্ব) যাহাতে নিঃশেষে বিনষ্ট না হয়, সেইরূপে সংকল্পসাধনসমর্থ শত্রুনাশকারী তোমাকে উদ্বোধিত (উদ্দীপিত) করি । (ভাব এই যে—তামি যেন ভগবৎপরায়ণ হই) ।

৩। হে আমার চিত্তবৃত্তি ! তুমি ভগবৎপ্রীতি, লোকানুরাগ এবং মোক্ষরূপ পরমৈশ্বর্য ও কর্মফলাবসানে কর্মক্ষয় কামনা করিতেছ । অতএব জ্ঞানজ্যোতির অনুবর্তিনী হইয়া (অর্থাৎ পরাজ্ঞান লাভ করিয়া) যাহাতে তুমি পরমানন্দ লাভ করিতে পার, সেইরূপভাবে তোমাকে ভগবৎপ্রীতিহেতুভূত কর্মে সম্যক্ প্রকারে নিয়োজিত করিতেছি ।

অথবা

আমার যে চিত্তবৃত্তি জ্ঞানানুসারিণী হইয়া, ভগবৎপ্রীতি, লোকানুরাগ, মোক্ষরূপ পরমৈশ্বর্য, সংকল্পশীল জীবন অথবা কর্মফলাবসান কামনা করে ; আমার সেই চিত্তবৃত্তি ভগবৎপ্রীতিহেতুভূত কর্মে যাহাতে নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে তাহাকে সম্যক্ প্রকারে বিনিযুক্ত করি ।

৪। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ ! লোকানুরাগসম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্বমঙ্গলা-কাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ, সদ্বুদ্ধিসমগ্নিত, শত্রুর উপদ্রবরহিত, সংকল্পশীল ব্যক্তি (আমরা) সর্বশত্রুবিনাশক অপরাঙ্গে আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি । (মন্ত্রটা সঙ্কল্পমূলক । মন্ত্রের মধ্যে সদ্বুদ্ধিলাভের এবং লোকানুরাগবর্দ্ধনের নিমিত্ত সঙ্কল্প রহিয়াছে) ।

৫। (ক) আমাদের কর্মের দ্বারা সঞ্জাত অর্থাৎ কামনাদিজনিত যে সংসার-বন্ধন আমরা দৃঢ় করিয়াছি ; শোভনপ্রজ্ঞ (প্রজ্ঞানাশার) জ্ঞানদাতা ভগবানের অনুগ্রহে সেই সংসার-বন্ধন যেন বিযুক্ত করিতে সমর্থ হই ।

(খ) তাহাতে, সংকল্পের ফলভূত পরমপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, হৃদয়রূপ

ভগবদধিষ্ঠানে সন্তাবাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া, যেন পরমহুত—পরমানন্দ লাভ করিতে পারি।

(এই মন্ত্রের প্রথমপাদে সঙ্কল্প এবং দ্বিতীয়পাদে আত্মাভোধানা বিদ্যমান রহিয়াছে। পরাজ্ঞানই বন্ধন-ছেদক। হৃদয় যদি জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়! বন্ধনহেতুভূত কর্মমূল স্বতই বিনষ্ট হয়, আর তখনই ভগবদনুগ্রহলাভ সুগম হইয়া আসে। অতএব সঙ্কল্প—আমি যেন ভগবদনুসারী হই)।

৬। (ক) প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন সংকর্মাশ্রিত জীবন প্রাপ্ত হই। (অর্থাৎ—আপনার অর্চনার দ্বারা যেন সংকর্মাশ্রিত জীবন লাভ করি। ভাবার্থ—আমি যেন সদা সংকর্মে রত থাকি)।

(খ) প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আমার জনহিতসাধনে লোকানুরাগ জন্মে। (অর্থাৎ, ভগবদারাধনায় যেন জনহিতসাধন-সামর্থ্য লাভ করি অর্থাৎ পরোপকারই যেন জীবনের ব্রত হয়)।

(গ) জ্ঞানদাতা হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন জ্ঞানঃ-জ্যোতিঃ-সমন্বিত হইয়া, আপনাকে সম্যকপ্রকারে আরাধনা করিতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপূজন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হই)।

(ঘ) প্রার্থনাকারী আমি, পত্নীর ন্যায় অনুগত হইয়া জগৎপতি ভগবানের সহিত যাহাতে অবস্থিতি করিতে পারি, তাহাই যেন করিতে সমর্থ হই। অপিচ, কদাচ যেন বিয়োগ-সাধন না হয়। (পতিব্রতা রমণী যেমন ছায়ায় ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হয়, আমিও যেন সেইরূপ ভগবানের একান্ত অনুরাগী হই—মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ)।

(ঙ) আমার জীবাত্মা পরমাত্মায় গমন করুক। এখানে আত্মায় আত্ম-সম্মিলনের সঙ্কল্প বর্তমান।

৭। (ক) হে মন! তুমি বিশ্বের লোকসমূহের অমৃতস্বরূপ পরিরক্ষক অর্থাৎ জীবন-কারণ হও।

(খ) হে মন! তথাবিধ ক্ষয়রহিত অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয় তোমাকে ভগবৎকর্মে বিনিযুক্ত করিতেছি।

৮। (ক) হে মন! তুমিই সকলের অমৃতস্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—আমাদের মন সর্ববিধ সংকর্মের সাধক হউক। সঙ্কল্পের ইহাই তাৎপর্য)।

(খ) অপিচ, হে মন বা কৰ্ম্ম ! তুমি কৰ্ম্মকৰ্ম্মের দ্বারা কৰ্ম্মসূচক জীবনের অমৃত-স্বরূপ পরিরক্ষক হও ।

(গ) অতএব হে মন বা কৰ্ম্ম ! শুদ্ধসত্ত্ব-সংরক্ষণের নিমিত্ত অর্থাৎ জন-হিত-সাধন জন্য অতিশয় প্রীতিযুক্ত দৃষ্টিতে যেন তোমাকে সম্মর্শন করি ।

অথবা

হে ভগবন্ ! আমার বিভ্রমরহিত (অদক) নেত্রের দ্বারা আমি যেন আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই ।

৯। হে আমার ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্ম ! তুমি জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা দীপ্তিমন্ত হও । অতএব জ্ঞানোদ্ভাসিত তুমি তেজোময় ভগবানের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হও অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্মিলিত হও । প্রজ্ঞানাদ্বারা ভগবান যেন তোমার জ্ঞানকে অপনীত না করেন । (এই মন্ত্রে ভগবানে কৰ্ম্মফল-সমর্পণের অপিচ আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান । কৰ্ম্ম জ্ঞান-সমন্বিত হইলে ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক হইয়া থাকে) ।

১০। (ক) হে মন ! তুমি প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের রসনাস্বরূপ অর্থাৎ আহ্বানকারী হও ; অথবা জ্বালারূপ জিহ্বা দ্বারা অর্থাৎ তেজরূপ কিরণের দ্বারা তুমি অগ্নির উৎপাদকরূপে বিद्यমান আছ । অতএব তুমি দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের স্তব্ধহেতুভূত হও । অথবা হে ভগবন্ ! আপনার অগ্নিরূপ রসনা বিद्यমান রহিয়াছে । অতএব আপনি দেবভাবসমূহের সম্যক্ গ্রহীতা হয়েন ।

(খ) অপিচ হে মন ! অথবা হে ভগবন্ ! আমার সর্বপ্রকার অবস্থিতির স্থানে, যাগাদি সকল সংকল্পানুষ্ঠানে, সর্বদেবাধিষ্ঠানার্থ (আমাতে সর্বদেব-ভাব বিকাশের নিমিত্ত) তুমি অথবা আপনি স্তূঁ আস্থানকারী হও অথবা হউন ।

১১। হে মন ! অথবা হে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্ম ! তুমি দীপ্তিমন্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ । তুমি জ্যোতিষরূপ প্রজ্ঞানাদ্বারা হও ; অপিচ তুমি তেজোময় শক্তিমন্ত হও । (ভাব এই যে, মনই সকলের মূলীভূত) ।

১২। হে আমার সং ও অসং কৰ্ম্ম ! ছোতমান স্বপ্রকাশ জ্ঞানপ্রেরক দেবতা অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান, বিশুদ্ধ পবিত্রকারক ঋগ্নুরূপে এবং জগদ্বিসংহেতুভূত প্রজ্ঞান-স্বরূপ বিশ্বপ্রাপক জ্যোতিনিবহের দ্বারা তোমা-

দিগের উৎকর্ষ-সাধনে পবিত্রতা সম্পাদন করুন। অথবা তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিভূদেবের প্রেরণায়—অনুকম্পায়—কুটি-পরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্র-কারক ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষ-সাধনে আমা-দিগকে পবিত্র কর। (বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুক্লিসম্পাদক। তাঁহাদের প্রভাবে আমাদের সদসৎ উভয় কুর্শ পবিত্র হউক,—এই প্রার্থনা)।

১৩। হে চিত্তবৃত্তি! জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা বিশুদ্ধতা-প্রাপ্ত তোমাকে আমাদিগের সকল অবস্থায় সর্বাবস্থানে এবং সর্ববিধ সদনুষ্ঠানে দেবতাদিগের প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ সম্ভাবজনন জন্ম (আমাতে সর্বদেবতাব-বিকাশের জন্ম) তোমাকে বিনিযুক্ত করি।

১৪। অপিচ হে চিত্তবৃত্তি! ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তেজ (শক্তি) স্বরূপ হয়েন। অতএব তোমাকে, আমাদিগের সকল প্রকার অবস্থিতির স্থানে এবং আমাদিগের সর্ববিধ সদনুষ্ঠানে সকলদেবতার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত (আমাদিগের মধ্যে সর্ববিধ দেবতাব বিকাশের জন্ম) জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তেজঃ (শক্তি) স্বরূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। (এখানে পরমাত্মায় আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্ত্রটী সৰ্বস্বমূলক। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাবও প্রকটিত রহিয়াছে।) ॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১০অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সারণাচার্যাকৃতং) ।

নবমে বেদিকৃত্য। দশমে বেদ্যামাদানীয়তাহত্যাদিবিষয়ো গ্রহণমভিধীয়তে।

১। “প্রত্যুষ্ট৮ রকঃ প্রত্যুষ্ট৮ অরাতরোহ্নের্কভেজিঠেন তেজসা নিষ্টপামি।”—বোধায়নঃ—“অথৈতাতাঃ ক্রচঃ সমাদন্তে দক্ষিণেন ক্রবৎ জুহুপত্বতো সবেদ্যে ক্রবৎ প্রাশিত্রহরণং বেদগরিবাসনা-নীতি গার্হপত্যে প্রতিপত্তি প্রত্যুষ্ট৮ রকঃ প্রত্যুষ্ট৮ অরাতরোহ্নের্কভেজিঠেন তেজসা নিষ্টপা-নীতি” ইতি। আপত্তন্তমতে প্রত্যুষ্টমথের্ক ইত্যেতো যৌ মতৌ। তৌ চ সংমার্কনাং প্রাকৃ-পশ্চাচ্চ ক্রমেণ ক্রচাং তাপনে বিনিযুক্ত্যেতে। প্রত্যুষ্টমতৌ ব্যাখ্যাতঃ। হে ক্রচো যুয়ানতি-তীক্কেনায়েন্তেজসা নিঃশেষেণ তপামি। অনিষ্টগরিহারায়ৈষ্টসিদ্ধয়ে চোভৌ মজ্জাবিতাহ—“প্রত্যুষ্ট৮ রকঃ প্রত্যুষ্ট৮ অরাতর ইত্যাহ। রকসামপহত্যে। অরেক্তভেজিঠেন তেজসা নিষ্টপামী-ত্যাহ মেধ্যস্বার” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ১) ইতি ॥

২। “কোটিংকোটিংকোটিং রাজিনং বা সপত্নসাহ৮ সং মাজিরা বাচ প্রাণং চন্দ্রং প্রোম্নং প্রোম্নং যোনিং বা নিম্বক্ বাজিনং বা সপত্নসাহী৮ সং মাজিরা—কল্পঃ—“অথ ক্রবৎ সংমার্কি” গোষ্ঠং বা নিম্বক্ বাজিনং বা সপত্নসাহ৮ সংমার্কীত্যহ জুহুং সংমার্কি বাচ প্রাণং বা নিম্বক্ বাজিনং

ত্বা সপত্নসাহীৎ সংমার্জ্জীতাথোপভৃতং সংমাষ্টি' চক্ষুঃ শ্রোত্রং বা নিমৃ'কং বাজি ত্বা সপত্নসাহীৎ
সংমার্জ্জীতাথ এবাং সংমাষ্টি' প্রজাং যোনিং বা নিমৃ'কং বাজিনীং ত্বা সপত্নসাহীৎ সংমার্জ্জীতি"
ইতি । হে অংব গবাং স্থানং বা বিনাশয়ানীতাভিপ্রোক্ত্যাম্নবস্তং বৈরিণমভিভবিতারং ত্বাং সম্যক-
শোধয়ামি । এবমন্তেষু যোজ্যং । দ্বিতীয়তৃতীয়মন্তয়োশ্চ নিমৃ'কমিত্যাদিরনুযজ্যতে । মন্ত্রাণাং
স্পষ্টার্থত্বমভিপ্রোক্ত তদ্ব্যখ্যানমুপেক্ষ্যামুষ্ঠানং বিধন্তে—"অচঃ সংমাষ্টি" (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩
অ० ১) ইতি । তত্র ক্রমং বিধন্তে—"অংবমগ্রে । পুমাৎ সমেবাহভাঃ সৎ শ্রুতি মিশুনস্বায়"
(ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি । অংবঃ পুমাঞ্জুহ্বাতাঃ দ্বিযঃ । ততস্তাভাঃ পূর্কভাবিত্বং
অংবস্ত যুক্তং । সৎ শ্রুতি সম্যক্তনু কৰোতি বিবাহার্থং সংস্করোজীতার্থঃ । জুহ্বাদীনং পৌর্কপথং
বিধন্তে—"অথ জুহুং । অথোপভৃতং । অথ এবাম্" (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি ।
প্রশংসতি—"অসৌ বৈ জুহুঃ । অন্তরিক্ষমুপভৃতং । পৃথিবী এবা । ইমে বৈ লোকাঃ অচঃ ।
বৃষ্টিঃ সংমার্জ্জনানি । বৃষ্টিকী ইমাম্লো'কাননুপূর্কং কল্পয়তি । তে ততঃ কৃণ্ডাঃ সমেবন্তে" (ব্রা०
কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি । ক্রমাবস্থানসাম্যেন অচাং লোকত্বং । সংযজ্যন্তে অচো
যৈর্কেদাগ্ৰৈস্তানি সংমার্জ্জনানি । পূর্কং দর্ভৈর্কেদং কৃত্বা তদগ্রাণি পরিবাস্ত তানি বেদপরিবা-
সনানি অচাং সংমার্জ্জনাং স্থাপিতানি । তেষাং বৃষ্টিজন্তর্যা বৃষ্টিক্রপত্বং । বৃষ্টিক্রপৈর্কেদাগ্ৰৈ-
র্লোকরূপাণাং জুহ্বাদীনং ক্রমেণ সংমার্জ্জনে সতি বৃষ্টিরেবানুক্রমবর্তিনো লোকাঙ্কাতাদিসম্পন্নান্
করোতি । ততস্তে লোকাঃ সম্পন্নাঃ সম্যগভিবর্দন্তে । বেদনং প্রশংসতি—"সমেবন্তেষু
ইমে লোকাঃ প্রজয়া প্ততিঃ । য এবং বেদ" (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি । বেদ
পরিবাসনানামগ্রমূল্যাবয়বয়োর্ক্যবস্থং দর্শয়তি—"বদি কাময়েত বর্ধকঃ পর্জন্তঃ শ্রাদিতি । অগ্রতঃ
সংযজ্যাতং । বৃষ্টিমেব নিযচ্ছতি । অবাচীনাগ্রা হি বৃষ্টিঃ । যদি কাময়েতাবর্ধকঃ শ্রাদিতি ।
মূলতঃ সংযজ্যাতং । বৃষ্টিমেবোচ্ছতি" (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি । নিযচ্ছতি
শ্রুগ্ভাবেন প্রবর্তয়তি । উচ্ছত্বাঙ্কাকাংষণং বারয়তি । তস্মিন্বেব বিষয়ে সম্প্রদায়বিদাং মতমাহ--
"তদ্ব বা আহঃ । অগ্রত এবোপরিষ্ঠাং সংযজ্যাতং । মূলতোহধস্তাতং । তদনুপূর্কং কল্পতে ।
বর্ধকো ভবতীতি" (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি । উপরিষ্ঠাদিতি অচো বিলভাগঃ ।
অধস্তাদিতি তদগ্ৰভাগঃ । এবং সতি পরিবাসনানাং অংবঅচাং চাগ্রমগ্ৰেণ সম্বধ্যতে মূলং
মুলেনেত্যানুপূর্বী সমা ভবতি । পর্জন্তশ্চ বর্ধতি । বিলভাগে বিশেষমাহ—"প্রাচীমভ্যাকারং ।
অগ্রৈরন্তরতঃ । এবমিষ হ্রস্বমন্ততে । অথো অগ্রোহা ওষধীনামুর্জং প্রজা উপজীবন্তি । উর্জ
এবান্নান্ততাবর্ধক্যে" (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি ।

বিলভাগে পশ্চিমোপক্রমাং প্রাগবসানাং অক্সংমার্জ্জনক্রিয়াং কৃত্বা বিলভ্যভ্যন্তরে সর্বত
আকৃষ্ট্যাহকৃষ্য সংযজ্যাতং । যথা ভূজানঃ পুমান্ হস্তং পুরতঃ পাত্রে প্রসার্যভিত্তো ভোজ্যাতা-
কৃষ্ট্যাহকৃষ্য মুপবিলে প্রাক্ষিপতি তৎ । কিং চ প্রজা ওষধীনামগ্রভাগাদানীয় রসমুপজীবন্তি
তৎ । অত্র পরিবাসনাগ্ৰৈঃ সংমার্জনং রসরূপস্তাৎ যোগ্যস্তান্নস্ত প্রাপ্তৌ ভবতি । দণ্ডভাগে
বিশেষমাহ—"অধস্তাং প্রাচীণীং । দণ্ডমন্তমতঃ । মুলেন মূলং প্রতিষ্ঠিতৈত্য" (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩
অ० ১) ইতি । অধস্তাদবস্থিতং দণ্ডং প্রতি প্রাগুপক্রমাং পশ্চিমাবসানাং সংমার্জ্জনক্রিয়ামুত্তমেন
দণ্ডভাগেন (৭) কুর্ধ্যাৎ । তথা সতি দর্ভমুলেন অচো মূলং সম্বধ্যতে । তচ্চ প্রতিষ্ঠিতৈ

ভবতি । বিলদগুরোকৃত্যং ব্যবহাং লৌকিকলিঙ্গেন দ্রুতয়তি—“তন্মাদরয়ো প্রাণ্যপরিষ্টা-
ল্লোমানি । প্রত্যক্ষ্যন্তাং । অধ্যোবা” (ব্রাং ক্রাং ৩ প্রং ৩ অং ১) ইতি । মণিবন্ধাদৃকং
দৃষ্টরোমাণি প্রাণুখাত্ত্বন্তাং প্রত্যক্ষ্যন্তাং । এষা হি লৌকিকী অস্তদৃষ্টান্তেন বৈদিক্যামপি
অচি যথোক্তপ্রকারো দ্রষ্টব্যঃ । অত্র কেচিদাহঃ—উর্দ্ধবিলম্বেন হস্তধৃত্যঃ অচ উর্দ্ধাধোভাগৌ
কৃত্বান্নাপ্যপরিষ্টাদধস্তাচ্ছকাত্যাং বিবক্ষিতৌ ন তু বিলভাগদণ্ডভাগৌ । এবং ধারকহস্তেহপ্যুর্দ্ধা-
ধোদেশৌ । তথা সত্যুক্তং লৌমলিঙ্গমমূলমিতি । তর্হি তথৈবান্ত । অকৃত্য প্রথমতঃ
সংসার্কজনং রূপককল্পনারোপপাদয়তি—“প্রাণো বৈ অকবঃ । জুহুর্দক্ষিণো হস্তঃ । উপভূংসব্যঃ ।
আত্মা অবা । অন্নং সংসার্কজনানি । মুখতো বৈ প্রাণোহপানো ভূত্বা । আত্মানমন্নং প্রবিশ্য ।
বাহুতন্তমুখং শুভয়তি । তন্মাং অকমেবাগ্রে সংসার্কি । মুখতো হি প্রাণোহপানো ভূত্বা ।
আত্মানমন্নমাবিশতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ১) ইতি । আত্মা হস্তয়োর্মধ্যবর্ত্তিশরীরং ।
মুখসন্ধারিণো বায়োঃ প্রাণাপানান্তিথেয়ে ধে বৃত্তী । উচ্ছ্বাসরূপেণ বহির্নির্গচ্ছন্তী প্রাণবৃত্তিঃ ।
নিঃস্বাসরূপেণাপিঃ প্রবিশতাপানবৃত্তিঃ । তত্র প্রাণরূপো বায়ুঃ প্রাণতাং পরিত্যজ্য স্বয়মপানো
ভূত্বা মুখে প্রক্ষিপ্তমন্নগ্রাসং মধ্যশরীরে প্রবেশ্য বাহুং হস্তাদিরূপং শরীরং পৃষ্ঠা শোভিতং কৰোতি ।
তন্মাদন্নরূপৈর্কোদাগ্রৈঃ প্রাণরূপস্ত অকবন্তাহদৌ সংসার্কজনং কর্তব্যং । তথা ক্রুতে সতি প্রথম-
তোহন্নপ্রবেশঃ পশ্চাদাহহস্তরূপস্ত জুহ্বাদেঃ শোভেত্যেতদ্রূপমন্নং । প্রসঙ্গাৎ প্রাণাপানবেদনং
প্রশংসতি—“তৌ প্রাণাপানৌ । অব্যধূকঃ প্রাণাপানাত্যাং ভবতি । য এবং বেদ” (ব্রাং কাং
৩ প্রং ৩ অং ১) ইতি । প্রকর্ষণে বহিরনিতীতি প্রাণঃ । অপকর্ষণান্তরনিতীতাপানঃ ।
ইত্যেবং বৃত্তিতেদাতৌ প্রাণাপানৌ সম্পন্নানিতি বেদিতুরকালে প্রাণাপানাত্যাং বিয়োগো
মূল্যরূপো ন ভবতি । মন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিয়ুক্তে—“দিবঃ শিল্লমবততং । পৃথিব্যাঃ ককুভি শ্রিতং ।
তেন বয়ং সহস্রবলশেন । সপন্নং নাশয়ামসি স্বাহেতি । অকসংসার্কজনাগ্নৌ প্রভৃতি” (ব্রাং
কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । দিবঃ সকাশাদবৃষ্টিরূপেণাপিঃ প্রস্তুতমিদং দর্ভরূপং চিত্রং বস্ত্র
ভূমেরুপাশ্রিতং শতশাখেন তেন দর্ভেণ বয়ং বৈরিণং নাশয়ামঃ । ইদং দর্ভরূপং হৃতমস্ত্র ।
অনেন মন্ত্রেণ বেদপরিবাসনাগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ ।

অগ্নিমন্ত্রে সংসার্কজনানি ন প্রতীয়ন্ত ইতি শঙ্কাং বারয়তি—“আপো বৈ দর্ভাঃ । রূপমেবৈষামে-
তন্মাহমানং ব্যাচটে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । দিবোহবততনিত্যানেন
বৃষ্টিরূপা আপঃ প্রতীয়ন্তে । আপশ্চ দর্ভরূপাঃ । দর্ভরূপেণোৎপত্তিঃ পূর্কমেবোৎপবনব্রাহ্মণে
দর্শিতা । তন্মাদেতন্নগ্নতশব্দস্বরূপমেবৈষাং দর্ভাণাং দিবঃ শিল্লম্বাদিলক্ষণং মহিমানং
প্রখ্যাপয়তি । অত্র মন্ত্রগ্রাহুত্বপ্ৰচল্লস্বমুৎপত্তং চান্নসংকেয়মিত্যাহ—“অন্নুত্বভর্জা” (ব্রাং
কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । সংযুক্ত্যাদিতি শেষঃ । বিধেয়মন্নুত্বপ্ৰভং ভোতি—
“আন্নুত্বভঃ প্রজাপতিঃ । প্রজাপত্যো বেদঃ । বেদস্তাগ্রং অকসংসার্কজনানি । যেনৈ-
বৈনানি ছন্দসা । স্বয়া দেবতয়া সমর্জয়তি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । জগৎসৃষ্টৌ
প্রজাপতেরন্নুত্বপ্ৰহকারিণীতি তাপনীয়োপনিষদি শ্রুতং—“স এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমন্নুত্বভম-
পশ্যৎ । তেনৈ সর্গমিদমস্থজত” ইতি । তন্মাৎ প্রজাপতেরন্নুত্বভং । “প্রজাপতেষা এতানি
সংসার্কজনি যবেদঃ” ইতি বক্ষ্যতি । তন্মাদেদস্ত প্রজাপত্যং । তথা সতি বেদাগ্রস্ত স্বকীরং

হুসঃ স্রকীয়া চ দেবতেত্বাভ্যং সমৃদ্ধিহেতুর্ভবতি । ন কেবলং হুসঃ প্রাশস্ত্যং কিং তু
 স্রচোহপীতাহ—“অথো ঋগাব যোষা । দর্ভো বুধা । তন্নিধুং । মিধুনমেবাস্ত তত্ত্বজ্ঞে
 করোতি প্রজননায় । প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্জমানঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ২) ইতি ।
 বুধা সেচনসমর্থঃ পশুনাং । অত্র ঋকসংমার্জনানামুক্তমহোমো প্রক্ষেপ ইত্যেকঃ পক্ষঃ । অস্তিঃ
 প্রক্ষাল্যোৎকরে পরিত্যজেদ্বিত্যপরঃ পক্ষঃ । অত এব স্রজকরোহয়ো প্রহরতীত্যুক্ত্বা পুনর-
 প্যাহোৎকরে বা তৃত্বতীতি । তন্নিমং পক্ষং বিধত্তে—“তাংকে বুধেবাশস্ত্বি । তত্ত্বা ন
 কার্যং । অস্রজস্ত বজ্রস্ত কৰ্মণঃ স বিদোহঃ । যথেনানি পশবোহভিভিষ্টেয়ুঃ । ন
 তৎপশুভাঃ কং । অস্তিস্রাজয়িত্বোৎকরে তত্ত্বং । যদৈ বজ্রস্ত কৰ্মণোহস্ত্রাহততীভাঃ
 স্তিস্রিষ্টে । উৎকরো বাব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা । এতাদ্ হি তস্মৈ প্রতিষ্ঠাং দেবাঃ সমভরন্ ।
 যদস্তিস্রাজয়তি । তেন শাস্তং । যদ্বৎকরে তত্ত্বতি । প্রতিষ্ঠামেবৈনানি তপময়তি
 প্রতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্জমানঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ২) ইতি । কেচিদ্বিঃ
 প্রক্ষালনমকৃত্ব যত্রাপি পরিত্যজন্তি তদযুক্তং । য এষোহস্থষ্ঠানপ্রকারঃ স কৰ্মণো
 বিপরীতং ফলং দোদ্রি । অপ্রক্ষালিতদর্ভাক্রমণেন পশুনাং রোগোৎপত্ত্যা স্ত্বং ন ভবেৎ ।
 নাজ্ঞেনৈ তচ্ছাস্তং ভবতি । আহুতিব্যতিরিক্তস্ত বজ্রদ্রব্যস্তোৎকরঃ সন্যাপ্তিস্থানমিতি
 দেবৈঃ সম্পাদিতস্তাত্ত্বৈব পরিত্যাগে প্রতিষ্ঠা ভবতি । অগ্নিগ্রহরণপক্ষমেব দ্রুগ্নিতুমুৎকপে
 পরিত্যাগঃ দৃষয়তি—“অথো স্ত্বস্ত বা এতদ্রপং । যৎস্রকসংমার্জনানি । স্ত্বশো বা ওষধয়ঃ ।
 তাসাং জরংকক্ষ পশবো ন রমন্তে । আগ্নয়ো হেবাং জরংকক্ষঃ । যাবদগ্নয়ো হ
 বৈ জরংকক্ষঃ পশুনাং । তাবদগ্নয়ঃ পশুনাং ভবতি । যন্তৈতত্ত্বাং প্রেদধতি”
 (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ২) ইতি । অথোশব্দ উৎকরণব্যাভ্যুত্থার্থঃ । ওষধয়ো বিবিধাঃ
 স্ত্বরূপা নবাব্যাক্রপাশ । কোমলতৃণাভাবাদস্রাজ্জরংকক্ষঃ স্ত্বঃ । দাবাগ্নিদ্রুপ্রদেশে বুষ্ঠা
 সমুৎপন্নঃ কৌমলস্রাজ্জরপমূহো নবাব্যঃ । তত্র ঋকসংমার্জনানি স্ত্বলুনতয়া স্ত্বরূপাণি ।
 যন্তৈতত্ত্বাং প্রেদধতি তাংকে (জ্যে) রংস্তবা তত্র তত্র বিকীর্ণানি তানি বহুস্তবা
 ওষধয়ঃ সম্প্রস্তু । তাসামোষধীনাং সন্ধিনি জরংকক্ষে প্রীত্যভাবাজ্জরংকক্ষবস্ত্রজমানোহপি
 পশুনামগ্নয় ইত্যপত্ত্বের স্ত্রাৎ । অগ্নিগ্রহরণপক্ষং দ্রুগ্নতি—“নবদাব্যাস্ত বা ওষধীন্
 পশবো রমন্তে । নবদাবো হেবাং গ্নয়ঃ । যাবৎগ্নয়ো হ বৈ নবদাবঃ পশুনাং ।
 তাবৎগ্নয়ঃ পশুনাং ভবতি । যন্তৈতত্ত্বাং প্রেদধতি । তন্মাদেতত্ত্বাং প্রেদধতি ।
 যতঃ স্ত্বনংসংমৃজ্যাৎ । পশুনাং ধৃতো” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ২) ইতি । নবঃ প্রত্যাদম-
 পূর্বকালভাবী দাবাগ্নিস্ত কোমলতৌষধিসমূহস্ত্র সোহয়ং নবদাবঃ । তাদৃশৌষধিবস্ত্রজমা-
 নোহপি সংমার্জনানামগ্নৌ প্রহরণে পশুনাং গ্নয়ো ভবতি । তন্মাদাহবনীয়ে গার্হপত্যে বা
 যগ্নিরগ্নৌ ক্র্যঃ প্রতিভ্য সন্মৃষ্টাভ্যগ্নয়েব প্রহরণং যজমানগৃহে পশুনাং বহুনাং ধারণায়
 ভবতি । ঋকসংমার্জনপ্রক্ষালয়িসংমার্জনানামপি কক্ষিমস্ত্রুংপাশ্ব বিনিযুক্তং—“যো
 ভূতানামধিপতিঃ । রজস্তস্তিরো বুধা । পশুনম্যকং মা হি ৭ নীঃ । ঐতদস্ত হতং তব
 বাহুতয়িসংমার্জনাজ্জ্যে প্রহরতি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ২) ইতি । তুষ্ণিঃ কৰ্ম্মসম্পাদনং
 তদ্রূপচরতীতি তস্তিচরঃ । বুধা দেবেষু প্রেদঃ । হে রজ স্ত্ব-স্ত্রম্যকং পশুনাং হি-বীর্ণী

এতদগ্নিসংসারজন্মব্যং তব হতমন্ত । তমৈবার্থভারবাদকঃ স্বাহেতি শব্দঃ । বৈদিকভৈরবঃ সংস্ক-
স্তৈরৈবাগ্নিঃ সংযজ্য স্বকালে সংপ্রাপ্তে তানি সংসারজন্মান্তর্যো প্রহরয়েৎ । প্রথমতোহগ্নৌ
সংযুষ্ঠে প্রধানবাগাদুধ্বম্বাধার্যরূপায়াং দক্ষিণারামৃগ্ভিগ্ভো দত্তারামৃযাজহোনাং পূর্ক্সং
দ্বিতীয়মগ্নৌ সংযুষ্ঠে সতি তৎপ্রহরণকালঃ । অগ্নিদগ্ধপ্রদেশে পুনরুপস্থ সমাধ্বম্বমানস্বাদগ্নৌ দর্ভাণাং
প্রহরণং যুক্তমিত্যাহ - 'এষা বা এতেষাং যোনিঃ । এষা প্রতিষ্ঠা । স্বামেবৈনানি যোনিঃ ।
স্বাং প্রতিষ্ঠাং গময়তি । প্রতিষ্ঠিত্তি প্রজয়া পশুভির্ভজমানঃ' (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ২)
ইতি । এষা বহিরূপা । ন চাগ্নিপ্রহরণে রুদ্রবিষয়ো মন্ত্রো ব্যবিকরণ ইতি বাচ্যং । অগ্নেরেবাজ
রুদ্রস্বাং । "রুদ্রো বা এষঃ । যদগ্নিঃ । স এতর্হি জাতঃ" ইতি শ্রুতাস্তস্বাং । যদগ্নৌদীপ্তরুদ্রস্ত
রুদ্রত্বমিতি নির্ব্বনোক্ত ॥

৩। "আশাসানা সৌমনসং প্রজাভ্ সৌভাগ্যং তনুম্ । অগ্নেরমুত্রতা ভূহা সং নহে
সুকৃতায় কং ।" কল্পঃ— "অথৈনাং পশ্চীমস্তরণে বেদ্যংকরৌ প্রপাশ্ত জঘনেন দক্ষিণেন
গার্হপত্যসূরীচামুপবেশ্য যোক্তেণ সংনহতি আশাসানা সৌমনসং প্রজাভ্ সৌভাগ্যং
তনুং । অগ্নেরমুত্রতা ভূহা সং নহে সুকৃতায় কমিতি" ইতি । যা-পশ্বী বহ্নেরমুসারিণী
ভূহা সৌমনস্তাশাসানা বর্ত্ততে তামেতাং শোভনকর্ষণে সূখং যথা ভবতি তথা বধামি ।
যোক্তবন্ধনায় গার্হপত্যসমীপে পশ্বা উপবেশনং বিধত্তে— "অযজ্ঞা বা এষঃ । যোহপশ্বীকঃ ।
ন প্রজাঃ প্রজায়েরন্ । পশ্বাষান্তে । যজ্ঞমেবাকঃ । প্রজানাং প্রজননায়" (ব্রাং কাং ৩
প্রাং ৩ অং ৩) ইতি । অকঃ কৃতবান্ ভবতি । বন্ধনকালেহুপবেশনমেক ন তুত্থনমিত্যাহ—
'যতিষ্ঠন্তী সংন'হত । প্রিয়ং জাতিং বন্ধ্যাত্ । আসীনা সংনহন্তে । আসীনা হেবা
বীর্ধ্যং করোতি" (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৩) ইতি । বন্ধ্যাদানশরৎ । চিরমণ্যবহ্নাতু
শক্যাদাসীনায়াঃ সামর্থ্যমন্তি । দিগ্দেশৌ বিধত্তে— 'যৎ পশ্চাৎ প্রোচ্যামাসীত । তুন্নম্ন সমদং
দধীত । দেবানাং পশ্বী সমদং দধীত । দেশাদক্ষিণত উদীচ্যামাস্তে । আত্মনো গোপীধার"
(ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৩) ইতি । সমদঃ কল্পহঃ । গার্হপত্যস্ত পশ্চাত্তাগে প্রোচ্যুত্ব
সতি প্রাচীনপ্রবণা বেদিকপয়া পৃথিব্যাঃ সহ কল্পহঃ স্তাৎ । পশ্বীসংযাজহোমেষু তৃতীয়া-
হুতের্থা দেবতা দেবপশ্বী তস্তা অপি তদেব স্থানমিতি তয়াপি সহ কল্পহঃ কুর্য্যাত্ ।
অতো দক্ষিণদেশে স্বরক্ষার্থমুদযুধী তিষ্ঠেৎ । নহু সর্কা অগ্নি যোষিতঃ সৌমস্তাদি-
কামনাশাসন্তে তত্র কো বিশেষোহস্তা ইত্যাপন্য মন্ত্রে পূর্বাঙ্কতাতিপ্রায়মাহ— "আশাসানা
সৌমনসমিত্যাহ । মেধ্যামেবৈনাং কেবলীং কৃহা । আশিষা সমধ্বয়তি (ব্রাং কাং ৩
প্রাং ৩ অং ৩) ইতি । দেবযজ্ঞপ্রবেশেন যজ্ঞযোগ্যাং পাপক্ষরণে কেবলীং কৃহাংশানেনতি
ক্ৰবন্ সত্যাহশিষা সম্বন্ধাং করোতি ।

অমুত্রতহ্চতমর্থমাহ— "অগ্নেরমুত্রতা ভূহা সংনহে সুকৃতায় কমিত্যাহ । এতর্হি পশ্বীরৈ
ত্রোপনরনং । তেনৈবৈনাং ত্রতম্পনয়তি" (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৩) ইতি । পশ্বাঃ
স্বাভরণে কৰ্ম্মাধিকারভাবাৎ পশ্বা সহ তদধিকারে সত্যোতদেব যোক্তুং তস্তা অমুত্রতস্বীকরণ-
লিঙ্গং । যথা বিবাহে ত্রিরাঃ কৰ্ত্তে মঙ্গলসূত্রং লিঙ্গং তথ্যং । অগ্নিরর্থো লৌকিকবৈদিকপ্রসিদ্ধি-
দশমিতি— "তস্মাদাহঃ । যষ্টেচৎ বেদ যজ্ঞ ন । যোক্তুমেব যুক্তে । যম্বাস্তে । তস্তাসুগ্নির্যোকে

ভবতীতি যোক্তেণ” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৩) ইতি । যজ্ঞাং হুত্বধারণং লোকবেদনোনিয়ম-
স্বীকারে লিঙ্গং । লোকে হি দূরদেশবর্জিতদেবতাদর্শনং সঙ্কল্পয়ন্তঃ হুত্বং বধন্তি । বেদেৎপ্যপ-
নয়নব্রতে যোজ্ঞাং বধন্তি । তন্মাদৃষো যাগং জানাতি যশ্চ ন জানাতি তাদৃশাঃ সর্কেৎপ্যোবমাঃ ।
ইয়ং পত্নীং যোক্তুমবশ্যং যুতে মিশ্রয়তি বধ্যতি যং পতিনঘেবা ব্রতং স্বীকৃত্যাহন্তে তন্ত
সধক্ষিণা মঙ্গলহুত্রেণাস্থিম্নোকে যুক্তা ভবতি । প্রকারান্তরেণ যোক্তুং ভোতি—
“সদ্বোক্তুং । স যোগঃ । যদান্তে । স ক্ষেমঃ । যোগক্ষেমস্তু রুণৈশ্চ” (ব্রাং কাং ৩
প্রং ৩ অং ৩) ইতি । অপ্রাপ্তস্ত বস্তনঃ প্রাপ্তির্যোগঃ । প্রাপ্তস্ত রক্ষণং ক্ষেমঃ । অতো
যোক্তু বন্ধনমুদযুধানং চোভয়সিদ্ধয়ে ভবতি । মনসি কিমভিপ্রেত্যানৌ বধ্যত ইত্যা-
শক্যাহ—“যুক্তং জিহ্বাতা আশীঃ কামে যুক্ত্যাতা ইতি । আশিষঃ সমৃদ্ধে” (ব্রাং
কাং ৩ প্রং ৩ অং ৩) ইতি । ময়া শাস্ত্রীয়ং কৰ্ম ক্রিয়তেহতঃ সৌমনস্তাদিরূপা মমেরমাশীঃ
ফলে যুক্ত্যাতাং । অনেনাভিপ্রায়েরমাশীঃ সমৃদ্ধা ভবতি । বিধন্তে—“গ্রহিৎ গ্রথ্যতি ।
আশিষ এবান্তাং পরিগৃহ্যতি । পূম্যৈঃ গ্রহিঃ । জীঃ পত্নী । তন্নিথুনং । মিথুনমেবান্ত
তদ্বজ্ঞে কৰোতি প্রজননায় । প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্বজমানঃ । অথো অর্কো বা এষ
আত্মনঃ । যৎ পত্নী । যজ্ঞস্ত ধৃত্যা অশিখিলং ভাবায়” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৩)
ইতি । সৌমনস্তাশিষঃ সর্কা অপি যোক্তুগ্রহিণা তস্তাং পরিগৃহীতা ভবন্তি । যজ্ঞ-
কর্তৃরুর্দ্ধ্বরূপভূতা পত্নী । তন্তুদীয়গ্রহিণা যজ্ঞো দ্রিয়তে ন তু শিখিলো ভবতি ॥

৪ । “সুপ্রজসন্ধ্যা বয়ং সুপত্নীরূপ সেদিম । অগ্নে সপত্নদন্তনমদকাসৌ অদাত্যং ।”—
কল্পঃ—“জঘনেন গার্হপত্যমুপসীদতি সুপ্রজসন্ধ্যা বয়ং সুপত্নীরূপসেদিম । অগ্নে সপত্নদন্ত-
নমদকাসৌ অদাত্যমিতি” ইতি । হেহং বয়ং স্বামুপসীদামঃ । কীদৃশো বয়ং সুপ্রজস-
শোভনপ্রজোপেতাঃ । শোভনঃ পতির্ধামাং তাঃ সুপত্ন্যাঃ । স্বংপ্রসাদাদদকাসঃ কেনা-
প্যতিরঙ্কতাঃ । কীদৃশং স্বাং সপত্নদন্তনং বৈরিবিনাশিনমদাত্যং কেনাপ্যতিরঙ্কার্য্যং । পত্ন্যা
উপসীদনে প্রয়োজনং দর্শয়তি—“সুপ্রজসন্ধ্যা বয়ং সুপত্নীরূপসেদিমেত্যাং । যজ্ঞমেব
তন্নিধুনী কৰোতি । উনেহতিরিক্তং ধীয়াত ইতি প্রজাত্যে” [ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৩]
ইতি । শোভনঃ পতির্বস্তা ইত্যভিধানাদ্বজ্ঞং মিথুনবস্তং কৰোতি । তন্নিম্ন মিথুনে পত্যা
কৰ্ম্মণ্যমুজ্জীয়মানে সতি যজ্ঞাৎ তেনানমুজ্জীতং সদুনং ভবতি । তজ্জোনপ্রদেশে তদ্বজ্ঞমতিরিক্তং
তেনানমুজ্জীতমনয়া পত্ন্যা দ্রিয়তেহমুজ্জীয়তে । অত এব পত্নীকর্তব্যং পূর্ণপাত্রনিনয়নমায়ায়তে
“অঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রমানয়তি । রেত একান্তাং প্রজাং দধাতি” ইতি । এবমস্তদপি তৎকর্তব্য-
মুদাহার্য্যং । অত উনং পত্নী পরিপূরয়তীতি প্রয়োজনেন পত্ন্যাঃ প্রবেশনে সতি তন্নিধুনং
প্রজননায় সম্প্রস্তুতে । যথা সপ্তমেহুবাং কপালোপধানপ্রসঙ্গেন তদ্বিমোচনমজ্জোহপ্যায়াত
এবমত্রাপি যোক্তু বন্ধনপ্রসঙ্গেন যোক্তুবিমোকমত্র আয়াতি—

৫ । “ইমং বি শ্যামি বরুণস্ত পাশং যনবদীত সবিতা হুকেতঃ । ধাতুশ্চ বোনৌ
হুকেতস্ত লোকে ত্বোনং মে সহ পত্যা কৰোমি ॥” ইতি । বিদ্যামি বিমুঞ্চামি ।
হুকেতঃ হুজ্ঞানঃ । সবিত্রা বন্ধেহ্মিন্ যোক্তুরূপে বরুণপাশে বিমুক্তে সতি ধাতুশ্চ ব্রণৌ
বোনৌ হানেহ্মন্তুতস্ত কৰ্ম্মণঃ কলঙ্কভূতে লোকে পত্যা সহ মে হুৎ কৰোমি ॥ স্তব ৮

বোক্ত্রশ্চ বিমোক্ষঃ স্বকালে কর্তব্যঃ । পিষ্টলেপকলীকরণহোমাত্যাম্ভুং প্রায়শ্চিত্তহোমেভ্যঃ পূৰ্ব্বমশ্ব স্বকালঃ । অত এব কল্পস্বত্রকারত্বম্বিন্ প্রদেশে পঠতি—“ইমং বিদ্যামীতি পত্নী বোক্ত্র পাশং মুঞ্চতে তন্ত্ৰাঃ সযোক্তে হঞ্জলৌ পূৰ্ণপাত্রমানয়তি সমাযুযা সং প্রজয়েত্যানীয়মানে জপতি” ইতি ॥ সোহপি মন্ত্ৰোহত্রৈবানন্তরমাত্যাত্যঃ—

৬। “সমাযুযা সং প্রজয়া সমগ্রে বর্চসা পুনঃ । সং পত্নী পত্যাংহং গচ্ছে সমাত্মা তনুবা ১ম ॥” ইতি । হেহংগেহমাযুযা সংগচ্ছে, প্রজয়া সংগচ্ছে । পাতিব্রতালক্ষণেন বর্চসা সংগচ্ছে । অনেন পত্যা পুনঃ পুনঃ পত্নী ভূত্বা সংগচ্ছে বিয়োগঃ কদাচিদপি না ভূদিত্যর্থঃ । নম শরীরেণ জীবায়া চিরং সংগচ্ছতাং ॥

৭। “মহীনাং পয়োহস্তোষধীনাং ৬ রসস্তত্ত্ব তেহক্ষীয়মাণশ্চ নির্বপামি ।”—কল্পঃ— “মহীনাং পয়োহস্তোষধীনাং ৬ রসস্তত্ত্ব তেহক্ষীয়মাণশ্চ নির্বপামি দেবযজ্ঞায়া ইতি তন্ত্ৰাং পবিত্রাস্ত- হিত্যামাজ্যং নিকপ্য” ইতি । যত্ত্বপাত্র মন্ত্রকাণ্ডে দেবযজ্ঞায়া ইতি পদং নাহংমাতং তথাপি এাক্ষণানুসাবেণ তৎপঠিতব্যং । মহীশব্দস্ত গৌরিত্যর্থঃ । অতএব সম্প্রমক্যাণ্ডে গাং প্রস্তুত্যাং- রায়তে—“তন্ত্ৰা উপোথায় কৰ্ম্মমাজ্ঞপেদিভে রন্তেহৃদিতৈ সবস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহি বিশ্রতো- তানি তে অগ্নিয়ে নামানি” ইতি । হে আজ্য ত্বং মহীনাং গবাং পয়োংসি সাক্ষাত্তজ্জত্বাং । ওষধীনাং রসশ্চাসি পরম্পরয়া তজ্জত্বাং । তাদৃশস্ত ক্ষয়েণ রহিতস্ত ত্বং স্বকপং দেবযাগার্থং পাত্রাং নির্বপামি । ইমং বি যদ্বি সমাযুযেত্যশ্চ মন্ত্রব্রহ্মত্রাপ্রাসঙ্গিকত্বা ত্র্যখানমুপেক্ষ্যানন্তরশ্চ মন্ত্রস্ত পূৰ্ব্বভাগে স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—“মহীনাং পয়োহস্তোষধীনাং ৬ রস ইত্যাহ । রূপমেবাস্ত্র- তন্মহীনাং ব্যাচষ্টে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অ ৩) ইতি । উত্তবভাগস্ত তেহক্ষীয়মাণস্তেতি- পদস্তাভিপ্রায়মাহ—“তত্ত্ব তেহক্ষীয়মাণশ্চ নির্বপামি দেবযজ্ঞায়া ইত্যাহ । আশিষমেবৈতা- নাশান্তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অ ৩) ইতি । আজ্যভাগাস্ততাং বিধন্তে—“বৃত্তং চ বৈ মধু চ প্রজাপতিরাসীৎ । যতো নক্ষাসীৎ । ততঃ প্রজা অসৃজত । তস্মান্মধুনি প্রজননমিবাশ্চি । তস্মান্মধুনা ন প্রচরন্তি । যাতরান হি আজ্যেন প্রচরন্তি । যজ্ঞো বা আজ্যং । যজ্ঞেনৈব যজ্ঞং প্রচরন্ত্যাতরানমদ্যার’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অ ৪) ইতি । প্রজাপতিঃ পূৰ্ব্বং যাগসাধনং সৃষ্টিসাধনং চাভিপ্রোত্য স্বয়মেব সত্যসঙ্কল্পতয়া দ্ব্যতমধুকপেণ পরিণতোহভূৎ । যস্মাৎপত্তিবীজত্ব- মভিপ্রোত্য মধবভূতস্মান্মধুযীজেন প্রজা অসৃজত । অতএব মধুনা নানাবীজোৎপাদনং বিজ্ঞতে । তেনোৎপাদনেন যতো গতসারং ততো মধুনা যাগং ন কুৰ্ব্বন্তি । সারবত্বাদাজ্যেন যাগং কুৰ্ব্বাঃ । সৰ্ব্বযজ্ঞহেতুত্বাদাজ্যস্ত যজ্ঞঃ তদ্বৈতুত্বং চ বক্ষ্যতে—“সৰ্ব্বস্মৈ বা এতদযজ্ঞায় গৃহ্যতে । যজ্ঞবায়- মাজ্যং” ইতি । অতো যজ্ঞযোগ্যসাধনেনৈব যজ্ঞস্তানুষ্ঠানান্নাস্তি গতসারবদোষঃ ॥

৮। “মহীনাং পয়োহস্তোষধীনাং রসোহদকেন ত্বা চক্ষুযাহবেক্ষে স্প্রজজাত্বায়া ।”—কল্পঃ— “অথৈনামাজ্যমবেক্ষয়তি মহীনাং পয়োহস্তোষধীনাং ৬ রসোহদকেন ত্বা চক্ষুযাহবেক্ষে স্প্রজজ- জাত্বায়েতি” ইতি । অদকেন রোগানুপহতেন । বিধন্তে—“পত্ন্যাবেক্ষতে । মিথুনস্তায় প্রজাট্যৈ । যদৈ পত্নী যজ্ঞশ্চ কৰোতি । মিথুনং তৎ । অথো পত্নিয়া এবৈষ যজ্ঞস্যায়ারশ্চোহনবজ্জিতৌ” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অ ৪) ইতি । যজ্ঞস্য পুরুষত্বাভ্যুতেন সহ পত্ন্যা মিথুনত্বং । কিং চ পত্ন্যা আজ্যাবেক্ষণরূপ এষ এব যজ্ঞমানম্নু যজ্ঞারম্ভঃ । দম্পত্যোদ্বায়োরপ্যারম্ভে সতি যজ্ঞো ন বিচ্ছিত্বতে ॥

৮। “তেজোহসি তেজোহসু প্রেহ্মিণ্ডে তেজো মা বি নৈং ।”—কল্পঃ—“অথৈনদগার্হপত্যে হিপ্রশ্রয়তি তেজোহসীতি সমিধমুপবত্য প্রাগ্ধরতি তেজোহসু প্রেহীত্যাথৈনদাহবনীয়েহিপ্রশ্রয়তি তেজো মা বি নৈদিতি” ইতি । হে আজ্য স্বং তেজোরূপমসি তেজোরূপমাহবনীয়মহুপ্রবেষ্টুং গচ্ছ । অয়মাহবনীয়োহগ্নিস্বদীয়ং তেজো মাংপনয়তু । অন্তষ্ঠানবিধিপূর্বকং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—অমেধ্যং বা এতৎ কুরোতি । যৎপত্ন্যবেক্ষতে । গার্হপত্যেহিপ্রশ্রয়তি মেধ্যস্বায় । আহবনীয়মভ্যাদু বতি । যজ্ঞস্য সন্ত্যৈ । তেজোহসি তেজোহসু প্রেহীত্যাহ । তেজো বা অগ্নিঃ । তেজোহসি আজ্যং । তেজসৈব তেজঃ সমন্ধয়তি । অগ্নিস্তে তেজো মা নি নৈদিত্যাহিহি স্যৈ’ (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি ॥

১০। “অগ্নেজ্জিহ্বাহসি স্তুভূর্দেবানাং ধামে ধামে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভব ।”—বোধায়নঃ—“অথৈনদধ্যাহতং প্রতি পরিহৃত্যোত্তরার্দ্ধে বেঠে নিধায়াধ্ব্যুরবেক্ষতে অগ্নেজ্জিহ্বাহসি স্তুভূর্দেবানাং ধামে ধামে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভবেতি” ইতি । আপত্তম্বঃ—“অগ্নেজ্জিহ্বাহসীতি ক্ষ্যস্য বস্মাসাদয়তি” ইতি । আহবনীয়ে স্থিতস্যাহজস্যোদগদেশে সমানেভুং ক্ষ্যেয়ং কাঞ্চিদ্রেখাং কৃত্বা তস্যঃ সাদয়েৎ । হে আজ্য আশারূপায়া জিহ্বায়া উৎপাদকত্বাদগ্নেজ্জিহ্বাহসি । দেবানাং স্তুথায় ভবতীতি স্তুভুঃ । ঈদৃশং স্বং তত্তদাহতিস্থানাং তত্তমন্ত্রপূর্বকগ্রহণায় পর্যাাপ্তং ভব । ব্যাচষ্টে—“অগ্নেজ্জিহ্বাহসি স্তুভূর্দেবানামিত্যাহ । যথ্যযজুরেবৈতৎ । ধামে ধামে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভবেত্যাহ । আশিযমেবৈতামাশান্তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি ॥

১১। “শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোহসি ।”—কল্পঃ—“অথৈনদগগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং পুনরাহারমুংপুন্যতি শুক্রমসীতি প্রথমং জ্যোতিরসীতি দ্বিতীয়ং তেজোহসীতি তৃতীয়ং” ইতি । শুক্রং দীপ্তিমং । আজ্যস্যোৎপবনং বিধত্তে—“তদ্বা অতঃ পবিত্রাভ্যামেবোৎপুন্যতি । যজমানো বা আজ্যং প্রাপাপানৌ পবিত্রে । যজমান এব প্রাপাপানৌ দধাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি । যতো ঘোষীকর্ণেনামেধ্যস্যাহজ্যস্ত মেধ্যস্বায় গার্হপত্যাদিপ্রশ্রয়ং কৃতমত এবাত্যন্ত-শুদ্ধার্থমুংপুনীয়াৎ । প্রকারবিশেষং বিধত্তে—“পুনরাহারং । এবমিহি প্রাপাপানৌ সঞ্চরতঃ” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি । আজ্যস্থাপিতে পবিত্রে প্রাচ্যাং প্রোহ পুনঃ পশ্চাদাহত মধ্যাদুধমুংপুনীয়াৎ । এবং ত্রিবারমিত্যভিপ্রায়েণ পবিত্রেণ বীক্ষার্থো গমুলপ্রত্যয়ঃ প্রযুক্তঃ । মন্ত্রাণাং স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—“শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোহসীত্যাহ । রূপমেবাস্তৈতন্নহিমানঃ ব্যাচষ্টে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি । প্রতিমন্ত্রক্রিয়াং বিধত্তে—“ত্রিষজুবা । ত্রি ইমে লোকাঃ । এষাং লোকানামাষ্টৈয়া” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি । ত্রিষমনুদার্থ বাদান্তরমাহ—“ত্রিঃ । ত্র্যাবুজ্জি যজ্ঞঃ । অথো মেধ্যস্বায়’ (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি ।

১২। “দেবো বঃ সবিতোংপুনাস্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ ।”—কল্পঃ—“অথ প্রোক্ষণীকৃত্যপুন্যতি দেবো বঃ সবিতোংপুনাস্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিরিহি পজুঃ” ইতি । তদেতদুৎপবনং পবিত্রবিশিষ্টং বিধত্তে—“অথাহজ্যবতীভ্যামপঃ । রূপমেবাহ লামেতদ্বর্ণং দধাতি । অপি বা উতাহহঃ । যথা হ বৈ যোষা সূবর্ণং হিরণ্যং পেশলং বিদ্রতী রূপাণ্যাস্তে । এবমেতা এতহীতি” (ব্রাং কাং ৩ অং ৪) ইতি । যাভ্যাং পবিত্রাভ্যামাজ্য মুংপুতং তাভ্যামেবাহজ্যলিপ্তাভ্যামপ উৎপুনীয়াৎ । ব্যত্যয়েন জীলিঙ্গত্বং । এতদীজ্য

স্ববিন্দুভিরাশামপাং বর্ণবিশেষোপেতং রূপং সম্পাদয়তি । অপি চ ভাস্মাদিকালুঘ্যমাহিত্যেন শোভনবর্ণোপেতং কটকাভাকারসৌকর্য্যেণ পেশলং হিরণ্যং বিভ্রতী যোষেবেমা আপ আজ্যাবিন্দু-
যুক্তা নেত্রপ্রিয়া ভবন্তি । মন্ত্রগতচ্ছন্দঃপ্রভৃত্যহুসঙ্কেয়তয়া বিধন্তে—“আপো বৈ সর্বা দেবতাঃ ।
এষা হি বিশেষাং দেবানাং তনুঃ । যদাজ্যং । তত্রোভয়োঽশ্মীমাংসা । জামি স্থাং । যদযজুর্ষাহজ্যং
যজুর্ষাহপ উৎপুনীয়াং । ছন্দসাহপ উৎপুনাত্যজামিহ্মায় । অথো মিথুনহ্মায় । সাবিত্রিযচ্চা ।
সবিতৃপ্রস্তুতং মে কশ্মাসদिति । সবিতৃ প্রহৃতমেবাস্য কশ্ম ভবতি । পচ্ছো গায়ত্রিয়া ত্রিঃ
বমৃদ্ধহ্মায় । অস্তিরেবোধবীঃ সরয়তি । ওষধীভিঃ পশূন্ । পশুভির্গজমানং” (ব্রা० কা० ৩
প্র० ৩ অ० ৪) ইতি । উদকরূপেণ বীর্ঘেণ দেবতাশরীরমুৎপত্ততে । আহতিরূপেণাহজ্যেন
তৎপোষ্যতে । তস্মাদাজ্যাদকয়োঃ সর্বদেবতারূপেণ সমে সতি কিমেতত্ত্বয়ং যজুর্ষেবাৎ-
পুনীয়াহুতাপ স্তুচেতি মীমাংসায়ামালম্বনবিবারণার্থমুচেতি যুক্তং । ঋগ্‌যজুর্ভ্যাং মিথুনহ্মমপি সম্পত্ততে ।
ত্রিবারমুৎপূতাস্বপ্‌স্বাদরাতিশয়াভাভিরক্তিঃ ক্রমেণৌষধীপশুযজমানাঃ সমৃদ্ধা ভবন্তি ॥

১৩-১৪ । “শুক্রেং অ শুক্রায়াং ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যা যজুষেযজুষে গৃহ্মামি জ্যোতিষ্মা
জ্যোতিষ্মার্চিষ্মার্চিষি ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্মামি ॥”—কল্পঃ—“আদন্তে দক্ষিণেন
ক্ৰবঃ সব্যেন জুহুং বেদে প্রতিষ্ঠাপ্য তস্তাং গৃহ্মীতে শুক্রেং অ শুক্রায়াং ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো
যজুষেযজুষে গৃহ্মামীত্যেতে । যজুর্ষা চতুর্গৃহীতং গৃহ্মীত্বা সংমুখোৎপ্রযচ্ছতি । অথোপভূতি
গৃহ্মীতে জ্যোতিষ্মা জ্যোতির্মা ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যা যজুষেযজুষে গৃহ্মামীত্যেতেন যজুর্ষাহুগৃহীতং
গৃহ্মীত্বা ভূয়সো গ্রহান্ গৃহ্মানঃ কনীয় আজ্যং গৃহ্মীতে, তথৈব সংমুখোৎপ্রযচ্ছতি । অথ
ক্ৰবায়াং গৃহ্মীতেহর্চিষ্মার্চিষি । ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্মামীত্যেতেন যজুর্ষা চতুর্গৃহীতং
গৃহ্মীত্বা ভূতিপূর্ঘ্য তথৈব সংমুখোৎপ্রযচ্ছতি” ইতি ।

‘অত্র মধ্যমমন্ত্রে ধাম্নেধাম্নে ইত্যাদিকনমুযজ্যতে । হে আজ্য দীপ্তং ষাং দীপ্তায়াং তত্তন্মন্ত্র-
পূর্লকগ্রহণায় তত্তদ্ধোমস্থানায় পর্য্যাপ্তং গৃহ্মীতি । এবমিতরয়োৰ্যোজ্যং । ত্রিষীপ মন্ত্রেষু
ধাম্নযজুঃশব্দয়োর্বীপায়াস্তাংপর্য্যাহ—“শুক্রেং অ শুক্রায়াং জ্যোতিষ্মা জ্যোতিষ্মার্চিষীত্যাহ
সর্বহ্মায় । পর্য্যাপ্তা অনন্তরায়” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৪) ইতি । আহতিবাহল্যং
সর্বহ্মং । একৈকস্তামাহতাবাজ্যবাহল্যং পর্য্যাপ্তিঃ । আহতেঃ কস্তা অপ্যালোপোহনস্তরায়ঃ ।
যদেতদাজ্যবেক্ষণং পূর্লমুক্তং তত্র বিশেষং বক্তুং তৎ প্রস্তোতি—“দেবাহ্মরাঃ সংযজ্ঞা আসন্ । স
এতমিহ্ন আজ্যস্তাবকাশমপশ্যৎ । তেনাবৈক্ষত । ততো দেবা অভবন্ । পরাহ্ন্মরাঃ । য
এবং বিদ্বানাজ্যমবেক্ষতে । ভবত্যাহ্মনা । পরাহ্ন্ম ভ্রাতৃব্যো ভবতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩
অ० ৫) ইতি । অবকাশঃ প্রকাশকো মন্ত্রঃ । স চাগ্নেজিহ্বাহীনীতাদিকঃ । অভিধারণ-
রূপত্বকথনোবৈক্ষণং প্রশংসতি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি । যদাজ্যোনাশানি হবী৭শ্চাভিধারণতি ।
অথ কেনাহজ্যমিতি । সত্যেনেতি ক্রয়াং । চক্ষুর্লৈ সত্যম্ । সত্যেনৈবৈনদভিধারণতি”
(ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৫) ইতি । বক্তুর্লিপ্রলম্বসম্ভবাচ্ছতোর্থঃ কদাচিষ্যভিচারতাপি
দৃষ্টম্ ন তথেনি । চক্ষুঃ সত্যং শুক্লিরজতরজ্জুসর্পব্যভিচারস্ত কাচকামলাদিদোষপ্রযুক্তঃ । অবৈক্ষণে
নিমীলনরূপং বিশেষং বিধন্তে—“ঈশ্বরো বা এষোহন্ধো ভবিতোঃ । যশ্চক্ষুর্ষাহজ্যমবেক্ষতে ।
নিমীল্যাবেক্ষতে । দাধারাহ্ন্মনচক্ষুঃ । অভ্যাজং ধারয়তি” (ব্রা० কা ৩ প্র० ৩ অ० ৫) ইতি

আজ্যস্তাহ দিত্যমণ্ডলবভেক্ষস্বিত্যমৈরন্তর্যাবীক্ষণেনাক্ষো ভবিতুং প্রভূর্ভবতি । তত্র নিমীলনেন স্বাস্থ্যপ্রবিষ্টাচক্ষুষো ধারণাদক্ষো ন ভবতি । বীক্ষণেনাহজ্যমভিধারয়তি । বিধত্তে—“আজ্যং গৃহ্নাতি । ছন্দাৎসি বা আজ্যং । ছন্দাৎস্বৈব প্রীণাতি” (ত্রাং কাণ্ড ৩ প্রাণ ৩ অং ৫) ইতি । আজ্যস্ত যজ্ঞসাধনত্বেন ছন্দঃসাদৃশ্যং । অগ্নিশেষেণোহবৃত্তিবিশেষং বিধত্তে—“চতুর্জুহ্বাং গৃহ্নাতি । চতুশ্পাদঃ পশবঃ । পশূনৈবাবকক্ষে । অষ্টাবৃপভূতি । অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী । গায়ত্রঃ প্রাণঃ । প্রাণমেব পশুশু দধাতি । চতুর্ধ্বায়াং । চতুশ্পাদঃ পশবঃ । পশুধেবোপরিষ্ঠাৎ প্রতিতিষ্ঠতি” (ত্রাং কাণ্ড ৩ প্রাণ ৩ অং ৫) ইতি । গায়ত্র্যা রক্ষিতত্বাৎ প্রাণো গায়ত্রঃ । তথা বাজসনৈয়িনঃ সমামনস্তি—“প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাৎ-স্তত্রে তদযদগয়াৎ-স্তত্রে তস্মাদগায়ত্রী নাম” ইতি । স্বাধীনত্বেনাবকক্ষেষু পশুশু পশ্চাৎপ্রয়োগেণ প্রতিতিষ্ঠতীতি । গ্রাহ্যত্বাহজ্যস্ত অগ্নিশেষেণোন্ন্যাবিকপরিমাণং বিধত্তে—“যজমানদেবত্যা বৈ জুহুঃ । ভাহুবাদেবত্যা পতং । চতুর্জুহ্বাং গৃহ্নন্ভূয়ো গৃহ্নীয়াং । অষ্টাবৃপভূতি গৃহ্ননকনীয়ঃ । যজমানায়ৈব ভাহুব্যমপস্বিত্বং কবোতি” (ত্রাং কাণ্ড ৩ প্রাণ ৩ অং ৫) ইতি । উপ সমীপে ভূতাত্মেনাস্তি তিষ্ঠতীতুাপস্বিত্বং । সংখ্যাং পুশ্বঃ প্রকারান্তরেণ ত্যোতি—‘গৌর্নৈ ক্ষচঃ । চতুর্জুহ্বাং গৃহ্নাতি । তস্মাচ্চতুশ্পদী । অষ্টাবৃপভূতি । তস্মাদষ্টাশকা । চতুর্ধ্বায়াং । তস্মাচ্চতুস্তনা । গামেব তৎসৎ-স্বরোতি । সাহস্মৈ সৎ-স্বতৈবমূর্জং তুহে’ (ত্রাং কাণ্ড ৩ প্রাণ অং ৮) ইতি । অভিন্নতদোহনাৎ ক্ষচাং গোকপত্বং সংখ্যা তদবয়বসাম্যং চ । ততঃ ক্ষচামাজ্য-পুষ্ঠিকপো যঃ সংস্কারস্তেন গামেব সংস্করোতি । সা চ গোঃ পয়োক্ষপন্নমাজ্যরূপং রসং চ তুহে । গৃহীতস্তাহজ্যস্ত যথোচিতনাভ্যাপ্তদ্বং দর্শয়তি—“যজুহ্বাং গৃহ্নাতি । প্রবাজেভ্যস্তং । যজুপভূতি । প্রযাজান্বাজেভ্যস্তং । সর্কস্মৈ বা এতদ্বজ্রায় গৃহ্নতে । বদধ্বায়ামাজ্যং” (ত্রাং কাণ্ড ৩ প্রাণ অং ৫) ইতি । পঞ্চম প্রযাজেষু ত্রয়ং জোহবাজ্ঞান নিষ্পাদং দ্বয়ং যৌপভূতাদেন, শিষ্টেন ঋনমাজ্যঃ । যত্র দ্রব্যাপেক্ষা তত্র সর্কত্র প্রোবৎ ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

‘প্রত্যা ক্ষচস্তপেদয়েনুষ্ঠেক্ষবৎ পুনস্তপেৎ । গোষ্ঠং বাচং তথা চক্ষুঃ প্রজাং মাষ্ট্রী ক্রমাৎ-ক্ষচঃ ॥ ১ ॥ জুহুপভূদধ্বা আশা পত্নীং যোজ্ঞেণ নহতি । স্ত্রেতেতি পত্ন্যুপবিশেদিমং কালো বিমোচনং ॥ ২ ॥ সনা পত্নী পূর্বপাত্রং জপেদথ মহীদ্বয়াৎ । যতং নিকপ্য বিক্ষেত তেজোহবিশ্রিতা পশ্চিমে ॥ ৩ ॥ অগ্নৌ তেজো হরেদগ্নিঃ পূর্বাগ্নাবধিসংশ্রয়েৎ । অগ্নেঃ ক্ষ্যবজ্ঞানি ক্ষিপ্ত্বা শুজ্যোতে ত্রিভিরাজ্যকং ॥ ৪ ॥ উৎপূয় দেবো জলমুৎপুনাত্যাজ্যপবিত্রতঃ । শুজ্যোর্জিহ্বি ভিরাজ্যস্ত গ্রাহো জুহ্বাদিকে ত্রয়ে ॥ দশমে বহুবাকেহস্মিৎপ্রয়োবিংশতিরীশ্রিতাঃ ॥ ৫ ॥ ইতি ।

অথ নীমাংসা ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং—“সংমাষ্ট্রী ক্ষচ ইত্যত্র কিং প্রদানার্থকর্গতা গুণকর্ম স্বত্বং বা দৃষ্টাভাবেহবধাতবং ॥ গুণত্বং ন হি সংভাব্যং প্রধাতুং তু ওদাজ্যং । অদৃষ্টকল্পনেনাপি গুণত্বং স্থাবিতীয়ম্” ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসয়োজুহ্বাদীনাং দর্ভেঃ সংমার্জনমাম্নায়তে—ক্ষচ সংমাষ্ট্রীতি । তত্র সংমার্জনং প্রধানকর্ম । কুতো গুণকর্মলক্ষণরহিতত্বাৎ প্রধানকর্মলক্ষণযুক্তত্বাচ্চ

তথা হি—অবধাতেন ব্রীহীণাং তুষবিমোকো দৃষ্টঃ সংস্কারঃ । তথা সংমার্জনেন জুহ্বাদিষু কল্পিতশিষ্যং ন পশ্যামঃ । অতোহবধাতবদগুণকৰ্ম্মস্বং নাস্তি । যৈস্ত দ্রব্যং চিকীৰ্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়েতেতি গুণকৰ্ম্মলক্ষণস্থাভাবাৎ । প্রযাজাদিবদদৃষ্টার্থত্বেন প্রধানকৰ্ম্মত্বমস্তু । যৈস্ত দ্রব্যং ন চিকীৰ্ষ্যতে তানি প্রধানভূতানীত্যেতত্ত্ব প্রধানকৰ্ম্মলক্ষণস্ত সদ্ধাবাদিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অচ ইতি দ্বিতীয়া কৰ্ম্মকারকে বিহিতা । কৰ্ম্মস্বং চেপ্সিততমত্বে সতি ভবতি । “কৰ্ত্তৃগীপ্সিততমং কৰ্ম্ম” (পা০ ১-৪-৪৯) ইতি কৰ্ম্মসংজ্ঞাবিধানাং ক্রতুসাধনত্বেন চ অচাং যুক্তনীপ্সিততমত্বং । অতঃ প্রধানভূতাঃ অচাঃ । তথা সতি সংমার্জনক্রিয়ায়া গুণকৰ্ম্মস্বমবধাতবদ্বিয্যতি । যদি অক্ষু দৃষ্টার্থো ন স্তাত্ত্ব্যপূৰ্ণং কল্পনীয়ং ।

দ্বাদশাধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং—“পত্নীসংনহনং কাৰ্য্যং চোদকাদিতি চেম তৎ । বন্ধবাসো-
ধারণ্যোৰ্যোক্ত বন্ধনসিদ্ধিতঃ” ইতি ॥ দর্শপূর্ণাসবিকারেষু সৌমিকেষু প্রায়গীয়াদিষু চোদকাদি-
দেশাং পত্নীসংনহনং কাৰ্য্যমিতি চেমৈবং । প্রসঙ্গসিদ্ধত্বাৎ । যদদৃষ্টায় বন্ধো যদি বা
বাসোবাবণং দৃষ্টং প্রয়োজনমভ্যপাৰ্হপি সৌমিকেন মোক্তুবন্ধেনৈব তৎ সিধ্যতি । যোক্তেণ
পত্নীও সংনহতীতি হি সোমে বিদীয়তে । তস্মাদৈষ্টিকং পত্নীসংনহনং পৃথগ্ন কাৰ্য্যং ।

নবমাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতং—“পত্নীমিতি দ্বিপত্ন্যাদাবৃহৎ নো বোহতেহর্থতঃ ।
নোপদেশস্ত সামাত্যাদিতদেশাপ্রবৃতিতঃ” ইতি । দর্শপূর্ণাসয়োর্ম্ম আশ্রায়তে—পত্নীও
সংনহতি । তত্রৈকপত্নীকস্ত যজমানস্ত প্রয়োগে সমবেতার্থ একবচনান্তঃ পত্নীশব্দঃ । স চ
দ্বিপত্নীকস্ত বহুপত্নীকস্ত চ প্রয়োগেহর্থবশাদ্ভনীয় ইতি চেমৈবং । কিমুপদেশপ্রাপ্তস্তো-
হোহতিদেশপ্রাপ্তস্ত বা । নাহত্বঃ । উপদেশস্ত সৰ্ব্বপ্রয়োগসাধারণত্বাৎ । যথেকপত্নীক-
প্রয়োগার্গমেবায়ং নয়োপদেশঃ স্তাত্ত্বদানীমেকবচনং বিবক্ষ্যেত । ন ত্বেনস্তু । অতথা
দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োর্ম্ম এন নোপদিগ্ধেত । তত্র কৃত উহানুচিন্ত্যাবকাশঃ । সাধারণোপ-
দেশে সৰ্ব্বপ্রয়োগসমবেতার্থতয়া পত্নীমিতি পদে প্রাতিপদিকং কৰ্ম্মকারকবিশিষ্ট্যেচ্যুভয়মেব
বিবক্ষিতং । একবচনং স্বদৃষ্টার্থতয়া সৰ্ব্বপ্রয়োগেষু যথাবস্থিতমেব পঠনীয়ং । নাপ্যতিদেশ-
প্রাপ্তস্তোহ ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ । দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োৰবিকৃতিত্বেনাতিদেশাযোগাৎ ।
তস্মাদত্র নাস্তুহঃ । তত্রৈবাত্তচিস্তিতং—“উহো নো বৈষ বিকৃতাবৃহোহপাঠেন পাশবং ।
নাদৃষ্টচ্ছান্দসত্বাভাং পাশে ছান্দসতা ন হি” ইতি ॥ এষ একবচনান্তঃ পত্নীমন্তো বিকৃতৌ
দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োৰর্থানুসারেণোহনীয়ঃ । কৃতঃ । পাঠাভাবাৎ । প্রকৃতাবর্থানুসারেণ
প্রাপ্তোপ্যাহঃ সৰ্ব্বপ্রয়োগসাধারণেন মন্তপাঠেন বাধিতঃ । বিকৃতৌ তু বাধকস্ত পাঠস্থা-
ভাবেনাস্যদায়ত্তে প্রয়োগেহর্থানুসারেণোহো যুক্তঃ । অত এব পূৰ্ব্বত্র দ্বিপণ্ডিত্যায়ং বিকৃতা-
বদিতঃ পাশং প্রমুমোক্ত্যুদিতঃ পাশান্ প্রমুমোক্ত্যুত্যেকবচনান্তো বহুবচনান্তচ পাশমন্ত
উহিত ইতি চেমৈবং । পত্নীমিত্যেকবচনস্তাবিবক্ষিতত্বেন প্রকৃতাবদৃষ্টার্থতয়া যথাবস্থিতপাঠে
সতি বিকৃতাবপ্যদৃষ্টার্থং যথাবস্থিতস্তেব পঠিতব্যত্বাৎ । অথোচ্যেত প্রকৃতৌ ছান্দসত্বেনৈক-
বচনমেব ব্যত্যয়েন দ্বিবহুত্বয়োৰর্থয়োৰ্গত ইতি । এবং তর্হি বিকৃতাবপ্যহমন্তরেণৈব
দ্বিবহুত্ববাচিস্মা ভূদুহঃ । ন চৈবং পাশেহপ্যাহো মা ভূদিতি শঙ্কনীয়ং । প্রকৃতাবেক-
বচনবহুবচনয়োৰেকস্মিন্বেব পাশে বৈদিকপ্রয়োগদর্শনাদ্বিত্বে তু তদভাবাৎ । তস্মাৎ

পাশস্ত্রাহো বিকৃতাবস্তি ন তু পত্নীশদন্ত । যথপ্যগ্নিন্নমুবাণ্ডে পত্নীং সংনহেত্যয়ং প্রৈষমজ্ঞো
নাহ্ম্নাতস্তথাহপি পূৰ্ণানুবাণ্ডাক্ষেপে তদান্মানাদিহ পত্নীসংনহনপ্রসঙ্গেন বিচারদ্বয়ং দর্শিতং ।

চতুৰ্থাধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং—“জুহপত্নীবাস্বাজ্যং সৰ্কার্থং বা ব্যবস্থিতং ।
সৰ্কার্থমবিশেষাৎ স্ত্রীং প্রযাজ্যার্থং হি জৌহবং ॥ প্রযাজানুযাজহেতুঃ স্ত্রীদোষভূতমাজ্যকং ।
জৌহবমস্ত্রীমিত্যেবা ব্যবস্থা বচনৈশ্চৈতৎ” ইতি ॥ চতুর্জুহ্বাং গৃহীত্যাষ্টাবুপভূতি চতুর্জবাস্বা-
মিত্যেব গৃহণবাক্যে এতদর্থমিতি বিশেষনিয়ামকস্ত্রীশ্রবণাৎ পাত্রত্ৰয়গতমাজ্যং সৰ্কার্থমিতি
চৈশ্চৈবং । যজুহ্বাং গৃহীতি প্রযাজ্যেভ্যস্তদিত্যাদিবাক্যব্যবস্থাবগমাৎ । তত্রৈবাস্ত্রীচিস্তিতং—
“অষ্টাবুপভূতীত্যত্র কিমষ্টেকগ্রাহে বিধিঃ । চতুর্দ্বয়ং গ্রাহে বাহুঃ স্ত্রীদোষভূতমাজ্যকং ॥
চতুর্গৃহীতং হোমাস্তং ফলবত্ত্বান বাধ্যতে । চতুর্দ্বয়ং লক্ষ্যতেহতঃ সহানীত্যর্থমষ্টতা” ইতি ॥
গ্রহণবাক্যে চতুর্জুহ্বাং গৃহীতীত্যত্র যথা চতুঃসংখ্যাবিশিষ্টমেকহবিগ্রহণং বিবক্ষিতং তথৈ-
বাষ্টাবুপভূতীত্যত্রাপাষ্টসংখ্যাবিশিষ্টমেক হবিগ্রহণং বিধাতব্যং । তথা সত্যষ্টত্বশ্চৈতদ্ব্যবস্থাতাৎ ।
অষ্টসংখ্যাবয়বভূতয়োঃচতুঃসংখ্যায়োর্কির্দানে সত্যষ্টশব্দস্তাবয়বলক্ষণা প্রসজ্যোতেতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—
প্রসজ্যতাং নাম লক্ষণা । মুখ্যার্থবীকায়ে হোমবাক্যবিরোধাপত্তেঃ । চতুর্গৃহীতং জুহোতীতা-
নারভ্য ঞ্চতং বাক্যং হোমমাত্রোদ্দেশেন চতুর্গৃহীতং বিদধাতি । যথ্যেতৎসৰ্কার্থমহোমবিষয়তয়া
সামান্তরূপমোপভূতং তু প্রযাজানুযাজবিষয়তয়া বিশেষকপং যথাহপি হোমস্ত ফলবত্ত্বেন
প্রদাতাদ্গ্রহণস্ত হোমার্থত্বেনোপসঙ্গনদ্বয়ং প্রধানানুসারেণ চতুর্গৃহীতমেব যুক্তং ন তুপসঙ্গ-
নানুসারেণাষ্টগৃহীতং । তস্মাদুপভূতি চতুর্গৃহীতদ্বয়ং বিধীয়তে । তত্রৈকং চতুর্গৃহীতং
হবিশ্চতুর্থপঞ্চমপ্রযাজ্যর্গনপং অনুযাজ্যার্থং । নদেবং সতি চতুর্গৃহীতশ্চৈব হবিষ্টাচ্চতুর্গৃহী-
তীতোব বিধাতব্যং ন অষ্টাবুপভূতীতি বিধিগৃহীত ইতি চৈশ্চৈবং । তথা সত্যানুযাজ্যার্থং
দ্বিতীয়ং চতুর্গৃহীতং ন সিদ্ধেৎ । অথ তদপি বাক্যান্তরেণ বিধীয়তে তদানীমুপভূতঃ
প্রথমেন চতুর্গৃহীতেনাবক্কদ্বাদ্বিতীয়শ্চৈব পাত্রাস্তবদ্বিষ্যেত । যথ্যুপভূতি চতুর্গৃহীতং বিধীয়তে
তদা চতুর্গৃহীতদ্বয়স্ত পৃথগেবানুষ্ঠানাদুপভূত্যেকপ্রবন্ধেনাহনয়নং ন সিধ্যৎ । অত উভয়স্ত
সহোপভূত্যানয়নার্থমষ্টাবুপভূতীত্যাচ্যতে । তস্মাৎ সাহিত্যার্থমষ্টপদপ্রয়োগেহপি হবিঃসিদ্ধয়ে ধৈ
চতুর্গৃহীতে অত্র বিধীয়তে ॥

অথ ব্যাকরণং ।

প্রত্যুষ্ঠমিত্যাदिषু স্বরা গতাঃ । বাজিনমিত্যত্র প্রত্যয়স্বর । সপত্নান্ সহত ইতি সপত্নসাহ
ইত্যত্রাপি প্রত্যয়াস্ত্বাৎ প্রত্যয়স্বরঃ । সপত্নসাহীমিত্যত্রোদান্নিবিভূতিস্বরেণ ভীপ উদাত্তং ।
আশাসানেত্যত্র শানচশ্চিৎস্বাদন্তোদাত্তে প্রাপ্তে লসার্কপাতুকান্নদাত্তে পাতুস্বরণেণ সমাসে
ক্লৎস্বরঃ । সৌভাগ্যশব্দস্ত য্যঞ্প্রত্যয়াস্ত্বাৎ ঞ্চৎস্বরঃ । ব্রতমল্লগতাহল্লভূতেত্যত্রাব্যয়পূৰ্ণ-
পদপ্রকৃতিস্বরঃ । অকৃত্যেত্যত্র ‘গতিরনন্তরঃ’ (পা০ ৬-২-৪৯) ইতি গতিস্বরশ্চৈব প্রাপ্তে
তদপবাদঃ—“স্বপমানাং ক্তঃ” (পা০ ৬-২১৪৫) অ ইত্যেতস্মাদুপমানাং পরং ক্তাস্তমন্তর-
পদমন্তোদাত্তং ভবতি । অপ্রজস ইত্যত্রাসিচ্প্রত্যয়াস্ত্বাৎ চিৎস্বরেণ সমাসে ক্লৎস্বরঃ শোভনঃ
পতিষ্ঠাসাং তাঃ স্বপন্নীরিত্যত্র ‘নঞসুভাঃ’ (পা০ ৬২১১২) ইত্যন্তরপদান্তোদাত্তাপবাদঃ—
‘আছাদাত্তং দ্যচ্ছন্দসি’ (পা০ ৬২১১১) আছাদাত্তং দ্যচ্চৎ যচ্ছন্তরপদং তদ্বছত্রীহৌ

সমাসে সৌরস্বরমাহাদান্তঃ ভবতি । সূক্তে ইত্যত্রাপি তদ্বৎ । মহীনামিত্যত্র ‘ড্যা’ছন্দসি
বহুলং’ (পা० ৬।১।১৭৮) ঙ্যস্তাচ্ছন্দসি বিষয়ে নামুদান্তো ভবতি । ধাম্বেধাম ইত্যত্র “অমুদান্তঃ
চ” (পা० ৮।১।৩) ইত্যাম্বেড়িতমমুদান্তঃ । জ্যোতিরিত্যত্রেমুন্যুপ্রত্যয়ান্তত্বান্নিস্বরঃ ।

ইতি ত্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতো মাধবায়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে দশমোহনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-তালোচনা ।

—: * :—

দশম অনুবাকের এই মন্ত্র-সমূহ বেদীতে প্রতিষ্ঠাপনার্থ আজ্যাদি হবিঃ-গ্রহণ-মূলক । ভাস্মানু-
ক্রমগিকায় প্রকাশ,—নবম অনুবাকের মন্ত্রসমূহের দ্বারা বেদি নির্মিত হইলে, যজ্ঞের নিমিত্ত
আজ্যাদি হবিঃ দশম অনুবাকের মন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করিতে হয় ।

তদনুসারে প্রথম মন্ত্র স্ককের সম্বোধনে বিনিযুক্ত । যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞায়িতো যত প্রক্ষেপণ
জ্ঞা খদিরাদি কাষ্ঠ-নির্মিত পাত্রবিশেষ—‘স্কক’ নামে অভিহিত হয় । সাধাবণতঃ ‘স্কক্’ বলিতে
কাষ্ঠনির্মিত ‘হাতা’ বুঝা যাইতে পারে । ‘প্রভূঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই স্কককে প্রক্ষালিত
করিয়া, ‘অগ্নে’ প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হয় । দুই বার স্কক উত্তপ্ত করিবার
বিধি,—সম্বার্জনের প্রথমে একবার এবং পরে একবার স্কক উত্তপ্ত করিতে হইবে । এ মতে মন্ত্রের
অর্থ হয়,—‘এই স্ককের তাপে শত্রু দগ্ধ বা বাধা দূর হউক—সকল শত্রু পুড়িয়া মরুক । শত্রু
সকল প্রত্যেকে বিশেষরূপে সন্তপ্ত হউক, অস্রাতি-সকল নিঃশেষে দগ্ধ হউক । হে স্কক
অতিতীক্ষ্ণ অগ্নির দ্বারা তোমাকে নিঃশেষে উত্তপ্ত করি ।’ তার পর দ্বিতীয় মন্ত্রের এক একটা
অংশে স্কক-সমূহকে এক এক বার মার্জ্জন করিতে হয় । ‘গোষ্ঠং’ প্রভৃতি মন্ত্রাংশ উচ্চারণে
প্রথম বার, ‘বাচং প্রাণং’ প্রভৃতি মন্ত্রে জুহু গ্রহণান্তর দ্বিতীয় বার মার্জ্জন, ‘চক্ষুঃ শ্রোত্রং’
প্রভৃতি মন্ত্রে অপভূত ধারণে তৃতীয় বার মার্জ্জন এবং তার পর ‘প্রজাং যোনিং’ প্রভৃতি মন্ত্রাংশ
উচ্চারণে ‘জ্বা’ অর্থাৎ স্ককের উর্দ্ধ ও অধোভাগ মার্জ্জন করিতে হয় । এইরূপে মন্ত্রের অর্থ
হয়,—‘হে স্কক, গোস্থান বিনষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়ে অন্নবস্ত্র এবং শত্রুগণের অভিভবিতা
তোমাকে সম্যকপ্রকারে পরিগুদ্ধ করিতেছি । বাক্শক্তি, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রজা, যোনি
প্রভৃতি যেন নষ্ট না হয়, এইজন্ত অন্নবস্ত্র এবং শত্রুনাশক তোমাকে পুনরায় সম্যকপ্রকারে
পরিগুদ্ধ করিতেছি ।’

তৃতীয় মন্ত্র যে কার্য্যে যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি । বেদির
পার্শ্বে গার্হপত্যগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই অগ্নির দক্ষিণ দিকে যজ্ঞমান আপনার পত্নীকে
উপবেশন করাইবেন । তার পর তাহার দুই হস্তে যজ্ঞের যোক্ত্র (ফাঁস বা অঙ্গুরীয়ক) পরাইয়া
দিতে হইবে । সেই যোক্ত্র-বন্ধন-কালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘যে
পত্নী অগ্নির অনুসারিণী হইয়া স্তন্যমাসাদি কামনাপরায়ণ হয়, শোভনকর্মে তাহার স্নানসাধন

জ্ঞাত্ব যোক্তে দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতেছি ।’ তার পর পতি পত্নী উভয়ে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া অগ্নিকে বলিবেন,—‘হে অগ্নি! আমরা তোমার নিকট উপবিষ্ট হইতেছি। আমরা শোভন প্রজাবন্ত এবং শোভন পতি সমন্বিত এবং অপরের অতিরিক্ত। আর আপনি কিরূপ?—বৈরিবিনাশক এবং অপরায়েয়।’ পত্নীকে উপানবিষ্ট করাইবার তাৎপর্য এই যে,—পতি পত্নী উভয়ে একত্র বসিয়া, পতিকে যজ্ঞকার্য্য করিতে হয়। পত্নীর যজ্ঞকর্মে অধিকার নাই। একত্র উপবেশনে অল্পঠান পতি-পত্নী উভয়েরই কৃত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। পত্নীর কর্তব্য—অঞ্জলি দ্বারা পূর্ণপাত্র আনয়ন। পত্নীর দ্বারা এই ভাবে উন অংশ পরিপূর্ণ হয়। সেই ৭৩ যজ্ঞাগারে পতি-পত্নী-মিলনের প্রয়োজন হুত্র-গ্রন্থাদিতে বিস্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্র যোক্ত-বিমোচনে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যকার বলেন,—সপ্তম অল্পবাকে কপালোপধান-প্রদক্ষে কপাল-মোচনের স্থান, এই মন্ত্রে যোক্ত-বিমোচনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বমধ্যে পত্নীকে বেদির সমীপে আনয়ন করিয়া, আহবনীয় অগ্নির পাশ্বে উপবেশন করাইয়া, তাহা উত্তর হস্তের অঙ্গুলীতে মুজ্জ্বল যোক্ত বন্ধন করা হইয়াছিল; এই মন্ত্রে সেই যোক্ত বিমুক্ত করিবার বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘শোভনপ্রজ্ঞ সবিতা দেবতা এই যোক্ত-রূপ যে বরণ-পাশ বন্ধন করিয়াছিলেন, এতদ্বারা সেই পাশ মোচন করিতেছি। তাহাতে বন্ধবানিতে অস্থিত কন্দের ফলভূত লোকে পতির সহিত পত্নী স্নগ্ধে বাস করিতে পারিবে।’ যোক্ত-বিমোচন ‘স্বকালে’ কর্তব্য। ‘স্বকাল’ বলিতে পিঠলেপফলীকরণ হোমের পরবর্তী এবং প্রায়শ্চিত্ত হোমের পূর্ববর্তী—এই মধ্যকাল বা সন্ধিকালকে বুঝাইয়া থাকে। এই সময় যোক্ত বন্ধ হস্তদ্বয়ে অঞ্জলির দ্বারা পূর্ণপাত্র আনয়ন করিয়া, পঞ্চম মন্ত্র পাঠের বিধি হুত্রগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ,—‘হে অগ্নি! আমি যেন আয়ু লাভ করি, পাত্তিব্রতালক্ষণ-রূপ শক্তি লাভ করি। আর এতদ্বারা পুনঃপুনঃ এই পতির পত্নী হইয়া যেন স্নগ্ধে বাস করিতে পারি। কদাচ যেন আমাদের বিয়োগ সাধন না হয়। আমরা দেহে জীবাত্মা যেন চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে।’ ষষ্ঠ মন্ত্র আজ্যের সম্বোধন আছে। এই মন্ত্রটি আজ্য-স্থাপনমূলক। পবিত্রের অন্তর্নিহিত আজ্যকে এই মন্ত্রোচ্চারণে পাত্র স্থাপন করিবে। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘মহীনাং’ পদ গবাদিকে লক্ষ্য করে। মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে আজ্য! তুমি গোহৃদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি ওষধিসমূহের রসস্বরূপ হও। ক্ষয়রহিত তোমার স্বরূপকে দেবযজ্ঞের নিমিত্ত পাত্র স্থাপন করিতেছি।’ এই মন্ত্রের সহিত একটা উপাখ্যানও বিজড়িত দেখি। সে উপাখ্যানটি এই,—যজ্ঞ এবং সৃষ্টি সাধন অভিপ্রায়ে এক সময়ে প্রজাপতি স্বয়ং সত্যসন্ধ হইয়া যুত ও মধুরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধুবীজে প্রজার উৎপত্তি হয়। মধু হইতে নানা বীজ উৎপাদিত হয় বলিয়া, মধু সারহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু আজ্যের সারভাগ বর্তমান থাকে। সেইজন্ত মধুর পরিবর্তে সারসমন্বিত আজ্যের বা যুতের দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়।’ সপ্তম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আজ্যকে সম্বোধন-পূর্বক বজ্রমান-পত্নী সেই আজ্য দর্শন করিবেন। মন্ত্রের অর্থ—‘হে আজ্য! গো-হৃদ্ধ হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। তুমি ওষধিসমূহের রস হও। সূপ্রজা-কামনায় তোমাকে আমি স্রীতির নেত্রে দর্শন করিতেছি।’

অষ্টম মন্ত্রে সমিধ-ধারণ । সমিধকে ঘূতে সিক্ত করিয়া এই মন্ত্র পাঠের বিধি । মন্ত্রের অর্থ—‘হে আজ্য ! তুমি তেজোরূপ হও । অতএব তুমি তেজোরূপ এই আহবনীয়ে অম্লঃপ্রবিষ্ট হও । এই আহবনীয় অগ্নি যেন তোমার তেজকে বিনষ্ট না করে ।’ নবম মন্ত্রও আজ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে । মন্ত্রের প্রয়োগ-পদ্ধতি এইরূপ,—আহবনীয়ে স্থিত আজ্যকে উদক দেশে অর্থাৎ উত্তর দিকে অনিয়ন জন্ত ক্ষায়ের দ্বারা আজ্য মধ্যে রেখা অঙ্কন করিয়া সেই আজ্যকে নাড়িতে নাড়িতে এই মন্ত্রোচ্চারণের বিধি । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে আজ্য ! তুমি জ্বালাকপ জিহবার উৎপাদন কর বলিয়া, অগ্নির জিহ্বা-স্বরূপ হও । অতএব তুমি দেবগণের স্মৃৎ-হেতু-ভূত হইয়া থাক । ঈদৃশ তুমি সেই সেই আহুতিতে স্থিত সেই সেই মন্ত্রপূর্বক গ্রহণ জন্ত পর্যাপ্ত হও ।’ নবম মন্ত্রও আজ্য সম্বোধনে বিনিয়ুক্ত । আজ্যের উদগ্ভাগ পবিত্রের দ্বারা পুনরায় সঞ্চালন করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । আজ্যের পবিত্রতা-সাধন জন্ত এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে । মন্ত্রের অর্থ,—‘হে আজ্য ! তুমি দীপ্তিমন্ত, জ্যোতিঃ ও তেজঃস্বরূপ হও ।’ পবিত্রের দ্বারা প্রথমে আজ্যের উত্তর ভাগ, তার পর দক্ষিণভাগ, তার পর মধ্য হইতে উক্তদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিতে হয় ।

পঞ্চম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র এবং দশম অনুবাকের দশম মন্ত্র অভিন্ন । সে স্থলে ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কোনই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না । তবে সেখানকার সম্বোধন ছিল—জল ; আর এখানকার সম্বোধন হইয়াছে—আজ্য বা ঘৃত । মূলে পার্থক্য কিছুই নাই । সম্বোধনভেদে, অর্থের মাত্র পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে । এই মন্ত্রের দ্বারা কুশাগ্রে জল ও হবিঃ লইয়া প্রোক্ষণ করিতে হয় । অতঃপর দশম মন্ত্রের বিষয় লক্ষ্য করুন । দক্ষিণ হস্তের দ্বারা স্রক এবং বাম হস্তের দ্বারা জুহু গ্রহণ করিয়া বেদির উপরিভাগে স্থাপন করিতে হয় । তার পর সেইগুলি গ্রহণের সময় এক একটা মন্ত্র উচ্চারণ করিবার নিয়ম । ‘গুরুং ত্বা’ হইতে ‘যজুষে যজুষে গৃহ্নামি’ পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ এই সময় পাঠ করিবার বিধি । তার পর ‘অপভৃতি’ গ্রহণ । সেই সময়ে ‘জ্যোতিষ্মা’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যজুষি যজুষি গৃহ্নামি’ পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ পাঠ করিবে । তার পর এই দ্বিবিধ মন্ত্রের দ্বারা স্রক ও জুহু গ্রহণ করিয়া ‘ঋবা’ গ্রহণ করিতে হয় । সেই ঋবা গ্রহণের সময় ‘অর্চ্চিষ্মা’ হইতে ‘যজুষি যজুষি গৃহ্নামি’ মন্ত্রাংশ পাঠ করিবার বিধি । এই চতুর্ধি সামগ্রী গ্রহণ করিয়া বেদিতে হোম করিবে । প্রয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে আজ্য ! দীপ্তিশালী তোমাকে দীপ্ত মন্ত্র-সমূহের দ্বারা গ্রহণ হেতু তুমি তত্ত্ব-হোম-সম্পাদনে পর্যাপ্ত হও । তুমি গৃহে গৃহে যজ্ঞে যজ্ঞে দেবগণের স্মৃৎ আহ্বানকারী হও ।’ ইত্যাদি । বলতঃ, আজ্য হোমে যে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, আর তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব, ভাষ্যে তাহারই আভাষ পাই ।

এক্ষণে আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় তদ্ব্যবহন করুন । প্রথম মন্ত্র, আমরা মনে ‘করি,’ ইষ্টদেবতাকে বা ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বিনিয়ুক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় অনুবাকের

দ্বিতীয় মন্ত্র শূর্ণের অর্থাৎ কুলাব সন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল। আর এখানে এই মন্ত্র শ্রুত সন্ধে বিনিযুক্ত। সেখানে শূর্ণ বা কুলা উত্তপ্ত হওয়ায় রাক্ষস নিপাতিত হইবে,—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল; আর এখানে, শ্রুত উত্তপ্ত হওয়ায়, শত্রু বা বাধা নিরাকৃত হইবে প্রকাশ পাইল। দ্বিবিধ ক্ষেত্রে দ্বিবিধ ভাবের ত্রোতনা হইল। কিন্তু আমরা মনে করি, উভয়ত্রই মর্মার্থ এক; উভয়ত্রই মন্ত্রের সন্ধ্যো দেবতা এক, উভয়ত্রই প্রার্থনা—অন্তঃশত্রু-নাশের। ভাষ্যের ভাবে প্রকাশ,—মন্ত্রের অন্তর্গত ‘রক্ষঃ’ পদ রাক্ষস জাতিকে নির্দেশ করে। তাহাতে ভাব আসে—রাক্ষসগণ যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। আর তাহাদিগকে দণ্ড করিবার জন্তই প্রার্থনা করা হইত। ‘অরাতি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভাষ্যকার নির্দেশ করেন,—যজ্ঞকর্মে, দক্ষিণায় ও দানাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়াই অরাতি (অর্থাৎ রাতি দান, তাহার প্রতিবন্ধক) নামে অভিহিত হইত। তাহার দণ্ড বা বিনষ্ট হইলে যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন ঘটিবে না,—ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। তাহার ‘প্রত্যাষ্টং’ অর্থাৎ প্রত্যেকে সম্যক্ পরিতপ্ত বা বিদগ্ধ হউক—তাহাদের বংশ নাশ হউক,—প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাবার্থ ভাষ্যানুসরণে এইরূপ পরিকল্পিত হয়। আমরা কিন্তু মন্ত্রদ্বয়ে রাক্ষসজাতির প্রতি অথবা যজ্ঞকারী লোক-বিশেষের প্রতি আদৌ লক্ষ্য দেখিতে পাই না। উহাতে কালাকালেরও কোনও সন্ধন নাই। অতীত, অনাগত, বর্তমান—তিন কাল ধরিয়া যে শত্রু মানুষকে অহর্নিশ উত্তাপ করিতেছে, যে শত্রুর প্রবল প্রতাপে সংকল্পনিবহ অস্থিত হইতে পারিতেছে না; আমরা মনে করি, সেই অন্তঃশত্রুই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল।

বহিঃশত্রুগণ মানুষের কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে! ভগবদাধিনার পথে বিঘ্নদানের শক্তি তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু যে শত্রু সংকল্পবিঘাতক, সে শত্রু তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করিতেছে—তোমার সহিত সে নিত্যকালই বিজ্ঞমান রহিয়াছে! তোমার নিত্যসহচর—কামক্রোধাদি রিপুবর্গ, তোমায় বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবার প্রধান পরামর্শদাতা—লোভমোহমদমাৎসর্য, তোমার পরম শত্রু নহে কি? তাহারাই তো হৃদয়ের শোণিতশোষক! তাহাদের অপেক্ষা রাক্ষসশত্রু আর দ্বিতীয় কল্পনা করা যায় কি? আমরা তাই মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘আমাদিগের অন্তরস্থ সেই পরম শত্রুগণ বিদগ্ধ হউক; তাহার এমনি ভাবে বিদগ্ধ হউক, যেন তাহাদের চিহ্ন পধ্যস্ত অবশিষ্ট না থাকে। সেই শত্রু বিদগ্ধ হইলেই আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।’ সেই শত্রুনাশে যে সুফল লাভ হইবে, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। অন্তরের শত্রুই জ্ঞানকে আবরণ করে,—মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে, চিত্তবৃত্তি বিপর্যস্ত হয়; ফলে মানুষে দেবত্বের স্থানে পশুত্বের চরম অভিনয় হইয়া থাকে। অন্তঃশত্রু-নাশে জ্ঞানের শুভ্রজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে চিত্তবৃত্তি উন্মেষিত হয়, সদস্য বিচার-বুদ্ধি—অন্তর্দৃষ্টি জন্মে। তখনই মানুষ ভগবদনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়। মানুষের জন্মসহজাত জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানোন্মেষের সহায়ক বিবিধ অহুষ্ঠানের সাধনায়, মানুষ পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়।

মানুষ যদি সদ্ভাব-লাভে সত্ত্বাবের সহিত সেই বিবেক বিকাশে প্রবৃত্তপন্ন হয়, তাহার চিন্তাবৃত্তি সেই ভাবেই বিগঠিত হইয়া তাহার পরম মঙ্গলের হেতুভূত হইয়া থাকে। আর যদি সে কুপথাগামী হয়, তাহাতে পশুত্বেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। মন্ত্রের তাই উদ্বোধনা—‘শক্রানাশে সত্ত্বাবের সঞ্চয়ে সজ্জ্ঞান লাভে যেন আমার পরম শ্রেয়ঃ সাধিত হয়।’ অক উত্তপ্ত হইলে যেমন শক্র-বিনাশে ইষ্টসিদ্ধির পরিকল্পনা, চিন্তাবৃত্তি জ্ঞানদ্বারা উদ্ভাসিত হইলে অন্তঃশক্র-বিনাশেও সেইরূপ শ্রেয়োলাভ অর্থাৎ পরমফল প্রাপ্তিরূপ ইষ্ট-লাভের কামনা মন্ত্রে নিহিত বলিয়াই আমরা মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রে আমরা মন বা চিন্তাবৃত্তিকে লক্ষ্য করি। অককে প্রকাশিত পরিগৃহ্য করিয়া পারলৌকিক কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। বরং মনের বা চিন্তাবৃত্তির উৎকর্ষ-সম্পাদনে ভগবানে যত্ন করিতে পারিলে পরম মঙ্গল সাধিত হয়। ‘গোষ্ঠং’ পদে ভাষ্যকার ‘গবাং স্থানং’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে গোচারণ মাঠ বা গোয়াল স্থচিত হইতে পারে। মন্ত্রে বুঝা যায়—‘আমি যেন গোয়াল বা গোচারণ মাঠ নষ্ট না করি, এই জন্ত শক্রনাশক অককে প্রকাশিত করিতেছি।’ অকের শক্রনাশসামর্থ্যই বা কি আছে, আর অক প্রকাশিত না হইলে গোস্থানই বা কিরূপে নষ্ট হয়—সে তাৎপর্য উপলব্ধ করা দুষ্কর। তার পর, চন্দ্র, শ্রোত্র, প্রাণ, প্রজা, যোনি প্রভৃতি—অক কিরূপে রক্ষা করিতে পারে, এবং অক উত্তপ্ত ও গৌত হইলে—সেই সকলের কি উপকার সাধিত হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। ফলতঃ, অকের সহিত চক্ষু-কর্ণাদির এবং গোস্থানের সম্বন্ধ খ্যাপন—ক্রিয়াকাণ্ডামুসারী লৌকিক বাগ-যজ্ঞে ফলোপধায়ক কল্পিত হইলেও, সে সম্বন্ধ-খ্যাপনে পারলৌকিক সম্বন্ধ স্থচিত হয় বলিয়া মনে করি না। অবশ্য ক্রিয়াকর্মের বা যাগযজ্ঞের দ্বন্দ্ব ফল অস্বীকার করি না। সদমুস্থানের সফল সর্বত্রই কীর্তিত দেখিতে পাই। ‘আব তদমুসিক দ্রব্যাদি ব্যাহারের উপযোগিতাও তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেই সেই দ্রব্যের ব্যক্তিগত সার্থকতা বিষয়ে মতাস্তর আছে।

আমরা কিন্তু এতদ্বিষয়ে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিতে পারি নাই। ‘গো’ পদে আমরা সর্বত্রই ‘জ্ঞান-করণ’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ‘নিরুক্ত’ আছে জ্ঞান-পর্যায়ের গো শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। তাহা ‘গো’ শব্দের ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিলেই সর্বত্র সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইতে পারে। সেই জ্ঞান-করণের স্থান ‘অস্তর বা চিন্তাবৃত্তি’; অস্তর বিশুদ্ধ হইলে, শুদ্ধস্বের উদয়ে হৃদয় পবিত্র হইলে, জ্ঞানের উন্মেষ সম্ভবপর হয়। আবার জ্ঞানোদয় না হইলে, সদস্য বিচার শক্তি না জন্মিলে, হৃদয়ে সত্ত্বাবেরও সমাবেশ সম্ভবপর হয় না। ফলতঃ, জ্ঞান ও সম্ভাব এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত। যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই সম্ভাব; আবার যেখানে সম্ভাব, সেইখানেই জ্ঞান। এই ভাবেই আমরা ‘গোষ্ঠং’ পদে ‘সম্ভাব’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তদমুসারে মনকে সঞ্চারন করিয়া বলা হইতেছে,—‘আমার সম্ভাব বাহ্যতে নষ্ট না হয়, সেই ভাবে তোমাকে পরিগৃহ্য বা উদ্বোধিত করিতেছি।’ মনই যে মূলীভূত, মনই যে সম্ভাব-সংরক্ষক এবং সম্ভাবের জনক ও উন্মেষক,—পূর্ববর্তী মন্ত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মন যদি অসংপথে

পরিচালিত হয়, সত্তাব তিলমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। তাই প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প—মনকে সংপথে পরিচালিত করিবার—মনের বিগুহতা-সম্পাদনের। এই ভাবেই মন্ত্রের প্রথমাংশের সার্থকতা—এই ভাবেই ‘গোষ্ঠং’ দৃঢ়ীকরণের তাৎপর্য। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ—‘বাক্য, শ্রোত্র, চক্ষু, প্রজ্ঞা এবং যোনি প্রভৃতি যাহাতে নষ্ট না হয়, হে মন, শক্তিমস্ত তোমাকে সেই ভাবে পরিশোধিত করিতেছি।’ এখানে বাক্য, শ্রোত্র প্রভৃতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি সমস্তই তো বর্তমান! তবে আবার তাহা দৃঢ়ীকরণের প্রয়াস কেন? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলই তো এই দেহের সহিত দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ রাহিয়াছে! তবে আর তাহারা নষ্ট হইবে কি প্রকারে? কিন্তু আমরা মনে করি—এখানকার তৎপার্য অর্থরূপ। বাক্শক্তি—কথা বলিবার ক্ষমতা তো আমরা হারাই নাই! প্রাণও তো আমাদের আছে—আমরা তো মরি নাই! সকলই যখন বর্তমান, তখন আবাব তাহাদের দৃঢ়তা-সাধনের প্রয়াস কেন?

ইহাতে কি মনে হয়? আমার বাক্যকে যেন নষ্ট না করি,—এতদ্বক্তির কি তাৎপর্য? তাৎপর্য কি এই নয়—শৈশবের সরলতা-মাথা সেই যে অনাবিল অকপট ভাষা, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া সরলতা অকপটতা হারাইতে বসিয়াছে, সেই ভাষা সেই রসনা যেন তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়! যদি সে আজন্ম পরনিন্দা পরচর্চায়ই কাটাইল, তাহা হইলে তাহার বিনাশ ভিন্ন কি বলিতে পারি? সে বাক্য বাক্যই নয়—যে বাক্য ভগবানের গুণানুকীর্ণনে অভ্যস্ত নহে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—বিচিত্র পদবিদ্যাস যুক্ত হইলেও সে বাক্য যদি হরি কথা না থাকিল, তাহা হইলে তাহা বাক্য পদবাচ্য নহে। যথা,—

“ন যদ্বচশ্চিত্রপদ হরৈর্বশো জগৎপবিত্রং প্রগৃহীত কর্হিচিত।

তদায়স তীর্থমুশস্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরনস্ত্যশিক্ষয়াঃ ॥

তদাধিদর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিপ্লোকঃসবন্ধব্যাপি।

নামাত্মনস্তত্ত্ব যশোহন্ধিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥”

তাই ভগবদ্ভাষ্য-পরিবর্ণন, ভগবানের গুণানুকীর্ণন প্রভৃতি হইল—শ্রেষ্ঠ সার কথা। সত্য, সংপ্রসঙ্গ প্রভৃতি তাহারই অঙ্গোপাঙ্গ। ‘বাচং’ পদে সেই ভাবই প্রকাশ করে। ‘প্রাণং’ পদেও সেই একই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। প্রাণ তো আমাদের রহিয়াছে? কিন্তু এ প্রাণ তো সে প্রাণ নহে! যে প্রাণ সংসারের সমুচিত গভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, হিংসাঘোষাদির প্রভাবে কাঠিগ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে, যে প্রাণ নিষ্ঠুর নিশ্চয় ব্যবহারে পরের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইতেও কুণ্ঠিত হয় না;—এ প্রাণ তো সে প্রাণ নহে! এ প্রাণ—সেই প্রাণ, যে প্রাণ দুঃখীর দুঃখ-বিমোচনে সন্না উন্মুক্ত, যে প্রাণ ব্যথিতের অশ্রুবারি মুছাইতে সন্না প্রসারিত হস্ত, যে প্রাণ সন্তপ্তের সস্তাপ বিমোচনে করুণায় চিরবিগলিত! এই লোকানুরাগ—এই সংকর্ষ-পরায়ণতা সেই দ্রিড়জনায়গের প্রতি প্রীতি—দৃঢ় করিবার জন্য ‘প্রাণং’ শব্দের তাৎপর্য প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। তার পর ‘চক্ষুঃ’ ও ‘প্রোত্ৰং’। চক্ষু কর্ণ তো সমভাবেই বর্তমান রহিয়াছে! তবে আবার এ প্রার্থনা করি কেন? তাহারও তাৎপর্য আছে। সে চক্ষুই চক্ষুই নহে, যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-সুন্দর শ্রাম মনোহর-মূর্তি

দেখিতে সমর্থ না হইল! সে চক্ষু চক্ষুই নহে;—যে চক্ষু সেই সূন্দর—অতিসুন্দর

“শুভ-বক্ষিম-চারু-শিখণ্ডশিখণ্ড অলকাবলিমণ্ডিতভালতলং ।

শ্রুতিদোলিতমাকরকুণ্ডলকং কটিবেষ্টিতপীতপটং ।”

দেখিতে না পাইল! সে চক্ষু চক্ষুই নহে, যে চক্ষু সেই অনন্ত সৌন্দর্যের আধার

“ভূশ-চন্দনচর্চিত-চারু-তলুং মণিকৌন্তুভগহিতং-ভামুতলুং ।

কলনুপূর-রাজতি-চারুপদং মণিরঞ্জিতগঞ্জিত ভূঙ্গমদং, ধ্বজব্রজামুশাক্তিপাদযুগং”

এর অনন্ত সৌন্দর্য্য-দর্শনে সমর্থ না হইল! সে শ্রোত্র শ্রোত্রই নহে, যে শ্রোত্র—ভগবানের গুণামুকার্ত্তনে ভগবদ্ভাষ্য-শ্রবণে বিনিযুক্ত না রহিল! ফলতঃ, সংপ্রসঙ্গ শ্রবণ, সংপ্রসঙ্গে কালান্তিপাত—ইহাই যেন মন্দের লক্ষ্য। যে চক্ষু কেবল সংসার-সৌন্দর্য্যে—বিষয় বিভবের মোহ-জনক চনৎকারিত্তে আবদ্ধ রহিল; যে কর্ণ কেবলই আশ্রয়প্রার্থনা ও পরম্পর শ্রবণ রূপ বিষম বিষে পূর্ণ রহিল; সে চক্ষু চক্ষুপদবাচ্য নহে;—সে শ্রোত্র পদবাচ্য নহে। তাই মন্দের সাধকের সমস্ত প্রকাশ পাইয়াছে—আমার যেন সদন্ত দর্শন-সামর্থ্য অর্থাৎ দূরদৃষ্টি বা জ্ঞানদৃষ্টি এবং সংকথা-শ্রবণ-সামর্থ্য জন্মে; অর্থাৎ ভগবদ্ভাষ্য ও তাঁহার গুণামুকার্ত্তন ভিন্ন অত্ৰ কিছুতেই যে কর্ণ আকৃষ্ট না হয়। ফলতঃ, সত্যকথন, সংপ্রসঙ্গের আলাপন, সংপ্রসঙ্গ শ্রবণ—ভগবদ্ভাষ্য-কার্ত্তন ও ভগবদ্ভাষ্য শ্রবণই যেন আমার জীবনের ব্রত হয়;—অত্ৰ কিছুতেই যেন আমার মন আকৃষ্ট না হয়। ইহাই মন্দের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর ‘প্রজা’ ও ‘মোনিং’ পদদ্বয়েও সেই একই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ‘প্রজা’ ও ‘মোনি’ পদে জনহিতসাধনে এবং সদ্ভাবসম্বন্ধে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার ভাব প্রকটিত কবিতোক্তে। সদ্ভাব সদালোচনাই যে পবামুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা এবং তজ্জন্ম অল্পপ্রাণিত হওয়াই যে মোক্ষকামী ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য—এই ভাবই যেন মন্দের প্রকাশ পাইতেছে। ময় বলিতেছেন,—‘সদ্ভাবে অল্পপ্রাণিত হও। সে সদ্ভাব কিসে লাভ কবিতো পারিবে? ভগবদ্ভাষ্য শ্রবণে—সংপ্রসঙ্গে সংসঙ্গে; আর ভগবদ্ভাষ্যকার্ত্তনে—সংপ্রসঙ্গের আলাপনে, সংকর্ষসাধনায়। আর সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে—জনামুসারে—পরহিতব্রতে। জনসেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবৎকর্ম্ম-সাধনে আশ্রয়-নিয়োগে যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, ভগবানের প্রীতির হেতুভূত সেই সকল কর্ম্ম সম্পাদনে যে পরমপদ প্রাপ্তির পথ সূচ্য হইয়া আসে,—মন্দের সেই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে। সত্যানুরাগী হও, সংপ্রসঙ্গে সদাচারে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া ভগবানের প্রিয় কার্য্য জনহিতব্রতে জীবনকে উৎসর্গ কর; ভববন্ধনমোচনে প্রেম-প্রীতির আশ্রয় ভগবানে আশ্রয় লইয়া করিতে সমর্থ হইবে।’ মন্দের ইহার তাৎপর্য্য মতে করি।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্দের পত্নীকে অগ্নির পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া যোক্ত-বন্ধনের এবং যোক্ত-বিমোচনের ও পূর্ণপাত্র প্রভৃতি উৎসর্গ করিবার যে বিধি ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয়, ভাবপক্ষে আমরা তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র মত পোষণ করি। আমরা মন্ত্রত্রয়কে চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধস্থচক বলিয়া মনে করি। তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। তিনটি মন্ত্রেরই প্রার্থনা—কর্ম্মফলাবসানের। সর্বত্রই প্রার্থনা—স্বভাব-পরিবৃদ্ধির ও লোকানুরাগ-পরিবর্দ্ধনের। সঙ্গে

সঙ্গে সংকর্ষসম্পাদনে সংসারবন্ধন-নাশে ভগবদমুগ্ধ-প্রাপ্তির কামনাও বর্তমান রহিয়াছে। সদবুদ্ধি জ্ঞানামুসারিণী। তাই আমরা ‘সুপত্নীঃ’ পদের সার্থকতা মনে করি। পতিপরায়ণা পত্নী যেমন পতির স্নেহ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে, চিত্তবৃত্তি যদি জ্ঞানামুসারিণী সংপথামুর্বর্তিনী হয়, তাহা হইলে সেও সেইকপ জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনে—অন্তঃ-শত্রুবিনাশে সহায়তা করে। চিত্তস্থৈর্য্যই সংসার-বন্ধন-নাশের हेতুভূত ; চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনই সকল মঙ্গলের মূলীভূত। চিত্তের স্থিরতা-সাধনে অন্তরে যখন পূর্ণ জ্ঞানেব উদয় হয়, তখনই সংসার-বন্ধনের हेতুভূত কর্ম্মমূল বিনষ্ট হয়। ভগবানের অনুগ্রহও সেই সময়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ষষ্ঠ মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যথাক্রমে সংকর্ষশীল পূর্ণজীবন লাভের, লোকাভিলাষ-বর্জনেব, ভগবৎ-পূজনসামর্থ্য অর্জনেরও ভগবানে একান্ত ভক্তিসম্পন্ন হওয়ার এবং পরিশেষে আত্মায় ও পরমায়ায় সম্মিলনের সঙ্গল প্রকাশ পাইয়াছে। সে সম্মিলন—এমন সম্মিলন হওয়া চাই যে, সে মিলনে কদাচ বিচ্ছেদ না ঘটে। অর্থাৎ, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, গতাগতির পথ রোব করিয়া, পুরাবৃত্তি নাশক মোক্ষপদ প্রাপ্তির সঙ্কল্পই মঙ্গল-কয়েকটাকে দেখিতে পাই। মন্ত্রে যে ভাব পবিষ্কৃত, আমাদের ‘মস্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়’ ও বঙ্গানুবাদে তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশেও সেই একই চরম প্রার্থনা দৃষ্টিয়া উঠিয়াছে। এখানেও মনের প্রাণাত্ম প্রখ্যাপিত। এখানেও মনের সম্বোধন। মনের দ্বারাই সকল কর্ম্মফলের অবসান হয়, মনই বিশ্বের সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা! বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল-সাধনেই মনের কর্ত্ত্ব দেখিতে পাই। মন ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সম্ভবপব হয় না। আবার ভগবৎ-সম্বোধন-স্বীকারেও সেই একই ভাব প্রকাশ পায়। ভগবানই যে সর্ব্বমূল্যধার, তিনিই যে মনের নিয়ন্তা, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের তৃতীয় অংশে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—‘আমি যেন বিভ্রম-রহিত চক্ষু তোমাকে দেখিতে পাই।’ চাবিদিকে শত্রু—চাবিদিকে প্রলোভন—চারিদিকে মায়ামরীচিকা বিস্তার করিয়া আছে। তাই ‘অদন্ধেন’ (অহিংসিতেন) অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদাদি হিংসাপরিশূন্ত হইয়া, যেন তোমাকে দেখিতে পারি’—এইরূপ প্রার্থনা জানান হইয়াছে। পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে এতদ্বক্তির সার্থকতা অনুধাবন করুন। ভগবানকে হিংসা-বিরহিত অন্তরে প্রীতির নেত্রে দর্শন করিতে পারিলেই কর্ম্ম তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারে; সেই কর্ম্মই তাঁহার প্রাপ্তি-মূলক হয়। আর তখনই অর্থাৎ বিভ্রম-রহিত-নেত্রে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেই মনে হয়,—অন্যকপে যেন তাঁহার রসনা আছে। সেই রসনার দ্বারা তিনি যেন সর্ব্ব-দেবগণকে বা সকল দেবভাবেকে আস্থান করিয়া থাকেন। ভগবানই দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আস্থানকর্ত্ত্ব বা উদপাদয়িতা তো বটেই! এক হিসাবে মনই দেবগণের আস্থানকর্ত্ত্ব এবং উৎপাদক। এইরূপে দশম মন্ত্রের শেষাংশের তাৎপর্য্য—‘আপনি’ গৃহে গৃহে, আমাব প্রতি কর্ম্মে, আমার প্রতি পাদবিক্ষেপে আপনি দেব-ভাবগণকে আস্থান করিয়া আমাতে স্থাপন করুন। অর্থাৎ, আমি যখন যে অবস্থায় যে কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকি না কেন, তাহাতেই যেন আমার মধ্যে দেবভাবের সঞ্চার হয়।

দ্বাদশ মন্ত্রে পূর্বেও আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও আমরা সেই

ভাষাই গ্রহণ করি। মানুষ প্রথমে মনে করে,—কর্ম করিতেছে। কিন্তু তাহার কর্ম যে বিভিন্ন বিপরীত পথে বিভিন্ন বিপরীত মূর্তি ধারণ করিয়া আছে, তৎপ্রতি প্রথমে তাহার দৃষ্টি পড়ে না। তখন, তাই সে বলে,—‘হে ভগবন্ ! তোমার সাহায্যে আমি যেন আমার কর্মকে পবিত্র করিতে পারি।’ এই ভাব মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদস্য উভয় প্রকার কর্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সুতরাং তখন তাহার প্রার্থনা দাঁড়ায়,—‘আমার সদস্য বিবিধ প্রকার কর্ম সমূহকে আপনি পবিত্রীকৃত করুন।’ এখানে মানুষের সেই স্বাভাবিক প্রার্থনার চিত্র পরিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ম পবিত্র হইলে, ভগবানের সহিত সে কর্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম যে স্বতঃ দীপ্তিমান, স্বতঃবিশুদ্ধ ও অমৃতত্বপ্রদানকারী, তাহা বলাই বাহুল্য। ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত সেই কর্মই দেবভাবের সংরক্ষক, সকল সংকর্মের সাধক, সর্বত্র সফলপ্রদ হয়। কর্মক্ষেপে ভগবান সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। জ্যোতিঃ তিনি, তেজঃ তিনি, শক্তি তিনি। নাম তিনি, দ্রব্য তিনি। নাম রূপ পবিগ্রহণ করিয়া তিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া বিद्यমান আছেন। কর্ম ও ভগবান—অভিন্ন। ভগবানের সহিত কর্ম অভিন্ন হইলে, কর্মমাহাত্ম্যের পরিসীমা থাকে কি? এই ভাবেই কর্মের প্রাধান্য সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়, এই দৃষ্টিতে দেখিয়াই সাধক ভক্ত দেবতাকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন, বিধিকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র হৃদয়ে কহিয়াছেন,—‘দেবতারই বা কি ক্ষমতা আছে, আর বিধিরই বা কি ক্ষমতা আছে? তাঁহারাও তো কর্মেরই বশীভূত! আমি যেমন কর্ম করিব, সেইরূপ ফলই তো প্রাপ্ত হইব! সুতরাং কর্মই আমার একমাত্র নমস্কার। এই চিন্তাবলেই ভক্ত সাধক কর্মকে নমস্কার করিয়া কহিয়াছেন,—“নমস্তৎকর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।” সেই কর্মকেই নমস্কার, বিধিও যে কর্মকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন না।

মানুষ আপনার কর্মফলের অধিকারী। সে কর্ম ভগবানেব সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই শ্রেয়ঃ-সাধক হয়। যজুর্বেদ কর্মকাণ্ডসমূলক। উহার প্রতি মন্ত্রই ভগবৎ-সংশ্রবযুক্ত কর্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। কোন্ কর্ম সং, কোন্ কর্ম অসং, তাহা উপলব্ধি করিয়া, সেই জ্ঞানপ্রদ সর্বোত্তম দেবতার অমুকম্পায় ক্রটি-পরিশূন্য কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক আপনি পবিত্র হইয়া, কর্মকে পবিত্র করিয়া, মানুষ কর্মের মধ্যেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারে। কর্মই তখন তাহার নিকট তেজঃ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ সর্বদেবভাবের সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। কর্মের দ্বারা সকলই সংসাদিত হইতে পারে। কর্মই চিত্তশুদ্ধ আসে; কর্মই শুদ্ধসত্ত্বাৎ সংস্কার হয়; কর্মই ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অবস্থিত হন। ক্রটি-পরিশূন্য কর্ম—ব্যয় ঋণ পবিত্রকারক। ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম সূর্য্যারশ্মির স্থায় জ্ঞানপ্রদ। মন্ত্র তাই বলি:৩.হন,—‘মানুষ, তুমি কর্ম কর; ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্মে প্রবৃত্ত হও; তোমার অভীষ্ট-লব্ধ অবশ্যই হইবে।’ কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ সংসাদিত হলে, সেই চিত্তবৃত্তিই যে শক্তি সম্পন্ন হয়, পরবর্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। শেষ মন্ত্রে আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশুদ্ধ কর্মে চিত্তবৃত্তির বিশুদ্ধতা সম্পাদিত

হইলে, শুদ্ধস্বের উদয়ে সেই কর্মই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র সহায়ক হয়, মন্ত্রে সেই উপলব্ধিই জন্মে। আমরা মনে করি,—এই ভাবেই দশম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের সার্থকতা। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১০অনুবাক) ॥

— * —

একাদশঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । একাদশোহনুবাকঃ ।)

(১) কৃষোহস্যখরেষ্ঠোহগ্নয়ে ত্বা স্বাহা ।

(২) বেদিরসি বহিসে ত্বা স্বাহা । (৩) বহিরসি অগ্ভ্যস্ত্বা স্বাহা ।

(৪) দিবে ত্বাহন্তুরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যে ত্বা ।

(৫) স্বধা পিতৃভ্য উগ্ভব বহিমন্ত্য উজ্জা পৃথিব্যে গচ্ছত ।

(৬) বিষ্ণোঃ স্তুপোহসি ।

(৭) উর্গান্নদমং ত্বা ত্বণামি স্বাসস্থং দেবেভ্যোঃ ।

(৮) গন্ধর্বেবাহসি বিশ্বাবত্বর্বিবশ্বাদাযতো যজমানস্ত পরিধিরিড ঈড়িত

ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণো যজমানস্ত পরিধিরিড ঈড়িতো

মিত্রানরুণো হোভরতঃ পরি ধতাং প্রবেশ ধর্মণা

যজমানস্ত পরিধিরিড ঈড়িতঃ

(৯) সূর্য্যস্ত্রা পুরস্তাৎ পাতু কশ্মাশ্চিদভিশস্ত্যা ।

(১০) বীতিহোত্রং ত্বা কবে ছামন্তুঃ সমিধীমহগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ।

(১১) বিশো যস্ত্রে সো । (১২) বসূনাৎ রুদ্রাণামাদিত্যানাৎ সদসি সীদ ।

(১৩) জুহুরুপভৃদ্ব্রবাহসি য়তাচী নান্না প্রিয়েণ নান্না

প্রিয়ে সদসি সীদ ।

(১৪) এতা অসদনংস্কৃতস্ত লোকে তা বিবেগা পাহি পাহি

যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি

মাং যজ্ঞনিয়ম্ ॥ ১১ ॥

*

পদ-পাঠঃ ।

(১) কৃষ্ণঃ । অসি । আখরেষ্ট ইত্যাখরে—স্বঃ । অগ্নয়ে । স্বা । স্বাহা ।

(২) বেদিঃ । অসি । বর্হিষে । ত্বা । স্বাহা ।

(৩) বর্হিঃ । অসি । অগ্ন্য ইতি অগ্ন—ভ্যঃ । স্বা । স্বাহা ।

(৪) দিবে । জ্ঞা । অন্তরিক্ষায় । জ্ঞা । পৃথিব্যে । জ্ঞা ।

(৫) স্বধেতি স্ব—ধা । পিতৃভ্য ইতি পিতৃ—ভ্যঃ । উর্ক্ । ভব । বহিষদ্য ইতি

বহিষৎ—ভ্যঃ । উর্জ্জা । পৃথিবীম্ । গচ্ছত ।

(৬) বিমোহঃ । ভূপঃ । অসি ।

(৭) উর্ণাশ্রদসমিত্যুর্ণা—শ্রদসম্ । জ্ঞা । ভূগামি । শ্বাসস্থমিতি শ্ব—আসস্থম্ । দেবেভ্যঃ ।

(৮) গন্ধর্ব্বঃ । অসি । বিশ্বাবসুরিতি বিশ্ব—বসুঃ । বিশ্বমাং । জৈযতঃ । যজমানশ্চ ।

পরিধিরিতি পরি—ধিঃ । ইডঃ । ঈড়িতঃ । ইজ্রশ্চ । বাহঃ । অসি ।

দক্ষিণঃ । যজমানশ্চ । পরিধিরিতি পরি—ধিঃ । ইডঃ । ঈড়িতঃ । মিত্রাবরুণাবিতি

মিত্রা—বরুণৌ । জ্ঞা । উত্তরত ইত্যুৎ—তরতঃ । পরীতি । ধাতাম্ । ঋবেণ ।

দশ্মণা । যজমানশ্চ । পরিধিরিতি পরি—ধিঃ । ইডঃ । ঈড়িতঃ ।

(৯) সূর্য্যঃ । জ্ঞা । পুরস্তাৎ । পাতু । কস্তাঃ । চিৎ । অভিশস্ত্যা ইত্যভি—শস্ত্যাঃ ।

(১০) বাতিহোত্রমিতি বাতি—হোত্রম্ । জ্ঞা । কবে । হামন্তুমিতি হ্য—মন্তুং ।

সমিতি । ইধীমহি । অগ্নে । বৃহন্তং । অধ্বসে ।

(১১) বিশঃ । যস্মৈ ইতি । স্বঃ ।

(১২) বহ্ন্যাম্ । রুদ্রাণাম্ । আদিত্যানাম্ । সদসি । সীদ ।

(১৩) জুহুঃ । উপভূদিত্যুপ—ভুং । ধ্রুবা । অসি । য়তাচী । নাম্না । প্রিয়েণ ।

নাম্না । প্রিয়ে । সদসি । সীদ ।

(১৪) এতাঃ । অসদন্ । সুকৃতশ্চেতি সু—কৃতশ্চ । লোকে । তাঃ । বিমোহ ইতি ।

পাহি । পাতি । যজ্ঞম্ । পাহি । যজ্ঞপতিমিতি । যজ্ঞ—পতিম্ ।

পাহি । মাম্ । যজ্ঞনিয়মিতি যজ্ঞ—নিয়ম্ ॥ ১১ ॥

* * *

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মনঃ ! স্বং ‘কৃষ্ণঃ’ (কলঙ্ককলুষিতঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; স্বং ‘আখরেষ্ঠঃ’ (সংকৰ্ম্মসহযুতঃ ইত্যর্থঃ) ভব । অগ্নয়ে (অগ্নিদেবায়, প্রজ্ঞানস্বকপায় ভগবতে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিসাধনায় ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ বিনিযোজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইত্যর্থঃ ; সুহৃতমন্ত্রমম অমুষ্ঠানং, উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইতি ভাবঃ) ।

অথবা

হে মনঃ ! স্বং ‘আখরেষ্ঠঃ’ (অজ্ঞারসদৃশঃ) ‘কৃষ্ণঃ’ (কৃষ্ণবর্ণঃ, কলঙ্ককলুষিতঃ ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ‘ত্বা’ (ত্বাং, তব কলঙ্কবিমোচনেন তব উৎকর্ষসাধনায় চ ইত্যর্থঃ) ‘অগ্নয়ে’ (অগ্নিসংযোগায়, জ্ঞানাগ্নিনা ইত্যর্থঃ) ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ সংশোধয়ামি, পরিশুদ্ধং হৃৎসংস্কৃতং করোমি ইতি ভাবঃ) ।

২। হে ধীঃ ! স্বং ‘বেদি’ (যজ্ঞস্থানং, সংকৰ্ম্মাশ্রয়ভূতা ইতি যাবৎ) ‘অসি’ (ভবসি) ; ‘বর্হিষে’ (সংকৰ্ম্মসাধনায়) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি ; সুহৃতং হৃৎসংস্কৃতং অস্ত্রমম সঙ্কল্পঃ উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইত্যর্থঃ) ।

৩। হে মনঃ ! স্বং 'বর্হিঃ' (দর্ভরূপং, যজ্ঞাদিসংকৰ্মসাধনং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) ; 'ঋগ্ভাঃ' (হবনীয়দানপাত্রেভ্যঃ, সংকৰ্মসাধনেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋ' (ঋং) 'স্বাহা' (স্বাহামগ্নেণ সুসংস্কৃতং কৰোমি ; সুহৃতং সুসিদ্ধং অস্ত মম অমুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ) ।

৪। (ক) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কৰ্ম্ম ! 'ঋ' (ঋং) 'দিবৈ' (দ্যুলোকাবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

(খ) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কৰ্ম্ম ! 'ঋ' (ঋং) 'অন্তরিক্ষায়' (অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ ।

(গ) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কৰ্ম্ম ! 'ঋ' (ঋং) 'পৃথিব্যৈ' (পৃথিবীলোকে, ইহজগতি ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ ।

৫। 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃগুণেভ্যঃ, পিতৃগুণান্ উদ্दिष्ट ইত্যর্থঃ) 'স্বধা' (স্বধা ব্রবীমি ; তান্ আহ্বয়ামি ; তেহপি মাং প্রাপ্নুবন্ত ইতি ভাবঃ) ; অথবা, হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ ! 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃপুরুষাণাং স্মৃতিসাদনায়, যদা—পিতৃগুণানাং হৃদি উপজননায় ইতি ভাবঃ) যুয্মান্ 'স্বধা' (স্বধামগ্নেণ নিয়োজিতান্ কুৰ্ম্ম) । 'অতঃ যুয়ং বর্হিষদ্যঃ' (মম হৃদরূপে বর্হিষি সজ্জাতেভ্যঃ ইতি ভাবঃ) 'উর্গ' (রসস্বরূপঃ সংরক্ষকঃ আনন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'ভব' (সঞ্চর ইতি ভাবঃ) ; অপিচ, হে শুদ্ধস্বরূপাঃ পিতৃগুণাঃ ! 'উর্জা' (যুয্মাকং সম্বন্ধিনাঃ বলপ্রাপকৃণাঃ সত্ত্বতাবপ্রবাহাঃ ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং' (হৃদয়রূপং সদবৃত্তিমূলং ইতি যাবৎ) 'গচ্ছত' (প্রাপ্নুবন্ত) । প্রার্থনা-মূলকোহয়ং মন্ত্ৰঃ । পিতৃগুণাঃ তথা সত্ত্বতাবাঃ তথা উপজয়ন্তি তথা সাধনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ততে ।

৬। হে মনঃ ! স্বং 'বিষোঃ' (ব্যাপকস্ত পরমেশ্বরস্ত, যাগাদিসংকৰ্ম্মামুষ্ঠানস্ত ইতি যাবৎ) 'তৃপুঃ' (ধারকঃ, সংরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব) ।

৭। হে মনঃ ! স্বং 'উর্গামিদসং' (স্নিগ্ধসদ্বভাবগুণং) ভব ; 'দেবেভ্যঃ' (সৰ্বদেবভাবোভ্যঃ) 'স্বাসস্থং' (স্থগবাসস্বরূপং কৰুং ইত্যর্থঃ) 'ঋ' (ঋং) 'ভৃগামি' (আত্মীর্ণং কৰোমি, বিনিবোজয়ামি ইতি ভাবঃ) । হে মনঃ ! স্বং শুদ্ধসদ্বসমবিতং তথা দেববাসযোগ্যং কৰোমীতি ভাবঃ ।

৮। (ক) হে ভগবন্ ! স্বং 'গন্ধর্কঃ' (সৰ্বগঃ) 'বিশ্বাবসুঃ' (বিশ্বব্যাপী) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ) স্বং সদ্বসহযুতঃ সন্ 'বিশ্বস্মাৎ' (সৰ্বস্মাৎ) 'ঈমতঃ' (শত্রোরাক্রমণাং) 'যজ্ঞমানস্ত' (অর্চকস্ত) 'পরিধিরিড্' (সংরক্ষক ভব ইতি শেষঃ) ।

(খ) হে মনঃ অথবা শুদ্ধসত্ত্ব ! স্বং 'ইন্দ্রস্ত' (ভগবতঃ) 'দক্ষিণ বাহুঃ' (শ্রেষ্ঠাঙ্গ-স্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি) ; 'ঈড়িতঃ' (সন্তজনীয়) স্বং জ্ঞানাগ্নিসংশ্রবযুতঃ ভূত্বা 'যজ্ঞমানস্ত' (অর্চকস্ত) 'পরিধিরিড্' (পরিরক্ষকঃ ভব ইতি শেষঃ) ।

(গ) হে মনঃ ! 'ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা' (তব সত্যধর্ম্মপালনফলেন ইত্যর্থঃ) 'মিত্রাবরুণৌ' (জ্ঞানভক্তীকণৌ দেবৌ, ভগবদ্বিত্বভূতিদ্বয়ো) 'ঋ' (ঋং) 'উত্তরতঃ' (শ্রেষ্ঠলোকে) 'পরিধিতাং' (সৰ্বতোভাবেন স্থাপয়তাং) ; ত্বমপি 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ, সন্তজনীয়ঃ) জ্ঞানসহযুতঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) বিধিপূর্বকং 'যজ্ঞমানস্ত' (অর্চকস্ত, মম ইত্যর্থঃ) 'পরিধিরিড্' (সংরক্ষকঃ ভব—শত্রোরাক্রমণাং ইতি শেষঃ) ।

৯। হে মনঃ ! 'কশ্যশিৎ' (সৰ্বশ্রাঃ দেববিতুত্যাঃ ইতি ভাবঃ) 'অভিশিষ্টো

(সম্যক্ স্ত্যর্থঃ, অর্চনার্থঃ, স্বয়ি প্রতিষ্ঠার্থঃ ইত্যর্থঃ) ‘স্ব্যঃ’ (পূর্বজ্যোতিষরূপঃ দেবঃ, স্বপ্রকাশ ভগবান ইতি যাবৎ) ‘পুরস্তাৎ’ (অগ্রতঃ, সর্বতঃ ইতি ভাবঃ) ‘জা’ (জাং) ‘পাতু’ (পালয়তু, সংরক্ষতু ইতি ভাবঃ) ।

১০। ‘কবে’ (ত্রিকালজ্ঞ) ‘অগ্নে’ (জ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ‘দ্যামন্তং’ (দীপ্তিমন্তং) ‘বৃহন্তং’ (মহান্তং) ‘বীতিহোত্রং’ (অভীষ্টপূরকং) ‘জা’ (জাং) ‘অধ্বরে’ (হিংসারহিতে সংকর্ষণি, হৃদ্যেশেবা যজ্ঞে, ইতি যাবৎ) ‘সমিধীমহি’ (সম্যক্ দীপয়ামঃ, প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ) । হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! ত্বং অস্মাকং হৃদি প্রদীপ্তঃ ভব ইতি ভাবঃ ।

১১। হে মম ভগবৎসন্ধরুয়ুতো জ্ঞানকর্ষণী! যুবাং ‘বিশো’ (বিশ্বব্যাপকস্ত শুদ্ধসত্ত্বস্ত) ‘গম্নে’ (নিয়ামকে, প্রজননহেতুভূতে) ‘স্বঃ’ (ভবতঃ) ।

১২। হে মনঃ অথবা হে ধী! ত্বং ‘বসুনাং’ (বিশেষাং সর্বেষাং নিবাসভূতানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইত্যর্থঃ) ‘বদ্রাণাং’ (ঘোররূপাণাং, শত্রুবিমর্দকানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইতি ভাবঃ) ‘আদিতানাং’ (জ্যোতিঃস্বরূপাণাং, জ্ঞানদায়কানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইতি ভাবঃ) ‘সদসি’ (অধিষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) ‘সীদ’ (অধিষ্ঠিত, প্রসর) । হে মনঃ! নিবাসভূতাঃ শত্রুবিমর্দকাঃ জ্যোতিঃস্বরূপাঃ দেবাঃ দেবভাবাঃ বা পর্যায়ক্রমেণ শুদ্ধসত্ত্বসংস্কারেণ ত্বাং ভগবন্তং প্রাপয়ন্তু ইতি ভাবঃ ।

১৩। হে মম ধী! ত্বং ‘জুহুঃ’ (হবনপাত্রস্বরূপা) অপিচ ‘উপভূৎ’ (দেবানাং সমীপে স্ববিকীরণকর্ত্রী, সন্ধ্যাবপোষিকা ইত্যর্থঃ) ‘ধ্রুবা’ (নিত্যস্বরূপা সত্ত্বভাবরূপা ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ); ‘নামা’ (অভিধেয়েন) ‘স্বতাচী’ (হবিঃপূর্ণা, সত্ত্বসমম্বিতা ইত্যর্থঃ) ভূত্বা ‘প্রিয়েন’ (প্রিয়বস্তুনা) ‘নাম্না’ (অভিধেয়েন, আধারেণ সহেতি ভাবঃ) ‘সদসি’ (আসনে, হৃদরূপে অধিষ্ঠানে ইতি ভাবঃ) ‘সদ’ (অধিষ্ঠিত) । হে ধী! ত্বং সন্ধ্যাবসমম্বিতা সতী মম হৃদয়াসনং অধিকুরু ইতি ভাবঃ ।

১৪। বিশেষ (হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্!) ‘স্বরুতত্ত্ব’ (সত্যস্বরূপস্ত শোভনকর্মণঃ ইত্যর্থঃ) ‘লোকৈ’ (উৎপত্তিস্থানস্বরূপে মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) ‘এতাঃ’ (নিত্যসত্যস্বরূপাঃ যে শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসদন্’ (বর্তন্তে) ‘তা’ (তান্) ‘পাহি’ (রক্ষ); ‘যজ্ঞং’ (সংকর্ম্মং, সন্ধ্যাদীনাং কার্যং) ‘পাহি’ (রক্ষ); ‘যজ্ঞপতিং’ (যজ্ঞাপালকং শুদ্ধসত্ত্বং) ‘পাহি’ (সংরক্ষ); ‘যজ্ঞনিয়ং মাং’ (প্রার্থনাকারকং মাং) ‘পাহি’ (প্রতিপালয়, সংসারসাগরাং পরিত্রায়াস্ব স্বমিতি শেষঃ) । (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১১অনুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে মন! তুমি কলঙ্ককলুষিত হইয়া আছ; সংকর্ম্মসম্মুত হও । অগ্নিদেবের অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা নিয়োজিত করিতেছি অথবা পরিশুদ্ধ করিতেছি ।

অথবা

হে মন ! তুমি অঙ্গারসদৃশ কলঙ্ককলুষিত হইয়া আছ । কলঙ্ক বিমোচনে তোমার উৎকর্ষসাধন জন্য অগ্নিসংযোগে (অর্থাৎ জ্ঞানায়িত্রে দগ্ধ করিয়া) তোমাকে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ সূক্ষ্মাকৃত করিতেছি ।

২। হে ধী ! তুমি দেবীস্বরূপ, সংকল্পাশ্রয়ভূতা হও । সংকল্প-সাধনের নিমিত্ত (বর্হির আয়) তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে নিয়োজিত (সূক্ষ্মাকৃত) করিতেছি । (আমার অনুষ্ঠান সূক্ষ্ম হউক) ।

৩। হে মন ! দর্ভরূপ তুমি যজ্ঞাদি সংকল্পের সাধক হও । সংকল্প-সাধনের নিমিত্ত তোমাকে স্বাহামন্ত্রের দ্বারা সূক্ষ্মাকৃত করিতেছি । আমার অনুষ্ঠান সূক্ষ্ম হউক ।

৪। (ক) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম ! তোমাকে দ্ব্যলোকে অবস্থিত অর্থাৎ দ্ব্যলোক-সম্বন্ধি দেবভাব-লাভের জন্য নিযুক্ত (প্রেরণ) করিতেছি ।

(খ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম ! তোমাকে অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত (অন্তরিক্ষ লোকসম্বন্ধি) দেবভাবসমূহ লাভের নিমিত্ত নিয়োজিত (প্রেরণ) করিতেছি ।

(গ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম ! তোমাকে পৃথিবীতে অর্থাৎ ইহজগতে অবস্থিত (ইহলোকসম্বন্ধি) দেবভাব লাভের নিমিত্ত নিয়োজিত (প্রেরণ) করিতেছি ।

৫। পিতৃগুণ-সমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া ‘স্বধা’ উচ্চারণ করিতেছি । তদগুণাবলিকে আহ্বান করিতেছি (সেই গুণসমূহ আমাতে সঞ্জাত হউক) । অথবাহে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ! আমার পিতৃগুণসমূহ উৎপাদন জন্য (সম্ভাবপ্রাপ্তিকামনায়) স্বধা-মন্ত্রে তোমাদিগকে বিনিযুক্ত কবিতেছি । তোমরা আমার হৃদরূপ বর্হিসমূহে সঞ্জাত পিতৃগুণসমূহের রসস্বরূপ পোষক অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক হইয়া সঞ্চারিত হও ; অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ পিতৃগুণসমূহ ! তোমাদিগের সম্বন্ধি বলপ্রাণস্বরূপ সত্ত্বপ্রবাহ আমার হৃদয়রূপ সদবৃত্তিমূলকে প্রাপ্ত হউক । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । পিতৃগুণ অর্থাৎ সত্ত্বভাব সংজনন জন্য মন্ত্রে সঙ্কল্প বিद्यমান) ।

৬। হে মন ! তুমি সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানের ধারক হও । অথবা তুমি যজ্ঞাদি সংকল্পানুষ্ঠানের চূড়াস্বরূপ হও ।

৭। হে মন ! তুমি স্নিগ্ধ সত্ত্বাবযুত হও ; সর্বদেবতাবের অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে তোমাকে আসনরূপে বিস্তৃত করিতেছি । (ভাব এই যে, হে মন ! তোমাকে যেন শুদ্ধসত্ত্বসম্মিত দেববাসযোগ্য করি ।)

৮। (ক) হে ভগবন্ ! আপনি সর্বগ সর্বব্যাপী হয়েন । অতএব স্তবনীয় আপনি বিশ্বের সর্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চকের সংরক্ষক হউন ।

(খ) হে মন অথবা শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি ভগবানের দক্ষিণ-বাহুস্বরূপ (শ্রেষ্ঠ-অঙ্গ) হও । অতএব, সম্ভজনীয় তুমি (প্রজ্ঞান-সম্মিত হইয়া) বিশ্বের সর্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চকের সংরক্ষক হও ।

(গ) হে মন ! তোমার সত্যপূর্ণ-পালন-ফলে, জ্ঞানভক্তিরূপ সেই মিত্রা-বরুণ দেবদ্বয় তোমাকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ-লোকে স্থাপন করুন । তুমিও স্তবনীয় জ্ঞান-সহযুত হইয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে সর্বপ্রকারে অর্চকের পরিরক্ষক হও (অর্থাৎ রক্ষা কর) ।

৯। হে মন ! সকল দেব-বিভূতির সম্যক্রূপে অর্চনার জন্ম (প্রতিষ্ঠার জন্ম) সেই পূর্ণজ্যোতি-স্বরূপ সূর্য্যদেব (স্বপ্রকাশ জ্ঞানময় ভগবান) সর্বতোভাবে তোমাকে পালন করুন ।

১০। হে ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেব ! মহান্ এবং দীপ্তিমান্ আপনাকে আমার ইষ্ট-লাভের জন্ম, এই হিংসারহিত যজ্ঞে (আমার সৎ-কর্ম্ম-নিবহে—আমার হৃদপ্রদেশে) প্রতিষ্ঠিত করিতেছি ।

১১। হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুত জ্ঞান ও কর্ম্ম ! তোমরা বিশ্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বের নিয়ামক অর্থাৎ উৎপত্তি-হেতুভূত হও ।

১২। হে মন ! তুমি বিশ্বের সকলের নিবাসভূত (আশ্রয়ভূত) দেব-গণের (অর্থাৎ দেবভাবসমূহের), শত্রু-বিমর্দক ঘোররূপ দেবগণের (দেব-ভাবসমূহের) এবং জ্যোতিঃস্বরূপ (জ্ঞানদায়ক) দেবগণের (অর্থাৎ দেব-ভাবসমূহের) অধিষ্ঠানে প্রসারিত হও । (ভাব এই যে—হে মন ! নিবাস-হেতুভূত শত্রু-বিমর্দক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবভাবসমূহ পর্য্যায়ক্রমে তোমাতে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চার দ্বারা সত্ত্বগবানকে প্রাপ্ত করান) ।

১৩। হে ধী ! তুমি হবনপাত্র-স্বরূপা, সেবগণ-সমীপে হবির্ধারণকর্ত্রী অর্থাৎ সদ্ভাব-পোষিকা নিত্যস্বরূপা (সদ্ভাবরূপা) হও । নামে তুমি জুহু অর্থাৎ হবিঃপূর্ণ—সত্ত্বসম্মিত হইয়া প্রিয়বস্তুর আধার সত্ত্বতাবের সহিত

আমার হৃদয়রূপ অধিষ্ঠানে (আসনে) অধিষ্ঠিত হও । (ভাব এই যে,—
হে ধী ! তুমি সন্ধ্যা-সমন্বিত হইয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও) ।

১৪ । হে বিশ্বব্যাপক ভগবান ! সত্য-স্বরূপ সংকল্পের উৎপত্তি-স্থান
আমার হৃদয়ে নিত্যসত্যস্বরূপা যে শুদ্ধসত্ত্বসমূহ বিরাজিত আছে, সেই
সকলকে আপনি রক্ষা করুন ; আমার যজ্ঞকে (সন্তুাদির কার্য্যকে) রক্ষা
করুন ; আমার যজ্ঞপালক সন্ধ্যাকে রক্ষা করুন ; যজ্ঞকারী আমাকে রক্ষা
করুন । (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১১ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্য (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

দশমেহ্নুবাক আজ্যহবিষো গ্রহণমুক্তং । একাদশ ইধাবর্হিঃপূর্ব্বকং বেছাং হবিরা-
সাদনমুচ্যতে । তত্র কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠোহগ্নয় ইত্য্যো মন্ত্রঃ । ততঃ পূর্ব্বমাপো দেবীরত্যয়-
মুদকাভিমন্ত্রণমন্ত্র আশ্নাতব্য ইত্যভিপ্রেত্য পূর্ব্ববদ্যাচষ্টে—“আপো দেবীরগ্রেপূবো অগ্রেণ্ডব
ইত্যাঃ । রূপমেবাহসামেতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে । অগ্র ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিমিত্যাঃ ।
অগ্র এব যজ্ঞং নয়ন্তি । অগ্রে যজ্ঞপতিং । যুয়ানিক্রোহবৃণীত বৃত্রতুর্গে যুয়মিল্লমবৃণীধ্বং
বৃত্রতুর্গ ইত্যাঃ । বৃত্রং হনিষ্যমিল্ল আপো বব্রে । আপো হেল্লং বব্রিরে । সংজামেবাহ-
সামেতৎসামানং ব্যাচষ্টে । প্রোক্ষিতাঃ স্বেত্যাঃ । তেনাহপঃ প্রোক্ষিতাঃ ।” (ব্রাঃ
কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ।

১ । “কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠোহগ্নয়ে স্বা স্বাহা ।”—কল্পঃ—“অথেষাং বিস্রজ্য প্রোক্ষতি
কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠোহগ্নয়ে স্বা স্বাহেতি” ইতি । হে ইধা স্বং বলিপ্রিয়তমস্তাতদভেদোপচারেণ
কৃষ্ণো যুগোহসি । তথা বনস্পতিস্বেহসি । অতোহগ্নয়ে প্রিয়ং স্বাং প্রোক্ষামি । তদেতৎ-
কর্তব্যমিতি স্বকীয়্য সরস্বতী ক্রতে । সোহয়মর্থঃ স্বাহাশব্দবাচ্যঃ । অত এবাগ্নিহোত্রাক্ষণে
প্রজ্ঞাপতেঃ স্বকীয়্য বাচা সহ সংবাদ এবমায়্যতে—“তং বাগভাবদজ্জুহুধীতি । সোহব্রবীৎ ।
কঙ্কমসীতি । সৈব তে বাগিত্যব্রবীৎ । সোহজুহোং স্বাহেতি” ইতি । অথবা নানার্থবাচী
স্বাহাশব্দঃ প্রোক্ষণং ক্রতে । অথোক্তমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—“অগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত । কৃষ্ণো রূপং
কৃষ্ণা । স বনস্পতীন্ প্রাবিশৎ । কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠোহগ্নয়ে স্বা স্বাহেত্যাঃ । অগ্নয় এবেনং
জুহুং কনোতি । অথো অগ্নেরেব মেধমবরুদ্ধে” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ।

২ । “বেদিরসি বর্হিষে স্বা স্বাহা ।”—কল্পঃ—“বেদিং প্রোক্ষতি বেদিরসি বর্হিষে স্বা
স্বাহেতি” ইতি । হে বেদে স্বং লব্ধাহসি । “তদিমামবিন্দন্ত যদিমামবিন্দন্ত তদ্বৈতৈ
বেদিস্বঃ” ইতি শ্রুতেঃ । অতো বর্হিধীরয়িতুং স্বাং প্রোক্ষামি । রূপকেণধারাধেয়ভাবং
দর্শয়তি—“বেদিরসি বর্হিষে স্বা স্বাহেত্যাঃ । প্রজা বৈ বর্হিঃ । পৃথিবী বেদিঃ । প্রজা
এব পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ॥

৩ । “বর্হিরসি অগ্ন্যভ্য স্বাহা ।”—কল্পঃ—“বর্হিঃ প্রোক্ষতি বর্হিরসি অগ্ন্যভ্য
স্বাহেতি” ইতি । হে দর্ভ বৈদেবঃ বৃহগ্নমসি । অতস্বয়ি অচঃ স্বাপয়িতুং স্বাং প্রোক্ষামি ।

পূর্ববদাধারত্ব দর্শয়তি—“বহিঃসি অগভ্যাহ স্বাহতাহ। প্রজা বৈ বর্হিঃ। যজমানঃ ক্ষতঃ। যজমানমেব প্রজাস্থ প্রতিষ্টাপয়তি” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ৩ অ. ৬) ইতি ॥

৪। “দেবে স্বাহস্তাংক্ষায় স্বা পৃথিব্যে স্বা।”—কল্পঃ—“অন্তর্কোদি পুরোগৃহি বহিঃসাম্য দেবে হেত্যাং প্রোক্ষতি, অন্তরিক্ষায় হেতি মধ্যং পৃথিব্যে হেতি মূলং” ইতি। বর্হিঃস্বৈব লোকত্রয়ং ভাবয়িত্বা লোকার্থতা প্রোক্ষণন্তেত্যাহ—“দেবে স্বাহস্তাংক্ষায় স্বা পৃথিব্যে হেতি বহিঃসাম্য প্রোক্ষতি। এভ্য এবৈনল্লোকেভ্যঃ প্রোক্ষতি” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ৩ অ. ৬) ইতি। বিধত্তে—“অথ ততঃ সহ ক্ষতা পুরস্তাং প্রত্যক্ষং গ্রহিৎ প্রত্যক্ষতি। প্রজা বৈ বর্হিঃ। যথা হৃত্য কাল আপঃ পুরস্তাংস্তি। তাদৃগেব তং” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ৩ অ. ৬) ইতি। অগ্রাদিত্রয়প্রোক্ষণানন্তরং যঃ শেষেত্তেন প্রোক্ষণ-শেষেণোদকেন স্বয়ং হস্তস্থিতপ্রোক্ষণপাত্রেন সহ বর্হিঃ পুরস্তাংস্তং প্রদার্যোদকং যথা প্রত্যক্ষস্যাতে তথোৎক্ষিপেৎ। যথা নমুয়াণাং গবাদীনাং চ প্রসৃতিকালে প্রথমত আপো নির্গচ্ছন্তি তৎপ্রোক্ষণং তাদৃগেব ভবতি ॥

৫। “স্বা পিতৃভ্য উর্গভব বর্হিষদ্য উর্জা পৃথিবীং গচ্ছত।”—কল্পঃ—“অতিশিষ্টাঃ প্রোক্ষণানিনয়তি দক্ষিণায়ৈ শ্রোণেরোত্তরশ্রে শ্রোণেঃ স্বা পিতৃভ্য উর্গভব বর্হিষদ্য উর্জা পৃথিবীং গচ্ছতেতি” ইতি। হে জল ময়া ত্বং পিতৃভ্যো দত্তমসি। অতো বর্হিঃস্থিতভেদাঃ পিতৃভ্যো রসরূপং ভব। হে জলাবয়বা ভবদীয়োত্তরসকপেণ পৃথিবীং গচ্ছত। মন্ত্র-ব্যখ্যানপূর্বকং বিধত্তে—“স্বা পিতৃভ্য ইত্যাহ। স্বাকারো হি পিতৃণাং। উর্গভব বর্হিষদ্য ইতি দক্ষিণায়ৈ শ্রোণেরোত্তরশ্রে নিনয়তি সন্ততৈ। মাশা বৈ পিতরো বর্হিষদঃ। মাশানেব প্রীণাতি। মাশা বা ওষধীর্ক্কয়ন্তি। মাশাঃ পচন্তি সমৃদ্ধৌ। অনতিস্কন্দনং পর্জন্তো বর্ষতি। যত্রৈতদেবং ক্রিয়তে। উর্জা পৃথিবীং গচ্ছতেত্যাহ। পৃথিব্যামবোর্জং দদাতি। তস্মাৎ পৃথিব্যা উর্জা ভুঞ্জতে” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ৩ অ. ৬) ইতি। স্বাকারঃ পিতৃণাং প্রিয় ইত্যর্থো বাজসনেয়ীনাং প্রসিদ্ধঃ। দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বঘট্কারং চ হস্তকারং নমুয়াঃ স্বাকারং পিতর ইতি শ্রুতিঃ পূর্বমুদাহৃত। বেদেদ-ক্ষিপশ্রোণিমারভ্যোত্তরশ্রোণিপৰ্য্যন্তং নিনয়নে যজমানস্তাবিচ্ছিন্না প্রজা ভবতি। মাশাভি-মানিদেবা এব বর্হিষদঃ পিতর ইতি তৎপ্রীতৌ সত্যামভিমন্তব্যকালান্তরা মাশা ওষধীর্ক্কয়িত্বা ফলং সম্পাদয়ন্তি। ততোহগ্নসমৃদ্ধিঃ। যস্মিন্দেহ এতন্নিনয়নমেবং ক্রিয়তে তস্মিন্দেহ পর্জন্তোহতিবৃষ্টিয়া সন্তমবিনাশয়গ্ৰণাকালং যথোচিতং বর্ষতি। উদকরসস্ত পৃথিবীগতত্বাৎ পৃথিবীজ্ঞানায়রসেন জনা ভোগং সম্পাদয়ন্তি। গৈথিল্যং বিধত্তে—“গ্র হুং বিস্র৷সয়তি। প্রজনয়ত্যেব তং” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ৩ অ. ৬) ইতি। বন্ধনরূপে গর্ভেবস্থিতস্ত বর্হিষো বিস্র৷সনেবোৎপাদনং। দিখিলস্ত বিমোচনং বিধত্তে—“উর্জাং প্রাক্ষমুদগুৎ প্রত্যক্ষমাবচ্ছতি। তস্মাৎ প্রাচীন৷ বেতো দীৱতে। প্রতীষ্টাঃ প্রজা জায়ন্তে” (ব্রা. কা. ৩ প্র. ৩ অ. ৬) ইতি। পশ্চাৎ প্রাক্ষমুদগুহীতি হি পূর্বং বিহিতস্ত প্রাক্ষমুদগুত্ব গ্রহেরগ্রং ধৃ.ত্বাৎপূর্বকং প্রত্যক্ষমুদগেব কৰ্ণেৎ ॥

৬। “বিষ্ণোঃ স্তুপোহসি।”—কল্পঃ—“বিষ্ণোঃ স্তুপোহসীতি, কৰ্ণনিধাংকৰ্ণীনাং প্রতি

প্রস্তরমুপারন্তে” ইতি । হে প্রস্তর স্বং ব্যাপিনো যজ্ঞস্ত সজ্বাতরূপো ধারকোহসি । তদেতদর্শয়তি—“বিষ্ণোঃ স্তূপোহনীত্যাহ । যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ । যজ্ঞস্ত ধৃত্যো” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৬) ইতি । বিধত্তে—“পুবস্তাং প্রস্তবং গৃহ্নাতি । মুখ্যমেবৈনং করোতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৬) ইতি । বেদেঃ পূর্বভাগে ব্রহ্মা যজমানো বা প্রস্তরং ধারয়েৎ । তচ্চ স্ত্রেহভিহিতং—“ব্রহ্মা প্রস্তরং ধারয়তি যজমানো বা” ইতি । ধারণায় মুখসনানমোরতাং হস্তেনাভিনীয় বিধত্তে—“ইয়ন্তং গৃহ্নাতি । প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতং” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৬) ইতি । বেদিখননবাক্য ইবায়মভিনয়ঃ প্রাদেশমাৎ প্ররত্বেন ব্যাখ্যেয়ঃ । তদেবানুশ্রুতং—“ইয়ন্তং গৃহ্নাতি । যজ্ঞপুরুষা সম্মিতং । ইয়ন্তং গৃহ্নাতি । এতাবদৈ পুরুষে বীৰ্য্যং । বীৰ্য্যসংমিতং” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৬) ইতি । পুরুঃ পুরু । তচ্চ যজ্ঞপুরুষস্ত হজ্জকূপরয়োঃভয়তঃ প্রাদেশমাৎ ভবতি । প্রসারিতয়ো-রঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠিকয়োঃস্থল্যোর্থাবয়মাং তাবদেব পুরুষে সামর্থ্যং, হানোপাদানান্ত্রুশেষব্যাপার্যাং তত্রৈব নিম্পত্তেঃ । পক্ষান্তরং বিধত্তে—“অপরিমিতং গৃহ্নাতি । অপরিমিতস্তাবক্কৌ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৬) ইতি । যাবতৌগত্যে স্ত্রুশ্র দৌর্গত্যাং তাবদেব গৃহ্নীয়াৎ । তস্তাপরিমিতসম্পত্তয়ে ভবতি । উৎপবনহেত্বোঃ পবিত্রয়োঃ প্রস্তরে স্থাপনং বিধত্তে—“তস্মিন্ পবিত্রে অপিসৃজতি । যজমানো বৈ প্রস্তরঃ । প্রাণাপানৌ পবিত্রে । যজমান এব প্রাণাপানৌ দধতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৬) ইতি । প্রস্তরস্ত যজমানবতজ্জ-সিদ্ধিহেতুতয়া তদভেদোপচারঃ ॥

৭ । “উর্গাম্নদসং স্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্যঃ ।”—কল্পঃ—“বর্হির্কোতাৎ স্তৃণাতি দেব-বর্হির্কাম্নদসং স্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্য ইতি” ইতি ।

অত্র শাখান্তরাঙ্কসারং দেববর্হিরিত্যেতৎপদং পুরিতং । হে দেববর্হিস্থং কল্পবন্মূহুরণং, দেবানাং স্ত্রুথেনাহসিতুং স্থানরূপং স্বাং বেতাং স্তৃণামি । ব্যাচষ্টে—“উর্গাম্নদসং স্বা স্তৃণামীত্যাহ । যথায়জুরেবৈতং । স্বাসস্থং দেবেভ্য ইত্যাহ । দেবেভ্য এবৈনংস্বাসস্থং করোতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৬) ইতি । বিধত্তে—“বর্হিঃ স্তৃণাতি । প্রজা বৈ বর্হিঃ । পৃথিবী বেদিঃ । প্রজা এব পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৬) ইতি । তত্রৈব বিশেষং বিধত্তে—“অনতিদৃশ্ণং স্তৃণাতি । প্রজ্যৈবৈনং পশুভিরনতিদৃশ্ণং করোতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৬) ইতি । ভূমিস্বরূপমত্যন্তং যথা ন দৃশ্যতে তথা বহলং স্তৃণীয়াৎ । বহুপ্রজাপশ্বাবতো যজমানোহপি বৈদেশিকৈরদৃশ্যমানঃ প্রভূর্ভবতি ॥

৮ । “গন্ধর্কোহসি বিশ্বাবস্তুর্কর্ষয়াদীষতো যজমানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িত ইম্ভস্ত বাহুরসি (১) দক্ষিণো যজ্ঞানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িতো মিত্রাবরূণো হোত্তরতঃ পরি ধত্তাং ঋবেণ ধর্মণা যজ্ঞানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িতঃ ।”—কল্পঃ—“অথ প্রস্তরপাণঃ প্রাগভিস্প্য পরিবীণপরিদধাতি গন্ধর্কোহসি বিশ্বাবস্তুর্কর্ষয়াদীষতো যজ্ঞানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িত ইতি মধ্যমমিস্ত্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণো যজ্ঞানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িত ইতি দক্ষিণং মিত্রাবরূণো হোত্তরতঃ পরি ধত্তাং ঋবেণ ধর্মণা যজ্ঞানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িত ইত্যন্তরং” ইতি । হে মধ্যমপরিধে স্বং বিশ্বাবস্তুনাশা গন্ধর্কোহসি তদ্রূপকত্বাৎ । তেন সর্কস্মাদ্ভ্যংসকাতজ্ঞানস্ত পরিপোষকোহন্নরূপঃ স্তুতো ভব ।

এবমন্তরয়োঃখোজ্যং । ঋবেণ ধর্মণাহুজীয়মাননিত্যকশ্মনিমিত্তং । বিধিপূর্বকং ব্যাচষ্টে—
“ধারয়নপ্রস্তরং পরিধীনপরিদধাতি । যজমানো বৈ প্রস্তরঃ । যজমান এব তৎস্বয়ং পরিধীন
পরিদধাতি । গন্ধর্বোহসি বিশ্বাবস্তুরিত্যাহ । বিশ্বমেবাহযুর্যজ্ঞমানে দধাতি । ইন্দ্রস্ত বাহুরসি
দক্ষিণ ইত্যাহ । ইন্দ্রিমেষ যজ্ঞমানে দধাতি । মিত্রাবরুণৌ স্তোত্ররতঃ পরি ধত্তামিত্যাহ ।
প্রাণাপানৌ মিত্রাবরুণৌ । প্রাণাপানাবেবাস্মিন্ দধাতি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ॥

৯ ॥ “সূর্য্যস্বা পুরস্তাং পাতু কস্তাশ্চিদভিশস্ত্যাঃ ।”—বোধায়নঃ—“অথ সূর্য্যেণ পুরস্তাং
পরিদধাতি সূর্য্যস্বা পুরস্তাং পাতু কস্তাশ্চিদভিশস্ত্যা ইতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“আহবনীয়-
মভিমন্ত্যা” ইতি । কস্তাশ্চিদভিশস্ত্যাঃ সর্ব্বস্তা অপি হিংসায়্যাঃ । অনেনৈবাভিপ্ৰায়েণ ব্যাচষ্টে—
“সূর্য্যস্বা পুরস্তাং পাত্বিত্যাহ । রক্ষামপহতৈ । কস্তাশ্চিদভিশস্ত্যা ইত্যাহ । অপরিমিতা-
দেবৈনং পাতি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ॥

১০ । “বীতিহোত্রং স্বা কবে ছ্যমস্ত৩ সমিধীমহগ্নে বৃহস্তমধ্বরে ।”—কল্পঃ—“উর্দ্ধে আধার-
সমিধাবাদধাতি বীতিহোত্রং স্বা কবে ছ্যমস্ত৩ সমিধীমহগ্নে বৃহস্তমধ্বরে ইতি” ইতি ।

হে বিদ্বদগ্নে আমধ্বরং নিমিত্তাকৃত্য সমিধীমহি । কীদৃশং স্বাং বীতয়ে ব্যাপ্তয়ে সমৃদ্ধয়ে
হোত্রং হোমো যন্ত তং বী তহোত্রং । এতমেবার্থং দর্শয়তি—“বীতিহোত্রং স্বা কবে ইত্যাহ ।
অগ্নিমেষ হোত্রেণ সমর্দ্ধয়তি । ছ্যমস্ত৩ সমিধীমহীত্যাহ সমিধৌ । অগ্নে বৃহস্তমধ্বরে ইত্যাহ
বৃদ্ধে” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ॥

১১ । “বিশো যন্ত্রে স্থঃ ।”—কল্পঃ—“অস্তর্বেছাদীচীনাগ্রে বিধৃতী তিরশ্চী আসাদয়তি বিশো
যন্ত্রে স্থ ইতি” ইতি । হে দত্ত নগে বিধৃতৌ যুবাং প্রজায়া নিয়ামিকে ভবথঃ । এতদেব দর্শয়তি
—“বিশো যন্ত্রে স্থ ইত্যাহ । বিশাং যতৈ” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি । বিধন্তে—
“উদীচীনাগ্রে নিদধাতি প্রতিষ্ঠিত্য” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ॥

১২ । “বস্নানা৩ রুদ্রাণামাদিত্যানা৩ সদসি সীদ ।”—কল্পঃ—“বস্নানা৩ রুদ্রাণামাদি-
ত্যানা৩ সদসি সীদেতি তয়োঃ পস্তরমভ্যাদধাতি” ইতি । বিধুতিদ্বয়মেব সদ ইত্যভিপ্ৰেত্যাহ—
“বস্নানা৩ রুদ্রাণামাদিত্যানা৩ সদসি সীদেত্যাহ । দেবতানামেব সদনে প্রস্তর৩ সাদয়তি”
(ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ॥

১৩ । “জুহুপভুহু বাহসি যতাতী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদ ।”—কল্পঃ—
“প্রস্তরে জুহু৩ সাদয়তি জুহুরসি যতাতী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেত্যন্তরামুপভুত-
মুপভুদসি যতাতী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেত্যন্তরং ঋবাং ঋবাহসি যতাতী নাম্না
প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেতি” ইতি । প্রথমদ্বিতীয়েরসি যতাতীত্যাদিকং লুপ্যজ্যতে ।
ব্যাচষ্টে—“জুহুরসি যতাতী নাম্নেত্যাহ । অসৌ বৈ জুহুঃ । অস্তরিক্শমুপভুং । পৃথিবী ঋবা ।
তাসামেতদেব প্রিয়ে নাম । যদযতাতীতি । যদযতাতীত্যাহ । প্রিয়েণৈবৈনা নাম্না সাদয়তি”
(ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ॥

১৪ । “এতা অসদনংস্কৃততন্ত্র লোকে তা বিষ্ণো পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি
মাং যজ্ঞনিয়ম্ ॥”—কল্পঃ—“অথ ঋচঃ সন্না অভিমুশতোতা অসদনংস্কৃততন্ত্র লোকে তা বিষ্ণো
পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়মিতি” ইতি । লোকেহবশস্তাবি ফলং

তদ্রূপত্বেন ভাবিতে প্রস্তরে ক্ষেত্রেবস্থিতঃ । এতদেব দর্শয়তি—“এতা অসদনংসুকৃতস্ত লোক ইত্যাহ । সত্যং বৈ সুকৃতস্ত লোকঃ । সত্য এবেনাঃ সুকৃতস্ত লোকে সাদয়তি । তা বিশেষ্য পাহীত্যাহ । যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ । যজ্ঞস্ত বৃহত্যা । পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়মিত্যাহ । যজ্ঞায় যজমানায়হ্মনে । তেভ্য এবাহশিষমাশাস্তেহ্নার্ত্যে” (ত্রাং কাং ১ প্রাং ৩ অং ৬) ইতি । ধৃতির্গচ্ছপুরুষকর্তৃকং ক্ষচাং পোষণং ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—
 “কৃষ্ণ ইয়াং বেদিকৌদিং বর্হিকর্হিঃ সমুক্ষতি । দিবৈত্রিভিকর্হিবোহগ্রমধ্যমুজানি চোক্ষতি ॥ ১ ॥
 স্বধা শেষং ক্ষিপেদুন্মো বিক্ষোঃ প্রস্তরমুয়ং । উর্ণা বর্হিস্ত্রিগন্ধত্রিভির্দ্বীনপরিধীনক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥
 হৃদ্যোহভিমদ্য পূর্নগ্নিঃ বীত্যানারসমিস্থিতিঃ । বিশো আধায় বিশ্বতী বহু প্রস্তরসাদিনমু ॥ ৩ ॥
 জুহুপত্রভিরাস্ত্র ক্ষচ এতাস্ত মদুয়ং । একাদশাহ্নবাক্বেশ্বিরীরিতা মদ্রবিশ্ণতিঃ ॥ ৪ ॥” ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

প্রথমাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতম্—“যজমানঃ প্রস্তরোহত্র গুণো বা নান বা স্ততিঃ । সামান্যিকরণেন ত্রাদেকস্তাত্তনামতা ॥ গুণো বা যজমানোহস্ত কার্যো প্রস্তবলক্ষিতে । অংশাংশিত্বাভাবেন পূর্ববদ্রাৎ সংস্রতিঃ । অর্থভেদাদনামতং গুণশ্চেৎপ্রস্থিয়েত সঃ । যাগসাধকতাদ্বারা বিধেয়প্রস্তরস্ততিঃ” ইতি ॥ ইদমায়ায়তে—“যজমানঃ প্রস্তরঃ” ইতি । তত্র যজমানস্ত প্রস্তরশব্দো নামধেয়ং প্রস্তরস্ত বা যজমানশব্দো নামধেয়ং । কূতঃ । উদ্ভিদা যাগেনেত্যাদাবিব সামান্যিকরণ্যানিত্যেকঃ পক্ষঃ । গুণবিধিরেব ইত্যপরঃ । তথাপি যজমানকার্যো জপাদৌ প্রস্তরস্তাচেতনস্ত সামর্থ্যাভাবাৎ প্রস্তরকার্যো ক্ষত্রগণাদৌ যজমানস্ত শক্তত্বাভজমানরূপো গুণো বিবীয়তে । এবং সতি পশ্চাদ্ভুতস্ত প্রস্তরশব্দস্ত কার্যলক্ষকত্বেহপি প্রথমশ্রুতৌ যজমানশব্দো মুণ্যবুর্ভিবিষ্ণতি । ন চাত্র পূর্বস্থায়েন স্ততিঃ সম্ভবতি । তচ্চাপালদাদশকপালয়োরিব প্রস্তব-যজমানয়োরংশাংশিত্বাভাবাৎ । “বায়ুর্কৈ ক্ষেপিষ্টা দেবতা” “উজ্জোহবক্কৌ” ইত্যাদিবৎ স্ততিরিত্তি চেম । ক্ষিপেদাদিবর্ষবৎকস্ত্রিচহৎকর্ষতাপ্রতীতেঃ । তস্মান্নানুগুণয়োরন্তরভিত্তি প্রাপ্তে ক্রমঃ—গোমহিবয়োরিবার্থভেদস্তাত্ত্যন্তপ্রাসিদ্ধত্বান্ নামতং যুক্তং । গুণপক্ষে ত্রয়ো প্রহরণস্ত প্রস্তরবিষয়ত্বাভজমানে প্রহতে সতি কৰ্ম্মলোপঃ স্তাৎ । তস্মাদ্বিধেয়ঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন স্তূয়তে । যথা সিংহো দেবদত্ত ইত্যত্র সিংহগুণেন শৌর্যাদিনোপেতো দেবদত্তঃ সিংহশব্দেন স্তূয়তে তথ যজমানগুণেন যাগসাধনত্বেন যুক্তঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন স্তূয়তে । এবং “যজমানো বা এককপালঃ” ইত্যাদিষু দ্রষ্টব্যং ॥

অথ ব্যাকরণম্ ।

কৃষ্ণস্ত মুগাখ্যা চেতি কৃষ্ণশব্দস্তাহত্যাভঃ । তাংরেষ্ঠ ইত্যত্র প্রাতিপদিকস্বরেণ বা সমাসস্বরেণ বা কৃষ্ণস্বরেণ বা কৃষ্ণপ্রত্যয়ান্তত্বেন থাখাদিস্বরেণ বাহস্তোদাত্ত্বং । বেদিশব্দেত্বেনপ্রত্যয়ান্তত্বেন নিৎস্বরঃ । বিষ্ণুশব্দো হ্রস্বপ্রত্যয়ান্তঃ । স্তূপশব্দো বৃষাদিঃ । উর্ণাশব্দস্ত বৃষাদিত্যাদাত্ত্বোত্ত্বো সত্ব্যপমানপূর্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ । স্বাসস্থমিত্যত্র “নঞস্তোভাং” (পাং ৬২।১৭২) ইত্যন্তোদাত্ত্বঃ । বিশ্বাবসুরিত্যত্র “বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং” (পাং ৬২।১০৬) ইতি পূর্বপদাত্তোদাত্ত্বঃ । ঈষতো যজমানস্তেভ্যভয়ত্র লসার্কধাতুক-স্বরঃ । মিত্রাবরুণাবিত্যত্র দেবতাদ্বন্দ্বস্বরঃ । উত্তরত্ব ইত্যত্রাত্ত্বচপ্রত্যয়ান্তত্বেন চিৎস্বরঃ ।

ধর্মণেত্যত্র মনিপ্রত্যয়ান্ত্যস্মিৎস্বরঃ। সূর্য্যশব্দে নিপাতনাদাত্ম্যাদন্তঃ। কশ্মা ইত্যত্র সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরদান্তয়ে প্রাপ্তে “ন গোশ্বনসাববর্ণরাডঙ্কৃদভ্যঃ” (পা० ৬।২।১৮২) ইতি প্রাথমিকবচনে সাববর্ণান্ত্বেন নিষিধ্যতে। অভিশন্ত্য ইত্যত্র তাদৌ চেতি গন্তে প্রকৃতিস্বরঃ। বীতিহোত্রমিত্যত্র “ময়ে বৃষেপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ” (পা० ৩।৩।৯৬) ইতি বীধাতোরদান্তয়ে ক্লেদপ্রত্যয়ে সতি বছব্রীহিস্বরঃ। স্মৃতাচীত্যত্র ক্লৎস্বরঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রাণিক একাদশোহনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ- গালোচনা ।

— : * : —

দশম অনুবাকে আজ্যহবিঃ গ্রহণমূলক মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে ; আর, এই একাদশ অনুবাকে ইগ্ন এবং বর্হি সহিত বেদীতে হবিঃ স্থাপনের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ইগ্ন বর্হি ও হবিঃ গ্রহণের পূর্বে, ‘আপো দেবী অগ্রেগুব’ প্রভৃতি মন্ত্রে তৎসমুদয়ে জল প্রক্ষেপ করিতে হয় ;—ভাষ্যানুক্রমণিকায় এতদ্বিষয় পরিদৃষ্ট হয়।

ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রটী ‘ইগ্ন’ অর্থাৎ হোমের কাষ্ঠ সঞ্চোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র বেদি-সঞ্চোধনে এবং তৃতীয় মন্ত্র ‘বর্হি’ অর্থাৎ সজ্জবদ্ধ কুশ সঞ্চোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝা যায়। সে মতে পদ্ধকাষ্ঠকে সঞ্চোধন করিয়া প্রথম মন্ত্রে বলা হইতেছে,—‘হে যজ্ঞকাষ্ঠ ! তুমি অগ্নির প্রিয় বলিয়া অভেদ উপচারে কৃষ্ণমৃগ হও। আর তুমি বনস্পতিস্থ অর্থাৎ বনস্পতির অঙ্গস্বরূপ। যতএব অগ্নির উদ্দেশে অগ্নির প্রিয় তোমাকে (জল দ্বারা) প্রোক্ষিত করিতেছি।’ এখানে ‘কৃষ্ণ’ শব্দে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইল না। ভাষ্যকাব কারণ নির্দেশ করিলেন,—‘অন্তোদান্ত কৃষ্ণ শব্দ আত্ম্যাদান্ত বলিয়া মৃগবাচী হইয়াছে। এই মন্ত্র শুক্লযজুর্বেদেও দেখিতে পাই। যজ্ঞকে ‘কৃষ্ণবর্ণ’ বলা হইল কেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যান শুক্লযজুর্বেদে পরিদৃষ্ট হয় ; যথা,—‘একদা যজ্ঞ, উপক্রান্ত (শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত) হইয়া, আত্মগোপনের জন্ত কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণ পূর্বক যজ্ঞীয় তরুর মধ্যে প্রবেশ করেন। একটী কঠিন বৃক্ষে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। সেইজন্তই ‘আথরেষ্ঠঃ’ পদ মন্ত্রে আছে ; এবং ইংকে ‘আথরেষ্ঠঃ’ বলা হইয়াছে। তাহা হইতে ‘কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠঃ’ বাক্যের অর্থ হয়,—‘মৃগরূপ ধারণ পূর্বক কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থিত হে যজ্ঞ’ ইত্যাদি। ‘অগ্নয়ে’ হইতে ‘বাহা’ পর্য্যন্ত প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ,—‘তোমাকে অগ্নিতে সমর্পণ করিবার উদ্দেশে প্রীতিসহকারে প্রোক্ষণ করিতেছি। তৃতীয় মন্ত্রে বেদিকে সঞ্চোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—‘হে বেদি ! তুমি লক্ষ অর্থাৎ বিস্তৃত হও। তোমার উপরে কুশ বিস্তৃত করিব বলিয়া তোমাকে প্রীতিসহকারে প্রোক্ষণ করিতেছি।’ তৃতীয় মন্ত্রে কুশগুলিকে (কুশের আটিকে) সঞ্চোধন করিয়া বলা হইতেছে,—‘হে দর্ভ ! তুমি বেদির ‘বৃংহণ’ হও ; অক্ষধারণের নিমিত্ত তোমাকে প্রীতিপূর্বক প্রোক্ষণ করিতেছি।’

প্রথম মন্ত্রের ‘কৃষ্ণঃ’ পদে আমরা ‘কলঙ্ককলুষিতঃ’ অর্থ গ্রহণ করিলাম । আমরা ঐ পদের সহিত কৃষ্ণমৃগের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম না । ‘আথরেষ্ঠঃ’ পদে আমরা দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি । এক অর্থ—‘সংকর্ষসহযুতঃ’; ‘থ’ অর্থাৎ স্বর্গদান করে—এই অর্থে ‘থর’ শব্দ ‘আহবনীয়’ অর্থ ছোতনা করে । সেই আহবনীয় বাহাতে সর্বতোভাবে আছে, তাহাই ‘আথরেষ্ঠঃ’ । ‘আথরেষ্ঠঃ’ পদের ‘সংকর্ষসহযুত’ অর্থই সঙ্গত হয় । আর এক অর্থে ঐ পদে ‘অঙ্গারসদৃশ’ বুঝাইতেও পারে । ‘অগ্নারে’ পদে ‘অগ্নিদেবায়’ অথবা অগ্নিসংযোগের দ্বারা (বিভক্তি-ব্যত্যয়ে) অর্থ পরিগৃহীত হয় । ‘অগ্নিদেবের প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞানায়ি সঞ্চারের জ্ঞা অথবা ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত, মন, তোমাকে সুসংস্কৃত করিতেছি অর্থাৎ ভগবৎকর্মে নিয়োজিত করিতেছি’—এইরূপ উক্তিই সুসঙ্গত । অঙ্গারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ (কলুষিত) মন জ্ঞানের সাহায্যেই, অঙ্গারে অগ্নিপ্রবেশের দ্বারা, উজ্জলতা প্রাপ্ত হয় । মনকে সুসংস্কৃত করিবার তাৎপর্য—জ্ঞানায়ির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত করা । মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত । দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রও মনঃসম্বন্ধসূচক । দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—‘দী’ পদ অধ্যাহার করিয়াছি । বেদি’ পদের সহিত উহার সম্বন্ধ রক্ষাই লক্ষ্য । তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধন ‘মন’ পদও ‘বর্হিঃ’ পদের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায়ই পরিকল্পিত । ফলতঃ, মনই বেদি, মনই বজ্রস্থল ; মনই বর্হি, মনই বজ্রাদি সংকর্ষসাধক । হবনীয়দান-পাত্রের (অকের) সহযোগে যেমন বর্হিকে হোমায়িত্তে অর্পণ করা হয়, মনকে সেইরূপভাবে সংকর্ষসাধনের জ্ঞা ভগবানে অর্পণ করা কর্তব্য । সুসংস্কৃত করিবার উদ্দেশ্য—মনকে ভগবানে সমর্পণ কবার আবশ্যক । আমরা মনে করি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে এত ভাবই পরিব্যক্ত ।

চতুর্থ মন্ত্রটির তিনটি বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে । ভাষ্যমতে এই মন্ত্রের দ্বারা হস্ত-প্রক্ষালন করিতে হয় । অগ্নাদিত্রর প্রোক্ষণান্তর বর্হির শেষ ভাগ গ্রহণ করিয়া প্রোক্ষণ শেষ জল এবং হস্তস্থিত প্রোক্ষণপাত্র সহিত ছট্ হস্ত সম্মুখে প্রসারণ করিতে হয় । তার পব এমনভাবে সেই জল নিক্ষেপ করিতে হয়, যাহাতে সেই জল পশুাদিকে বাইরা পড়িতে পারে । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে আপ ! স্বর্গলোকের অন্তর্বিৎস্রলোকের এবং পৃথিবীর উদ্দেশে তোমাকে নিক্ষেপ করিতেছি ।’ আমরা কিন্তু এ ভাব গ্রহণ করি না । আমাদের মতে এই মন্ত্রের লক্ষ্য—ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত সংকর্ষ । আর সেই কর্ষসাধনে সন্ধ্যা-সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রের বিভাগত্রে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি । কর্ষ ভিন্ন সংসারে কাহারও গতাস্তর নাই । যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, কর্ষ তাঁহাকে করিতেই হইবে । তবে সে কর্ষ এমন কর্ষ হওয়া চাই, যাহাতে সেট কর্ষের ফলে হৃদয়ে সন্ধ্যাবের সঞ্চার হয় । ভগবৎসহযুত কর্ষই কর্ষ । যাহাতে ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়, সেই কর্ষই সংসারবন্ধনচ্ছেদক, মোক্ষহেতুভূত—পরম সুখসাধক । “কর্ষ ব্রহ্মোদ্ভবং বিজি”—শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবানের এই বাক্যই স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে । সং-কর্ষই ব্রহ্ম নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আছেন । সুতরাং ব্রহ্মকর্ষ-সাধনের উদ্বোধনাই মন্ত্রমধ্যে নিহিত রহিয়াছে । মন্ত্র বলিতেছেন,—‘যদি সন্ধ্যাবের কামনা কর, ভগবানের প্রীতিহেতুভূত কর্ষের অনুষ্ঠান কর । সেই কর্ষই কর্ষ । সেই কর্ষই পরমসুখ সাধক—সেই কর্ষই পরম আনন্দদায়ক ।’

পঞ্চম মন্ত্র উদক-সম্বোধনে বিনিযুক্ত । ভাষ্যমতে এই মন্ত্রে দক্ষিণ মুখ হইয়া উত্তান হস্তে অঞ্জলি করিয়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জল প্রদান করিবে । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে জল ! পিতৃগণের উদ্দেশে আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি । এই বর্হিতে অবস্থিত বলিয়া তুমি পিতৃগণের রসস্বরূপ রক্ষক হও । হে জলাবয়ব, তোমাদিগের হইতে উদ্ভূত রস পৃথিবীতে গমন করুক ।’ এই মন্তোচ্চারণে বেদির দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত জলধারা প্রদান করিতে হইবে । তাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে যজমানের প্রজার উৎপত্তি হয় । আমাদের মতে এই মন্ত্রে অনুষ্ঠানকারী পিতৃলোকের গুণরাশি অবিকার করিবার জ্ঞাত পিতৃগণের উদ্দেশে ‘স্বধা’ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন । পিতৃগুণ—সম্ভাব্য হৃদয়ে উপজিত হইলে, মানুষের পরম কল্যাণ সংসাধিত হয় । এখানে এ মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই ব্যক্ত হইয়াছে । ভাষ্যমতে ষষ্ঠ মন্ত্রে প্রস্তরকে এবং সপ্তম মন্ত্রে বর্হিকে সম্বোধন করা হইয়াছে । সেই সম্বোধন অনুসারে ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ হয়—‘হে প্রস্তর ! তুমি ব্যাপক যজ্ঞের সংবার্তারূপ ধারক হও ।’ সপ্তম মন্ত্রের অর্থ,—‘হে দেববর্হি ! তুমি সম্বলবৎ মৃচ্ছ অর্থাৎ কোমল হও । দেবগণের স্তবে দাসযোগ্য স্থানরূপ তোমাকে বেদিতে আশ্রীণ করিতেছি । অর্থাৎ, দেবতাগণ বসিবেন বলিয়া এই উর্ণাসন সদৃশ কুশাসন বিস্তৃত করিতেছি ।’ এই মন্ত্রের দ্বারা বেদির উপরিভাগে কুশ বিস্তার করিতে হয় । আমরা মন্ত্র দুইটাকে মনঃ সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি । সেইরূপ সম্বোধনে মন্ত্রদ্বয়ের অন্তর্গত কয়েকটা শব্দের প্রতিও ভাব-সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে অতি সমীচীন সুসঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

ষষ্ঠ মন্ত্রে মনকে ‘বিম্বোঃ স্তূপোহসি’ বলা হইয়াছে । বিষ্ণুর স্তূপ বলিতে কি বুঝি ? এতদ্রুতিতে দুই প্রকার ভাব মনে আসে । প্রথম—‘স্তূপ’ শব্দে ধারক অর্থ গ্রহণ করিতে পারি ; দ্বিতীয়—‘স্তূপ’ শব্দে চূড়া অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে । প্রথম অর্থে,—‘হে মন ! তুমি পরমেশ্বরকে ধারণ কর’—এই ভাব আসে ; দ্বিতীয় অর্থে—‘বিম্বোঃ’ পদে যদি যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে,—‘মন ! তুমি যজ্ঞের শিখা বা চূড়া হও ।’ যজ্ঞের শিখা বা চূড়া—মন কিরূপে হইতে পারে ? শিখা বা চূড়া শব্দে যজ্ঞে প্রদত্ত আহবনীয় সামগ্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ভাব আসে । যজ্ঞে যাহা কিছু উপহার প্রদান কর না কেন, আহবনীয়রূপে যত কিছু মূল্যবান সামগ্রীই উৎসর্গ কর না কেন, মনই সকল সামগ্রীর শ্রেষ্ঠ আহবনীয় । মন ভগবৎকর্ম্যে সম্পূর্ণরূপে শ্রুত হইলে, কোনও আহবনীয় সামগ্রীই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না । সুতরাং তাহাকে শ্রেষ্ঠ উপহারই বলা যায় ।

অতঃপর সপ্তম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন । ‘উর্ণাস্রদসং’ পদের অর্থ—ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ই প্রকাশ—কোমলতা-সম্পাদক । শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চারেই মন স্নিগ্ধ কোমলতা-সম্পন্ন হয় । মনকে কোমলতাসম্পন্ন হইতে হইবে বলার তাৎপর্য্য এই যে,—মন যেন স্নিগ্ধসত্ত্বভাবের অবিকারী হয় । দেবগণের বা দেবভাবের আবাসস্থানরূপে মনকে আসনভাবে বিস্তৃত করিতে পারাই সুসঙ্গত উপমা । যত কিছু সুকোমল সূদৃশ আসন বিস্তৃত কর না কেন, দেবতার উপবেশনের আসন—সুপবিত্র মন ভিন্ন অন্য আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে । মন্ত্রে প্রথমে তাই বলা হইল,—‘মন তুমি স্নিগ্ধসত্ত্বভাবপূর্ণ হও ।’ তার পর বলা হইল—‘তোমার দেবভাদের সুখবাসের জ্ঞাত বিস্তৃত করিতেছি । পর পর বাক্যের সুন্দর

সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। মস্ত্রে মনকে শুদ্ধস্বভাবায়িত হওয়ার জন্ত উদবুদ্ধ করা হইয়াছে। প্রস্তর আসনের প্রসঙ্গে মনকেই লক্ষ্য করে। অসৎ-কর্মের দ্বারা মন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। কিন্তু তাহাকে ভগবৎকার্যে নিয়োজিত, সদ্ধ-ভাবে ভাবায়িত করিতে পারিলে সেই আবার কোমলতা প্রাপ্ত হয়। প্রস্তর-আসন হইয়াও উর্গ-নাভের তন্তুর দ্বায় কোমলাসন হইতে পারিবে,—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—শুদ্ধসদ্ধ-ভাবে আবার-স্বরূপ হইলে, এই মনই দেবগণের অত্যর্থনার জন্ত আসন-স্বরূপ বিস্তৃত হইতে পারে। তখন সর্বদেবগণ, সর্বদেবভাবসমূহ আপনাই আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইবেন। তখন, তাঁহারাই আশ্রয়-স্থানভূত হইবেন, তখন তাঁহারাই শাসক-স্থানীয় হইয়া তোমার সকল বৃত্তিকে সংপথে পরিচালিত করিবেন, তখন তাঁহারাই আসিয়া হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন।

তার পর অষ্টম মস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। আসন বিস্তৃত হইল; দেবতা আসিয়া সে আসনে উপবেশন করিবেন। কিন্তু সংশয়—যদি শত্রু আসিয়া উপদ্রব করে, আর সেইজন্তই যদি সেখানে দেবতার অধিষ্ঠান না হয়! তাই বলা হইল,—‘ভগবান হিংসকগণের আক্রমণ হইতে যেন তাহাকে রক্ষা করেন।’ ভাষ্যমতে এই নম্র পরিধি সম্বোধনে বিনিযুক্ত। দেবীর পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর তিন দিকের পরিধি নির্দেশ করিয়া, সেই পরিধিভ্রমকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই মস্ত্রের বিভাগত্রয় বিহিত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে মস্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, তাহা এই—‘হে দেবী, পরিধি! তুমি বিশ্বা বসু নামক গন্ধর্ব্ব হও; সকল বিষ় নিবারণ জন্ত সেই গন্ধর্ব্ব তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি যেমন অগ্নির পরিধি, তেমন যজমানেরও পরিধি। স্তুতরাং শত্রুর আক্রমণ হইতে যজমানকে রক্ষা কর।’ দ্বিতীয়াংশে দক্ষিণ এবং তৃতীয় অংশের উত্তর পরিধিকে লক্ষ্য করিয়া, এক একই ভাবের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রটী গভীর ভাব-স্ফোতক। মস্ত্রের প্রথম্যাংশে সেই সর্বব্যাপী সর্বগ ভগবানকে আহ্বান করিয়া শত্রুনাশের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—‘মন! সেই ভগবান তোমাকে তোমার সকল প্রকার শত্রু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।’ কি শত্রু, কেমন প্রকার শত্রু—মস্ত্রে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। মন যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, প্রবল রিপুশত্রু তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে। তাহাদের কবল হইতে মন যাহাতে পরিত্রাণ লাভ করে, প্রার্থনায় সেই আকাজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে। অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইলে, সেই আলোকই তখন অর্চনাকারীর সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। চারি পার্শ্বে গতিপথে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিলে শত্রু যেমন সম্মুখীন হইতে পারে না; সেইরূপ জ্ঞান-পরিধি বিস্তৃত করিতে পারিলে, রিপুবর্গ আসিয়া কখনও চিত্তকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। মস্ত্রের প্রথম্যাংশে এই দুই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান জ্ঞানালোকরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইউন, সাধকের চিত্ত আপনা-আপনিই রক্ষাপ্রাপ্ত হইক। ইহাই মস্ত্রাংশের তাৎপর্য। দ্বিতীয় অংশে ঐ ভাব অধিকতর প্রস্তুত। এখানে মনকে বলা হইতেছে,—‘মন, তুমি ভগবানের শ্রেষ্ঠাঙ্গস্বরূপ হও।’ তাঁহার শ্রেষ্ঠাঙ্গ কিরূপে হওয়া যায়? তিনি সংস্বরূপ স্বভাবময়। হৃদয়ে স্বভাবের বিকাশই, তাঁহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিতি। শুদ্ধস্বভাবের অবিকারী হইলেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হওয়া যায়। তাহা হইলেই—সেই ভাব

আসিলেই—বিষের সকল শত্রু হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। মন্ত্রের তৃতীয়্যাংশে তারও স্পষ্ট করিয়া ঐ কথাই বলা হইয়াছে। কি করিলে ভগবানের সন্মুখপা প্রাপ্ত হওয়া যায়? উত্তর “ব্রহ্মেণ ধর্মণা”; অর্থাৎ, সত্য-ধর্মপালন দ্বারা জ্ঞানভক্তি-সঞ্চারে ভগবদ্ভিত্তি-রূপে নিত্ৰাবরূপে, অর্চনাকারীকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করেন। তাহাতে সকল প্রকার শত্রুর হিংসা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সত্যধর্ম পালন করিতে পারিলে, হুবহু জ্ঞান-ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইলে, আপনিই শ্রেষ্ঠলোক-প্রাপ্তি ঘটে। শত্রুর আগমনের পথে আপনা-আপনিই বাধা উপস্থিত হয়। সর্বশত্রুর আক্রমণ হইতে ভগবান সাধককে রক্ষা করেন।

তার পর নবম মন্ত্র। আহবনীয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—‘হে আহবনীয়! পুণ্যভাগের সকল প্রকার বিষ হইতে সূর্যাদেব তোমাকে রক্ষা করুন।’ আশ্বিনের মতে মন্ত্রটি মনঃ-সংযোজন-মূলক। মনে হুবহু জানাঘি প্রজালিত করে। মন যদি আহবনীয় হয়—মন যদি সমিধ হয়, জানাঘি অবশ্যই জ্বলিয়া উঠিবে। সমিধ যেমন অগ্নি-সংযোগে আপনিষ্ট প্রজ্বলিত হইয়া আপনাতেই তাপনি আলোকিত হয়, মনও সেইরূপ জ্ঞানরশ্মিসংযোগে আপনাকেই তাপনি প্রজ্বলিত করিয়া উজ্জ্বলতা লাভ করে। এ পক্ষে মনের সহিত সমিধের সাদৃশ্য অতি সূক্ষ্মত বলিয়াই মনে করি। তদনুসারে মন্ত্রটি যথাপ্রযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। মন সহসা জ্ঞানসংগের পথিক হইতে চাহে না। নানা প্রলোভন বিভীষিকা তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানধার ভগবানের করুণা প্রার্থনাই স্বাভাবিক ও একান্ত প্রয়োজন। এই মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানধার সেই দেবতা, হুবহু সকল দেবভিত্তির বিকাশপক্ষে সহায় হউন, মনকে দেবভাবে উদ্বুদ্ধ করুন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনা। দেবতার করুণা ভিন্ন যে দেবতাকে পাওয়া যায় না,—এই তবুই এখানে প্রকটিত। দশম মন্ত্রটি সমিধ স্থাপন বিষয়ক। প্রতীত হয়,—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রথম পরিধির (হোমকুণ্ড বিভাগের) উপর প্রজ্বলিত সমিধ স্থাপন করিতে হয়। সে মতে, মন্ত্রের মর্মার্থ এই যে, অগ্নিকে সংযোজন করিয়া বলা হইতেছে,—‘হে অগ্নি! এই যজ্ঞে তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি। তুমি কবি, তুমি বীতিহোত্র, তুমি দীপ্তিমান, তুমি মহান, ইত্যাদি। বহির্বিজ্ঞ ও অন্তর্বিজ্ঞ—যজ্ঞ দুই প্রকার। এক যজ্ঞে সাক্ষাৎ জলন্ত অগ্নিকে সংযোজন করা হয়; অথ যজ্ঞে, এই চর্চ্চকুর অদৃশ্য লোকলোচনের বহির্ভূত, অন্তর্দৃষ্টির অন্তর্গত, ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত দেবতাকে সংযোজন করা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের সংযোজন—মূল বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত; পবিত্রমান মূল পদার্থ-সমূহই তাহাতে আচ্ছাদিত প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের সংযোজন—সেই লোকাতীত হৃদয়বস্ত; সুতরাং তাহার আহবনীয় সানগ্রাও হৃদয়—হৃদয়ান্তিম সানগ্রা। মন্ত্রটি দুই যজ্ঞই সংভাষে প্রযুক্ত হইতে পারে। উহার ভাষ্যে এমনই সার্বজনীন ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! ‘হে অগ্নি! তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি’,—প্রজ্বলিত সমিধ-হস্তে এতদেব উত্তম ও এই মন্ত্রার্থ প্রকাশ পাইতে পারে। আবার, ‘তামার এই অস্তবস্তে, তামার এই সংকল্পনিবহের মধ্যে, আমার এই হৃদয়প্রদেশে, আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতেছি’,—এই এ ভাবও পরিব্যক্ত।

হইতে পারে। মন্ত্রের পদ-সমষ্টি এমনই ভাবে সন্নিবদ্ধ যে, সকল সংকল্পের অন্তর্গতনৈই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইবার উপযোগী হইয়া আছে। ‘অতএব জলন্ত সমিধের দ্বারা তোমাকে জ্বালাইতেছি’—স্বার্থ এতদপ ন হইয়া, ‘তোমার সর্বভীষ্টসিদ্ধির কামনায় আমার সর্বকর্মে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি’—এইরূপ হওয়াই সম্ভব মনে করি। প্রার্থনা এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনি আমার সর্বকর্মে জ্ঞানরূপে চিরদীপ্যমান হউন।’

একাদশ মন্ত্রে দর্ভ-নির্মিত বিধুতিদ্বয়ের সম্বোধন আছে। মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে দর্ভ-নির্মিত বিধুতিরয়! তোমরা প্রজাগণের নিয়ামক হও।’ আমাদের মতে, মন্ত্রে জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ স্থচিত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান ও কর্ম! তোমরা শুদ্ধসত্ত্বের নিয়ামক অর্থাৎ উৎপাদক হও। জ্ঞান ও কর্ম সংস্বন্ধে নিয়োজিত হইলে, সদ্ভাবের উদয় হয়,—এ তত্ত্ব অনেকত্র দিশদীকৃত হইয়াছে। জ্ঞান কর্মের নিয়ামক, সজ্জ্ঞান-সমন্বিত কর্ম সদ্ভাবের জনক। সদ্ভাবের জনন ও পোষণই ভগবদ্ভদ্রে নিয়োজিত কর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভাব এই যে, জ্ঞান ও কর্মের প্রভাবে, হৃদয়ে যেন সদ্ভাবের সঞ্চার হয়।

দ্বাদশ মন্ত্রে প্রস্তর গ্রহণ। ‘আদিত্য, বসু ও রুদ্রের সদনে প্রস্তর গ্রহণ করিতেছি অর্থাৎ আদিত্য বসু এবং রুদ্র (সবনক্রিয়াভিমাত্রী দেবতাক্রয়), হে প্রস্তর, তোমাতে আসিয়া উপবেশন করুন।’ আমাদের মতে, এই মন্ত্রে ‘বী’ কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ‘বহুনাং, রুদ্রাণাং আদিত্যানাং’—এই যে তিনকাল্যভিমাত্রী ত্রিবিধ দেবগণের অধিষ্ঠান কল্পনা, তাহার মর্ম্ম এই যে, সকল কালে তিনিই আশ্রয় দিবেন, তিনিই শাসনদণ্ড পরিচালনায় কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন, তিনিই জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয় আলোকিত করিবেন। মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

অতঃপর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ মন্ত্রদ্বয়ের ভাব উপলব্ধ করুন। ভাষ্যকারের মতে,—ত্রয়োদশ মন্ত্র অক্ষের (জুহু) সম্বোধনে এবং শেষ মন্ত্র হবিঃ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকারের এই অভিমত-ক্রমে ত্রয়োদশ মন্ত্রের বে অর্থ হয়, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। মন্ত্রের অর্থ,—‘তোমার নাম জুহু; তুমি স্মৃতপূর্ণ হইয়া থাক। সেই দেববল্লভ আজ্যের সহিত এই প্রস্তর-লক্ষণ প্রিয় আসনে উপবেশন কর।’ ‘প্রিয়েণ ধাম্না’ পদদ্বয়ের অর্থ-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বেদের প্রমাণ তুলিয়া বলিয়াছেন,—‘প্রিয়ধাম শব্দে আজ্যকেই বুঝাইয়া থাকে।’ উপভূৎ-ধারণও এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। ‘উপভূৎ’ শব্দের অর্থ—যাহা সমীপ থাকিয়া সাজ্যকে ধারণ করে। উপভূৎ ভিন্ন ‘ঋৎ’ নামক অপর একটা সাংখ্যাত এই মন্ত্রে স্থাপন করিতে হয়। যাহা ‘স্থিরতা-বিশিষ্ট’, তাহাই ঋৎ—স্বাভাবিক হইয়া অভিমত। হোমের জন্ত যেমন জুহু ও উপভূতের চলন বা চাক্ষু্য বিদ্যমান, ঋৎও তাহা নাই। ঋৎ বলিয়া ইহার নাম ঋৎ। মন্ত্রের তাৎপর্য—‘তোমার নাম উপভূৎ বা ঋৎ; তুমি স্মৃতপূর্ণ হইয়া থাক; তুমি উপবেশন কর।’ ‘প্রিয়েণ ধাম্না’ প্রভৃতি মন্ত্রে হবিকে বেদান্তে নিষ্কেপ করিতে হয়। অর্থ,—‘হে হবিঃ! তুমি প্রিয়ধাম অর্থাৎ আজ্যের সহিত এই প্রিয় আসনে উপবেশন কর।’ ‘এতা অসদন’ প্রভৃতি মন্ত্রে পাত্ৰস্থিত হবিকে জুহু প্রভৃতির সাহিত্যে বেদান্তে নিষ্কেপ করিতে হয়। যজ্ঞপুরুষ অর্থাৎ যজমান এই মন্ত্রের দ্বারা অচ পেষণ করিবেন—যজ্ঞে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্দশ মন্ত্রে, ‘স্বকৃত’

অর্থাৎ অবশ্যস্তাবী ফলবিশিষ্ট বলিয়া সত্য যে যজ্ঞ, তাহার স্থানে যে সকল হবিঃ বর্তমান রহিয়াছে, হে ব্যাপক যজ্ঞপুত্র বিষ্ণু, ত্যাপনি তৎসমুহায় হবিকে রক্ষা করুন, যজ্ঞকে রক্ষা করুন, যজ্ঞপতিকে রক্ষা করুন এবং যজ্ঞদায়কে রক্ষা করুন,—এই ভাব ভাষ্যভাষে উপলব্ধ হয় ।

আমরা বলি, ত্রয়োদশ মন্ত্রে ধীকে সম্বোধন করা হইয়াছে । মন্ত্রে বলা হইতেছে, — ‘হে ধী ! তোমার দ্বারাই দেবোদ্দেশে হবনীয় বস্তু আহুতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব তুমিই প্রকৃত হবনপ্রাপ্তব্যপক । তুমি সর্ব্বাই শুদ্ধাত্তাবাসিতা হইয়া থাক । প্রিয় বস্তুর আধার শুদ্ধস্বাদি গুণ-সমূহের সহিত আসিয়া আবার জ্বর-আবনে উপবেশন কর ।’ মন্ত্রে ধীর নাম-বিশেষণেরও পরিচয় পাওয়া যায় । উহাকে ‘উপভূং হও’ বলা হইয়াছে । ‘উপ’ শব্দের অর্থ ‘সমীপে’ এবং ‘ভূ’ শব্দের অর্থ ‘ধারণ ও পোষণ’ মূলক, এমন বিবেচনা করিতে হইবে—এস্থলে ধী কাহার সমীপে কোন বস্তু ধারণ বা পোষণ করিবে ? ইহাতে প্রতীত হয় যে, ধী-ই দেব-সমীপে হবনীয় ধারণকর্ত্তা বা স্বয়ং সত্ত্বাব দেববিত্তিতে আদর পোষিকা । ধীর জায় দেবতার নিকট হবনীয় ধারণকর্ত্তা বা স্বয়ং সত্ত্বাব-পোষিকা আর কে আছে ? মন্ত্রে ধীকে ‘ঋবা’ নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সত্ত্বাবাসিতা ধী স্বয়ং অবিস্তিত হইলে, সাবকেব জনশঃ উক্ত অবস্থা-সকল করায়ত্ত হইয়া থাকে । তাহার পতনাশঙ্কা একেবারেই তিরোহিত হয় । উক্ত ধী একবার স্বয়ং আসন লাভ করিলে আব বিচলিত হয় না । তখনই ‘ঋবা’ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় ধীর তৃতীয় অবস্থা । জুহু, উপভূং এবং ঋবা — ধীর এই তিন নামে বা অবস্থায়, সাধনার তিনটি স্তরপর্যায় প্রকাশ করিতেছে । ‘ধী’ যখন সত্ত্বাবসম্বিতা হইতে পারে, তখন তাহাকে ‘জুহু’ নামে অভিহিত করা হয় । তার পর সেই সত্ত্বাব যখন সে পোষণ করে, তখন তাহার নাম—‘উপভূং’ অর্থাৎ সত্ত্বাবপোষিকা । তাহার উৎকর্ষের তৃতীয় অবস্থা—‘ঋবা’ ; তখন তাহার সত্ত্বাব অটল অচঞ্চল ভাবে স্থিতি লাভ করে । মন্ত্রে ঐ তিনের সমন্বয়ে সাত্ত্বজ্ঞ সাধিত হইয়াছে ; অর্থাৎ ঐ ত্রিগুণযুক্ত ধীকে জদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রার্থনা ও কাশ পাঠিয়াছে ।

চতুর্দশ বা শেষ মন্ত্রের অর্থ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়,—সাধক ঐ ত্রিভাবাসিত ধীকে লাভ করিবার নিমিত্ত যাকুল হইয়াছেন । মন্ত্রে যেন পূর্ববর্ত্তী মন্ত্রসমূহের উপসংহার হইয়াছে । মন্ত্র যেন বলিতেছেন,—‘হে ধী ! তুমি এইরূপে তোমার প্রিয় নিত্যসহচর শুদ্ধস্বাদির সহিত আমার জ্বররূপ আসনে অবিস্তিত হও । এটি আসন তোমার সখার জায় প্রিয় হউক । উপসংহারে সেই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা । কি জানি, মান্যর প্রভাবে স্মৃতি যদি আচ্ছন্ন হয়, তাহার অব্যর্থ কুহকে স্মৃতির প্রিয় সহচর শুদ্ধস্বাদি সত্ত্বাবসমূহ যদি বিলুপ্ত হইতে বসে ; তাই সাধক পঞ্চম মন্ত্রে কাতরপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতেছেন ও প্রার্থনা জানাইতেছেন,—‘হে বিষ্ণু ! আপনি যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন । আপনি যে যজ্ঞপুত্র ! আপনি যে সমস্তর উৎপত্তিস্থান-স্বরূপ ! আমার হৃদয়ে যে শুদ্ধস্বত্বাব উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করুন ; সত্ত্বাবাদির কার্য্যপোষক যজ্ঞপতিরূপ সত্ত্বাবকে রক্ষা করুন । হে দেব ! আপনার অব্যর্থ রক্ষা

প্রভাব তারার জির-শায়াদ-সম্বন্ধে সম্ভাব যেন সহস্রবর্ষের সহিত সুরক্ষিত হইয়া থাকে ।’ পরিশেষে মস্ত্রে সাদক ভগবানের নিকট ত্যাগসম্বন্ধিনী চরম প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন । সাদক, সাংনার চরম সীমা ভগবানে ত্যাগসমর্পণরূপ নববিধ ভক্তির চরম ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন । সাদক এখানে ক্রীভগবানে সর্বস্ব ছুঁত করিয়া নিজের চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন ; বলিতেছেন,—‘হে ভগবন, যজ্ঞনীয় আমাকে পরিত্যাগ করুন !’ ক্রীভগবদঙ্গীতার যে সার শিখা—সাদকের যে চরম প্রার্থনা, এখানে সেই প্রার্থনাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে । গীতায় ক্রীভগবান বলিয়াছেন,—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষু জুগুপসতি ॥ ভাস্করঃ সর্বভূতানি যজ্ঞরচানি মায়ায়া ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি স্বাশ্বতস্ ॥

মন্যনা ভব মন্তুলো মদবাজো নাং নন্দুর ॥ নামৈবেশ্বাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥

সর্ববর্মান্ পরিত্যজ্য নামংকং শরণং ব্রজ । অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শূচ ॥”

অর্থাৎ,—‘হে অর্জুন, ঈশ্বর নায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরক্ত ভূতসকলকে (যন্ত্রধরের ছায়া) তত্তৎকর্ণে প্রবৃত্তি করিয়া সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন । হে ভারত, সর্বতোভাবে (তোমার ভালই হউক, তার মন্দই হউক) তাঁহাকেই শরণ লও । তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে । তুমি নিক্ষিপ্ত, মদভক্ত ও আমারই উপাসক হও ; আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে । ইহা তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি । যেহেতু তুমি আমার প্রিয় । সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে পরমাত্মাকে ত্যাগ কর ; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব ; শোক করিও না ।’ এই বুলিয়াই সাদক ভগবানে সর্বস্ব সমর্পণ করিতেছেন । নাম্নয় নির্ভর করিতে পারে না ; তাই সংসার-যজ্ঞগায় অস্থির হইয়া পড়ে ; তাই ‘আমার আমার’ অহংজ্ঞানে সে কেবলই গোহপক্ষে নিমজ্জিত হইতে থাকে । কিন্তু একবার যদি যে ডাকার মত ডাকিতে পারে, একবার যদি তাহাতে নির্ভরতা আসে,—সকল সংশয় টুটিয়া যায় । তখন সর্বস্ব সমর্পণে ভগবদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া জন্মগতিরোধে পরমপদে অবস্থিত হয় ! এখানে সেই নির্ভরতার—সেই সর্বস্ব-সমর্পণের আকাঙ্ক্ষাই বর্তমান দেখি ।

বিনিয়োগ-সংগ্রহে মন্ত্রের যে বিনিয়োগের বিষয় উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার আভাষ প্রদান করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি । ‘কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে ইথা, ‘বেদি’ প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি এবং ‘বহিঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে বহি প্রভৃতিকে জলপ্রোক্ষণে পরিগুঞ্জ করিয়া লইতে হয় । ‘দিবো ত্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে বহির অগ্র মধ্য ও মূল প্রোক্ষণ করিবার বিধি । তার পর ‘স্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রোক্ষণশেষ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, ‘বিষ্ণোঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তর গ্রহণ করিতে হয় । ‘উর্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে বৈদির উপরিভাগে বর্ষ বা কুশ আস্তরণ করিয়া, তৎপরেই ‘গন্ধর্কোহসি’ মন্ত্রের তিনটী বিভিন্ন অংশে (উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে) তিনটী পরিমি নির্দেশ করিয়া, ‘হৃণ্যঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সমিবকে অভিমুখিত এবং ‘বীতিহোজ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সমিবকে তাপবে স্থাপন করিবে । ‘বিশো’ প্রভৃতি মন্ত্রে বিধ্বতিদ্বয় গ্রহণ, ‘বহ্নানাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তর সারণ । পরে ‘কৃহঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে অক্ষ গ্রহণ করিয়া

‘এত্ৰা অসদন্’ প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা দেই ক্রককে অভিন্নস্থিত করিবার বিধি বিনিয়োগ-গ্রন্থে পরিণীত হয়। এই বিনিয়োগ অনুসারেই, আমরা মনে করি, ভাষ্যকার দ্বয়ের পূর্বোক্তরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১১ অঙ্কবাক)।

— * —

দ্বাদশঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমা প্রপাঠকঃ । দ্বাদশোহঙ্কবাকঃ ।)

(১) ভুবনমসি বি প্রথস্বাথে যচ্চরিতং নমঃ ।

(২) জুহেহগ্নিস্বা হব্যতি দেবযজ্যায় উপভূদেহি দেবস্বা

সবিতা হব্যতি দেবযজ্যায় ।

(৩) অগ্নাবিস্তৃ মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং

তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কণুতং ।

(৪) বিষ্ণোঃ স্থানমসি ।

(৫) ইত ইন্দ্রো অকৃণোধীর্ঘ্যাণি সমারভ্যোধেঁ অধ্বরো

দিবিস্পৃশমহুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিন্দ্রাবান্ৎ স্বাহা ।

(৬) বৃহদাঃ। (৭) পাহি মাহ্নে চুশ্চরিতাদা মা স্চরিতে ভজ।

(৮) মথন্ত শিরোঃসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙক্তাম্ ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) ভুবনম্। অসি। বীতি। প্রথস্ব। অগ্নে। যষ্টঃ। ইদম্। নমঃ।

(২) জ্বহ। এতি। ইহি। অগ্নিঃ। জ্ব। হব্যতি। দেবযজ্যাম্। ইতি দেব—যজ্যাম্।

উপভূদিত্যুপ—ভুং। এতি। ইহি। দেবঃ। জ্ব। সবিতা।

হব্যতি। দেবযজ্যাম্। ইতি দেব—যজ্যাম্।

(৩) অগ্নাবিস্। ইত্যগ্না—বিস্। মা। বাম্। অনেতি। ক্রমিষম্। বীতি। জিহাথাম্।

মা। মা। সমিতি। তাণ্ডম্। লোকম্। মে। লোককৃতাবিতি।

লোক—কৃতৌ। কণ্ডম্।

(৪) বিকোঃ। হানম্। অসি।

(৫) ইতঃ । ইন্দ্রঃ । অকুণোৎ । বীৰ্য্যানি । সমারভ্যেতি সম—আরভ্য । উৰ্জঃ ।

অধ্বয়ঃ । দিবিস্পৃশমিতি দিবি—স্পৃশম্ । অহুতঃ । যজ্ঞঃ । যজ্ঞপতেরিতি

যজ্ঞ—পতেঃ । ইন্দ্রাবানিতীজ—বান্ । স্বাহা ।

(৬) বৃহৎ । ভাঃ ।

(৭) পাহি । মা । অগ্নে । হুচরিতাদিতি হুঃ—চরিতাৎ । এতি । মা ।

হুচরিত ইতি হু—চরিতে । ভজ ।

(৮) মথন্ত । শিরঃ । অসি । সমিতি । জ্যোতিষা । জ্যোতিঃ । অঙ্কুরাম্ ॥ ১২ ॥

* * *

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ !) ত্বং ‘ভুবনং’ (বিধেবাং সর্কেষাং ভূতানাং উৎপাদকঃ, যদ্বা—নিখিলানাং সত্ত্বাবানাং জনকঃ সংরক্ষকঃ চ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ত্বং ‘বিপ্রথস্ব’ (বিশেষণে বিবৃতঃ ভব, যদ্বা—মম হৃদি অধিষ্ঠিত, মম সত্ত্বাবং লোকানুরাগং চ প্রবর্তয় ইতি ভাঃ) ; ‘ইদং’ (মদনুষ্ঠিতং ইতি যাবৎ) ‘বষ্টঃ’ (কৰ্ম, ভবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতং কৰ্ম ইতি ভাঃ) তুভ্যং ‘নমঃ’ (নমস্করোক্ত, ত্বাং প্রাণোক্ত ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং পার্থনামূলকঃ । মম কৰ্ম ময়ি সত্ত্বাবং জনয়তু ভগবন্তু চ সঙ্গচ্ছতু ইতি ভাঃ ।

২। (ক) ‘জুহ’ (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) ত্বং ‘এতি’ ‘ইহি’ (ত্বয়্যা আগচ্ছ, হৃদি সঞ্চর ইত্যর্থঃ) ; ‘দেবযজ্ঞায়’ (দেবযাগসম্পাদনায়, ভগবৎকৰ্মসাধনায় ইতি যাবৎ) ‘অগ্নিঃ’ (জ্ঞানায়িঃ) ‘জা’ (জাং) ‘হব্যতি’ (উদীপয়তু ইত্যর্থঃ) ।

(খ) ‘উপজুং’ (সত্ত্বাবগোষিকে, দেবসমীপে হবির্ধারণকর্ত্রে হে মম মনোবৃত্তে) ত্বং ‘এতি’ ‘ইহি’ (ত্বয়্যা আগচ্ছ, হৃদি প্রসর ইত্যর্থঃ) ; ‘দেবযজ্ঞায়’ (দেবকাৰ্য্যসম্পাদনায়, সংকৰ্ম-

সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রসবিতা, যথা—স্বপ্রকাশঃ ভগবান ইতি ভাবঃ) 'স্বরতি' (উদ্যোপয়তু, ভগবৎকর্মে সম্যক্ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ) ।

মন্ত্ৰোৎসং আয়োবোধকঃ । সন্ধ্যাবঃ সজ্জ্ঞানং হি সংকৰ্ম্মমূলকং । সন্ধ্যাবেন সজ্জ্ঞানেন চ ভগবৎপ্রীতিকামনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বৰ্ত্ততে ।

৩। 'অগাবিষ্ণু' (হে মম জ্ঞানকৰ্ম্মণী !) 'বাং' (যুবাং) 'মা অবক্রমিষং' (ভতিক্রমা মা গচ্ছেষং, মা পবিত্রাজ্যেয়ং ইতি যাবৎ ; যুবাং 'বি জিহাথাং' (মাং বিযুক্তং মা কুরু—যুবসোঃ সৰ্ব্বক্ৰাৎ ইতি ভাবঃ) ; 'মা' (মাং—প্রার্থনাকারিণং ইতি যাবৎ) 'মা সন্তাপ্তং' (সন্তাপ্তং মা জনয়তাং, মাং প্রীতি বিকপৌ মা ভবেরন্) ; কিঞ্চ 'লোকরতো' (স্থানকারণৌ, সৰ্ব্বেষাং পরমপদিস্থাপনকারণৌ যুবাং ইতি ভাবঃ) 'মে' (মম) 'লোকং' (পরমস্থানং ইত্যর্থঃ) 'কৃণুতাং' (কুরুতাং—মদর্থং পরমস্থানং বিধেহি ইতি ভাবঃ) । জ্ঞানকৰ্ম্মণী হি সৰ্ব্বমঙ্গলকারণৌ । সজ্জ্ঞানেন যদা সংকৰ্ম্মং অমুষ্ঠিতং ভবতি তজ্জ্ঞানসমন্বিতেন কৰ্ম্মপ্রভাবেণ লোকাঃ পরমপদং প্রাপ্নোতি । অতঃ সজ্জ্ঞানেন সংকৰ্ম্মানুষ্ঠানং কৰ্ত্তব্যং ইতি মন্ত্ৰস্ত উদ্বোধনা ।

৪। হে মম অন্তর ! হু 'বিক্ষোঃ' (ভগবতঃ, বিধব্যাপকস্ত শুদ্ধস্বস্ত) 'স্থানং' (আধারং) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ) ।

৫। ইঙ্গ (হে পরমেশ্বর) ভবান্ 'ইতঃ' (অস্মিন্ মম হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'বীৰ্য্যাণি' (শত্রুনাশসামর্থ্যানি) 'অকৃণোৎ' (বিস্তারয়তু, উৎপাদয়তু ইত্যর্থঃ) ; এবং সতি 'অধ্বরঃ' (মম যজ্ঞঃ সদানুষ্ঠানং বা শত্রুকৃতহিংসারহিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'উধ্বঃ' (উন্নতঃ) 'সমারভাঃ' (সম্যক্ অমুষ্ঠিতঃ চ ভবিতুং 'অহি' ইতি শেষঃ, তব সান্নিধ্যে গমনযোগ্যঃ ভবতি ইতি ভাবঃ) ।

'যজ্ঞপতেঃ' (যজ্ঞপালকস্ত, অমুষ্ঠাতুঃ মম ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞঃ' (কৰ্ম্ম—শত্রোরূপদ্রবপরিশৃণুং সন্) 'দ্বিবিম্পৃশঃ' (বিধব্যাপকং) 'অহুতঃ' (অকুটিলঃ) 'ইন্দ্রাবান্' (ভগবৎপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ । 'বাহা' (মম তং কৰ্ম্মং কৰ্ম্মফলং বা স্বাহামন্ত্ৰেণ ভগবতি সমর্পয়ামি ; স্নহত স্নসিক্রমন্ত মম অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ) ।

৬। হে মনঃ ! 'ভাঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) যথা 'বৃহৎ' (মহান্তঃ, ভগবৎপ্রাপকাঃ ভবতি ইতি যাবৎ) তথা সাধয়েতি ভাবঃ ।

৭। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাদায় হে ভগবন্ !) 'মা' (মাং) 'দ্রুশ্রিতাং' (পাপাচরণাং, পাপাং ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (রক্ষ) ; পাপাং মাং পরিত্রাণং সাধয়িত্বা 'মা' (মাং) 'স্বরতি' (শোভন-চরিতে, সংপথি ইতি ভাবঃ) 'আ ভজ' (প্রকৃষ্টরূপেণ স্থাপয়) । প্রার্থনামূলকোৎসং মন্ত্ৰঃ । সংপথি প্রবর্ত্তনায় অত্র প্রার্থনা বৰ্ত্ততে ।

৮। হে মনঃ ! হু 'মথস্ত' (সংকৰ্ম্মাঃ ইতি যাবৎ) 'শিঃ' (শ্রেষ্ঠাঙ্গঃ, শ্রেষ্ঠসম্পাদকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) । হুং 'জ্যোতিঃ' (পরজ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং—সংজ্ঞানস্বিতা ইতি ভাবঃ) তেন 'জ্যোতিষা' (তস্ত পদমজ্যোতিষঃ কাধারণ—ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) মাং 'সমঙক্তাং' (সম্যক্ সংযোজয়তু ইত্যর্থঃ) ॥ (১অষ্টক—১প্রাণঠক—১২অম্লবাক) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

১। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি নিখিল বিশ্বের ভূত-সমষ্টির উৎপাদক অর্থাৎ নিখিল সত্ত্বাবের জনক হয়েন। অতএব আপনি বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত অর্থাৎ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার সন্তাপ ও লোকানুরাগ বর্ধন করুন। আমার অনুষ্ঠিত ভগবদ্বন্দ্বেষ্টে নিয়োজিত কর্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। আমার কর্মের দ্বারা আমাতে সত্ত্বাবের সঞ্চার হউক এবং সেই কর্ম ভগবানকে প্রাপ্ত হউক)।

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি হৃদয়ে সঞ্চারিত হও। দেবযোগসম্পাদন জন্য (ভগবৎকর্মসাধন নিমিত্ত) প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান তোমাকে উদ্দীপিত করুন।

৩। সত্ত্বাবপোষণকারিণী দেবসমীপে হবির্দারকর্ত্রী হে মনোবৃত্তি! তুমি হৃদয়ে প্রসারিত হও। দেবকার্য্যসম্পাদন জন্য অর্থাৎ সংকর্মসাধন নিমিত্ত জ্ঞানপ্রসবিতা স্বপ্রকাশ ভগবান তোমাকে সম্যক উদ্দীপিত করুন অর্থাৎ ভগবৎ-কর্ম নিয়োজিত করুন।

(মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। সত্ত্বাব সজ্জ্ঞানই সংকর্মের মূলীভূত। আর সেই সত্ত্বাবের ও সজ্জ্ঞানের প্রভাবেই ভগবানের প্রীতিকামনায় এখানে সঙ্কল্প বর্ত্তমান রহিয়াছে)।

৩। হে আমার জ্ঞান ও কর্ম! তোমাদের উভয়কে যেন আমি পরিত্যাগ না করি। তোমরাও যেন তোমাদের সম্বন্ধ হইতে আমাকে বিযুক্ত করিও না; অপিচ, অর্চনাকারী আমার সন্তাপ উৎপাদন করিও না। পরন্তু সকলকে পরম পদে প্রতিষ্ঠাপক তোমরা আমার জন্য পরমস্থান বিধান কর। (ভাব এই যে,—জ্ঞান ও কর্মই সকল মঙ্গলের হেতুভূত। সজ্জ্ঞান-সহকারে যদি সংকর্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান-সমন্বিত কর্ম প্রভাবেই মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব সজ্জ্ঞান সহকারে কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য, মন্ত্রে সেই উদ্বোধনই বর্ত্তমান রহিয়াছে।)

৪। হে আমার অন্তর! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের—শুদ্ধসত্ত্বের আধার-স্বরূপ হও।

৫। হে পরমেশ্বর! আপনি আমার এই হৃদয়ে শত্রুনাশসামর্থ্য বিস্তার করুন; তাহা হইলে, শত্রুকৃত হিংসারহিত হইয়া আমার যজ্ঞ উর্দ্ধগতি লাভ

করিবে (অর্থাৎ, রিপুশত্রু কর্তৃক প্রতিহত না হইয়া আপনার সাম্রিক্য-লাভে সমর্থ হইবে) ।

সৎকর্মের পালক ও অনুষ্ঠাতা আমার কশ্ম, শত্রুর উপদ্রবপরিশূন্য হইয়া বিশ্বব্যাপক, কৌটিল্য পরিশূন্য এবং ভগবৎপ্রাপক হউক । আমার সেই কর্মকে আমি ‘স্বাহা’ মন্ত্রে ভগবানে সমর্পণ করিতেছি । আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হউক ।

৬ । হে মন ! আমার জ্ঞানরশ্মিসমূহ যাহাতে ভগবৎপ্রাপক হয়, তাহাই বিহিত কর ।

৭ । প্রজ্ঞানাদ্য হে ভগবন্ ! আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন । পাপ নষ্ট করিয়া আমাকে প্রকৃষ্টরূপে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । সৎপথাবলম্বনের নিমিত্ত এখানে প্রার্থনা বর্তমান) ।

৮ । হে মন ! তুমি সৎকর্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হও । তুমি আমাতে পরমজ্যোতিঃ উপাদান করিয়া সেই পরমজ্যোতিষ্মানের সহিত আমাকে সংযোজিত কর । (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১২অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যঃ (সাধারণাচায্যকৃতং) ।

একাদশেহুবাক ইদ্রাবাহিঃ ক্ষচাং প্রোক্ষণাদিতস্তমুক্তং । তত্রাহজ্যহবিষা পূর্ণান্নাঃ ক্ষচাং যদাসাদনমুক্তং তেন পুরোঃাশনান্নায্যয়োরপি বেষ্ঠানাসাদনমুপলক্ষ্যতে । তে মন্ত্রাঙ্ঘ্রিদ্ভিঃ কাণ্ডাদৌ দৃষ্টব্যাঃ । সর্কেস্ব চবিঃদাসাদিতেষাংবভ্যাহিতান্নিগ্নাকাষ্ঠানামুপরি হোতুমান্নারোহাদশে বিধীয়তে ।

১ । “ভুবনমসি বি প্রথস্বাঃ যষ্টরিদং নমঃ ।”—কল্পঃ—‘অথাগেণ জুহপভূতো প্রাক্ষমঞ্জলিং করোতি ভুবনমসি বি প্রথস্বাঃ যষ্টরিদং নম ইতি’ ইতি । জুহপভূত্যাং পূর্ক্স্মিন্দেদে অহবনীয়াং প্রত্যয়মঞ্জলিঃ । হে যাগনিষ্পাদকাগ্নে অং ভুবনমসি, ভবন্ত্যস্মাদুতানীতি ভুবনং । অতো ভূতকারণাদ্বিস্তৃতো ভব । তুভ্যমিদমঞ্জলিরূপং নমোহস্ত । অস্ত মন্ত্রস্ত দ্বিতীয়াধারশেষত্বাদমন্ত্রকস্ত প্রথমাধারস্ত পূর্ক্সমমুষ্ঠেয়ত্বাৎ বিধিৎসুস্ততঃ পূর্ক্সং হোতারঃ প্রতি প্রৈষনম্ভূমুৎপাদয়তি—‘অগ্নিনা বৈ হোত্রা । দেবা অমুরানভ্যবন্ । অগ্নয়ে সমিধ্য মানান্নান্নক্ৰহীতাহ ভ্রাহুব্যাভিভূতৈ’ (ত্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৭) ইতি । হে হোতঃ-রিধ্যাকাঠৈঃ সমিধ্যমানস্তাশ্নেরমুরূপান্নাত্মাক্রতি । তমিমং প্রৈষমধ্বর্য়ুক্ৰমাৎ । দেবাঃ পূর্ক্সং স্বকায়েষু যাগেষু বহিঃ হোতারঃ কৃদ্ধা তন্থথেনাস্মুরানজয়ন্ । অতোহুতাপি বৈরিত্তিরস্মারায় সমজ্ঞকৈঃ কাঠৈরগ্নিঃ প্রজলিতঃ কার্য্যঃ । সংখ্যাংশিষ্টমিধ্যং বিধন্তে—‘একবিশংশিষ্টমিধ্যাক্রাণি ভবন্তি । একবিশংশো বৈ পুরুষঃ । পুরুষস্তাহৈষ্ট্য’ (ত্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৭) ইতি ।

দশ হস্তা অঙ্গুলয়ো দশ পাশা আশ্বৈকবিশং ইত্যন্ত্রাহ্মাতং । হোত্রা প্র বো বাজা
অভিত্ব ইত্যাদিষ্টু সামিদেনী সংস্রকাস্বন্যামানস্র কাষ্ঠানামগৌ প্রক্ষেপং বিধন্তে—
‘পঞ্চদশেদ্বদারুণ্যভ্যাদধাতি । পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্ত রাত্রয়ঃ । অর্দ্ধমাসঃ সংবৎসর আপ্যতে’
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । কিয়ৎসংখ্যারর্দ্ধমাসৈশ্চতুর্বিংশতিসংখ্যাকৈরিত্যর্থঃ ।
অবশিষ্টানাং যগ্নাং কাষ্ঠানাং বিনিয়োগমাহ—‘ত্রীনপরিদীনপরিদধাতি । উর্দ্ধে সমিধাবাদধাতি ।
অনুযাজেভ্যঃ সমিধমতিশিনষ্টি । ষট্‌সম্পাশ্তে । ষড়্‌ বা ষত্ববঃ । ষত্বেনেব ত্রীণাতি’
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । গন্ধর্ব্বোহসীতাদয়ঃ পরিধিমদ্যাঃ । বীতিহোত্র-
মিত্যাদিকর্কসমিগ্নয়ঃ । তে চ পূর্বাদ্ব্যবহায়েভিহিতাঃ । অগ্নিপ্রজলনায় বায়ুৎপাদনং বিধন্তে’
‘বেদেনোপবাজয়তি । প্রাজাপত্যো বৈ বেদঃ । প্রাজাপত্যঃ প্রাণঃ । যজমান আহবনীয়াঃ ।
যজমান এব প্রাণং দধাতি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । বেদস্ত প্রজাপতিশ্চ-
প্রাণস্ত প্রাজাপত্যস্ত । প্রাণবায়োঃ প্রজাপতিশ্চৈতর্য প্রাজাপত্যস্ত । আহবনীয়াস্ত পুস্তর-
ণ্যায়ৈন যজমানস্বঃ । ত্র্যবুত্তিং বিধন্তে—‘ত্রিকপবাজয়তি । দ্বয়ো বৈ প্রাণাঃ । প্রাণানৈ-
বস্পিন্দধাতি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । প্রাণোহপানো ন্যানশ্চেতি প্রাণানাং
নিস্বং । অনেকগুণবিশিষ্টং প্রথমাব্যবহায়ে বিধন্তে—‘বেদেনোপয়ত্ব স্রবণে প্রাজাপত্যমাচার-
মাচারয়তি । যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ । যজ্ঞমেব প্রজাপতিং মুখত আরভতে । অথো
প্রজাপতিঃ সর্কা দেবতা । সর্কা এব দেবতাঃ ত্রীণাতি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭)
ইতি । উপবস্ত্র বেদেষু পরি স্রবণমবস্থাপ্যত্যর্থঃ । আজতীমামাদিহাদয়মাচারো যজ্ঞস্ত ।
মুখং । তস্মিন্মুখে যজ্ঞস্ত স্রবণং যজ্ঞরূপং প্রজাপতিমেবাহরদ্ধদান্ভবতি । প্রজাপতেঃ সর্ক-
দেবতাকপস্রোপপাদনং বাহসনেয়িন এবমানসিস্তি—‘তদ্বদনান্নস্রমুং যজ্ঞমুং যজ্ঞেত্যেকৈকং
দৈবমেতৈশ্চৈব না বিসৃষ্টিবৈশ উ ছেব সর্কে দেবাঃ’ ইতি । আদীপ্য প্রতি প্রৈষন্নস্রমুং-
পাদয়তি—‘অগ্নিমগ্নীভ্রিষঃ সন্মুদ্ভূতীতাহ । ত্র্যাবুদ্ধি যজ্ঞঃ । তথো বক্ষসামপহীত’
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । সৈর্দ্ধভৈরিয়াঃ পূর্বাং সন্মুদ্বৈতৈরিয়াজালায়াং সম্মার্জন-
মভিনেতব্যং । হেহগ্নীদিতি মেধায়া তত্রাসৌ প্রেচ্ছতে । ত্রিগ্নিরিতি বীপ্মা পরিধিসম্মার্জনা-
পেক্ষা তদ্বিধন্তে—‘পরিধীস্থ-মাষ্টি’ । পুনাত্যেবৈনান্’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭)
ইতি । প্রতিপরিধি ত্রিগ্নি-ভিং বিধন্তে—‘ত্রিগ্নিঃ সন্মাষ্টি’ । ত্র্যাবুদ্ধি যজ্ঞঃ । অথো
মেধাস্বায় । অথো এতে দেবাস্থাঃ । দেবস্থানেব তৎসন্মাষ্টি’ । স্রবণস্ত লোকস্ত
সমষ্টৌ’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । দেবাস্থেন ভাবিতাঃ স্রবণপ্রাপ্তয়ে ভবন্তি ।
দ্বয়োরাচারয়োঃ ক্রমেণ গুণভেদং বিধন্তে—‘আসীনোহত্মমাচারমাচারয়তি । তিষ্ঠন্নত্বং । যথাহনো
বা রথং বা যজ্ঞাং । এবমেব তদধ্বর্গ্যুধ্যজ্ঞং যুনক্তি । স্রবণস্ত লোকস্তাত্যটো’
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । শকটস্ত প্রথমিকং বলীবর্দ্ধয়ুগ্মমুপার্যাসীনেন প্রেচ্ছতে ।
দ্বিতীয়তৃতীয়াদিকং তু ভূমৌ স্থিতেন । তদ্বদাচাররথঃ স্রবণলোকমভিলক্ষ্য বহনায় ভবতি ।
এতদ্রথবেদনং প্রশংসতি—‘বহন্ত্যনং গ্রাম্যাঃ পশবঃ । য এবং বেদ’ (ব্রাং কাং ৩
প্রং ৩ অং ৭) ইতি । বলীবর্দ্ধাধাদয়ো গ্রাম্যাঃ । তিষ্ঠন্নত্বমিতি বিহিতস্ত দ্বিতীয়াচারস্ত
সম্বন্ধিষু মজ্জেষু প্রথমং মধ্যং ব্যাচষ্টে ‘ভবনমসি বি প্রথস্বেতাহ । যজ্ঞো বৈ ভুবনং ।

যজ্ঞ এব যজমানং প্রজয়া পশুতিঃ প্রথয়তি । অগ্নে যষ্টরিতং নম ইত্যাহ । অগ্নির্কে দেবানাং যষ্টা । য এব দেবানাং যষ্টা । তস্মা এব নমস্করোতি' (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৭) ইতি । পূর্বোক্তনির্বচনেন ভূতোং পত্তিকারণত্বাদগ্ন্যভিন্নো যজ্ঞো ভূবনঃ । যষ্টা দেবপূজকঃ । অগ্নিচ্চ হব্যবহনেন দেবান্ পূজয়তি ॥

২। “জুহেহগ্নিত্বা হব্যয়তি দেবযজ্যায় উপভূদেহি দেবত্বা সবিতা হব্যয়তি দেবযজ্যায়ৈ ।”—কল্পঃ—‘অথাহদন্তে দক্ষিণেন জুহং জুহেহগ্নিত্বা হব্যয়তি দেবযজ্যায় ইতি । সেব্যোনোপভূত-মৃতমুপভূদেহি দেবত্বা সবিতা হব্যয়তি দেবযজ্যায় ইতি’ ইতি । অনয়োঃশ্রদ্ধাধারগ্নিসবিতৃ-ব্যবস্থা যুক্তেত্যাহ—‘জুহেহগ্নিত্বা হব্যয়তি দেবযজ্যায় উপভূদেহি দেবত্বা সবিতা হব্যয়তি দেবযজ্যায় ইত্যাহ । আয়েয়ী বৈ জুহঃ । সাবিত্র্যপভূং । তাভ্যামেবৈনে প্রসূত আদন্তে’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৭) ইতি । অগ্নিসবিতারো জুহুপভূতোঃ স্রষ্টোরভিমানিদেবতে ॥

৩। “অগ্নাবিষ্ণু মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কণুতং ।”—বোধায়নঃ—‘অত্যাক্রমজপত্যাগ্নাবিষ্ণু মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কণুতমিতি’ ইতি । অত্যাক্রমণ-প্রকার আপত্ত্বেন দর্শিতঃ—‘অগ্নাবিষ্ণু মা বামব ক্রমিষমিত্যাগ্রেণ স্রষ্টোহপরেণ মধ্যমং পরিষমবক্রামন্ প্রস্তরং দক্ষিণেন পদা দক্ষিণাহতিক্রমং যদব্রব্যোন্’ ইতি । মধ্যমপরিষঃ পুরতোহবস্থিত আহবনীয়োহগ্নিস্ততঃ পশ্চাৎস্রষ্টাসগ্রভাগে শাস্ত্রদৃষ্টাবস্থিতো যজ্ঞাভিমানী বিষ্ণুঃ । হেহগ্নাবিষ্ণু, আঘারহোমার্থং যুবয়োঃশ্রদ্ধা গচ্ছন্নপাং পাদেন যুবাং মাংসক্রমিষং মম গমনাবকাশায় যুবাং বিযুক্তো ভবতং । নাং প্রতি সন্তাপং মা কুরুতং । কিং চ স্থানকারণৌ যুবাং মম গমন স্থানং কুরুতং । যথোক্তমর্থং দর্শয়তি—‘অগ্নাবিষ্ণু মা বামব ক্রমিষমিত্যাহ । অগ্নিঃ পুরস্তাং । বিষ্ণুর্গচ্ছঃ পশ্চাৎ । তাভ্যামেব প্রতিপ্রোচ্যাত্যাক্রামতি । বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তমিত্যাহিংসায়ৈ । লোকং মে লোককৃতৌ কণুতমিত্যাহ । আশিষমেবৈতামাশান্তে’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৭) ইতি ॥

৪। “বিষ্ণোঃ স্থানমসি ।”—বোধায়নঃ—‘স্থানং কল্পয়তি বিষ্ণোঃ স্থানমসীতি’ ইতি । আপত্ত্বঃ—‘বিষ্ণোঃ স্থানমসীত্যবতিষ্ঠতেহন্তর্কেদি দক্ষিণঃ পাদো ভবত্যবয়ঃ সর্বোদ্ধতিষ্ঠ-দক্ষিণং পরিষিস্ক্রিমষবহত্য’ ইতি । হে ভূপ্রদেশ স্বং যজ্ঞপুরুষস্ত স্থানমসি । যজ্ঞপুরুষ-প্রযুক্তমতিশয়ং দর্শয়তি—‘বিষ্ণোঃ স্থানমসীত্যাহ । যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ । এতৎখলু বৈ দেবানামপরাজিতমাযতনং । যজ্ঞজঃ । দেবানামেবাপরাজিত ‘আয়তনে তিষ্ঠতি’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৭) ইতি । দেবযজ্ঞন ভূব্যতিরিক্ত ভূমে রত্নরাধীনতয়া তত্র দেবানাং পরাজয়েহপি যজ্ঞপ্রদেশঃ পরাজিতঃ ।

৫। “ইত ইজ্রো অকুণৌবীর্ঘ্যাণি সমারভ্যোধেৰ্ৱী অধ্বরো দিবিষ্পৃশমহ্লুতো যজ্ঞো যজ্ঞ-পতেরিজ্রাবাস্তস্বাহা ।”—বোধায়নঃ—‘অঘারক্কে যজ্ঞমানে মধ্যমে পরিধৌ সংস্পৃশম্ জুস্তিষ্ঠম্ জু (মাঘার) মাঘারয়তি সন্ততং প্রাক্শমনব্যবচ্ছিন্নিত ইজ্রো অকুণৌবীর্ঘ্যাণি সমারভ্যোধেৰ্ৱী অধ্বরো দিবিষ্পৃশমহরুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিজ্রাবাস্তস্বাহেতি, ইতি । আপত্ত্বঃ—‘সমারভ্যোধেৰ্ৱী অধ্বর ইতি প্রাক্শমনম্ভূজু- সন্ততং জ্যোতিষ্যত্যাঘারমাঘারয়নসর্কাগীত্বাকাঠানি সৎস্পর্শয়তি’ ইতি ।

অন্ত মত ইত ইন্দ্র ইতি বাক্যং পূৰ্ব্বমন্ত্ৰশেষঃ । ইতো দেবযজ্ঞনস্থানবলাদিত্যোঃ সুরবধরূপানি বীৰ্য্যাণ্যকরোং । যজ্ঞপতেৰ্যজ্ঞমানস্ত যজ্ঞ আধারঃ স্বাহা দেবতায়ৈ দত্তঃ । কীদৃশো যজ্ঞঃ । ইন্দ্রদেবতাকতেনৈন্দ্রবান্নৈশ্বা তীংস্কসীং দিশং সমারভ্যোধেৰ্ৱা দীর্ঘোহধ্বরো হিংসারূপেণ বিচ্ছেদেন রহিত ঐশানীং দৈবিকীং দিশংস্পৃশতি । অহরুতোহকুটিলঃ । ইন্দ্রশব্দস্বচিতং দর্শয়তি—‘ইত ইন্দ্রো অকুণ্ডাবীৰ্য্যাণীত্যাহ । ইন্দ্রিয়মেব যজ্ঞমানে দধাতি, (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । উৰ্দ্ধশব্দেন বৃদ্ধিঃ স্বচিত্তেত্যাহ—‘সমারভ্যোধেৰ্ৱা অধ্বরো দিবিষ্পৃশ-মিত্যাহ বৃদ্ধৌ’ (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । সমারভ্যোতিপদস্বচিতং দর্শয়তি—‘আধারমাধার্যমাণমহু সমারভ্য । এতন্মিনকালে দেবাঃ স্ববর্গং লোকমায়ন্ । সাক্ষাদেব যজ্ঞমানঃ স্ববর্গং লোক মেতি । অথো সমৃদ্ধেনৈব যজ্ঞেন যজ্ঞমানঃ স্ববর্গং লোকমেতি’ ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । দেবাঃ স্বয়ং যাগং কুর্কস্তোহধ্বর্যুমহু তমাধারং স্পৃশা বিলম্বমস্তুরেণ স্বর্গং গতঃ । সাক্ষাদেবাবিলম্বেনৈব । কিং চ সমাগারভ্যোতানেন সমৃদ্ধিঃ স্বচিতা । অহরুতশব্দার্থং দর্শয়তি—‘অহরুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিত্যাহানার্ত্তৌ’ (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । ইন্দ্রশব্দার্থমাহ—ইন্দ্রবাস্ত্বাহেত্যাহ । ইন্দ্রিয়মেব যজ্ঞমানে দধাতি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি ॥

৩। “বৃহদ্ভাঃ”।—কল্পঃ—‘বৃহদ্ভা ইতি অচমুদ্রাহতি’ ইতি । অনেনাহ্বারোণ জ্বালারূপং এথা বৃহদ্ভবতি তথাইয়মগ্নিভাসতে । ততো জুহুর্মা দহতামিত্যুদ্রাহতি । অধিকভাসনেন স্বর্গঃ আর্ধ্যত ইত্যাহ—‘বৃহদ্ভা ইত্যাহ । স্ববর্গো বৈ নোকো বৃহদ্ভাঃ । স্ববর্গস্ত লোকস্ত সমষ্টৌ’ (ব্রাং কাং ৩ অং ৭) ইতি ॥

৭। “পাহি মাংগে হুচরিতাদা মা সূচরিতে ভজ”।—কল্পঃ—‘অথাসত্ স্পর্শয়নক্ষচাবুদগ্-চতাক্রামজপতি পাহি মাংগে হুচরিতাদা মা সূচরিতে ভজতি’ ইতি । ভজ স্থাপয় । জুহুপভূতোঃ পরস্পরসত্ স্পর্শয়নবিশিষ্টং প্রতিনিবৃত্যাহগমনং বিদত্তে—যজ্ঞমানদেবত্যা বৈ জুহুঃ । ভাতৃব্যদেবত্যা পভূং । প্রাণ আধারঃ । সৎসত্ স্পর্শয়েৎ । ভাতৃব্যোহস্ত প্রাণং দধাৎ । অসত্ স্পর্শয়নতাক্রামতি । যজ্ঞমান এব প্রাণং দধাতি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । যজ্ঞমানবচ্যাগে প্রত্যাসন্নত্বাজুহুর্ধ্যজমান ইতি নথ্যতে । ঔপভূতস্তাহজ্যস্ত জুহুধারা হোম ইতি ব্যবহিতত্বমুপভূতঃ । ততো ভাতৃব্যো দেবতা । অর্থবাদান্তরে বা এতদেব দধেৎ । মন্ত্ৰস্ত পদার্থবাক্যার্থে দর্শয়তি—‘পাহি মাংগে হুচরিতাদা মা সূচরিতে ভজত্যাহ । অগ্নির্কীচ পবিত্রঃ । বৃজিনমনুতং হুচরিতং । ঋজুকর্শ্৩ সত্যত্ সূচরিতং । অগ্নিরেবৈনং বৃজিনাদনুতাবৃ-চরিতাংপাতি । ঋজুকর্শে সত্যে সূচরিতে ভজতি । তস্মাদেবমাশাস্তে । আশ্বিনো গোপীথায়’ (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । কায়িকং নিষিদ্ধাচরণং বৃজিনং, বিহিতাচরণমুজুকর্শ, বাচিকে সত্যানুতে ॥

৮। “মথস্ত শিরোহসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্ক্তাম্”।—কল্পঃ—‘জুহ্বা ঋবাং সমনস্তি মথস্ত শিরোহসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্ক্তামিতি ত্রিঃ ইতি । হে আধারশেষ ঙ্গ যজ্ঞস্ত শিরোবহুতমঙ্গমসি । অতত্ত্বদ্রুপেণ জ্যোতিষা ধ্রোবাজরূপং জ্যোতিঃ সমঙ্ক্তাং সংযজ্যতাং । সমঙ্গনং বিধত্তে—‘শিরো বা এতত্ত্বজ্ঞস্ত । যদাধারঃ । আশ্বা ঋবা । আধার-

মাধার্যা ধ্রুবাৎ সমনক্তি । আয়্মন্যেব যজ্ঞশ্চ শিরঃ প্রতিদধাতি' (ত্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৭) ইতি গলাবস্তনো দেহ আত্মা । পূৰ্ব্বপক্ষতেন দ্বিরাবৃত্তিং বিধত্তে—'দ্বিঃ সমনক্তি । দ্বৌ হি প্রাণাপানৌ' (ত্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৭) ইতি । সিদ্ধান্তমাহ—'তদাহঃ । ত্রিষেব সমজ্যাৎ । ত্রিধাতু হি শির ইতি । শির ইবৈতজ্ঞশ্চ । অথো ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ । প্রাণা-নেবাস্মিন্দধাতি' (ত্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৭) ইতি । যগশ্চয়স্বরূপা বিস্পষ্টান্নয়ো ধাতবো যশ্চ তত্রিধাতু । মন্ত্রগতজ্যোতিঃশব্দবিবক্ষাং দর্শয়তি—'মন্ত্রশ্চ শিরোহসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্ ক্তামিত্যাহ । জ্যোতিরেবাস্মা উপরিষ্ঠাদধাতি । স্তবর্গশ্চ লোকতামুখ্যাত্যে' (ত্রা० কা० ২ প্রা० ৩ অ० ৭) ইতি । অত্র ভ্রোবাজ্যশেষেথোপরি স্থাপিতেনাহ্বারশেষাজোনাত্যুজ্জল-সংপ্রদীপেনৈব স্বর্গলোকঃ প্রকাশিতো ভবতি ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—'ভুবানেরজলিং কৃতা জ্পদাভ্যাং তয়োগ্রহঃ । অগ্রা দক্ষিণাদিগ্গামী বিষ্ণোঃ স্থিত্বা সমাহতিঃ ॥ ১ ॥ বৃহদাঃ ক্ষচমুদগৃহ পাহি প্রতিনিবর্ততে । মথ ধ্রুবামনক্তি ত্রিনব মন্তা ইহেরিতাঃ ॥ ২ ॥' ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

অগ্নে যষ্টরিদং নমঃ, অগ্নির্দেবানাম্ যষ্টেত্যনয়োর্যম্মন্ত্রাক্ষণয়োরগ্নিদেবতায়্য যাগাধিকারঃ প্রতীয়তে তদযুক্তং নবমাপ্যায়প্রথমপাদোক্তদেবতাদিকরণবিবোধপ্রসঙ্গাৎ ।

তত্র হেবং চিস্তিতম্—'দেবঃ প্রযোজকোহপূর্বং বাহতোহশ্চ ফলদতঃ ন বিধেয়ে গুণো য়েষোহপূর্বশ্চ ফলিতোচিতি' ইতি ॥ 'আগ্নেয়োহষ্টাকপালঃ' ইত্যাদিষু সর্বেষু কস্মিংশ্চ মন-তস্বরূপাণামন্ত্রষ্ঠেরানামঙ্গানামগ্নাদির্দেবঃ প্রযোজকঃ । কৃতঃ । যাগেন পূজিতায়া দেবতায়্য ফলপ্রদত্বাৎ । সম্ভবতি চ ফলপ্রদত্বং মন্ত্রার্থবাদাদিত্যো বিগ্রহাদিপক্ষকপদগমাৎ । বিগ্রহো হবিঃস্বীকাবস্তদ্বোজনং তৃপ্তিঃ প্রপাদশ্চেত্যেতচ্চেতনশ্চোচিতং পক্ষকং । সহস্রাক্ষো গোত্রভি-দ্বজ্জবাহরতি বিগ্রহঃ । অগ্নিরিদং হবিবজ্জ্বতেতি হবিঃস্বীকারঃ । অগ্নীদিদু প্রস্থিতেনা হবীভীতি হবির্ভোজনং । তৃপ্ত এতেনদিদুঃ প্রজয়া পশুভিত্তপূর্ণতীতি তৃপ্তপ্রসাদৌ । ততঃ সেবিতবাজাদিবৎপূজিতদেবতায়্য ফলপ্রদত্বেন প্রাধাত্যং সৈবাপানং প্রযোজিকেতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—কিং দেবতায়্য ফলপ্রদত্বলক্ষণং প্রাধাত্যং শব্দাদাপাত্তে বস্তুসামর্থ্যাহা । নাহত্বঃ । স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি শব্দে বিধেয়শ্চ যাগশ্চৈব ফলপ্রদত্বাবগমাৎ । দ্রব্যদেবতে তু সিদ্ধত্বেন বিদ্যানর্হে । তত্র যথা দ্রব্যশ্চ বিধেয়ং প্রতি গুণভাবস্তথা দেবতায়্য অপি । যদি যাগশ্চ কালান্তর-ভাবিফলং প্রতি ব্যবহিতত্বং তর্হি তৎসাধনভূতা দেবতা-ততোহপি ব্যবহিতা । কা তর্হি ফলশ্চ গতিঃ । অপূর্বমিতি বদ্যমঃ । তচ্চ শ্রুত্যা শ্রুতার্থাপত্ত্যা বা প্রতীয়মানত্বাচ্ছাদমিতি তশ্চ ফলপ্রদত্ব-মুচিতং । নাপি বস্তুসামর্থ্যাদেবশ্চ ফলপ্রদত্বং বিগ্রহাদিপক্ষকপ্রতিপাদকয়োর্মন্ত্রার্থবাদয়োঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যভাবাৎ । অত্থথা বনস্পতিভ্যাঃ স্বাহা মূলেভ্যঃ স্বাহা তূলেভ্যঃ স্বাহেত্যাদিমন্ত্রেষুপি দেবত্বং বিগ্রহাদিযুক্তং কল্যেত । তচ্চ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং । অতো ন রাজাদিবৎফলপ্রদত্বং । কিং চ বিগ্রহাদিমদেবতাবাশ্চাপি ন বিনা কস্মিংশ্চ ফলমভ্যুপগচ্ছতি । ততঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেনো ভয়বাদিসিদ্ধশ্চ যাগশ্চৈব ফলপ্রদত্বমস্তু । কিং চ মাতাপিতৃগুর্বাদিশুশ্রাস্তা দেবতাং বিনৈব ফলপ্রদত্বমভ্যবাদিসিদ্ধং । তস্মাৎ ফলপ্রদমপূর্বমেবাস্মাহুষ্ঠানে প্রযোজকং । দেবশ্চ প্রযোজ্য সত্যাগ্নেয়যাগ উপদিষ্টানি প্রযাজ্যজ্ঞানি শৌর্যাদিবাগেষগ্ন্যভাবাদনুহানি । অপূর্বশ্চ

প্রযোজকত্বে তৎ সৰ্বাদৃহানীতি বিশেষঃ । তদ্বিদং দেবতাধিকরণমগ্নাদিদেবানাং কৰ্ম্মা-
ধিকারে বিরুদ্ধতঃ । অত এব বৈয়াসিকদেবতাধিকরণস্থত্রেণ জৈমিনিপক্ষ এবমুপপত্ত্বঃ—
“মক্ষাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ” (ব্র০ হ০ ১।৩।৩১) ইতি । অস্তায়মর্থঃ—অস্তি হি
কচন মধুবিজ্ঞা ছন্দোগৈরান্নাতত্বাৎ । তস্তানাদিত্যো মধুত্বেন ধাতব্যঃ । বসবো রুদ্রা
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাশ্চেত্যোতে দেবগণাঃ পরিত উপবিষ্টা তন্মধুপজীবন্তি । ঈদৃশেনোপা-
সনেন বস্বাদিমহিমানং প্রাপ্নুবন্তীতি শ্রীয়েত । তস্তাং বিজ্ঞায়াং মনুষ্যাণামধিকারঃ সম্ভবতি ।
বস্বাদিদেবতাস্ত কানন্যাবস্বাদীহুপাসারন্ কং চাত্মং বস্বাদিমহিমানং প্রাপ্নুযুঃ । আদিত্যশ্চ
কমম্মাদিত্যং মধুত্বেনোপাসীত । তস্মাদ্বেবানামধিকারং জৈমিনিশ্চত্ব ইতি । তহি বিজ্ঞাস্তরে-
ধিকারোহস্থিত্যশ্চোক্তান্তরমবং স্থত্বিত্ত—“জ্যোতিষি ভাবাচ্চ” (ব্র০ হ০ ১।৩।৩২) ইতি । ন
বস্বাদিত্যো নাম কশ্চিচ্চেতনো বিগ্রহবান্দেবোহস্তু । কিং স্বস্মিন্দৃশ্যমানে জ্যোতিশ্মশ্বে ভবত্যাদি-
ত্যশ্চদ্রব্যপ্রয়োগঃ । এবমঙ্গারেষুশিশদঃ । যদি বাগ্রহবতী দেবতা স্তাত্তদানীমৃদ্বিগাদিবৎকৰ্ম্মগ্ণা-
পলভ্যত । কিং চৈকমন্ত যজমানস্ত বাগে হবিঃ স্বাকভুং গত্বা তদানীমেবাত্তেযাং যাগেযু
গন্তং ন শকুয়াৎ । অত এবাহন্নায়তে—“কন্ত বা হ দেবা যজমানগচ্ছন্তি কন্ত বা ন
বহ্নানং যজমানানং” ইতি । কিং চ বিগ্রহবৎস্ব দেবেযু মূতেযু বৈদিকানামগ্নীজ্ঞাদিশব্দানা-
নতিধেয়াভাবাদ্বেদস্তাপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত । তস্মান্মৃগত্বাদিবাক্যেধিব সহস্রাক্ষো গোত্রভিদি-
ত্যাদিবাক্যেযু কশ্চিদ্ভিন্নপ্রত্যয়ো জায়তে । “শব্দজ্ঞান্নুপাতী বন্তুশ্চো বিকল্পঃ” ইতি
তদ্বক্ষণং । “মৃগত্বগ্ভাসি স্নাতঃ খপ্পকৃতশেপরঃ । এষ বক্ষ্যাস্তো যতি শশশ্বদ্বধুদ্বধঃ ॥”

ইতাব্র বিনৈব বাহবস্তনা যথা কশ্চিদাকারবিণেশো মনসি প্রতিভাসতে তথৈব দেবতাবাক্যেযু ।
তস্মাদগ্নির্বে দেবানাং বশ্বেতিবাক্যবলাদেবানাং যাগাধিকারো বক্তুং ন শক্যঃ । অত্রোচ্যতে—দেবা-
নামধিকারাব্যবঃ কূত ইতি বক্তব্যং । দেহাত্তাবাবাদ্য সত্যপি দেহাদিবর্ধিত্বসামর্থ্যাবজ্ঞারূপাণামধি-
কারহেতুনামভাবাদ্য সংস্রপি তেযু শাস্ত্রেণ নিষিদ্ধত্বাদ্য । প্রথমপক্ষেহপি দেহাত্তাব্যবঃ কূত ইতি
বাচ্যং । প্রমাণাতাবাদ্য বাধকসম্ভাবাদ্য । নাহন্তো মজ্ঞার্থবাদেতিহাসপুরাণযোগপ্রত্যক্ষলো-
কপ্রসিদ্ধীনাং তৎপ্রমাণত্বাৎ । “দেবা বঃ সবিতা প্রাপ্নয়তু” “রুদ্রস্ত হেতিঃ পরি বো বৃণতু”
ইত্যাদয়শ্চেতনোচিতব্যবহারভিধানিনো বহবো মজ্ঞাঃ পূর্বমুদাহৃত্যঃ । “অগ্নে যষ্ঠরিদং নমঃ” “ইত
ইজ্ঞো অরুণোদীর্ঘ্যানি, ইত্যাদয় উদাহ্রিয়ন্তে । “অথা সপত্নানিহ্রাদি মে বিযুচীনায্যাত্তাং” “অগ্নে
ঋতুং জাগৃহি” ইত্যাদয় উদাহ্রিয়ন্তে । তং গায়ত্র্যাহরং । পূর্বকং বৈ দেবাঃ পশুমাণভন্ত ।
দেবাস্থরা সংযজ্ঞা আসন্নিত্যাদয়োহর্থবাদাঃ । ইতিহাসো ভারতাদিঃ । পুরাণং ব্রাহ্মণম্বেষ্যবাদি
যোগিপ্রত্যক্ষং যোগশাস্ত্রে “মুদ্রজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনং” ইত্যাদিস্থত্রেণ প্রসিদ্ধং । লোকপ্রসিদ্ধিশ্চ
চিত্রকারাদিতত্ত্বমুত্তিলেখনাদিভিজ্জৈষ্টব্য । নাপি দ্বিতীয়ো বাধকস্তানুপলভ্যৎ । বনস্পতিতন্মূ-
লাদীনামপি বিগ্রহাদিমন্তপ্রসঙ্গো বাধক ইতি চেম । তশ্চেষ্টত্বাৎ । প্রত্যক্ষবিরোধ ইতি চেম । স্বাবর-
রপস্ত প্রত্যক্ষত্বেনপি তদভিমানিদেবতানামপ্রত্যক্ষত্বাৎ । সন্তি হি সর্বেষু বস্তুধর্মভিমানিদেবতাঃ ।
অত এব শ্রীয়েত—“অস্তরিকদেবত্যাঃ ধলু বৈ পশবঃ । যজমানদেবত্যা বৈ জুহুঃ । ভ্রাতৃত্বদেব-
তোপভূত্বং” ইতি । নাত্র দৃশ্যমানা অস্তরিকযজমানভ্রাতৃত্বা বিবক্ষিতাঃ কিং তু তদভিমানিদেবতাঃ ।
এবং চ সত্যভিমানিনীতিঃ সহাভেদবিবক্ষরা “বায়বঃ স্বেপায়বঃ স্ব” “জুহে হারিষতা হরয়তি

দেবযজ্ঞায় উপভূদেহি দেবতা সবিতা হ্রয়তি” ইত্যাদীনি চেতনোচিতানি সোধোদনান্য-
পশ্যন্তে । কিং নিমিত্তোহয়ং দেবতাভি ব্যক্ত্যভিনিবেশ ইতি চেৎ । তব কিং নিমিত্তোহয়ং
দেবতাপ্রদ্বেষাভিনিবেশঃ । জ্যোতিষি ভাবাচ্চেতি জৈমিনিমতস্ত হ্রিতত্বাদিতি চেৎ ।
কিং বাদরায়ণস্ত মতং ন পশ্যসি । স হেবং হ্রয়মাস—“অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানু-
গতিভ্যাং” (ব্রা० সূ० ২।১।৫) ইতি । অশ্রায়মর্থঃ—বাক্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং পরস্পরকলহশ্রুতিষু
মুদব্রবীং অপোহব্রবন্ ইত্যাদিশ্রুতিষু চাভিমানিদেবতা ব্যপদিশ্রুন্তে । ইন্দ্রিয়সংবাদবাক্যাহদাব-
বাহৈহতা দেবতা ইতি দেবতাশব্দেন বিশেষিতত্বাৎ । অথচ চ “অগ্নির্কাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ ।
বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ । আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা হৃদ্যক্ষিণী প্রাবিশৎ” ইত্যাদিনা সর্বেষে-
বেন্দ্রিয়েষু দেবতানুগতিশ্রবণাদিতি । বাধকাস্তরং তু বাদরায়ণ এবাহশঙ্কা নিরাচষ্টে । তদীয়ং
হ্রয়মেতৎ—“বিরোধঃ কশ্মলীতি চেদানেকপ্রতিপত্তেদর্শনাৎ” (ব্রা० সূ० ১।৩।২৭) ইতি ।
ঋগ্বেদগ্ৰন্থোক্তে বঃ কশ্মলি বিরোধঃ সোহপি নাস্ত্যেকস্ত যুগপদ্বহুহভোজনাসমুৎপত্তেহপি বহুকর্তৃক-
নমস্কারস্বীকারঃ সম্ভবতীত্যনেকপ্রকারদর্শনাৎ । ইহ চ বাগতোদেহশাশ্বকত্বান্নমস্কারশ্রায়েন
বহবো যজ্ঞানাং যুগপদেকাঃ দেবতানুদ্ভিহ্রয়ং হবীংষি ত্যজ্যেৎ । অথ বা দেবতানাং যোগ-
সামর্থ্যাদযুগপদনেকশরীরপ্রাপ্তিঃ ঐতিষ্মত্যোদ্ভিহ্রতে । তৈশ্চ শরীরৈর্য়ুগপদ্বহু যোগে
যুগপদগচ্ছ্যেৎ । ন চানুভববিরোধস্তাসমস্তুর্বাণাদিশক্তিমন্বেনাযোগ্যানুপলক্ষেঃ । নাপি বিগ্রহবতীষু
দেবব্যক্তিষু মৃতান্ বৈদিকশব্দার্থাভাবো জাতেবেব শব্দার্থত্বাৎ । অতো বনস্পতিমূল-
জুহপভূতাচ্চেতনদ্রব্যেষু সর্বেষভিমানিনীনাং বিগ্রহবতীনাং চেতনানাং দেবতানামভ্যুপগমেহপি
ন বাধঃ কশ্চিৎ । যুগযুক্তিকাথপুষ্পাদিষপি বনস্পত্যাদিষি দেবতানুপগমঃ প্রসজ্যোতেতি
চেৎ । যদা যুগভূষণে স্বাহা খপুষ্পায় স্বাহেতি বেদবাক্যং দর্শয়িষ্যসি তদাহভ্যুপগমিষ্যামঃ ।
অতঃ প্রমাণসত্ত্বাবাদ্বাধকাভাবাচ্চ সন্ত্যেব দেবতানাং বিগ্রহাদয়ঃ । নাপ্যর্থিত্বাধিকারকারণা-
ভাবাদিতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষো যুক্তঃ । আদিত্যবস্বাদীনাং স্বস্বপদন্ত প্রাপ্তয়েন তৎপ্রাপ্তিহেতাব্য-
পাসনে যোগে বাহুর্বিভাবাবেপি যলাস্তরহেতৌ তৎসম্ভবাৎ । সত্যসঙ্কলানাং তেষাং সঙ্কলান্দেব
ফলসিদ্ধৌ ন যাগাদিপ্রবৃত্তিরিতি চেৎ । সঙ্কল ইব যাগাদাবপি প্রয়াসবুদ্ধ্যভাবেন প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ ।
শ্রয়ন্তে হি বহশো বেদবাক্যানি—“অগ্নিষ্টোমেন হৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত ।
তা অগ্নিষ্টোমেনৈব পর্য্যগৃহ্নাৎ” ইতি । “বৃহস্পতিরকাময়ত । শ্রমেদেবা দধীরন্ ।
গচ্ছ্যৎ পুরোধামিতি । স এবং চতুর্বিংশতিরাত্রমপশ্যৎ । তমাহরৎ । তেনাযজত । ততো
বৈ তস্মৈ শ্রমেদেবা অদধতাগচ্ছৎ পুরোধাৎ” ইতি । ইদানীং মনুষ্য এব সত্রে ভাবিসংজ্ঞয়া
প্রজাপতিবৃহস্পত্যাদিশব্দৈকরূপত্বাৎ ইতি চেৎ । অস্বেবং নক্ষত্রেষ্টৌ । তত্র হি যজ্ঞমানে
দেবতা চেতানুভয়মেকেনৈব শব্দেন ব্যবহৃতং—“অগ্নির্কা অকাময়ত । অন্নাদো দেবানাং
শ্রামিতি । স এতময়মে কৃত্তিকাত্যঃ পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপৎ” ইতি । ইহ তু
বাধকাভাবানুধ্যা এব প্রজাপতিবৃহস্পত্যাদয়ঃ । অথবা বসিষ্ঠবিশেষণং বিরুদ্ধত । তচ্চৈবমা-
নায়তে—“বসিষ্ঠো হতপুত্রোহকাময়ত বিন্দেয় প্রজাৎ” ইতি । তস্মাদর্থিনো দেবা যাগাদিষু
প্রবর্তেয়ান্ । সামর্থ্যমপি ধনবৎ তেষামন্ত্যেব । উপনয়নপূর্ব্বকাদ্যয়নাভাবেপি স্বয়ংভা-
ত্বাঘোদানামন্ত্যেব বিজ্ঞা । নিষেধং চ ন পশ্যামস্তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেহনরুণ ইতিবদেবা অনবরুণা

ইত্যশ্রবাণং । প্রত্যুত “দেবা বৈ যদযজ্ঞেহকুর্ষত তদমুনা অকুর্ষত” ইতি বহুশঃ শ্রুতং ।
 আধারব্রাহ্মণেহপি শ্রুতং—“দেবা বৈ সামিধেনীরন্য যজ্ঞং নাশপশুনংস প্রজাপতিস্তৃক্ষী-
 মাধারমাধারয়ন্ততো বৈ দেবা যজ্ঞমম্বপশুন” ইতি । “অম্বরেষু বৈ যজ্ঞ আসীন্তং দেবাস্তৃক্ষী৩
 হোমনাবৃজত” ইতি । সর্কোহপ্যয়মর্থবাদ ইতি চেষ্টাৎ । ন খলু বয়মপ্যেতমর্থবাদঃ
 ক্রমঃ । মহাতাৎপর্যেণ বিধিঃ প্রশংসতোহবাস্তরতাৎপর্যেণ স্বার্থেহপি প্রামাণ্যাত্মার্থবাদশ্চে
 কা তব হানিঃ । যদা প্রজাপতিরয়ম্বকং প্রথমমাধারং প্রাজাপতামমুতিষ্ঠতি তদা কমম্বাং
 প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়েদিতি চেৎ পূর্বকল্পেহতীতং ব্রহ্মাণ্ডান্তরে বর্তমানং বা ধ্যায়তু । যথা
 দেবদত্তঃ স্বয়মম্বস্ত পিতাহপি সছিদ্বাধনাদিভিঃ অপিত্রা সমানোহপি সন্ অপিতরং নমস্করোতি
 যথা বা ব্রাহ্মণকর্তৃকে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্তরং ভোজ্যতে তদ্বৎ । যদি তত্র স্বসমানস্ত পিতু-
 র্ব্রাহ্মণান্তরস্ত চ পূজয়া তুষ্টঃ পরমেশ্বরঃ ফলং দদ্যাত্ৰহি স কিমম্ব প্রজাপতেঃ ফলদানে
 বিস্মরিস্যতি নিদ্রাস্তি বা । “তৃপ্ত এবৈনমিক্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তপস্রতি” ইত্যত্রাপীজবিগ্রহেহ-
 বস্থিতোহস্তর্য্যামোব ফলস্ত দাতা । অত এব বাদরাগঃ—“ফলমত উপপত্তেঃ”
 (ব. সূ. ৩৩৩৮) ইতি স্মরয়ামাস । ঈশ্ববস্ত ফলদাত্ত্বেহপি নাপূর্ববৈয়র্থ্যং ফল-
 বিশেষে তত্তারতম্যে চাপূর্ব্বশ্চেব নিয়ামকত্বাৎ । জৈনিনিশ্চাপূর্ব্বাঙ্গীকারেণ পরিতুষ্টো ন
 দেবতাং দেষ্টি । তাবতৈব আপেক্ষিতোহাধ্যায়স্তাহরন্তসিদ্ধেঃ । ন চ প্রজাপতিকর্তৃকে যাগ
 ঋত্বিজামতাবঃ । দেবতাস্তরাণামৃত্বিক্ত্বাৎ । নস্বাধিজ্যাং বিপ্রশ্চেব । তথা চ দ্বাদশাধ্যায়-
 শ্রাবসানে চিন্তিতং—“আধিজ্যাং কিং ত্রিবর্ণস্বং বিপ্রগাম্যেব বাহগ্রিমঃ । বিভ্রাবস্মান তদ্যজ্ঞং
 ব্রাহ্মণশ্চেব তৎস্বতেঃ” ইতি । “প্রতিগ্রহোহধিকো বিপ্রো যাজনাধ্যাপনে তথা” স্মৃতিঃ ।
 নায়ং দোষঃ । তত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরাধিজ্যাং নাস্তীত্যেতাবদেব বিবক্ষিতং ন তু দেবানাং
 তন্নিবার্য্যতে মন্ত্রব্রাহ্মণয়োস্তদবগমনাৎ । “পৃথিবী হোতা । জ্যোতঃস্বৰ্গঃ । রুদ্রোহগ্নীৎ ।
 বৃহস্পতিরুপবন্তা । অগ্নিহোতা । অশ্বিনাঃস্বৰ্গঃ । যষ্টাঃস্বৰ্গঃ । মিত্র উপবন্তা” ইতি মন্ত্ৰাঃ ।
 “অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বৰ্গ্য আস্তাঃ” ইতি ব্রাহ্মণঃ । ত্রৈবর্ণিকানামেব বসস্তাদিকালেষাধান-
 বিধানাদেবানাং বর্ণাশ্রমভাবান্নাস্ত্যাধানমিতি চেষ্টা । তদ্বিধানম্ব মনুষ্যবিষয়ত্বাৎ । বর্ণাশ্রম-
 প্রযুক্তা বিধয়ো মনুষ্যাণামেব সন্তি । দেবাস্ত ন বর্ণাশ্রমধর্ম্মমমুতিষ্ঠন্তি । কিং তু কাম্য-
 কর্ম্মণ্যাধানমপি দেবানামাস্মাতং—“প্রজাপতী রোহিণ্যামগ্নিমম্বজত । তং দেবা রোহিণ্যামাদধত ।
 তং পূষাদধত । তং যষ্টাদধত । তং মনুরাদধত । তং ধাতাদধত” ইতি । তদেবং দেবানাং
 যাগাধিকারে বিদ্বাভাবাৎ ‘অগ্নির্কৈ দেবানাং যষ্টা’ ইত্যেতদিহ স্মৃতিতং । সর্বত্র চ মন্ত্র-
 ব্রাহ্মণেতিহাসপুরাণাদিবাদাঃ স্মৃত্তাস্মাজ্জীবিতাঃ ।

প্রথমাধ্যায়স্ত চতুর্থাধিকারো চিন্তিতম্—“অগ্নিহোত্রং জুহোত্যাধারমাধারয়ন্তীত্যমু । বিধেদৌ
 গুণসংস্কারাবাহোস্থিকর্ম্মনামনী ॥ অগ্নয়ে হোত্রমত্রেতি বহুব্রীহিগতোহনলঃ । গুণো বিধেদৌ
 নামদ্বৈ রূপং ন ত্রাৎ ক্ষরদ্বয়তে ॥ সংক্রিয়াৎস্বারমাধারয়ন্তীত্যুক্তা দ্বিতীয়য়া । আধারোভাগি-
 হোত্রেতি বৌগিকে কর্ম্মনামনী ॥ অগ্নির্জ্যোতিরিতি প্রোক্তো মন্ত্রাদেববস্তথা তৃতম্ । চতুর্গৃহীত-
 বাক্যোক্তং দ্বিতীয়য়াভিন্নং গতিঃ ॥ নাসাধিতে হি ধাত্বর্থে ককণত্বং ততোহস্ত সা । সাধ্যতাং
 বক্তি সংস্কারো নৈবাহশক্যঃ ক্রিন্নাস্বতঃ” ইতি ॥ “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যত্রাগ্নিহোত্রশব্দ-
 কৃষ্ণ-যজুর্বেদ—৩৪

কৰ্মনামত্রে দ্রব্যদেবতায়োরাবাদ্যাগস্ত স্বরূপমেব ন সিধ্যৎ ! ততোহগ্নিদেবতারূপে
 গুণোহনেন দৰ্শিহোমে বিধীয়তে । আধারশব্দশ্চ “ঘু করণদীপ্ত্যাঃ” ইত্যস্মাক্তোক্তংপন্নঃ
 করদ্ব্যুতমাচষ্টে । তদ্বিশ্চ ঘৃতে দ্বিতীয়বিভক্ত্যা সংস্কার্যত্বং প্রतीयতে । তচ্চ সংস্কৃতং ঘৃত-
 সুপাংশুবাগে দ্রব্যং ভবতি । তস্মাদগ্নিহোত্রাধারশব্দৌ গুণসংস্কারয়োৰ্বিধায়ক্যাবিতি প্রাপ্তে
 ক্রমঃ—অগ্নিজ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সাং জুহোতি । স্বর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বর্যঃ
 স্বাহেতি প্রাতরিতি বিহিতেন মন্ত্রেণ প্রাপ্তত্বাদ্বেবতা ন বিধেয়া । ততোহগ্নিস্বর্যদেবতাকস্ত
 সাংপ্রাতঃকালয়োনিয়দেনান্নুষ্ঠেয়স্য কৰ্মণোহগ্নিহোত্রমিতি যৌগিকং নামধেয়ং । যোগশ্চ
 বহুব্রীহিণা দর্শিতঃ । চতুর্গৃহীতং বা এতদভূতত্বাহ্ণারমাধার্যোক্ত্যাক্ষদ্রব্যস্ত প্রাপ্ততয়া
 করদ্ব্যুতসংস্কারস্তাবিধেয়ত্বাদ্ধারশব্দোহপি যৌগিকং কৰ্মনামধেয়ং । যস্মিন কৰ্মণি নৈক্সতীঃ
 ত্রিশনারভৈশানীং দিশমদগ্নিঃ কৃত্বা সন্তত্যা যতং ক্ষাণ্যতে তস্ত কৰ্মণ এতন্মাদ । নন্ম নামত্রে
 সতিঃ “উদ্বিদা বজেত” “জ্যোতিষ্টোদেন বজেত” ইত্যাদাবিব দাত্বর্থেন করণেন সামান্য
 ধিকরণায়াগ্নিহোত্রেণ জুহোত্যাধারোহ্ণারয়তি তৃতীয়য়া ভবিতব্যং । নৈম দোষঃ ।
 অন্তষ্ঠানাদৃদ্ধং দাত্বর্থাং সিদ্ধত্বাকারেণ করণত্বেহপি ততঃ পূর্বং সাধ্যত্বাকারং বক্তুমগ্নিহোত্র-
 মাধারমিতি দ্বিতীয়য়া যুক্তত্বাৎ । ন চাত্র দ্বিতীয়ান্তসারেণ ব্রীহীন্ প্রোক্ষতীত্যাদাবিব সংস্কারঃ
 শঙ্কনীয়ঃ । ব্রীহিশব্দদগ্নিহোত্রাধারশব্দয়োঃ প্রসিদ্ধদ্রব্যবাচকত্বাভাবেন ক্রিয়াবাচিত্বাভ্যুপগমাৎ ।
 তস্মাদগ্নিহোত্রাধারশব্দৌ দৰ্শিহোমোপাংশুবাগয়ো গুণসংস্কারবিধায়িনৌ ন ভবতঃ কিং তু
 কৰ্ম্মান্তরয়োর্নামনী ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং—“অগ্নিহোত্রাধারবাক্যমমুবাদোহথ বা বিধিঃ ।
 অরূপত্বাত্ দধ্যাদিবাচ্যেক্যোক্তমনুষ্ঠতে ॥ গুণ্যসিদ্ধৌ ন দধ্যাদিগুণো হৃষ্টা বিশিষ্টতা । রূপং
 দধ্যাদিমন্ত্রাভ্যামতোহসৌ গুণিনো বিধিঃ” ইতি । ইদমান্বায়তে—“অগ্নিহোত্রং জুহোতি”
 ইতি, “দগ্না জুহোতি” ইতি, “পয়সা জুহোতি” ইতি (চ) । ইদমপরমান্বায়তে—“আধারমা-
 ধারয়তি” ইতি, “উৰ্দ্ধমাধারয়তি” ইতি, “ধজ্জমাধারয়তি” ইতি চ । তত্রাগ্নিহোত্রবাক্যং
 দধ্যাদিবাক্যবিহিতস্ত কৰ্ম্মসমুদায়শ্চানুবাদঃ । আধারবাক্যং তুর্দ্ধাদিবাক্যবিহিতস্ত তথ্যেতি ।
 ন ত্বেতদ্বাক্যদ্বয়ং কৰ্ম্মবিধায়কং । কূতঃ । দ্রব্যদেবতালক্ষণস্ত যাগরূপত্বাভাবাদিতি চেত্তত্র
 বক্তব্যং । কিং দধ্যাদিবাচ্যেক্য গুণমাত্রং বিধীয়তে কিং বা গুণবিশিষ্টং কৰ্ম্ম । নাহুঃ ।
 অগ্নিহোত্রাদিবাক্যস্ত তন্মতে কৰ্ম্মবিধায়কত্বাভাবেন গুণিনঃ কস্তচিদসিদ্ধৌ গুণ্যানুবাদপুংসরস্ত
 গুণমাত্রবিধানশাস্তব্যত্বাৎ । দ্বিতীয়ে বিধিগৌরবং ত্বাৎ । তচ্চ সত্যং গতাব্যুত্বং । অতোহগ্নি-
 হোত্রাদিবাক্যং কৰ্ম্মবিধায়কং । তত্র দ্রব্যং দধ্যাদিবাক্যেক্যভ্যতে দেবতা তু মন্ত্রবর্ধিকী ।
 আধারেহপ্যেবং দ্রব্যদেবতে উল্লেখ্যেতি ।

দশমাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতং—“হিরণ্যগর্ভ আধারে পূর্বস্মিন্মন্ত্রেহথ বা । লিঙ্গাদাত্রে
 সমং লিঙ্গং রূপকার্যত্বতোহস্তিমে” ইতি ॥ বায়ব্যপশৌ “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্র ইত্যাদি-
 মাধারয়তি” ইতি শ্রুতো মন্ত্রঃ পূর্বস্মিন্মাধারে ত্বাৎ । কূতো মন্ত্রলিঙ্গাৎ । প্রকৃতৌ প্রাজাপত্যঃ পূর্ব
 আধারঃ । অস্মিন্নপি মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভশব্দেন প্রজাপতিরভিধীয়তে । “প্রজাপতিরৈ হিরণ্যগর্ভঃ” ইতি
 বাক্যশেষাদিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অস্তিম আধারেহম্ মন্ত্রঃ রূপকার্যত্বাৎ । প্রকৃতাবমন্ত্রকঃ প্রথম

আধারঃ প্রজাপতিঃ মনসা ধ্যায়ন্নাধারয়তীতি ধ্যানমাত্রাভিধানাৎ। তৃষণীমাধারয়তীত্যমন্ত্রঃ
সাক্ষাদেব ঐতং। দ্বিতীয়ে আধার উক্টো অধ্বর ইত্যাক্ষো মন্তো বিহিতঃ। অতো মন্ত্রকাৰ্য্যং
তত্র ক্লৃপ্তং। তস্মাদ্বিতীয়াধারে হিরণ্যগৰ্ভমন্ত্রবিধিঃ। যত্নু প্রজাপতিদেবতালিঙ্গং তদিস্ত্রেহপি
সমানং। ইষ্ট্রেহপি হি প্রজানং পতিঃ। তস্মাদুক্টো অধ্বর ইতি মন্তঃ বাধিত্বা হিরণ্যাদিমন্ত্রস্তত্র
বিধীয়তে। তৃতীয়াধারশ্রাষ্টমে পাদে চিস্তিতং—“মা মা সং তাপ্তমিত্যেতং কশ্মিন্ আদিতি
পূৰ্ব্ববৎ। অধ্বর্য্যাবস্ত তবেন স্বামিকশ্মোপবোগতঃ” ইতি॥ না মেতি মন্তোক্তং সস্তাপাভাবরূপং
কলং যজ্ঞমানে শ্রাদধ্বর্য্যো বেতি সন্দেহঃ। পূৰ্ব্বাবিকরণে মনাগ্নে বৰ্চ ইত্যধ্বর্য্যুণা পঠ্যমানেহপি
মন্ত্রে মমেতি শক্টোহধ্বর্য্যুস্বামিনং যজ্ঞমানং লক্ষয়তি। স্বৰ্গকামো যজ্ঞেতেত্যত্মনেপদেন সাক্ষ্যবাগ-
ফলস্ত স্বৰ্গস্ত যজ্ঞমানগামিত্যা অবগমাৎ। ততো যথা বৰ্চো যজ্ঞমানে ভবতি তথা সস্তাপা-
ভাবোহপি যজ্ঞমানগামীতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অধ্বর্য্যাবসন্তপ্তে সত্যবিন্মেন স্বামিনঃ কশ্ম সমাপ্যতে।
তস্মাদধ্বর্য্যুগতোহপি সস্তাপাভাবো যজ্ঞমানশ্চৈব ফলমিতি নাত্র পূৰ্ব্ববদন্তোপচারঃ।

অথ ব্যাকরণং।

ভুবনশব্দো নিয়তনপুংসকলিঙ্গস্বাদ্যাদ্যাদতঃ। অগ্ন ইত্যত্র ব্যাক্যদিকার নিধাতঃ। “আমস্মিতং
পূৰ্ব্বমবিজ্ঞানবৎ” (পাং ৮।১।৭২) ইতি তত্ৰাবিজ্ঞানবদ্বাদ্যধ্বর্য্যুণিত্যেতস্ত পদাৎ পরস্বাভাবান্ন
নিধাতঃ কিং তু ষাষ্টমামস্মিতাভ্যাদাত্ত্বং। অগ্নাবিষ্য ইত্যত্রাপি তদ্বৎ। ন বিজ্ঞতে ধ্বরো
বিন্নো যস্ত সোহধ্বরঃ। “ন ঞ্জ স্তভ্যাং” (পাং ৩।২।৭২) ইত্যুত্তবপদাস্তোদাত্ত্বং। দিবস্পৃশ-
মিত্রান কৃৎস্বরঃ। অহুত ইত্যত্রাব্যয়পূৰ্ব্বপদপক্রতিস্বরঃ। চ্চচরিতাদিত্যত্রাপি তদ্বৎ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদোদয়ভিত্তিকীয়-

সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে দ্বাদশোহুক্তবাক্যঃ॥ ১১ ॥

* * *

মন্ত্ৰার্থ-তালোচনা।

----- । | -----

দ্বাদশ অমুবাংকের মন্ত্রসমূহ আধার-গ্রহণ-মূলক। ‘আধার’ বলিতে আজ্ঞাহবিঃ-পূর্ণ ঋক্
ব্রহ্মায়। তাহা হইতে পুরোডাশসাংনায্য প্রভৃতি বেদীতে স্থাপনের বিষয় উপলক্ষিত হয়।
ভাষ্যানুক্রমণিকা হইতে প্রতাপন হয়,—দ্বাদশ অমুবাংকে যজ্ঞকাষ্ঠের উপরিভাগে হোম-নিষ্পাদ-
নার্থ আধার-স্থাপনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিবর্ণিত হইয়াছে। একাদশ অমুবাংকে ইধ্ব (যজ্ঞকাষ্ঠ),
বহিঃ (কুশ) এবং অক্ষাদি (কাষ্ঠনির্মিত হাতা প্রভৃতিকে) প্রোক্ষণাদির দ্বারা বিস্তৃদ্ধীকরণের
প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে। এক্ষণে, এই দ্বাদশ অমুবাংকের মন্ত্র-সমূহে, ইধ্বকাষ্ঠের উপরিভাগে
কিরূপে হোমার্থ আধার স্থাপন করিতে হয়, তাহাই পরিবর্ণিত হইতেছে।

‘বিনিয়োগ-সংগ্রহ’ মতে দ্বাদশ অমুবাংকের প্রথম মন্ত্রের (ভুবনমসি প্রভৃতি) দ্বারা অঞ্জলিবদ্ধ
করিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্রের (জুহেহগ্নিস্তা ইত্যাদি) দুইটা অংশে ‘জুহুপভুৎ’ গ্রহণ করিবে। তার
পর ‘অগ্নাবিষ্যু’ প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া ‘বিষোঃ স্থানমসি’ মন্ত্রে ভূমি নির্দেশ
পূৰ্ব্বক ‘ইত ইষ্ট্রো’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই জুহু স্থাপন করিবে। তদনন্তর ‘বৃহদ্যাঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে

ঋক্ গ্রহণ করিয়া ‘পাহি’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই ঋক্কে প্রতিনিবর্তন করিয়া অর্থাৎ স্থাপন করিয়া, ‘মথন্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রে ঋক্কে সেই ঋকের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। বেদির উপরিভাগে আজ্যাহবিঃ পূর্ণ ঋক স্থাপন এতদ্বারা প্রতীত হয়। ‘বিনিয়োগ-সংগ্রহ’ মতে দ্বাদশ অম্বুবাকের নয়টা মন্ত্র এইরূপে আধার-স্থাপনে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে।

বিনিয়োগ-সংগ্রহের অনুসরণে ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের সঙ্ঘোদন—আহবনীয় অর্থাৎ যাগ-নিষ্পাদক অগ্নি। অগ্নি হইতে ভূতসমষ্টির উদ্ভব বলিয়া সেই অগ্নিকে ‘ভুবনং’ বলা হইয়াছে। পূর্বাদিকে স্থাপিত অগ্নির সম্মুখে অঞ্জলি দ্বারা জুহুপভূত-সমূহকে গ্রহণ করিয়া, অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়। ‘যষ্ঠঃ’ পদে সেই জুহুপভূতাদি উপলক্ষিত। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে যাগ-নিষ্পাদক অগ্নি! তুমি ভূত-সমষ্টির কারণ-স্বরূপ। ভূতসমূহের কারণ বলিয়া তুমি বিদ্যুত হও। এই অঞ্জলিরূপ নমঃ তোমার উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেছি অর্থাৎ তোমাকে এই অঞ্জলিধৃত জুহুপভূত প্রভৃতি প্রদান করিতেছি।’ আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। স্থূলতঃ আমরা ভাষ্যকারেরই যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যার ভাবে একটু তারতম্য লক্ষিত হইবে। আমাদের মতে মন্ত্রের সঙ্ঘোদ্য—প্রজ্ঞান স্বরূপ ভগবান। অগ্নি বলিতে আমরা জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য করি। লৌকিক অগ্নি যেমন সনত্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলে; সেইরূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা হৃদয়ের সর্ববিধ আবিলতা কলুষতা ভস্মীভূত হইয়া, হৃদয় পবিত্রতাবধারণ করে। তাই জ্ঞানাগ্নি ভগবানের প্রকাশরূপ বলিয়া আমরা মনে করি। আর তাহা হইতে ‘অগ্নি’ বলিতে আমরা সেই প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকেই লক্ষ্য করি। তাহা হইতেই যে ভূতসমষ্টির উদ্ভব, ভগবানই যে স্বাবরজঙ্গমচরাচরের উৎপত্তির কারণ, অপিচ তিনিই যে তাহাদের পোষক ও সংরক্ষক, তাহার বাক্যেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন,—

“অহমাস্মা গুডাকেশ সর্কভূতায়শ্চিহ্নিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যাক্ষ ভূতানামস্ত এব চ ॥”

অতএব আবার বলিয়াছেন,—“ইন্দিয়াণাং মনশ্চান্মি ভূতানামান্মি চেতনা।” “যচ্চাপি সর্কভূতানাং বীজং তদহমর্জুন। ন তদন্তি বিনা যৎ শান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥” ফলতঃ, ভগবান হইতেই ভূত-সমষ্টির উদ্ভব, আবার তাহাতেই তাহাদের লয়প্রাপ্তি। কেবল ভূতসমষ্টি বলিয়া নহে; বিশ্বের যাহা কিছু সার সামগ্রী, যাহা কিছু কারণ—সে সকলই তাহাতেই অবস্থিত। তিনি যেমন ভূতসমষ্টির উৎপত্তির কারণ, তেমনিই তিনি আবার তাহাদের পালক ও সংরক্ষক। এই ভাব হইতেই আমরা ‘ভুবনং’ পদের অর্থ করিয়াছি,—“বিশ্বেষাং সর্কিয়াং ভূতানাং উৎপাদকঃ, যদ্বা—নিখিলানাং সত্ত্বাবানাং জনকঃ সংরক্ষকঃ চ।” ভগবানকে ‘ভুবনং’ বলিবার ইহাই তাৎপর্য বলিয়া মনে করি। ‘বিপ্রথস্ব’ পদে সত্ত্বাব ও লোকাসুরাগ বর্দ্ধনের ভাব মনে আসে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনি যেমন ভূতসমূহের কারণ, তেমনি সত্ত্বাব-সংপ্রসূতির জনয়িতা; আপনার অন্তর্য্যাহে আমার হৃদয়ে সত্ত্বাবাদি লোকাসুরাগ প্রবর্দ্ধিত হউক। অপিচ, অমৃত্যু এই কৰ্ম্ম আপনার শ্রীতিহেতুভূত হউক। তাহাতে, আমার সেই কৰ্ম্মের প্রভাবে, আমার হৃদয়ে সত্ত্বাবের সঞ্চার হইবে; আর সেই সত্ত্বাবের প্রভাবে সংস্বরূপ আপনাকে পাইবার অধিকার জন্মিবে।’ ফলতঃ, সত্ত্বাবে অমৃত্যুপ্রাপ্তি হইয়া, লোকাসুরাগ বর্দ্ধন জন্তই মন্ত্রের উদ্বোধনা দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় মন্ত্র জুহুপভুং গ্রহণ-মূলক । এই মন্ত্রের দুইটা অংশ পরিকল্পিত হয় । প্রথম অংশ ‘জুহু’ সন্মোদনে এবং দ্বিতীয় অংশ ‘উপভুং’ সন্মোদনে বিনিয়ুক্ত । প্রথম অংশের অর্থ—‘হে জুহু ! আগমন কর ; দেবযাগনিষ্পাদন জন্ত অগ্নি তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ।’ দ্বিতীয়াংশের অর্থ—‘হে উপভুং ! আগমন কর । দেবযাগের জন্ত সবিভা দেবতা তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ।’ ‘জুহু’ অর্থাৎ স্রবকে অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে এবং উপভুং অর্থাৎ স্রব-ব্যতিরিক্ত আত্মধারণক্ষম জন্ত পাত্রকে স্রবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হইয়াছে, বুঝা যায় ।

‘আমরা কিছু মন্ত্রে জন্ত ভাব উপলব্ধি করি । আমাদের মতে মন্ত্রের প্রথমার্শে “শুদ্ধসম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় অংশে মনোবৃত্তিকে সন্মোদন করিয়া বলা হইতেছে,—“দিব্যজ্ঞান প্রভাবে আমার হৃদয়ে সদ্ভাবের উদ্দীপনা আসুক ; আর সেই উদ্দীপনায় যেন আমি ভগবানের স্রীতিকর কর্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হই ।’ ফলতঃ, ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন মানুষের প্রবৃত্তি সদ্বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হয় না । তাই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সেই উদ্দীপনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি । সদ্ভাব এবং বিশুদ্ধ দিব্যজ্ঞানই সকল সংকল্পের মূলীভূত । তাই সংকল্প-সাধনে—ভগবানের স্রীতিকর কর্মের অনুষ্ঠানে—সদ্ভাবের ও সজ্জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ।

তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নির এবং বিষ্ণুর—যুগ্ম দেবতার সন্মোদন আছে । ভাস্কর্যমতে মধ্যম পরিধির পুরোভাগে আহবনীয়া অগ্নি এবং তাহার পশ্চাতে স্রবের অগ্রভাগে শাস্ত্রদৃষ্ট যজ্ঞাভিমাত্রী বিষ্ণু অবস্থিত । তাহা হইতে মন্ত্রের অর্থ হয়—‘হে অগ্নি ও বিষ্ণু ! আধার হোমের নিমিত্ত তোমাদিগের উভয়ের মধ্যভাগে গমনকালে আমি যেন তোমাদিগকে পদদলিত না করি অর্থাৎ তোমাদিগকে অতিক্রম না করি । অতএব আমার গমনের পথনির্দেশ তুমি তোমরা বিযুক্ত হও । আমার প্রতি তোমরা আমার গমন-স্থান প্রস্তুত করিয়া দেও ।’ এতদ্বারা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে স্থলে বসিয়া যাগ করিতে হয়, তাহাই বিষ্ণুর স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । আহবনীয়ের নিকট-বর্তী বলিয়া উচ্চাক্ষেপ বজ্রস্থানও বলা যাইতে পারে । আমরা মন্ত্রটিকে একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে অবলোকন করি । ইন্দ্র ও বিষ্ণু বলিতে আমরা এখানে জ্ঞান ও কর্মকে বুঝিয়াছি । ‘আমি যেন জ্ঞান ও কর্ম মার্গ হইতে বিচ্যুত না হই, শত্রু প্রভৃতি যেন আমাকে সম্বলিত করিতে না পারে, পরন্তু জ্ঞান ও কর্ম প্রভাবে আমি যেন পরমস্থান প্রাপ্ত হই’—মন্ত্রে এই প্রার্থনাই ছোঁতিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি । মন্ত্রের প্রার্থনা হইতেছে,—‘বিশ্বব্যাপক জ্ঞানিয়া হে ভগবন্ ! আমি আপনায় শরণাপন্ন হইলাম । আপনি চরণাশ্রয়দানে আমাকে রক্ষা করুন,—আমাকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করুন ।’ এইরূপ অর্থ পরিকল্পনায় আমরা যেকপে যে পদের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মন্তব্যসারিণী-ব্যখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে । ভাষ্যানু-মোদিত অর্থ অনুসারে মন্ত্রটির একপ্রকার অর্থ হইতে পারে,—‘হে বিশ্বব্যাপক দেবদয় ! আমি পদের দ্বারা যেন তোমাদিগকে অতিক্রম না করি ।’ ইহাতে ভাব বুঝা যায়,—‘ভগবান বিশ্বব্যাপক । বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে তিনি বিদ্যমান । ভগবান বিশ্বব্যাপক বলিয়া পাদস্পর্শ জনিত দোষ সংঘটিত না হয়, ইহাই আকাঙ্ক্ষা ।’ যদিও এ প্রকার অর্থ একটু টানিয়া বুনিয়া আমনন করিতে হয়, তথাপি ইহা যে অতি উচ্চভাবমূলক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । তাই আমরা এ অর্থেরও সমীচীনতা দেখিতে পাই । জ্ঞান ও কর্ম সকল মঙ্গলের হেতুভূত । সজ্জ্ঞান

সম্পন্ন হইয়া, সদস্য-বিচারে সমর্থ হইয়া, সংকল্পের অনুষ্ঠানে মানুষ যে পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন। মন্ত্রের ‘লোকং’ পদে আমরা ‘অগ্নির ও বিষ্ণুর’ মধ্যবর্তী যজ্ঞমানের গমন-স্থানকে নির্দেশ করি না। আমাদের মতে ঐ ‘লোকং’ পদে ‘পরমস্থান’ সেই ভগবৎ-পাদপদ্মই লক্ষ্য করে। দিব্যজ্ঞান ও সংকল্প সেই স্থানে পৌছাইয়া দেয়।

তার পর পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধন—ভূ-প্রদেশ; আর ষষ্ঠ মন্ত্র ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধী। ভূ-প্রদেশকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন,—‘হে ভূ-প্রদেশ! তুমি বিষ্ণুর (যজ্ঞপুরুষের) স্থান হও।’ পঞ্চম মন্ত্রে যজ্ঞের স্থান কথিত হইলে, ‘ইত ইন্দ্র’ প্রভৃতি ষষ্ঠ মন্ত্রের দ্বারা দেবতাদিগের বিজয়হেতু অপর স্থানের বিষয় কথিত হইতেছে। দেবযজ্ঞন ভিন্ন যে ভূমি, তাহা অম্বরের অধীন বলিয়া, সেস্থলে দেবতাদিগের পরাজয় হইলেও, যজ্ঞস্থান পরাজয় রহিত, তাহাই ‘ইতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা কথিত হইতেছে। মন্ত্রের অর্থ এই যে,—‘ইন্দ্রদেব এই দেবযজ্ঞন-স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া শক্রবধরূপ বীরের উচিত সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব যজ্ঞ উন্নত হইয়াছিল।’ ইত্যাদি। ইন্দ্রদেব, বীৰ্য্য প্রকাশ করিলে, শক্রকৃত বাবাবিঘ্ন নাশ হইয়াছিল, ইহাষ্ট যজ্ঞের উন্নতি লাভ। ভাগ্যাদি দৃষ্টে এই প্রকার অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদের অর্থ ভিন্নপথ পবিগ্রহণ করিল। আমাদের মতে চতুর্থ মন্ত্রে আপনার অন্তরাঙ্গাকে সম্বন্ধ করা হইয়াছে। অম্বরই যে বিশ্বব্যাপক দেবতাব্যবস্থার আধার—মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। অম্বরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, তাহার দ্বারা ভগবানের শ্রেষ্ঠ আধার আর অত্ন কিছু হইতে পারে কি? বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপিকা শক্তির বোধমূলক যে জ্ঞান, যে জ্ঞান অম্বরে সঞ্জাত হইলে বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত হওয়া যায়—তাহাষ্ট, সেই হৃদয়ই বিষ্ণুর একমাত্র আধার। তাই সাধক চতুর্থ মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত অর্থাৎ জ্ঞানোদ্ভাসিত হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—‘হে আমার অন্তর! তুমিই একমাত্র ভগবানের আধারস্বরূপ হইয়া আছে।’ ভাব এই যে,—‘আমি যেন চতুর্দিক ঘন প্রদ সেট আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাকি।’ পঞ্চম মন্ত্রটি পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। এই মন্ত্রের দ্বারা সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। মন্ত্রের অর্থ—‘হে ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে শক্রনাশক সামর্থ্য বিস্তার করুন। যে সামর্থ্য-প্রভাবে শক্রগণ চিরদমিত হইবে। তাহা হইলে, আমার যজ্ঞ শক্রকৃত হিংসা পরিশূন্য হইয়া আপনাকে পাঠিতে পারিবে। আর আমার অনুষ্ঠিত সংকল্প শক্রর উপদ্রব-পরিশূন্য হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে।’ এ মন্ত্রে সর্বকর্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া সাধক কহিতেছেন,—‘আমার অনুষ্ঠিত কর্ম যেন আমার সুখ-হেতুভূত হয়।

ষষ্ঠ মন্ত্রে অগ্নির দীপ্তি বাহাতে স্পর্ধিত হয়, অথচ জ্বল দক্ষীভূত না হয়,—ভাষ্যে এই ভাব পরিব্যক্ত। আমাদের মতে মন্ত্রটি আত্মোৎসাহমূলক। জ্ঞান বাহাতে ভগবৎপ্রাপক হয় অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভে বাহাতে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্ত সাধক আত্মাকে উদ্বোধন করিতেছেন। সপ্তম মন্ত্রে, ভাষ্যমতে,—জুহু ও উপভূৎকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন করিতে হয়। ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ স্কোন ও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রে প্রার্থনাকারী পরিত্রাণ-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। কহিতেছেন,—‘হে প্রজ্ঞানস্বরূপ

ভগবন্ । আনার পাপ বিনষ্ট করিয়া, আমাকে সংপথে প্রবর্তিত করুন । জ্ঞানায়ি-প্রভাবে পাপ বিনষ্ট হইলেই আমি সত্ত্বাব-প্রভাবে আপনাকে পাইতে সমর্থ হইব ।’

তার পর অষ্টম বা শেষ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন । ভাষ্যমতে এই মন্ত্রের সোধোদন—
আধারশেষ । ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে আধারশেষ ! তুমি যজ্ঞের শিরবৎ উত্তম অঙ্গ হও ।
অতএব সেইরূপে জ্যোতির দ্বারা ধৌবাজ্যরূপ জ্যোতির সহিত সম্মিলিত হও ।’ আমাদের
লক্ষ্য অন্তরূপ । আমাদের মতে মন্ত্রটি আত্মসোধোদনে বিনিযুক্ত ও উদ্বোধনমূলক । এখানে
আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাজক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ উৎপাদন করিয়া
জ্যোতিরাদার সেই ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইবার আকাজক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে । মন
যদি ইন্দ্রনস্বরূপ হয়, তাহা হইলে হৃদয়রূপ যজ্ঞকুণ্ডে জ্ঞানায়ি সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে । তাহার
ফলে আমাদেরও আত্মোন্নতি সাধিত হইতে পারে । আত্মোন্নতির কামনা করিলে, আত্মায়
আত্মসম্মিলনের আকাজক্ষা থাকিলে, জ্যোতিঃ সাগরে ডুবিতে হইলে, মনকেই ভগবানের পূজায়
হোমায়িতে ইন্দ্রনরূপে প্রক্ষেপ করিতে হইবে । সাধন ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সাধকের হৃদয়ে
জ্ঞানায়ি প্রজ্জলিত হয়, তখনই তাহার ভাগ্যে পরমজ্যোতির সন্দর্শন-সৌভাগ্য সংঘটিত হয় ।
তখন সাধক আপনার কন্মকে ও ভক্তিতাবকে জ্ঞানমুখী করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন । সেই
জ্ঞানায়ি হৃদয়ে প্রজ্জলিত হইলেই জ্ঞানময়ের সহিত সম্মিলন সংঘটিত হয় । অনুবাকের শেষে
অষ্টম মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি । (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১২ অনুবাক) ॥

— * —

ত্রয়োদশঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । ত্রয়োদশোহনুবাকঃ ।)

(১) বাজন্ত মা প্রসবেনোদ্গ্ৰাভেণোদগ্ৰাভীং । অথা সপত্না৮ ইন্দ্রে

মে নিগ্রাভেণাধরা৮ অকঃ । উদ্গ্ৰাভং চ নিগ্রাভং

চ ব্রহ্ম দেবা অবীৰুধন্ । অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী

মে বিষূচীনাস্ত্যস্ততাং ।

(২) বহুভ্যস্ত্বা রুদ্রেভ্যস্ত্বাহিত্যেভ্যস্ত্বা ।

(৩) অক্তৗ রিহাণা বিয়ন্ত বয়ঃ । (৪) প্রজাং যোনিং মা নিশ্শৃঙ্খম্ ।

(৫) আ প্যায়ন্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃথতয়ঃ স্থ দিবম্

গচ্ছ ততো মো বৃষ্টিমেরয় ।

(৬) আয়ুস্পা অগ্নেঃস্তায়ুশ্চৈ পাহি চক্ষুস্পা অগ্নেঃসি চক্ষুশ্চৈ পাহি ।

(৭) কবাঃসি ।

(৮) যং পরিধিং পর্য্যপথ্য অগ্নে দেব পণিভিক্বীয়মাণঃ । তং ত

এতমনু জোষং ভরামি নেদেষ হৃদপচেতয়াতৈ

যজ্ঞস্য পাথ উপ সমিতৗ ।

(৯) সৗস্রাবভাগাঃ শ্বেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বহিষদধ দেবা ইমাং

বাচমভি বিধে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্নিহিষি মাদয়ধ্বম্ ।

(১০) অগ্নেৰ্বামপন্নগৃহস্থ সদসি সাদয়ামি হুন্নায় হুন্নিনী হুন্নে

মা ধত্তং ধুরি ধুর্য্যা পাতম্ ।

(১১) অগ্নেঃদকায়োহনীতনো পাহি মাহু দিবঃ পাহি

প্রসিত্যৈ পাহি তুরিষ্ঠ্যৈ ।

পাহি তুরদ্য্যৈ পাহি তুশ্চরিতাদবিমং নঃ পিতুং

কৃণু স্তমদা যোনিং স্বাহা ।

(১২) দেবা গাতুবিদো গাতুং বিদ্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং

নো দেব দেবেযু যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে বাঃ ॥ ১৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) বাজন্ত । না । প্রসেনেনতি প্র—সেনেন । উদগ্রাভেগেত্যং—গ্রাভেগে । উদিতি ।

অগ্রভীং । অথ । সপত্নান্ । ইন্দ্রঃ । মে । নিগ্রাভেগেতি নি—গ্রাভেগে । অধরান্ ।

অকঃ । উদগ্রাভমিত্যুৎ—গ্রাভম্ । চ । নিগ্রাভমিতি নি—গ্রাভম্ । চ । ব্রহ্ম ।

দেবাঃ । অবীৰ্ধন । অথ । সপত্নান্ । ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী । মে ।

বিষ্ণুচীনান্ । বীতি । অশ্বতাম্ ।

(২) বহুতা ইতি বহু—ভুঃ । স্বা । রুদ্রেভ্যঃ । স্বা । আদিত্যেভ্যঃ । স্বা ।

(৩) অক্ৰং । রিহাণাঃ । বিয়ন্ত । বয়ঃ । (৪) প্রজামিতি প্র—জাম্ ।

যোনিম্ । মা । নিরিতি । যৃক্ষম্ ।

(৫) এতি । প্যায়ন্তাম্ । আপঃ । ওষধয়ঃ । মরুতাম্ । পৃষতয়ঃ । হু । দিবম্ ।

গচ্ছ । ততঃ । নঃ । বৃষ্টম্ । এতি । ঈরয় ।

(৬) আয়ুষ্মা ইত্যায়ুঃ—পাঃ । অগ্নে । অসি । আয়ুঃ । মে । পাহি ।

চক্ষুষ্মা ইতি চক্ষুঃ—পাঃ । অগ্নে । অসি । চক্ষুঃ । মে । পাহি ।

(৭) ধ্রুবা । অসি ।

(৮) যম্ । পরিধিমিতি পরি—ধিম্ । পর্য্যধথা ইতি পরি—অধথাঃ । অগ্নে । দেব ।

পণিভিরিতি পণি—ভিঃ । বীৰ্যমাণঃ । তম্ । তে । এতম্ । অস্থিতি ।

জ্যৈষম্ । ভরামি । ন । ইৎ । এষঃ । স্বৎ । অপচেতয়াতা

ইত্যপ—চেতয়াতৈ । যজ্ঞস্ত । পাথঃ । উপ ।

সমিতি । ইতম্ ।

(৯) সৗশ্রাবভাগা ইতি সৗশ্রাব—ভাগাঃ । হু । ইষাঃ । বৃহন্তঃ । প্রস্তরেষ্ঠা ইতি

প্রস্তরে—স্থাঃ । বহিষদ ইতি বহি—সদঃ । চ । দেবাঃ । ইমাম্ ।

বাচম্ । অভীতি । বিখে । গৃণন্তঃ । আসন্তেত্যা—সত্ ।

অগ্নিন্ । বর্হিষি । মাদয়ধ্বম্ ।

(১০) অগ্নেঃ । বাম্ । অপন্নগৃহন্তেতাপন্ন—গৃহন্ত । সদসি । সাদয়ামি । স্নায় ।

স্নগ্নিনী ইতি । স্নয়ে । মা । ধত্তম্ । ধুরি । ধুর্যো । পাতম্ ।

(১১) অগ্নে । অদকায়ো । ইত্যদক—আয়ো । অশীততনো ইত্যশীত—তনো ।

পাহি । না । অত্ । দিবঃ । পাহি । প্রসিত্যা ইতি প্র—সিত্যে ।

পাহি । চরিত্যা ইতি চাঃ—চরিত্যে ।

পাহি । চরিত্যা ইতি চাঃ—অগ্ন্যে । পাহি । চ্শচরিতাদিতি চাঃ—চরিতাং ।

অবিষম্ । নঃ । পিতৃম্ । কণু । স্নদেতি স্ন—সদা । যোনিম্ । স্বাহা ।

(১২) দেবাঃ । গাতুদি ইতি গাতু—বিদঃ । গাতুম্ । বিধা । গাতুম্ ।

ইত । মনসঃ । পতে । ইমম্ । নঃ । দেব । দেবেষু । যজ্ঞম্ ।

স্বাহা । বাচি । স্বাহা । বাতে । ধাঃ ॥ ১৩ ॥

মম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। (ক) হে ভগবন্! ত্বং 'বাজন্ত' (সংকস্মণঃ) 'প্রসবেন' (প্রেরণেন, সাধনেন ইতি যাবৎ) 'উদগ্রাভেণ' (উদ্ধৃগ্ৰাহণেন, পরমস্থানপ্রাপণার্থঃ, যদ্বা—আত্মোন্নতিলাভায় ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'উদগ্রভীং' (উদ্ধৃং নয়তু, চরমোৎকর্ষং সম্পাদয়তু ইতি ভাবঃ) । নম্রোহয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ । সংকস্মসাধনেন আত্মোৎকর্ষং সাধয়িত্বা অহং যেন পরমস্থানং লভানি হে ভগবন্! তৎসামর্থ্যং বিধেহি ।

(খ) 'অথা' (অনন্তরমেব) হে ভগবন্! তব 'অকুগ্রাহেণ 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেব, যদ্বা—মম কস্মশক্তি ইতি ভাবঃ) 'মে' (মম) 'সপত্নান্' (মম সদ্ভাবাবরোধকান্ অন্তঃশত্রুনাং ইত্যর্থঃ) 'নিগ্রাভেণ' (শাসনেন, নিপীড়নেন বা ইত্যর্থঃ) 'অধরান্' (অভিভূতান্, বিদুরিতান্ ইতি যাবৎ) 'অকঃ' (অকরোং, করোতু ইতি ভাবঃ) । অয়মপি প্রার্থনামূলকঃ । অত্র কস্ম-প্রভাবেন অন্তঃশত্রুনাং নাশয়িতুং সমর্থ বর্ততে । মম কস্মপ্রভাবেন অন্তঃশত্রুনাং অভিভূতান্ বিদুরিতান্ ভবতু ইতি ভাবঃ ।

(গ) 'ব্রহ্ম' (হে পরব্রহ্ম ভগবন্!) 'ভবদকুস্পয়া 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, সদ্ভাবাদয়ঃ ইত্যর্থঃ—হৃদি উপজিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'উদগ্রাভং' (উদ্ধৃগমনং—মম আত্মোৎকর্ষং) 'নিগ্রাভং' (শত্রুণাং নিষ্কর্ষং ইতি ভাবঃ) 'চ' 'চ' (প্রকৃষ্টকপেণ, সুরিশ্চিতেন ইত্যর্থঃ) 'অনীযুধন' (প্রবর্দ্ধয়ন্তু ইতি যাবৎ) । নম্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । সদ্ভাবাঃ হি অন্তঃশত্রুনাশকাঃ । সর্কস্বৈব মলো হি ভগবদমুগ্ধঃ । ততঃ প্রার্থনা—ভগবদমুগ্ধাহেণ হৃদিসদ্ভাবাঃ উপজিতাঃ সন্ত । তেন সর্কশত্রুনাশঃ সম্ভবতি । শত্রুনাশেন নির্মলচিত্তঃ সন্ ভগবন্তং আবাদয়ানি ইতি ভাবঃ ।

(ঘ) 'অথা' (অনন্তরমেন, এতৎ সতি ইত্যর্থঃ) হে ভগবন্! 'ভবদমুগ্রাহেণ 'সপত্নান্' (মম জন্মসহজাভাঃ অন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) যথা 'বিষূচীনান্' (স্বস্থানচষ্টাঃ, বিদুরিতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি 'ইন্দ্রাণী' (মম শক্তিজ্ঞানরূপো দেবো) তথা 'ব্যস্ততাং' (বিশেষেণ বিধায়তাং ইতি শেষঃ) । অথবা 'ইন্দ্রাণী' (হে মম কস্মজ্ঞানশক্তি, যদ্বা হে শক্তিজ্ঞানরূপো ইন্দ্রাণী দেবো!) যথা 'সপত্নান্' (মম জন্মসহজাভাঃ অন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) যথা 'বিষূচীনান্' (অভিভূতাঃ) ভবন্তি তথা 'ব্যস্ততাং' (বিশেষেণ প্রবর্তয়তাং, বিধায়তাং ইত্যর্থঃ) । সংকস্মণা সজ্জ্ঞানেন চ মম অন্তঃশত্রুনাং নাশং যাস্তু অদয়ং নির্মলং ভবতু ইতি ভাবঃ ।

২। (ক) হে মনঃ! 'দ্বা' (দ্বাং) 'বস্তুভ্যঃ' (সর্কেষাং নিবাসহেতুভূতভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং তৃপ্ত্যর্থং ইতি যাবৎ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

(খ) হে মনঃ! 'দ্বা' (দ্বাং) 'বস্তুভ্যঃ' (ঘোররূপেভ্যঃ শাসকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং তৃপ্ত্যর্থং ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

(গ) হে মনঃ! 'দ্বা' (দ্বাং) 'আদিত্যেভ্যঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, সজ্জ্ঞান-প্রদাতৃভ্যঃ দেবভ্যঃ ইত্যর্থঃ, তেষাং তৃপ্তিসাধনায় ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

৩। (ক) হে মনঃ! (শুদ্ধসংসারিতং দ্বাং ইতি যাবৎ) 'রিহাণাঃ' (লিহাণাঃ, আশ্বাদয়ন্তঃ, সম্মিলিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বয়ঃ' (দেবভাবাঃ) 'বিস্ত' (কাস্তিযুক্তাঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ) ; মম হৃদি দেবভাবাঃ সদ্ভাবাঃ বা প্রদীপ্যন্তু ইতি ভাবঃ ।

৪। অপিচ হে মনঃ! ‘প্রজ্ঞাং’ (বিশ্বকীর্তি, জনানুরাগ ইত্যর্থঃ) ‘যোনিং’ (সদবুদ্ধে-
রাধারং, উপত্তিমূলং ইত্যর্থঃ) যথা ‘মা নিমৃক্ষং’ (মা বিনাশয়ামি) তথা সাধয়, সদ্ভাবেন
সুপ্রতিষ্ঠঃ ভবঃ ইতি শেষঃ। ‘মম কৰ্ম্ম বন্ধনহেতুভূতং মা ভবতু’ ইতি ভাবঃ।

৫। ‘ওষধয়ঃ’ (হে মম কৰ্ম্মফলক্ষয়কারকাণি কৰ্ম্মাণি!) যুয়ং ‘আপঃ’ (স্নেহসম্ভাবান
ইত্যর্থঃ) ‘আপ্যায়ন্তাং’ (সম্যক্ প্রবর্দ্ধয়ন্তাং ইত্যর্থঃ); যুয়ং ‘মরুতাং’ (সর্বত্রগামিনাং
দেবানাং, প্রাণবলসংরক্ষকানাং দেবভাবানাং ইত্যর্থঃ) ‘পৃষতয়ঃ’ (বাহনরূপাঃ—বাহকাঃ ইতি
ভাবঃ) ‘ঋঃ’ (ভবণ), বায়বদেগেন তান্ আবহ ইতি ভাবঃ। অতঃ যুয়ং ‘দিবং’ (দ্রালোকং,
ভগবৎসমীপং ইতি ভাবঃ) ‘গচ্ছ’ (গমনং কুরুত); তস্মিন্ (দিবং প্রাপ্য বা) ‘ততঃ’ (তস্ত
ভগবতঃ সকাশাৎ) ‘বৃষ্টিং’ (ভগবতঃ করুণাধারাং ইতি ভাবঃ) ‘প্রিয়ং’ (অস্মদর্থং আনয়)।
মদ্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কৰ্ম্মং হি কৰ্ম্মক্ষয়কারণং বন্ধনচ্ছেদকং চ। কৰ্ম্মণা যথা ইহলোক-
পরলোকসম্বন্ধিনং কল্যাণং তথা ভগবৎকরুণাধারাং অধিকৰ্ত্তুং শক্যেতি তথা উদ্বুদ্ধঃ ভবানি
ইতি ভাবঃ। প্রার্থনায়ো ভাবঃ—হে ভগবন্! কৃপয়া কৰ্ম্মবন্ধনং ছেদয় মাং উদ্ধারয় চ।

৬। (ক) ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ঋং ‘আয়ুষ্মা’ (আয়ুযো পালকঃ, সংকৰ্ম্ম-
শীলস্ত্র জীবনস্ত্র সংরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ ঋং ‘মে’ (মম) ‘আয়ুঃ’ (অকাশ
মৃত্যুপরিহারেণ পূর্ণায়ুদ্দাং, যদ্বা—সংকৰ্ম্মসাধনশীলং পূর্ণ্যজীবনং ইতি ভাবঃ) ‘পাহি’ (পালয়,
সংরক্ষ, প্রযচ্ছতি বা ভাবঃ)।

‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ঋং ‘চক্ষুষ্মা’ (সদেযাং দর্শনেন্দ্রিয়াণাং পালকঃ,
৩রদৃষ্টিঃ অন্তর্দৃষ্টিঃ বা বিধায়কঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ ঋং ‘মে’ (মম) ‘চক্ষুঃ’
(দর্শনেন্দ্রিয়ং, আয়োৎকর্ষসাধনাং হ্রদদৃষ্টিং অন্তর্দৃষ্টিং বা ইত্যর্থঃ) ‘পাহি’ (সংরক্ষ)।

৭। হে মনোবৃত্তে! ঋং ‘ঋবা’ (স্থিরা, সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি)।
অতঃ ঋং ভগবতি অচঞ্চলেন মাং নিয়োজয় ইতি ভাবঃ।

৮। ‘দেব’ (জ্যোতমান্, স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ঋং
‘পণিভিঃ’ (রিপুশত্রুভিঃ) ‘বীৰ্য্যমাণঃ’ (প্রাপ্যমাণঃ, সংকল্পমানঃ) ‘যং পরিধিং’ (শুদ্ধসম্ব-
ভাবরূপং ব্যবধায়কং ইতি যাবৎ) ‘পর্য্যধখা’ (সাধকানাং হৃদয়ে স্থাপয়সি); ‘তে’ (তব)
‘জোষণং’ (প্রিয়ং) ‘তমেতং’ (শুদ্ধসম্বভাবং) ‘অনুভরামি’ (অনুগ্রহামি, হৃদি পোষণামি
ইতি ভাবঃ); পরং চ ‘এষঃ’ (পরিধিঃ ইত্যর্থঃ) ‘ঋং’ (তন্তঃ সকাশাৎ) ‘ন ঈং’
(নৈব) ‘অপচেতয়াটৈ’ (দ্বয়ি এব তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

‘দেব’ (জ্যোতমান্, স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) ‘পণিভিঃ’
(স্তুতিভিঃ) ‘বীৰ্য্যমাণঃ’ (প্রাপ্যমাণঃ, প্রবর্দ্ধমানঃ সন্) ঋং ‘যং পরিধিং’ (জায়মানং শুদ্ধসম্ব-
ইত্যর্থঃ) ‘পর্য্যধখা’ (হৃদি স্থাপয়সি ইতি যাবৎ); ‘ত’ (ভবতাং অনুগ্রহণেন ইত্যর্থঃ)
‘জোষণং’ (তব প্রীতিকরং) ‘তমেতং’ (শুদ্ধসম্বভাবং) ‘অনুভরামি’ (ভবতাং প্রীতিসম্পাদনায়
হয়ি উৎসজ্যামি ইতি ভাবঃ); ‘এষঃ’ (শুদ্ধসম্বঃ) ‘ঋং’ (তন্তঃ) ‘অপচেতয়াটৈ’ (অপরক্ৰঃ,

ভিন্নঃ পৃথকঃ ইত্যর্থঃ) ‘ন ইৎ’ (মৈব ভবতি ইতি শেষঃ) । ভগবান্ তথা শুদ্ধস্বঃ অভিন্নো । যঃ ভগবান্ সঃ হি শুদ্ধস্বঃ ইতি ভাবঃ ।

— (২) হে মম কৰ্মভক্তী ! যুবাং ‘যজ্ঞস্ত’ (সংকৰ্মণঃ) ‘পাথঃ’ (ফলস্বরূপং শুদ্ধস্বঃ— ভগবৎসামীপাং চ ইতি ভাবঃ) ‘উপ সমিতঃ’ (উপগচ্ছতং, প্রাপ্নুতং ইতি ভাবঃ) ।

৯। ‘প্রস্তরেষ্ঠাঃ’ (প্রস্তরবৎস্থিরস্থানবাসিনঃ) ‘বর্হিষদশ্চ’ (শুদ্ধস্বজ্ঞাঃ) ‘দেবাঃ’ (হে দেবভাবাঃ!) ‘ইযা’ (অগ্নেন, ভক্তিশ্রদ্ধয়া, অভীষ্টবর্ষণেন ইতি যাবৎ) ‘বৃহন্তঃ’ (বর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ) যুয়ং ‘সংস্রাবভাগাঃ’ (সাধিকানাং সংসর্গভাগিনঃ) ‘হু’ (ভবৎ); ‘কিধে’ (হে বিশ্বদেবাঃ, সর্বদেবভাবাঃ!) ‘ইমাং’ (মদীয়ং, অস্বহুচ্চারিতাং) ‘বাচং’ (স্ততিরূপাং বাণীং) ‘অভি’ (সর্বতঃ) ‘গৃণন্তঃ’ (কথয়ন্তঃ, আদরেণ শৃণুন্তঃ); ‘অপিচ, ‘অগ্নিন্’ (পরিদৃষ্টমানে) ‘বর্হিষি’ (যজ্ঞে, মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) ‘আসত্’ (উপবেষ্ট) ‘মাদয়ধ্বং’ (তৃপ্যধ্বং) ।

অথবা

‘বিশ্বে দেবাঃ’ (হে সর্বদেবভাবাঃ!) যুয়ং ‘সংস্রাবভাগাঃ’ (অস্বহুচ্চারিতানাং জ্ঞানভক্তী- সহযুতানাং সংকৰ্মণাং সংসর্গভাগিনঃ ইত্যর্থঃ) ‘হু’ (ভবৎ); হে দেবাঃ! যুয়ং ‘বৃহন্তঃ’ (মহাত্মাঃ, সর্বেষাং আরাধনীয়ঃ) ‘প্রস্তরেষ্ঠাঃ’ (প্রস্তরবৎস্থিরস্থাননিবাসিনঃ) ‘বর্হিষদশ্চ’ (হৃদরূপে বর্হিষু তিষ্ঠন্তঃ, যদা—সম্ভবাদিভিঃ সঞ্জ্ঞাতাঃ) ভবত । অতঃ হে বিশ্বদেবাঃ! যুয়ং ‘ইমাং’ (অস্মাভিঃ উচ্চাৰ্যমাণাং) ‘বাচং’ (স্ততিরূপাং বাণীং) ‘অভি’ (সর্বতোভাবেন) ‘গৃণন্তঃ’ (শ্রীতিসহকারেণ শৃণুন্তঃ); এবং ‘অগ্নিন্’ (অস্মাভিরহুষ্টিয়মানে, যদা—ক্রিগুদে) ‘বর্হিষি’ (যজ্ঞে, মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) ‘আসত্’ (উপবেষ্ট) ‘মাদয়ধ্বং’ (হৃষ্টাঃ ভবত ইতি শেষঃ) ।

১০। হে জ্ঞানভক্তী ! ‘বাং’ (যুবাং) ‘অপন্নগৃহস্ত’ (অবিনশ্বরনিবাসহেতুভূতস্ত) ‘অগ্নেঃ’ (জ্ঞানধারিত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) ‘দদসি’ । স্থানে, সমীপে—ভগবতঃ শ্রীতি-সাধনায় ইতি ভাবঃ) ‘সাদয়ামি’ (স্থাপয়ামি, নিয়োজয়ামি); ‘স্বগ্নিনী’ (হে সুপাধারভূতে জ্ঞানভক্তী!) যুবাং ‘মা’ (মাং) ‘স্বগ্নে’ (স্বথে, পরমস্বথে) ‘ধত্তং’ (স্থাপয়তং) । হে জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ! যুবাং মাং ‘ধুরি ধুয়ৌ’ (সংকৰ্মনির্কাহকৌ জ্ঞানভক্তিযোগৌ ইত্যর্থঃ) ‘পাতং’ (রক্ষতং) । জ্ঞানভক্তিসহযোগায় যথাহং সমর্থঃ ভবামি তথা বিধেমি ইতি ভাবঃ ।

১১। ‘অদক্ষাযোগে’ (অর্চকানাং মঙ্গলকারিন্) ‘অশীততনোঃ’ (সর্বব্যাপক) ‘অগ্নে’ (জ্ঞানময় হে ভগবন্!) ত্বং ‘অত্’ (অগ্নিন্ দিনে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) ‘মা’ (মাং) ‘পাহি’ (রক্ষ); ‘দিবঃ’ (শত্রুপ্রযুক্তব্রজতুল্যায়ুধাং ইতি ভাবঃ) ‘পাহি’ (মাং রক্ষ); ‘প্রসিঠৈ’ (বন্ধনহেতুভূতাং মায়াপাশাং) ‘পাহি’ (মাং রক্ষ); ‘হুরিষ্টৈ’ (অশাস্ত্রীয়যাগাং, অসদর্চনায়াঃ ইত্যর্থঃ) ‘পাহি’ (মাং রক্ষ); ‘হুরগ্ন্যৈ’ (দুর্ভোজনাং) ‘পাহি’ (মাং রক্ষ); ‘হুচরিতাং’ (অসদাচরণাং, পাপাচরণাং ইত্যর্থঃ) ‘পাহি’ (মাং সংরক্ষ); ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘পিতুঃ’ (পানীয়ং) ‘অবিষং’ (বিষশূন্যং) ‘কুরু’ (বিধেহি); ‘স্বযদা’ (সম্যক্‌স্থিতিযোগাং ইতি যাবৎ) ‘যোনিং’ (বিশ্বোৎপত্তিস্থানভূতং পরমাত্মনং মাং প্রাপয় ইতি শেষঃ); ‘স্বাহা’ (স্বহৃতমস্ত মম অমুষ্ঠানং, ভগবদমুগ্ধেণ অবশ্যমেব স্বহৃতং ভবিতুমর্হতি) ।

১২। ‘গাতুবিদঃ’ (যজ্ঞাদিসংকর্ষবেত্তারঃ) ‘দেবাঃ’ (হে দেবভাবাঃ!) যুগ্ম ‘গাতুঃ’ (অশ্বাকং সংকর্ষেচ্চাং) ‘বিদ্বা’ (বিজ্ঞায়) ‘গাতুঃ’ (তৎ সংকর্ষং) ‘ইত’ (প্রাপ্নুহি); ‘দেব’ (তোতমান্) ‘মনসম্পাতে’ (মনসি মনসঃ বা অধিষ্ঠিতেঃ হে দেব!) ‘ইমং’ (অনুষ্ঠিতং) ‘যজ্ঞং’ (সৎকর্ষং) ‘দেবেষু’ (দেবভাবেষু, দেবভাবসংজননায় ইত্যর্থঃ) ‘স্বাহা’ (তুভ্যং সমর্পয়ামি) ‘বাচি’ (স্তোত্রমহেষু, যদ্বা—স্তোত্রমজ্ঞাণং উৎকর্ষসাধনেন শক্তিজ্ঞননায় ইত্যর্থঃ) ‘স্বাহা’ (তুভ্যং সমর্পয়ামি—মম কর্ষ ইতি ভাবঃ); এতৎকর্মফলং ভগবতি সমর্পিতং ভবতু ইতি ভাবঃ। হে দেবাঃ যুগ্মান চ ‘বাতৈ’ (প্রাণাপানাদিবায়ুধিষ্ঠাতরি ভগবতি ইতি ভাবঃ) ‘ধাঃ’ (নিধেহি, হে দেব! এতৎ কর্মফলং বায়ুবৎ অনন্তং কুরু)। মমেদং সদনুষ্ঠানং মনঃ-প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবযোরৈক্য সম্বন্ধযুতং ভবতু ইত্যর্থঃ। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। (ক) হে ভগবন্! আপনি সংকর্ষের প্রেরণা দ্বারা উর্দ্ধ-গ্রহণে অর্থাৎ আত্মোন্নতিদানে পরমস্থান প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত আমাকে উর্দ্ধে লইয়া যাউন অর্থাৎ আমার চরমোৎকর্ষ সাধন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। সংকর্ষ-সাধনে আত্মোৎকর্ষলাভে আমি যাহাতে পরম স্থান প্রাপ্ত হই, হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন)।

(খ) অনন্তর হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে ইন্দ্রদেব (আমার কর্মশক্তি) আমার সম্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রুসমূহকে শাসনের অর্থাৎ পীড়নের দ্বারা অভিভূত অর্থাৎ বিদূরিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে কর্মশক্তি-প্রভাবে অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশের জন্য সক্ষম বর্তমান। ভাব এই যে—আমার কর্ম-প্রভাবে অন্তঃশত্রুসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হউক)।

(গ) হে পরব্রহ্ম ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে সম্ভাদি দেবভাবসমূহ হৃদয়ে উপজিত হইয়া, আমার উর্দ্ধগমন অর্থাৎ উৎকর্ষসাধন এবং শত্রুগণের নিকর্ষ-সাধন প্রকৃষ্টরূপে (নিশ্চয়রূপে) প্রবাহিত অর্থাৎ সংসাধিত করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। সম্ভাবই অন্তঃশত্রুনাশক। সর্বত্র ভগবদনুগ্রহ-লাভই মূলীভূত। অতএব প্রার্থনা—ভগবানের অনুগ্রহে হৃদয়ে সম্ভাবসমূহ উপজিত হউক। তাহাতেই সর্বশত্রুনাশ সম্ভবপর হইবে। শত্রুনাশে নির্মলচিত্ত হইয়া ভগবানকে আরাধনা করিতে সমর্থ হইবে)।

(ঘ) অনন্তর হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার জ্ঞান ও কর্ম (জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তি) আমার জন্ম-সহজাত অন্তঃশত্রুদিগকে যাহাতে

স্বস্থানভ্রষ্ট করিয়া বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়, আপনি বিশেষভাবে তাহা বিহিত করুন । অথবা, হে আমার কৰ্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি অথবা হে শক্তিজ্ঞানরূপী ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব ! আমার জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুগণ যাহাতে অভিভূত হয়, আপনারা উভয়ে বিশেষভাবে তাহা বিহিত করুন । (ভাব এই যে,—সৎকৰ্ম্ম ও সজ্জ্ঞান প্রভাবে আমার অন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক) ।

২ । (ক) হে মন ! তোমাকে সকলের নিবাসস্থানীয় (সকলের নিবাস-হেতুভূত আশ্রয়স্থানীয়) দেবতার পরিতৃপ্তির জন্ম নিয়োজিত করিতেছি ।

(খ) হে মন ! তোমাকে ঘোররূপী শাসক দেবগণের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্ম নিয়োজিত করিতেছি ।

(গ) হে মন ! তোমাকে জ্যোতিঃস্বরূপ (সজ্জ্ঞানপ্রদায়ক) দেবগণের তৃপ্তি-সাধনার্থ নিয়োজিত করিতেছি ।

৩ । (ক) হে মন ! শুদ্ধসত্ত্বান্বিত তোমাকে আশ্বাদন করিয়া (তোমাতে সম্মিলিত হইয়া) দেবভাবসমূহ কান্তিযুক্ত হউক ; অর্থাৎ, আমার হৃদয়ের সম্বন্ধভাবের সহিত মিলিত হইয়া দেবভাব-সমূহ অধিকতর প্রদীপ্ত হউক) ।

(খ) অপিচ, হে মন ! আমার বিশ্বপ্রীতি (জনানুরাগ) এবং সদৃশতার আধার বা উৎপত্তিগূল যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তুমি সেইরূপভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হও । (ভাব এই যে,—আমার কৰ্ম্ম যেন আমার বন্ধনহেতুভূত না হয় ।

৪ । হে আমার কৰ্ম্মফলক্ষয়কারী কৰ্ম্মসমূহ ! তোমরা আমার স্নেহসম্বন্ধ-ভাবসমূহকে প্রবদ্ধিত কর । তোমরা সর্বগামী দেবগণের অর্থাৎ প্রাণবল-সংরক্ষক দেবভাবসমূহের প্রকৃষ্ট বাহক হও (অর্থাৎ বায়ুবেগে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর) । অনন্তর তোমরা ভগবৎসমীপে গমন কর । (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক । কৰ্ম্মই কৰ্ম্মক্ষয়ের এবং বন্ধনচ্ছেদনের হেতুভূত । কৰ্ম্মের প্রভাবে ইহলোকপরলোকসম্বন্ধি কল্যাণ এবং ভগবানের করুণাধারা অধিগত করিতে সমর্থ হই, তেমনিভাবে যেন উদ্বুদ্ধ হই । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! কৃপা করিয়া আমার কৰ্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে উদ্ধার অর্থাৎ আপনাতে স্থাপন করুন) ।

৫ । (ক) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব ! আপনি সকলের আয়ুর পালক অর্থাৎ সৎকৰ্ম্মশীল জীবনের সংরক্ষক হইয়েন ; অতএব আপনি আমার

অকালমরণ পরিহার করিয়া আমার পূর্ণায়ুষ্কাল অর্থাৎ সংকর্ম্মশীল পুণ্যজীবন সংরক্ষিত অর্থাৎ প্রদান করুন ।

(খ) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব ! আপনি সকলের চক্ষু অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন (দূরদৃষ্টি-বিধায়ক হয়েন) ; অতএব আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত আমার জ্ঞান-চক্ষুকে (দূরদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিকে) রক্ষা করুন ।

৬। হে মনোরতি ! তুমি স্থিরা অর্থাৎ সদবুদ্ধিদাত্রী ও অচঞ্চলা হও । (অতএব আমাকে অচঞ্চলরূপে ভগবানে নিয়োজিত কর) ।

৭। ত্রোতমান্ স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব ! আপনি রিপুশত্রুগণ কর্তৃক সংরুদ্ধমান হইয়া (আমার) হৃদয়ে (সাধকগণের হৃদয়ে) যে শুদ্ধ-সত্ত্বভাব রূপ ব্যবধান স্থাপন করিয়া থাকেন ; আপনার প্রিয় সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকে আমি যেন হৃদয়ে পোষণ করি । সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ পরিধি আপনার নিকট হইতে অপগত হইতে জানে না (অর্থাৎ আপনাতেই বিद्यমান থাকে) ।

অথবা,

ত্রোতমান্ স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ ! স্তুতির দ্বারা প্রবাসিত হইয়া আপনি রূপাপূর্বক জায়মান শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে স্থাপন করেন । আপনার প্রীতিকর সেই শুদ্ধসত্ত্ব আপনারই প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিতেছি । শুদ্ধসত্ত্ব আপনা হইতে পৃথক অর্থাৎ ভিন্ন নহে । ভাব এই যে,—ভগবান ও শুদ্ধসত্ত্ব অভিন্ন । যিনি ভগবান, তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব) ।

(খ) হে আমার কর্ম্ম ও ভক্তি । তোমরা উভয়ে সংকর্ম্মের ফলস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে (ভগবৎসামীপ্য) প্রাপ্ত হও ।

৮। প্রস্তরের ন্যায় স্থিরস্থাননিবাসী, রিপুশত্রুকর্তৃক উপদ্রব পরিশূন্য হৃদয় নিবাসী, শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন হে দেবভাব-সমূহ ! আপনারা ভক্তি-সুধাতে অথবা অভীষ্টবর্ষণের দ্বারা পরিবাসিত হইয়া (সাধকদিগের) সংসর্গভাগী হয়েন । হে দেবভাব-সমূহ ! (আপনারা) মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া পরিদৃশ্যমান যজ্ঞে (এই আমার হৃদ্যে) উপবেশন-পূর্বক তৃপ্তিলাভ করুন ।

অথবা,

হে দেবভাব-সমূহ ! আপনারা আমাদের জ্ঞানভক্তিসম্ব্যুত সৎকর্মে-
সমূহের সংসর্গভাগী হউন । হে দেবভাব-সমূহ ! আপনারা সকলের
আরাধনীয় প্রস্তুতবৎস্থিরস্থাননিবাসী হৃদয়রূপ বর্হিতে অবস্থানকারী অর্থাৎ
সম্ভাবাদির দ্বারা সমুদ্ভূত হয়েন । অতএব হে বিশ্বদেবগণ ! আপনারা
আমাদের উচ্চারিত স্তুতিরূপ বাক্য প্রীতিসহকারে সর্বতোভাবে শ্রবণ
করিয়া আমাদের অনুর্ত্তিত এই যজ্ঞে অথবা আমাদের নির্মল অন্তঃকরণে
উপবেশনপূর্বক হৃষ্ট অর্থাৎ আনন্দিত হউন ।

৯। হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি ! তোমাদিগকে আবিনশ্বর নিবাসস্থানীয়
প্রজ্ঞানাদার ভগবানের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছি । হে
স্থখাদারভূতে জ্ঞান ও ভক্তি ! তোমরা আমাকে পরমস্থখে স্থাপন কর ।
হে জ্ঞানস্বরূপ দেব ! হে ভক্তিস্বরূপ দেব ! আপনারা (আমার) সৎকর্মে-
নির্বাহক জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগকে রক্ষা করুন । আপনারা স্থখস্বরূপ
হয়েন ; আমাকে স্থখে রাখুন ।

১০। অর্চনাকারিগণের মঙ্গলবিধাতা সর্বব্যাপক জ্ঞানস্বরূপ হে
ভগবন ! আপনি নিত্যকাল আমাকে রক্ষা করুন ; শত্রুপ্রযুক্ত বজ্রতুল্য
আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা করুন ; বন্ধনহেতুভূত মায়াপাশ হইতে
আমাকে রক্ষা করুন ; অসৎ অর্চনা হইতে আমাকে রক্ষা করুন ; কু-
ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা করুন ; অসদাচরণ অর্থাৎ পাপাচরণ হইতে
আমাকে রক্ষা করুন ; আমাদের পানীয় বিষশূন্য করুন ; সম্যক-
স্থিতিযোগ্য বিশ্বের উৎপত্তিস্থানভূত পরব্রহ্মে আমাকে স্থাপন করুন ;
আমার অনুষ্ঠান স্তূপরূপে হত হউক—এই অনুষ্ঠান (আপনার অনুগ্রহে)
অবশ্যই স্তূপরূপে হত হইবে ।

১১। যজ্ঞাদি সৎকর্মাভিজ্ঞ হে দেবভাবনিবহ ! আমাদের সৎ-
কর্মেচ্ছা বিজ্ঞাত হইয়া, সেই সৎকর্মকে প্রাপ্ত হউন । ত্রোতমান, মনের
অধিষ্ঠাতা হে দেব ! এই অনুর্ত্তিত সৎকর্ম (সৎকর্মের ফল) আপনাকে,
দেবভাব সংজনন নিমিত্ত, সমর্পণ করিতেছি । উৎকর্ষসাধনের দ্বারা
শক্তিসঞ্চারের নিমিত্ত আমার উচ্চারিত স্তুতিমন্ত্র-সমূহ আপনাকে সমর্পণ

করিতেছি । আমার কর্মফল ভগবানে সমর্পিত হউক) হে দেবতা বনিবহ !
আপনারা আমার সেই কর্মকে (কর্মফলকে) প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অধিষ্ঠাতৃ-
দেবতাতে নিহিত করুন (বায়ুবৎ অনন্ত ককন) । অর্থাৎ, আমার অনুষ্ঠান
যেন মনঃপ্রাণের একতাতেই অনুষ্ঠিত হয়) ॥ (১অ—২প্র—১৬অ) ।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সাংখ্যচাণ্যকৃতং) ।

দ্বাদশেহম্বাক আধারাবৃত্তে । অথ পঞ্চ প্রযাজাঃ । দ্বাবাজ্যভাগে । ত্রয়ঃ প্রধানযাগাঃ ।
একঃ ষিষ্টকৃৎ । ইড়াভাগভক্ষণং । ত্রয়োহিন্যাজা ইত্যেতাবদমুষ্ঠাতব্যং । তন্মন্ত্রাস্ত্র হোত্র-
হৃদধ্বর্যুকাণ্ড এতন্মিহ্ন্যাজাতাঃ । উপরিতনাস্ত্র কৃধ্যাহ্নাদিমন্ত্রা আধ্বর্যবত্বাদিহ ত্রয়োদশেহম্ব-
বাক আশ্রয়তে ।

১ । “বাজস্ত মা প্রসবেনোদগ্ৰাভেণোদগ্ৰভীৎ । অথা সপত্নাভ্ ইক্সো মে নিগ্ৰাভেণাধরাভ্
অকঃ । উদগ্ৰাভং চ নিগ্ৰাভং চ ব্রহ্ম দেবা অবীৰুধন্ । অথা সপত্নানিহ্মাগ্নী নে বিবৃচীনান্
বাস্ততাম্ ॥”—কল্পঃ—“অদোদগ্ৰাভেণ্যঃ প্রত্যাক্রম্য যথারতনং ক্রচৌ সাদয়িত্বা বাজবতীভ্যাং
ক্রচৌ বাহতি বাজস্ত মা প্রসবেনোদগ্ৰাভেণোদগ্ৰভীদিতি দক্ষিণেন জুহুমুদগ্ৰভাত্যাথা সপত্নাভ্
ইক্সো মে নিগ্ৰাভেণাধরাভ্ অকরিতি সবেনোপভূতং নিগ্ৰভাত্যুদগ্ৰাভং চ নিগ্ৰাভং চ ব্রহ্ম
দেবা অবীৰুধন্নিতি প্রাচীং জুহুমুহত্যাথা সপত্নানিহ্মাগ্নী নে বিবৃচীনান্যাস্ততামিতি প্রতীচীমুপ-
ভূতং প্রভূহতি” ইতি । অম্বস্ত্র প্রসবহেতুনা মুষ্ঠ্যা জুহ্বা উদগ্ৰহণেনেতো মামুদ্রমগ্ৰহীৎ ।
অপোপভূতো নীচগ্রহণেন মম বৈরিণো নিরুষ্ঠান্ বন্ধনকরোং । পরং ব্রহ্ম দেবাশ্চ মমোংকর্ষং
বৈরিণো নিকর্ষং চ বদ্ধিতবন্তঃ । অপেক্সাগ্নী মম সপত্নাবিষগগতয়ঃ স্বস্থানভট্টা যথা ভবন্তি
তথা বিশেষণ প্রবর্তয়তাং । এতন্মন্ত্রব্যখ্যানাং পূর্বনিড়াভক্ষণাদিকং বিধীয়তে তস্ত্র
কৃধ্যাহ্নাং প্রাগমুষ্ঠেয়ত্বাৎ । তত্রৈড়াভাগস্ত্র পুরোডাশাদপচ্ছেদং বিধন্তে—“ধিক্ষিমা বা
এতে হ্যুপ্যস্তে । যদব্রহ্মা । ব্রহ্মাতা । যদধ্বর্যুঃ । যদগ্নীৎ । যজ্ঞমানঃ । তাত্তদন্তরেয়াৎ ।
যজ্ঞমানস্ত্র প্রাণান্ৎসংকর্ষেৎ । প্রাণায়ুকঃ স্তাৎ । পুরোডাশমপগচ্চ সঞ্চরত্যধ্বর্যুঃ । যজ্ঞমানায়ৈব
তল্লোকভ্ শিভ্ যতি । নাস্ত্র প্রাণান্ৎসংকর্ষতি । ন প্রমায়ুকো ভবতি” (বা० কা० ৩ প্র० ৩
অ० ৮) ইতি । ধিক্ষিমনামকাঃ কেচন দেবাঃ সোমরক্ষকাঃ । তথা চ শ্রুয়তে—“ধিক্ষিমা
বা অমুগ্নিল্লোকো সোমরক্ষন্” ইতি । তে চ ধিক্ষিমাঃ সোমযাগে বেদিকাসদৃশা মৃন্ময়া
আশ্রয়ন্তে । “চাশ্বালাধিক্ষিমাত্মপবপতি” ইতি শ্রুতেঃ । তেষাং চ ধিক্ষিয়ানামতিক্রমণং
তত্রৈব নিষিদ্ধং—“প্রাণা বা এতে যদ্বিক্ষিমা যদধ্বর্যুঃ প্রত্যঙধিক্ষিয়ানতিসর্পেৎ প্রাণান্ৎ-
সংকর্ষেৎ” ইতি । তদ্বদত্রাপীড়াভাগভক্ষণায় বেদ্যা উত্তরভাগে স্থিতানাং ব্রহ্মাদীনাম্ মধ্যে
সঞ্চারে প্রাণপহারং বাধকমুপশ্রুতং তৎপরিস্ফুটায় ভক্ষ্যং পুরোডাশভাগমপচ্ছিত্ব তেভ্যঃ
প্রদানায় হস্তে ধৃত্বা সঞ্চারেন্নিতি বিধীয়তে । তেন যজ্ঞবিপ্রাভাবাত্তজ্ঞমানস্ত্র স্বর্গং লোকমবশে-
ষয়তি । ইহলোকেহপি প্রাণবাহো ন ভবতি । অত্র সূত্রং—“ইড়াপাত্র উপবীৰ্য্য সর্কেভ্যো
হবিভ্য ইডামবভতি” ইতি । অবাস্তরেড়াং বিধন্তে—“পুরস্তাং প্রত্যঙ্গাসীনঃ । ইড়ান্না

ইডামাদধাতি । হস্ত্যা৬ হোত্রে । পশবো বা ইড়া । পশবঃ পুরুষঃ । পশুধেব পশুন্
 প্রতিষ্ঠাপয়তি । ইড়ায়ৈ বা এষা প্রজাতিঃ । তাং প্রজাতিং যজমানোহনু প্রজায়তে ।”
 (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । পাত্ৰস্থিতায়া ইড়ায়াঃ পূৰ্ব্ভাগে প্রত্যঙমুখ উপবিষ্ট
 সৰ্বসংধাবণ্যা ইড়ায়াঃ সকাশাক্ষোত্রে বিভজ্য প্রদাতুং তদ্ধস্তযোগ্যামন্নামিডামবদায় হোতৃহস্ত
 আদধাৎ । “গোপা অষ্টৈ শরীরং” ইতীড়াভিমানিদেবতাকপশ্রবণাং পশুত্বং । নয়মেধে পুণ্য-
 শ্রাহলভায়াং সোংপি পশুঃ । মহত্যা ইড়ায়া এয়াহবাস্তরেড়া প্রজাতা । ততো যজমানস্ত
 প্রজা ভবতি । অত্র সূত্রং—“পুরস্তাং প্রত্যঙ্‌সীন ইড়ায়া হোতুর্হস্তেহবাস্তরেড়ামবত্ততি” ইতি ।
 হোতুঃ প্রদেশিতা দ্বয়োঃ পক্ষণোরাজ্ঞোনাঙ্গনং বিধত্তে—“দ্বিরঙ্গুলাবনজি পক্ষণোঃ । দ্বিপাঙ্ক-
 জমানঃ প্রতিষ্ঠিতা” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । দ্বাভ্যাং পাদাভ্যাং স্ট্রৈর্যোগাব-
 স্থানং প্রতিষ্ঠিতিঃ । অবাস্তবেড়ায়াং প্রকারবিশেষং বিধত্তে—“সকৃৎপশুগতি । দ্বিাদধাতি ।
 সৰুদভিধায়তি । চতুঃ সম্পজতে । চত্বারি বৈ পশোঃ প্রতিষ্ঠানি । যাবানৈব পশুঃ ।
 তম্পশ্বয়তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । প্রতিষ্ঠানং পাদঃ । অনেন চতুরবতেন
 তং চতুস্পাদং পশুপশ্বয়তে । ইড়াভাগভক্ষণায়ানুজ্ঞাপিতবান্ ভবতি । অত্র চতুরবতং
 পুরোডাশভাগং হোতা হস্তে ধরা ভক্ষণানুজ্ঞাপং হোত্রকাণ্ডে পঠিতমন্নবাকমুপহত৬ রথং
 তরমিত্যাदि পঠেৎ । তন্মধ্যেচক্ষুর্গুর্জমানচ প্রতাপহানরূপং মন্ত্রান্তরং পঠেৎ । তদিদং
 বিধত্তে—“মুখমিব প্রত্যপশ্বয়তে । সন্মুখানৈব পশুপশ্বয়তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮)
 ইতি । হোতুর্মুখমেবাভিবীক্ষ্য পঠেদিত্যর্থঃ । অপসর্গ্যযজমানয়োর্হোতৃহস্তগতেডাংশনং
 বিধত্তে—“পশবো বা ইড়া । তন্মাং সাহসারভ্যা । অপসর্গ্যা চ যজমানেন চ” (ব্রাং কাং ৩
 প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । পাঠ্যং মন্ত্রান্তরমুৎপাদয়তি—“উপহৃতঃ পশুনানসানীত্যাহ । উপ
 হোনৌ স্নয়তে হোতা । ইড়ায়ৈ দেবতানামুপহবে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি ।
 অহমক্ষুর্গুর্দেবৈবনুজ্ঞাতত ইড়াভক্ষণেন পশুমান্ ভবানি । যজ্ঞমানেহপ্যেনং সোজ্যাং । কশ্মিন্
 কালেহয়ং মধ্বপাঠঃ । ইড়াংশং দেবতানামনুজ্ঞাপনে হোত্ৰা ক্রিয়মাণে সতি তন্মধ্য এনাবধর্গ্যা
 যজমানো যদোপহরয়তে তদা পঠেৎ । দৈব্যা অপসর্গ্যব উপহতা উপহতোহয়ং যজমান ইতি
 মন্ত্রাবয়বান্ভ্যানভ্যাং তয়োৰুপহবঃ । তদনন্তরং পঠেদিত্যর্থঃ । তদেদনং প্রশংসতি—“উপহৃতঃ
 পশুমান্ ভবতি । য এবং বেদ” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । অবাস্তরেড়ায়া
 অবদানং তদ্রূপাহ্বানং চ বাকুপ্রাণদেবভয়োঃ প্রিয়মিতি স্তোতি—“যাং বৈ হস্ত্যামিডামাদধাতি
 বাচঃ সা ভাগধেয়ং । যামুপশ্বয়তে । প্রাণানা৬ সা । বাচং চৈব প্রাণা৬ চাবক্কে” (ব্রাং
 কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । পুরোডাশস্ত বর্হিষি স্থাপনং বিধাতুং প্রস্তোতি—“অথ বা এত
 চ্যপহৃত্যামিডায়াং । পুরোডাশস্তেব বর্হিষদো মীমা৬সা” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি
 ইড়াবদানানন্তরং হোত্ৰা তন্ত্যামিডায়ামপহৃত্যায়ং সত্যামবশিষ্টস্ত পুরোডাশস্তেতন্মিষেব কাণ্ডে
 বর্হিস্থাপনসম্বন্ধিনী কাচিমীমাংসা ভবতি । কিং পুরোডাশো বর্হিষি স্থাপনীয়ো ন বেতি । তং
 প্রয়োজনভাবাদস্থাপনমিতি প্রাপ্তে প্রয়োজনং দেবতানাং সভাগস্বমিতি মন্ত্রা বিধত্তে—“যজমানঃ
 দেবা অক্ৰবন্ । হবিনোঁ নির্কপেতি । নাহমভাগো নির্কপশ্রামীত্যব্রবীৎ । ন ময়াহভাগয়াহ্ন
 বক্ষ্যামেতি বাগব্রবীৎ । নাহমভাগা পুরোহিতবাক্য ভবিষ্যামীতি পুরোহিতবাক্য । নাহমভাগ

যাজ্ঞা ভবিষ্যামীতি যাজ্ঞা । ন ময়াহভাগেন বষট্‌করিষ্যথেতি বষট্‌কারঃ । যজ্ঞমানভাগং
নিধায় পুরোডাশং বর্হিষদং কৰোতি । তানেব তদ্ভাগিনঃ কৰোতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩
অ० ৮) ইতি । যজ্ঞমানবাগাভ্যভিমানিদেবতা ভাগরহিতাঃ স্বস্বব্যাপারং ন কুৰ্বন্তি । ততো
যজ্ঞমানশ্চৈকং পুরোডাশভাগং পৃথঙ্‌নিধায়াবশিষ্টং পুরোডাশং বর্হিষি স্থাপয়েৎ । তেন স্থাপন-
মাত্রেন বয়ং ভাগিন ইতি দেবানাং তুষ্টিৰ্ভবতি । স্থাপিতস্ত বিভাগং বিধত্তে—“চতুর্দা কৰোতি ।
চতস্রো দিশঃ । দিক্ষেব প্রতিতিষ্ঠতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । পুনঃ পূর্ব-
বিধিমনু্য প্রশংসতি—“বর্হিষদং কৰোতি । যজ্ঞমানো বৈ পুরোডাশঃ । প্রজা বর্হিঃ । যজ্ঞমানমেব
প্রজাস্ত প্রতিষ্ঠাপয়তি । তস্মাদস্থাতৃভ্যাঃ প্রজাঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি । মাৎসেনাভ্যাঃ” (ব্রা० কা० ৩
প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । যস্মাৎ কঠিনস্ত বর্হিষি স্থাপিতস্ত পুরোডাশস্ত মূঢ়নো বর্হিষচ
সংযোগস্তস্মাৎ কৃশদেহাঃ কাশিচৎ কঠিনেনাত্মা প্রতিতিষ্ঠন্তি স্থলকায়ান্ত মাংসেন । প্রকারান্ত-
বেণ তনেব বিধিং প্রশংসন্তি—“অথো পদ্ধাছঃ । দক্ষিণা বা এতা হবির্গজ্ঞস্তান্তর্কেষু বরুধ্যান্তে ।
যৎ পুরোডাশং বর্হিষদং কৰোতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । পুরোডাশহবিদো
হবির্গজ্ঞাঃ । তস্য বর্হিষি পুরোডাশস্থাপনং যৎ, এতাস্থদ্বিজাং বেদিমধ্যে দক্ষিণা এবাবকদ্ধাঃ ।
বিদ্যন্তরমনু্য প্রশংসতি—“চতুর্দা কৰোতি । চত্বারো ছোতে হবির্গজ্ঞগ্রভিজঃ । ব্রহ্মা হোতা-
হধ্বর্যুরগ্নীং” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । তত্তদ্বাগস্ত নির্দেশং বিধত্তে—“তদভিমুশেৎ ।
ইদং ব্রহ্মণঃ । ইদং হোতুঃ । ইদমধ্বর্যোঃ । ইদমগ্নীং ইতি । যথৈবাদঃ সোমোহধ্বরে ।
আদেদমুশিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা নীয়ন্তে । তাদৃগেব তৎ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি ।
যথা সোমবাগে মাধ্যগ্নিনসবনে দক্ষিণার্থানি দব্যার্ণ বেদ্যাং কৃষ্ণাজিনে প্রসাধেদমশ্বেদমশ্বে-
ত্যাदिश्च दक्षिणा नीयन्ते तद्वदिदं निर्देशनं द्रष्टव्यं । निर्दिष्टानां भागानां योगपथनिवारणाय
कनं विधत्ते—“अग्निवे प्रथमाय हवधाति । अग्निमुथा ह्यद्वि । अग्निमुथामेवर्द्धि यजमान आपोति”
(ब्रा० का० ३ प्र० ३ अ० ८) इति । अग्निः क्रमवागहेतुत्वात् समुद्दिहेतुः । तमग्निं किं
इत्यग्नीं । ततो ह्य प्रथमां वक्तुं । अग्नीं यस्तु हस्ते भागाधानप्रकारं विधत्ते—“सकृदपस्तीर्य
द्विरादधत् । उपस्तीर्य द्विरभिधारयति । षट्सम्पद्यन्ते षड्वा धातवः । ऋतूनेव प्रीणाति” (ब्रा०
का० ३ प्र० ३ अ० ८) इति । अथ विधेस्तां पर्यायं बोधायन एकप्रकारेणाह—“उपहृता-
रामिडार्यामग्नीं आदधाति षड्वत्तमुपसृणोत्यादधात्याभिधारयति” इति । आपतश्चस्थथा कृते—
“द्विरुपसृणाति । द्विरादधाति । द्विरभिधारयति” इति । विधत्ते—“वेदेन ब्रह्मणे ब्रह्मभागे
परिहरति । प्राजापत्यो वै वेदः । प्राजापत्यो ब्रह्मा । सविता यज्जस्तु प्रहृते” (ब्रा०
का० ३ प्र० ३ अ० ८) इति । परिहारः प्रदानं । यथा प्राजापतिरनुत्थामितया प्रेरक
एवं ब्रह्मापि तदा तदाहूज्या यज्जस्तु प्रवर्तक इति ब्रह्मणः प्राजापत्यत्वं । वेदव्यातिरिक्त-
साधनेन येन केनपि प्रक्रान्तापत्येन भागास्तुरं देयमित्याह—“अथ काममश्नेन” (ब्रा० का०
३ प्र० ३ अ० ८) इति । होतुर्व्रह्मानुत्थं विधत्ते—“ततो होत्रे । मथां वा एतज्जस्तु ।
यहोता । मथात एव यज्जं प्रीणाति” (ब्रा० का० ३ प्र० ३ अ० ८) इति । सामिधेनी-
रारभ्योपरिष्ठादेव होतुर्योपाराज्जमध्यात्वं । अध्वर्योर्होत्रानुत्थं विधत्ते—“अथाध्वर्यावे ।
प्रतिष्ठा वा एषा यज्जस्तु । सदध्वर्याः” (ब्रा० का० ३ प्र० ३ अ० ८) इति । प्रतिष्ठा समाधिः ।

সমিষ্টযজুর্হোমপর্যাপ্তং যজ্ঞমধ্বয্যুঃ সমাপয়তি । অগ্নীজ্ঞমারভ্যাক্ষম্যূপর্যাপ্তং ক্রমমধ্বাহার্যাদি-
দক্ষিণাম্রামতিদিশতি—“তন্মাদ্বিগ্জজ্ঞৈতামেবাহবৃতমহু । অত্রা দক্ষিণা নীয়ন্তে । যজ্ঞস্ত
প্রতিষ্ঠিতো” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৮) ইতি । আবুৎপ্রকারঃ । অগ্নীজ্ঞঃ প্রতি প্রৈষমুৎ-
পাদয়তি—“অগ্নিমগ্নীংসকুৎসকুৎসংমৃডীত্যাহ । পরাঙিব হ্যেতর্হি যজ্ঞঃ” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩
অঃ ৮) ইতি । বীষ্ময়া পরিধিসংমার্জনমপি লভাতে । অগ্নিন্কালা সমাপ্তপ্রায়ত্বাজ্ঞঃ
পরাস্থুথ ইব বর্ততে । ততঃ সকুৎসংমার্জনং পর্যাপ্তং । অথ হোতারং প্রত্যস্তি কশ্চিং-
প্রৈষমহুঃ—“ইমিতা দৈব্যা হোতারো ভদ্রবাচ্যায় প্রৈষিতো মানুষ্যঃ হৃক্তবাক্যায় হৃক্তা ক্রহি”
ইতি । ভদ্রং ফলং তস্ত বাচ্যং বচনং তদর্থমগ্নিহোতেত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধা দৈব্যা হোতারঃ
পরমেশ্বরেণ প্রৈষিতাঃ । ইদং ঋত্বাপৃথিবী ভদ্রমভূদিত্যাক্ষুবাক্যঃ হৃক্তং তস্ত বাক্যে বচনং
তদর্থং মানুষ্যো হোতা প্রৈষিতাঃ । অতো হে হোতস্বং তংহৃক্তং ক্রহি । তমিমং মন্ত্রমুৎপাণ্ড
তদ্রৈষিতপদস্ত ভদ্রবাচ্যায়ৈতি পদস্ত চ তাৎপর্যং ব্যাচষ্টে—“ইমিতা দৈব্যা হোতার ইত্যাহ ।
ইমিতত্ হি কস্ম্য ক্রিয়তে । ভদ্রবাচ্যায় প্রৈষিতো মানুষ্যঃ হৃক্তবাক্যায় হৃক্তা ক্রহীত্যাহ ।
আশ্বিনমেবৈতামাশান্তে” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৮) ইতি । অস্তি হোতারং প্রত্যপরঃ
প্রৈষমহুঃ—“স্বগা দৈব্যা হোতৃত্যঃ স্তিস্তিস্মান্নমেষভ্যঃ শংযোর্কুহী” ইতি । দৈব্যানাং হোতৃণা-
ময়ং যজ্ঞঃ স্বাধীনো মান্নমেষভ্যো হোতৃত্যঃ স্তিস্তাস্ত । হে হোতস্বং শংযুদেবস্ত সধ্বজিনঃ তচ্ছং-
যোরাবণীমহ ইত্যাক্ষুবাক্যং ক্রহি । অগ্নিনমন্ত্রে স্বগাশদস্বস্তিশদশংযুশদানামভিপ্রায়ং ক্রমেণ
দর্শয়তি—“স্বগা দৈব্যা হোতৃত্য ইত্যাহ । যজ্ঞমেব তং স্বগা করোতি । স্তিস্তিস্মান্নমেষভ্য
ইত্যাহ । আশ্বিনমেবৈতামাশান্তে । শংযোর্কুহীত্যাঃ । শংযুমেব বার্হস্পত্যং ভাগধেয়েন
সমর্দ্ধয়তি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৮) ইতি । শংযুর্কুহস্পতেঃ পুত্রঃ । ইখমিড়াভা-
গাক্ষুষ্ঠানং বিধায়গ্নিন্কাণ্ড অগ্নাতাভ্যাং বাজস্ত মেতোতাভ্যামৃগভ্যাং অগ্নব্যাহনং বিধন্তে—
“অথ ক্ষচাবনুষ্ঠুগভ্যাং বাজবতীভ্যাং প্যহতি । প্রতিষ্ঠা বা অনুষ্ঠক্ । অন্নং বাজঃ প্রতিষ্ঠিতো ।
অন্নাত্তাবকষ্টো” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৯) ইতি । চতুর্ভিঃ পাদৈর্গবাদীনাং প্রতিষ্ঠিত-
দ্বাবদনুষ্ঠুভঃ প্রতিষ্ঠাহেতুস্বং । বাজশদস্তান্নবাচিভ্যাক্ষুদত্যাচাবনুঃ যোগ্যস্তান্নত্বাবরোধায়
ভবতঃ । সানাত্যাকারেণ বিহিতং ক্ষদ্যূহনং বিশেষাকারেণ বিশদয়তি—“প্রাচীং জুহুমহি ।
জাতানেব ভ্রাতৃব্যান্ প্রধুদতে । প্রতীচীমুপভূতং । জনিষ্যমাণানেব প্রতিধুদতে । স বিষৃচ
এবাপোহু সপত্নাত্তজমানঃ । অগ্নিলোকে প্রতিতিষ্ঠতি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৯) ইতি ।
বৈরিণঃ পরস্পরাবযুক্তা বিবিধদিক্পলায়িতা এব যথা ভবন্তি তথা তানপোহু প্রতিতিষ্ঠতি ।
বাজবতীভ্যামিতি দ্বিবচনার্থমনুত্ প্রশংসতি—“ভ্রাত্যাং । দ্বিপ্রতিষ্ঠো হি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩
অঃ ৯) ইতি । ভ্রাত্যাং পাদাভ্যাং প্রতিষ্ঠা যত্নাসৌ দ্বিপ্রতিষ্ঠঃ ।

২ । “বহুভাষ্য রুদ্রেভ্যস্বাহদিত্যেভ্যস্বাহা ।”—কল্পঃ—“জুহু৷ পরীণীনন্তি বহুভাষ্যেতি
মধ্যমং, রুদ্রেভ্যস্বেতি দক্ষিণং, আদিত্যেভ্যস্বেত্যুত্তরং” ইতি । ত্রিষপানজ্ঞীত্যাধাহারঃ ।
স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—বহুভাষ্য রুদ্রেভ্যস্বাহদিত্যেভ্যস্বাহা । যথায়জুর্বেতৎ” (ব্রাঃ
কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৯) ইতি ॥

৩ । “অক্তু৷ রিহাণা বিয়ন্ত বয়ঃ ।” ৪ । “প্রজাং যোনিং মা নিশ্চৃক্ষম্ ।”—বোধায়নঃ—

“ঋক্ষ প্রস্তরমনকৃত্যত্৩৮ রিহাণা ইতি জুহ্বামগ্নাণি, বিয়ন্ত বয় ইতুপভূতি মধ্যানি, প্রজাঃ যোনিং মা নিশ্ক্ষমমিতি ঋবায়ঃ মূলানি” ইতি । আপস্তম্বস্বাথদ্বিতীয়মজ্জাবেকীরূত্যাংহ—
“অক্ৰ৩৮ রিহাণা বিয়ন্ত বয় ইতি জুহ্বামগ্নাং, প্রজাঃ যোনিং মা নিশ্ক্ষমিত্যুপভূতি মধ্যমা প্যায়স্তামাপ ওষধয় ইতি ঋবায়ঃ মূলং” ইতি । পক্ষিণ আজ্যোনাক্তং প্রস্তরাগ্নং লেগিহানা বিবিধং মার্গং গচ্ছন্ত । অহং তু প্রজাং তৎকারণং চ মা বিনাশয়ামি । আজ্যরূপা আপঃ প্রস্তরমূলরূপা ওষধীরাপ্যায়স্ত । বিধত্তে—“ঋক্ষ প্রস্তরমনক্তি । ইমে বৈ লোকাঃ ঋচঃ । যজমানঃ প্রস্তরঃ । যজমানমেব তেজসাহনক্তি জেধাহনক্তি । ত্রয় ইমে লোকাঃ । এভ্য এবৈনং লোকেভ্যোহনক্তি । অভিপূর্কমনক্তি । অভিপূর্কমেব যজমানঃ তেজসাহনক্তি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি । অভিমুখমগ্নং পূর্কং যথা ভবতি তথা প্রস্তরমজ্জাং । যজমানোহপি মূখ এব সত্যন্ত বক্তৃষ্মেন তেজস্বী ভবতি । মন্ত্রগতস্তাক্তশব্দস্তাতিপ্রায়মাহ—
“অক্ৰ৩৮ রিহাণা ইত্যাহ । তেজো বা আজ্যং । যজমানঃ প্রস্তরঃ । যজমানমেব তেজসাহনক্তি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি । বিশদ্ব্যচিৎ দর্শয়তি—“বিয়ন্ত বয় ইত্যাহ । বয় এবৈনং কৃত্বা । স্ববর্ণং লোকং গময়তি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি । মন্ত্রে প্রথমাবহবচনান্তো বিশদ্ব্য পক্ষিবাচী ব্রাহ্মণে তু দ্বিতীয়ৈকবচনান্তো বয়ঃশব্দঃ । মা নিশ্ক্ষম-
মিত্যেতস্তাতিপ্রায়মাহ—প্রজাঃ যোনিং মা নিশ্ক্ষমমিত্যাং । প্রজাষ্টয় গোপীথায়” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি । ওষধয় ইত্যত্র দ্বিতীয়া বিবক্ষিতেত্যাং—“আ প্যায়স্তামাপ ওষধয় ইত্যাহ । আপ এবৌষধীরাপ্যায়স্তি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি ।
অত্র বহুবচনং দৃষ্টব্যং ॥

৫ । “আ প্যায়স্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্ব দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয় ॥”—
বোধায়নঃ—“তমুপরীব প্রহরতি নাভ্যাগ্নং প্রহরতি ন পুরস্তাং প্রত্যস্ততি ন প্রতিশৃণোতি ন বিধক্ষঃ বিদ্যোভূত্বাধ্বমুতোয়া প্যায়স্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্ব দিবং গচ্ছ ততো ন বৃষ্টিমেরয়েতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“অনুচ্যামানে স্কৃত্বাকে মরুতাং পৃষতয়ঃ স্তেতি সহ শাখয়া প্রস্তরমাহবনীয়ে প্রহরতি” ইতি । অত্র প্রস্তরপ্রস্থতো নাভ্যাগ্নমিত্যাদয়ো নিয়মবিশেষাঃ । আহবনীয়াভ্যঃ প্রস্তরাগ্নস্ত ন কার্য্যঃ । প্রস্তরস্ত পুরস্তাদভ্যাংকিমপি ন প্রক্ষিপেৎ । দর্ভস্ত কস্তচিচ্ছেদরূপা হিংসা ন কার্য্য্য । দর্ভাণাং পরস্পরবিস্রোগো ন কার্য্য্যঃ । কিং তু কৃত্বনং প্রস্তরমুজ্জছেৎ । আপস্তম্বস্ত তু মরুতামিতি প্রস্তরমজ্জাদিঃ । সহ শাখয়া বৎসাপাকরণহেতুভূতয়া । হে প্রস্তরাবয়বা দর্ভা যুয়ং বায়ুপ্রেরিতবৃষ্টিজন্ততয়া বায়ুনাং বিন্দবঃ স্ব । হে প্রস্তরঃ স্বং দিবং গচ্ছা বৃষ্টিং প্রেরয় । ব্যাচষ্টে—“মরুতাং পৃষতয়ঃ স্তেত্যাং । মরুতো বৈ বৃষ্টিয়া ঈশতে । বৃষ্টিমেবাবরুদ্ধে । দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয়েত্যাং । বৃষ্টিকৈঃ স্তোঃ । বৃষ্টিমেবাবরুদ্ধে” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি ।

৬ । “আয়ুশ্চ অগ্নেহত্যায়ুশ্চ পাহি চক্ষুশ্চ অগ্নেহসি চক্ষুশ্চ পাহি ।”—কল্পঃ—“অথো-
পোখায়াহবনীয়মুপতিষ্ঠতে—আয়ুশ্চ অগ্নেহত্যায়ুশ্চ পাহি চক্ষুশ্চ অগ্নেহসি চক্ষুশ্চ পাহীতি”
ইতি । আয়ুশ্চক্ষুযোঃ পালনীয়তাং দর্শয়তি—“যাবদা অধ্বর্য্যুঃ প্রস্তরং প্রহরতি । তাবদস্তা-
ংযুর্হীয়তে । আয়ুশ্চ অগ্নেহত্যায়ুশ্চ পাহীত্যাং । আয়ুরেবাহ্বরুদ্ধতে । যাবদা অধ্বর্য্যুঃ প্রস্তরং

প্রহরতি । তাবদশ চক্ষুর্দীয়তে । চক্ষুশ্চ অগ্নেহসি চক্ষুর্থে পাহীত্যাহ । চক্ষুর্বেবাহ্ন্যকৃত্তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি ॥

৭। “ঋবাহসি।”—কল্পঃ—“ঋবাহসীত্যন্তর্বেদি পৃথিবীমভিমুশতি” ইতি । ব্যাচষ্টে—
“ঋবাহসীত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি ॥

৮। “যং পরিধিং পর্য্যধথা অগ্নে দেব পণিভিক্ষীয়মাণঃ । তং ত এতমহু জোষণং ভরামি
নেদেষ হৃদপচেতয়াতৈ যজ্ঞস্ত পাথ উপ সমিতম ।”—কল্পঃ—“মধ্যমং পরিধিমহুপ্রহরতি যং পরিধিং
পর্য্যধথা অগ্নে দেব পণিভিক্ষীয়মাণঃ । তং ত এতমহু জোষণং ভরামি নেদেষ হৃদপচেতয়াতৈ
ইত্যেতেরাবুপসমগ্রতি যজ্ঞস্ত পাথ উপসমিতমিতি” ইতি । ভো অগ্নে দেব স্তুতিভিঃ প্রাপ্যমাণস্বং
স্বয়ং যং মধ্যমপরিধিং পশ্চিমে ভাগে স্থাপিতবানসি । তবাহুকূলতয়া প্রিয়ং তমেতং পরিধিং
হসি ভরামি । এষ হৃদেহপূরকো নৈব । হে দক্ষিণোত্তরপরিধী যজ্ঞস্ত ফলরূপমগ্নং যুবামুপ-
সম্প্রাপ্তুং । পর্য্যধথা ইত্যেতং সত্যমিত্যাহ—“যং পরিধিং পর্য্যধথা ইত্যাহ । যথাযজুরেবৈতং”
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । পরিধাবয়ঃ প্রীত্বাপাদনায়ামিসম্বোধনমিত্যাহ—
“অগ্নে দেব পণিভিক্ষীয়মাণ ইত্যাহ । অগ্নয় এবেনং জুষ্টং করোতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩
অং ২) ইতি । অন্তর্শব্দেন জাতীনামহরত্বং সূচ্যত ইত্যাহ—“তং ত এতমহু জোষণং
ভবামীত্যাহ । সজাতানেবাম্মা অন্তকান্ করোতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি ।
অপরাগনিষেদ আনুকূল্যার্থ ইত্যাহ—“নেদেষ হৃদপচেতয়াতৈ ইত্যাহানুধ্যাত্যে” (ব্রাং কাং ৩
প্রং ৩ অং ২) ইতি । অনেকযোঃ পরিধ্যোঃ সহ কথনং বহুদিব্যানুকূল্যার্থেত্যাহ—“যজ্ঞস্ত
পাথ উপসমিতমিত্যাহ । ভূমানমবোপৈতি (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । বিধন্তে—
পরিধীন প্রহরতি । যজ্ঞস্ত সমিষ্টো” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । সমিষ্টঃ সম্পূর্তিঃ ॥

৯। “স৩শ্রাবভাগাঃ হেযা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ দেবা ইমাং বাচমভি বিশ্বে
গৃণন্ত আসত্বান্নির্ঘর্ষি মাদয়ধর্মম্ ।”—কল্পঃ—“অথৈনাস৩শ্রাবণাভিজুহোতি জুহ্বামুপভৃতং স৩
শ্রাবয়তি স৩শ্রাবভাগাঃ হেযা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ দেবা ইমাং বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত
আসত্বান্নির্ঘর্ষি মাদয়ধর্মমিতি” ইতি । হে বিশ্বে দেবা যুয়ং সংশ্রাবভাগাঃ স্ব । জুহুপভৃত্যং
সিচ্যমান আজ্যশেষঃ সংশ্রাবঃ । স এব ভাগো যেষাং তে সংশ্রাবভাগাঃ । কীদৃশা দেবাতং
ভাগং লক্ষ্যমিচ্ছাবস্তো বৃহন্তো মহান্তঃ সর্কৈরারাদনীয়াঃ । তত্র কেচিৎপ্রস্তরমুষ্ঠৌ তিষ্ঠন্তি ।
অন্ত্রে স্বাস্তীর্ণে বর্হিষি সীদন্তি । অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণসিমাং স্তুতিমভিবীক্ষ্য সমীচীনেয়মিতি
গৃণন্তো যুয়মস্মিন্বজ্ঞ উপবিষ্টা জুষ্টা ভবত । বিধন্তে—“স্রুচৌ সংপ্রশ্রাবয়তি । যদেব তত্র
ক্রুরং । তন্তেন শময়তি । জুহ্বামুপভৃতং । যজমানদেবত্যা বৈ জুহুঃ । দ্রাভব্যদেবত্যাোপভৃতং ।
যজমানায়ৈব দ্রাভব্যমুপতিং করোতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । ব্যাচষ্টে—
“স৩শ্রাবভাগাঃ হেত্যাহ । বসবো বৈ রুদ্রা আদিত্যাঃ স৩শ্রাবভাগাঃ । তেষাং তদ্ভাগধেয়ং ।
তানেব তেন প্রীণাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । অগ্নিন্নাম্নে দেবতাসম্বন্ধ-
মুচচ্ছন্দোবিশেষং চ প্রশংসতি—“বৈশ্বদেব্যর্চা । এতে হি বিশ্বে দেবাঃ । ত্রিষ্টুগ্ভবতি ।
ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুক ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২)
ইতি । এতে বন্দ্যাদিরূপাঃ ॥

১০। “অগ্নেৰ্ক্ষামপন্নগৃহস্থ সদসি সাদয়ামি স্নায় স্নমিনী স্নমে মা ধত্তং ধুরি ধূর্যৌ পাতম্।”—বোধায়নঃ—“অথ প্রদক্ষিণমাবৃত্য প্রত্যঙ্ভাজ্যত্যা ধুরি ক্রচৌ বিমুক্ত্যাগ্নেৰ্ক্ষাম-পন্নগৃহস্থ সদসি সাদয়ামি স্নায় স্নমিনী স্নমে মা ধত্তং ধুরি ধূর্যৌ পাতমিতি” ইতি। হে জুহুপত্ন্যৌ যুবামবিনশ্বরগৃহস্থ পৃথিব্যভিমানিনো বহুঃ স্থানে শকটরূপে যজমানস্ত স্নায় স্থাপয়ামি। হে স্নখবত্যৌ স্নখে মাং স্থাপয়ন্তং যজ্ঞভারবাহিনাবৌ দম্পতী রক্ষতং। যথোক্তং মন্ত্যর্থং দর্শয়তি—“অগ্নেৰ্ক্ষামপন্নগৃহস্থ সদসি সাদয়ামীত্যাহ। ইয়ং বা অগ্নির-
• পন্নগৃহঃ। অস্তা এবৈনে সদনে সাদয়তি। স্নায় স্নমিনী স্নমে মা ধত্তমিতি। প্রজা বৈ পশবঃ স্নমঃ। প্রজামেব পশুনাম্বন্ধে। ধুরি ধূর্যৌ পাতমিতি। জায়াপত্যোগৌ-পীথায়” (ত্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৯) ইতি। অত্রাহপন্তষো মন্ত্রভেদমাপ্রতিযোগেৰ্ক্ষামিতি একটম্ পূৰ্ব্ভাগে ক্রচৌ সাদয়িত্য ধুরি ধূর্যাবিতি যুগধুরেঃ প্রোহেদিতি ন্যন্তে ॥

১১। “অগ্নেহদক্ষায়োহনীতনো পাহি মাংস্ত দিবঃ পাহি প্রসিত্যে পাহি ত্রিষ্ট্যে পাহি ত্রয়্যন্তে পাহি ত্শচরিতাদবিষং নঃ পিতৃং কৃণু স্নযদা যোনি৩ স্বাহা।”—কল্পঃ—“অপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বাহ্নাহাৰ্য্যপচন এবোপ্রব্রশ্চনাগ্ন্যভ্যায় ফলীকরণানোপ্য ফলী-করণাঙ্গুহোত্যাগ্নেহদক্ষায়োহনীতনো পাহি মাংস্ত দিবঃ পাহি প্রসিত্যে পাহি ত্রিষ্ট্যে পাহি ত্রয়্যন্তে পাহি ত্শচরিতাদবিষং নঃ পিতৃং কৃণু স্নযদা যোনি৩ স্বাহেতি” ইতি। তথুলেসু গৃহে ক্রিয়মাণেষপনেষা নালিষ্ঠাংশাঃ ফলীকরণাঃ। চেহং মাং দিবঃ পাহি জ্যলোকবাসিনো দেবা নযাপরাং যথা ন গৃহস্থি তথা কুরু। অদক্ষায়োহ্নিসিতজীবিত। অশীতনো, উষশরীর, প্রসিত্যে প্রকৃষ্টাদক্ষ্যং ফলবিষ্যং পাহি। ত্রিষ্ট্যে চষ্টাদয়শাশ্রাজাশ্চ ণানাং পাহি। ত্রয়্যন্তে যাগাদিকারবিরোধিহুইবস্তভোজনাং পাহি। ত্শচরিতান্নিষিক্চারণাং পাহি। পিতৃমন্নমন্মদীমবিষমমৃতং কুরু। স্নযদা স্নথোপবেশনে নিমিত্তেন যোনিং স্থানং কুরু। ইদং ফলীকরণদ্রব্যং তুভ্যং স্বাহা হৃতমন্ত্ৰ। মন্তব্যাত্মানপূৰ্ব্বকং হোমং বিধত্তে—“অগ্নেহদক্ষায়োহনীতনো ইত্যাহ। যথায়জুরেবৈতং। পাহি মাংস্ত দিবঃ পাহি প্রসিত্যে পাহি ত্রিষ্ট্যে পাহি ত্রয়্যন্তে পাহি ত্শচরিতাদিত্যাহ। আশিমমৈবৈতয়াশাস্তে। অবিষং নঃ পিতৃং কৃণু স্নযদা যোনি৩ স্বাহেতীগ্রসংব্রশ্চনাগ্ন্যাহাৰ্য্যপচনেহভ্যায় ফলীকরণহোমং জুহোতি। অতিরিক্তানি বা ইন্দ্ৰসংব্রশ্চনানি। অতিরিক্তাঃ ফলীকরণাঃ। অতিরিক্তমাজ্যোচ্চেষণং। অতিরিক্ত এবাতিরিক্তং দধাতি। অথো অতিরিক্তেনবাতিরিক্তমাপ্তাহবরুদ্ধে” (ত্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৯) ইতি। ইথে শাস্ত্রোক্তপ্রমাণেন ছিন্নে সতি তচ্ছেষকাষ্ঠানীধিসংব্রশ্চনানি। তানি দক্ষিণাশ্চৌ প্রক্ষিপ্য তেষামূপরি জুহুগতাজ্যে স্থাপিতান্ ফলীকরণাঙ্গুহাং। যজ্ঞো-পযুক্তদ্রব্যাদধিকমতিরিক্তম্। অধিকদ্রব্যহোমেনাধিকং ফলং প্রাপ্য তৎস্বাধীনং করোতী-ত্যর্থঃ। ইথং ফলীকরণহোমে নিম্নমে সত্যনস্তরং পত্ন্যাঃ সমীপে বেদপ্রাসনং বিধাতব্যং। তদ্বিধৌ বুদ্ধিষ্টে সতি, তৎপ্রসঙ্গাদেদম্ প্রাশংসকঃ কশ্চিন্নস্ত উৎপাতিতে। স চ প্রদেশান্তর-বিষয়তয়া বিনিযুক্ত্যে—“বেদির্দেবেভ্যো নিলায়ত। তাং বেদেনাষবিন্দন্। বেদেন বেদিং বিবিদ্ধঃ পৃথিবীং। সা পপ্রথে পৃথিবী পার্থিবানি। গৰ্ভং বিভর্তি ভুবনেষন্তঃ। ততো যজ্ঞো জায়তে বিশ্বানিরিতি পুরস্তাং শুভযজুষো বেদেন বেদি৩ সংশাষ্ট্যাহুবিষ্ট্যে। অথো

যদেদশ্চ বেদিশ্চ ভবতঃ । মিথুনস্য প্রজাতৈঃ” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি । কেনাপি কারণেন দেবেভ্যস্তিরোহিতাং যেষাভিমানিদেবতাং বেদাভিমানিদেবতামুখেন দেবা অলভন্ত । তমেতং বেদস্ত মহিমানং বেদেনেত্যাদিকো মন্ত্রঃ প্রকাশয়তি । অন্ত্যায়মর্থঃ— অমুরৈর্দেভ্যঃ পৃথিবীং দেবাঃ পুরোত্তরভাগাভ্যাং সংস্কৃত্য বেদিমকুর্বন্ । তাং চ বেদিং দেবাঃ পুনর্কেদেনালভন্ত । সা চ বেদিঃ পৃথিবীরূপা সতী পার্থিবানি ব্রীহাদীনি বিস্তারিতবতী । কিং চ সা পৃথিবীদেবতা সর্কেষু ভুবনেষু স্তরুদরাস্তর্যং(রে) গর্ভং বিভর্তি । তস্মাদাকাভ্যাং সর্কস্ত ফলস্ত দাতা যজ্ঞপুরুষ উৎপন্ন ইতি । অনেন মন্ত্রেণাষ্টমাহূবাকোক্তাং পুরোডাশ-নিষ্পাদনাদৃষ্টং নবমাহূবাকে বক্ষ্যমাণাং স্তবযজুর্হরণাং পুরস্তাদর্ভময়েন বেদেন বেদিস্থানং সংযজাৎ । তচ্চ বেদিলাভায় । কিং চ বেদবেদিকপং মিথুনং প্রজননায় ভবতি । প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতমম্বসরতি—“প্রজাপতের্কা এতানি ঋক্ষণি । যদ্বেনঃ । পত্নীয়া উপহৃ আস্রতি । মিথুনমেব করোতি । বিন্দতে প্রজাং” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি । পত্নীসমীপে প্রাস্তস্ত বেদস্ত পুনরাস্তরণং বিধত্তে—“বেদং হোতাংহবনীয়াং স্তুগ্নোতি । যজ্ঞমেব তৎসন্তনোত্যোত্তরস্মাদর্ভমাসাং । তৎ সন্ততগ্নতরংহর্ভমাস আলভতে । তং কালেকাল আগতে যজতে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি । বেদস্ত বন্ধনং বিমুচ্য গার্হপত্য-নারভ্যাংহবনীয়পর্গ্যাস্তান্তরণেনাংগামিপর্কপর্গ্যাস্তং যজ্ঞঃ সন্ততো ভবতি । পুনঃ পর্কগ্যাদানাদিকং কৃদ্ধা প্রতিপদি তং সন্ততং যজ্ঞং কর্তুং আরভতে । এবং পুনঃ পুনস্তৎকালে সমাগতে সতি যজত ইত্যবিচ্ছিন্নো যজ্ঞো ভবতি ॥

১২ । “দেবা গাতুবিদো গাতুং বিদ্বা গাতুমিত মনসম্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ ॥”—বোধায়নঃ—“অথোথায় দক্ষিণেন পদা বেদিমবক্রম্য ঋবয়া সমিষ্টযজুর্জুহোতি দেবা গাতুবিদো গাতুং বিদ্বা গাতুমিত মনসম্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ স্বাহেতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“দেবা গাতুবিদ ইত্যন্তর্কেদ্যুর্দ্ব্যস্তিষ্ঠকৃবয়া সমিষ্টযজুর্জুহোতি মধ্যমে স্বাহাকারে বহিরমুপ্রহরতি” ইতি । অন্তেষুপি বোধায়নেন স্বাহাকারস্তাধ্যাহৃতত্বাত্তেনাবশিষ্টং সর্কং হোতব্যমিতি লভ্যতে । জুহ্বাদীনি তু যজ্ঞমানেন যাবদায়ুঃ সম্ভাৰ্য্যানি । তমাহিতাগ্নিময়িভির্দহন্তি যজ্ঞপাত্রৈশ্চেতি শাস্ত্রাৎ । হে গাতুবিদো মার্গবিদো দেবাঃ পূর্কং যং গাতুং মার্গং লক্ষ্য সমাগতাঃ পুনঃ প্রতিনিবৃত্তা তং গাতুং মার্গং গচ্ছত । হে মনসম্পতে দেব ভবতোক্তেষু দেবেষু ইমং নো যজ্ঞং নিধেহি । ইদমাজ্যং হৃতমন্ত । সর্কক্রিয়াপ্রবর্তকে বায়ো নিধেহি । ইদমাজ্যং হৃতমন্ত । বায়ুবিষয়গণেন মন্ত্রেণ যজ্ঞসমাপ্তিমুপপাদয়তি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি । স স্বা অধ্বৰ্যুঃ স্তাৎ । যো যতো যজ্ঞং প্রযুক্তে । তদেনং প্রতিষ্ঠাপরতীতি । বাতা স্বা অধ্বৰ্যুঃ প্রযুক্তে । দেবা গাতুবিদো গাতুং বিদ্বা গাতুমিতেত্যাং । যত এব যজ্ঞং প্রযুক্তে । তদেনং প্রতিষ্ঠাপরতি । প্রতিষ্ঠিতি প্রজয়া পণ্ডিভর্জমানা” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি । যোহধ্বৰ্যুঃ স্বাদেবাত্তজ্জমুপক্রমতে তস্মিন্বেব দেবে যদি যজ্ঞং সমাপরেত্তর্হি স এব মুখ্যোহধ্বৰ্যুঃ স্তাদিতি ব্রহ্মবাদিনামুক্তিঃ । অজ্যাপ্যধ্বৰ্যুঃ সর্কক্রিয়া-প্রবর্তকাষাণোরিব যজ্ঞমুপক্রমতে । “দেবা গাতুবিদো গাতুং যজ্ঞায় বিন্দত । মনসম্পতিনা

দেবেন বাতান্তজঃ প্রযজ্যাতাং” ইত্যেতন্মচ্ছিন্নকাণ্ডগতস্ত মন্ত্রস্ত প্রথমং জপিতব্যাং । অতঃ
সমাপ্তাবপি দেবা গাতুবিদ ইত্যেষ বায়ুবিষয়ো মন্ত্রো যুক্তঃ । যজ্ঞপ্যেতাবতা ত্রয়োদশানু-
বাকোক্তানাং মন্ত্রাণাং ব্যাখ্যানং সমাপ্তং তথাহপি দশমানুবাকে পত্নীসম্বনপ্রসঙ্গেন পত্নী-
বিষয়ো যৌ মন্ত্রাবাম্বাতৌ । তদানীমন্ত্রপযোগাদ্ব্যাক্ষণেন তৌ তত্র ন ব্যাখ্যাতৌ । উপবেষত্যা-
গার্থং মন্ত্রোৎপত্তিরপি কৰ্ত্তব্যেতি তদুভয়মত্র ব্যাক্রিয়তে । প্রথমং তাবতোক্তবিমোকমন্ত্রস্ত
পূর্বাঙ্কং ব্যাচষ্টে—“যো বা অযথাদেবতং যজ্ঞমুপচরাত । আ দেবতাভ্যো বৃশ্যতে ।
পানীয়ান্ ভবতি । যো যথাদেবতং । ন দেবতাভ্য আবৃশ্যতে । বসীয়ান্ ভবতি । বরুণো
বৈ পাশঃ । ইমং বি ষ্মামি বরুণস্ত পাশমিত্যাহ । বরুণপাশাদেবৈনাং মুক্তি । সবিতৃ-
প্রস্থতো যথাদেবতং । ন দেবতাভ্য আবৃশ্যতে । বসীয়ান্ ভবতি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩
অঃ ১০) ইতি । যোক্তৃপাশস্ত বরুণো দেবতা, তদ্বন্ধস্ত চ সবিতা দেবতা । ততো
বরুণস্ত পাশং যমবয়ীত সবিতেতি পদাভ্যাং যথাদেবতং যজ্ঞোপচারান দেবতাভ্য আবৃশ্যতে
ন বিচ্ছিন্নো ভবতি । নাপি দরিরো ভবতি । সবিতৃপ্রস্থতো যথাদেবতমুপচরতীতি শেষঃ ।
তৃতীয়পাদে পদার্থবাক্যার্থো দর্শয়তি—“যাতুশ্চ যোনৌ স্করুতস্ত লোক ইত্যাহ । অগ্নিরৈবৈ
যাতা । পুণ্যং কৰ্ম্ম স্করুতস্ত লোকঃ । অগ্নিরেবৈনাং যাতা । পুণ্যে কৰ্ম্মণি স্করুতস্ত
লোকে দধতি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১০) ইতি । হুংখনাশায় স্তুতপ্রাপ্তয়ে চ
চতুর্থপাদোক্তিরিত্যাহ—“যোনং মে সহ পত্যা করোমীত্যাহ । আয়নশ্চ যজ্ঞমানস্ত চানাতৌ
সংসার” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১০) ইতি । পত্ন্যাঃ পূর্ণপাত্রবিমোকার্থো যৌ মন্ত্রস্তং
ব্যচষ্টে—সমাবৃষা সং প্রয়েত্যাহ । “আশ্বিনেবৈতামাশাস্তে পূর্ণপাত্রৈ” (ব্রাঃ কাঃ ৩
প্রঃ ৩ অঃ ১০) ইতি । সমানীয়মান ইতি শেষঃ । মন্ত্রগতং ছন্দঃ প্রশংসতি—“অন্ত-
তোহমুষ্টুভা । চতুষ্পদা এতচ্ছন্দঃ প্রতিষ্ঠিতং পত্ন্যৈ পূর্ণপাত্রৈ ভবতি । অগ্নিলোকে
প্রতিষ্ঠানীতি । অগ্নিরেব লোকে প্রতিষ্ঠিত” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১০) ইতি ।
পত্নীকৰ্ত্তব্যস্তাবসানে বিহিতং যদিৎ পূর্ণপাত্রাভিমন্ত্রণমমুষ্টুভা ক্রিয়তে তদিদং ছন্দঃ পাদ-
চতুষ্টয়োপেতত্বাদেগারিব প্রতিষ্ঠিতং ভবতি । কস্মিংশিষয়ে । পত্ন্যাঃ সন্ধকিনি পূর্ণপাত্রৈ
বিষয়ে । মন্ত্রং জপন্ত্যাঃ কোহিতিপ্রায়ঃ । ইহ লোকে প্রতিষ্ঠিতা স্তামিত্যভিপ্রায়ঃ । তত্র
মন্ত্রসামর্থ্যাং সা প্রতিষ্ঠিতত্বাদে । প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—“অথো বাগ্না অমুষ্টুক ।
বাস্থিনং । আপো রেতঃ প্রসন্নং । এতস্মাদৈ মিথুনাদ্বিত্যোতমানঃ স্তনয়য়তি । রেতঃ
সিঞ্চন্ । প্রজাঃ প্রজনয়ন্” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১০) ইতি । ন কেবলমমুষ্টুভাছন্দো-
রূপং কিং তু বাগ্নপত্নমপ্যস্তি । সা চ বাগ্ন্যোষিচ্ছন্দোৰূপেণ পুরুষেণ সহ মিথুনং সম্প্রস্তুতে ।
বাস্ত পূর্ণপাত্রগতা আপস্তাঃ প্রজোৎপত্তিসাধনং রেতঃ । এতস্মাদেব বাগ্নাস্থানগতানিগুনা-
হুংপন্ন আদিত্যপ্রেরিতো মেঘো বৃষ্টিদ্বারেন প্রজোৎপত্তৌ পর্যবস্তুতি । তথা চ স্মর্যতে—
“অয়ৌ প্রাতঃহুতঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্কৃষ্টেরন্নঃ ততঃ প্রজাঃ”
ইতি ॥ বিমুক্তয়োক্তস্ত পূর্ণপাত্রোদকস্ত চ সহকারঃ পত্ন্যা কৰ্ত্তব্য ইত্যাহ—“যদৈ যজ্ঞস্ত
ব্রহ্মণা যজ্যতে । ব্রহ্মণা বৈ তস্ত বিমোকঃ । অস্তিঃ শান্তিঃ । বিমুক্তং বা এতর্হি যোক্ত্রং
ব্রহ্মণা । আদায়ৈনংপত্নী সহাপ উপগৃহীতে শান্ত্যে” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১০)

ইতি । 'যথা মন্ত্ৰেণোপহিতানাং কপালানাং মন্ত্ৰেণৈব বিমোকঃ কৰ্ত্তব্যস্তথা যোক্তৃশ্চাপি
 যোগবিমোকবত্যা রজ্জা কৃতশ্চোপদ্রবস্তাঃ শান্তির্গুক্তা । যোক্তুং চেদানীং মন্ত্ৰেণ যুক্ত-
 নতোহঞ্জলো তন্ত্ৰোক্ত্রুমানায় তেন সহাপো গৃহীয়াৎ । তদগ্রহণায়ানয়নং বিধত্তে—“অঞ্জলো
 পূর্ণপাত্রমানয়তি । রেত এবাশ্রাং প্রজাং দধাতি । প্রজয়া হি মনুষ্যাঃ পূর্ণঃ” (ব্রা० কা० ৩
 প্র० ৩ অ० ১০) ইতি । শোভত ইতি শেষঃ । পূর্ণপাত্রোদকেন পদ্ম্য মথপ্রক্ষালনং
 বিধত্তে—“মথং বিমৃষ্টে । অবভূথশ্চৈব রূপং কৃছোত্তিষ্ঠতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১০)
 ইতি । উত্তিষ্ঠেদিতি বিধিঃ । অথোপবেষো মন্ত্ৰেণ পরিত্যক্তব্যোহতঃ প্রোতোতি—“পরিবেষো
 বা এষ বনস্পতীনাং । যতপবেষঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১) ইতি । পলাশশাখা-
 মূলে ত্যক্তো ভাগ উপবেষঃ । স চ সর্কেষাং বনস্পতীনাং পরিতো ব্যাপোতি । বনস্পতি-
 তিঃসাপ্যাত্মাকারবিবোজনতন্তুকপালোপধানাদেবনেন কৃতত্বাৎ । বেদনং প্রশংসতি—“স
 এবং বেদ । বিন্দতে পরিবেষ্টারং” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১) ইতি । সেবকজন-
 নিত্যার্থঃ । মন্ত্ৰোৎপাদনপূর্বকমুপবেষতাগং বিধত্তে—“তমুংকরে । যং দেবা মনুষ্যেষ ।
 উপবেষমনারয়ন্ । যে অশ্বদপচেতসঃ । তানশ্রভ্যমিহহুকু । উপবেষোপবিড়্টি নঃ ।
 প্রজাং পুষ্টিমপো ধনং । দিপদো নশ্চতুষ্পদঃ । ধ্রুবাননপগান্ কুর্কিতি প্রস্তাৎ প্রত্যক্ষমপ-
 গৃহতি । তস্মাৎ পুরস্তাৎ প্রত্যক্ষঃ শূদ্রা অনশ্রুতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১)
 ইতি । তমুংকর উপগৃহীতাত্মকঃ । যমিত্যাदिर्म্মঃ । যং পলাশশাখামূলভাগং দেবা মনুষ্য-
 সমন্ধযজ্ঞেযু কপালোপধানাভাগকশ্মকরিণমপবেষমবল্লয়ন্, হে উপবেষ স যং যে পত্র-
 ভাৰ্যাদয়োচশ্ববোহপব্রতান্তানশ্রদর্থাংহানীয়ামুরভান্ কু । হে উপবেষাত্মকং সমীপে
 প্রজাদিকং বিড়্টি ব্যাপ্তং কুরু । মনুষ্যান্ পশুংচ চিরজীবিনো বিয়োগরহিতাংচ কুরু ।
 অনেন মন্ত্ৰেণ তমুপবেষমুংকরে মূংখনাদিকপে তৃণাদিত্যাগন্তানে পূর্বভাগে প্রত্যক্ষুং গুৎ
 কুৰ্য্যাত্ । সম্বাদেবং তস্মাল্লোকৈপ্যাপদেবৎকশ্মকরাঃ শূদ্রাঃ স্বাভিমুখাঃ স্বামিনঃ পুরস্তাৎ
 সর্পিদাহবতিষ্ঠন্তে । নিঃশেষেণ গৃহনং বিধত্তে—“স্বমিত উপগৃহতি । অপ্ৰতিবাদিন
 এনৈনান্ কুংকতে” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১) ইতি । অগ্রমুংকরে প্রবেশ্য মূলং
 বহিনীবেশেষয়েৎ । কিং তু স্ববিষ্টানমূলাদারভ্য কুংকং প্রবেশয়েৎ । তথা সত্যেতান্
 ভূতানপ্ৰতিবাদিন উক্কারিণঃ কুরুতে । অভিচারায় নমস্তুরমুংপাদয়িতুং প্রোতোতি—“স্বষ্টিকী
 উপবেষঃ । শুচর্তো বজ্রো ব্রহ্মণা সচ শিতঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১) ইতি ।
 অগ্রমুপবেষঃ স্বত এব দ্বাষ্টীয়ুক্তোহত উর্দ্ধং বহিসস্তাপেন যুক্তঃ । পুনরপি মন্ত্ৰেণ
 তীক্ষ্ণীকৃতদ্বাদজঃ সম্প্রোহতোহভিচারযোগ্যঃ । তত্র মন্ত্ৰমুংপাথ্য বিনিযুক্তে—“যোপবেষে
 শুক । সাহমুমুচ্ছতু যং দ্বিয় ইতি । অথাস্মৈ নাম গৃহ প্রহরতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ०
 ১১) ইতি । শুকসস্তাপঃ । অমমিত্যত্র যো দ্বৈশ্বস্তা নাম গৃহীত্ব তমুপবেষমগ্নৌ প্রহরেৎ ।
 পুনরপ্যাং ত্রয়মভিচারার্থমুংপাদয়তি—“নিরমুং হুদ ওকসঃ । সপত্নো যঃ পূতজতি ।
 নিকীর্ধ্যেন হবিষা । ইন্দ্র এণং পরাশরীৎ । ইহি তিস্রঃ পরাবতঃ । ইহি পঞ্চজনাব্ অতি ।
 ইহি তিস্রোহতিরোচনা যাবৎ । স্বর্ঘ্যো অসদ্বিবি । পরমাং ত্বা পরাবতং । ইন্দ্রো নমতু
 বৃহদ্রা । যতো ন পুনরায়সি । শাখতীভাঃ সমাভ্য ইতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১) ইতি ।

যঃ শত্রুর্যুৎসন্তি অমুং স্বগৃহাং নিঃসারয়। নিঃশেষং স্বগৃহাং যেন তন্নির্বাধ্যং তাদৃশং হবি-
রূপবেষরূপং তেনৈজ্ঞ এনং শত্রুং পরাকৃত্য হিংসিতবান্। পরাবচ্ছকৌ দূরদেশবাচী জ্ঞানিগ্ঃ।
হে শত্রো! স্বং ত্রিভ্যো লোকৈভ্যো নির্গত্য ব্রীন্দব্রদেশান্ ব্রাক্ষণাদীনতিক্রম্য চাণ্ডালাদিম্ গচ্ছ।
বাবৎসর্য্যো দিব্যন্তি তাবন্তং কালমগ্নিস্বর্ঘ্যচন্দ্ররূপান্তিস্রো দীপ্তিরতিক্রম্য মহতাক্ষকরে গচ্ছ।
ব্রহ্মহেজ্ঞ স্বামিতাস্তদূরদেশং নয়তু। যস্মাদ্ ব্রদেশাদনেকৈভ্যঃ সংবৎসরেভ্য উর্দ্ধমপি ন পুনরাগমি-
শ্যসি। এতান্তিস্তব্ধিগ্নপ্ভিরূপবেষং গৃহাদ্ ব্রতে নিরন্ত্রেদিত্যেবং বিধি (ধিং) স্তাবকেনাথ-
বাদনোদয়তি—“ত্রিবিদ্যা এষ বজ্রো ব্রক্ষণা স৬শিতঃ। শুট্টচৈবনং বিদধ্বা। এভ্যো
লোকৈভ্যো নির্গুচ্ছ। বজ্রেণ ব্রক্ষণা স্তৃণতে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ১১) ইতি। মন্ত্রব্রহ্মেণ
তীক্ষ্ণীকৃত এষ উপবেষরূপো বহ্নিস্নিগুণো ভবতি। এতন্নিষ্ঠেন শোকেনৈনং বৈরিণং লোকত্রয়া-
নিঃসার্য্য মদ্বায়কেন বজ্রপ্রাতিহীনন্তি। ত্রিভূমিং থাস্তা তত্রোপবেষং প্রতিক্ষেপুং যজুদ্রয়রূপং
মদমুংপাদয়তি—“হতোহসাবধিদ্ভান্মিতাহ স্বতৈ” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ১১) ইতি।
স্বতির্হিমা। অত্র সূত্রং—“পঞ্চভিনিরন্ত্রেদিত্বেনদা” ইতি। উপবেষস্তায়ো ক্ষেপণে দূরদেশে
নিরসনে ভূমৌ পননে চ ধ্যানং বিদধে—“যং দ্বিধ্যাত্তং ধ্যায়েৎ। শুট্টচৈবনমপয়তি” (ব্রাং
কাং ৩ প্রং ৩ অং ১১) ইতি ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ ।

“বাজনাভাং ক্ষচোবাহৌ বশগ্ভ্যাংপরিদীংস্তিভিঃ। অক্ৰমাপ্য। বিভিঃ ক্ষক্ষু প্তস্তরাগ্রাদিকাজনম্॥
মক প্রস্তরহোমোহয়মারগ্যাভিময়ণম। ধবা ভূমিঃ স্পৃশেচ্ছ প মন্যশ্চ পরিবেছেতিঃ ॥ ২ ॥
যজ্ঞাত্যোদ্ধৈয়োহোমঃ সংশ্রাব আবকাহতিঃ। অগ্নেঃ ক্ষচৌ সাদয়িষা ধুরি তে প্রোহেয়ং ক্ষচৌ ॥৩॥
অগ্নে ফলীকৃতোহোমো দেবা ঈষ্টগজ্জুভতিঃ। বাচি বর্হিইতির্কীতে সর্বোহোমোহব বিংশতিঃ ॥ ৪ ॥”

अथ बीबांसा ।

দশমাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং—“ক্রয়ায় প্রতিপত্ত্যৈ বা চমসেভাদিভক্ষণং । ক্রয়ায় পূৰ্ব্ববৈম্বেষে বাগীয়ে স্বত্ববজ্জনাং ॥ অক্ৰীতযজ্ঞমানস্ত ভক্ষসম্বাচ্চ তেন সা । প্রতিপত্তিঃ সংস্কৃতি-
 দ্বাং সত্রেষু ন নিবৰ্ত্ততে” ইতি । অস্তি সোমে চমসভক্ষঃ । অস্তি চেষ্টাবিদাপ্রাশিত্বাদিভক্ষঃ ।
 তত্র ভক্ষণে ক্রীতানামৃজিভাং স্বাধীনত্বসম্ভবাং । দক্ষিণেব ক্রয়ার্থং ভক্ষ ইতি পূৰ্ব্বঃ পক্ষঃ ।
 যাগদেবতায়ৈ সঙ্কল্পিতে দ্রব্যে স্বত্বমলভমানো যজ্ঞমানো ন তেন ক্রেতুং শক্নোতি । কিং চ যজ্ঞমান-
 পক্ষমাং সমুপহুয়েভাং প্রাপ্তপ্ৰীত্যক্রীতস্যাপি যজ্ঞমানস্ত ভক্ষঃ শক্নতে । তংসাহচর্য্যাদ্বিজ্ঞানপি
 ভক্ষণং ন ক্রয়ার্থমিতি গম্যতে । তস্মাৎ প্রতিপত্ত্যর্থো ভক্ষঃ । তেন ক্রয়ার্থত্বাভাবেন
 পরিশিষ্যমাণা সা প্রতিপত্তির্বাগোপযুক্তদ্রব্যসংস্কারত্বেন সত্রেষু ন বাধ্যতে । তৃতীয়াধ্যায়স্ত
 প্রথমপাদে চিস্তিতং—“চতুৰ্ধা কর্ণা আগ্নেয়ঃ পুরোডাশ ইতীরিতং । চতুৰ্ধা করণং সৰ্ব্বশেষো
 বাহগ্নেয়মাত্ৰগং । উপলক্ষণতাহগ্নেয়ে যুক্তাহতঃ সৰ্ব্বশেষতা । অগ্নীষোমীয় ঐক্সাগ্নে যতোহ-
 স্ত্যাগ্নেয়তা ততঃ । নহগ্নেয়ত্বং তয়োৰ্ম্মুখং কেবলাগ্ন্যমুপাশ্রয়াং ॥ তেনৈকস্মিন্ পুরোডাশে
 চতুৰ্ধাকরণস্থিতিঃ” ইতি । দশপূৰ্ণমাসয়োঃ ঐক্সতে—“আগ্নেয়ং চতুৰ্ধা কৰোতি” ইতি ।
 তত্রাহগ্নেয়বদেক্সাগ্নীষোমীয়োরপি পুরোডাশয়োরগ্নিসম্বন্ধাদাগ্নেয়ত্বেন পুরোডাশত্রয়মপ-

লক্ষ্যতে । ততঃশ্রাব্যং শেষ ইতি চেন্নৈবং । ন হ্যগ্নেয় ইত্যগ্নং তদ্বিতঃ সধ্বক্ষ্মাত্রেহিহিতঃ
 কিং তু দেবতাসম্বন্ধে । অগ্নিচ্চ কেবলো দ্বিদেবতায়োঃ পুরোডাশয়োঁ দেবতা । অতো
 দেবতৈকদেশেন কৃত্বদেবতোপলক্ষণাদাগ্নেয়ত্বং তয়োঁ মধ্যমিতি মুখ্য এবাহাগ্নেয়ে চতুর্থীকরণং
 ব্যবহৃত্তে । তত্রৈব চতুর্থপাদে চিস্তিতং—“ইদং ব্রহ্মণ ইত্যুক্তিঃ ক্রমার্থা ভক্ষণায় বা ।
 ভক্ষ্যশ্রুতঃ ক্রমার্থাহতো যথেষ্টং তৈনিষ্প্রজাতাং ॥ দেবতায়ৈ সমস্তস্ত কৃৎস্নাং স্বামিতা ন হি ।
 শেষস্ত প্রতিপত্ত্যর্থং ভক্ষণং তত্র যজ্যতে” ইতি ॥ চতুর্থীকৃতস্ত পুরোডাশস্ত ভাগান্বজমান
 এব নির্দেশে—“ইদং ব্রহ্মণঃ । ইদং হোতুঃ । ইদমধ্বৰ্য্যোঃ । ইদমীশ্বৰ্য্যঃ” ইতি । সোহগ্নং
 নির্দেশো ন ভক্ষণার্থঃ । ভক্ষণশ্রুতত্বাৎ । ততো ভূতদানেন তান্বিজঃ পরিক্রময়
 নির্দেশঃ । ক্রমচ্চ তদঙ্গীকারানুসারেণ স্বল্পেনাপ্যপপত্তে । তন্মায় স্বকীয়ভাগান্তিরিচ্ছয়ো-
 পমোক্তুং শক্য ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামীতি কৃত্বস্ত ইবিষো দেবতার্থং
 সংকল্পিতয়েন তত্র যজমানস্ত স্বামিত্যভাবায় যুক্তঃ পরিক্রমঃ । ভক্ষণং তু প্রতিপত্ত্যর্থাদযুক্তং ।
 অবশিষ্টস্ত যঃ কোহপ্যপযোগঃ প্রতিপত্তিঃ । পুরোডাশস্ত ভক্ষণাহিতভক্ষণেন কর্ম্মকরণায়ুৎ-
 সাহজননাচ্চ তদ্বক্ষণার্থো নির্দেশো যজ্যতে । তত্রৈবষ্টনপাদে চিস্তিতং—“বাজস্ত মেতন্মুং
 ক্রয়াদেকো দ্বৌ বা কৃতার্থতঃ । একঃ কাণ্ডদ্বয়ে পাঠাদধ্বৰ্য্যাস্বামিনাবুভৌ” ইতি ॥
 দর্শপূর্ণমাসরৌক্যজস্ত মেতায়ং মল্লোহধ্বৰ্য্যকাণ্ডে যজমানকাণ্ডে চাহ্নাতঃ । তত্রৈকেন পঠিতে
 সতি মল্লস্ত চরিতার্থত্বাদিতরস্তং ন পঠেদिति চেন্নৈবং । কাণ্ডান্তরপাঠবৈবৰ্থ্যপ্রসঙ্গাৎ ।
 তন্মাজভাভাঃ পঠনীয়ঃ । তয়োঃ পঠতোরাশয়ভেদোহস্তু । জনেন মল্লেন প্রকাশিতমর্থম-
 মুষ্ঠান্ত্রামীতাদধ্বৰ্য্যানুভূতে । অত্র ন প্রমদিত্যামীতি যজমানঃ ।

চতুর্থস্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং—“প্রস্তরং শাখায়াং সাদ্ধং প্রহবেৎ প্রহ্বতিস্থিয়ং । শাখায়া
 অর্থকর্ম্ম স্থাং প্রতিপত্তিরতোচিতা ॥ প্রহ্বতিঃ প্রস্তরে যাগঃ শাখায়াঃ সাহচর্য্যতঃ ।
 তথাহাদর্থকর্ম্মস্বৈ হতিঃ শাখা প্রযোজয়েৎ ॥ হরতিগাংবাচী নো প্রতিপত্তিস্ততো ভবেৎ ।
 পৌর্ণমাস্তাং ততো নৈব হতিঃ শাখাং প্রযোজয়েৎ” ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ
 শ্রয়তে—“সহ শাখায়া প্রস্তরং প্রহরতি” ইতি । তত্র শাখাপ্রহরণমর্থকর্ম্ম । কৃতঃ ।
 প্রহ্বতিশব্দেন যাগস্তাভিধানাৎ । এতচ্চ হুক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতীত্যেতদ্বাক্যমুদাহৃত্য
 চিস্তিতং । প্রস্তরপ্রহরণস্ত যাগস্বৈ তৎসাহচর্য্যাচ্ছাখাপ্রহরণমপি যাগ এবৈত্যর্থকর্ম্ম
 স্থাৎ । অর্থায় ক্রতুসাকল্যপ্রয়োজনায় ক্রিয়মাণমর্থকর্ম্ম । ততঃ প্রহরণেন পৌর্ণমাস্তা-
 মপি পলাশশাখা প্রযজ্যত ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—হুক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতীত্যত্র
 হরতিধাতোর্থগবাচিস্ব নোক্তং কিং তু মাল্লবর্ণিকদেবতামুপলভ্য দ্রব্যদেবতাভ্যাং যাগঃ
 কল্পিতঃ । শাখাপ্রহরণে তু নাস্তি দেবতা । ততো যাগস্ত কল্পয়িতুমশক্যতয়া হরতিধাতুরত্র
 স্ববাচ্যার্থপরিচয়গমেবাহচষ্টে । তথা সতি বৎসাপাকরণ উপযুক্তায়াঃ পলাশশাখায়া উপযোগান্ত-
 রাত্মবাদ্যাগদেশেহবকাশশাভায় যত্র কাপ্যবগ্নং পরিত্যাগে প্রাপ্তে শাক্ষেণাহবনীয়ে ত্যাগো
 নিয়ম্যতে । তেন চ শাস্ত্রীয়ত্বাগেন শাখায়াঃ প্রতিপত্তির্ভবতি । প্রতিপত্তিনাম সংস্কাররূপো দৃষ্টার্থঃ ।
 যথা রাজা চর্চিতস্ত তাঙ্কুলস্ত সৌবর্ণে এতদগ্রহে প্রক্ষেপন্ততঃ । ততঃ প্রহরণং প্রতিপত্তি-
 কর্ম্মতয়া তদভাবে ক্রতুবৈকল্যাভাবাৎ পৌর্ণমাস্তাং অসিদ্ধ্যহেতুত্বাৎ শাখাং ন প্রযোজয়তি ।

যষ্ঠাধ্যায় প্রথমপাদে চিত্তিতং—“স্ত্রিয়া নাস্তি স্বামিতাবঃ পুংলিঙ্গেন তদীরণাৎ ।
প্রকৃত্যর্থতয়া লিঙ্গং সংখ্যাব্যবস্থাবিবিক্ততং ॥ অন্ত্যাদ্বেশগতত্বেন সংখ্যা সদৃশত্বতঃ । টাক্ষিভক্তি-
বিকারাদেবগতং প্রকৃতেন তু” ইতি ॥ স্বর্গকামো যজ্ঞতেতি পুংলিঙ্গশব্দেনাধিকারিণো
বিধানাৎ নোহধিকারঃ স্ত্রিয়া নাস্তি । ন চ গ্রহৈকত্ববল্লিঙ্গমবিক্তিমিত্তি বাচ্যং । একত্ব-
বল্লিঙ্গশ্চ প্রত্যয়ার্থত্বাভাবাৎ প্রকৃত্যর্থতয় । তু গ্রহত্ববল্লিঙ্গতং পুংলিঙ্গমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অস্তি
স্ত্রিয়াঃ কৰ্ম্মস্বধিকারঃ । কৃতঃ । পুংলিঙ্গ স্থাবিবিক্তত্বাৎ । ন হেতুত্বশ্চ প্রত্যয়ার্থত্বমবিক্ত্যয়া
নিমিত্তং কিং তুদেগতত্বং । ইহাপি বা স্বর্গকামঃ স যজ্ঞতেতি বচনব্যক্তৌ পুংলিঙ্গ-
ত্বোদেগতত্বেনৈকত্বসদৃশ স্বামিত্তি বিবিক্তত্বং । ন চ প্রকৃত্যর্থো লিঙ্গং । স্ত্রীলিঙ্গং তাবট্টা-
বাদিভিঃ স্ত্রীপ্রত্যয়েরূপভবীয়তে । পুংলিঙ্গং তু বৃক্ষানিত্যস্মিন্ দ্বিতীয়াবহবচনে বিভক্তিবিকারেণ
নকারাদেশলক্ষণেনাভিব্যজ্যতে । এবং বুলমিত্যস্মিন্ প্রথমৈকবচনে নপুংসকভিব্যক্তিঃ ।
তস্মাল্লিঙ্গশ্চ প্রকৃত্যর্থত্বাভাবাচ্ছগতত্বেনাবিবিক্তত্বাচ্ছ স্ত্রিয়া অন্ত্যাদিকারঃ ।

তত্রৈবাত্তিচ্চিত্তিতং—“দম্পতিভ্যাং পৃথক্কাৰ্য্যং সহ বাহুখ্যাসংখ্যয়া । পৃথগ্গৈবমবৈশুণ্য-
কত্ৰৈক্যং দেবতৈক্যবৎ” ইতি ॥ যজ্ঞতেত্যাখ্যাতপ্রত্যয়গতায়ঃ সংখ্যয়া উদেগগতত্বাভাবেন
বিবক্ষয়া বারয়িতুমশক্যত্বাদেককর্তৃত্বায় দম্পতিভ্যাং পৃথগ্গেব কৰ্ম্মানুষ্ঠেয়মিতি চেদ্রৈবং । বৈশুণ্য-
প্রসঙ্গাৎ । কৰ্ম্মণি তত্র পত্ন্যাবেক্ষণং যজমানাবেক্ষণং চেতু্যভয়মপ্যাম্মাতং । তত্র যজমানপ্রয়োগে
পত্ন্যাবেক্ষণং লুপ্যত পত্নীপ্রয়োগে যজমানাবেক্ষণং লুপ্যতেত্যবৈশুণ্যায় দ্বয়োঃ সহাধিকারঃ ন চ
যজ্ঞতেত্যেকবচনং বিরুদ্ধং । অগ্নীষোগৌ দেবতেত্যত্র যথা ব্যাসক্তরোদেবত্বাদেবতৈক্য-
তথা দম্পত্যোঃ সহাধিকারঃ । তথা সত্যুনেহতিরিক্তং ধীমাতা ইতি বাক্যেন কৰ্ম্মণি ন্যূনান্নপূরণং
পত্ন্যা ক্রিয়ত ইতি যজ্ঞত্বং তৎস্থস্থিতং ॥

অথ ব্যাকরণং ।

বাজস্তেত্যত্র ‘বজ ব্রজ গতো’ ইত্যস্মাক্কাতোকুৎপন্নঃ কৰ্ম্মণি বঞ্জনঃ (বাজশব্দঃ) । ততো
ক্রিয়াদান্যাদানতঃ । প্রসবশব্দোহপ্ প্রত্যয়ান্তঃ । ততস্তত্র থাখাদিস্বরঃ । এবং সৰ্ব্বং যথাযোগ্য-
মুদ্রয়ে ॥” ইবে তাত্তা যজুর্শব্দাঃ কাচিৎকাচিৎগীৰিতা । তাসামৃচাং বিবিচ্যাণ বচি চ্ছন্দো-
ববুদ্ধয়ে ॥” সাবিত্রিয়চ্চা, অমৃষ্টুভচ্চা, বৈশ্বদেব্যর্চেতি ব্রাহ্মণেন ব্যাখ্যাতত্বাৎ সৰ্ব্ববজ্জ্বাং মধ্যে
সমাস্তাতা ঋচঃ । দেবো বঃ সবিতা প্রাপন্নস্বিতি দ্বিপদা বিরাড্ গায়ত্রী । আ প্যায়স্বমিতি
মধ্যেজ্যোতিস্ত্রিষ্টপ্ । রুদ্রশ্চ হেতিরিত্যেকপদা ত্রিষ্টপ্ । ঋবা অন্নিমিত্যপি তত্বং ।
প্রথমগাদিতি ত্রিষ্টপ্ । সহস্রবল্লশা ইত্যেকপদা ত্রিষ্টপ্ । উৰ্ব্বস্বস্বমিত্যেকপদা গায়ত্রী ।
সম্পূচ্যস্বমিতি গায়ত্রী । দেবো বঃ সবিতোৎপুনাস্বিতি গায়ত্রী । অবধূতমিত্যেকপদা গায়ত্রী ।
পরাপূতমিত্যপি । দীর্ঘামস্বিত্যেকপদা ত্রিষ্টপ্ । যোনি বর্ষ ইত্যমৃষ্টপ্ । সমাপো
অভিরিভ্যাপন্নিত্যেকপদা গায়ত্রী । অন্তরিতমিত্যেকপদা গায়ত্রী ।
দেবশ্চ সবিতুঃ সব ইতি দ্বিপদা গায়ত্রী । পুরা ক্রুরস্তেত্যেকপদা ত্রিষ্টপ্ । উদাদাগ্নেতি
ত্রিপদা ত্রিষ্টপ্ । আশাসানা স্ত্রপ্রজসম্বোদ্যমৃষ্টভো । ইমং বি শ্যামীতি ত্রিষ্টপ্ । সমায়
বেত্যমৃষ্টপ্ । দেবো বঃ সবিতোৎপুনাস্বিতি গায়ত্রী । বীতিহোত্রমিতি গায়ত্রী । এতা অসদ-
মিত্যেকপদা ত্রিষ্টপ্ । অগ্নে বটরিত্যেকপদা গায়ত্রী । পাহি মাহয় ইতি দ্বিপদা গায়ত্রী ।

বাজস্ত মোদ্গ্ৰাভং চেত্যহুষ্ঠৌ । যং পরিধিমিতি পুরস্তাজ্যোতিস্তিষ্টুপ্ । সচশ্রাবভাগা
ইতি তিষ্টুপ্ । নম্বিতরেবামপি মন্ত্রাণামনেন শ্রায়েনাকরমাত্রসংখ্যাবিশেষমুপজীব্য যৎকিঞ্চিচ্ছন্দঃ
কল্যাতামিতি চেষ্টে । যজুর্বাং ছন্দঃকলেন শ্রুতিবিরোধপ্রসঙ্গাৎ । তথা চ ব্রাহ্মণং পূর্বমেবোদা-
হতং—“তত্রোভয়োর্মীমাংসা । জামি শ্রাৎ । যদযজুর্বাহজ্যং যজুর্বাহপ উৎপুনীয়াৎ ।
ছন্দসাহপ উৎপুনাত্যজামিহ্মায়” ইতি । তত্র যজুর্মিষেধা ছন্দোহভিধীয়তে । ততো যজুর্বাং
ছন্দো ন শ্রুতেরতিমতং । তথা সতি স্বশক্ত্যা কিঞ্চিন্নূতনং ছন্দঃ কল্পয়িতুং ন শক্যতে ।
কিং তু পূর্বসিদ্ধসম্প্রদায়গতং ছন্দোলক্ষণং যত্র যত্রাস্তি তস্তাং তস্তামৃচি ছন্দো জানীয়াৎ ।
ঋচামেব ছন্দোবিধানাৎ ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসারণাচার্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে রুক্ষযজুর্বেদীয়তৈত্তিরী-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশোহনুবাকঃ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা ।

ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে অধ্যায়্য এবং ঋকবৃহন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় বিবৃত
হইয়াছে । দ্বাদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে আধার পরিগৃহীত হইবার পর অর্থাৎ বেদীতে
আধারস্থাপনান্তর অন্তর্গত কি ভাবে যাগনিষ্পাদন করিবেন এবং কি ভাবে কিরূপ প্রক্রিয়া-
পদ্ধতির অন্তঃসরণে বেদিস্থিত সেই আধার-পাণ্ডে ঋক বৃহন করিতে হইবে, ত্রয়োদশ অনুবাকে
যথাক্রমে সেই পদ্ধতির বিবৃতি দেখি । তদন্তঃসরণেই ভাষ্যকার অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা
নিষ্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি ।

বিনিয়োগ-সংগ্রহ মতে ত্রয়োদশ অনুবাকে কড়িটা মন্ত্রের সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয় । তন্মধ্যে
“বাজস্ত...বাস্ততাং” প্রভৃতি দুইটা মন্ত্রে ঋকবৃহন, ‘বস্তুভ্যস্তা’ প্রভৃতি তিনটা মন্ত্রে উত্তর দক্ষিণ
ও মধ্যম তিনটা পরিধি অঙ্গন, ‘অন্তঃ রিহাণা’ এবং ‘আপ্যারতামাপ’ প্রভৃতি মন্ত্রে ঋক
এবং প্রস্তরপ্রাদি ধৌত করিতে হয় । ‘মরুতাং পৃষতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তরহোম, ‘আয়ুস্পা’
প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রণ, ‘ঋবাসি’ মন্ত্রে ভূমিস্পর্শন, ‘যং পরিধিং’ প্রভৃতি মন্ত্রে মধ্যম
প্রভৃতি পরিধিতে আছতি দান এবং ‘বজ্জানঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে হোমদয় সম্পাদন । তার
পর ‘মংস্ত্রাব’ আছতি প্রদানান্তর ‘অগ্নে বাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে ঋক গ্রহণ করিয়া ‘ধূম্রি’ প্রভৃতি
মন্ত্রে ঋক-স্থাপন, ‘অগ্নেহদক্যঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে কলীকৃত-হোম, তার পর ‘দেবগাতুবিদো’
প্রভৃতি মন্ত্রে ইষ্টযজুঃ আছতি প্রভৃতি—ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতির
উল্লেখ বিবৃত হইয়াছে । এইরূপ বিনিয়োগ ও প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ
অধ্যাহার করিয়াছেন, আমাদের মন্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে যথাক্রমে তদ্বিষয় উল্লেখ করিতেছি ।

আমাদের মতে প্রথম মন্ত্রে অন্তঃশক্রনাশে আত্মোৎকর্ষ-সাধনের আকাজক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে ।
জ্ঞান ও কর্মশক্তিই যে তৎপক্ষে প্রধান সহায়, তাহাতে সেই প্রসঙ্গ প্রথ্যাত হইয়াছে ।
ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই । ভাষ্যমতে

মন্ত্রের অর্থ—‘অন্নপ্রাপ্তির জন্ত মুষ্টিবদ্ধ জুহু উর্দ্ধগ্রহণে আমরাও উর্দ্ধগ্রহণ সম্পন্ন হউক ; আর উপভুক্তকে নীচগ্রহণে আমার বৈরিসমূহ অধোগামী হউক । পরব্রহ্মদেব আমার উৎকর্ষ এবং বৈরিগণের নিকর্ষ সাধিত করুন । অনন্তর ইন্দ্রাণী দেবতাদ্বয় আমার সপত্নদিগকে (শত্রুদিগকে) বিশেষভাবে স্বস্থানভ্রষ্ট করুন ।’ ভাষ্যকার বলেন—এই মন্ত্র-ব্যাখ্যানের পূর্বে ইড়াভক্ষণাদি বিধি । প্রথমেই সে অল্পাধান বিধেয় । যাহা হউক, আমরা মন্ত্রটিকে চারিটা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি । চারিটা অংশেই ভগবৎসম্বোধনে কৰ্ম ও জ্ঞান প্রভাবে সদ্ভাবসঙ্কয়ের এবং সদ্ভাবের দ্বারা পরমস্থান-প্রাপ্তির বিষয় সূচিত দেখিতে পাই । ফলতঃ, সদ্ভাব ও সংকর্ষই সকলের মূলীভূত । তদ্বারাই হৃদয়ের শত্রুসমূহ বিদূরীত হয় । শত্রু বিদূরিত হইলেই আত্মোৎকর্ষ-সাধনে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় । তখনই ভগবদারাধনায় সফল-প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে । আমরা মনে কবি, ভগবৎসম্বোধনে, জ্ঞান ও ভক্তির নাহাওয়া-খ্যাপনে মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে এই ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে ।

তার পর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন । দ্বিতীয় মন্ত্রের তিনটা অংশে পর পর পরিধিত্রয়কে জুহু দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হয় । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে মধ্যম পরিধি, হে দক্ষিণ পরিধি, হে উত্তর পরিধি, বসু-দেবতার প্রীতির জন্ত, রুদ্র-দেবতার প্রীতির জন্ত এবং আদিত্যদেবতার প্রীতির জন্ত তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছি । তাব এই যে, পরিধিত্রয়কে অভিষিক্ত করিলে সর্বনত্ৰয়াভিমানী দেবগণ প্রীত হইবেন । ‘অন্তঃ রিহাণা’ এবং ‘প্রজ্ঞাং বোনিং’ প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তরের অগ্রভাগ জুহুতে, মধ্যভাগ উপভূতে এবং মূলভাগ ধ্রুবাতে অভিষিক্ত করিতে হয় । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘পক্ষিগণ এই দ্ব্যতলিপ্ত প্রস্তরাগ্রভাগ আবাদনপূর্বক বিবিধ মার্গে গমন করুক । আমি যেন প্রজা এবং তৎকারণকে বিনষ্ট না করি । ‘আপ্যায়স্তাং...মরুতাং...’ প্রভৃতি চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তরহোম অর্থাৎ নীচহস্তে প্রস্তর হইতে তৃণ গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । মন্ত্রের অর্থ—‘হে প্রস্তরাবয়ব দর্ভ ! তুমি মরুদেবতার সশরী বাহনরূপে বিচিত্র অশ্বকে প্রাপ্ত হও । অর্থাৎ, বায়ু-বাহনের গ্রায় বেগে অন্তরিক্ষ-প্রদেশে গমন কর । স্বাধীনা অরতনু গো হইয়া অর্থাৎ কামধেনুর গ্রায় তৃণুকরী হইয়া স্বর্গে গমন কর । স্বর্গপ্রাপ্তির পর, আমরাগের জন্ত ভুলোকে বৃষ্টি আনয়ন কর । অথবা পৃথিবী হইয়া স্বর্গে যাও অর্থাৎ পৃথিবী সশরী ভাগসমূহ গ্রহণ পূর্বক স্বর্গের তর্পণ কর ।’ ভাবার্থ এই যে,—‘হে প্রস্তরাবয়ব দর্ভ ! তুমি অন্তরিক্ষে গমন করিয়া তত্রত্য সংবাহন মরুদগণকে তর্পণ পূর্বক পৃথিবীতে বারিবর্ষণ কর । ‘আয়ুস্পা’ প্রভৃতি পঞ্চম মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রণ করিতে হয় । কোনও মতে এই মন্ত্রে আত্মাকে স্পর্শ করিতে হয়, কোনও মতে এই মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তর-গ্রহণ বিহিত হয় । যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে অগ্নিদেব ! যেহেতু আপনি আয়ুর পালক, স্তব্রাং আমার আয়ুকে আপনি পালন করুন । হে অগ্নিদেব ! যেহেতু আপনি চক্ষুর পালক, স্তব্রাং আমার চক্ষুকে আপনি পালন করুন ।’ অর্থাৎ, প্রস্তর-গ্রহণ-জনিত আয়ুর ও চক্ষুর উপদ্রব পরিহরণ কর ।’

মন্ত্র-কয়েকটাতে ভাষ্যে যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা উপরে বিবৃত হইল । বলা

বাহুলা, ঐ অর্থ যেন নিতান্তই যজ্ঞ-ব্যাপারের অনুরোধে নির্দ্বারিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশ ‘বসুভাষা’, দ্বিতীয় অংশ ‘রুদ্রেভাষা’, তৃতীয় অংশ ‘আদিত্যেভাষা’। মন্ত্রোক্ত এই তিনটি পদ হইতে ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন যে, তিনটি পরিধিকে জুহুর দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কোথাও ‘পরিধি’ শব্দের নাম গন্ধ বা তাহাকে জুহুর দ্বারা অভিষিক্ত করিবার ভাব পাওয়া যায় না। ‘অন্তঃ রিহাণা’ প্রভৃতি তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তর শব্দের কোনই উল্লেখ নাই অথবা পাষণ-বোধক ভাবের উদ্দীপক কোনও ভাবেরও আভাষ পাই না। অথচ ভাষ্যকার প্রস্তরের অগ্রভাগকে জুহুতে, মধ্যভাগকে উপভুতে এবং মূলভাগকে ধ্রুতে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন! পঞ্চম মন্ত্রেও প্রস্তরের সুধ্বক খ্যাপন করা হইয়াছে, দেখিতে পাই। এ সকল ভাবকে বা শব্দকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন—বহির্বিজ্ঞের জন্ত বাহ্য জড়ের সত্ত্বাব সংস্থানের জন্ত। মন্ত্রসমূহের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দ বা ভাব এবং সকল মন্ত্রই, এইরূপ বাহ্য ব্যাপারের স্থূল উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্তই ভাষ্যকার কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও অধ্যাহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে মন্ত্রে যে ভাব অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, অতঃপর তাহারই বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি।

বিশেষ অনুধাবন করিলে মন্ত্র-কয়েকটির মধ্যে এক নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রসমূহে মনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার উৎকর্ষ-সাধনের স্তর-পর্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমার্শে বলা হইয়াছে,—‘হে মন! তুমি এখন, সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছায়া মায়া ছাড়িয়া,—যিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সর্বভূতের আধার ও অধিপতি একমাত্র তাঁহারই পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হও।’ এই মন্ত্রে বিবেক-বৈরাগ-মনুষ্যের এই দুই শ্রেষ্ঠ ভাবকেই জ্ঞোতনা করিতেছে। তমোময় নিদ্রিত মনকে যে অতি আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে,—‘রে অবোধ অচেতন মন!’ সকলই তো অসার কণ্ঠস্বর—চরাচর বিশ্বসংসার সকলই তো নিশার স্বপন—এই আছে, এই নাই! তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাও?’—এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র! তৎপরে বলা হইতেছে,—‘হে মন! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, যিনি সারাংসার—যিনি সর্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রয়স্থান, তাঁহার তৃপ্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ কর, তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই পাদপদ্মপূজায় দেহ মন প্রাণ চালিয়া দেও।’ ইহা অপেক্ষা বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা গুনিবার পাত্র নহে! মন যে বড়ই অধীর—বড়ই চঞ্চল! তাহাকে বশে আনা বা তাহাকে আয়ত্তীকৃত করা তো বড়ই কঠিন! অতি অস্থির মনের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য সম্পাদন যে বড়ই সূত্বকর! এই কথা মনে করিয়াই, মরনারায়ণ অর্জুন, আকুলকণ্ঠে ভগবান বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন,—‘বায়োরিব সূত্বকরম্।’ সত্যই বটে! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন কঠিন, মনকে বন্ধন করাও তদ্রূপ দুঃসাধ্য! মদমত্ত বারগতুল্য এমন মনকে কে শাসনদণ্ডে পরিচালিত করিবে? কে শাস্তি-সংযমের

নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করা হইয়াছে—‘রুদ্রেভ্যস্বা ।’ অর্থাৎ,—‘হে চঞ্চল মন! হে অসংযত মন! এই স্তরে আসিয়া,—এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ঘোররূপী শাসিকা যে দৈবী-শক্তি, একবার তাহার প্রতি লক্ষ্য কর,—তুমি একবার তাঁহারই প্রীতিসাধন জ্ঞাত্ত্বিনিযুক্ত হও ।’ বলা হইতেছে,—‘হে সাধক আত্মা, অতঃপর তুমি শক্তি সাধনার জ্ঞাত্ত্বিনিযুক্ত হও । অতি স্থিরভাবে, অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সদাই অস্থির মনকে কঠোররূপে সুসংযত কর!’

• বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে, তাহাদেরই প্রেরণা-বলে, সাধন ক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। তখন সাধককে শক্তিসাধনরূপ ঘোর অধ্যাত্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শাসনদণ্ডধারী বিশ্বশাসক দৃঢ় শাসন-দণ্ডের বশে পরিচালনা করিয়া, সাধকের অস্থির চিন্তাকে শাস্ত ও সংযত করিয়া দেন! এখানে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, সেই অবস্থারই আভাস প্রাপ্ত হই।

এই অবস্থায় সংযতচিত্ত শাস্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রহ্মজ্যোতিঃ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। তখন সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,—‘হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনের জ্ঞাত্ত্বিনিযুক্ত করিতেছি; অর্থাৎ, এখন তুমি অন্তরাত্মাকে পরমালোকে আলোকিত করিয়া, ব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও।’ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘আদিত্যোভ্যস্বা’ পদে সেই স্তরের বিষয় ব্যাপন করিতেছে। সাধকের আত্মা ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইলে, স্বতঃই তাহার বিশাল বিরাট ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশ বিশাল বিশ্ব সেই বিরাট ভাবেরই ছোতনা রিয়া থাকে। সেই বিশাল বিরাট ভাব লাভ করিয়া সাধক মনকে বলিয়া থাকেন,—‘মন! তোমার কর্মের দ্বারা তুমি এখনই ভূমি ভাবে সুবিস্তৃত সম্প্রসারিত হও, যেন ক্ষিতিব্যোমায়িকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ তুমি যেন বিশাল বিরাট জদয় হইয়া তাঁহাতে সংশ্রব-সমন্বিত বা সম্মিলিত হইয়া যাইতে পার’—এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় মন্ত্রে আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,—‘হে মন! এখন তুমি ভগবানের আশীর্বাদ প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হইয়াছ—এখন তোমার প্রতি ভগবান ‘প্রেমা’ রূপ পরমকরণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবৎ-প্রসাদে তুমি পরমভক্ত ও প্রেমিক হইয়া ভগবৎ-সেবায় ভগবৎ-কার্যে বিনিযুক্ত হও।’ পঞ্চম মন্ত্রে সেই প্রেম-ভক্তিরূপ মহাভাবেরই বিশিষ্ট বিকাশ ও সেই ভাবের সম্যক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত। তাই বলা হইয়াছে—‘হে মন! কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি যে শুদ্ধসত্ত্বাব লাভ করিয়াছ, তোমার অন্তরাত্মায় নিহিত দেবভাব উদ্বেলিত হইয়া, তাহার সহিত সম্মিলিত হউক এবং সমধিক সমুজ্জ্বল ও সুপুষ্ট হইতে থাকুক।’ ষষ্ঠ মন্ত্রে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—‘হে ভগবন্! আপনি সংকর্ষপালক ও পরমজ্ঞানস্বরূপ। একমাত্র আপনিই জীবের সংকর্ষশীল জীবনের এবং জ্ঞানচক্রুর পরিরক্ষক ও প্রতিপালক। আমার তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে দিব্যদৃষ্টি উন্মেষিত উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং কর্ম-শক্তিরূপ যে পুণ্যজীবনের বিকাশ হইয়াছে, আপনি তাহাকে সংরক্ষণ ও সুপুষ্ট করুন।’ সাধনক্ষেত্রের এই এক স্তর-পর্যায় মনে করা যাইতে পারে। অগ্নিকে যখন শক্তিদাতা আয়ুর্দাতা এবং সকল অঙ্গের পূর্বতাসাধক বলিয়া বুঝা গেল, তখন অগ্নির মধ্য দিয়া ভগবানকে

পর্যাস্ত টান গড়িয়া গেল । যখন তিনি রক্ষক, যখন তিনি পালক, যখন তিনি আয়ুর্কৃৎ দ্বিকারক, যখন তিনি দূরদৃষ্টি-সম্পাদক, যখন তিনি তেজঃ ও শক্তি সঞ্চারক, যখন তিনি সর্বাস্থের পূর্ণতা-বিধায়ক—তখন কি আর তাঁহাকে ঐ অলস্তু অগ্নিকুণ্ডের গভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় ? তখন অগ্নি নামে যে ভগবানকেই আহ্বান করা হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হয় । আমরা তাই মনে করি, জ্ঞানময় ভগবানই এখানকার আরাধ্য ।

পঞ্চম মন্ড্রে কর্মের দ্বারা কর্মফল ক্ষয়েব আকাজ্জা প্রকাশ পাঠিয়াছে বলিয়াও বুঝা যায় । কর্মই কর্মক্ষয়ের হেতুভূত ; কর্মই ভববন্ধনচ্ছেদক । এখান বিচার্য্য—যে কর্মের দ্বারা কর্ম-বন্ধন ছেদন হয়, সে কর্ম কোন কর্ম । সংসারে এমন কি কর্ম থাকিতে পারে, যে কর্ম মানুষের ভববন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হয় ? এখানে কর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে । কর্মতত্ত্ব নিরতিশয় দুজ্ঞেয় । গীতা-শাস্ত্রে তাই ভগবান কর্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—‘কোনটী কর্ম, কোনটী অকর্ম এবং কোনটী বিকর্ম, এই বিষয় বুঝিতে বিবেকিজ্ঞানও মোহাচ্ছন্ন হন । অতএব আমি তোমাব নিকট কর্মের স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত করিতেছি । সে তত্ত্ব অবগত হইলে তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ।’ এটি বলিয়া তিনি অর্জুনকে বুঝাইলেন,—
“কর্মণোগোষ্ঠি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ । অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনং কর্মণো গতিঃ ॥

কর্মণ্যাকর্ম বঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম বঃ । স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষ্ স যুক্ত ক্লংকর্মক্লং ॥”
অর্থাৎ,—‘শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম (অর্থাৎ বিকর্ম) এবং তুষ্টীভাবরূপ অকর্ম—এই তিনের সমাক তত্ত্ব অবগা জ্ঞাতব্য ! কারণ, তৎসমস্তের নিগূঢ়ভাব অতিশয় দুজ্ঞেয় । যিনি দেহাদি চেষ্টারূপ কর্ম-মধ্যেও কর্মহীনতা ও কর্মাভাবেও কর্মের বিগ্ৰহানতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, মানবজাতির মধ্যে তিনিই পণ্ডিত । তাদৃশ ব্যক্তি আহাব-বিহারাদি যাবতীয় সাংসারিক কার্যে লিপ্ত থাকিলেও বস্তৃতঃ যোগ্য পুরুষের দ্বায় সর্বব্যাপারে নির্লিপ্ত ।’ এই ভগবত্তত্ত্বের মধ্যে কর্মতত্ত্ব বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে । ভগবান্ যে বলিয়াছেন,—কোনটী কর্ম আব কোনটী অকর্ম, তাহা নির্ণয় করিতে পণ্ডিতগণও মূহমান হন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ । দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না । স্রোতোভিমুখে তরণী প্রবাহিতা ; তীরস্থিত তরু-রাজি নিশ্চল । অথচ আরোহীর মনে হয়, যেন তরণী স্থির রহিয়াছে ; আর তীরস্থিত তরু-রাজি বিপরীত দিকে চলিয়াছে । এইরূপ অতি দূরে একটি মানুষ চলিয়া যাইতেছে, অথচ দূর হইতে দর্শকের মনে হইতেছে,—পথিক যেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এতদুভয় ক্ষেত্রেই কর্মবিষয়ে মানুষ বিভ্রমগ্রস্ত । যে গতিশক্তি-বিশিষ্ট, মানুষ তাহাকে গতিহীন বলিয়া মনে করিতেছে, আর যে গতিহীন মানুষের দৃষ্টিতে সে গতিশক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । এরূপ ভ্রান্তি পদেপদেই উপস্থিত হয় । সুতরাং ভগবান বলিয়াছেন,—“কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ”—এ বিষয়ে কোনই সংশয় আসিতে পারে না ।

কর্ম-তত্ত্ব দুরধিগম্য বলিয়াই কর্মকে তিনটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া, ভগবান বলিলেন,—‘শাস্ত্রানুমোদিত বৈধ-কর্মের নাম—কর্ম ; শাস্ত্র-নিষিদ্ধ অবৈধ-কর্মের নাম—বিকর্ম ; এবং নিকর্ম বা কর্মহীনতার নাম—অকর্ম । এই কর্ম বিভাগে সাধারণতঃ মনোমধ্যে একটি প্রশ্নের উদয় হয় । কর্ম ও বিকর্ম এতদুভয়ের মধ্যে কর্মের সত্তা উপলব্ধি হয় বটে ; কিন্তু অকর্মের

বা নিকৰ্মের মধ্যে কৰ্মের সত্তা কোথায়? 'নৈকৰ্ম্য' শব্দে কৰ্ম-বাহিতা বা তুষ্টীস্তাব বুঝাইতে পারে। কিন্তু সেখানে কৰ্ম বা কৰ্মের সত্তা কিরূপে বুঝিতে পারি। শ্রীমদ্ভগবদগীতার টীকা-কারগণ সে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন,—একটু অনুধাবন করিলে, কৰ্মরাহিত্যের বা তুষ্টীস্তাবের মধ্যেও কৰ্মের সত্তা উপলব্ধি হয়। আমরা যখন মনে করি,—‘আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব; আমরা কোনও কৰ্ম করিব না; তুষ্টীস্তাব অবলম্বনে আমরা দিন কাটাঁইব’; তখনও কি কৰ্ম্যভাব উপস্থিত হয়? চুপ করিয়া থাকা, তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করা,—সেও কি এক প্রকার কৰ্ম নহে? কৰ্মের প্রকার-ভেদ হইতে পারে; কিন্তু সে অবস্থাও যে কৰ্মের অবস্থা, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। যখন আমরা মনে করি, আমি কিছু করিতেছি না; তখনও আমাতে অহঙ্কার আছে। অহঙ্কার থাকিলেই কৰ্ম থাকিবেই। অহঙ্কারাভিভূত মানুষট মনে করে,—‘আমি; আমার কাজ আমি করিতেছি।’ আবার অহঙ্কারাভিভূত ব্যক্তিরই মনে হয়,—‘আমি নিষ্ক্রিয় বসিয়া আছি; কৰ্ম আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।’ ফলতঃ, কৰ্ম না করার চেষ্টাতেও কৰ্মের একটা সত্তা আছে। তাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা নৈকৰ্ম্য ভাবের মধ্যেও কৰ্ম দেখিতে পান। স্মৃতাং কোনটী কৰ্ম, কোনটী অকৰ্ম, তাঁহারা তাহা নির্দেশ করিতে পাবেন। তাই ভগবান বলিয়াছেন,—‘যাঁহারা কৰ্ম, বিকৰ্ম ও অকৰ্ম, তিনের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া কৰ্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ই বুদ্ধিমান; তাঁহারা ই কংসকৰ্মক্লং, অর্থাৎ তাঁহাদের কোনও কৰ্মই অবশিষ্ট নাই; তাঁহারা ই মন্ত্রির অবিকারী।

কৰ্মের দ্বারা কৰ্মফল ফল করিতে হইলে, কৰ্ম অকৰ্ম ও বিকৰ্ম—তিনের সম্যক জ্ঞান প্রয়োজন। কারণ, বুঝিবাব দোষে কৰ্ম ও অকৰ্ম অনেক সময় বিকৰ্মে পর্যাবসিত হয়। যজ্ঞ বা দেব-পূজা প্রভৃতি কৰ্ম, শাস্ত্র-নিহিত কৰ্ম মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু যজ্ঞ বা দেব-পূজায় যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, এমন ব্যক্তিও সময় সময় যজ্ঞ বা দেব-পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠান মনে ধৰ্ম-ভাব আদৌ নাই; অথচ, তাঁহার গৃহে লোক-দেবান-হিসাবে পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান চলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে, অনুষ্ঠান মনে দাস্তিকতা উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার কৰ্ম—বিকৰ্ম মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ করা আর না করা উভয়ই সমান হইবে। এইরূপ, সংসার-ত্যাগী সাধু পুরুষ তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিয়া আছেন, এমন সময় দস্যু-ভয়ে ভীত হইয়া কোনও ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তিনি চেষ্টা করিলে তখন অনায়াসে আশ্রিত ব্যক্তিকে দস্যুহস্ত হইতে ত্রাণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া,—‘আমি কৰ্মত্যাগী’—এই অহঙ্কারে তিনি যদি দস্যু-হস্ত হইতে আশ্রিতকে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার তুষ্টীস্তাব-রূপ অকৰ্ম নিশ্চয়ই বিকৰ্মে পর্যাবসিত হইবে। শরণাগত আশ্রিত জনকে রক্ষা করা এবং বিপন্ন-জনের বিপন্যুক্তির পক্ষে যত্নপর হওয়া—ধৰ্ম-কৰ্ম। এ ক্ষেত্রে সেই ধৰ্ম-কৰ্মের অননুষ্ঠানে, তাঁহার অকৰ্ম বিকৰ্মে পরিণত হইবে। এইরূপ অহিংসা কৰ্ম হইয়াও বিকৰ্মে পরিণত হইতে পারে। সত্য কৰ্ম হইয়াও বিকৰ্মে পরিণত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দেখিতে পাই। তপস্বী কৌশিক সত্যপরায়ণ ছিলেন। দস্যু ভয়ে ভীত কয়েক জন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখ দিয়া পলায়ন করে; এবং সমীপস্থ লতাকুঞ্জ মধ্যে লুকায়িত থাকে।

অমুসরণকারী দম্ভ্যগণ বনমধ্যে কৌশিক ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট পলায়িত ব্যক্তি-
গণের সন্ধান জানিতে চায় । কৌশিক দম্ভ্যগণের নিকট মিথ্যা কহিতে সচ্ছচিত হন । অপিচ,
সত্যরক্ষার্থ দম্ভ্যগণকে লুকায়িত ব্যক্তিগণের সন্ধান বলিয়া দেন । তাহাতে লুকায়িত ব্যক্তিগণ
দম্ভ্যহস্তে নিহত হয় । ফলে, সত্য কহিয়াও কৌশিক সত্যকথনের ফলভাগী হইতে পারেন না ।
তাঁহার কর্ম বিকর্মে পর্যাবসিত হয় । আর সেই বিকর্মের ফলে কৌশিক নিরয়গামী হন ।
শাস্ত্রে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আছে । ব্যাধবালক একটা হিংস্র জন্তু বধ করিয়াছিল বলিয়া
প্রাণি-বধে তাহার স্বর্গলাভ হয় । সেখানে পশু-বধ-রূপ তাহার বিকর্ম কর্ম-মধ্যে গণ্য হইয়াছিল ।
কারণ, হিংস্র জন্তু বধ অধর্ম্য নহে । এইরূপ প্রতি কার্য্যই বিচার-সাপেক্ষ । কর্ম্মাকর্ম্মের
কর্তব্য-নির্দ্ধারণ এতই গভীর সমস্তা-মূলক ! কোন্ কর্ম্ম কর্ম্ম এবং কোন্ কর্ম্ম বিকর্ম্ম—শাস্ত্র
প্রায়ই তাহা নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন । কিন্তু সকলে সকল সময়ে সকল বিষয়ে
শাস্ত্রোপদেশের অমুসরণ করিতে সমর্থ নহেন । স্মৃতরাং কর্ম্মাকর্ম্ম-নির্ণয়ে অনেক সময়
মানুষকে মুহমান হইতে হয় ।

কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম প্রভৃতির স্বরূপ-তত্ত্ব-নির্ণয়ের পক্ষে জ্ঞান প্রধান সহায় । শাস্ত্র সেই
জ্ঞান প্রদান করেন । গুরুর নিকটও এই জ্ঞান লাভ করা যায় । ব্রহ্ম এবং কর্ম্ম উভয়কেই
জ্ঞানের দ্বারা লাভ করিতে হয় । উভয়কে জানিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে কর্ম্মকে মিশ্রিত করিতে
হইবে—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত । আর তাহাতে সমর্থ হইলেই মানুষের সকল ভ্রূপের অবসান
হইবে, মানুষ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্সর্গফল লাভ করিতে পারিবেন । কর্ম্ম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে
নিযুক্ত করার তাৎপর্য্য ভক্তি । অর্থাৎ,—জ্ঞান সাহায্যে কর্ম্মাকর্ম্ম ব্রহ্ম প্রভৃতির স্বরূপতত্ত্ব
অবগত হইয়া, ব্রহ্মের প্রতি ভক্তিভাবে আকৃষ্ট থাকিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্মকে নিযুক্ত করিতে
পারিলেই সিদ্ধিলাভ অবশ্যতাবী । শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবদ্ভক্তিতে সেই কথাই বিশদভাবে
বুঝান হইয়াছে । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কর্ম্মাকর্ম্মের ভেদতত্ত্ব বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছেন,—
“যশ সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ । জ্ঞানান্নিদগ্ধকর্মাণাং তমাহঃ পণ্ডিতঃ বুধাঃ ।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ । কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কুরোতি সঃ ॥

নিরানীর্ঘতচিতাত্মা ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ । শরীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্স্বান্নাপোতি কিঞ্চিৎ ॥”

অর্থাৎ,—যিনি যাবতীয় কর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান বিবর্জিতভাবে অমুষ্ঠান করেন,
তাঁহার জ্ঞানানলে শুভাশুভ লক্ষণ-সমূহ তন্মীভূত হইয়া থাকে । ব্রহ্মবিদগণ তাদৃশ ব্যক্তিকেই
পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করেন । সেই পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিবর্জনপূর্ব্বক
আকাঙ্ক্ষা-বিহীনতা-হেতু পরিতুষ্টি ও দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান বিহীনতা হেতু নিরবলম্ব । তিনি
তাদৃশভাবে কর্ম্মামুষ্ঠানে সম্প্রবৃত্ত হইলেও বাস্তবিক কোনও কর্ম্মই করেন না । ফলাকাঙ্ক্ষা-
পরিশ্রু-হ্রদয়ে অন্তঃকরণ ও আত্মাকে সংযত এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগসাধন সামগ্রী পরিত্যাগ
করিয়া কেবলমাত্র শরীরধাত্রী নির্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মামুষ্ঠান করিলে ভববন্ধন
বিনির্ম্মুক্ত হওয়া যায় ।

ফলতঃ, ঈশ্বর-সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্ম ক্ষয় হয় ;—সেই কর্ম্মের দ্বারাই ভগবানকে
প্রাপ্ত হওয়া যায় । ভগবৎ-প্ৰীতিকামনায় প্রযুক্ত কর্ম্মই—কর্ম্ম । শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত

হইয়াছে,—“তৎকৰ্মং হরিতোষং যৎ ।” যে কৰ্মে ভগবানের প্রীতি-সাধন হয়, যে কৰ্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ যে কৰ্ম সংকৰ্ম, সেই কৰ্মই—কৰ্ম ; সেই কৰ্ম-সাধনেই কৰ্মক্ষয় হইয়া থাকে । এখন, ভগবানে সংশ্রবযুক্ত কৰ্ম বলিতে আমরা কোন কৰ্মকে বুঝি ? কোন কৰ্মে ভগবানকে লাভ করা যায় ? শ্রীমদ্ভগবদগীতায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখা অৰ্জুনকে বিশেষভাবে বলিয়াছেন,—“মৎকৰ্মকৃতং” ইত্যাদি । অর্থাৎ,—সেই আমাকে পায়, যে আমার কৰ্ম করে । বাহার সকল কৰ্ম আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেই আমার লাভ করে ।’ সেই নিমিত্তই ভগবান্ বার বার উপদেশ দিয়াছেন,—যে কোন কৰ্মই কর না কেন, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর ।’

“যৎ করোষি যদগ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

যৎ তপস্তসি কোন্তেয় ! তৎ কুরুধ মদর্পণম্ ॥

অত্ৰ আবার এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

“কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্কা বুধ্যায়না বাহুহতবভাবাং ।

করোতি যৎ যৎ সকলং পরমৈ নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥”

কৰ্ম ভগবানে সমর্পণ করিলেই ভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ সংঘটিত হয় । স্বর্ঘ্যকান্ত মণির স্বতঃসিদ্ধ দাহিকা-শক্তি নাই সত্য ; কিন্তু স্বর্ঘ্যরশ্মি-সম্বন্ধ লাভ করিলে, তাহাতে দাহিকা-শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে—স্বর্ঘ্যের শক্তিতে সেও শক্তিসম্পন্ন হয় । কৰ্মও তদ্রূপ ভগবানে সমর্পিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ-শক্তি লাভ করিয়া থাকে । সেই কৰ্মের দ্বারাই কৰ্মক্ষয় হইয়া থাকে । মন্ত্রে কৰ্মক্ষয়কারী সেই ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত কৰ্মকেই সম্বোধন করা হইয়াছে । আর সেই কৰ্মের দ্বারা কৰ্মক্ষয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির কামনা মন্ত্র মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি ।

সপ্তম—‘ঋবাসি’—মন্ত্রে এক অপূর্ব ভাবের বিকাশ হইয়াছে । ভাষ্যমতে ভূমিকে স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় । কিন্তু আমাদের মতে এখানে মনকে দৃঢ় করিবার সজ্জন প্রকাশ পাইয়াছে । মন যদি দৃঢ় হয়, মন যদি স্থির হয়, তাহা হইলে রিপুশত্রু আপনিই বিমর্দিত হইতে পারে । মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া পরমাত্মায় শ্রুত করিতে পারিলে, সকল অভীষ্ট পূরণ হয় । মন্ত্রের তাই লক্ষ্য—‘পরমার্থসাধন জ্ঞাত আমি যেন অবিচলিতভাবে ভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হই ।’

অষ্টম—‘যং পরিধিঃ’ প্রভৃতি—মন্ত্রের দ্বারা পরিধি-সমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয় । ইহাই হইল—ইষ্টিসংপূর্তি । প্রথম পরিধিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ-কালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি । সে মতে ভাষ্যের অর্থ হয়,—‘হে আহবনীয় অগ্নিদেব ! পাণিনামক অম্লরগণ কর্তৃক সম্যক অবরুদ্ধ হইয়া অম্লরগণের উপদ্রব-নাশের জ্ঞাত যে পরিধিকে পশ্চিমদিকে স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনাদি প্রিয় সেই পরিধিকে আমি বহিতে নিক্ষেপ করিতেছি । এই পরিধি আপনার নিকট হইতে যেন অপগত হইতে না জানে (অর্থাৎ আপনাতেই অবস্থিত হউক) । অনন্তর দক্ষিণ ও উত্তর পরিধিধ্বংসকে “যজ্ঞস্ত পাথং” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা একেবারে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । তাহাতে অর্থ হয়,—‘হে দক্ষিণোত্তর পরিধিধ্বংস ! তোমরা যজ্ঞের ফলস্বরূপ অন্নকে প্রাপ্ত হও ।’

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অগ্নিস্বরূপ দেবকে জ্ঞানাগ্নি বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নি কখনই ‘পনি’ নামক বিশেষ কোনও অস্তুর কর্তৃক নিরুদ্ধ থাকিতে পারেন না। জ্ঞানাগ্নি রিপুশত্রুর দ্বারাই অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং অগ্নিকে জ্ঞানাগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া, ‘পনি’ পদকে রিপুশত্রুরূপে ধারণা না করিলে, মন্ত্রের কোনই নিগূঢ় সুসঙ্গত ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকার ‘পরিধি’ পদে স্থূল বস্তুবিষয়ক বেঠনীকে অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা মনে করি, পরিধির প্রকৃষ্ট অর্থ এখানে শুদ্ধসত্ত্বাব-স্বরূপ বাবধায়ক ভিন্ন, স্থূল জড়ায়িকা বেঠনী কখনই সুসঙ্গতরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি রিপু-শত্রুগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া সাধক হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বাবরূপ ব্যবধান স্থাপন করেন। সাধক আপনার সেই প্রিয় সানগ্রীকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।’ সাধক যখন বিবেক-বহ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টাশ্রিত হন, রিপুকুল তখন তাহাকে নির্দীপিত করিতে যত্নবান হয়,—কিছুতেই সেই জ্ঞানবাহ্নিকে উদ্দীপিত হইতে দেয় না। তখন সাধক কাতর কণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়ে জ্ঞানময় অগ্নিদেবকে ডাকিয়া বলেন,—‘হে দেব! হে অন্তরাঙ্গার প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতা! আপনি একবার আমার প্রতি রূপাকটাক্ষপাত করুন। দেখুন,—যে শুদ্ধসত্ত্বাব আপনার পবন প্রিয়, বাহা কেবলমাত্র আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই পরম ভাবকে আমি প্রাণে প্রাণে পোষণ করিতেছি। কিন্তু রিপুশত্রুকুল নিমজ্জিত করিতে উত্তত হইয়াছে। আমার রক্ষা করুন—যোর রিপুশত্রু-গণের করাল হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।’

ভাষ্যকার ‘পাথঃ’ শব্দ ‘অন্ন’ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ‘পাথ’ শব্দের অথে শুদ্ধসত্ত্বাবকে গ্রহণ করিলাম। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অভ্যন্তরে দ্বিবিচিন্তাস্তক ‘উপসমিতং’ ক্রিয়া পদ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে আমরা সাধনক্ষেত্রের দুই মুখ্য ভাবের প্রতি লক্ষ্য করি। অর্থ হয়,—‘হে আমার কৰ্ম্ম ও ভক্তি, তোমরা জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রিয় সেই (সংকল্পের সূক্ষ্ম-স্বরূপ) শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হও।’

সাধন ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সাধক-হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন তাহার ভাগ্যে পরম জ্যোতির সন্দর্শন সৌভাগ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। তখন সাধক স্বীয় কৰ্ম্মকে ও ভক্তি-ভাবকে জ্ঞানমুখী করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে কৰ্ম্ম ও ভক্তিকে জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত করিতে না পারিলে তাহাদের প্রতিষ্ঠা বা দৃঢ়তা সংস্থাপিত সংবন্ধিত হইতে পারে না। যে কৰ্ম্ম জ্ঞানমুখী নহে, সে কৰ্ম্ম কন্মই নহে—অকৰ্ম্ম। যে ভক্তি জ্ঞানসম্বিত নহে, সে ভক্তি অস্থায়ী। তাই সাধক, হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, অন্তরের অন্তস্থল হইতে বলিয়া থাকেন,—‘হে আমার কৰ্ম্ম, হে আমার ভক্তিভাব, এখন তোমরা জ্ঞানময় জ্যোতিঃস্বরূপ দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও। তাঁহার শুদ্ধভাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত কর।’ শুদ্ধ-সত্ত্ব ও ভগবান যে অভিন্ন,—দ্বিতীয় অক্ষরে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যেও সেই ভাবেরই আভাষ আছে। ভাষ্যে আছে,—‘এষ তন্তোঃপরন্তো নৈব।’ ইহা হইতেই ঐ

অভিন্ন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যয়েও ঐ একই ভাব প্রাপ্ত হই। সে ভাব এতৎপ্রসঙ্গে প্রথম অধ্যয়ের বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে পূর্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

তার পর নবম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ‘সংস্রাবভাগাঃ’ প্রভৃতি এই নবম মন্ত্রে ভাষামুসারে সংস্রাবগুলিকে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। এ মতে ‘সংস্রাব’ শব্দে বিলীন আজ্যকে বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা সংস্রাব-ভাগী হউন, সেইরূপ সংস্রব অগ্নির দ্বারা মহৎ অর্থাৎ সকলের আরাধনীয় হউন। এবং যে দেবগণ প্রস্তরের বর্তমান, এবং বাহারা আশ্রয় বহিতে সমানীন,—সেই বিশ্বদেবগণ মদীয় এই বাক্যকে সর্বত্র বর্ণন করিতে করিতে (অর্থাৎ—এই যজমান সম্যক্ অর্চনা করিতেছেন— এইরূপ বাক্য সকল দেবতার মধ্যে বলিতে বলিতে) এই যজ্ঞে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত এবং হর্ষান্বিত হউন। এক্ষণে আমরা এ মন্ত্ৰটির যেকোন অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্ৰস্থিত ‘প্রস্তরেষ্ঠাঃ’ পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—‘প্রস্তরস্থিত দেবগণ!’ আমরা লক্ষণাশক্তির সাহায্যে ভাষামুসারেই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি,—‘প্রস্তরের ত্রায় স্থিৎ-স্থাননিবাসী’। অর্থাৎ,—যে দেবগণ বা দেবভাব-সমূহ, কামক্রোধাদি শত্রুত উপদ্রবরহিত স্থির দৃঢ় হৃদয়ে বাস করেন। ইহাতেই ঐ পদ দেবগণের বা দেবভাবেরই সুসঙ্গত বিশ্লেষণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। আরও, ‘পরিধেয়াশ্চ’ এই পদের চ-কারটিকে ভাষ্যকার ভেদহৃৎক বলিয়া অর্থ-নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—দেবগণ এবং পরিধিজাত দেবগণ। ইহাতে আমরা বলি,—চ-কারটি যদি ভেদহৃৎক না হইয়া পাদপূরণজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের সুসঙ্গত অর্থ নিকাশিত হইতে পারে, অর্থাৎ ‘প্রস্তরেষ্ঠাঃ’ পদ ‘পরিধেয়াশ্চ’ পদের গুণত্বোক্তক মাত্র। ‘পরিধি’ শব্দের শুদ্ধস্বভাবরূপ অর্থের বিষয় পূর্বমন্ত্রে সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। শুদ্ধস্বভাব উদয়েই হৃদয়ে দেবভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধস্বভাবই একমাত্র দেবভাবের জনক।

‘সংস্রাব’ পদের অর্থ ‘সিচ্যমান আজ্যশেষঃ’ অর্থাৎ বিলীন আজ্য না ধরিয়া উহার প্রচলতি অর্থ ‘সংসর্গ’ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হইয়াছে,—‘প্রস্তরবৎস্থিরস্থান-নিবাসী শুদ্ধস্বভাবপন্ন হে দেবভাবনিবহ! আপনারা ভক্তিসুধাতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সাধকের সংসর্গভাগী হইয়া থাকেন।’ মন্ত্রের অপরাংশের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই মতবৈধি নাই। তবে ‘গৃগন্তঃ’ পদের ভাবার্থ—‘সমাদরে শ্রবণ করিয়া’ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে এ অংশের অর্থ হইয়াছে,—‘হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞে (আমার হৃদয়ে) উপবেশন পূর্বক তৃপ্তি লাভ করুন।’ একটু অভিনিবেশ পূর্বক মন্ত্রের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—হৃদয়ে কামক্রোধাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকল যখন দমিত হইয়া থাকে, হৃদয়-ক্ষেত্র যখন সেই কামক্রোধাদি রিপু-বর্ষের উপদ্রব-পরিশুদ্ধ হয়, তখনই শুদ্ধস্বভাবের উদয় হইয়া থাকে—দেবভাব আসিয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। ক্রমশঃ সেই দেবভাবসমূহ, ভক্তিসুধা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সাধকের সংসর্গভাগী হইয়া থাকে। অথবা আমাদের অভীষ্টপূরণ দ্বারা তাঁহারা বর্দ্ধিত হইয়েন, অর্থাৎ আমাদের অভীষ্টপূরণেই হৃদয়ক্ষেত্রে তাহাদের সত্তা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাতে সাধকের

সহিত দেবভাবসমূহের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় ; অর্থাৎ তখনই শুদ্ধসত্ত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে সাধকের সহিত সম্মিলিত হন । ইহাই হইল—মন্ত্রের তাৎপর্য ।

‘অগ্নেঋণঃ’ প্রভৃতি দশম মন্ত্রে ভাষ্যকার জুহু এবং উপভূৎকে লক্ষ্য করিয়াছেন । ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে—‘হে জুহু ও উপভূৎ ! পৃথিবী অভিমানী অবিনশ্বর গৃহরূপ অগ্নির শকটরূপ হানে যজমানের স্রুথের নিমিত্ত তোমাদিগকে স্থাপন করিতেছি । হে স্রুথ-স্বরূপ জুহু ও উপভূৎ ! তোমরা আমাকে স্রুথে স্থাপন কর । যজ্ঞভারবাহী বৃষদ্বয়কে (দম্পতীকে) রক্ষা কর ।’ আমরা এই মন্ত্রে জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি । ‘ধূর্য্যো পাতং’ পদদ্বয়ে কোনও সম্বোধনের নাম গন্ধ নাই । এখানেও ভাষ্যকার জুহু ও উপভূৎকে টানিয়া আনিয়াছেন । এবং ‘ধূর্য্যো’ পদে শকটবাহী বৃষদ্বয় অর্থ আমনন করিয়াছেন । অর্থ হইয়াছে,—‘হে জুহু ও উপভূৎ ! তোমরা শকটবাহী বৃষদ্বয়কে রক্ষা কর ।’ এবম্বিধ অর্থ কি সম্ভাবের হুচনা করে, তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন । আপস্তম্বের মতে শকটের পূর্বভাগে স্রুথ স্থাপন করিয়া যুগধূরকে প্রোক্ষণ করিতে হয় । বাহা ইউক্, আমরা ‘ধূর্য্য’ শব্দের প্রকৃতিত্ব অনুসরণে ‘সংকর্ম্মনির্বাচক’ অর্থ গ্রহণ করিলাম । সংকর্ম্মের নির্বাচক দুই জন—জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন আর কে হইতে পারে ? তাই এখানে জ্ঞানস্বরূপ ও ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া সাধক প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—‘হে দেবদ্বয় ! আপনারা আমার সংকর্ম্মের নির্বাচক দুই জন, জ্ঞান ও ভক্তিকে রক্ষা করুন ।’ জ্ঞান ও ভক্তিকে, মন্ত্রের প্রথমার্শে, অগ্নি-নিবাসহেতুক ভগবানে নিয়োজিত করা হইয়াছে । জ্ঞান ও ভক্তি যখন ভগবানে গ্রাস্ত করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে অনন্তা-ভক্তি এবং দিব্য বিশুদ্ধ জ্ঞান বলা যায় । সেই দিব্য বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অনন্তা-ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । সেই জ্ঞান ও সেই ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের প্রথমার্শে প্রকাশ পাইয়াছে ।

একাদশ মন্ত্র—ফলীকরণ মন্ত্র । তত্ত্ব হইতে মালিন্যংশ অপনীত করাকে ফলীকরণ কহে । ‘অগ্নে অদকায়ঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে ‘স্রুত্’ গ্রহণ করিতে হয় । মন্ত্রের অর্থ হয়,—যজমানকে হিংসা হইতে রক্ষাকারী, অতিশয় ব্যাপক গার্হপত্য নামক হে অগ্নি ! আমাদের বজ্র হইতে রক্ষা কর অর্থাৎ শত্রুপ্রযুক্ত বজ্রসদৃশ আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা কর ; বন্ধন-হেতুভূত জাল হইতে আমাকে রক্ষা কর ; অশাস্ত্রীয় যাগ হইতে আমাকে রক্ষা কর ; বাগাদির অধিকারের বিরোধী হুষ্টবস্ত্র ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা কর ; অসংকর্ম্ম পাপাচরণ হইতে আমাকে রক্ষা কর ; আমাদের হবিস্বরূপ অগ্নিকে বিষয়হিত কর ; সম্যক্ অবস্থান বোধ্য গৃহে আমাকে স্থাপন কর, অথবা গৃহে স্থিত আমাদের অগ্নিকে বিষয়হিত কর । আমার অমৃষ্টান স্রুত্ হউক ।’ ‘বাহা’ শব্দ দেবোদ্দেশ্যে হবির্দান করে প্রযুক্ত হয় । আদর প্রদর্শন জন্ত ঐ শব্দের প্রয়োগ । এখানেও দেবগণকে সমাদর পূর্বক হবির্দান জন্ত এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি । যে সকল রিপুশত্রু সাধনমার্গের প্রধান বিঘ্নকারী, তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ত এ মন্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনা

জানান হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—‘হে হিংসা হইতে রক্ষাকারী সর্বব্যাপক দেবতা, আপনি আমাকে শত্রুর বজ্রতুল্য অস্ত্র হইতে রক্ষা করুন।’ শত্রুর বজ্রবৎ অস্ত্র—কোন ভাব ছোঁতনা করে? আমরা বলি, সাধককে সাধনা হইতে বিচ্যুত করিবার অস্ত্র রিপুশত্রুগণের যে প্রবল প্রচেষ্টা, তাহাই তাহাদিগের বজ্রবৎ কঠিন অস্ত্র-প্রয়োগ। অস্ত্র প্রার্থনা—‘বন্ধনহেতুভূত মায়াপাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন।’ মায়া যে প্রবল শত্রু, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? সাধক যখন মায়ার করাল গ্রাস হইতে অব্যাহতি-লাভে সমর্থ হন, তখন তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধি করার পথও সুগম হইয়া আসে। ইহা সর্বশাস্ত্রের প্রধান মত। মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারিলে, সহজেই ভগবৎ-সাম্রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে। এখানে সাধকের সেই প্রার্থনাই প্রকটীকৃত। এইরূপে মন্ত্রাভ্যাস্তরস্থিত এক একটা প্রার্থনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়,—সাধক অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে মানসচক্ষে যাহাদিগকে সাধনার প্রধান অন্তরায় বলিয়া দেখিতেছেন, তাহাদের নিকট হইতে আশ্রয়ক্ষার উদ্দেশ্যে দেবতাব নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সকলরূপ প্রার্থনার পর শেষ প্রার্থনা জানাইতেছেন,—‘সুখদা যোনৌ’। আমরা এস্থলে ‘যোনৌ’ শব্দের লক্ষ্য—সেই একমাত্র বিশেষ উৎপত্তিস্থানভূত পরব্রহ্মকেই নির্দেশ করি। অর্থাৎ সাধক বলিতেছেন,—‘হে দেব! আমার চরম প্রার্থনা—আমাকে পরব্রহ্মে লীন করুন।’

দ্বাদশ (দেবা গাতুবিদো) বা শেষ মন্ত্রের পূর্বার্দ্ধ দ্বারা যজ্ঞীয় দেবগণকে বিসর্জন করিতে হয়। এ মতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—‘হে মার্গবিৎ দেবগণ! যজ্ঞরন্তের পূর্বে আপনারা যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, পুনরায় আপনারা সেই মার্গ বা পথ অবলম্বন করিয়া গমন করুন।’ এইরূপে দেবগণকে বিসর্জন করিয়া মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধে মনসম্পতি দেবতাকে সন্মোদন করিয়া বলিতে হয়,—‘দেবযজ্ঞন বিষয়ে মনের প্রবর্তক হে মনসম্পতি পরমেশ্বর! এই যজ্ঞ আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি; আপনি এই যজ্ঞকে দেবগণে এবং সর্বক্রিয়ার প্রবর্তক বায়ু-দেবতাতে স্থাপন করুন। এই আজ্য সূত্ৰত হউক।’ ইহাই ইহল ভাষ্যানুমোদিত বর্ণ।

আমরা এই মন্ত্রটিকে অতি উচ্চভাবজাতক বলিয়া মনে করি। একটু স্থির-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখিতে পাইবেন,—এই মন্ত্রের মধ্যে কি এক গভীর মহান্ উদার-ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সাধক প্রথমতঃ দেবভাবনিবহকে সন্মোদন করিয়া কহিতেছেন,—‘হে দেবভাবনিবহ! আপনারা যজ্ঞাদি সংকর্মাভিজ্ঞ। আমাদের সংকর্মেচ্ছা বিদিত হইয়া তাহাকে প্রাপ্ত হউন।’ ইহাতে হুই ভাব আসিতে পারে। কোনও সাধক যদি সংকর্মাভিজ্ঞান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবেই অনুষ্ঠিত হউন না কেন,—আপনারা অবগত হইয়া থাকেন। অথবা আপনারাই যজ্ঞাদি সংকর্মের অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত আছেন। আপনারা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।’ ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের পূর্বার্দ্ধের বিষয়। শেষাংশে সাধকের ঐকান্তিকতা, কর্মফলভাগ প্রভৃতি নিকাম ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক কহিতেছেন,—‘হে দেব, আমার কর্ম যেন প্রাণ মনের একতা অবস্থায় সাধিত হয়। আমি সকল কর্মফল

আপনাতে সমর্পণ করিতেছি। আপনি তাহাকে বায়ুতে মিশাইয়া দেন।’ ‘বায়ুতে মিশাইয়া দেন’ বলিতে কি ভাব প্রকাশ পায়। বায়ু—বিশ্বপ্রাণ সর্বত্রগ। বায়ু বিশ্বের হিতের নিমিত্তই সর্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার এই ক্ষুদ্র অন্তর্ধান মিলিত হইলে—আপনি আমার এই গ্রন্থ কর্মফলকে বায়ুতে মিশাইলে, সেই কর্মফল বায়ুর সহিত বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে মিশাইয়া যাইবে। সেই কর্মফল বিশ্বের কল্যাণ সাধনেই প্রযুক্ত হইবে। আমি কর্মফল ইচ্ছা করি না। হে দেব! আপনি এই কর্মফলকে বায়ুর গ্রায় অনন্ত করিয়া অনন্ত বিশ্বের হিতসাধনে প্রযুক্ত করুন।’ ইহার অপেক্ষা আর উদার নিদান নহং কামনা—মহং প্রার্থনা কি হইতে পারে? আমরা মনে করি, অন্ত্রবাকের উপসংহারে সাধক “সর্বকর্মফলং ত্যক্তা শান্তি-মাপোতি নৈষ্টিকীং”—ভগবানে সকল কর্মফল ত্যাগ করিয়া এই পরাশান্তি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। গীতা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—কর্মফল-ত্যাগই প্রধান ধর্ম। কর্মফল ত্যাগই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান হেতুভূত। তাই শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

“অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদ্বোংমশ্রিতঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুৰ্ব যতাস্ববান ॥
 ইমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্তানং প্রাপ স্তসি শাস্বতম্ ॥
 মন্যনা ভব মদ্বক্তো মদবাক্তী মাং ননশ্রুত। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানি প্রিয়োহসি মে ॥
 সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥”
 ভগবান সেই সর্বকর্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া একমাত্র তাঁহারই আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়াছেন। ‘কায়েন মনসা বাচা’—সর্বভাবে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে আর ভাবনা থাকে কি? মধ্য সেই উপদেশটি প্রদান করিতেছেন। সর্বকর্মফল ভগবানে গ্রন্থ করিয়া কায়মনোবাক্যে—সর্বভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর; সকল ছুৎখের অবসান হইবে, সকল অভিষ্ট পূর্ণ হইবে,—মস্ত্রে এই উদ্বোধনাই বর্তমান ॥ * (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১ গ্রন্থবাক) ॥

চতুর্দশঃ স্তোত্রঃ ।

(প্রথমোঃষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । চতুর্দশোঃগ্রন্থবাকঃ ।)

(১) উভা বামিদ্রাঘ্নী অহুবধ্যা উভা রাধসঃ সহ গাদয়ধৈ। উভা

দাতারাবিষাৎ রয়ীণামুভা বাজস্ত সাতয়ে হুবে বাম্ ।

* এই অন্ত্রবাকের কয়েকটি মন্ত্র শুক্লযজুর্বেদ সংহিতায় একটু রূপান্তরে পরিদৃষ্ট হয়। সেই মন্ত্র কয়েকটি; যথা,—(১) ‘বহুভাষা’ প্রভৃতি; (২) ‘অন্তঃ রিহাণাঃ’ প্রভৃতি; (৩) ‘আয়ুশা’ প্রভৃতি; (৪) ‘যং পরিধিঃ’ ইত্যাদি; (৫) ‘সংস্রাবতাগাঃ’ প্রভৃতি; (৬) ‘অশ্বৈঃস্রাবাঃ’ প্রভৃতি; (৭) ‘দেবা গাতুবিনো’ প্রভৃতি।

(২) অশ্রবৎ হি ভূরিদাবন্তরা বাং বিজামাতুরূত বা বা স্থালাৎ ।

অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্ ।

(৩) ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধুনুতং । সাকমোকেন কর্ম্মণা !

(৪) শুচিং নু স্তোমং নবজাতমগ্নেদ্রাগ্নী যুত্রেহগা জুমেথাম্ । উভা

হি বাৎ স্ত্রহবা জোহবীমি তা বাজৎ সগ্গ উশতে ধেষ্টা ।

(৫) বয়মু ত্বা পথস্পাতে রথং ন বাজসাতয়ে । ধিয়ে পৃম্ময়ুজুহি ।

(৬) পথস্পাথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কুতো অভ্যানডর্কম্ ।

স নো রাসচ্চুরুধশ্চন্দ্রাগ্না ধিয়ংধিয়ৎ সীমধাতি প্র পৃষা ।

(৭) ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ৎ হিতেনেব জয়ামসি । গামশ্বং

পোষয়িত্বা স নঃ মৃড়াতীদৃশে ।

(৮) ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তুমর্ষিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাত্ ধুক্ ।

মধুশ্চুতং যতমিব স্পৃতমুতস্য নঃ পতয়ো মৃডয়ন্ত ।

(৯) অগ্নে নয় হুপথা রায়ে অগ্নান্নিধানি দেব বহুনানি বিধান্ ।

যুযোধ্যস্বজুহুরাগমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ।

(১০) অা দেবানামপি পশ্চামগম্য যচ্ছরবাম তদসু প্রবোচুম্ ।

অগ্নির্বিধানংস যজাং সেতু হোতা সে

অধ্বরানংস ঋতুন্ কল্পয়াতি ।

(১১) যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো । মহিমীব

ঋদ্রয়িত্বব্রাজা উদীরতে ।

(১২) অগ্নে ঋং পারয়া নবো অগ্নান্ংস্তুভিরিতি দুর্গাগি

বিধা । পৃষ্ঠ পৃথ্বী বহ্না ন উর্বা ভবা

তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ।

(১৩) ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষা । ঋং যজ্ঞেষীভ্যঃ ।

(১৪) যমো বয়ং প্রমিনাম ত্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ ।

অগ্নিস্তদ্বিশ্বমাপৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দেবাঃ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥ ১৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) উভা বাম ইন্দ্রাগ্নী ইতীজ্ঞ—অগ্নী আহবধৌ উভা রাধসঃ সঃ ।

নাদয়ধৌ উভা দাতারৌ ইষাম্ রয়ীণাম্ উভা ।

বাজন্ত সাতয়ে হবে বাম্ ।

(২) অশ্রবম্ হি ভুরিদাবন্তরেতি ভুরিদাবৎ—তরা বাম্ বিজামাতুরিতি

বি—জামাতুঃ উভা বা ঘা শ্রালাং অথ সোমন্ত প্রযতীতি প্র—যতী ।

যুবভ্যামিতি যুব—ভ্যাম্ ।

(৩) ইন্দ্রাগ্নী ইতীজ্ঞ—অগ্নী স্তোমম্ জনয়ামি নবাম্ ইন্দ্রাগ্নী ইতীজ্ঞ—অগ্নী ।

নবতিম্ পুরঃ দাসপত্নীরিতি দাস—পত্নীঃ অধুতম্ সাকম্ একেন কৰ্ম্মণা ।

(৪) তচ্চিৎ হু স্তোমম্ নবজাতমিতি নব—জাতম্ অত ইন্দ্রাগ্নী ইতীজ্ঞ—

অগ্নী। বৃত্রহণেতি বৃত্র—হনা। জুবেথাম। উভা। হি। বাম্। সুহবেতি

সু—হবা। জোহবীমি। তা। বাজম্। সত্যঃ। উশতে। ধোতা।

(৫) বয়ম্। উ। জা। পথঃ। পতে। রথম্। ন। বাজসাতয় ইতি বাজ—সাতয়ে।

ধিয়ে। পূষন্। অযুক্তাহি।

(৬) পথম্পথ ইতি পথঃ—পথঃ। পরিপতিমিতি পরি—পতিম্। বচশা। কামেন। কৃতঃ।

অভীতি। আনট্। অর্কম্। সঃ। নঃ। রাসং। গুরুধঃ। চন্দ্রাগ্না ইতি চন্দ্র—

অগ্নাঃ। ধিয়ংধিয়মিতি ধিয়ং—ধিয়ম্। সীমধাতি। প্রেতি। পূষা।

(৭) ক্ষেত্রশ্চ। পতিনা। বয়ম্। হিতেন। ইব। জয়ামসি। গাম্। অশ্বম্।

পৌষয়িদ্। এতি। সঃ। নঃ। যুড়াতি। ঈদুশে।

(৮) ক্ষেত্রশ্চ। পতে। মধুমন্তমিতি মধু—মন্তম্। উর্শ্মি। ধেনুঃ। ইব।

পয়ঃ। অন্মাসু। ধুক্। মধুশ্চতমিতি মধু—শ্চতম্। যতম্। ইব।

সুপ্তমিতি সু—প্তম্। ঋতশ্চ। নঃ। পতয়ঃ। যুড়য়ন্ত।

(৯) অগ্নে। নদ। সুপথেতি সু—পথা। রায়ে। অন্মান্। বিশ্বানি। দেব।

বয়ুনানি । বিদ্বান্ । যুবোধি । অশ্বং । জুহবাণম্ । এনঃ । ভূয়িষ্ঠাম্ । তে ।

নমউক্তিমিতি নমঃ—উক্তিম্ । বিধেম ।

(১০) এতি । দেবানাম্ । অপীতি । পদ্যাম্ । অগ্নয় । যং । শরুবাম্ । তং ।

অদ্বিতি । প্রবোচুমিতি প্র—বোচুম্ । অগ্নিঃ । বিদ্বান্ । সঃ । যজ্ঞাং । সঃ ।

ইং । উ । হোতা । সঃ । অধবরান্ । সঃ । ঋত্বান্ । কল্পয়াতি ।

(১১) যং । বাহিষ্ঠম্ । তং । অগ্নয়ে । বৃহৎ । অর্চ । বিভাবসো ইতি বিভা—

বসো । মহিষী । ইব । ত্বং । রয়িঃ । ত্বং । বাজাঃ । উদিতি । ঈরতে ।

(১২) অগ্নে । স্বম্ । পায়য় । নব্যঃ । অস্মান্ । স্বস্তিভিরিতি স্বস্তি—তিঃ ।

অভীতি । হুর্গণীতি দুঃ—গানি । বিশ্বা । পূঃ । চ । পৃণী । বহলা ।

নঃ । উক্বী । ভব । তোকায় । তনয়ায় । শম্ । যোঃ ।

(১৩) স্বম্ । অগ্নে । ব্রতপা ইতি ব্রত—পাঃ । অসি । দেবঃ । এতি ।

মর্ত্যেযু । আ । স্বম্ । যজ্ঞেযু । ঈডাঃ ।

(১৪) যৎ। বঃ। বয়ম্। প্রমিনামেতি প্র—মি নাম। ব্রতানি। বিহ্বাম্।

দেবঃ। অবিহ্বাস ইত্যবিহ্বঃ—তরাসঃ। অগ্নিঃ। তৎ। বিহ্বম্। এতি।

পূণাতি। বিহ্বান্। যেভিঃ। দেবান্। ঋতুভিরিত্যতু—ভিঃ। কল্পয়াতি ॥ ১৪ ॥

* * *

মন্ত্রাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। ‘ইজ্রাগ্নী’ (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ !) ‘বাং’ (যুবাং) ‘উভা’ (উভৌ) ‘আহবধা’ (আহবধৌ, আহ্বাতুমিচ্ছামি ইতি শেষঃ) ; ‘উভা’ (যুবাং উভৌ) ‘রাধসঃ সহ’ (হবির্লক্ষণেন ধনেন সহ, অশ্বাকং আরাধনয়া সহ ইতি ভাবঃ) ‘মাদয়িধে’ (মাদয়িতুং হর্ষয়িতুং বা সঙ্কল্পয়িত্বে ইতি শেষঃ) ; যতঃ ‘উভা’ (উভৌ যুবাং) ‘ইবাং’ (ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদানাং অন্নানাং ইতি ভাবঃ) ‘রয়ীণাং’ (পরলোকে পরমার্থ-প্রদানাং ধনানাং ইতি ভাবঃ) ‘দাতারা’ (দাতারৌ, বিতরণকারিণৌ) ভবথ ইতি শেষঃ। অতঃ ‘উভা’ (উভৌ) ‘বাং’ (যুবাং) ‘বাজস্ত’ (ইহলোকে শক্তিজ্ঞানপ্রদস্ত পরলোকে পরমার্থপ্রাপকস্ত ইতি ভাবঃ) ‘সাতয়ে’ (সাতায়, দানায় বা) ‘হবে’ (আহবামি)। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ ইজ্রাগ্নীরূপৌ দেবৌ পরিতৃপ্তৌ ভবতঃ। শক্তিজ্ঞানঞ্চ অশ্বভ্যাং প্রযচ্ছতং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

২। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ ! ‘বাং’ (যুবাং) ‘ভুরিদাবত্তরা’ (প্রকৃষ্টদান-শীলৌ ইত্যর্থঃ) ‘অশ্রবং হি’ (ইত্যেবং অশ্রৌষং, শৃণোমি বা) ; ‘উত বা’ (অপচ) ‘বিজামাতুঃ’ (বিশিষ্টং অপত্যং উৎপাদয়িতুঃ, বিশিষ্টধনপ্রদাতুঃ ইত্যর্থঃ) ‘শ্রালাং’ (শালাং, গৃহাং, স্বদমাং ইতি ভাবঃ) ‘ঘা’ (রিপূণাং হস্তারৌ ভবথঃ ইতি ভাবঃ)। ‘অথ’ (অনন্তরং, তাদৃশৌ গুণোপেতৌ যুবাং ইতি জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ) ‘ইজ্রাগ্নী’ (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিপতী হে দেবৌ !) ‘যুবত্যাং’ (যুবাত্যাং) ‘সোমস্ত’ (সম্ভাবস্ত—অংশঃ ইতি ভাবঃ) ‘প্রযতী’ (উৎসর্গায়) ‘নব্যং’ (অভিনবং—চিরনূতনং ইতি ভাবঃ) ‘স্তোমং’ (স্তোত্রং—মন্ত্রং) ‘জনয়ামি’ (হৃদি উৎপাদয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং দেবমাহায্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পস্থচকশ্চ। তাৎপর্য্যার্থঃ—দেবৌ পরমদাতারৌ শক্রনাশকৌ চ। হৃদি তয়োঃ প্রতিষ্ঠার্থং অহং সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবামি ইতি ভাবঃ।

৩। ‘ইজ্রাগ্নী’ (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ !) যুবাং ‘দাসপত্নীঃ’ (সৎকর্মাণাং উপকরিতৃণাং শক্রণাং ইতি ভাবঃ) ‘অধুহুতং’ (অধুবিভং ইত্যর্থঃ) ‘নবতিং’ (বহু-সংখ্যাকং) ‘পূরঃ’ (গৃহং), অথবা ‘নবতিং পূবঃ’ (নবদ্বারবিশিষ্টং অসংখ্যশক্রপরি-

বেষ্টিতং অম্বাকং দেহরূপং গৃহং ইতি ভাবঃ, যদ্বা—সর্বান্ শক্রান্ নাশয়িষ্যি নবদ্বারবিশিষ্টং দেহরূপং গৃহং রক্ষসি পালয়সি চ ইতি তাৎপর্যার্থঃ) । তস্মাৎ ‘কৰ্ম্মণা (শক্রনাশরূপেণ মহৎ কৰ্ম্মণা ইত্যর্থঃ, যদ্বা—সর্বযু কৰ্ম্মসু ইতি ভাবঃ) ‘একেন’ (অদ্বিতীয়ত্বেন, অদ্বিতীয়ো: যুবাং ইতি যাবৎ) ‘সাকং’ (যুবয়ো: মহিমানং পারং নাস্তি ইতি ভাবঃ, যদ্বা—অশেষমহিমাযুক্তৌ ভবথঃ ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ । অত্র ভগবতঃ মহিমা প্রদর্শয়তি । সৰ্বকৰ্ম্মসম্পাদকঃ সৰ্বেষু কৰ্ম্মসু বিত্তমান্ পরমেধরঃ সর্বান্ সংকৰ্ম্মসু নিয়োজয়তি । তস্মিন্ কৰ্ম্মণি শক্রমাশং সম্ভবতি । এবং সতি শক্রনাশেন লোকাঃ ভগবতঃ অশেষকীর্ত্তিং প্রথাপয়তি ভগবন্তং চ প্রাপোতি ইতি ভাবঃ ।

৪ । ‘বুভুহণা’ (সৰ্বশক্রনাশকৌ হে শক্তিজ্ঞানরূপৌ দেবৌ !) যুবাং ‘অন্ত’ (অগ্নিন দিনে, সৰ্বস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অম্মাভিরনুষ্ঠিতে অগ্নিন কৰ্ম্মণি—সৰ্বস্মিন্ কৰ্ম্মণি ইতি ভাবঃ) ‘শুচিং’ (প্রকৃষ্টং বিশুদ্ধং, যদ্বা—ভক্তিসহযুতং ইতি ভাবঃ) ‘নবজাতং’ (চিরনূতনং) ‘স্তোমং’ (স্তুতিং, সদ্ভাবসমম্বিতং সংকৰ্ম্ম ইতি ভাবঃ) ‘জুষেধাং’ (গৃহীতং) । ‘বাং’ (যুবাং) ‘উভে’ (উভৌ) ‘হি’ (নিশ্চিতং) ‘সুহবা’ (প্রকৃষ্টহবির্দায়কৌ, সদ্ভাব-প্রবৰ্ত্তকৌ ইত্যর্থঃ) ভাতং ইতি শেষঃ । অতঃ যুবাং উভৌ ‘জোহবীনি’ (পূজয়ামি, হৃদি প্রতিষ্ঠায়ামি ইত্যর্থঃ) । ‘তা’ (তৌ উভৌ যুবাং) ‘উশতে’ (মোক্ষকামিনে সাধকায়,— তত্ত্ব মঙ্গলসাধনায় ইত্যর্থঃ) ‘নতঃ’ (নিত্যকালং ত্বরয়া বা) ‘বাজং’ (অভীষ্টং—শ্রেষ্ঠং পরমার্থং ইতি ভাবঃ) ‘ধেষ্ঠা’ (দিধায়তং ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং প্রাৰ্থনামূলকঃ । ভগবতঃ করুণাং বিনা কোহপি তৎপ্রসাদং লব্ধুং ন শক্নোতি । অতি অভাজনোহপি যদি ভগবৎসুসারী ভবেৎ নিশ্চিতমেব সংপরিজ্ঞাং লভতি । অতঃ প্রাৰ্থনা—জ্ঞানেন কৰ্ম্মশক্ত্যা চ সৰ্বশক্তে-রাধারম্ভ ভবগতঃ করুণাং লব্ধ্বা পরাগতিং প্রাপ্যামঃ ইতি সঙ্কল্পঃ ।

৫ । ‘পথস্পতে’ (সন্মার্গপালক, সংপথি প্রবর্ত্তক বা ইত্যর্থঃ) ‘পৃধন্’ (পোষক, সদ্ভাবপোষক হে দেব দেবভান বা !) ‘বয়ং’ (প্রাৰ্থনাকারিণঃ বয়ং) ‘বাজসাতয়ে’ (পরমধন-প্রাপ্তয়ে) ‘মিষে’ (সদবুদ্ধিসাতায়, আত্মজ্ঞানজননায়) অথবা ‘বাজসাতয়ে’ (পরমধন-প্রাপকে) ‘মিষে’ (সংকৰ্ম্মণি) ‘রথং ন’ (রথমিব সংবাহকঃ পরিজ্ঞাণকারকঃ—যদ্বা ভগবৎ-প্রাপকঃ যদ্বা ভবসি তথা) ‘বা’ (স্বাং) ‘অবুজুহি’ (নিয়োজয়ামি) । মন্ত্রোহয়ং আত্মো-দ্বোধকঃ । মম কৰ্ম্ম যদ্বা পরার্থপ্রাপকং ভবতি তথা তং নিয়োজয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ ।

৬ । (ক) ‘পথস্পথঃ’ (সৰ্ব্বেষাং শোভনমার্গস্ত) ‘পরিপতিং’ (অধিপতিং, শ্রেষ্ঠ-পথপ্রদর্শকং ইত্যর্থঃ) ‘অর্কং’ (সৰ্ব্বেদ্রষ্টারং, সৰ্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) তং দেবং দেবভাবং বা ‘কামেন’ (কৰ্ম্মফলদানেন, তন্মুদিত কৰ্ম্মফলং সমর্পয়িষ্য ইতি যাবৎ) ‘কুতেঃ’ (কৰ্ম্মফলসমর্পণেচ্ছয়া প্রেরিতঃ অহং) ‘বচসা’ (জ্ঞানভক্তিসমম্বিতেন স্তোত্রেন কৰ্ম্মণা বা) ‘অভ্যানটু’ (অভিযান্ত্রবানস্মি, প্রাপ্নোমি ইতি ভাবঃ) প্রাৰ্থনামূলক আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । কৰ্ম্মফলপ্রদানেন ভগবৎসম্মিলনলাভঃ অত্র হৃদয়তি । ভাবার্থঃ—সৰ্বকৰ্ম্ম-ফলং ভগবতি সংগ্ৰহ্য অহং তদমুগ্রহং লভেয়ং ।

(খ) অপিচ, ‘সঃ’ (সঃ চ সন্মার্গপালকঃ দেবঃ) ‘নঃ’ (অম্বাকং) ‘শুক্রঃ’

(শত্রুপ্রতিবন্ধকং) ‘চক্রাণাঃ’ (চক্রবৎ পরমানন্দসাধকং ইত্যর্থঃ) ‘রাসং’ (পরমধনং ইতি ভাবঃ) প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ । অথবা, ‘সঃ’ (সঃ চ পোষকঃ ভগবান—তদ্ব্যুৎপাদকং ইতি ভাবঃ) ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘শত্রুধঃ’ (শত্রুপ্রতিবন্ধকঃ) ‘চক্রাণাঃ’ (চক্রবৎ পরমানন্দদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্ব ইতি যাবৎ) ‘রাসং’ (পরমধনপ্রাপকঃ) ভবতু ইতি শেষঃ । অপিচ সঃ ‘পুষা’ (সদ্ভাবপোষকঃ দেবঃ) ‘ধিয়ং ধিয়ং’ (অস্মদীয়ং সর্বং সংকর্ষ্য প্রজ্ঞাং বা ইত্যর্থঃ) ‘দীষধাতি’ (প্রসাধয়তু) । মন্বোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । ভগবদব্যুৎপাদকং অস্মাকং কৰ্ম্ম সফলসমন্বিতং ভবতু । অস্মান্ সংপথি প্রবর্তয়িত্বা সঃ ভগবান্ অস্মাকং শত্রুপ্রতিবন্ধকং পরমানন্দপ্রদং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ।

৭। ‘হিতেনেব’ (সর্বপ্রাণিনিত্যায়, বিশ্বহিতকামনয়া উদ্ভুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ‘বয়ং’ (অর্চকঃ বয়ং ইতি যাবৎ) ‘ক্ষেত্রস্ত্র পতিনা’ (হৃদরূপস্ত্র ক্ষেত্রস্ত্র স্বামিনঃ ভগবতঃ অব্যুৎপাদকং ইতি ভাবঃ) ‘গাং’ (জ্ঞানজ্যোতিং) ‘অশ্বং’ (কৰ্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) ‘জয়ামসি’ (জয়ামঃ, লভাম ইত্যর্থঃ) । ‘সঃ’ (সঃ ক্ষেত্রস্ত্র পতিঃ পরব্রহ্মঃ ইতি ভাবঃ) ‘পোষয়িত্বা’ (সদ্ভাবাদিভিঃ প্রবর্তয়িত্বা) ‘ঐদৃশে’ (জ্ঞানশক্তিদানেন ইতি ভাবঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘মৃড়াতি’ (স্তম্বয়তি, পরমস্বয়ং প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ) । মন্বোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । অস্মাকং জ্ঞানং কৰ্ম্মশক্তিং চ অস্মাকং পরমস্বয়ংহেতুভূতৌ ভবতঃ ইতি ভাবঃ ।

৮। ‘ক্ষেত্রস্ত্র পতে’ (হৃদরূপস্ত্র আধাবক্ষেত্রস্ত্র স্বামিন্ হে ভগবন্ !) ‘ধেহুঃ পয়ঃ ইব’ (ধেহুঃ যথা পয়ঃ দোদ্ধি তথা) স্বং ‘অস্মাসু’ (প্রার্থনাপরায়ণেষু অস্মাসু ইত্যর্থঃ) ‘মধুশ্রুতং’ (মধু ইব মূল্যমুৎকৃষ্টরসশীলং, মধুস্রাবি ইত্যর্থঃ) ‘স্বতমিব স্পৃশতং’ (স্বতমিব কলুষরহিতং বিশুদ্ধং ইত্যর্থঃ) নধুমন্তং’ (পরমানন্দপ্রদং) ‘উশ্মিং’ (শুদ্ধসত্ত্বপ্রদাহং) ‘ধুক্’ (দোদ্ধি, সম্পাদয়তু ইতি ভাবঃ) । অপিচ, হে ভগবন্ ! ‘ঋতস্ত্র’ (সংকৰ্ষণঃ) ‘পতয়ঃ’ (অব্যুৎপাদকঃ অস্মান্ ইতি যাবৎ) ‘মৃড়য়ন্ত’ (স্তম্বয়তু,—নিত্যমস্মান্ রক্ষতু ইতি ভাবঃ) । মন্বোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবান্ অস্মান্ সদ্ভাবসমন্বিতান্ করোতু এবং সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং স্তম্বয়েতুভূতঃ ভবতু ।

৯। ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্ !) ‘বিশ্বানি’ (সর্বাণি) ‘দেব’ (দানাদি গুণযুক্তানি অপিতু শুদ্ধসত্ত্বজনকানি) ‘বয়ুনানি’ (প্রকৃষ্টজ্ঞানানি, প্রজ্ঞানানি বা—কৰ্ম্মমার্গান্ ইত্যর্থঃ) ‘বিদ্বান্’ (জ্ঞানঃ, বেদয়িতারঃ—সর্বজ্ঞানাধারঃ ইতি ভাবঃ) ঃ ‘অস্মান্’ (তব শরণাগতান্ উপাসকান্ ইত্যর্থঃ) ‘রায়ে’ (পরমধনদানায়) ‘স্বপথা’ (শোভনমার্গেণ) ‘নয়’ (প্রাপয়, পরিচালয় ইত্যর্থঃ) । ভগবতঃ বিজ্ঞানশক্তীনাং প্রমাণং নাস্তি । সঃ ভগবান্ অস্মান্ সন্মার্গেণ পরিচালয়তু সংকৰ্ষণি চ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ । অপিচ, হে দেব ! ‘অশ্বং’ (মন্তঃ, মদমুষ্টিতেভ্যঃ আরক্ষকর্মেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) ‘জহরাণং’ (কুটিলীকর্তৃমিচ্ছন, অভিলষিতক্রিয়াবিষাতকং ইতি যাবৎ) ‘এনং’ (পাপং) ‘যুধোধি’ (বিযোজ, পৃথক্কর ইত্যর্থঃ) । কিঞ্চ হে দেব ! ‘তে’ (স্বদৰ্শং, ভবৎ স্ত্রীত্যর্থঃ) ‘ভূয়িষ্ঠং’ (বহুলতমং, প্রভূতং ইত্যর্থঃ) ‘নম উক্তিং’ (নমস্কৰ্ম্মণা সহযুতঃ স্তুতিবার্কাং) ‘বিধেম’ (পরিচরেম, উচ্চারয়েম বয়মিতি শেষঃ) । ন হি সংকৰ্ষণাধিকারঃ

প্রমাণং অস্তি । প্রজ্ঞানরূপিণঃ ভগবতঃ প্রভাবেন সৰ্কে বাধকাঃ বিনাশং প্রাপ্নোস্তি ।
অতঃ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! অম্বাকং সংকৰ্ম্মণঃ বিরোধিনঃ অন্তঃশত্রুন্ বিনাশয়
সদ্যাবোন্মেষণেন চ অভীষ্টফলং প্রযচ্ছ ।

১০ । ‘দেবানাং’ (দেবভাবানাং স্বভূতং ইত্যর্থঃ) ‘পত্নাং’ (শোভনমার্গং) ‘অপি’ ‘যং’
(যথা) ‘অগ্না’ (প্রাপ্তবস্তুঃ ভবেম, প্রাপ্তায়াম ইত্যর্থঃ) তথা বয়ং ‘শক্ৰবাম’ (শক্রমঃ,
সমর্থাঃ ভবাম) । যেন কৰ্ম্মসম্পাদনে বয়ং দেবান প্রাপ্নুম, ‘তং’ (তং কৰ্ম্ম) ‘অম্ব’
• (অম্বক্ৰমেণ, প্রকৃষ্টজ্ঞানেন ভক্তিসমন্বিতেন চিত্তেন অবিক্ষেদেন চ ইতি ভাবঃ) ‘প্রবোচুঃ’
(প্রকৰ্ণেণ সমাপ্তিং প্রাপয়িতু সম্পাদয়িতুং বা সমর্থাঃ ভবাম—বয়মিতি ইতি শেষঃ । তদনন্তরং
‘বিদ্বান্’ (তং পত্নাং জ্ঞানানঃ, বেদয়িতারঃ ইত্যর্থঃ) সঃ ‘অগ্নিঃ’ (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান)
‘যজ্ঞাৎ’ (দেবানাং প্রীতিসাধকং দেবযজ্ঞং বিজ্ঞাপয়তু ইতি ভাবঃ) । ‘সেৎ উ’ (সঃ খলু
জ্ঞানদেব ইত্যর্থঃ) ‘হোতা’ (দেবানাং আত্মাতা, দেবভাবজনয়িতা ইতি ভাবঃ) ভবতি ;
অতঃ ‘সঃ’ (সঃ দেবঃ) ‘ঋতুন্’ (যজ্ঞান্, সংকৰ্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) ‘অধবরান্’ (হিংসারহিতান্,
শত্রোরূপদ্রবরহিতান্) ‘কল্লয়াতি’ (করোতু ইতি ভাবঃ) । অয়ং নয়ঃ সঙ্কল্লজ্ঞাপকঃ
প্রার্থনামূলকশ্চ । প্রথমার্দ্ধে সঙ্কল্লঃ শেষার্দ্ধে প্রার্থনা বৰ্ত্তেতে । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানদেব
অম্বান্ সংপতি প্রবর্ত্তয়তু । তদনন্তরং অম্বাকং অন্তঃশত্রুন্ বিনাশং যাস্ত । তেন সংকৰ্ম্ম-
সাদনে বয়ং পরমাতীষ্টং লভেম ।

১১ । ‘বং’ (সংকৰ্ম্ম) ‘বাহিষ্ঠং’ (বোতুতনং, সদ্ভাববদ্ধকং ভগবৎপ্রীতিসাধকং চ) ‘তং’
(তং সংকৰ্ম্ম ইত্যর্থঃ) ‘অগ্নয়ে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে—ভগবৎপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) সম্পা-
দয়িতুমিতি । ‘বিভাবসো’ (পরমধনবিপতে হে ভগবন্ !) অম্বভাং ‘বৃহৎ’ (শ্রেষ্ঠধনং) ‘অর্চ’
(প্রযচ্ছ) । ‘ঋং’ (ঋতঃ সকাশাৎ) ‘মহিষী’ (মহতী, পরমার্থদায়কং) ‘রয়িঃ’ (ধনং)
‘উদগচ্ছতি’ (উদগচ্ছতি) ; অপিচ, ‘ঋং’ (ঋতঃ সকাশাৎ) ‘বাজা’ (অম্বানি, বলপ্রাপকপাণি
ইতি ভাবঃ) উদগচ্ছতি ইতি শেষঃ । ভগবান সৰ্কেষাং অধীপঃ পরমধনবিধাতা । যঃ যং
• কাময়তি, ভগবদনুগ্রহেণ সঃ তং প্রাপ্নোতি । ভগবতঃ মহিমহিঃ পারং নাস্তি ইতি ভাবঃ ।

১২ । ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ !) ঋং ‘অম্বান্’ (তব শরণাগতান উপাসকান্
অম্বান্ ইতি ভাবঃ) ‘পারয়া’ (ভাবাক্রিপাবে—নয়তু ইতি ভাবঃ) । ‘নব্যঃ’ (চিরনূতনৈঃ স্তুতিভিঃ)
অপিচ ‘স্বস্তিভিঃ’ (অত্যন্তং পূজিতৈঃ যজ্ঞাদিসাধনৈঃ—অম্বাভিঃ স্বচক্ৰিতেন সংকৰ্ম্মণা ইত্যর্থঃ)
পরিতুষ্টঃ সন্ ‘বিশ্বা’ (বিশ্বানি সৰ্কাণি) ‘হুর্গাণি’ (হুর্গমনানি, পাপানি ইত্যর্থঃ) ‘অতি
পারয়’ (অতিক্রময়—অম্বান্ ইতি ভাবঃ) । কিঞ্চ ভবদনুগ্রহেণ ‘নঃ’ (অম্বাকং) ‘পুঃ’
(শত্রোরবরোধকং হুর্গং—সামর্থাং ইতি ভাবঃ) ‘পৃথ্বী’ (পৃথুতরং—বহুলাং ইত্যর্থঃ) ভবতু
ইতি শেষঃ । অপিচ ‘নঃ’ (অম্বাকং) ‘উর্কী’ (নিবাসস্থানং—পরমস্থানং ইত্যর্থঃ)
বিস্তীর্ণং ভবতু । কিঞ্চ ঋং ‘নঃ’ (অম্বাকং) ‘তোকায় তনয়ায়’ (সদ্ভাববর্দ্ধনায় ইতি ভাবঃ)
‘শং যোঃ’ (স্তম্ভসম্বন্ধযুতঃ) ‘ভবা’ (ভবতু ইতি যাবৎ) । মন্ত্ৰোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । ভগবান
অম্বাকং সঙ্কল্লং বিধায়তু অম্বান্ প্রতি করুণাং প্রকাশয়তু ইতি ভাবঃ ।

১৩ । ‘অগ্নে’ (জ্ঞানময় হে ভগবন্ !) ‘ঋং দেবঃ’ (জ্যোতামানসং, স্বপ্রকাশস্বং) ‘আ

মর্ত্যেযু' (মহুশ্যপর্ধ্যন্তেষু সর্কপ্রাণিষু) 'ব্রতপা' (সংকর্মণঃ পালকঃ) 'অসি' (ভবসি);
তথা 'হং আ' (হং সমস্তাং, সর্কতোভাবেন ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞেযু' (সংকর্মণ্ণ) 'ঈভাঃ'
(পূজিতব্যো ভবসি)। সর্ককর্মণ্ণ জ্ঞানদেবস্য প্রভাবঃ বিদ্বতে ইতি ভাবঃ।

১৪। 'অবিদ্বষ্টেরাসঃ' (ভগবৎকর্মানভিজ্ঞাঃ অকিঞ্চনাঃ ইতি ভাবঃ) বয়ং (শরণাগতাঃ উপা-
সকাঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুগ্মকাং সম্বন্ধি) 'ব্রতানি' (কর্মাণি—কর্মণ্ণ ইতি যাবৎ)
'বিদ্বাং' (ভবতাং জ্ঞানতাং কিন্তু অস্মাকং অজ্ঞানতাং ইতি ভাবঃ) 'যং' (যৎকিঞ্চিৎ) 'প্রমিণাম'
(প্রহিস্তিবন্তঃ—প্রত্যাবায়ং সংজনয়াম, ক্রটিবিচ্যুতিং সজ্বটয়াম ইতি ভাবঃ) 'বিদ্বান্' (এতৎ-
সর্কং জ্ঞানানঃ—সর্কজ্ঞাঃ ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানময়ঃ ভগবান) 'তং' (স্থিষ্টকৃতং)
'বিশং' (সর্কং কর্মজাতং প্রত্যাবায়ং ক্রটিবিচ্যুতিং চ ইতি ভাবঃ) 'আ পৃণাতি' (সর্কপ্রকারেণ
পূরয়তু)। অকিঞ্চনাঃ বয়ং অজ্ঞানাতং যদি বা মোহাৎ ভগবৎকর্মণ্ণ যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যাবায়ং
ক্রটিবিচ্যুতিং সংঘটয়ানি, ভগবান তং সর্কং ফলসমমিতং পরিপূর্ণং করাতু ইতি ভাবঃ। অপিচ,
'বেভিঃ' 'ঋতুভিঃ' (যেষু কর্মণ্ণ যদিপি অজ্ঞহানিং ভবতি ইতি যাবৎ) 'দেবান্' (সর্কে দেবোঃ)
তৎসর্কং আপূরয়তু ইতি শেষঃ। অয়ং মন্ত্রঃ প্রত্যাবায়পরিহারমূলকঃ। প্রত্যাবায়েইপি
ভগবদনুগ্রহেণ কর্ম ফলসমমিতং ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়ক হে ইন্দ্রায়ীদেবতা! আপনাদের উভয়কে
আহ্বান করিতে (পূজা করিতে) ইচ্ছা করিয়াছি; আপনাদিগের আরাধনা-
রূপ ধনের দ্বারা আপনাদিগকে আনন্দিত করিব সঙ্কল্প করিয়াছি; আপনারা
উভয়ে ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদ অম্মের এবং পরলোকে পরমার্থপ্রদ
ধনের দাতা হইবেন। অতএব আপনাদের উভয়কেই, জয়-দানের জন্য আহ্বান
(পূজা) করিতেছি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানশক্তিপ্রদায়ক ইন্দ্রায়ীদেবদ্বয়
পরিতৃপ্তিলাভ করুন এবং আমাদিগকে শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করুন)

২। শক্তিপ্রদায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা প্রকৃষ্টদানশীল—এইরূপ
শুনিয়াছি বা শুনিতে পাই; অপিচ, বিশিষ্ট অপত্যের উৎপাদয়িতা হইতে
অর্থাৎ বিশিষ্টধনপ্রদাতা হৃদয়রূপ গৃহ হইতে আপনারা রিপুশক্রদিগের
হস্তারক হইবেন। অনন্তর অর্থাৎ আপনারা তাদৃশ গুণোপেত জানিয়া,
জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের জন্য সম্ভাব্যের
অংশ উৎসর্গের নিমিত্ত অভিনব চিরন্তন মন্ত্রকে হৃদয়ে উৎপাদন করিতেছি,
প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছি। (এই মন্ত্রটী দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপক। প্রার্থনামূলক

এবং সঙ্কল্পসূচক । তাই প্রার্থনা এই যে,—দেবদ্বয় পরম দাতা ও শত্রু-নাশক ; হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি) ।

৩ । জ্ঞান ও শক্তি-দায়ক হে দেবদ্বয় ! আপনারা সৎকর্মের উপক্ষয়িতা (প্রতিবন্ধক) শত্রুদিগের অধ্যুষিত অসংখ্য শত্রুপুরীকে (ভাব এই যে,—নবদ্বারবিশিষ্ট অসংখ্য-শত্রুপরিবেষ্টিত আমাদিগের এই দেহরূপ গৃহকে) সকল শত্রুনাশের দ্বারা রক্ষণ ও পালন করেন । শত্রুনাশরূপ কর্মের দ্বারা অদ্বিতীয়ত্ব হেতু আপনাদের মহিমার অন্ত নাই অথবা সকল কর্মে অদ্বিতীয় আপনারা উভয়েই অশেষ মহিমান্বিত হয়েন । (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক । মন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে । সকল কর্মের মধ্যে বিগ্ৰহমান সৎকর্মসম্পাদক পরমেশ্বর সকলকে সৎকর্মে নিয়োজিত করেন । তাহাতে সৎকর্মসাধনে শত্রুসমূহ বিনষ্ট হয় । শত্রুনাশের দ্বারাই লোকে ভগবানের অশেষ কীর্তি বিঘোষিত হইয়া থাকে এবং সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন) ।

৪ । সর্বশত্রুনাশক হে শক্তিজ্ঞানদায়ক দেবদ্বয় ! আপনারা সর্বকালে আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল সৎকর্মে (প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত ভক্তিসংযুত সকল সৎকর্মে) চিরনূতন স্তুতি বা প্রার্থনা (সদ্ভাবসমন্বিত সৎকর্ম) গ্রহণ করুন (সম্পাদন করুন) । হে দেবদ্বয় ! আপনারা উভয়েই প্রকৃষ্ট হবির্দায়ক অর্থাৎ সদ্ভাবপ্রবর্তক হয়েন । অতএব আপনাদের উভয়েক পূজা (অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করিতেছি । আপনারা উভয়ে মোক্ষকামী সাধকের (অর্চনাকারী শরণাগত আমাদিগের) অভীষ্টপূরণ জন্য শ্রেষ্ঠ পরমার্থধন প্রদান করুন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । ভগবানের করুণা ভিন্ন কেহই তাঁহার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না । অতি অভাজনও যদি তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, সেই নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করে । অতএব প্রার্থনা—জ্ঞানের এবং কর্মশক্তির দ্বারা সকল শক্তির আধার ভগবানের করুণা লাভ করিয়া বেন পরাগতি প্রাপ্ত হই । মন্ত্রে এইরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে) ।

৫ । সম্মার্গপালক অথবা সৎপথের প্রবর্তক হে পোষক (সদ্ভাব-পোষক) দেব বা দেবভাব ! প্রার্থনাকারী আমরা পরমধন লাভের নিমিত্ত এবং সদ্বুদ্ধি লাভের জন্য (অথবা পরমধনপ্রাপক সৎকর্ম-সাধনের নিমিত্ত) রথের ন্যায় সংবাহক (অর্থাৎ যেক্রমে তুমি রথের ন্যায় পরিত্রাণ-

কারক ও ভগবৎপ্রাপক হও, সেইরূপভাবে) তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি । (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধক । সঙ্কল্প এই যে,—আমার কৰ্ম্ম যাহাতে পরমার্থপ্রাপক হয়, সেই ভাবে যেন তাহাকে নিয়োজিত করিতে পারি ।)

৬। (ক) সৰ্ববিধ শোভনমার্গের অধিপতি অর্থাৎ সৰ্বশ্রেষ্ঠ সৎপথ-প্রদর্শক সৰ্বদ্রষ্টা (সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়) সেই দেবতাকে বা দেবভাবকে, কৰ্ম্মফলদানে এবং জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত স্তোত্রের বা কৰ্ম্মের দ্বারা, কৰ্ম্মফল-সমর্পণেচ্ছা আমরা যেন অভিব্যাপ্ত করিতে পারি বা প্রাপ্ত হই । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক । সৰ্বকৰ্ম্মফলসমর্পণে ভগবৎসম্মিলন-লাভের ইচ্ছা মন্ত্রে সূচিত হইয়াছে । প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৰ্বকৰ্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিয়া যেন তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই) ।

(খ) অপিচ, সমাগ্নিপালক সেই দেবতা, আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক, চন্দ্রের ন্যায় পরমানন্দসাধক পরমধন প্রদান করুন । অথবা, সেই পোষক ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক চন্দ্রবৎ-পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব পরমধনপ্রাপক হউক । অপিচ, সন্তাবপোষক সেই দেবতা অশ্বদীয় সকল সংকৰ্ম্ম বা প্রজ্ঞা প্রসাধন করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের কৰ্ম্ম সুফলমণ্ডিত হউক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগকে সৎপথে প্রবর্তিত করিয়া ভগবান আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক পরমানন্দপ্রদ পরমধন প্রদান করুন) ।

৭। সৰ্বপ্রাণির হিতের নিমিত্ত বিধের মঙ্গল-সাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়া অর্চনাকারী আমরা হৃদয়রূপ ক্ষেত্রের অধিস্বামী ভগবানের অনুগ্রহে যেন জ্ঞানজ্যোতিঃ ও কৰ্ম্মশক্তি লাভে সমর্থ হই । সেই ক্ষেত্রপতি পরব্রহ্ম সন্তাবাদির দ্বারা প্রবর্তিত করিয়া, জ্ঞানশক্তিদানে আমাদিগের সুখবর্দ্ধন করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞান ও কৰ্ম্মশক্তি আমাদিগের সুখহেতুভূত হউক) ।

৮। হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্রের অধিস্বামিন্ হে ভগবন্ ! ধেনু যেমন দুগ্ধ দোহন (প্রদান) করে, সেইরূপ আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগের মধ্যে মধুর ন্যায় মুহূৰ্ম্মুহুঃ ক্ষরণশীল, স্নাতের ন্যায় বিশুদ্ধ ও পরমানন্দপ্রদ, শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহ দোহন (উপাদান) করুন । অপিচ, হে ভগবন্ ! সংকৰ্ম্মের অনুরূপতা আমাদিগকে সুখে স্থাপন করুন (নিত্যকাল আমাদিগকে ব্রহ্ম

করুন)। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান আমাদিগকে সন্তোষসম্পন্ন করুন এবং আমাদিগের হৃদিসংজ্ঞাত সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সুখহেতুভূত হউক)।

৯। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বজনক দাঁড়িদানাদিগুণযুক্ত বস্তুর সর্ববিধ প্রকৃষ্ট-জ্ঞানের (প্রজ্ঞানের) উন্মেষণকারী আপনি আমাদিগকে পরমধনদানের নিমিত্ত আমাদিগকে শোভনমার্গে (সংপথে) পরিচালিত করেন। (ভগবানের বিজ্ঞানশক্তির পরিমাণ বা পরিসীমা নাই। সেই ভগবান আমাদিগকে সংপথে পরিচালিত এবং সংপথে নিয়োজিত করেন)। যপিচ, হে দেব! আমাদিগ হইতে অর্থাৎ আমাদিগের অনুষ্ঠিত আরন্ধ কৰ্ম্ম হইতে অভিলষিত ক্রিয়া প্রতিবন্ধক পাপকে বিযুক্ত অর্থাৎ মুক্ত করুন। হে দেব! আপনার প্রীতির নিমিত্ত নমস্কৰ্ম্ম-সহযুত প্রতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছি। (সংকৰ্ম্মের প্রতিবন্ধক শত্রুর অন্ত নাই। প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের প্রভাবে সকল বাধক শত্রুই বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। গতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমাদিগের সংকৰ্ম্মের বিরোধী অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করুন এবং সন্তোষ উন্মেষণে আমাদিগকে অশীষ্ট ফল প্রদান করুন)।

১০। দেবগণের স্বভূত শোভনমার্গ যাহাতে আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি, আমরা যেন তদ্রূপ সাধনায় সমর্থ হই। (যে কৰ্ম্ম সম্পাদনের দ্বারা আমরা দেবগণকে পাইতে পারি, প্রকৃষ্টজ্ঞানে ভক্তিসমপ্নিত চিত্তে অবিচ্ছেদে যথানুক্রমে আমরা যেন সেই কৰ্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হই)। তদনন্তর সেই দম্মার্গের প্রদর্শক (বিজ্ঞাপক) প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান (আমাদিগকে) দেবগণের প্রীতিসাধক অনুষ্ঠানের বিষয় জানাইয়া দিউন। সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান দেবগণের আহ্বাতা—দেবভাবজনয়িতা হয়েন। অতএব ভগবান (আমাদিগের) সংকৰ্ম্মসমূহকে শত্রুর উপদ্রবরহিত করুন। (মন্ত্রটী দক্ষলজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রথমার্ধে সঙ্কল্প এবং শেষার্ধে প্রার্থনা বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব আমাদিগকে সংপথে প্রবর্তিত করুন। তাঁহার অনুগ্রহে আমাদিগের অন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক। তাহাতে, সংকৰ্ম্মসাধনে আমরা যেন পরমশীষ্ট-লাভে সমর্থ হই)।

১১। যে কৰ্ম্ম সন্তোষবদ্ধক ও ভগবৎপ্রীতিসাধক, প্রজ্ঞানস্বরূপ

ভগবানের পরিতৃপ্তির (তাঁহার অনুগ্রহ লাভের) নিমিত্ত সেই কৰ্ম্মই সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য । পরমধনাধিপতে হে ভগবন্ ! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন ! আপনার নিকট হইতেই পরমার্থপ্রদ ধন আগমন করে এবং আপনার নিকট হইতেই বল প্রাণ উপজিত হয় । (ভগবান সকলেরই অধিপতি পরমধন-প্রদাতা । যিনি যাহা কামনা করেন, তাঁহার অনুগ্রহে তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন ; ভগবানের মহিমার অন্ত নাই) ।

১২ । প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ ! আপনি আপনার শরণাগত উপাসক আমাদিগকে ভবাক্ষিপারে লইয়া যাউন । অপিচ, আমাদিগের অনুষ্ঠিত চিরনূতন স্তুতির (স্মৃতিত সংকল্পের) দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে যাবতীয় পাপাচরণ অতিক্রমণের সামর্থ্য দিউন । আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের নিবাসহেতুক পরমস্থান বিস্তারিত হউক । আমাদিগের সন্তান-সম্বন্ধনের নিমিত্ত আপনি আমাদের স্তম্ভসম্বন্ধযুক্ত হউন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । ভগবান আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন ! আমাদিগের প্রতি করুণারাম্বা বর্ষণ করুন) ।

১৩ । হে জ্ঞানময় দেব ! স্বপ্রকাশ আপনি সকল প্রাণীর সংকল্পের পালক হয়েন ; আর সকল যজ্ঞে—সকল সংকল্পানুষ্ঠানে—আপনি পূজনীয় হয়েন । (ভাব এই যে,—সকল কৰ্ম্মেই ভগবানের প্রভাব বিद्यমান) ।

১৪ । হে দেবগণ ! ভগবৎকৰ্ম্মে অনাভিষ্ঠ অকিঞ্চন শরণাগত আমরা, আপনাদিগের সম্বন্ধি কৰ্ম্মে, আপনার জ্ঞাতসারে অথচ আমাদিগের অজ্ঞাতসারে (অজ্ঞানতা বশতঃ) যদি কোনও প্রত্যবায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইয়া ফেলি, সৰ্ব্বজ্ঞ জ্ঞানময় ভগবান স্মিক্তকৃত অর্থাৎ সেই কৰ্ম্মজাত প্রত্যবায় সৰ্ব্বপ্রকারে পূরণ করুন । (ভাব এই যে,—অকিঞ্চন আমরা অজ্ঞানতা বা মোহ বশতঃ ভগবৎ-কৰ্ম্মসম্পাদন-কালে যে কিছু প্রত্যবায় ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইয়া ফেলি, ভগবান সে সকল পূরণ করিয়া, আমাদিগের কৰ্ম্মকে ফল-সমপ্নিত করুন) । অপিচ, যে কৰ্ম্মে যে কিছু অঙ্গহানি ঘটে, সকল দেবগণ তাহা পূর্ণ করুন । (ভাব এই যে,—প্রত্যবায় সংঘটিত হইলেও—ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও—ভগবানের অনুগ্রহে কৰ্ম্ম ফলসমপ্নিত হউক) । (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক) ॥

মন্ত্র-ভাষ্য (সাংখ্যাচার্যাকৃতং) ।

ত্রয়োদশানুবাকে দর্শপূর্ণাসমস্তাঃ সমাপ্তাঃ । অথ তদ্বিক্রতিমস্তা বক্তব্যঃ । বিকৃতিষু চাহধৰ্ণ্যবমস্তাণামতিদেশে বৈধপ্রাপ্তবাক্কোজ্ঞা এবানুশিষ্যন্তে । ততঃ প্রপাঠকানামন্ত্যানুবাকেষু কাম্যেষ্ঠীনাং যাজ্ঞ্যাপুরোহিত্যাক্যাঃ ক্রমেণোচ্যন্তে । তাশ্চেষ্টয়ো দ্বিতীয়কাণ্ডস্ত দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থ-প্রপাঠকেষু ক্রমেণ বিধীয়ন্তে । তত্রাশ্বিনম্নুবাকে দ্বিতীয়কাণ্ডস্তদ্বিতীয়প্রপাঠকস্ত সাক্ষপ্রথমানু-বাক্কোক্তকাম্যেষ্ঠীনাং যাজ্ঞ্যাপুরোহিত্যাক্যা উচ্যন্তে । কাম্য যাজ্ঞ্য ইতি যাজ্ঞিকসমাখ্যাবলাদিষ্টি-
• কাণ্ডস্য যাজ্ঞ্যাকাণ্ডস্ত চ পরস্পরং সম্বন্ধঃ । ইষ্টবিশেষয়ময়বিশেষয়সম্বন্ধস্ত লিঙ্গকন্যাভ্যামবগন্তব্যঃ । যজ্ঞপোষ্টকৈক এব যজ্ঞঃ স্বস্বদেবতাপ্রকাশকস্তথাহপি দর্শিতোমত্বব্যাবৃত্তয়ে প্রতীষ্টি মন্ত্রদ্বয়ং প্রযোক্তব্যং । এতচ্চ বাস্তোষ্পতীয়হোমপ্রস্তাবে সমান্নাস্ততে—“নদেকয়া জুহুয়াদর্শিহোমং কৃণ্যৎ । পুরোহিত্যাক্যামনুচ্য যাজ্ঞ্য জুহোতি মদেবহায়” ইতি । এতয়োশ্চ লক্ষণমাজ্ঞ্যভাগব্রাহ্মণে পঠিয়াতে—“পুরস্তান্নজ্ঞা পুরোহিত্যাক্যা ভবতি । জ্ঞাতানেন ভাতৃভ্যান্ প্রণদতে । উপরিষ্ঠান্নজ্ঞা যাজ্ঞ্য জনিগ্ধমাণানেন প্রতিভুদতে” ইতি । যত্র ঋচঃ পূর্বার্ধে দেবতালিঙ্গং সা পুরোহিত্যাক্যা । উত্তরার্ধে তল্লিঙ্গং চেজ্ঞাজ্ঞা সা ভবতি । এতস্য লক্ষণস্য প্রদর্শনার্থং কচিদেতদ্ব্যভিচারতি । তত্র সর্কজাহ্নানক্রমো নিবাক্যঃ । পুরস্তাদান্নাতাঃ পুরোহিত্যাক্যাঃ, পশ্চাদান্নাতা যাজ্ঞ্যাঃ । তন্মাদিষ্টক্রমং মন্ত্রক্রমং চ পবীক্ষ্যৈকৈকজ্ঞামিষ্টাবৈকৈকং মন্ত্রযুগ্মং প্রযোজ্যং । নম্র যত্র যুগ্মা-দধিকস্তজ্ঞাগ্ধসমানলিঙ্গকো যত্র আয়াজতে তত্র ক্রমানুসারেণোত্তরেষ্টৌ মন্ত্রযোজনে লিঙ্গং বাধ্যত, পূর্বেষ্টৌ তজ্ঞোজনে ক্রমো বাধ্যতোতি চেম । বাধ্যতাং নাম ক্রমোহস্য ত্বর্কলভ্যং । যদি ন পূর্বেষ্টৌ তৃতীয়মন্ত্র পৃথক্‌য়োজনতা তর্হি তত্র যাজ্ঞ্য বিকল্পতাং । যত্র তু যুগ্মান্তরং পূর্ক-যুগ্মেন(ণ) সমানলিঙ্গং তত্র যাজ্ঞ্যাপুরোহিত্যাক্যযুগ্মস্তেব বিকল্পোহস্ত । যদিদ্বিষ্ট্যেক্যে মন্ত্রযুগ্মাদিক্যে যুগ্মবিকল্পস্তমন্ত্রযুগ্মস্যেক্যে সতি তদীয়দেবতাবিষয়াণামিষ্টানামাধিকো তা ইষ্টয়োহপি বিকল্পতাং । তত্থা । ইহৈব তাবদ্বাদৃশমপলভ্যতে । উভা বামিজ্ঞায়ী ইত্যদয় ইজ্ঞায়িলিঙ্গকাস্ত্বারো মধ্যঃ । ইজ্ঞায়েষ্টয়স্ত ফলভেদেন ষড়ান্নাতাঃ । তত্র প্রথমমন্ত্রযুগ্মবিষয়ে তিস্র আত্মা ইষ্টয়ো বিকল্পন্তে । তাসু তিস্রু প্রথমান্নিষ্টং বিধাতুং প্রস্তোতি—“প্রজাপতিঃ প্রজা অম্ভজত তাঃ সৃষ্টা ইজ্ঞায়ী অপাগূহতাৎ সোহিচ্যায়ং প্রজাপতিরিজ্ঞায়ী বৈ মে প্রজা অপাবৃক্ষতানিতি স এতমৈজ্ঞায়-মেকাদশকপালমপশ্রুতং নিরবপত্তানৈম প্রজাঃ প্রাসাধয়তাং” (তৈঃ সংঃ কাঃ ২ প্রঃ ২ অঃ ১) ইতি । অপাগূহতামাচ্ছাদিতবন্তৌ । অচায়দচিস্তয়ং । প্রাসাধয়তাং প্রকটী কৃতবন্তৌ । প্রস্তুতানিষ্টং বিধন্তে—“ইজ্ঞায়ী বা এতস্ত প্রজামপগূহতো যোহলং প্রজায়ৈ সন্ প্রজাং ন বিন্দত ইজ্ঞায়মেকাদশকপালং নির্কপেৎ প্রজাকাম ইজ্ঞায়ী এব স্নেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবোবাস্মৈ প্রজাং প্রাসাধয়তো বিন্দতে প্রজাং” (সংঃ কাঃ ২ প্রঃ ২ অঃ ১) ইতি যঃ পুরুষো যোবনাদিনা প্রজোৎপাদনসমর্থোহপি প্রজাং ন লভতে তন্ত্বেজ্ঞায়ী প্রতিবন্ধকো । তয়োরুক্তঃ পুরোডাশো ভাগস্তেন তৌ সেবতে । দ্বিতীয়ানিষ্টং বিধন্তে—“ইজ্ঞায়মেকাদশকপালং নির্কপেৎ স্পর্ধমানঃ ক্ষেত্রে বা সজাতোষু বেজ্ঞায়ী এব স্নেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাভ্যামেবেজ্জিয়ং বীৰ্যং ভাতৃভ্যস্য যুগ্মন্তে বি পাপম্না ভাতৃভ্যোণ জয়তে” (সংঃ কাঃ ২ প্রঃ ২ অঃ ১) ইতি । সজাতাঃ সমান-জ্ঞানো বন্ধুভূতাদয়ঃ । অচেতনং ক্ষেত্রবিষয়ং চেতনং ভূতাবিষয়ং চ বৈরিণো যৎসামর্থ্যং

তত্ৰত্মমিত্ৰাণী বলাদিনাশয়তঃ । স্বয়ং তু পাপিষ্ঠেনৈব বৈরিণা বিরুদ্ধমানো জয়ং প্রাপ্নোতি
তৃতীয়ামিষ্টিং বিধতে — “অপ বা এতস্মাদিন্দিয়ং বীৰ্য্যং ক্রামতি যঃ সঙ্গ্রামমুপপ্রযাতৈজ্জাগ্রমেক
দশকপালং নির্বপেৎ সঙ্গ্রামমুপপ্রযাস্যমিত্ৰাণী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্দি
বীৰ্য্যং ধত্তঃ সহৈন্দ্রিয়েণ বীৰ্য্যেণোপপ্রযতি জয়তি তত্ সঙ্গ্রামং” (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১
ইতি । যুদ্ধার্থং পরসৈন্তসমীপং প্রয়াত্ততো ভয়াবেশাক্ততপাদাদীন্দ্রিয়গতা শক্তিরপক্রামতি । ইন্দ্ৰা
তস্ত দৈৰ্ঘ্যমুৎপাত্তেজ্জিয়শক্তিং সমাধত্তঃ । এতাস্থ তিস্থষ্টিষু পুরোল্লবাক্যামাহ—

১। “উভা বামিত্ৰাণী আত্ববধ্যা উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যে । উভা দাতারাবিবাং রয়ীগামু
বাজস্ত সাতয়ে হব বাম্ ॥” ইতি ।—হে ইন্দ্ৰাণী যুবামুভৌ হব আহ্বর্যামি । কিমর্থং । আহব
সাকল্যেন হোতুং । ন চাত্ৰাশ্বমেধপুরুষমেধাদাবস্থাৎদেব যুবয়োহৌমদ্রব্যস্তং শঙ্কনীযং । অ
হাত্ৰ রাধঃশব্দবাচ্যং পুরোডাশদ্রব্যরূপমন্নং । তেনান্নেন যুবামুভৌ পরম্পরং যুক্তৌ হর্যয়িতু
হবয়ামি । অষ্টাভ্যামাবাত্যাং কিং তদেতি চেৎ । যবামভাবন্নানাং ধনানাং চ দাতারাবতোহঃ
লাভায় যবামভাবাহবয়ামি ॥ অথ বাজ্যামাহ—

২। “অশ্রবত্ হি ভূরিদাবত্তরা বাৎ বিজামাতুকত বা বা স্তালাৎ । অথা সোমস্ত প্রথ
যুবভ্যামিত্ৰাণী স্তোমং জনয়ামি নবাম্ ॥” ইতি ।—লোকে হি স্বহৃদিতুরতাস্তপ্রিয়ো বিশি
জামাতা দৌহিত্রাদিরূপাঃ প্রজা বহ্নীর্দদাতি, স্তালাশ্চ স্বয়ং দক্ষো ভগিনীস্নেহেন গৃহধনবক্ষণ
দানদানীকৃপাঃ প্রজা বহ্নীঃ প্রদদাতি । তাভ্যামপি বাৎ ভূরিদাবত্তরাবতিশয়েন বহুপ্রজাপ্র
যুবামিত্যশ্রবৎ । অথাহতো হে ইন্দ্ৰাণী যুবভ্যাং যুবভ্যাং সোমস্ত প্রযতী সোমসদৃশস্ত পুরোডা
প্রদানেন ভবদীয়ে চিত্তে নৃতনং হর্ষকপটিবৃন্তানাং স্তোমং সম্পাদয়ামি । অত্রোদাহৃতয়োরা
মন্ত্রঃ পুরোল্লবাক্য । বাগাং পুরস্তাদেবতাহবানারাদর্শ্যৈপ্রথমহু হোত্রা বক্তব্যস্তাৎ । ইন্দ্ৰায়িত
মন্ত্রক্ৰতীত্যোতাদৃশোহপ্লব্যাংপ্রেষঃ । দ্বিতীয়ো মন্তো বাজ্য । ইজ্যতেহনয়তি তদব্যাংপতি
অত এবাত্ত যজ্ঞেতি প্রেষঃ পঠ্যতে ॥ উক্তবাস্থ তিস্থষ্টিষু প্রথমাং বিধতে—“বি বা এষ ইন্দ্ৰা
বীৰ্য্যেণক্রান্তে যঃ সঙ্গ্রামং জয়তৈজ্জাগ্রমেকাদশকপালং নির্বপেৎ সঙ্গ্রামং জিত্বৈজ্জাগ্রী এব
ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্দিয়ং বীৰ্য্যং ধত্তো নৈন্দ্রিয়েণ বীৰ্য্যেণ ব্য্যতে” (সং০ কা০
প্র০ ২ অ০ ১) ইতি । যুদ্ধশ্রমেণেদ্রিয়গতস্য বীৰ্য্যস্ত ব্যক্তিঃ । দ্বিতীয়ামিষ্টিং বিধতে—“
বা এতস্মাদিন্দিয়ং বীৰ্য্যং ক্রামতি য এতি জনতামৈজ্জাগ্রমেকাদশকপালং নির্বপেজ্জনতা
মিত্ৰাণী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্দিয়ং বীৰ্য্যং ধত্তঃ সহৈন্দ্রিয়েণ বী
জনতামেতি” (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি । বিজিগীষুকথাস্থ স্ববিজ্ঞাপ্রকটনায় বা স
জিগমিষোদৈর্ঘ্যব্রংশরূপং বীৰ্য্যাপক্রমণং ভবতি । তৃতীয়া বৈজ্জাগ্রোষ্টিঃ পৌষচরুক্ষেত্রপত্যচরু
মপরিষ্ঠাধ্বিষাত্তে ॥ তাস্থ তিস্থষ্টিষু পুরোল্লবাক্যামাহ—

৩। “ইন্দ্ৰাণী নত্ৰিৎ পুরো দাসপত্নীরধুতম্ । সাকনেকেন কশ্মণা ॥” ইতি ।—দা
প্রজানামপক্ষপন্নিতারস্তমঃপ্রভবন্তে পতয়ে বাসাং পুরীগাং তা দাসপত্ন্যাঃ । হে ইন্দ্ৰাণী তাদৃশী
বতিসংখ্যাকাঃ পুরো যুগ্মপদেকেনৈব প্রহারকশ্মণা যুবাং ক্ষপয়তং ॥ বাজ্যামাহ—

৪। “শুচিৎ হু স্তোমং নবজাতমজ্জাগ্রী বৃত্রহণা জুবেথাম্ । উভা হি বাত্ সূহবা জোহব
তা বাজত্ সত্ত উশতে ধেষ্ঠা ॥” ইতি ।—হে বৃত্রহণাবিজ্জাগ্রী অজ স্তোমং জুবেথাং সেবেতা

কীদৃশং শুচিং নির্দোষং নবৈরন্নবিশেষৈর্জ্ঞাতং জন্ম যন্ত তং নবজাতং সূহবা রৌষগর্বাদিরহিততয়া
সূতেন হোতুং শক্যো যুবায়ুভৌ ষম্মাজ্জোহবীম্যাহ্নয়ামি তস্মাত্তাবুভৌ যুবাং কাময়মানায় যজ-
মানায় বাজং সজ্যো ধত্তং । তদিদমুত্তরান্দোক্তমনং ন স্তোত্রং ॥ যথোক্তকর্মপ্রয়োগান্তঃপাতিনম-
পরং যাগং বিধত্তে—“পৌষং চক্ৰমহু নির্বপেং পূষা বা ইন্দ্রিয়ন্ত বীৰ্য্যস্তানুপ্রদাতা পূষণমেব স্নেন
ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবাস্মা ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমহু প্রযচ্ছতি” (সং. কা. ১ প্র. ২ অ. ১) ইতি ।
বীৰ্য্যং প্রদদানাবিল্লাগ্নী অহু পূষা প্রযচ্ছতি ॥ তত্র পুরোহুবাক্যামাহ—

৫। “বয়ম্ ত্বা পথস্পপতে রথং ন বাজসাতয়ে । ধিয়ে পুষন্নযজ্ঞাহি ॥” ইতি ।—হে
সুমার্গপতে পুষন্নয়মেব ত্বাং রথমিব যোজয়ামঃ । কিমর্থং । ধিয়ে ধীয়তেহ্নুষ্ঠীয়ত ইতি ধীঃ কর্ম ।
কীদৃশে ধিয়ে । বাজস্তানন্ত সাতিলীভো যন্তাঃ সা বাজসাতিস্তন্তে ॥ যাজ্ঞ্যামাহ—

৬। “পথস্পপথঃ পরিপতিং বচস্তা কামেন ক্রুতো অভ্যানডরুম্ । স নো রাসচ্চুধ-
শ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ংধিয়ং সীষধাতি প্র পূষা ॥” ইতি ।—ফলকামেন প্রেরিতোহহং তন্ত তন্ত
মার্গস্ত পরিপালকং পুষাপরপর্যায়মকং স্তোত্ররূপেণ বচসাহুবিদ্যাপ্তবানস্মি । সোহন্যভাং
শোকনিরোধিকা রাসং প্রবচ্ছতু । কাস্তাঃ । চন্দ্রাগ্রাশ্চন্দ্রবদান্দানদানদানগ্রং যাসাং তা
ওষধীঃ । কিং চ পূষা ধিয়ংধিয়ং তত্তদ্বিষয়াং প্রজ্ঞাং প্রসীষধাতি প্রকর্ষণে সাধয়তু ॥
ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—“ক্ষৈত্রপত্যং চরং নির্বপেজ্জনতামাগতোয়ং বৈ ক্ষৈত্রস্ত পতিরন্ত্যামেব
প্রতিষ্ঠতি” (সং. কা. ২ প্র. ২ অ. ১) ইতি । ক্ষৈত্রাণং ভূভাগস্বাদৃশে ক্ষৈত্রপতিত্বং ।
অর্থবাদগতপ্রতিষ্ঠাকামোহত্রাধিকারী ॥ তত্র পুরোহুবাক্যামাহ—

৭। “ক্ষৈত্রস্ত পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি । গানশ্বং পোয়য়িত্বা স নো
মৃড়াভীদৃশে ॥” ইতি ।—হিতেন পুত্রাদিনা যথা গবাদিজয়ন্তথা ক্ষৈত্রস্ত পতিনা গানশ্বং
পোষকমন্নাদিকং চ বয়মা সমস্তাজ্জয়ামঃ । স ক্ষৈত্রস্ত পতিরীদৃশে গবাদৌ মাং স্তথয়তু ॥
যাজ্ঞ্যামাহ—

৮। “ক্ষৈত্রস্ত পতে মধুমন্তুম্মিৎ ধেনুরিব পয়ো অস্মাস্থ ধুক্ । মধুশ্চুতং স্নতমিব
স্পৃতমুতস্ত নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্ত ॥” ইতি ।—হে ক্ষৈত্রস্ত পতে ধেনুঃ পয় ইব ত্বমস্মাস্থ
মাধুর্যরসোপেতমুন্নিবং পুনঃ পুনরাবৃত্ত্যুপেতং দ্রব্যাস্তরেষপি স্মমাধুর্য্যস্রাবিণং স্নতবৎ
পর্য্যুষিতত্বদোষাভাবেন স্পৃতং নালিকেরফলেক্ষুখণ্ডগুড়াদিভোগ্যপদার্থসমূহং ধুক্ । যজ্ঞস্ত
পতয়োহস্মাস্থ ডয়ন্ত ॥ অবশিষ্টামৈল্লাগ্নেষ্টিং বিধত্তে—“ঐল্লাগ্নমেকাদশকপালমুপরিষ্টান্নির্বপেদ-
স্ত্যামেব প্রতিষ্ঠায়েজ্জিয়ং বীৰ্য্যমুপরিষ্টাদান্নকৃত্তে” (সং. কা. ২ প্র. ২ অ. ১) ইতি । ক্ষৈত্রপত্য-
চরোদ্ধকমিয়মিষ্টিঃ । অত্রাপি বীৰ্য্যকামোহধিকারী । জনতামাগতোতি ক্ষৈত্রপত্যস্ত কাল
উপরিষ্টাদিত্যস্ত কালঃ । অত্র যাজ্ঞানুবাক্যে পূর্বমেবোক্তে ॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—“অগ্নয়ে
পথিকৃত্তে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্বপেস্তো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবাস্তাং বা পৌর্ণমাসীং
বাহতিপাদয়েৎ পথো বা এষোহধ্যপথেনৈতি যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবাস্তাং বা পৌর্ণ-
মাসীং বাহতিপাদয়ত্যমিমেব পথিকৃত্ত ৭ স্নেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনমপথাং
পস্থ্যমপি নয়তানডবান্দক্ষিণাবহী ছেয সন্মুদ্যে” (সং. কা. ২ প্র. ২ অ. ২) ইতি ।
পর্কণি পর্কণ্যপ্রমাদেন তদিষ্টেরহুষ্ঠানং বিত্তমানং পস্থাঃ । কশ্মিংশিচৎ পর্কণি প্রমাদেনাহুষ্ঠা-

নাভাবোহপথঃ । অগ্নিদ্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তরূপেয়মিষ্টিঃ । যস্মাদেযোহনড্বান্ ভারং বহতি তস্মাৎ সমৃদ্ধৌ ভবতি ॥ তত্র পুরোহিত্বাক্যামাহ—

৯। “অগ্নে নয় স্তপথা রায়ে অস্মাদিগ্ধানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ । যুয়োধ্যাশ্জুহ-
রাগমেনো ভূয়িষ্ঠাঃ তে নমউক্তিং বিধেম ॥” ইতি।—হেহগ্নে ত্বং দর্শপূর্ণমাসেষ্টিফল-
রূপায় ধনায়ান্নান্তিপাদদোষরহিতেন স্তমার্গেণ নয় । হে দেব ত্বং বিশ্বান্নার্গাশ্বেৎসি ।
নরকহেতুত্বেন কুটিলমতিপাদরূপঃ পাপমশ্নতো বিযোজয় । বহতমাং নমস্বারোক্তিং তব
করবাম ॥ তত্র যাজ্ঞামাহ—

১০। “আ দেবানামপি পশ্চামগম্য যচ্ছরবাম তদনু প্রবোচুম্ । অগ্নির্বিদ্বান্ৎস যজাৎ
সেদুহোতা সো অধ্বরান্ৎস ঋতুন্ কল্পয়াতি ॥” ইতি।—যস্মাৎ পথো বয়ং পূর্কং ত্র্যষ্টমপি
দেবানাং পশ্চান্নিদানীমাগতাঃ । কিং কৰ্ত্ত্বং, যৎকস্মান্নুষ্ঠাতুং শকুমস্তদমুক্রমেণ প্রবোচুম্ ।
অবিচ্ছেদোনুষ্ঠানং প্রবাহঃ । যতপ্যহং ন জ্ঞানামি তথাইপ্যয়ং পণিকৃদগ্নিরপরাধং সমাধাতুং
বেত্তি । অতঃ সোহস্মদর্থং যক্ষ্যতি । স এন দেবানামাহ্বাতা । স এবাতিপন্নাত্ত্র্যষ্টানুষ্ঠাদি-
কালাংশ্চ কল্পয়িষ্যতি ॥ ঈষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—“অগ্নয়ে ব্রতগত্যে পুরোডাশমষ্টকপালং নির্কপেত
আহিতাগ্নিঃ সন্নব্রতানিব চরেদগ্নিমিব ব্রতপতি৩ স্মেন ভাগদেয়েনোপধাবতি স এনৈবং ব্রত-
মালম্বয়তি ব্রতো ভবতি” (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি । অত্রত্যং যাগব্রতবিরোধ্য-
নুতবাদাদিকং সোহগ্নিরেবৈবমব্রতচারিণং ব্রতং প্রাপয়তি । তত উত্তরেষু যাগব্রতেষু যোগ্যো
ভবতি । অত্র মন্ত্রকাণ্ডে পণিকৃদগ্নিকং মন্ত্রদ্বয়ং পূর্বমাত্মনুদাহৃতং । ব্রতলিঙ্গমুপর্য্যুদা-
হরিষ্যতে । মধ্যবর্তি তু যগ্নে বিশেষলিঙ্গাভাবেৎপ্যভয়সাধারণলিঙ্গদর্শনাৎ পূর্বত্র বিকল্লিত-
মিত্যভঃ কেচিৎ । অপরে ত্তত্তরত্র বিকল্লিতমিতি মতন্তে । আচার্য্যাস্ত পূর্বত্রৈব স্থিষ্টকৃতঃ
সংযাজ্যে ইতি মতন্তে ॥ তত্র পুরোহিত্বাক্যামাহ—

১১। “বদাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো । মহিযীব ত্বদগ্নিঃস্বদাজা উদীরতে ॥” ইতি ।—
যৎ প্রায়ণীয়ং হবিশ্বদগ্নয়ে বৃহদ্বতু । হে বিভাবসো ফলপ্রদানেন মাং পূজয় । যথা মহিষী
ময়া দত্তং কার্পাসবীজং তিলপিষ্টাদিকং ভক্ষয়িত্বা বহক্ষীরাদিনা পূজয়তি তদ্বৎ ॥ তথা সতি
ত্বদনুগ্রহাদনং লভ্যতেহন্নানি চোৎকর্ষণে সম্পদন্তে । যাজ্ঞামাহ—

১২। “অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যা অস্মান্ৎস্বস্তিভিরিতি ভূর্গাণি বিশ্বা । পূশ্চ পৃথী বহলা
ন উকীঁ ভবা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ॥” ইতি।—হেহগ্নে মদীয়াপরাধপরিহারায়ৈদানীং
প্রবৃত্তদ্বারতনস্বমস্মান্ ফলপর্য্যন্তানাং কৰ্ম্মণাং পারং নয় । কিং কৃষা । স্বস্তিভির্ষাশাজ্জা-
নুষ্ঠানৈরতিপাদরূপাণ্যব্রতরূপাণি বা ভূর্গাণি পাপানি বিশ্বাত্ততিক্রমযা । কিং চান্ম্যকং নিবাসায়
নগরী বিষ্ণুতা ভবতু । সম্ভসম্পত্ত্যর্থমুকীঁ বহলা ভবতু । কিং চ ত্বমশ্বদীয়ায় পুত্রায় হৃহি-
রূপাপত্যায় চ স্ত্রুতপ্রদো ভব ॥ অথ ব্রাতপত্যয়াগস্তাসাধারণে যুগ্মে পুরোহিত্বাক্যামাহ—

১৩। “ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যোঽশা । ত্বং যজ্ঞেঽধীডাঃ ॥” ইতি।—হেহগ্নে
ত্বমাগত্য মনুষ্যেষু ব্রতপালকো দেবোহসি । আ সমস্তাত্তজ্ঞেষু ত্বং স্ত্রুত্যাঃসি ॥ যাজ্ঞামাহ—

১৪। “যদো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদ্বাঃ দেবা অবিদ্বষ্টাসঃ । অগ্নিষ্টদ্বিধমাণুগাতি
বিদ্বাত্তেভির্দেবা৩ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥” ইতি।—হে দেবা বিদ্বাঃ যস্মাকং সধক্ষীত্বম-

দমুষ্ঠৈয়ত্রাতাত্যন্তমবিধাংসো বয়ং প্রকর্ষণে বিনাশয়াম ইতি যত্ত্বং সর্বং বিদ্বানগ্নিরা-
পূরয়তু ॥ যৈশ্চ তুপলক্ষিতকালবিশেষৈর্দেবান্ হবির্ভোক্তুং কল্পয়তি তৈঃ কালবিশেষৈর্ভক্তং
পূরয়তু ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“অন্ত্যাহ্নবাক্যে যাজ্ঞাহ্নবাক্যাঃ কাম্যোষ্টিসঙ্গতাঃ ।
কাণ্ডস্ত তু দ্বিতীয়স্ত দ্বিতীয়ে প্রপ্ন ইষ্টয়ঃ ॥ ১ ॥ উভৈল্লোগত্রয়ে যুগ্মমিল্লৈল্লোগত্রয়ে তথা ।
বয়ং পৌষে চরৌ ক্ষেত্র ক্ষেত্রপত্যচরৌ তথা ॥ ২ ॥ অগ্নে পাথিকৃতে যদ্বা ত্রাতপত্যে
দ্বিযুগ্মকং । বিকল্পেনেতি মন্তাঃ স্মারহ্নবাক্যে চতুর্দশ ॥ ৩ ॥”

* * *

অথ নীমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিহ্নিতং—“ঐল্লোগাদীষ্টয়ঃ কাম্যা যাজ্ঞা অপ্যাদিতাঃ ক্রমাৎ ।
কাণ্ডয়োস্তা যথালিঙ্গং সঞ্চাৰ্য্যা নিয়মোহথ বা ॥ লিঙ্গং ক্রমসমাখ্যাভ্যাং প্রবলং তদ্বাদমুং ।
অকাম্যাস্বপি সঞ্চাৰ্য্যা যাজ্ঞাঃ সর্বত্র কা ক্ষতিঃ ॥ সমাখ্যানাং কাণ্ডযোগঃ ক্রমাদিষ্টিস্থ
যোজনম্ । অপেক্ষতে দৈ(দে)বমাত্রসক্তিঃ কানৈক্যগাস্ততঃ” ইতি ॥ কাম্যোষ্টয়স্তংকাণ্ডে
ক্রমেণাহ্নাতাঃ—“ঐল্লোগমেকাদশকপালং নির্বপেত্ত্ব সজ্ঞাতা বি(বী)য়ুঃ” ইত্যাদিনা । সজ্ঞাতা
জ্ঞাতয়ো বি(বী)যুক্তিযতা বিপ্রতিপন্ন ইত্যর্থঃ । ইল্লোগী রোচনেত্যাদিকে মন্ত্রকাণ্ডে
যাজ্ঞাহ্নবাক্যাঃ ক্রমেণাহ্নাতাঃ । তত্রৈদং কাম্যযাজ্ঞাহ্নবাক্যাকাণ্ডমিতি যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যাংহব-
গম্যতে । তয়োঁরিষ্টিকাণ্ডমন্ত্রকাণ্ডয়োঃ প্রথমায়ামিষ্টৌ প্রথমপঠিতে যাজ্ঞাহ্নবাক্যে ইত্যাদিব্যবস্থা ।
কন্মস্বরূপমাত্রপ্রকাশনং লিঙ্গং । ন চ তাবন্মাত্রেন মন্ত্রকন্মণোরঙ্গাস্থিতাবঃ । ততঃ
সমাখ্যাবলান্মন্ত্রকাণ্ডকন্মকাণ্ডয়োঃ সম্বন্ধাবগমেন সামাশ্চেন মন্ত্রকন্মণোঃ সম্বন্ধোহবগম্যতে ।
বিশেষতস্ত্বস্মিন্ প্রথমে কন্মণ্যয়ং মন্ত্র ইতি ক্রমাদবগম্যতে । ঐল্লোগেষ্টীবৈল্লোগমন্ত্রো বৈশ্বান-
রেষ্টৌ বৈশ্বানরমন্ত্র ইত্যেতাদৃশো বিশেষো লিঙ্গাদবগম্যত ইতি চেন্ন । লিঙ্গসাধারণ্যে
ক্রমাপেক্ষণাৎ । ঐল্লোগমেকাদশকপালং নির্বপেদ্রত্নব্যবানিতি দ্বিতীয়েষ্টিরপি । তত্রৈল্লোগী
পঠিতৌ । মন্ত্রকাণ্ডেপীল্লোগী নবাতমিত্যাদিকমপরমৈল্লোগ যাজ্ঞাহ্নবাক্যায়ুগ্ধলান্মাত্রাং ।
ন হি তত্র ক্রমমন্তরেণ নির্ণেতুং শক্যং । ন চ ক্রমেণৈব তৎসিদ্ধিলিঙ্গমপ্রযোজকমিতি
বাচ্যং । কচিল্লিঙ্গস্তেব ব্যবস্থাপকত্বাৎ । ঐল্লোগবাহ্প্যতোষ্টিরেকৈবাহ্নাতা—“যং কাময়েত
রাজত্মনপোকো জায়েত ব্রতানয়ুচ্চরেদিতি তস্মা এতমৈল্লোগবাহ্প্যত্যাং চরুং নির্বপেৎ”
ইতি । যং রাজপুত্রং জায়মানং রাজঃ প্ররোহিতস্ত বা কাম এবং ভবতি । অয়ং মাতৃগর্ভে
দেবকৃতবিয়েন কেনাপ্যপ্রতিবন্ধো জায়তাং জাতশ্চ শক্রম্মারয়ন্ সঞ্চরেদিতি । তদ্রাজ-
পুত্রার্থেয়মিষ্টিঃ । মন্ত্রকাণ্ডে তদিষ্টিক্রমে যাজ্ঞাপুরোহ্নবাক্যে ঐল্লোগবাহ্প্যতো দ্বিবিধে আশ্রাতে ।
ইদং বামাশ্রে হবিরিত্যেকং যুগ্ধলং । অগ্নে ইল্লোগবৃহস্পতী ইত্যাদিকমপরং । তয়োঃ
প্রথমযুগ্ধলস্ত ক্রমেণ বিনিয়োগেহপি দ্বিতীয়যুগ্ধলং লিঙ্গেনৈব বিনিযোজ্যব্যং । তস্মাৎ
ক্রমসমাখ্যাসহকৃতেন লিঙ্গেন কাম্যোষ্টিষেবৈতা যাজ্ঞা নিয়ম্যন্তে ।

দ্বাদশাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিহ্নিতং—“ইদং বাংযুগ্ময়োঃ কিং শ্রাৎ সাহিত্যাং বা বিকল্পনং ।
সাহিত্যাং পূর্ববন্মৈবং দেবতাবোধনৈক্যতঃ” ইতি । ঐল্লোগবাহ্প্যতো কন্মণি “ইদং বামাশ্রে
হবিঃ প্রিহ্মিন্নিবৃহস্পতী” ইতি যাজ্ঞাহ্নবাক্যে দ্বিবিধে আশ্রাতে । তয়োঃ সারস্বত্যাদিবং

সমুচ্চয়ঃ । যথা সারস্বতীমনুচ্য বাগ্যন্তব্যো বৈষ্ণবীমনুচ্য বাগ্যন্তব্যোত্যত্রাদৃষ্টার্থত্বাৎ সমুচ্চয়স্তদ্বিতি চেম্বেবং । দৃষ্টপ্রয়োজনস্ত দেবতাবোধনশ্চৈকত্বাৎ । তস্মাদিকল্পঃ । তত্রৈবাত্তচ্ছিত্তিতম্— “পুরোহুত্বাক্যায় যাজ্ঞা বিকল্পা বা সমুচ্চিতা । পুরোহুত্বঃ সমাখ্যানাদ্বচনাত্তু সমুচ্চয়ঃ” ইতি ॥ দেবতাপ্রকাশনরূপকার্য্যশ্চৈকত্বাহ্মাশ্রয়ার্থা ন সমুচ্চয়ঃ কিং তু বিকল্প এব তথৈবৈক- যুগ্মগতয়োঁরিতি চেম্বেবং । পুরোহুত্বাক্যোতি সমাখ্যায় উত্তরকালীনযাজ্ঞ্যামন্তরণোহুত্বপপত্তেঃ । কিং চ পুরোহুত্বাক্যামনুচ্য যাজ্ঞ্যায় জুহোতীতি প্রত্যক্ষবচনেন দেবতাপলক্ষণং বিঃপ্রদান- কার্য্যভেদোক্তিপুংসরং সাহিত্যং বিধীয়তে । তস্মাৎ সমুচ্চয়ঃ ।

দশমাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিত্তিতম্—“পর্য্যায়োণাপি দেবোক্তির্বেদেনৈব পদেন বা । অর্থ্য- ভেদাদাদিমোহন্ত্যঃ শব্দপূর্ব্বাশ্রয়িত্বতঃ” ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসম্বোধে নিয়মাস্তেষ্মগ্ন্যাদিদেবতাঃ কিং পাবকগুচ্যাদিনা যেন কেনাপি পর্য্যায়োণাভিধাতব্যঃ কিং বা তত্তদ্বিধ্যুদ্দেশগতেনাগ্ন্যাদিপদেনৈ- বেতি সংশয়ঃ । তত্র শব্দত্বাপ্রত্যয়নার্থত্বাৎ পর্য্যায়ানাং স্বরূপেণ ভেদেহপর্য্যায়ভেদাত্মেন কেনাপ্যভিধানমিতি পূর্ব্বপক্ষঃ । যত্র হার্থে কার্য্যমাসাঙতে তত্র শব্দোহর্থপ্রত্যয়নার্থো ভবতি । যত্র পুনঃ শব্দ এব কার্য্যং তত্র কার্য্যসম্বন্ধার্থঃ শব্দ এব প্রত্যয়য়িতব্যঃ । তদ্বথা দেবদত্তে গৌরবাতিশয়মাপাদয়িতুং রাজসভায়ামাচার্য্যোপাধ্যায়াদিশব্দৈস্তং ব্যবহরন্তি । পিতৃমাতৃমাতুল- দয়শ্চ তত্তৎসম্বন্ধবিশেষবাচিশব্দেন যথা তৃণ্যন্তি তথা ন নামগ্রহণেন । প্রত্যুত কুপ্যন্তি, তদ্বদ্রাপ্যগ্ন্যাদিবৈধশব্দ এব কার্য্যমাসক্তং বিধিং বিনা যাগদেবতয়োঃ সম্বন্ধাভাবাৎ । বিধি- ক্রুতে তু তৎসম্বন্ধে বৈধশব্দস্ত প্রয়োজকত্বং হ্রস্বারং । অত এবায়াট্‌স্বাহাকারোজ্জিত্যাदिनि- গমেসু নিয়মেন বৈধা এবাগ্ন্যাদিশব্দাঃ প্রযুক্ত্যন্তে “অয়াডগ্নেঃ প্রিয়া ধামানি, অয়াট্‌সোমস্ত প্রিয়া ধামানি, স্বাহাহগ্নিঃ স্বাহা সোমং, অগ্নেরহমুজ্জিতমন্‌জ্জেষং, সোমস্তাহমুজ্জিতমন্‌জ্জেষং” ইত্যাদিনা । তস্মাদ্বৈধপদৈরেব তত্তদেবতাভিধানং । তত্রৈবাত্তচ্ছিত্তিতম্—“নিগমে পাবকাগ্ন্যোঃ কিমগ্নিঃ শ্রাদ্ধ বোভয়ং । অগ্নিশ্চোদকতো মৈবং বৈধোহগ্নিঃ সগুণো যতঃ” ইতি ॥ আধানে ক্ষয়তে—“অগ্নয়ে পবমানায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্বপেদগ্নয়ে পাবকাগ্ন্যগ্নয়ে শুচয়ে” ইতি । তত্র গুণগুণিনোঃ পাবকাগ্ন্যোর্ম্মধ্যেহগ্নিশব্দ এব নিগমেসু প্রযোক্তব্যঃ । কৃতঃ । তত্শৈব চোদক- প্রাপ্তমন্ত্রপঠিতত্বাৎ । মৈবং । পাবকগুণযুক্তত্বাত্মৈর্বেদেহেন সর্ব্বপ্রযোগেসু তথৈব প্রাপ্তত্বাৎ । তস্মাদ্ভবদ্বয়ং পঠিতব্যং । অনেন জ্ঞানেন প্রকৃত্তেহপ্যজ্ঞানব্যাগ ইজ্ঞাগ্নিশব্দেনৈব নিগদেসু দেবতাহিভিধাতব্যঃ । পাথিকৃতবাগে ত্রিগুণপথিকৃচ্ছদ্বয়েনেতি দ্রষ্টব্যং ।

* * *

অথ ব্যাকরণং ।

উভেত্যত্র পূর্ব্বসর্ব্ববর্ণকাদেশস্বরো । ইজ্ঞাগ্নিশব্দে ষাষ্টমিকামস্ত্রিতনিষাতঃ । আত্ববধ্য ইত্যত্র তুমর্থে বিহিতস্ত কথ্যপ্রত্যয়ত্বাহিরকার উদাত্তঃ । ততঃ সমাসে কৃত্তস্বরঃ । এবং সর্ব্বমুদ্বয়ং । অগ্নিনপ্রথমপ্রপাঠকে শব্দস্বরপ্রক্রিয়া লেশতঃ প্রদর্শিতা । সাকল্যেন তু প্রকৃত্তিপ্রত্যয়বিকরণ- তত্তদাদেশাদিপরিক্রমস্তুরেণ হ্রস্বোদ্বাদস্ত চ সর্ব্বজ্ঞান্যভির্বেদিকশব্দপ্রকাশে নিরূপিতত্বাদ- ত্রাপি তন্নিরূপণে গ্রন্থগৌরবপ্রসঙ্গাত্তত্রৈব সর্ব্বমবগন্তব্যং । তদিতং যাজ্ঞ্যাকাণ্ডং বৈধদেবং । তথা চান্নক্রমণিকারায়ুক্তং—“রাজস্বয়ঃ সত্রাক্ষণঃ পশুবন্ধঃ সহোষ্টিকঃ । উপাহুত্বাক্যং যাজ্ঞ্যশ্চ

অশ্বমেধঃ সত্রাঙ্গণঃ ॥ সত্রাঙ্গণং ৫ হোমাশ্চ সূক্তানি ৫ সহোষ্টিভিঃ । সৌত্রামণী সহোষ্টিভৈঃ পশুশ্ৰেষ্ঠশ্চ যোড়শ” ইতি । অহুমত্যে পুরোডাশমিত্যাদিকো মন্ত্রকাণ্ডস্থোষ্টমপ্রপাঠকো রাজস্বয়ঃ । অহুমত্যা ইত্যাদিকা বিধিকাণ্ডস্থাঃ ষষ্ঠসপ্তমাষ্টমপ্রপাঠকাত্তয়ো রাজস্বয়স্ত্রাঙ্গণং । বায়ব্য৬ ষেতমালভেতেত্যাদিপ্রপাঠকোক্তাঃ পশুবন্ধাঃ । প্রজাপতিঃ প্রজা অমৃজতেত্যাদি-প্রপাঠকত্রয়োক্তা ইষ্টয়ঃ । প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েত্যাদিকমুপাভুবাক্যং । উভা বামিত্রাণী ইত্যাদয়ো যাজ্ঞাঃ । জীমূতন্তেত্যাদিকস্তত্র তত্রোক্তোহশ্বমেধঃ । সাংগ্রহণোষ্ট্যা, ইত্যাদিকং তদ্ব্রাঙ্গণং । প্রজননং জ্যোতিরিত্যাদিপ্রপাঠকপঞ্চকং সত্রাঙ্গণং । জুষ্টো দমুনা ইত্যাদিপ্রপাঠকদ্বয়োক্তা মন্ত্রা হোমাঃ । পীবোহস্মা৬ রয়িবৃধঃ স্ত্রমেধা ইত্যাদিসার্বপ্রপাঠকোক্তানি সূক্তানি । অগ্নির্কা অকাময়তেত্যাত্ত্বপ্রপাঠকোক্তা ইষ্টয়ঃ । স্বাদীং ত্বা স্বাহনেত্যাদিঃ সৌত্রামণী । সর্কাষা এষোহগ্নৌ কামান্ প্রবেশয়তীত্যাদীশ্চিহ্নাদিগি । অজন্তি ইত্যাদিকঃ পশুঃ । ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভত ইত্যাদিশ্রুতঃ । অত্র যাজ্ঞান্যং বিধে দেবা ঋষয়ঃ । উভা বামিতি ধ্রে ত্রিষ্টুভৌ । ইন্দ্রাণী নবতিমিতি গায়ত্রী । শুচিং হু স্তোমমিতি ত্রিষ্টুপ্ । বয়ম্-য়েতি গায়ত্রী । পশুস্পণ ইতি ত্রিষ্টুপ্ । ক্ষেত্রস্ত পতিনেত্যত্বষ্টুপ্ । ক্ষেত্রস্ত পত ইতি তিশ্রিষ্টুভঃ । যদাহিষ্টমিত্যত্বষ্টুপ্ । অগ্নে ত্বমিতি ত্রিষ্টুপ্ । তমগ্নে ব্রতপা ইতি গায়ত্রী । যদো বয়মিতি ত্রিষ্টুপ্ । দেবতাশ্চ তত্তত্ত্বব্যাখ্যানেনৈব প্রকাশিতাঃ । তা এতা ঋষিচ্ছন্দো-দেবতা অনুষ্ঠানকালে স্মরণীয়াঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-

ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে চতুর্দশোহনুবাকঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

বেদার্থস্ত প্রকাশেন তমো হার্দং নিবারণন্ ।

পূমর্থান্চতুরো দেয়াদিত্বাতির্যমহেখরঃ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্বিত্বাতির্যমহেখরপরাবতারস্ত শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্ত্রীবীরবৃক্ণমহারাজ-

স্যাংজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতো বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-

তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমঃ প্রপাঠকঃ ॥ ১ ॥

* * *

মন্ত্যর্থ আলোচনা ।

প্রথম প্রপাঠকের উপসংহারে, চতুর্দশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে, চরম প্রার্থনার সূচনা হইয়াছে । ভাষ্যের অনুক্রমগণিকায় প্রকাশ,—ত্রয়োদশ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের মন্ত্র কথিত হইয়াছিল । এক্ষণে, এই চতুর্দশ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের বিরূতি-মন্ত্র-সমূহ উল্লিখিত হইল । এইরূপ অনুক্রমগি করিয়া, মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার তৎসাধনোপযোগী বিবিধ পত্রিয়া-

পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যেই তাহার বিবৃতি পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, পরম্পরাক্রমে পরবর্তী আলোচনায় তাহা সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—‘উভা বামিক্রাগ্নী’ প্রভৃতি। গার্হপত্য অগ্নি-স্থাপনে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এখানে ইন্দ্র পদে ঐশ্বর্যযুক্ত এবং অগ্নি পদে গার্হপত্য অর্থ ভাষ্যানুক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে। দেবোদ্দেশ্যে যাহা কিছু অর্পিত হয়, আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দ্বারা তাহা প্রদান করা হইয়া থাকে। এইজন্য অগ্নিকে ঐশ্বর্যযুক্ত বলা হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ কিন্তু সে ভাবে অধ্যাক্ষত হয় নাই। মন্ত্রটী ইন্দ্র ও অগ্নি দুই দেবতার আস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—‘হে ইন্দ্রাগ্নী দেবদয়! তোমাদের উভয়কে এক সঙ্গে আস্থান করিতেছি। তোমরা উভয়ে একত্র আমাদিগের হবিঃ-রূপ অন্ন গ্রহণ করিয়া হর্ষান্বিত হও। তোমরা উভয়ে অন্ন ও ধনদানে সমর্থ; অতএব তোমাদিগকে অন্ন-লাভের নিমিত্ত আস্থান করিতেছি।’

আমাদের ব্যাখ্যাও ঐ অর্থেরই অনুসারী বটে; তবে আমরা ঐদ-পক্ষে ও ভাব-পক্ষে উহা মধ্যে অন্ত সামগ্রী লক্ষ্য করিতেছি। আমাদের সে অর্থ মন্ত্রের ‘মন্ত্যানুসারিণী-ব্যাখ্যায়’ এবং ‘বঙ্গানুবাদে’ প্রকাশ করিয়াছি। তথাপি তদ্বিষয় সজ্ঞেপে একটু আলোচনা করিতেছি। ‘ইন্দ্রাগ্নী’ পদে ভগবানের শক্তিরূপ ও জ্ঞানরূপ বিভূতি প্রকাশ পায়। ইন্দ্র—দেবরাজ; সকল শক্তি তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত। অগ্নি—প্রকাশরূপ; তাই তিনি জ্ঞানাদার বলিয়া পরিকল্পিত। ‘আহবোধ্যে’ (আহবধ্যা) পদে আহুতির দ্বারা—ভক্তি প্রাণ বা দ্রব্যাদির দ্বারা—আস্থানের ভাব প্রকাশ পায়। তাহাতে ‘আপনাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করিতেছি’—এই অর্থ ই প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ইচ্ছার ভাবই একটু স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে,—‘রাধসঃ সহ নাদয়ধৈ’। প্রচলিত অর্থে ‘রাধসঃ’ পদে ধন বুঝায় বটে; কিন্তু সে ধন—কোন ধন? ‘আরাধনা’ অর্থ-মূলক ‘রাধ’ ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। সুতরাং ‘আরাধনা-রূপ’ পূজা-রূপ ধনের দ্বারা আপনাকে হর্ষান্বিত ও পরিতৃপ্ত করিব’—এই ভাবই এখানে ব্যক্ত দেখি। এবশ্বিধ সঙ্কল্পের পর, সেই দেবতাদ্বয়ের স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহারা কোন্ কোন্ সামগ্রী দান করেন, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে ‘ইষাং’ ও ‘রয়ীণাং’ পদ দুইটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ‘ইষাং’ পদের সাধারণ অর্থ—অন্ন; ‘রয়ীণাং’ পদেরও প্রচলিত অর্থ—ধন। কিন্তু সে অন্নই বা কেমন, আর সে ধনই বা কেমন, তাহা বুঝা প্রয়োজন। যাহা ইহলোকে প্রাণ-শক্তি প্রদান করে, তাহাই অন্ন। শক্তিদাতা যে দেবতা, তিনি ইহলোকে প্রাণ-শক্তি প্রদান করুন, ‘ইষাং’ পদে সেই ভাব ব্যক্ত করে। ‘রয়ীণাং’ পদ আরাধনা অর্থ-মূলক ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে পরলোকে পরমার্থপ্রাপ্তিরূপ ধনের কামনা প্রকাশ পায়। তবেই বুঝা গেল—সেই দুই দেবতা কিরূপ ধনের অধিকারী। বলা হইল—ইহলোকে প্রাণ-শক্তিদাতা এবং পরলোকে পরমধন-প্রদাতা। উপসংহারে প্রার্থনা,—‘তাঁহাদের উভয়কে আস্থান করিতেছি—কেন? ‘বাজশ্রু সাতয়ে।’ ‘বাজ’ শব্দে ‘অন্ন’ ও ‘জয়’ বুঝায়। তাহাতে জয় অর্থ গ্রহণ করিলে, পূর্বোক্ত দুই ভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহলোকেও জয় চাই; পর-লোকেও জয় চাই। ঐ দুই পদে এই ভাব ব্যক্ত করে। ইহলোকে শক্তি-প্রাণ লাভ-রূপ

জয়, পরলোকে পরমধন লাভ-রূপ জয় । এই দুই প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকট দেখি । মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—‘হে ভগবন ! আমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেয়ঃ সাধন করুন ।’ *

অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্র—“অশ্রবং হি” প্রভৃতি । ভাষ্যে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ কোতুকপ্রদ । ভাষ্যোক্ত সে ব্যাখ্যা এই,—‘দ্বোকে কন্যার অত্যন্ত প্রিয় বিশিষ্ট জামাতা দৌহিত্রাদিরূপ প্রজা বহুরূপে বুদ্ধি করে । ভ্রাতা ভগ্নী-স্নেহবশতঃ ভগ্নীর গৃহধন রক্ষার নিমিত্ত দাসদাসী প্রভৃতি বহুল পরিমাণে প্রদান করে । আপনারা উভয়ে তাহাদিগকেই বহু ধন এবং বহু প্রজা প্রদান করেন শুনিয়াছি । অতএব হে ইন্দ্রাণী ! সোমসদৃশ পুরোডাশ প্রদানে আপনাদিগের চিত্তে নূতন হর্ষরূপ চিন্তাবৃত্তি উৎপাদন করিয়া স্তুতি সম্পাদন করিতেছি ।’ ভাষ্যমতে আমি মন্ত্র পুরোহিতব্যাক্য এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র ব্যাক্য ।

ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত দেখিতে পাইবেন । মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বিজামাতুঃ’ ‘স্ত্রালাং’ ‘সোমস্ত’ ‘জনয়ামি’ প্রভৃতি পদ মন্যার্থ-নিকাশনে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণের হেতুভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে । যাহা হউক, প্রচলিত কি প্রকার অর্থ হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি প্রকার অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্ত এ স্থলে দুই প্রকারের দুইটী প্রচলিত অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

(১) “হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা অযোগ্য জামাতা অথবা শ্রালক অপেক্ষাও বহুধন দান কর, এইরূপ শুনিয়াছি ; অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! আমি তোমাদিগের সোম প্রদান কালে পঠনীয় একটী নূতন স্তোত্র রচনা করিতেছি ।”

(২) “For I have heard that ye give wealth more freely than worthless son-in-law or spouse’s brother.

“So offering to you this draught of Soma, I make you this new hymn, Indra and Agni.”

এবম্ভিব ব্যাখ্যা পাঠ করিলে, এই মন্ত্র হইতে পুরাতত্ত্বের দুইটী তথ্য নির্দেশ করা যায় । মন্ত্র যে মনুষ্যের রচিত এবং মনুষ্যের উপাসনায় প্রযুক্ত, ঐ ব্যাখ্যায় তাহাই প্রতিপন্ন হয় । অপিচ, বিবাহে পণ-গ্রহণ প্রথা যে আজিকালিকার নিয়ম নহে ; পরন্তু এ কালের ছায় সেকালেও যে পুত্রকন্যার বিবাহে আদান প্রদানের বা পণ গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত ছিল, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায় । বেদরূপ দর্পণে আদ্যচিত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে । সুতরাং সকল কালের সকল ভাবই উহার মধ্য হইতে অধ্যাহার করা যায় ।

এখন আমরা যে দৃষ্টিতে দ্বিতীয় মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা গাইতেছে । তদুপলক্ষে সমস্তামূলক পদাবলির কি অর্থ সঙ্গত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, প্রথমে তাহার একটু আভাস দিতেছি । “বিজামাতুঃ” পদে ‘বিশিষ্ট-ধন-প্রদানকারী’—এরূপ ভাব গ্রহণ করি । ‘স্ত্রালাং’ পদে ‘শ্রালা—গৃহ বা হৃদয়’ অর্থে সঙ্গতি দেখি । ‘বা’ পদে

* কৃষ্ণ-যজুর্বেদের এই মন্ত্রটী শুক্ল-যজুর্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ে, ত্রয়োদশ কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয় ।

‘রিপুগণের হস্তা’ অর্থই সুসিদ্ধ হয়। ‘স্তোমং জনয়ামি’ পদদ্বয়ে ‘মন্ত্রের রচনা করা’ অপেক্ষা ‘মন্ত্রকে জন্মে প্রতিষ্ঠিত করি’—এইরূপ ভাবেই সঙ্গতি দেখি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রটাকে যুগপৎ দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপক প্রার্থনামূলক এবং সঙ্কল্পসূচক বলিয়া মনে হয়। সে পক্ষে মন্ত্রের মর্ম্ম হয় এই যে,—মাকুষ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মাকুষ্য মাকুষ্যকে এমন কোনও জিনিষ দিতে পারে না—যাহা সত্য, যাহা সনাতন। অতএব দেবতাই—দেবভাবই বিশিষ্ট দাতা ; দেবতার সাহায্যেই জন্মরূপ গৃহ হইতে রিপুগণ নিতাড়িত হয়। তাঁহারাই জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি, তাঁহাদিগকে জন্মে প্রতিষ্ঠার জন্ত আমরা যেন সঙ্কল্পবাবের উদ্বোধনায় প্রবৃত্ত হই।* * * * *

তৃতীয় মন্ত্রের (‘ইন্দ্রায়ী নবতীং পুরঃ’ প্রভৃতি) ব্যাখ্যা নিকাশনেও ভাষ্যকারের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ নিশ্চয় হইয়াছে, তাহা এই,—‘প্রজাগণের উপকরিতা তন্ত্রাদির অধিপতি যিনি, ভাষ্যমতে তিনিই দাসপত্নী। হে ইন্দ্রায়ী ! দাসপত্নীদিগের সেই নবতিসংখ্যক পুরীকে আপনারা যুগপৎ একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন।’ ভাষ্যের অনুসারী প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও ঐ একই ভাব উপলব্ধি করি। সে ব্যাখ্যা এই,—‘হে ইন্দ্রায়ী ! তোমরা একই উদ্দেশ্যে দ্বারা দাসগণের নবতি-সংখ্যক পুরী কম্পিত করিয়াছিলে।’

বলা বাহুল্য, আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রটাকে ভগবন্মাহাত্ম্যমূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য এবং নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব এই যে,—‘জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তিই মোক্ষলাভের হেতুভূত। তাহাদের দ্বারাই কর্ম্ম সূচক সম্পন্ন হয়। মানবদেহ নানা শত্রুর আগার। অসংখ্য শত্রু এই দেহে বাস করিতেছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান সাহায্যে তাহারা বিদূরিত হইতে পারে। ভগবান সেই জ্ঞান ও শক্তির স্বরূপ। জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ ভগবানকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র তাই কহিতেছেন,—‘হে ভগবন্ ! আমাদের এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে অসংখ্য শত্রুর বসতি। আপনি সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাদের এই দেহরূপ গৃহকে রক্ষা করুন। আপনি অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন। এই সকল শত্রুকে নাশ করেন বলিয়াই আপনার মহিমা প্রখ্যাত। আপনি আমার অন্তরের সেই সকল শত্রুকে নাশ করিয়া আমাকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আপনার মহিমার অন্ত নাই ; আপনি অশেষ মহিমাম্বিত—আপনি সকল কর্ম্মে অদ্বিতীয়। অতএব আপনি আমার আপনার মহিমার বিষয় বুঝাইয়া দিউন।’

মন্ত্রের অন্তর্গত সমস্তামূলক ‘নবতিং পুরঃ’ এবং ‘সাকং একেন কর্ম্মণা’ এই অংশদ্বয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের উচ্চভাব জন্মরূপ হইতে পারে। বেদ-মন্ত্রের মধ্যে ‘নব’, ‘সপ্ত’ এবং ‘ত্রি’ প্রভৃতি পদের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সকল পদ সংখ্যা-পরিমাণের

* এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্ণের (প্রথম মণ্ডল, ১০৯ম স্তোত্রের দ্বিতীয় ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

বহুত্ব সূচিত করে। ঋগ্বেদের এবং অশ্বাচ্ছ বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা নানা স্থানে এই সকল পদের বিশ্লেষণ করিয়াছি। ‘নবতিং’ পদে মস্তের পূরণ বুঝায়। মানবশরীর নবদ্বার-বিশিষ্ট। সেই নয়টি দ্বার—কর্ণদ্বার, চক্ষুদ্বার, নাসিকাদ্বার, মুখ, পায়ু ও উপস্থ। এই নয়টি ইন্দ্রিয় হইতেই মানুষের পদস্থলন হয়। মানুষের অন্তঃশত্রুসমূহ ঐ নয়টি দ্বারেই মানুষকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে। এই নয়টি দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই—শত্রুর আবাসস্থল নবদ্বারবিশিষ্ট এষ্ট দেহরূপ পুরীকে উদ্ভিন্ন করিতে সমর্থ হইলেই—মানুষ পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ‘নবতিং পুরঃ’ বলিতে আমরা এই নবদ্বারবিশিষ্ট সেই দেহরূপ তর্গ হইতে শত্রুদিগকে (দাসপত্নীঃ) বিতারিত করেন বলিয়াই তাঁহার প্রসিদ্ধি এবং তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব। সেই শত্রুনাশরূপ কর্মের জগ্গই তাঁহার মহত্ব। অন্তঃশত্রুনাশ করিয়া যিনি মানুষকে মোক্ষদান প্রদান করেন, তাহার শ্রায় আশ্চর্য্যাকর্ষ্য বিশ্বকর্ষ্ম দ্বিতীয় কেহ থাকিতে পারে কি? সেই একই কার্য্যের জগ্গই তাঁহার মহিমা জগদ্বিশিষ্ট। সেই একই কার্য্যের জগ্গই তিনি অদ্বিতীয়—মহামহিমাম্বিত। জ্ঞানরূপে দিব্য-জ্ঞান প্রদানে, এবং কর্মরূপে কর্মশক্তিপ্রদানে ভগবান মানুষকে সংপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে যোক্ষের অধিকারী করেন। এইরূপ ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা এষ্ট চতুর্দশ অনুবাকের তৃতীয় মস্তের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। *

তার পর পঞ্চম (‘শুচিং নু’ প্রভৃতি) মস্তের প্রতি লক্ষ্য করুন। কর্ম যখন ভক্তি-সহযুত হয়, যখন জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উঠে, তখনই তাহা ব্রতরূপ অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান এবং কর্ম শক্তিই—সকল সংকল্পের মূলীভূত। তাহারাই আকুল অন্তরের তন্ত্রির পূজা ভগবানের নিকট পৌছাইয়া দেয়। স্থূলতঃ মস্তে এষ্ট ভাবই সূচিত বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকার মস্তের যে ভাব অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা এষ্ট,—‘ব্রতনাশক হে ইন্দ্রাগ্নী! আজ আপনাবা আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন। সে স্তুতি—নূতন অস্ত্রের দ্বারা সঞ্জাত ও নির্দোষ হইয়াছে। রোষ-গর্ষাদি রহিত বলিয়া আপনারা উভয়েই হৃদে হোম নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ। আমরা সেই আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। আপনারা উভয়ে কাময়মান যজমানদিগকে সত্ত্ব অন্ন প্রদান করুন।’ ভাষ্যে এই মন্ত্রটি যাজ্ঞা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যাহা হউক, আনাদের অর্থ ভাষ্যকারের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের প্রকাশিত মন্ত্যাম্মসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গাম্মবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মস্তের অন্তর্গত ‘নবজাতং’ ‘ব্রতহনা’ এবং ‘স্বহবা’ এই তিনটি পদ বিশেষভাবে অনুধাবনার বিষয়। ‘নবজাতং’ বলিতে ভাষ্যের ভাবে এবং মস্তের বাক্য-বিশ্বাসে বোধ হয়—যেন ইন্দ্র ও অগ্নি-দেবতার পূজার জগ্গ নূতন নূতন স্তোত্র বিরচিত হইতেছে, বেদ-মন্ত্র যেন নবকলের পরিগ্রহ করিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি-দেবতার পরিতুষ্টির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইতেছেন। প্রচলিত ব্যাখ্যানের আলোচনায় ‘নবজাতং’ পদে কাল-বিশেষে লোক-বিশেষ কর্ত্ত্বক অগ্নি ও ইন্দ্র নামক কোনও

* কৃষ্ণযজুর্বেদের এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গে (তৃতীয় মণ্ডল, দ্বাদশ স্তক, ষষ্ঠ ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

ঋষি বা মনুষ্য প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোনও দেবতা যে সম্পূজিত হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বের বিষয় এবং অপৌরুষেয়ত্বের বিষয় স্বীকার করিলে, এই ‘নবজাত’ পদের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই উহার ভাব বিষয়ে যেন ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আমাদের দৃষ্টিতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি,—‘এ তো তাহা নহে! এখানে যে নিত্য সত্যত্ব প্রকটিত রহিয়াছে!’

নিত্য সত্য-সনাতন অবিনশ্বর পরমাত্মা সর্বকালে সমভাবে সর্বত্র বিद्यমান রহিয়াছেন। তিনি সর্বকালে সমভাবে সম্পূজিত হয়েন। তাঁহার আরাধনা-উপাসনার কালাকাল নাই; তাঁহার স্ততি-বন্দনাও আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। যিনি যখনই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি যখনই তাঁহার সমীপস্থ হইবার প্রয়াস পাঠবেন, তিনি তখনই বুঝিতে সমর্থ হইবেন,—‘তিনি তো নূতন নহেন—তিনি যে পুরাতন—তিনি সনাতন! তিনি যে—

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ।

অজো নিত্য ঋক্সতোহয়ং পূরাণো ন হততে হত্মানে শরীরে ॥”

তাঁহার জন্ম নাই, তিনি অজ; তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তিনি নিত্য; তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি ঋক্সত। তাঁহার পরিণাম নাই, তিনি পূরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই, তাই কথিত হইয়াছে,—‘ন হততে হত্মানে শরীরে।’ তিনি চিরদিনই আছেন, তাই তাঁহার স্ততি-বন্দনা চিরদিনই চলিয়াছে। আজ যে কেবল আমিই তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তাহা তো নহে। আজি যে কেবল আমিই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা তো নহে! পূর্বতন মনি-ঋষিগণ—আমার পূজনীয় পিতৃ-পিতামহগণ—সকলেই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন,—সকলেই তাঁহার সন্নিধি লাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। স্মরণ্য আমিই কেবল যে সে পথের নূতন পথিক, তাহা নহে। অধুনাতন সাধকগণই যে তাঁহাকে পাইবার জন্ত নূতন ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা নহে; ‘অনাদি অনন্ত কাল অনাদি অনন্ত কোটা সাধক, তাঁহার মহিমায় বিভোর হইয়া, তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। আবার, অনাদি অনন্ত কাল—অনাদি অনন্ত কোটা সাধক তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন। মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি অসীম অনন্তকে ধাবণা করিতে পারে না; তাই তাহার অসীম অনন্তের একটা সীমা কল্পনা করিয়া লয়। তাই যখনই বলিবে নূতন; তখনই তাহা সেই একই ভাবের স্তোতনা করিবে; তখনই তাহা সেই চিরনূতন—পুরাণ পুরুষকে নির্দেশ করিবে। এই ভাবেই এ নূতনের নিত্যত্ব ও নূতনত্ব অন্তর্ভূত হয়। আবার স্ততি বা স্তোত্র—ভগবানের আরাধনা উপাসনা—নবকলের পরগ্রহ করে তখনই, যখন তাহা জ্ঞান ও কর্ম শক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞান ও কর্ম—উভয়ই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশে অদ্বিতীয়। যে পূজা উপাসনার অনুষ্ঠান আমরা করিয়া থাকি, জ্ঞান ও ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাই ভগবানের নিকট পৌছইয়া থাকে। তখনই তাহার অভিনবত্ব সিদ্ধ হয়। এ ভাবেও ‘নবজাতং’ পদের সার্থকতা সপ্রমাণ হইতে পারে।

মন্ত্রের অন্তর্গত ‘ব্রত্ৰহা’ পদে, ‘ব্রত্ৰপ্রমুখ শত্রুগণকে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা বিনাশ করেন’—ভাষ্যে ও ব্যাখ্যা দিতে তাহাই উপলব্ধ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে একটা উপাখ্যানের

অবতারণা করা হইয়া থাকে। ঐ পদের সাধারণ ভাব এই যে,—বৃত্র নামক একজন অশুর ছিল। ইন্দ্র ও অগ্নি তাহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। আবার রূপকে ‘ইন্দ্র’ বলিতে সূর্য্য বুঝায়, আর ‘বৃত্র’ বলিতে সূর্য্যের আবরক ‘মেঘকে’ বুঝাইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে উত্তাপে পৃথিবীতে জীবজন্তু বৃক্ষ-লতা-তরু-গুহাদি নবজীবন প্রাপ্ত হয়। মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া পৃথিবীকে অন্ধকারময় করিয়া ফেলে; তাহাতে এই পৃথিবীতে নানা অনর্থের স্বত্রপাত হয়। এইরূপে এ সংসারে আলোকের আধার ইন্দ্রের ও অগ্নির সহিত অন্ধকারের জনয়িতা বৃত্রের বা মেঘের অবিরত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য্য ও অগ্নি অদৃশ্য হইয়া পড়েন; পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইরূপে সূর্য্যরশ্মি ও উত্তাপ বাধা প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বৃক্ষতরুলতাগুহা, এমন কি প্রাণি পর্য্যন্ত, গতজীবন হয়। যাহা হউক, অবশেষে সূর্য্যরশ্মি বা উত্তাপ প্রতিষ্ঠা দিত হয়, ইন্দ্র ও অগ্নি জয়লাভ করেন। বৃত্র বা মেঘ নিহত হইলে বর্ষার বারিধারা ভূতলে পতিত হয়; তখন ইন্দ্রের ও অগ্নির গৌরব পূর্ণ-মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে শত্রু বিধ্বস্ত হওয়ায় তাহাদের জ্যোতিঃ বহুগুণে পরিবদ্ধিত হইতে থাকে। যাহারা ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধপ্রসঙ্গে এইরূপ রূপকেব কল্পনা করেন, তাহারা এই প্রকার অর্থট নিশ্চয় করিয়া থাকেন এবং এই প্রকার অর্থট সঙ্গত বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু যাহারা একটু উচ্চতরের সাধক, তাহাদের নিকট বৃত্রবধেব তাৎপর্য্য অগ্নরূপ। তাহাদের মতে ইন্দ্র ও অগ্নি বলিতে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে, তিনি আলোক-দাতা, তিনি সকল জ্ঞানের—সকল কন্মের—সকল সত্যের আধারস্থান। সজ্জেকপতঃ, তিনি সংস্করণ। সে অর্থে বৃত্র বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন; বৃত্র—মুষ্টিমান অন্ধকার ও কুরুশ্ম; বৃত্র সকল অসত্ত্বাবের—সকল অনর্থের জনক। সংসারে আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ চিরসংগ্রাম চলিয়াছে, নৈতিক জগতেও সেইরূপ সত্যের ও অসত্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। সূর্য্য ও অগ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে আলোক-রশ্মিতে উত্তাপ বিতরণে পুলাকিত করিয়া থাকেন; সেইরূপ সেই সং পবিত্র আধ্যাত্মিক আলোকের স্বাকর ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে সংপথে পরিচালিত করিবার জন্ত উদ্বুদ্ধ করেন। সূর্য্যদেব যেমন সময় সময় মেঘ-মধ্যে লুকাইত হন এবং তাহাতে যেমন পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে; সেইরূপ জ্ঞান-সূর্য্য বা জ্ঞানাগ্নি কখনও কখনও কু-প্রবৃত্তিরূপে মেঘ দ্বারা আবৃত হন এবং তাহাতে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎস্য প্রভৃতি রিপুগণ এবং অজ্ঞাত অসংখ্য কু-প্রবৃত্তি তখন বৃত্রের সৈন্ত-সামন্তরূপে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়-হর্গ আক্রমণ করে,—ঈশ্বরের মহিমায় হৃদয়ে যে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্ত তাহারা প্রয়াস পায়। ইন্দ্রের ও অগ্নির এবং বৃত্রের সৈন্তগণ যখন এইরূপভাবে সমর-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়; আত্মা কখনও কখনও সেই চতুর সর্প-প্রকৃতি ধূর্ত বৃত্রের বশতাপন্ন হইতে প্রলুব্ধ হন। ফলে, হৃদয়ে—নৈতিক-রাজ্যে অরাজকতা ও যথেষ্টাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তখন ইন্দ্রের ও অগ্নির সমস্ত ক্ষমতা অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সত্ত্বা-সমূহ হৃদয় হইতে অপস্থত হয়;—কু-প্রবৃত্তি-সমূহ তখন হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। হৃদয়

তখন আর ইন্দ্রের বা অগ্নির পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। তখন গভীর অন্ধকারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ;—পাপের ও দৈত্যের অন্তর্জাতলে নিমজ্জিত হইয়া আত্মা সদসংবিচারে একেবারে অসমর্থ হয়। এইরূপে বৃত্তের পাপ-প্রলোভনে প্রলুদ্ধ হইয়া আত্মা আপনার কৃত-কর্মের ফল ভোগ করিলে, অবশেষে ইন্দ্র ও অগ্নিরূপী ঈশ্বর (ভগবান) সেই পতিতের উদ্ধার সাধন করেন। অন্তরে অহরহ সদবৃত্তির সহিত অসদবৃত্তির সংঘর্ষই এবং সদবৃত্তির উন্মেষণে অসদবৃত্তির বিনাশ সাধনই—ইন্দ্রাণীর বৃত্ত-বধ। মানুষের অন্তর অজ্ঞানতায় চির-সনাচ্ছন্ন। কর্মের প্রভাবে, জ্ঞান-জ্যোতির বিচ্ছরণে সেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে মানুষ ভগবৎরূপা-লাভে সমর্থ হয়। ভক্ত যখন বিপন্ন হয়, বিপন্ন হইয়া কাতরকণ্ঠে যখন তাঁহাকে ডাকে, ভক্তের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি ক্ষিপ্ৰ-গতিতে আগমন করিয়া, তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি—আত্মদর্শিজনকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন। ‘বৃত্তহনা’ পদ অন্তঃশত্রুনাশে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছরণ এবং কর্ম-শক্তির পরিষ্করণের বিষয়ই ব্যক্ত করিতেছে। ভাব এই যে,—‘সেই পরম-পুরুষ, ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব রূপে, সংসার-ভয় নিবারণ করেন ; তিনি সর্ব্বরক্ষণক্ষম। তাঁহার রূপা-লাভ করিলে, তোমার অন্তরের সকল শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তিনি শত্রু-নাশক—রিপু-নাশক। তুমি তাঁহার শরণ লও। তোমার ভক্তি-রসামৃত তাঁহাকে উৎসর্গ কর। তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া তোমার অজ্ঞানতা দূর করিবেন। জানালোকে তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে। তুমি তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।’

‘স্বহবা’ পদের তাৎপর্য—‘প্রকৃষ্ট হবির্দায়কো, সদ্ভাব-বর্দ্ধকো’ আমাদের মন্থামুসারিণী-ব্যাখ্যায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্মের সহিত যদি জ্ঞানের সমাবেশ ঘটে, জ্ঞান-বলে যদি কর্মের স্বরূপ বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে, তাহা হইলে সেই কর্মই ভগবানকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়—সেই কর্মের দ্বারাই হৃদয়ে সদ্ভাব-রাজি ফুটিয়া উঠে। আমাদের মতে তাই ‘স্বহবা’ পদে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—‘হে জগজ্জীবন ! আর কেন নোহ-পক্ষে ডুবাঁয়া রাখেন ? সারাজীবন নিমজ্জিত রহিলাম ; এইবার উদ্ধার করুন। চারিদিকে অন্ধকার ঘেরিয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ্মানু আপনি ; একবার জ্যোতিঃ-রূপে প্রকাশমান হউন। অন্ধ জাঁখি উন্মীলিত হউক ;—যেন আপনার মধ্যেই আপনাব স্বরূপ দেখিতে পাই। আমার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হউক। যজ্ঞের ফলে আমাকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন—আমার কর্ম-শক্তি প্রবর্তিত হউক। আপনি বিশ্বপাতা, আপনি বিশ্ববিধাতা, আপনি বিশ্বরূপ, আপনি বিশ্বেশ্বর—কর্মের ফলে যেন সেই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। অধমকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন। আপনার প্রভাবে, জ্ঞানানুমোদিত সংকর্মের ফলে, আমি যেন দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত হই, আমি যেন দেবত্ব-লাভ করি।’ ভগবানকে যে বিবিধ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হয়, তাহার তাৎপর্যই এই বলিয়া মনে করি। প্রথম অবস্থায় মনোভূতকে চরণ-সরোজে আকৃষ্ট করিবার জন্তই বহিরঙ্গের সাধনার আবশ্যক হয়। মধু-পানে মত্ত ভ্রমরের স্থায় ক্রমশঃ তাহাতে তন্ময়তা আসে। সাধনার এই প্রথম স্তর অনুসরণে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইলেই সাধনার সিদ্ধি-লাভ ঘটে,—কর্ম-কাণ্ডের মধ্য দিয়াই জ্ঞান-কাণ্ডে উপনীত হইতে পারা যায়,—প্রথমে ইন্দ্র ও পরে অগ্নি পদের সমাবেশ এবং তাঁহাদিগের ‘স্বহবা’ গুণ-বিশেষণে তাহাই বুঝিতে পারি। ভক্ত সাধক

যখন অগ্নির ও ইন্দ্রের রূপ দেখিয়া ভক্তিতে তাঁহার অর্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার অন্তরের বৃহৎরূপ অজ্ঞানাকারকণী বৃত্ত দূর হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিঃতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত হইতে থাকে। যে সংশয়ের কুয়াটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়াছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল কৰ্ম্ম, সকল দুঃখের অবসান হয়। তখন আর আত্মার পবনাত্মীয় ভেদ থাকে না। ইন্দ্রাগ্নিই যে সেই সচ্চিদানন্দরূপ, ইন্দ্রাগ্নিই যে সেই পরমাত্মা, আর তাঁহারাই যে ‘মূহুরা’—তাঁহারাই যে যজ্ঞের সৃষ্ট সম্পাদক এবং সৃষ্টাবের জনক, প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-কৰ্ম্মাধিত সাধক তখন তাহাই বুঝিয়া থাকেন।

ফলতঃ, মন্ত্ৰটী অতি উচ্চভাবমূলক। উচ্চনীচ-নির্দেশে ভগবান যে শরণাগতকে পরিদ্রাণ করেন, মন্ত্ৰে সেই বিষয়ই পরিব্যক্ত। অতি অকিঞ্চনও যদি তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, সেও যদি তাঁহার করুণার ভিখারী হয়, তাহাব অমুগ্ৰহ-লাভে সমর্থ হইতে পারে। তাই সৰ্ব্বভোভাবে কায়মনোবাক্যে তাহাবই শ্রীচরণে শরণ লওয়ার উপদেশ এই মন্ত্ৰে প্রদত্ত হইয়াছে। :

পঞ্চম (‘বয়ম্ আ’ প্রভৃতি) মন্ত্ৰে সংগৃহে চলিয়া সন্ধ্যাবে মণ্ডিত হইয়া সংস্করণকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্ৰেব অর্থ নিরূপণে ভাষ্যকারের দৃষ্টি বিশেষ নতাইনক্য সংঘটিত হয় নাই। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্ৰটী সত্র-পুরোহিতবাক্য। ভাষ্যমতে মন্ত্ৰের অর্থ,—‘হে সূর্য্যার্গপতি পুৰুষ (দেবতা) ! আপনাকে রথের গায় সংযোজিত করিতেছি। আমরািগের অন্তর্ভুক্ত কৰ্ম্ম যাহাতে অন্নপ্রাপক হয়, সেই জন্ত’ অর্থাৎ ধনবনলাভের নিমিত্ত পুৰুষদেবতাকে রথের গায় নিযুক্ত করা হইতেছে—ভাষ্য হইতে এই ভাব উপলব্ধি করি। মাতৃষের হৃদয় অনন্ত কামনার সমুদ্র। সমুদ্রে বাঁচিবিকোভের গায়, কামনার পব কামনা মানব হৃদয়ে উথিত হইতেছে। সেই কামনা পূরণের জন্তই বাস্তবের বত কিছু অনুষ্ঠান আয়োজন। মন্ত্ৰে পুৰুষদেবতাকে যে অন্নবন লাভের নিমিত্ত বাথের গায় নিযুক্ত করা হয়—সেও সেই কামনা-পূরণ জন্তই। ভগবানের নিকট প্রার্থনার সময় মাতৃষের অন্তরে প্রবানতঃ দ্বিবিধ স্তম্ভভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগরক হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, - তাহার ভোগের উপযোগী ধনৈর্ধর্য্য চায়; দ্বিতীয়তঃ,—সেই পর্যাণ্ডেরও অধিক—পার্থিব ধনৈর্ধর্য্যেরও অতীত—অগ্ন ধন (মোক্ষ ধন) তাহার পাইবার কামনা করে। ভোগের আকাঙ্ক্ষা অনন্ত প্রকারের। সে আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। তাই ধনাদির প্রকারভেদেরও অন্ত নাই। চাই—অর্থ; চাই—মণিমাণিক্য হীরক জহরত; চাই

“ চতুর্দশ অমুবাকের এই তৃতীয় মন্ত্ৰটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গে (সপ্তম মণ্ডল, ত্র্যমিক নবতিতম সূক্তের প্রথম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার যে একটি বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—“হে বৃহহা ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা শুদ্ধ নবজাত স্তোম অগ্ন সেবা কর, তোমরা স্নেহে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের হৃদ জনকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতেছি। যজ্ঞমান কামনা করিতেছেন, তাঁহাকে সত্ত্ব অন্ন প্রদান কর।”

ধরবাড়ী গাড়ীজুড়ি ; চাই—আসবাব পোষাক অট্টালিকা ; চাই—মনোরমা বনিতা, আজ্ঞাবাহী দাসদাসী ; চাই—আরও কত কি স্মৃতিস্বপ্ন সামগ্রী ! আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র ; আকাঙ্ক্ষিত ধনেরও তাই বিচিত্রতা ! কেবল কি বৈচিত্র্যে-বিবিধ ধনভোগেই—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি আছে ? তাহা তো নহে ! মানুষ চায়—পর্যাপ্ত । তুমি কত চাও ? কত ভোগ করিবে ! পর্যাপ্ত পাইবে । কিন্তু কি প্রহেলিকা ! তাহাতেও তো আকাঙ্ক্ষা মিটে না । ক্ষুধিত হইয়াছ ? উদর পূরিয়া আচাব কর । মিষ্টান্ন চাও ? এত পাইবে যে, উদরে স্থান হইবে না ! কোন্ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন আকাঙ্ক্ষা কর ? তোমার দর্শনেন্দ্রিয় সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চায় ? সম্মুখে চাহিয়া দেখ—সৌন্দর্যের অনন্ত পারাবার এই বিধ, তোমার নয়ন ছুইটাকে এখনই সৌন্দর্য-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবে । তোমার শ্রোত্র ? বেই বা কতটুকু স্বসব শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে ? পর্যাপ্ত—পর্যাপ্ত—সকলই তো তোমার পুরোভাগে রহিয়াছে । তবু তো তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটে না ! ঘোঁসামগ্নী পর্যাপ্ত প্রাপ্ত হইলেও তো তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে না ! যতই কামনার পূরণ হয়, ততই নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয় । কামনার—তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে ? শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—

“নিম্নো বস্তু শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাদীপো ;

লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিচক্রশ্বরং পুনঃ ॥

চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতিত্রিলোকপদং বাহুতি ।

ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিহরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ ॥”

ফলতঃ, তৃষ্ণার—কামনার কখনই অন্ত নাই । যতই প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যবস্তু প্রদত্ত হউক, কামনা কখনই মিটিবে না ! নিত্য নূতন কামনা আসিয়া নিত্য নূতন বাসনার উদয় হইয়া, মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে !

তবে চাই—পর্যাপ্তেরও অতীত ধন ! কিন্তু বিচিত্র পর্যাপ্ত ভোগ্যবস্তু ধনৈশ্বর্য প্রাপ্ত হইলেও তো আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই !—কামনার নিবৃত্তি নাই ! তখন সেই পর্যাপ্তেরও অতীত ধন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে । সে ধন প্রাপ্ত হইলে আব কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগ থাকিবে না—তখন সকল কামনার অবসান হইবে—সকল তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি আসিবে । ফলতঃ, প্রার্থী হও—ঐহার দ্বারে । সকল ধনই ঐহার নিকট আছে । তোমার যে ধনের প্রয়োজন হয়, ঐহার নিকট তাহাই পাইবে । অসার মণিমুক্তারূপ ধনের প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তিনি তোমায় সার ধন শ্রেষ্ঠ ধন—মৌলিক ধন পর্যাপ্ত প্রদান করিবার জন্ত প্রস্তুত রহিয়াছেন । সংসারী সাধারণ মানুষ, ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া, ধনের অধিপত্যকে উপেক্ষা করিয়া, ধনার্জনের প্রয়াস পায় । তাহাতে তাহাদের কস্মৎফলারূপ ধন তাহারা যে প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে । তবে তাহারা যত ধনই প্রাপ্ত হয়, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই যায় ; আর সেই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকের উপর নূতন হৃৎকর আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে । শেষ এমন হয় যে, তাহাদের অর্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায় । কেবলমাত্র

আপন পৌরুষ প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে সূর্যৈশ্বর্য্য সন্তোষে প্রয়াস পায়,—বিভব ঐশ্বর্য্য উপভোগের এই এক দিক্। আর এক দিক্। আর এক দিক্—ভগবানে শ্রুতিচিন্ত হইয়া তাঁহার দান মনে করিয়া—কর্ম্মফল-লাভের জন্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া! বিচিত্র ধন, বিবিধ ধন, পর্য্যাপ্ত ধন, আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর; ভগবানের শরণাগত হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্ত মনুষ্য হইয়া আছেন। পরন্তু যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে।

ছই দিকে ছই পথ। এক পথ ডাকিতেছে,—‘চলিয়া আইস! কাহারও অপেক্ষা করিও না। আপন পৌরুষ-প্রভাবেই তুমি ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবে।’ কিন্তু অত্র পথ কহিতেছে,—‘না—না, তেমন কাজ করিও না! অজানা অচেনা পথে একাকী অগ্রসর হইও না; পথে কত বিষ-বিপত্তি আছে। একজনের আশ্রয় লইয়া অগ্রসর হও।’ এ মত সেই আশ্রয় লওয়ার কথাই বলিতেছে। বলিতেছে,—‘তাঁহার আশ্রয় লও; তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; আত্মপৌরুষ-রূপ অহনিকা পরিত্যাগ কর; তিনি সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।’ একটু ভ্রমচিন্তে বুঝিতেই বলা যাইবে—এখানে সকাম ও নিকাম—কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—‘তোমার ঐ সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি নিকামার্গে উপনীত হইতে পাবিবে। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; তিনি পথ পদর্শন করিবেন—তিনি যে শোভন মার্গের—সন্মার্গের পালক বক্ষক—প্রদর্শক। তিনি সকল ধনের অধিপতি। পর্য্যাপ্ত, পর্য্যাপ্তের অতীত—সকল ধনই তিনি তোমাকে প্রদান করিবেন। যে ধনে তোমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি ঘটে, সে ধনও তিনি তোমাকে প্রদান করিবেন।’

অম্বাবাকের ষষ্ঠ মন্ত্র—‘পথ-পথঃ পরিপাতিং’ প্রতীতি। এই মন্ত্রেও শোভন-মার্গের অধিপতি পুণ্য-দেবতার অনুগ্রহে সংপথে পরিপাতি হইয়া কর্ম্মফল লাগে হইবার এবং আত্মীয়-স্বস্ত্রী-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। নিদাম-কর্ম্মে—কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের অন্তরও মন্ত্রের মধ্যে উদ্ভূত দেখিতে পাই। ভা. মতে ময়েব মে অর্গ হয়, তাহা এই,—‘আমি ফল-কামনায় প্রবৃত্ত। সেই সেই (কর্ম্মে) পথের পরিপালক পুণ্য-দেবতাভিমানী অর্ককে স্তোত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃত করিতেছি। সেই অর্ক আমাদের শোকনিরোপিকা রাসং অর্থাৎ চন্দ্রবৎ অহ্লাদন-সমর্থ ওষধী প্রদান করেন। অপিত, তথাপিও সেই পুণ্য-দেবতা আমাদের তত্ত্বদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টরূপে সাধন করেন।’ ভাষ্যকারের মতে আমাদের কয়েকটা বিষয়ে কথঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে। ‘ভুক্তধঃ’ পদের অর্থ-নিদামানে ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—‘শোক-

• এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে সপ্তদশ বর্গে (ষষ্ঠ মণ্ডল ঐশ্বর্য্যশং স্বত্বের প্রথম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার প্রচলিত-বঙ্গানুবাদটী এই,—‘হে মার্গ-পতি পুণ্য! আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠান ও অনলাভের নিমিত্ত বণশ্চলে রথের দ্বারা তোমাকে আমাদের অভিযুগবর্তী করিতেছি।’

নিরোধিকা ।’ আমাদের অর্থ, সেই ভাব হইতে—‘শত্রুপ্রতিবন্ধকাঃ ।’ শত্রুর প্রতিবন্ধক যে ‘রাসং’ উৎপাদন করিতে সমর্থ, সে ‘রাসং’ বা ধন কিরূপ ধন ? আমরা তাহাকে ‘চন্দ্রাগ্রা’ অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক সেই শুদ্ধস্বকেই লক্ষ্য করি । অজ্ঞানতিমিরাজ্জর অন্তরে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে, অজ্ঞানতা-নাশে যে বিমল জ্ঞানের উদয় হয়, আর যে জ্ঞানের উদয়ে সকল কৰ্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, আমরা মনে করি পবন কল্যাণ-বিদায়ক মোক্ষ-পাপক সেই জ্ঞান-ধনই—‘শুদ্ধঃ চন্দ্রাগ্রা রাসং’ পদ-সমূহেব লক্ষ্য ।

‘পথস্পথঃ পরিপতিং’ পদদ্বয়ে ভগবান যে অদ্বিতীয় সন্মার্গ-প্রদর্শক, তাহাই বুঝা যায় । তিনি সৰ্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পথেরই অধীশ্বর । মানুষকে সংপথে প্রবর্তিত কবিবার জন্ত তিনি স্বতঃপরতঃ প্রয়াস পান । কিন্তু মোহাজ্জর মানব, তাঁহার প্রদর্শিত সেই শ্রেষ্ঠ পন্থা সর্বথা অনুবর্তন করিতে পারে কি ? তাহা পারে না বলিয়াই তাহার যত কিছু দুঃখ-যন্ত্রণা ! কিন্তু পরম দয়াল ভগবান তো তাহাতেও নিশ্চিন্ত হন না । সন্তানকে সংপথে আনিবার জন্ত কতই না প্রবহ তাঁহার ! তাই ভগবানের নিকট হইতে মানুষ যতট দূরে সরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে প্রয়াণ করিবার জন্ত যতই তাহা বা বাগ হইতেছে ; করুণাময়ের করুণাব ধারা ততই বিস্তৃতভাবে বিশাল বিশ্ব ব্যাপিয়া বহিত হইতে চলিয়াছে । তিনি যে যুগে যুগে অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতরণ কবিতেছেন, তিনি যে সাধু-মহাত্মাদিগেব অমৃত-বাণীর মনো নিত্য-প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি যে প্রতি সংকৰ্ম্ম-সদন্তষ্ঠানের মধ্যে সংস্করণে বিরাজমান রহিতেছেন, তিনি যে তোমার প্রতি পদক্ষেপে তোমায় সতর্ক করিবার জন্ত তোমাব কর্ণ-কুহরে বিবেক-বাণী-রূপে উপস্থিত হইতেছেন ;—এ সকল কি তাঁহার করুণ-বর্ষণ নহে ? তুমিও যতই উদ্ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতেছ, তাঁহার করুণা-বিতরণের কারণ-পরম্পরাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে ।

পিতামাতা যেমন, পুত্রের ভাবী অদঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, নানা প্রকারে পুত্রকে স্তপথে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার চেষ্টা পান ; এক প্রকারে না হইলে, অন্য প্রকারেব চেষ্টায় যেমন তাহাকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করেন ; ককণাময় জগদীশ্বরও সেইভাবে পতিনিয়ত আমাদিগকে স্তপথে আনিবার প্রয়াস পাউতেছেন । ‘পুত্র বিপথগামী হইয়াছে ! বোধ হয় তাহার কারণ এই হইবে ।’ বৎসগাং সেই কারণের বিষয়টা মনে উদয় হইল, অমনি যেহেতু জনক-জননী সে কাণ্ডটা দূর করিবার পক্ষে প্রবৃত্ত হইলেন । কারণের জন্ত কৰ্ম্ম সৃষ্ট হইল । সংসারের এই দৃষ্টান্তের বিষয় স্মরণ করিয়া, ভগবানের করুণার প্রতি লক্ষ্য করা যায় । অমুগ্রহ-প্রকাশের কত কাণ্ড না তিনি পরিগ্রহ কবিতেছেন ! দেখিতেছেন,—দিন দিন সন্তান অন্ন-আয়ু অন্ন-বুদ্ধি হইতেছে ; সেই কারণে, তিনিও তদনুযায়ী প্রতিকার-উপায়-সকল নির্দেশ করিয়া দিতেছেন । দেখিতেছেন—সন্তানের গম্ভীর পথে মোহের অন্ধকার ঘেরিয়া আছে : সেই কারণে, তিনিও অমনি জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা প্রদর্শন করিতেছেন । দেখিতেছেন—সন্তান কুকৰ্ম্মী কদাচারী হইতে বসিয়াছে, মদমত্ত বারণ ইচ্ছিত মানিতেছে না ; সেই কারণে, তিনিও অমনি মস্তকে অঙ্কুশাঘাত আরম্ভ করিতেছেন ! বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কারণ উৎপত্তিতে, তাঁহার করুণা-ধারাও নানা আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে । গর্জন, বর্ষণ, বজ্রপাত—সে পাবার মধ্যে সকলই আছে ! লক্ষ্য কিন্তু সেই একই—সন্তানকে স্তপথে

পরিচালন। তবে তুমি শুনিবে না, তিনি কি করিবেন? কোন্ পুত্রের জনক-জননী, পুত্রকে সংপথাবলম্বী দেখিতে না চাহেন এবং তজ্জন্ম চেষ্টা না করেন? কিন্তু পুত্র যদি একান্তই বিপথগামী হয়, বারণ না শুনে, স্বপাদ-সলিলে আপনিই যদি ডুবিয়া মরিতে যায়, উপায় কি আছে? তখন, ‘তাহার অদৃষ্ট লইয়া সে মরিবে, আমরা কি করিব?’—এই প্রবোধ-বাক্যের দীর্ঘশ্বাসে পিতামাতার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও সেই ভাব পরিগ্রহণ করি। কারণের উপর কারণ সৃষ্টি করিয়া, অহুগ্রহের উপর অহুগ্রহ বিতরণ করিয়া, ভগবান্ যখন তোমাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না; তখন, ‘তোমাদের অদৃষ্ট তোমাদের জন্ত সঞ্চিত রহিল’—ইহাই তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত হইবে না কি? তিনি তো তাঁহার করুণা-নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া-ছিলেন! সেদিকে অগ্রসর না হইয়া, প্রলুদ্ধ পতঙ্গের ছায়, তুমি নরকের অনলের দিকে ছুটিলে; তোমার পরিণাম—আর কি হইবে? যে অনলে পুড়িবান্, সেই অনলেই তুমি পুড়িতে থাকিবে। ইহাই অবশ্যসঙ্গী ফল। এ মন্ত্ৰে, ভগবানের অজস্র করুণা-বিতরণ-প্রসঙ্গে, তোমার সেই ভাবী ফলের ইঙ্গিত রহিয়াছে,—দেখিতে পাঠিতেছ না কি?

এ প্রসঙ্গে দুই একটা অবাস্তব প্রশ্ন উঠিতে পারে। সংশয়ী চিত্ত চিরদিনই তদ্রূপ প্রশ্ন উপাধন করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহিতে পারেন,—‘ভগবান্ যদি এত করুণাময়, জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া তিনি যখন করুণা-বিতরণের কারণের পর এত কারণ অল্পসঙ্কলন করেন; তখন কেন তিনি, সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বশক্তিমান্ তিনি, একেবারেই সকলকে সংপথে টানিয়া লন না? পরীক্ষার মধ্যে আবার ফেলা হয় কেন?’

এ প্রকার প্রশ্ন চিরকাল উঠিয়া থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান চিরকালই উঠিবে। নীমাংসা-পক্ষেও একটু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে এই এক কথায় এই জটিল প্রশ্নের নীমাংসা হওয়া স্বকঠিন। তথাপি, যতটুকু পারা যায়, এই একটা দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা প্রয়োজন বোধ করি। মনে করুন—রাজা ও রাজ-প্রবর্তিত বিধি-বিধান। প্রজার যত প্রকারে দঙ্গল সাধিত হইতে পারে, রাজ্যে যত প্রকারে শাস্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর, নানা-রূপ বিচার-বিতর্ক-নীমাংসার দ্বারা, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিবর্গ তদ্রূপ বিধি-বিধান প্রবর্তন করেন। অনেক সময়, অনেক কারণে, অনেক বিধির প্রবর্তনা আবশ্যক হয়। কিন্তু সকল প্রকার বিধি-বিধান-প্রবর্তনারই লক্ষ্য—রাজ্যে শাস্তি-স্থাপন, প্রজার হিত-সাধন। অথচ, সেই সকল বিধি-বিধানের ফলে অধিক-সংখ্যক লোকের সুখ-শান্তি অধিগত হইলেও, উচ্ছ্রাল কতকগুলি লোক, সে বিধি-বিধান উল্লঙ্ঘন-হেতু দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে, বিধান-কর্তার করুণা—কাহারও কাহারও পক্ষে বিপরীত-ফলপ্রদ হইবে না কি? এ ক্ষেত্রেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ বলেন,—‘ভগবান্ ইচ্ছা করিলে সকলকেই তো এইরূপ মতিগতি প্রদান করিতে পারিতেন!’ তাহার এক উত্তর—বৈচিত্র্যই তাঁহার সৃষ্টি। আর এক উত্তর—পরীক্ষাই তাঁহার লক্ষ্য! সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে জন তাঁহার নিকট পৌছিতে পারে, সেই রণজয়ী হয়। বিশ্ববিজ্ঞানে স্তরগত উচ্চাবচ বিবিধ পরীক্ষার প্রণালী আছে। যে বালক ঐকান্তিকতা ও মেধা প্রভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই জয়-মালা প্রাপ্ত হয়। যে অগ্রসর হইতে পারে না, সে পিছাইয়াই থাকে। এখানেও সেই ভাব গ্রহণীয়।

কতকগুলি নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কবিতা জগদীশ্বর মানুষকে এই সংসার-রূপ পরীক্ষা-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যে জন, নিয়ম-পরিপালনে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, সেই মন্ত্রির অধিকারী হইবে; যে তাহা না পারিবে, পরস্তু পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইবে, তাহাকে নির্গ্যাতন-ভাগী হইতে হইবে।

যাহা হউক, মন্ত্রের ভাব এট যে,—‘ভগবান মানুষের মঙ্গলের জন্ত অশেষ প্রকার করুণার নিব্বার উন্মুক্ত কবিতা রাখিয়াছেন। দেখ—বৃক্ষ—অনুসরণ কর। সে নিব্বার-ধারায় পরিমিত হও! সকল জালা-মালায় শাস্তি পাইবে। ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণে শরণ লও; তিনি স্বয়ং আসিয়া তোমার উদ্ধার করিবেন। তিনি তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য নামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচা।” ফলকাজ্ঞা-পরিশুভ্র হইয়া, তাঁহার প্রদর্শিত পথে কায়মনোবাক্যে অনুবর্তন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে জীবের ভাবনা থাকে কি? *

তার পর সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের (‘ক্ষেত্রপতিনাং বয়ং’ এবং ‘ক্ষেত্রপতি পতে’ প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয়) বিষয় অনুবাদন কবন। এখানে ভগবানকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। ‘ক্ষেত্রপতি’, ‘ক্ষেত্রপতিনাং’ প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার স্বরূপ পবিত্র বলিয়া মনে করি। মন্ত্রদ্বয়েই ভাষ্য-সম্মত তর্কের বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যমতে সপ্তম মন্ত্র পুরোহিতবাক্য এবং অষ্টম মন্ত্র রাজ্য বলিয়া অভিহিত। তদনুসারে ‘ক্ষেত্রপতিনাং’ প্রভৃতি সপ্তম মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘পুত্রাদির হিতের নিমিত্ত যেমন গবাদি জন্তু, তেমনি ক্ষেত্র-পতির সাহায্যে আমরা গো, অশ্ব এবং পোষক অন্নাদি দ্বারা জন্মবৃত্ত হই। সেই ক্ষেত্র-পতি তাদৃশ গবাদিদের দ্বারা আমাদের সু-সাদন কবন।’ ‘ক্ষেত্রপতি পতে’ প্রভৃতি অষ্টম মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে ক্ষেত্রপতি! যেহু যেমন পয়ঃ প্রদান কবে, সেইরূপ আপনি মানুষ্যোপেত উর্ধ্বৈব ত্বায় পুনঃপুনঃ আবৃত্তি-সম্পন্ন, দব্যান্তরে মাংস্যাশনী, পথ্যাবিত্ত-দোষ-বাহিত ঘৃতেব ত্বায় সুপুত নাবিকেলফল-ঈক্ষুখণ্ড-গুড়া-ভোগপদার্থ সমূহ প্রদান করন। যজ্ঞকর্ত্তা আমরাইগেব আনন্দ-বর্দ্ধন কবন।’

শ্রীমদ্রুগবদগীতায় শ্রীভগবান ‘ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-বোগ’ বিষয়ে অর্জুনকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এই মন্ত্র মধ্যে তাহারই বীজ নিহিত দেখিতে পাঠ। ভাষ্যকার ‘ক্ষেত্রপতি’ পদে ‘ফল-শস্যের অধিপতি’ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে যজ্ঞসাধনোপযোগী ঈক্ষুখণ্ড নারিকেলফল গুড় প্রভৃতি সামগ্রী প্রার্থনা করিয়াছেন। ক্রিয়া-কর্মের পদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞ-কর্মের উপযোগী সামগ্রী সাধারণ লৌকিক-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-কারীর শ্রেয়ঃসাধক হইতে পারে; কিন্তু যিনি একটু উচ্চস্তরে গমন করিয়াছেন, তাঁহার যজ্ঞের উপকরণ অল্পরূপ, তাঁহার প্রার্থনা অল্পরূপ, তাঁহার ক্ষেত্রপতিও অল্পরূপ। এখানে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সেই যজ্ঞের সাধনোপযোগী যে উপকরণ-সমূহ—জ্ঞান কর্ম ভক্তি; এখানে তাহারই প্রার্থনা রাখিয়াছে বলিয়া মনে করি। ক্ষেত্র-পতি অর্থাৎ ঐ সকলের

* চতুর্দশ অনুবাদের এই (ষষ্ঠ) মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্গে পরিদৃষ্ট হয়।

যিনি উৎপাদক, তাঁহারই নিকট সাধক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন, এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। এই যে ‘ক্ষেত্রস্য পতি’—তাঁহাকে বুঝিতে পারিলে, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলেই সকল বিতণ্ডার মীমাংসা হইয়া যায়। ‘ক্ষেত্র’ ও ক্ষেত্র-পতি অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, এরূপ প্রশ্ন উপস্থাপিত হওয়ায়, অর্জুনের সংশয় নিরসন জন্ত ভগবান ‘ক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ বিষয়ে অর্জুনকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন। ‘ক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ প্রসঙ্গ উপস্থাপন করিয়া, ক্ষেত্র বুঝাইতে ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল : যথা,—

“মহাভূতাত্ত্বঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চৈন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥

ইচ্ছাদ্বেষস্বাং ছঃখং সংবাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎক্ষেত্রসমাসেন সবিচারমদাহতম্ ॥”

অর্থাৎ,—‘পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত, তাহাদের কারণভূত অহঙ্কার বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক মহত্ত্ব), মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চতন্মাত্র (শব্দস্পর্শরসগন্ধ) এই চতুর্কিংশতি তত্ত্ব, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তিরূপা চেতনা, বৈধী—ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল।’ বলতঃ, আত্রদ্রব্য পৰ্য্যন্ত জগৎগোচর সকলই ক্ষেত্র নামে অভিহিত। এই সকলের অধিপতি যিনি, তিনিই ক্ষেত্রপতি, এবং ইহাদের তত্ত্ব যিনি অভিজ্ঞ, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। এখন এত ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে কাহাকে বুঝিব ? গোতায় ভগবান তাহাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতৎ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—

“জ্ঞেয়ং বস্তুং প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে। অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সং তন্মাসদ্রুচ্যতে ॥

সর্বতঃ পাণিপাদস্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মতত্ত্বদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবাচস্বিতম্। ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রাসিঞ্চ প্রভবিঞ্চ চ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং যদি সর্বত্র বিষ্টিতম্ ॥”

অর্থাৎ,—সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অনাদি পরব্রহ্ম, সংও নহেন অসংও নহেন। তিনি সর্বত্র ইন্দ্রপদবিশিষ্ট সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান কবিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়-গুণসমুদয়ের আভাসবিশিষ্ট অথচ সর্বেন্দ্রিয়বর্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারভূত, সত্যদি গুণরহিত অথচ সত্যদিগুণের পালক। তিনি জীবগণের বাহিরে ও অন্তরে আছেন; স্থাবর ও অঙ্গম তিনি, সূক্ষ্মত্ব জন্ত অর্থাৎ রূপাদি বিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়; অজ্ঞানগণের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানগণের নিত্যসমিহিত। জীবগণে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্তরূপে অবস্থিত (জ্ঞানীর চক্ষে অভিন্ন ও অজ্ঞানীর চক্ষে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান); সেই জ্ঞেয়বস্তু স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী, সৃষ্টিকালে প্রভবিঞ্চ অর্থাৎ স্বয়ং নানা কার্যরূপে উৎপত্তিলাবী। তিনি সৃষ্টিাদি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ (প্রকাশক), অজ্ঞান হইতে পর (তাহা কর্তৃক অস্পষ্ট) বলিয়া কথিত হন। তিনি জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য এবং সর্ব জীবের হৃদয়ে নিয়ন্ত্বরূপে অবস্থিত।

সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রে যে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ পতির’ উল্লেখ রহিয়াছে, আমরা সেই ‘ক্ষেত্রজ্ঞ পতি’ বলিতে এই ভাবই উপলব্ধি করি। তাঁহা হইতেই জ্ঞানের আলোক আসে; তিনি কর্মশক্তি প্রদান করেন; তিনিই শুদ্ধস্বের অধিকারী; তিনি মোক্ষবিধায়ক, তিনিই সংপথের

প্রবর্তক ও প্রদর্শক। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘গাং’ ‘অশ্বং’ প্রভৃতি পদে সাধারণ গো ও অশ্ব প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। এখানে কৃষিকার্যের উল্লেখ আছে, ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা গো ও অশ্ব পদদ্বয়ে জ্ঞান ও কর্ম শক্তি বুঝিয়া থাকি। ‘গাং অশ্বং জয়ামসি’ বলিতে ‘আমরা যেন দিব্যজ্ঞান এবং সংকল্পসাধনসামর্থ্য জয় করিতে পারি এই ভাবই উপলব্ধ হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই সর্বশক্তিনান্ পরমেশ্বর আমাদের অন্তর জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করুন। সম্ভাবে নশ্বিত হইয়া, সংকল্পের সাধনে ভগবানের অনুগ্রহে আমরা যেন পরমধন মোক্ষধন প্রাপ্ত হই।’ *

নবম (‘অগ্নে নয় স্বপথা’ প্রভৃতি) মন্ত্রে শোভন-নার্গে গমন করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম মার্গের সাধনায় ভগবৎসন্নিকর্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ নতাস্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রটী দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের পুরোহিত্যাক্য। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে অগ্নি! আপনি দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির ফলরূপ ধনলাভের নিমিত্ত আমাদের অতিপাদদোষরহিত স্ত্রমার্গে পরিচালিত করুন। হে দেব! আপনি সর্ববিধ পথের বিষয়ই অবগত আছেন। নরকহেতুক কটিল অতিপাদরূপ পাপকে আমাদের সঞ্চর হইতে বিয়ত করুন। তাহা হইলে আমরা বহুপ্রকারে আপনার নমস্কার উক্তি করিব।’ আমরা যেমন মানসিক করি, দেবতাকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়া থাকি,—‘হে দেবতা! আমাদের এ অভীষ্ট পূরণ কর; আমরা নোড়শোপচারে মেঘমহিষাদি বলিদানে তোমায় পূজা করিব; এ যেন সেই ভাবেই প্রার্থনা। ভাষ্যপাঠে সেই ধারণাই মনে আসে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে মন্ত্রে যে এক অতি উচ্চ-ভাবের জ্যোতনা রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আমাদের মতে মন্ত্রটী অগ্নিরূপী—জ্ঞানরূপী ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। মন্ত্রের প্রার্থনা সরল উচ্চভাবমূলক। বিশ্ব-সংসারের হিতের জ্ঞাত ভগবানেব ককণাধারা সহস্র মুখে প্রবাহিত হয়। তিনি জ্ঞান-ভক্তি ও সম্ভাব-সংপ্রবৃত্তির স্বধাধারা স্বতঃপ্রবাহিত করিয়া আপনার অশেষ করুণার ও মহিমার পরিচয় প্রকাশ করেন। বৃষ্টির সেচনে বারিপাতে শস্যবীজের অঙ্কুরোদগম ও পরিবৃদ্ধি যেমন ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ, তেমনি

* চতুর্দশ অনুবাকের সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে নবম বর্গে দৃষ্ট হয়। ঐ দুইটী মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“আমরা বন্ধুসদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত (ক্ষেত্র) জয় করিব। তিনি আমাদের গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদের স্থখী করেন।”

“হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু বৈরূপ ছদ্ম দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, স্বপবিত্র, ঘৃততুল্য মাধুর্য্যোপেত ও প্রভূত (জল) দান কর। যজ্ঞের স্বামীগণ আমাদের স্থখী করুন।”

টীকায় ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—“ক্ষেত্রপতি কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা। এ যজ্ঞটী সমুদায় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয়। গৃহ-স্থত্র লিখিত আছে যে, লাজল দিয়া চাষ করিবার পূর্বে যজ্ঞের প্রত্যেক ঋক উচ্চারণ করা কর্তব্য।”

জ্ঞান-ভক্তির ও সদ্ভাব-সদ্বৃত্তির বীজাদির অঙ্কুরোদগম ও ভগবানের অশেষ করুণার উপর নির্ভর করে। তাই মন্ত্রে প্রথম প্রার্থনা হইয়াছে,—অশেষ-প্রজ্ঞানাদার ভগবানের অমুকম্পায় হৃদয়ে সদ্ভাবসমবিত্ত জ্ঞানাদি প্রজ্জলিত হউক ; এবং সেই জ্ঞানের প্রভাবে আমরা সংপথে গমন করিয়া সংস্বরূপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই।

ইহসংসারে বিচরণ করিতে হইলে নানা পথে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। পথে আশঙ্কার অন্ত নাই,—বিপদের অবধি নাই। একদিকে যেমন দস্যুতন্ত্রাদির উপদ্রব, অতৃদিকে তেমনি হিংস্র ঋপদাদির বিভীষিকা। সংসারে যেমন এই সকল বিভীষিকায় বিপর্যস্ত হইতে হয় ; তদনুরূপ যজ্ঞাগারে মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও তেমনি নানা বিঘ্ন নানা অন্তরায় আসিয়া মানুষকে বিপর্যস্ত করে। জীবন-পথে, সাদন-মার্গে—সেই সকল শত্রুর উপদ্রব হইতে নিম্নতি-লাভের জন্ত মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। দেবতার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলে সকল শত্রুর ভয় বিদূষিত হয়। সে ভয় বিদূষণের একমাত্র উপায়—সজ্জ্ঞান-লাভ। জ্ঞানানুর-সদ্ভাব-সংপ্রতি মানুষের জন্মসহজাত। বীজ হৃদয়ে প্রথম হইতেই নিহিত থাকে। উপযুক্ত সেচনভাবে সে বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। বৃষ্টাদির অভাবে যেমন ক্ষেত্রপ্রাপ্তি বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, অন্তরে যে বীজ নিহিত থাকে, ঔৎকর্ষাদির অভাবে তাহা তেমনি অন্তরেই অন্তরিত হইয়া যায়। ভগবানের করুণা ভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদগম সম্ভবপর হয় না। যে তিনিই সেই তিনিই সে ছুবিয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই শত্রুর উপদ্রব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। বাহ্যার আশ্রয়-জানলাভে পরাস্ত, তাহাদের পক্ষে অভীষ্টলাভ ক্ষুদ্রপর্যায়। অভীষ্টলাভে জ্ঞানভক্তি সদ্ভাব-সংপ্রবৃ্ত্তিই একমাত্র সহায়। অন্তরকে সদ্ভাব-সংপ্রবৃ্ত্তির এবং সজ্জ্ঞানের আদারে পরিণত করিতে হইলে, ভগবানের করুণালাভ ও আরাধনা একান্ত আবশ্যক। সর্বত্রই জ্ঞানের ও একনিষ্ঠার প্রয়োজন।

মন্ত্রে সংপথে চলিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে ; মন্ত্রে অভীষ্ট-লাভের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শত্রুনাশের কামনা উভয়বিধ প্রার্থনারই মূলীভূত। যে কন্দেরই অনুষ্ঠান কর না কেন, যদি তাহার প্রকৃতি-নির্দোষতার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে সকল কন্দেরই পণ্ড হইয়া যায়। তাই জ্ঞান-সাহায্যে সদসং-নির্দোষ প্রথম ও প্রদান প্রয়োজন। প্রথমে জ্ঞানলাভ, তার পর শত্রুদমন, তার পর সংপথে চলিয়া সদ্ভাবের সমাবেশে অভীষ্ট-লাভ—মন্ত্রে এই সকল ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্! আমাদের অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু নাশ করুন, সংপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিচালিত করুন এবং পরিশেষে আমাদের অভীষ্ট-পূরণে যোগ্যফল প্রদান করুন। আমরা মনে করি,—মন্ত্রে এইরূপ সরল প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্য-মধ্যে ক্রিয়াকাণ্ডোপযোগী যে সকল ব্যাপারের অবতারণা হইয়াছে, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, আমরা তাহা সর্বথা পরিবর্জন করিয়াছি বটে ; কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করি নাই। ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতের এই মাত্র পার্থক্য ঘটিয়াছে।

দশম (‘আ দেবানামপি’ প্রভৃতি) মন্ত্র যাওয়া। যে কন্দের ভগবান পরিতুষ্ট হন,

যে কশ্মের সম্পাদনে হৃদয়ে সন্ডাবের সমাবেশ হয়, সেই কশ্ম সম্পাদন জ্ঞাত মস্ত্রে উদ্বোধন প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সে কশ্ম সম্পাদন করিবার সামর্থ্য তো নাই! এই অসামর্থ্য বিষয় উপলব্ধি করিয়া, সাধক পরক্ষণেই কহিতেছেন,—‘দেবকার্য সম্পাদন করিব, সামর্থ্য কি আমার! আমার সে সামর্থ্য কোথায় যে, ভগবানকে আমার ভক্তি-কুসুমাজলি প্রদানে সমর্থ হইব? কিন্তু তিনি তো সর্বজ্ঞ, তিনিই তো প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক! তিনি তো সাধন-প্রণালী বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ! তাঁহাকে কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়, তিনি স্বয়ংই তো তাহা অবগত আছেন। তিনি যদি জানাইয়া দেন, তবেই তো তাহা জানিতে পারিব! তিনি যদি শিখাইয়া দেন, তবেই তো শিখিতে পারিব! তিনি যদি দেখাইয়া দেন, তবেই তো সে পথ দেখিতে পাইব! নচেৎ, কি সামর্থ্য আমার, কোথায় সে শক্তি আমার যে, তাঁহাকে পূজা করিব!’ সাধক কহিতেছেন,—‘আপনি দেবগণের আত্মতা, আপনি দেবভাবজনয়িতা; যজ্ঞের কালাকাল দিনে আপনাই অভিজ্ঞ। তাই প্রার্থনা—‘হে ভগবন্! আপনি পথ প্রদর্শন কবন! শিখাইয়া দিউন—কেমন করিয়া আপনার পূজা করিব? বুঝাইয়া দিউন—কি উপায়ে কি সূত্র ধরিয়া সে পথে অগ্রসর হইব! আপনি সর্বজ্ঞ—আপনি সর্বনিয়ন্তা—আপনি সর্বদ্রষ্টা। বুঝাইয়া দিউন—দেখাইয়া দিউন—শিখাইয়া দিউন! আপনার প্রদর্শিত পথে চলিয়া—আপনার কন্ডে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনারই কৃপায় আপনার সান্নিধ্য লাভ করিয়া জীবন ধন্য করি।’ হুলতঃ, এই আকুল আকাঙ্ক্ষা—এই উৎকট সঙ্কল্প লইয়াই মন্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি, আর সেই ভাবে ‘মন্ত্রানুসারিণা-ব্যাখ্যায়’ ও ‘বঙ্গানুবাদে’ আমাদের মন্তব্য প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যে মন্ত্রের ভাব অনুরূপ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘আমরা পূর্বে যে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম, দেবগণের সেই পথ ইন্দ্রানীং আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কি জ্ঞাত? সেই পথে আমরা যে কশ্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব, সেই কশ্ম সাধন জ্ঞাত। অবিচ্ছেদে আনরা কশ্মানুষ্ঠানে সমর্থ হইব। যদি আমরা তাহাতে সমর্থ না হই, তথাপি পথের কর্তা আমাদেরিগের সে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। তিনি দেবগণের আহ্বানকারী। তিনি আমাদেরিগের নিমিত্ত তাহা বিজ্ঞাপন করুন। তিনি যজ্ঞের ঋতু কাল প্রভৃতি বিষয় কল্পনা করিয়া থাকেন।’ আমাদের অর্থ হইতে ভাষ্যের অর্থ কি ভাবে কিরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে, মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। আমাদের মতে, মন্ত্রের প্রথম ভাগে সঙ্কল্প, দ্বিতীয় অংশে নিত্য-সত্য এবং তৃতীয় অংশে প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে যখন সাধকের মনে ভগবৎ কশ্ম সম্পাদনের ইচ্ছা জাগরুক হইল; অসামর্থ্যের বিষয় উপলব্ধি করিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে এক সত্য তত্ত্ব প্রকট হইল। তিনি বুঝিলেন,—হতাশ হইবার তো কোনও কারণ নাই! আমি যাহার কন্ডে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি,—তিনিই তো সকল যজ্ঞের অধিপতি! তিনিই তো পথ প্রদর্শন করিবেন—তিনিই তো আমাকে সে কশ্ম সম্পাদনে সামর্থ্য প্রদান করিবেন! তিনি যে দেবগণের স্তূত আহ্বানকারী! অর্থাৎ, তাঁহাই করুণায় হৃদয়ে সন্ডাবের সমাবেশ হয়। তাঁহার গ্রাম দয়াল আর কেহ থাকিতে পারে কি?

তাঁই শেষ প্রার্থনা দাঁড়াইয়াছে,—‘হে ভগবন, আপনি আমাদেরকে আপনার পূজার গণালী শিক্ষাইয়া দিউন। আপনার পূজা করিতে করিতে আপনার ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত হই—আমায় আমার সম্মিলন সংঘটন করি।’ এই মন্ত্রে অগ্নি-দেবের কয়েকটা বিশেষণ আছে;—তাঁহাকে ‘হোতা’, ‘বিদ্বান’ প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিবিধ ভাবে পদদ্বয়ের অর্থ নিকাশিত হইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ‘হোতারং’ পদের বিশ্লেষণে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ঐ পদে বুঝা যায়, জ্ঞান-দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বাবের সমাবেশ হয়, আবার সেই জ্ঞানের প্রভাবেই সত্ত্বাকে ভগবানে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই। ‘বিদ্বান’ পদেও ঐকপ দ্বিবিধ ভাব বৃদ্ধিতে পারি। ভগবান জানাইয়া দেন, আবার তাঁহারই করুণায় তাহাকেও জানাইতে পারা যায়। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। এখানে সাধকের লক্ষ্য—পরমপদ প্রাপ্তি। সেই লক্ষ্যেই তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়া—ভগবৎ কৰ্ম সাধনের প্রচেষ্টায়—ভগবৎ-সম্মিলনে অগ্রসর হইয়াছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘হোতা’ পদে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, যজ্ঞ বা আরন্ধ কৰ্ম যেন দেব-সম্মিলনে গমন করে অর্থাৎ সে কৰ্মে ভগবান যেন শ্রীতিলাভ করেন।

যাঁহারা উদ্দেশ্যে কয়েক অনুষ্ঠান, তাঁহাব নিকট সে যজ্ঞ সংবাহিত হইলেই যাজ্ঞিক গাথনাকে কৃতার্থমুখ্য মনে করেন। তিনি রূপ চাহেন না, ধন চাহেন না। তিনি কেবল চাহেন—তাঁহার বর্ষ যেন ভগবানেরই কৰ্ম হয়; তাঁহার কার্য যেন ভগবানেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। এখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। যাঁহার কার্য তাঁহাকে অর্পণ করিয়াই এখানে যাজ্ঞিক পরিতৃপ্ত। তাব পর কৰ্মকে ‘অধ্বরান’ অর্থাৎ হিংসা রহিত ও শত্রুর উপদ্রব পরিশ্রুত করিবার প্রার্থনা আছে। সাধক দেখিতেছেন,—রিপু-শত্রুর উপদ্রবে তাঁহার কৰ্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—‘হে জ্ঞানদেব, জ্ঞানায়িকপে আবির্ভূত হইয়া আমার অন্তরের বিপুলশত্রুদিগকে ভস্মীভূত করিয়া দিউন। দিব্য-জ্যোতিঃ রূপে আবির্ভূত হইয়া আমার অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়া দিউন। পাপ রিপু-কুল ধ্বংস করুন। হৃদয়ে বিমল জ্ঞান-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠুক। আলোক-রশ্মি অন্তরগে দিব্য-আলোকে মিশিয়া যাউ।’ *

তার পর একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। একাদশ মন্ত্র পুরোহিতবাক্য। এবং দ্বাদশ মন্ত্র যাজ্ঞ্য। ভাষ্যমতে ঐ দুই মন্ত্রের অর্থ যথাক্রমে,—(১১) প্রার্থনীয় হবিঃ অগ্নির উদ্দেশ্যে বৃহৎ হউক। হে বিভাবসো! আমার প্রদত্ত কাপাসবীজ এবং তিলপিষ্টকাদি (ঠেল)

* এই মন্ত্রটা ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (দশম মণ্ডল, দ্বিতীয় স্তব, তৃতীয় ঋক)। এই মন্ত্রের একটা প্রচলিত অনুবাদ; যথা,—“যেন আমরা দেবতাদিগের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয় জানেন, তিনিই যজ্ঞ ককন। তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের ফল নিকপণ করেন।”

ভক্ষণ করিয়া মহিষী যেমন বহুক্ষীরাদি দ্বারা আমাকে সন্তান করে, আপনিও সেইরূপভাবে ফলপ্রদানে আমাকে প্রবর্তিত করুন। আপনার প্রসাদে ধন লাভ করিলে, অন্যদের উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইব।’ (১২) হে অগ্নি! আমাদের অপরাধ-পরিহারের নিমিত্ত ইদানীং প্রবর্তিত নতন স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাদের কর্মের ফল প্রদান করুন। আমরা যেন শাস্ত্রানুমোদিত অনুষ্ঠানে অতিপাদ এবং অত্রত-রূপ যাবতীয় পাপ অতিক্রম করিতে পারি। আপনি, আমাদের জন্ম নগর-জনপদাদি বিস্তৃত হউক; শস্য-সম্পত্তি পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের জুসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইক। এবং আমাদের পূজ্য-ছহিতা প্রভৃতি অপত্যের নিমিত্ত আপনি, স্বথপ্রদ হউন।’ ইহলৌকিক স্বথ-সাদক যে সকল সামগ্রী প্রার্থনীয়, মন্ত্রদ্বয়ে সেইরূপ প্রার্থনার বিষয়ই ভাষ্যে সূচিত হইয়াছে। লৌকিক যজ্ঞ-কর্মের যেরূপ কামনা প্রকাশ পায়, এখানেও সেইরূপ কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। যজ্ঞে ঐটি বিচ্যুতি না ঘটে, যজ্ঞের ফলে ধন-বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং যাজ্ঞিক ঐহিক স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণ হইয়া কালান্তিপাত করিতে পারেন,—ভাষ্যেব ইহাট লক্ষ্য।

আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব অত্র রূপ। একাদশ মন্ত্রের প্রথম অংশে সদ্ধন এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানই যে সকল ধনের অধিপতি, তিনিই যে পবন-ধন-দাতা, আর তাঁহার স্রীতি-সাদক কর্মই যে সে ধন অধিগত হয়,—মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে। দ্বাদশ মন্ত্রের প্রথমে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় অংশে সংকর্মের দ্বারা সজ্ঞাত সদ্ভাবের প্রভাবে পাপক্ষালনের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। এখানে সংকর্মের সফল লাভের জন্ম প্রার্থনাকারীর উদ্বোধনা বর্তমান। সংকর্ম-সাধনে ভগবানের স্রীতি-সাধনে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলে, ভবাক্ষিপাবের কোনও ভাবনা থাকে কি? তখন, সেই কর্মই কর্ম-ক্ষয়ের হেতুভূত হয়। তখন শত্রুর অবরোধক ক্ষয়-ভগ্নের অধিস্বামী আবির্ভূত হইয়া সকল শত্রুর সংহার-সাধন করেন। ফলতঃ, ভগবৎ-স্রীতি-সাদক কর্মই মূল। তাহাই সংসার-সমুদ্র উত্তরণে প্রধান সহায়। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনি আমাদের সংসার-সমুদ্র উত্তরণে সহায় হউন। আমাদের অন্তর বিস্তৃত করিয়া দিউন। আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরিত্রাণ লাভ করি।’ ‘উর্কী’—বিস্তৃত হউক বলিতে, অন্তর পসারিত হওয়ার ভাব আসে। তাহা হইতেই বিশ্ব-হিত-সাধনের আকাঙ্ক্ষার আভাস পাই। *

* একাদশ মন্ত্র চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত (পঞ্চম মণ্ডল পঞ্চবিংশ সূক্ত সপ্তম ঋক্)। ইহার যে একটি বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—“অগ্নির উদ্দেশে উৎকৃষ্টতম (স্তোত্র) উচ্চারিত হয়; হে তেজঃ-সম্পন্ন! আমাদের প্রচুর ধন দান কর; কারণ তোমাই হইতে বিপুল ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয়।”

দ্বাদশ মন্ত্র—দ্বিতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে দশম বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (প্রথম মণ্ডলে ১৮০ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্)। ইহার যে একটি বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—“হে অগ্নি! তুমি নতন; তুমি স্বতির দ্বারা সমস্ত ভগ্ন পাপ হইতে উদ্ধার কর।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ (‘সমগ্রে ব্রতপা’ ইত্যাদি এবং ‘বদ্বো বয়ং’ প্রভৃতি) মন্ত্ৰদ্বয়, ভাষ্যে ব্রাতপত্য বাগে যথাক্রমে পুরোহিত্যাক্যা ও বাজ্যা রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দীক্ষা-গ্রহণ কালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান ; ব্রাত্য-দোষ পরিহার-কল্পেই এই যজ্ঞের পরিকল্পনা। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ মন্ত্ৰদ্বয়ের ভাষ্যকর যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, যথাক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যমতে ত্রয়োদশ মন্ত্ৰের অর্থ হইয়াছে,—‘হে অগ্নি ! আপনি মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রতপালক দেবতা হইলেন। আপনি সকল যজ্ঞেই স্তব হইলেন।’ চতুর্দশ মন্ত্ৰের অর্থ—‘হে দেবগণ ! আপনাদিগের সম্বন্ধী আনাদিগের অন্তর্গত ব্রত-সমূহ অত্যন্ত অজ্ঞান আমরা যদি প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে না পারি, যজ্ঞবিৎ অগ্নিদেব সে সকল পূরণ করুন। ঋতু উপলক্ষিত কাল-বিশেষে অর্থাৎ যে কালে যে দেব-পূজার নিদিষ্ট সেই সেই কালোচিত ব্রতও অগ্নিদেব পূরণ করুন।’ ফলতঃ, ত্রয়োদশ মন্ত্ৰ অগ্নির ধ্বং-ব্যাপ্যানে প্রযুক্ত এবং চতুর্দশ মন্ত্ৰে অপূরণ পূরণে অগ্নির অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এখন আনাদিগের পরিগৃহীত অর্গের মন্ত্ৰ অনুধাবন করুন। আমরা মনে করি, ত্রয়োদশ মন্ত্ৰ জ্ঞান-দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে সংকল্পের পালক ও রক্ষক এবং সকল সংকল্পের অনুষ্ঠানই যে জ্ঞানদেবতার প্রাদাণ, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। ত্রয়োদশ মন্ত্ৰে জ্ঞান-দেবতার সেই মাহাত্ম্য-কথা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্ৰে আয়োদ্বাদনার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ঠ ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে কোনও ধনেরই আর অভাব থাকে না। ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চাবেই যে জ্ঞানের উদয় হয়, মন্ত্ৰে তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। মন্ত্ৰের তাই উপদেশ,—‘মানুষ, তুমি সংকল্পান্বিত হও ; শুদ্ধসত্ত্বভাবে নিপতিত হও। জ্ঞানদেব তোমার পরম ধন প্রদান করিবেন।’

চতুর্দশ মন্ত্ৰে ক্রটি-বিচ্যুতি পরিহার এবং প্রত্যবায় নিরাকরণ হইয়াছে। ইহাই আনাদিগের শিক্ষাস্ত। পূজা উপাসনা শেষে অর্চনাকারী ভগবানকে যে প্রার্থনা জানাইয়া থাকেন, নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনায় আমরা ক্রটিবিচ্যুতি পরিহার-মূলক যে “বদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনস্ত বদ্ববেৎ । দিক্চির্ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী” প্রভৃতি মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া পূজা সাক্ষ্য করি, এ মন্ত্ৰ তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করি। মন্ত্ৰে বলা হইয়াছে,—‘অজ্ঞান আমরা, আমাদেব ক্রটি-বিচ্যুতি পদে পদে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। ভগবানের পূজায়, তাঁহার কৰ্ম্ম-সম্পাদনে অজ্ঞাতে যদি কোনও ক্রটি ঘটিয়া ফেলি, অনুষ্ঠানে যদি কোনও প্রত্যবায় সংঘটিত হয়, দেব ! সর্বজ্ঞ আপনি ; আপনি তাহা যেন পূরণ করিয়া লইলেন। আমরা, আনাদিগের অজ্ঞতা নিবন্ধন হয় তো তাহা বুঝিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু আপনি তো দেব—সর্বজ্ঞ ! আমরা না জানিলেই আপনি তো তাহা জানিতে পারিবেন ! তাই প্রার্থনা—‘আপনি আনাদিগের সে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইয়া আনাদিগের

আনাদিগের নগরী অত্যন্ত প্রশস্ত হউক ; আনাদিগের ভূমিও প্রশস্ত হউক ; তুমি আনাদিগের পুত্র ও অপত্য সকলকে স্তব প্রদান কর।”

যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া লউন এবং যজ্ঞের ফল আমাদিগকে প্রদান করুন ।’ চতুর্দশ অম্বুবাকের উপসংহারে আমরা এই মন্ত্রে সেই প্রত্যায় পরিহারে—ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধনে যজ্ঞ সম্পাদনে ভগবৎ-কৃপা লাভের ভাবট উপলব্ধি করি । * (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—২৪ অম্বুবাক) ॥

* চতুর্দশ অম্বুবাকের ত্রয়োদশ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ বর্গে এবং শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ষোড়শ কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয় । ঋগ্বেদে উহার যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা এই,—“হে অগ্নিদেব, তুমি মর্ত্যগণের মধ্যে কর্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য ।” (অষ্টম মণ্ডল, একাদশ সূক্ত, প্রথম ঋক) ।

চতুর্দশ অম্বুবাকের শেষ (চতুর্দশ) মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিংশৎ বর্গে পরিদৃষ্ট হয় । সেখানে এই মন্ত্রের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা আছে ; যথা,—‘হে দেবতাবর্গ ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান ; তোমাদিগের অবিদিত কিছুই নাই ; যদি আমরা তোমাদিগের কোনও কার্য নষ্ট করি অর্থাৎ উত্তমরূপে সম্পন্ন না করি, তবে যে যে সময়ে অগ্নি দেবার্চনা করিয়া থাকেন, সেই সেই সময়ে তিনি আমাদিগের সমস্ত ক্রটি পূর্ণ করিয়া দেন ।’ (দশম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, চতুর্থ ঋক) ॥

চতুর্দশ অম্বুবাকের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে সংগৃহীত । উভয়ত্রই ভাষ্যকার—সায়ণ । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সকল মন্ত্রের ভাষ্য ঋগ্বেদে একরূপ এবং কৃষ্ণযজুর্বেদে অন্মরূপ পরিদৃষ্ট হয় । কোনও কোনও স্থলে কাহারও সহিত কাহারও আদৌ মিল নাই । চতুর্দশ অম্বুবাকের একাদশ মন্ত্র (‘যদাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে’ প্রভৃতি মন্ত্র) ঋগ্বেদের চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে দৃষ্ট হয় । সেখানে সায়ণাচার্য্যের যে ভাষ্য আছে, আর এই কৃষ্ণযজুর্বেদে যে ভাষ্য হইয়াছে, নিম্নে সেই দুইটা ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি । তাহা হইতেই পার্থক্য বঝিতে পারা যাইবে । ঋগ্বেদে ঐ মন্ত্রের ভাষ্য ; যথা,—

“বাহিষ্ঠং বোতুতমং যৎ স্তোত্রং তদগ্নয়ে ত্রিয়তে । আতো হে বিভাবসো প্রভাবনাগ্নে ! বৃহদ্রহন্নং ধনং অর্চ । অশ্বভাগং প্রযচ্ছ । কথমশ্বায়নং প্রদাতুত্বমিত্যহং পেক্ষ্যমাহ । যতন্তুৎ ত্বন্তঃ সকাশান্নহিবী মহতী রয়ির্দ্বনমুদীরতে উদগচ্ছতি । বাজা অন্নানি চ ত্বং উদীরতে উদগচ্ছন্তি । ইবেতি পূরণঃ ।”

কিন্তু দেখুন—কৃষ্ণযজুর্বেদে কি ভাষ্য আছে,—“পংপ্রায়নীয়ং হবিত্তগ্নয়ে বৃহদ্রহবতু । হে বিভাবসো ফলপ্রদানেন মাং পূজয় । যথা মহিবী ময়া দত্তং কার্পাসবীজং তিলপিষ্টাদিকং ভক্ষয়িত্বা বহুকীরাদিনা পূজয়তি তদৎ । তথা সতি যদম্নগ্ৰহাদ্বনং লভাতেহন্নানি চোৎকর্ষণে সংপত্তস্তে ।”

‘মহিবী’ পদের অর্থ ঋগ্বেদে হইল—‘মহতী’; আর কৃষ্ণযজুর্বেদে হইল—পশু । অর্থের কত পার্থক্য ! ইহা হইতে মনে হয়, স্বয়ং সায়ণাচার্য্য সর্বত্র ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই । বিভিন্ন জনের প্রণীত ভাষ্যাদি সায়ণাচার্য্যের নামে প্রচারিত হইয়াছে, আর কেহ কাহারও ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, তাই এই পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে । নচেৎ একই ব্যক্তির রচিত একই মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত ।

ॐ যজুর্বেদ-সংহিতা।

— — ॐঃ ॐঃ — —

ক্ৰমঃ যজুর্বেদ-তৈত্তিরীয়-সংহিতা।

— — ॐঃ ॐঃ — —

প্রথমঃ কাণ্ডঃ।

— . —

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোহঙ্কশা কঃ।)

* * *

প্রথমঃ মন্ত্রঃ।

(১) আপ উন্দন্ত জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চস।

(২) ওষধে ত্রায়শ্চৈনং স্বধিতে মৈনং হি সৌর্দেবশ্রুতৈতানি

প্র বপে। (৩) স্বস্ত্যন্তরাণ্যশীয়া।

(৪) আপো অশ্মাতরঃ শুক্লন্ত যতেন নো যতপুং পুনন্ত

বিশ্বমশ্মংপ্র বহন্ত রিপ্রম্।

(৫) উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ।

(৬) সোমশ্চ তনুৱসি তনুবাং মে পাহি ।

(৭) মহীনাং পয়োহসি বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চঃ ময়ি ধেহি ।

(৮) বুভ্রশ্চ কনোনিকাহসি চক্ষুশ্চা অসি চক্ষুশ্চো পাহি ।

(৯) চিৎপতিত্বা পুনাত্বা বাক্‌প্রতিত্বা পুনাত্বা দেবত্বা সবিতা ।

পুনাত্বচ্ছিদেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যশ্চ রশ্মিভিঃ ।

(১০) তশ্চ তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যন্তে কং পুনে তচ্ছকেয়ম্ ।

(১১) অা বো দেবাস ঈমহে সত্যধম্মাণো অধ্বরে যদ্বো ।

দেবাস আগ্নরে যজ্জিগ্যাসো হবামহ ।

(১২) ইন্দ্রাগ্নৌ ঞাবাপৃথিবী আপ ওষধাঃ ।

(১৩) ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহি ॥ ১ ॥

পদ-পাঠঃ ।

(১) আপঃ । উন্দন্ত । জীবসে । দীর্ঘায়ুহ্মায়েতি দীর্ঘায়ু—হ্মায় । বর্চসে ।

(২) ওষধে । ত্রায়স্ব । এনম্ । স্বধিত ইতি স্ব—ধিতে । মা । এনম্ । হি৩সীঃ ।

দেবশ্রীরিতি দেব—শ্রীঃ । এতানি । প্রেতি । বপে ।

(৩) স্বস্তি । উত্তরাণিত্যং—তরাণি । অশীয় ।

(৪) আপঃ । অশ্মান্ । মাতরঃ । শুদ্ধন্ত । য়তেন । নঃ । য়তপুব ইতি

য়ত—পুবঃ । পুনন্ত । বিশ্বম্ । অশ্মৎ । প্রেতি । বহন্ত । রিগ্রম্ ।

(৫) উদিতি । আভ্যঃ । শুচিঃ । এতি । পূতঃ । এষি ।

(৬) সোমস্ত । তনুঃ । অসি । তনুবম্ । মে । পাহি ।

(৭) মহীনাশ্ । পয়ঃ । অসি । বর্চোধা ইতি বর্চঃ—ধাঃ ।

অসি । বর্চঃ । ময়ি । ধেহি ।

(৮) বৃজস্ত । কনীনিকা । অসি । চক্ষুশ্চ ইতি চক্ষুঃ—পাঃ

অসি । চক্ষুঃ । মে । পাহি ।

(৯) চিৎপতিরিতি চিৎ—পতিঃ । স্বা । পুনাতু । বাক্পতিরিতি বাক্—পতিঃ ।

স্বা । পুনাতু । দেবঃ । স্বা । সবিতা । পুনাতু । অচ্ছিদ্রেণ । পবিত্রেণ ।

বসোঃ । সূর্য্যস্ত । রশ্মিত্তিরিতি রশ্মি—ভিঃ ।

(১০) তস্ত । তে । পবিত্রপত ইতি পবিত্র—পতে । পবিত্রেণ । যস্মৈ ।

কম্ । পুনে । তৎ । শকেষম্ ।

(১১) এতি । বঃ । দেবাসঃ । ঈমহে । সত্যধর্মাণ ইতি সত্য—ধর্মাণঃ । অধ্বরে ।

যৎ । বঃ । দেবাসঃ । আগুর ইত্যা—গুরে । যজ্ঞয়াসঃ । হবামহে ।

(১২) ইত্ৰাগ্নী ইতীজ্ঞ—অগ্নী । ঋবাপৃথিবী ইতি ঋবা—পৃথিবী । আপঃ । ওষধীঃ ।

(১৩) যম্ । দীক্ষাণাম্ । অধিপতিরিত্যধি—পতিঃ ।

অসি । ইহ । মা । সন্তম্ । পাহি ॥ ১ ॥

* * *

মর্শ্মাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে ভগবন্ ! ভবতাং অমুগ্রাহেণ 'বর্চসে' (কর্মান্তিপ্রাপণায়) 'দীর্ঘায়ুস্বায়' (সৎকর্মান্বশীলায় জীবনায়) অপিচ 'জীবসে' (জীবহিতসাধনায়—বিশ্বহিতায় ইত্যর্থঃ) 'আপঃ' (দেববিভূতয়ঃ) অস্মান্ 'উন্দন্ত' (অভিবিধন্ত) । প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—সত্তাবপ্রভাবেন বয়ং অক্ষয়জীবনং লভেম্ ।

২। (ক) ‘ওষধে’ (কর্ষফলদায়ক হে দেব !) ‘দ্রায়স্ব’ (অজ্ঞানাং উদ্ধারয়) মাং ইতি শেষঃ । ভাবার্থঃ—হে দেব ! ঋটিতি মম কর্ষফলক্ষয়ং বিধেহি ।

(খ) ‘স্বধিতে’ (ভববন্ধনচ্ছেদক হে দেব !) ‘এনং’ (জনং—মামিতি ষাবৎ) ‘মা হিংসীঃ’ (ন হিংস্তাঃ, মাং প্রতি প্রতিকূলো মা ভব, মাং প্রতি বিরূপো মা ভব, মম ভববন্ধনং ছেদয় ইতি ভাবঃ) । অথবা, হে দেব ! ‘এনং’ (পাপশত্রুঃ) মাং ‘মা হিংসীঃ’ (কর্ষবিঘাতকঃ মা ভবতু ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ ।

(গ) অপিচ হে ভগবন্ ! ভবতাং অন্ত্রগ্রহেণ ইতি ষাবৎ ‘দেবশ্রুঃ’ (দেবভাবপোষকঃ শরণাগতঃ অহং) ‘এতানি’ (মম কর্ষফলানি) ‘প্র বপে’ (ত্বয়ি সমর্পয়ামি ইতি ভাবঃ) । সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । ভাবার্থঃ—মম সর্ষকর্ষফলং ভগবতি সমর্পয়েম ।

৩। ‘উত্তরাণি’ (পরমার্থসাধকানি মম কর্ষাণি ইতি ভাবঃ) ‘স্বতি’ (সিদ্ধিং, সম্পূর্ণানি) ‘অশীয়’ (আশ্রোক্ত, ভবন্ত ইতি ভাবঃ) । অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং কর্ষাণি অস্মান্ ভগবতা সহ সংমিশ্রয়ন্তু ।

৪। ‘মাতরঃ’ (মাতৃস্থানীয়াঃ, মাতৃবৎকরণাপরায়ণাঃ) ‘আপঃ’ (দেববিভূতয়ঃ) ‘অস্মান্’ (শরণাগতান্ অস্মান্) ‘শুক্ল’ (পুনস্ত) । ‘স্বতপূবঃ’ (স্বতবৎ পবিত্রতাসম্পন্নাঃ, বিশুদ্ধতা-সাধকাঃ ইত্যর্থঃ—দেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘স্বতেন’ (সম্ভাবাদিভিঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘পুনস্ত’ (অভিষিক্ত) ; অপিচ, তে দেববিভূতয়ঃ ‘অস্মাৎ’ (অস্মভ্যঃ, সকাশাৎ) ‘বিশ্বং’ (সর্ষাণি) ‘রিপ্রং’ (পাপানি) ‘প্রবহন্ত’ (অপনয়ন্ত ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । পাপনাশেন সম্ভাবোদয়েন পরমমঙ্গললাভায় অত্র প্রার্থনা বর্ততে । প্রার্থনায়ো ভাবঃ—দেববিভূতয়ঃ অস্মান্ সম্ভাবান্ জনয়ন্তু পরমপাণি চ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু ।

অথবা,

‘মাতরঃ’ (জগন্নিষ্ঠাত্র্যঃ, মাতৃবৎ পালয়িত্র্যঃ বা) ‘স্বতপূবঃ’ (সম্ভাব্যভবেন পবিত্র-কারিণ্যঃ) ‘দেবীঃ’ (দেব্যঃ, ছোতমানাঃ) ‘আপঃ’ (আপাং অধিষ্ঠাত্র্যঃ, দেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘বিশ্বং হি’ (সর্ষমেব) ‘রিপ্রং’ (পাপং) ‘প্রবহন্তি’ (প্রবহন্ত, প্রকর্ষণেণ অপনয়ন্ত) ; ‘স্বতেন’ (স্বতবৎ আর্দ্রকারিণ্যঃ, সম্ভাব্যভবেনিতি ভাবঃ) ‘পুনস্ত’ (পবিত্রীকরুন্ত) অস্মান্ ইতি শেষঃ ; এবং ‘অস্মাৎ’ (জন্মমৃত্যুরূপাং সংসারাত্) অথবা ‘অস্মাৎ’ (অজ্ঞানিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) ‘শুক্ল’ (শোধয়ন্ত, সমুদ্ধারয়ন্ত ইতি ষাবৎ) । অয়ং ভাবঃ—দেববিভূতয়ঃ অস্মাকং পাপানি বিনাশ্য সম্ভাব্যভবেন অস্মান্ সংসারাত্ উদ্ধারয়ন্তু ইতি প্রার্থনা ।

৫। ‘উদাত্তাঃ’ (দেববিভূতীনাং স্নেহধারাভিঃ অভিষিক্তিতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) ‘আ’ (সর্ষতোভাবেন) ‘শুচিঃ’ ‘পুতঃ’ (বহিরন্তরয়োঃ বিশুদ্ধতাং ইতি ভাবঃ) ‘এমি’ (গচ্ছামি, প্রাপ্নোমি ইত্যর্থঃ) । শুদ্ধসত্ত্বঃ বহিরন্তরশুদ্ধিং বিধায়তু ইতি ভাবঃ ।

অথবা,

‘আভ্যঃ’ (অভ্যঃ, অপামধিষ্ঠাতৃদেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘শুচিঃ’ (স্নানেন শুদ্ধঃ, বহিঃ-শুদ্ধঃ ইতি ভাবঃ) ‘আ’ (সম্যক্) ‘পুতঃ’ (অচমনাদিভিঃ অন্তরশুদ্ধঃ, সম্ভাব্যাপন্নঃ

ইতি ভাবঃ) সন্ 'উৎ এমি' (উদ্গচ্ছামি এব, উৰ্দ্ধং ব্রহ্মলোকং পাপ্শুয়াম মুক্তিং অধিগচ্ছাম এব ইতি ভাবঃ)। দেববিভূতিপ্রসাদাৎ বহিরন্তঃশুদ্ধঃ সন্ অহং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্শুয়াম মুক্তিং অধিগচ্ছাম ইতি ভাবঃ।

৬। হে মম হস্মিহিত শুদ্ধস্বৰ্গ! ত্বং 'সোমস্ত' (সংস্বরূপস্ত ভগবতঃ) 'তন্' (শরীরং, প্রকাশরূপঃ ধারকঃ বা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'তন্বং' (সম্ভাবাবরোধ-কানাং শক্রানাং উপদ্রবাৎ ইতি ভাবঃ) 'মে' (মাং) 'পাহি' (পরিভ্রায়স্ব)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্তঃ। যথা ত্বাং পরিকীর্ণং ন করোমি তথা সাধয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৭। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিধানাং লোকানাং ইতি যাবৎ) 'পয়ঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু—সকলস্ত অয়মেব তাৎপর্যঃ ইত্যেবং মত্য়ামহে।

(খ) হে জ্ঞানদেব! ত্বং 'বর্চোধাঃ' (তেজসো ধারকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ময়ি' (মহ্যং) 'বর্চঃ' (তেজঃ, কর্মশক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)।

অথবা,

হে দেব! ত্বং 'মহীনাং' (ভূমীনাং, মর্ত্যালোকানামিতি ভাবঃ) 'পয়ঃ' (জলরূপঃ—জ্ঞানভক্তিরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); জলং ভূমিনামীব ত্বং লোকানাং ভক্তিরসাদিভাব-জনয়সি ইতি ভাবঃ। অপিচ, 'বর্চোধাঃ' (জ্ঞানতেজঃপ্রদঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতএব 'ময়ি' (মহ্যং) 'বর্চঃ' (জ্ঞানতেজঃ) 'দেহি' (বিতর ইতি প্রার্থনা)।

৮। হে দেব! ত্বং 'বৃহস্ত' (অম্বরস্ত—অজ্ঞানরূপস্ত বহিরন্তঃশত্রুরূপস্ত) 'কনীনিকা' (তস্ত নাশশক্তিরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); যথা কনীনিকা দৃষ্টিশক্তিমূলীভূতঃ তথা ত্বং অজ্ঞানস্ত বহিরন্তঃশত্রুনাশস্ত মূলকারণং ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে দেব! 'চক্ষুশ্চ' (সর্বেষাং দর্শনেন্দ্রিয়ানাং পালকঃ, ছরদৃষ্টেঃ অন্তর্দৃষ্টেঃ বা বিধায়কঃ, যদা—শত্রুনাশকত্বাৎ অজ্ঞানতানাশ-কাহ্না জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মে' (মহ্যং) 'চক্ষুঃ' (জ্ঞানচক্ষুঃ, আত্মোৎকর্ষসাধনার্থং দূরদৃষ্টিং অন্তর্দৃষ্টিং বা) 'পাহি' (সংরক্ষ)। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! ত্বং অজ্ঞানতানাশকঃ বহিরন্তঃশত্রুনাশকঃ বা অসি। অতঃ অস্মাকং অজ্ঞানরূপং অন্তঃশত্রুং বহিঃশত্রুং চ বিনাশয়িত্বা জ্ঞানচক্ষুঃ প্রযচ্ছ।

৯। (ক) হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্ম! 'চিৎপতিঃ' (চিত্তস্ত স্বামী, হৃদয়স্বামী সঃ ভগবান) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুনাভু' (পবিত্রং করোতু, পরিভ্রায়তু ইতি ভাবঃ); 'বাক্পতিঃ' (বাকস্ত অধিপতি, জীবনস্বামী ইতি ভাবঃ—সঃ ভগবান ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুনাভু' (পরিভ্রাণং সাধয়তু)।

(খ) হে মম কর্ম্মণি! 'সবিতা' (জগৎপ্রসবিতা, জগতঃ আদিকারণঃ) 'দেব' (স্বপ্রকাশঃ সঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুগ্মান্) 'অচ্ছিদ্রেণ' (ত্রুটিপরিশৃঞ্চেণ, বিগুন্ধেন ইতি যাবৎ) 'পবিত্রেণ' (পবিত্রতাসাধকেণ, বিমলেন বায়ুরূপেণ ইতি ভাবঃ জ্ঞানজ্যোতিষা ইত্যর্থঃ) অপিচ, 'বসোঃ' (সর্বেষাং নিবাসস্থানীয়স্ত) 'স্ব্যাস্ত' (প্রজ্ঞানময়স্ত বিশ্বপ্রকাশকস্ত বা দেবস্ত—ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'রশ্মিভিঃ' (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতির্নিবহৈঃ ইতি ভাবঃ) 'উৎপুণাতু' (উৎকর্ষ-সাধনেণ পরিভ্রাণং করোতু, যদা—যুগ্মকং পবিত্রতাং বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ

প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ । বায়োঃ সূর্য্যারশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং । তয়োঃ প্রভাবেম
মম সদসৎকর্ষ পবিত্রমস্ত ইত্যেবং প্রার্থনা ।

১০। ‘পবিত্রপতে’ (হে জ্ঞানাপিত্তে!) ‘পবিত্রেণ’ (জ্ঞানময়েন,—জাতপূতস্ত ইতি
ভাবঃ) ‘তস্ত’ (সাধকৈরহুতস্ত ইতি ভাবঃ) ‘তে’ (তব) ‘যস্মৈ’ (যৎ স্বরূপং, জ্ঞানময়ত্বং,
জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) ‘কং’ (কাময়ামি, প্রার্থয়ামি); অপিচ, ‘তৎ’ (তব স্বরূপং) ‘শকেষ্যং’
(প্রাপ্তুং শক্যমি) এবং ‘পুনে’ (পুনামি, পূতঃ ভবামি) । হে ভগবন্! তত্ত্বজ্ঞানভিলাষী
অহং যথা স্বাং প্রাপ্য পূতো ভবিতুনর্হামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ ।

১১। ‘দেবাসঃ’ (হে দেববিভূতয়ঃ!) ‘সত্যধর্ম্মাণঃ’ (সত্যস্ত ধর্ম্মস্ত চ বিজ্ঞাপকে ইতি
ভাবঃ) ‘অধ্বরে’ (হিংসারহিতে অন্তর্যজ্ঞে, আত্মোদ্বোধনযজ্ঞে বা ভগবৎকর্ষণি ইতি ভাবঃ)
‘নঃ’ (যুয়ান্) ‘আ জৈমহে’ (সম্যক্ প্রার্থয়ামঃ—বয়মিতি শেষঃ); অপিচ, ‘দেবাসঃ’ (হে
দেববিভূতয়ঃ!) ‘যজ্ঞিযাসঃ’ (এতৎযজ্ঞসম্বন্ধিনিঃ) ‘আগুরে’ (সৎকর্ষফলানি ইতি ভাবঃ
প্রাপ্তুং ইতি শেষঃ) ‘যৎ’ (যদা, নিত্যং ইতি ভাবঃ) ‘বঃ’ (যুয়ান্) ‘হবামহে’ (আশ্রয়াম—
বয়ং ইতি শেষঃ) । অত্রায়ং ভাবঃ—হে দেবাঃ! অগ্নিন্ সৎকর্ষণি—আত্মোদ্বোধনরূপে যজ্ঞে
ভবতাং অনুগ্রহং প্রার্থয়ামঃ । হে দেবাঃ! অভীষ্টং পূরয়ত, এতদ্যজ্ঞফলং মোক্ষফলং বা
প্রযচ্ছত । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ ।

১২। সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ‘ইন্দ্রাগ্নী’ (শক্তিজ্ঞানং) প্রযচ্ছত; ‘ত্বাপৃথিবী’ (ইহলোক-
পরলোকয়োঃ মঙ্গলং বিদায়তু ইতি ভাবঃ); অতঃ ‘আপঃ’ (সদ্বাব সঞ্চারয়িত্বা ইত্যর্থঃ)
‘ওষধীঃ’ (কর্ষফলক্ষয়ং সাধয়তু ইতি শেষঃ) ।

১৩। হে শুদ্ধস্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং ‘দীক্ষাণাং’ (সৎকর্ষণাং ইত্যর্থঃ) ‘অধিপতিঃ’
(স্বামী) ‘অসি’ (ভবসি); ‘ইহ’ (অগ্নিন্ সৎকর্ষণি) ‘সন্তং’ (প্রবৃত্তং) ‘মা’ (মাং)
‘পাহি’ (রক্ষ) । মম কর্ষ সম্পূর্ণ ফলদনদ্বিতং কৃদা মাং তৎ কর্ষফলং প্রদেহি
ইতি ভাবঃ । (প্রথমঃ অষ্টকঃ—দ্বিতীয়ঃ প্রাণীকঃ—প্রথমঃ অনুবাকঃ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে কর্ষ-শক্তি প্রাপ্তির জন্য,
সৎকর্ষণীল জীবন-লাভের নিমিত্ত এবং বিশ্ব-হিতসাধনের উদ্দেশ্যে, দেব-
বিভূতিসমূহ আমাদিগকে অভিষিদ্ধিত করুক । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ।
প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্বাব-প্রভাবে আমরা যেন অক্ষয়-জীবন লাভ
করিতে পারি) ।

২। (ক) হে কর্ষফলপ্রদানকারিন্! আমাকে অজ্ঞানতা হইতে উদ্ধার
করুন । (ভাব এই যে,—হে দেব! শীঘ্র আমার কর্ষফল ধ্বংস করুন) ।

(খ) হে ভববন্ধনচ্ছেদনকারী দেব ! এই জনের (আমার) প্রতি প্রতি-
কূল হইবেন না । (ভাব এই যে—আমার ভববন্ধন মোচন করুন) ।
অথবা হে দেব ! পাপ-শত্রু যেন আমাদিগের কৰ্ম্মবিঘাতক না হয় ।

(গ) অপিচ, হে ভগবন্ ! আপনার অনুগ্রহে দেবভাব-পোষণকারী
শরণাগত আমি যেন কৰ্ম্ম-ফলসমূহ আপনাতে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই ।
(মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে, - আমার কৰ্ম্মফল যেন
ভগবান প্রাপ্ত হন) ।

৩। পরমার্থসাধক আমার কৰ্ম্মসমূহ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক অর্থাৎ সম্পূর্ণ
হউক । (ভাব এই যে,—আমাদিগের কৰ্ম্ম-সমূহ আমাদিগকে ভগবানের
সহিত সম্মিলিত করুক) ।

৪। মাতৃ-স্থানীয় (মাতৃবৎ করুণাপরায়ণ) দেববিভূতি-সমূহ
আমাদিগের বিশুদ্ধতা সাধন করুন । দ্ব্যতবৎ পবিত্রতাসম্পন্ন অর্থাৎ
বিশুদ্ধতাসাধক সেই দেব-বিভূতিসমূহ সদ্ভাবাদির দ্বারা আমাদিগকে
অভিষিদ্ধিত করুন । অপিচ, সেই দেব-ভাবসমূহ আমাদিগের সর্ববিধ
পাপ অপনীত করুন । (মন্ত্র প্রার্থনামূলক । পাপ-নাশে সদ্ভাবের উদয়ে
পরমানন্দলাভের প্রার্থনা এখানে বর্তমান রহিয়াছে । প্রার্থনার ভাব
এই যে,—দেব-বিভূতিসমূহ আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাবের স্থপ্তি করিয়া
আমাদিগকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপিত করুন) ।

অথবা,

জগতের নিষ্কাশকত্রী (অথবা মাতার ন্যায় পালনকত্রী), সত্ত্বভাবের
দ্বারা পবিত্রকারিণী এবং দ্যুতিশালিনী জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতিগণ,
আমাদের পাপসমূহকে অপনীত করুন ; সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র
করুন ; এবং এই জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার হইতে (অথবা অজ্ঞান
আমাদিগকে) উদ্ধার করুন । (ভাব এই যে,—দেববিভূতিগণের পাপ-
সমূহকে বিনষ্ট করিয়া সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে এই সংসার হইতে
উদ্ধার করুন,—এই প্রার্থনা) ।

৫। দেব-বিভূতিসমূহের স্নেহ-ধারা-সমূহে অভিষিদ্ধিত হইয়া সর্বতো-
ভাবে বহিরন্তরের বিশুদ্ধতা-সম্পাদনে যেন সমর্থ হই ।

অথবা,

আমরা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতি হইতে স্নানের দ্বারা (বহিঃশুদ্ধ) এবং আচমন দ্বারা (অন্তঃশুদ্ধ) শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—দেববিভূতির প্রসাদে বাহির ও অন্তর শুদ্ধ হইয়া আমরা যেন ব্রহ্মলোক অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হই,—এই প্রার্থনা)।

৬। হে আমার হুম্মিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সংস্করূপ ভগবানের শরীর অর্থাৎ প্রকাশরূপ বা ধারক হও। অতএব সদ্ভাবাবরোধক শত্রুর উপদ্রব হইতে আমাকে রক্ষা কর। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার হৃদয়ের সদ্ভাবকে যেন আমি নষ্ট না করি)।

৭। হে মন! তুমিই বিশ্ববাসীর অমৃতস্বরূপ হও। অর্থাৎ—আমাদের মন সকল সংকর্ষের সাধক হউক—সঙ্কল্পের ইহাই তাৎপর্য।

(খ) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি তেজের (শক্তির) ধারক হয়েন; অতএব আমায় তেজঃ (কর্মশক্তি) প্রদান করুন।

অথবা,

হে দেব! আপনি এই ভূমির অর্থাৎ এই মর্ত্য-লোকের জল-রূপ (জ্ঞান-ভক্তি-রূপ) হয়েন; (ভাব এই যে,—জল যেমন ভূমির আর্দ্রভাব জন্মায়, সেইরূপ আপনি মর্ত্য-লোকের রসার্দ্ভাব অর্থাৎ ভক্তি ও জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন); এবং আপনি জ্ঞানতেজঃ-প্রদ হয়েন। অতএব আমাকে (জ্ঞানতেজোহীনকে) জ্ঞান-রূপ তেজঃ বিতরণ করুন।

৮। হে দেব! আপনি অজ্ঞান-রূপ অথবা বাহ ও আন্তর শত্রু-রূপ অহুরের নাশে শক্তি-স্বরূপ হয়েন; (ভাব এই যে,—যেমন কনানিকা দৃষ্টি-শক্তির মূল কারণ, সেইরূপ আপনি অজ্ঞান-নাশের অথবা বাহ ও আন্তর সকল শত্রু-নাশের মূল কারণ। হে দেব! আপনি সকলের দর্শনেন্দ্রিয়ের পালক অর্থাৎ দূর-দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি বিধায়ক অথবা অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু-নাশক বলিয়া জ্ঞান-দৃষ্টিপ্রদ হয়েন। অতএব আপনি আমার জ্ঞান-চক্ষু অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ-সাধন-সমর্থ দূর-দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি সংরক্ষণ অর্থাৎ প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—‘হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশক ও বহিঃশত্রু-নাশক। অতএব আপনি আমাদের অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিনাশ করিয়া আমাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করুন)।

৯। (ক) হৃদয়-স্বামী সেই ভগবান তোমার পরিত্রাণ সাধন করুন ;
জীবনস্বামী সেই ভগবান তোমাকে পরিত্রাণ করুন ।

(খ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্মসমূহ ! জগৎপ্রসবিতা জগতের
আদিকারণ স্বপ্রকাশ ভগবান বিশুদ্ধ পবিত্রকারক বায়ুরূপে জ্ঞানজ্যোতির
দ্বারা এবং সকলের নিবাসহেতুভূত প্রজ্ঞানময় বিশ্বপ্রকাশক ভগবানের
বিশ্বপ্রকাশক জ্যোতিঃনিবহের দ্বারা তোমাদিগের উৎকর্ষসাধনে পবিত্রতা
সম্পাদন করুন । অথবা তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতাদেবের প্রেরণায়—
অনুকম্পায়—ত্রুটিপরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায়
জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষসাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর ।
(বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুদ্ধিসম্পাদক । তাহাদের প্রভাবে আমাদের
সদসৎকৰ্ম্মসমূহ পবিত্রতা প্রাপ্ত হউক,—ইহাই প্রার্থনা) ।

১০। হে জ্ঞানাধিপতে ! আপনি জ্ঞানপূত (জ্ঞানময়) ও প্রসিদ্ধ ;
(সাধকগণ কর্তৃক অনুভূত) আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়—জ্ঞান) আমি
কামনা করিতেছি, সেই স্বরূপ-জ্ঞান যেন পাইতে পারি ; এবং তাহার
দ্বারা পুত হইতে সমর্থ হই । (ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আমি তত্ত্ব-
জ্ঞানাভিলাষী । যাহাতে সেই বস্তু প্রাপ্ত হইয়া পুত পবিত্র হইতে পারি,
আপনি তাহার বিধান করুন) ।

১১। হে দেববিভূতিসমূহ ! আমাদিগের অনুষ্ঠিত সত্যের ও ধর্ম্মের
বিজ্ঞাপক এই অন্তর্যজ্ঞে (ভগবৎকার্য্যে) আমরা আপনাদিগের আনুকূল্য
প্রার্থনা করি । আর হে দেববিভূতিগণ ! এই যজ্ঞসম্বন্ধী আশীর্ব্বাণী (অর্থাৎ
এই যজ্ঞের শুভফল) পাইবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি ।
(ভাব এই যে—হে দেবগণ ! আমাদিগের এই মানসযজ্ঞে অথবা আমা-
দিগের এই উদ্বোধন যজ্ঞে আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি ।
আপনারা এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া দিউন এবং সৎকর্ম্মের শুভফল
প্রদান করুন) ।

১২। আমার সেই উদ্বোধনযজ্ঞ জ্ঞানশক্তি প্রদান করুক ; ইহকাল-
পরকালের মঙ্গলবিধান করুক এবং সদ্ভাবের সঞ্চারণ করিয়া আমাদিগের
কর্ম্মফল সাধন করুক ।

১৩। হে শুক্রসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! আপনি সংকর্ম্মসমূহের স্বামী
হয়েন। এই সংকর্ম্মে প্রবৃত্ত আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ কর্ম্ম পূর্ণ করিয়া
কর্ম্মফল প্রদান করুন। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

যন্ত নিঃশ্রুতিং বেদা যো বেদেভ্যোহখিলং জগৎ ।

নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিত্তাতীর্থমহেৎস্বরম্ ॥ ১ ॥

আত্মপ্রপাঠকে দর্শপূর্ণমাসেষ্টিরীরিতা ।

প্রপাঠকত্রয়েণাথ সোমযাগ প্রবক্ষাতে ॥ ২ ॥

তদ্বিদং সৌম্যাকাণ্ডং । তথা চানুক্রমণিকারামুক্তং—“অধ্বরপ্রভৃতিত্রীণি তদ্বিধির্বাজপেয়কৌ ।
সবাঃ শুক্রিয়কাণ্ডে চ নবেন্দোরিতি ধারণা” ইতি ॥ আপ উন্দ্বিত্যাদিকমধ্বরকাণ্ডং । আ
দদে গ্রাবাহসীতাদিকং গ্রহকাণ্ডং । উহু ত্যাং জাতবেদসমিত্যাদিকং দক্ষিণাকণ্ডম্ । তাহে-
তানি ত্রীণি । প্রাচীনবৎ শং করোতীতাদিকং ত্রয়াণামেতেষাং বিধিঃ । দেব সবিতঃ প্র
হবেতাদিকং বাজপেয়স্ত মন্ত্রকাণ্ডং । দেবা হে বথাদর্শং যজ্ঞানাহরন্তেত্যাদিকং বাজপেয়স্ত
বিধিকাণ্ডং । ত্রিবৃৎস্তুমো ভবতীতাদিকঃ সত্রাঃ । নমো বাচে যা চোদিত্যাদিকং
শুক্ৰিয়মন্ত্রকাণ্ডং । দেবা বৈ সত্রমাসতেত্যাদিকং তদ্বিধিকাণ্ডং । তাহেতানি নবসংখ্যাকানি
চন্দ্রস্ত কাণ্ডানি । অতন্তেষু চন্দ্র ঋষিরিতি ধ্যয়েৎ । “সোমাস্তে দীক্ষণীয়াদৌ দর্শমজ্ঞাতিদেশনাং ।
দর্শোধ্বং তত্র যুক্তমগ্নিষ্টোমোহত্র বর্ণ্যতে” ॥

ত্রিবিধঃ সোমযাগ একাহানীসত্রনামকঃ । একগ্নিরেবাহনি সবনত্রয়েণ নিষ্পাশ্ব একাহঃ ।
দ্বিরাত্রমারভ্যেকাদশরাত্রপর্য্যন্তা অহীনাঃ । ত্রয়োদশরাত্রমারভ্য সহস্রসংবৎসরপর্য্যন্তানি সূত্রাণি ।
ষাদশাহস্ত দ্বিরূপঃ । তত্রাহীনরূপেণ দ্বিরাত্রাদীনাং প্রকৃতিঃ, সত্ররূপেণ ত্রয়োদশরাত্রাদীনাং ।
তস্ত চ ষাহশাহস্তেকাহরূপো জ্যোতিষ্টোমঃ প্রকৃতিঃ । অত এবান্নায়তে—“এষ বাব প্রথমো
যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্ঞোজ্যোতিষ্টোমঃ” ইতি । যত্বপি সপ্তসংস্থো জ্যোতিষ্টোমোহগ্নিষ্টোমোহত্যাগ্নিষ্টোম
উক্ধ্যাঃ বোড়্রত্ৰিত্রাহস্তোহগ্নিষ্টোমো বাজপেয়শ্চেতি, তথাইপ্যাগ্নিষ্টোমে ক্লৃৎস্নাজাতস্তোপদিষ্ট-
যাং স এবোতরেযাং প্রকৃতিঃ । অতঃ প্রথমং স এবাভিধীয়তে । তত্র প্রপাঠকত্রয়ানু-
যাকানাং চার্ঘ্যভেদো বিনিয়োগসংগ্রহে দর্শিতঃ—

“দ্বিতীয়প্রশ্নমারভ্য প্রশ্নত্রয় উদীর্ঘ্যতে । সোমযাগে মন্ত্রজাতং ত্রাবাস্তরভেদতঃ ॥ ১ ॥

ত্রয় পত্ত গ্রহশ্চেতি প্রশ্নভেদোইবগম্যতাম্ । ক্রয়প্রশ্নেহুবাচাঃ স্থারথভেদাক্তদর্শ ॥ ২ ॥

প্রাণংশাবেশনং দীক্ষা ত্রাদেবযজ্ঞনগ্রহঃ । সোমক্রয়গ্যানয়নং তদীরপদসংগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

সোমোন্নানং ক্রয়স্তস্ত শকটারোপণং গতিঃ । আতিথ্যোপসদন্তব্রতবেহস্তরবেদিকা ॥

হবির্দানং কাম্যযাজ্যা ইত্যর্থা অনুবাকগাঃ ॥ ৪ ॥” ইতি ॥

তত্র প্রশ্নানুবাকে দ্বৈরাতিভিঃ সংস্কৃতস্ত যজমানস্ত প্রাচীনবংশাখ্যাশালাপ্রবেশোহভি-

৪। “আপো অস্মাত্তরঃ শুক্লস্ত য়তেন নো য়তপুং পুনস্ত বিস্মমস্মৎ প্র বহা
রিপ্রম্।”—বোধায়নঃ—“অঠেখনস্তিরতিবিষ্কৃত্যাপো অস্মাত্তরঃ শুক্লস্ত য়তেন নো য়তপুং

পুনস্তি সস্ত্রধাৱা ৱজঃ প্রকালয়তি বিশ্বমস্মৎ প্র বহন্ত রিপ্রমিতি” ইতি । আপস্তম্বশ্বেক-
মন্ত্ৰতাং মন্ত্ৰতে । অস্মানয়দীয়ান্ যজ্ঞানান্ । ক্ষরদ্বন্দ্বকমন্ত্ৰ যন্তং । তেন পুনস্তি পজ্জ্ঞানদ্যো
দুতপুৰঃ । রিপ্রং পাং । ইমা আপঃ সৰ্ব্বং পাপমস্মন্তোহপনয়ন্ত ॥

৫। “উদাত্তাঃ শুচিরা পূত এমি ।”—কল্পঃ—“উদাত্তাঃ শুচিরা পূত এমীত্যালাহমানো
জপতি” ইতি । স্নানচমনাভ্যাং বহিরন্তশ্চ শুদ্ধঃ সন্নৃত্য উদগম্যাংগচ্ছামি ॥” বিধন্তে—
“অগ্নিরসঃ স্তবৰ্গং লোকং যন্তোহপস্ব দীক্ষাতপসী প্রাবেশয়ন্নপস্ব স্নাতি সাক্ষাদেব দীক্ষাতপসী
‘অবরুদ্ধে’ (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । মুণ্ডনাদিসংস্কারো দীক্ষা । আহারাদিনিয়ম-
স্তপঃ । অস্মু স্নানেন তদ্ব্যবস্থাব্যবধানেনৈব প্রাপ্নোতি ॥ অবতরণপ্রদেশং বিধন্তে—“তীৰ্থে
স্নাতি তীৰ্থে হি তে তাং প্রাবেশয়ন” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি ॥ উক্তমেবাবধনমু-
ক্তোতি—“তীৰ্থে স্নাতি তীৰ্থমেব সমানানাং ভবতি” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি ।
সম্যাদীনাং সমানানাং তীৰ্থবৎ সেব্যো ভবতি । আচমনং বিধন্তে—“অপোহস্নাত্যন্তরত এষ
মেধ্যো ভবতি” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি ॥

৬। “সোমস্ত তন্বসি তন্বং মে পাহি ।”—কল্পঃ—“অথ প্রদক্ষিণমহতং বাসঃ পবিত্রন্তে
সোমস্ত তন্বসি তন্বং মে পাহীতি” ইতি । ক্ষৌদ্রবস্ত্রস্ত সোমোহভিমানী দেব ইতি তস্ত বস্ত্রঃ
শরীরং ॥ বিধন্তে—“বাসসা দীক্ষয়তি সোম্যং বৈ ক্ষৌমং দেবতয়া সোমমেব দেবতামুপৈতি যো
দীক্ষতে” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । দীক্ষয়তি সংস্করোতি ॥ মন্ত্ৰস্ত পূৰ্ব্বোক্তরভাগৌ
ব্যচষ্টে—“সোমস্ত তন্বসি তন্বং মে পাহীত্যাং স্বামেব দেবতামুপৈত্যাণো আশিষমেবৈতামা-
শান্তে” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । বস্ত্রপরিহিতস্ত সোম এব স্বা দেবতা ॥ প্রকারান্তরেণ
প্রস্তোতি—“অগ্নেত্বষাধানং বায়োর্কাতপানং পিতৃণাং নীবিরোষনীনাং প্রবাত আদিত্যানাং
প্রাচীনতানো বিবেষাং দেবানামৌত্বর্নক্ষত্রাণামতীকাশান্ত্বা এতৎসৰ্বদেবতাং যদ্বাসো যদ্বাসসা
দীক্ষয়তি সৰ্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভির্দীক্ষয়তি” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । শলা-
কোপবানং ত্বাঃ । তত্র তত্বনাং পূরণং ত্বাবানং । বায়ুনা শোষণং বাতপানং । নীবির্কক্ষ-
বিশেষঃ । প্রঘাতো দণ্ডেন শলাকোপবানেন বা প্রহাৰঃ । প্রাচীনতানো দীৰ্ঘতত্ত্বপ্রসারণং
ওতুতিধ্যাতত্ত্বপ্রসারণং । অতীকাশান্ত্বাদিণি । এতেষু ক্রমেণাধ্যাদ্যোহভিমানিদেবতাঃ ॥
ভোজনং বিধন্তে—“বহিঃ প্রাণো বৈ মনুষ্যন্তস্তাশনং প্রাণোহস্নাতি স প্রাণ এব দীক্ষতে” (সং
কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । প্রাণস্থিতিহেতুস্বাদশানস্ত প্রাণকং । মিত্রবন্ধাদিভিঃ প্রার্থিতো
বহু ভূঞ্জীতেতি ॥ বিধন্তে—“আশিতো ভবতি যাবানেবাস্ত প্রাণন্তেন সহ মেধমুপৈতি” (সং কা०
৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি ॥

৭। “মহীনাং পরোহসি বর্চোধা অসি বর্চো ময়ি ধেহি ।”—বোধায়নঃ—“অথাস্তিত্তন্নবনীতং
বিচিত্তম্বশরাব উপশেরতে তস্ত পাণিভ্যাং সস্ত্রম্নায় মুখমেব প্রথমমভ্যঙ্ক্রে মহীনাং পরোহসি
বর্চোধা অসি বর্চো ময়ি ধেহীত্যুল্লোলমাপাদাভ্যাং” ইতি । আপস্তম্বো মন্ত্ৰভেদমাহ—“মহীনাং
পরোহসীতি দৃড়পুঞ্জীভ্যাং নবনৌমুত্তোতি বর্চোধা অসীতি তেন পরাচীনং ত্রিরভ্যঙ্ক্রে” ইতি ।
হে নবনৌত্বং গবাং পরঃ কার্যমসি । স্নিগ্ধতারূপং বর্চো ধারয়সি । অতো ময়ি ব্রহ্মবর্চসং
ধেহি ॥ অভ্যঙ্কং বিধন্তে—“যন্তং দেবানাং মন্ত্ৰ পিতৃণাং নিম্পকং মনুষ্যাণাং ত্বা এতৎ সৰ্বদেবতাং

যজুৰ্বেদীতঃ যজুৰ্বেদীতেনাভ্যুক্তে সৰ্গা এব দেবতাঃ প্রীগতি” (সং কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি । নবনীতস্ত পাকজ্ঞান্যস্ত্রোহবহাঃ পকং কিঞ্চিৎ পকং নিঃশেষপকং চ । ত্রব্যাস্তরপ্রাক্ষেপেণ হ্রস্বতি নিঃশেষপকং । অত এব বহুচঃ পঠন্তি—“আজ্যং বৈ দেবানাং হ্রস্বতি যতঃ মনুষ্যাণামায়তং পিতৃণাং নবনীতং গৰ্ভাণাম্” ইতি । প্রকারান্তরেণ নবনীতাভ্যক্তং প্রত্যোতি—“প্রচ্যতো বা এবোহম্মল্লোকাদাগতো দেবলোকং যো দীক্ষিতোহস্তরেব নবনীতং তন্মায়বনীতেনাভ্যুক্তে” (সং কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি । দীক্ষিতস্ত সৰ্গসাধনে প্রবৃত্ত্বাদেতল্লোকপ্রচ্যুতিঃ । যাগস্তাসমাপ্ত্বাদেবলোকপ্রাপ্ত্যভাবঃ । নবনীতমপি ক্ষীরভাবাৎ প্রচ্যুত যত্ভাবং ন প্রাপ্নোতি । অতোহস্তরালবর্ষিঃসাম্যাদেন তস্তাভ্যক্তো যুক্তঃ ॥ গুণধরং বিধত্তে—“অমুলোমং যজুৰ্ভা ব্যারুত্তে” (সং কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি । মনুষ্যাণাং নাস্ত্যামুলোমো নিয়মঃ । ন বাহভ্যক্তে মজ্জোহস্তু । তন্মাদ্যাবুত্তে তত্তত্তয়মত্রেতি নিয়ম্যতে ॥

৮ । “ব্রতস্ত কনীনিকাংসি চক্ষুশ্চ অসি চক্ষুশ্চৈব পাহি ।”—কল্পঃ—“অথাত্মৈতদাজ্ঞনং পিষ্টং দৃষ্টপলে সতুল্যা চ শরেণীকরা চাত্র প্রাণ্ডমুখস্ত প্রাত্যমুখ উপবিশ্ত সযোন পাণিনা দক্ষিণমক্ষা-
নস্তি ব্রতস্ত কনীনিকাংসি চক্ষুশ্চ অসি চক্ষুশ্চৈব পাহীতি” ইতি । মন্ত্রার্থং বিশদয়ঙ্গনং বিধত্তে—
“ইক্ষো ব্রতমহস্তস্ত কনীনিকা পরাংপতন্তদাজ্ঞনমভবদ্যদাভ্যুক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্ত বৃক্তে” (সং কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি । বিনাশয়তীত্যর্থঃ ॥ ক্রমেণ গুণাস্থিধত্তে—“দক্ষিণং পূৰ্ব্বমাহকে সব্যং হি পূৰ্ব্বং মনুষ্যা আজতে ন নি ধাবতে নীব হি মনুষ্যা ধাবন্তে পঞ্চ কৃত্ব আহকে পঞ্চাক্ষরা পঙক্তিঃ পাণ্ডক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাবরুদ্ধে পরিমিতমাহঙক্তেহপরিমিতং হি মনুষ্যা আজতে সতুলয়াহঙক্তেহপতুল্যা হি মনুষ্যা আজতে ব্যাবুত্তে” (সং কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি । মনুষ্যস্ত যোষিতামগ্নে বামভাগপূৰ্ব্বতঃ প্রসিদ্ধং । অগ্নোপেতাভুলেচক্ষুশ্চি সহসা পুনঃপুনঃ পর্যাবৰ্ত্তনং নিধাবনং তচ্চ মনুষ্যাঃ কুৰ্ব্বন্তি । যজ্ঞে সবনীয়পুরোডাশত্রবাণাং পঞ্চ-
সংখ্যয়া পঙক্তিচ্ছন্দোগতাক্ষরসাম্যান্যজ্ঞস্ত পাণ্ডক্তত্বম্ । তথা চ পঞ্চমপ্রপাঠকে বক্ষ্যতি—
“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি নৰ্কা ন যজুৰ্ভা পঙক্তিরাপ্যতেহথ কিং যজ্ঞস্ত পাণ্ডক্তত্বমিতি ধানঃ করন্তঃ পরিবাপঃ পুরোডাশঃ পয়স্তা তেন পঙক্তিরাপ্যতে তদযজ্ঞস্ত পাণ্ডক্তত্বম্” (সং কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি । পরিমিতমগ্নং পঞ্চসংখ্যানিয়মো বা । ন হয়ং নিয়মো মনুষ্যেষুস্তু । অগ্র-
সংহিতা শরেণীকা সতুলা । মনুষ্যাণামিবীকানিয়ম এব নাস্তি কুতঃ সতুল্যনিয়মঃ ॥ বিপক্ষে বাধকপূৰ্ব্বকং স্বপক্ষং নিগময়তি—“যদপতুলয়াহঙক্তীত বজ্র ইব ত্রাং সতুলয়াহকে মিত্রস্বায়” (সং কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি । তুল্যরহিতশরকাষ্ঠস্ত তীক্ষ্ণগ্রাস্বায়জ্ঞসমত্বম্ ॥

৯ । “চিংপতিত্বা পুনাতু বাক্পতিত্বা পুনাতু দেবত্বা সবিতা পুনাত্বজ্জিহ্বেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ ।”—কল্পঃ—“অথেনমেকবিংশত্যা দৰ্ভপুঞ্জীলৈঃ পবয়তি চিংপতিত্বা পুনাতু বাক্পতিত্বা পুনাতু দেবত্বা সবিতা পুনাত্বজ্জিহ্বেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিরিতি” ইতি । প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োঃজ্জিহ্বেণেত্যমুখ্যভ্যতে । হে যজমান চিতাং জ্ঞানানাং পতিত্বেনো দেবত্বাং পুনাতু । বাচাং শবানাং পতিঃ সনস্বত্যসৌ বা আদিত্যোহজ্জিহ্বেণ পবিত্রেণ তজ্জপোহস্ম দৰ্ভস্তোমঃ জ্ঞান্দিবালহতোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিরূপা দৰ্ভাঃ ॥ দৰ্ভস্তোমবিংশিৎ মার্জনং বিধত্তে—“ইক্ষো ব্রতমহন্ত-
সোহপোহজ্জিহ্বেণ তাসাং যমোধ্যং যজিরৎ সদেবমাসীদদপোদক্রামন্তে দৰ্ভা অভবন্তদৰ্ভপুঞ্জীলৈঃ

পবয়তি যা এব মেধ্যা যজ্ঞিরাঃ সদেবা আপস্তাভিরেবৈনং পবয়তি” (সং কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি। মেধ্যা শুক্র যজ্ঞিরাঃ যজ্ঞার্হং সদেবাং দেবতাপ্রিয়ং। উৎপবনব্রাহ্মণে দর্ভোৎপত্তিব্যাখ্যাতা ॥ দর্ভস্তোমস্ত সংখ্যাবিশেষাষিধস্তে—“দ্বাভ্যাং পবয়ত্যহোরাভ্যা-
মেবৈনং পবয়তি ত্রিভিঃ পবয়তি ত্রয় ইমে লোকা এভিরেবৈনং লোকৈঃ পবয়তি
পঞ্চাভিঃ পবয়তি পঞ্চাক্ষরা পঙক্তিঃ পাঙক্তো যজ্ঞো যজ্ঞারৈবৈনং পবয়তি বড়ুভিঃ
পবয়তি ষড্ভা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং পবয়তি সপ্তভিঃ পবয়তি সপ্ত ছন্দাঃ সি ছন্দোভিরেবৈনং
পবয়তি নবভিঃ পবয়তি নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ সপ্রাণমেবৈনং পবয়ত্যেকবিংশত্যা পবয়ন্তি
দশহস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশপতা আন্যৈকবিংশো যাবানেব পুরুষস্তমপরিবর্গং পবয়তি” (সং. কা.
৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি। “গায়ত্রী ত্রিষ্টুভজগত্যষ্টুপপঙক্ত্যা সহ। বৃহত্যক্ষিহা ককুং-
সূচীভিঃ শিম্যন্ত ত্বা” ইতি কশিন্মত্র আশ্রয়তে। তত্রোষিক্ককুভোরবাস্তরভেদপরিত্যাগেন
সপ্তচ্ছন্দাংসি। সঞ্চারস্থানভূতচ্ছিদ্রাভিপ্রায়েণ প্রাণানাং নবত্বং। অপরিবর্গং নিঃশেষং।
একবিংশতিপক্ষ একত্রায়ুষ্ঠেয়ঃ। “একবিংশত্যা দর্ভপুঞ্জীলৈঃ পবয়তি” ইতি বহুচত্রাক্ষণ
আশ্রয়ত্বাৎ। তৎপ্রশংসার্থমিতরে পক্ষা অবযুত্যানুবাদঃ ॥ মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—“চিংপতিত্বা
পুনাক্তিত্যাহ মনো বৈ চিংপতিত্বনসৈবৈনং পবয়তি বাক্পতিত্বা পুনাক্তিত্যাহ বাটৈবৈনং
পবয়তি দেবত্বা সবিতা পুনাক্তিত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবৈনং পবয়তি” (সং. কা.
৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি ॥

১০। “তস্ত তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়ম্।”—করঃ—“যজমানং
বাচয়তি তস্ত তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়মিতি” ইতি। আদিত্যরূপ-
স্তাচ্ছিত্রপবিত্রস্ত পতিঃ প্রেরকোহস্তর্ঘামী। হে পবিত্রপতে তাদৃশস্ত তব পবিত্রেণ যস্মা অগ্নি-
ষ্টোমকর্ষণে কমাশ্রানং শোধয়ামি তৎ কর্তুং শক্তো ভূয়াসং ॥ এতমভিপ্রাণং দর্শয়তি—
“তস্ত তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়মিত্যাহাশিষ্যমেবৈতামাশান্তে” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি ॥

১১। “আ বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্ম্যাণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজ্ঞিরাসো
হবামহে।”—বোধায়নঃ—“অথেনং সবে্য পাণাবভিপাশ্ত শালামানয়তি আ বো দেবাস ঈমহে
সত্যধর্ম্যাণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজ্ঞিরাসো হবামহে ইতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—
“আ বো দেবাস ঈমহে ইতি পূর্ব্বা দ্বারা প্রাথংশে প্রবিশ্ত” ইতি। হে দেবা যুয়াকং
সম্বন্ধিত্মিন্নধ্বরে বয়ং সত্যধর্ম্যাণোহবস্ত্যাব্যমুষ্ঠানপরা আগচ্ছামঃ। হে যজ্ঞসম্বন্ধিনো দেবা
যস্মাদাগুরে কর্ষোত্মে যুয়ানাহবাস্ত্যামস্তম্বাধ্বমত্রাহগচ্ছামঃ ॥

১২। “ইন্দ্রাগ্নী ত্বাবাপৃথিবী আপ ওষধীঃ।”—বোধায়নঃ—“পূর্ব্বা দ্বারা শালাং প্রপা-
দয়তি, ইন্দ্রাগ্নী ত্বাবাপৃথিবী আপ ওষধীরিতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“ইন্দ্রাগ্নী ত্বাবাপৃথিবী আপ
ওষধীরিত্যপরেণাহবনীয়ং দক্ষিণাহতিক্রম্য” ইতি। হে ইন্দ্রাদয় এনমমুজানীতেতি শেষঃ ॥

১৩। “ঋং দীক্ষাগামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহি।”—বোধায়নঃ—“অথেনমগ্রেণাহবনীয়ং
পর্যাহত্ব দক্ষিণত উদমুখমুপবেশ্তাহবনীয়মীকয়তি ঋং দীক্ষাগামধিপতিরসীহ মা সন্তং
পাহীতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“ঋং দীক্ষাগামধিপতিরসী ত্যাহবনীয়মুপোপবিশতি” ইতি। হে

আহবনীয় স্বং দীক্ষারূপাণাং নিয়মানাং পালকোহস্ততস্বসমীপে স্থিতঃ মাং পুলায় ॥ পূৰ্বোক্ত-
পুত্ৰপ্রশংসাপূৰ্ব্বকং প্রাচীনবংশপ্রবেশং বিধত্তে—“যাবন্তো বৈ দেবা যজ্ঞায়াপ্নুত ত এবা-
ভবন্ত এবং বিদানবজ্ঞায় পুনীতে ভবত্যেব বহিঃ পবয়িত্বাহন্তঃ প্রপদয়তি মনুষ্যলোক এবৈনং
পবয়িত্বা পুতং দেবলোকং প্রপদয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । অভবনৈশ্বৰ্য্য-
প্রাপ্তাঃ । ভবত্যৈশ্বৰ্য্যং প্রাপ্নোত্যেব ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

“আশঃ শির উনন্তোষ দর্ভোহত্রাস্তর্হিতাঃ স্বধি । ক্ষুরং নিধায় দেবশ্রকর্ষণেৎ স্বস্তি তদা জপেৎ ॥ ১ ॥
আপঃ জ্যায়াদ্বা জপাং সোম বস্তুপরিগ্রহঃ । মহীতি নবনীতস্ত গ্রহো বর্চোহতিলেপনম্ ॥ ২ ॥
বৃত্তেত্যাক্তেঃ চিৎপতিস্বাক্রিতির্দর্ভেণ পাবয়েৎ । তস্ত্রেতি জপতি স্বামী হ্য বাঃ প্রাশংশবেশনম্ ॥ ৩ ॥
ঈন্দ্রায়ী দক্ষিণে গজা ধ্মিতাপবিশেদিহ । প্রথমেহ্যহ্নবাকেষয়িন্নম্না অষ্টাদশেরিতাঃ ॥ ৪ ॥” ইতি

স্বথ মীমাংসা ।

চতুর্থধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতম্—“কিং দর্শপূর্ণমাসাত্যামিষ্টা সোমেন যাগকঃ ।
অঙ্গাঙ্গিতা বা কালো বা হপাবাথায় চাস্ততা ॥ দর্শাদিলক্ষিতে কালে সোমযোগো বিদীয়তে ।
স্বতস্কলবতেন ন যজ্ঞাহঙ্গাস্তিত তয়োঃ” ইতি ॥ ইদমায়াতে—“দর্শপূর্ণমাসাত্যামিষ্টা সোমেন
যজতে” ইতি । তত্রোত্তরোত্তরানুযায়বদছানীনদ্রভাবাদর্শপূর্ণমাসোক্তেঃ পাবার্থ্যপরি-
হারায় সোমস্ত দর্শপূর্ণমাসান্তরপোষকোহয়ং সংযোগ ইতি চৈম্বেবম্ । স্বতস্কলবতঃ সোমযোগ-
স্তাস্ত্বাসম্ভবাৎ । কবাবৎসম্ভিবাবকলং তদঙ্গমিতি জ্ঞায়াং ন চাত্র বৃহস্পতিসবচ্ছায়েন সোমদম্ব-
কম্বকলং কম্বাস্তরং বিদীয়ত ইতি শকাৎ বক্তং । সোমশব্দস্ত বৃহস্পতিসবচ্ছানীনদ্রভাবেন
বর্ষ্মাতিদেশকভাবাবান্ত্রাপ্রত্যয়স্ত অসত্যঙ্গাদিভাবে কত্রৈকমাত্রোপপত্ততে । তস্মাদর্শ-
পূর্ণমাসশব্দস্ত পারার্থ্যমভ্যুপেত্যপি তদিষ্টাপলাকৃত উত্তরকালে সোম বিধিবয়ং । এতদেবাভি-
প্রোতা রথরূপকমায়াতে—“এম বৈ দেববথো যদর্শপূর্ণমাসৌ যো দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টা সোমেন
যজতে রথপৃষ্ঠ এবাবসানে বথ দেবানামবস্ততি” (সং. কা. ২ প্র. ৫ অ. ৬) ইতি ।
অবসানে নিশ্চিতে বরে মার্গে যথা বথেন ক্ষুণ্ণে মার্গে গন্তুঃ কণ্টকপাষাণাদিবাবধর্য্যহিতেন
স্বথং ভবতি তথা প্রথমং দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টবত উত্তরকালে তদিষ্টবিক্রতিষু সোমাস্তভূতদীক্ষণীয়া-
প্রাণীয়াসাদিষু কম্বাস্ত্রানং স্বকরং ভবতীত্যর্থঃ । তস্মাৎ কালার্থঃ সংযোগঃ ।

পঞ্চমাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতং—“দর্শাদীষ্টা সোমযোগঃ ক্রমোহয়ং নিয়তো ন বা ।
উক্তেরাছো ন সোমস্তাহধানানস্তরতা শ্রতেঃ” ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টা সোমেন যজ্ঞেতেতি
ত্ৰাপ্রত্যয়েনাবগম্যানানঃ ক্রমো নিয়ত ইতি চৈম্বেবম্ । সোমেন যজ্ঞমাগোহয়ীনা-
দীতেত্যাধানানস্তরতাস্ত্র অপি শ্রবণাৎ । তস্মাদিষ্টিসোময়োঃ পৌর্কায়ং ন নিয়তং ।
তত্রৈবাত্চিস্তিতং—“বিপ্রস্ত সোমপূর্ব্বয়ং নিয়তং বা ন বাহগ্রিমঃ । উৎকর্ষতো নৈবময়ী-
যৌমীয়স্তেব তজ্জুতেঃ” ইতি ॥ ইটিপূর্ব্বয়ং সোমপূর্ব্বয়ং চ বিকল্পিতমিতি যদ্বক্তং তত্র
ব্রাহ্মণস্ত সোমপূর্ব্বয়মেব নিয়তং । কৃতঃ । উৎকর্ষশ্রবণাৎ । “আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণো দেবতয়া
স সোমেনেহ্ময়ীযৌমীয়ো ভবতি যদেবাদঃ পৌর্ণমাসং হবিত্তত্ত্বাহ্ন নির্কপেত্ত্বাহ্নভয়দেবতো
ভবতি” ইতি । অন্ত্যায়মর্থঃ—প্রজাপতেষু খাদয়িত্বাঙ্গণশ্চেতৃত্যাবুৎপন্নৌ । ততো ব্রাহ্মণ-

তৈকৈব দেবতেত্যায়েয় এব্ ব্রাহ্মণো ন তু সৌম্যঃ সোমস্ত তদেবতাস্তাভাবাৎ । যদা স ব্রাহ্মণঃ সোমেন বজ্রতি ৷ তদা সোমোহপ্যস্ত দেবতেত্যাগ্নীষোমীয়ো ভবতি । তস্তাক্ষী-
ষোমীয়স্ত ব্রাহ্মণস্তান্নরূপং পৌর্ণমাসমগ্নীষোমীয় পুরোডাশরূপং হবিঃ সোমাদুর্ধ্বমহুনির্কপেৎ ।
তদা স ব্রাহ্মণো দেবতাধ্বয়সংবন্ধী ভবতীতি যজ্ঞপাত্র্য কশ্মাস্তরং কিঞ্চিদ্বীয়ত ইতি কশ্চিন্ম-
ত্রেত তথাংপি পৌর্ণমাসং হবিরিতি বিস্পষ্টঃ প্রত্যভিজ্ঞানান্ন কশ্মাস্তরং কিং তু দর্শপূর্ণ-
মাসয়োঃ সোমাদুর্ধ্বপুংকধঃ । তস্মাদ্বিপ্রস্ত সোমপূর্কধ্বমেব নিয়তমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—
নাত্র দর্শশব্দঃ পূর্ণমাসশব্দো বা কশ্চিদ্যাগবাচী ক্রয়তে । পৌর্ণমাসমিত্যেয তদ্বিত্যে
হবির্বিশেষণত্বেনোপাত্ততে । তচ্চ হবিরগ্নীষোমীয়পুরোডাশবপমিতি দেবতাধ্বয়েন সংস্ক-
বাদবগম্যতে । তস্মাদেকস্তৈব হবিষ উৎকর্ষো ন তু কৃৎসয়োর্দর্শপূর্ণমাসয়োঃ । তথা সতি
* ব্রাহ্মণস্তৈকস্মিন্নেবাগ্নীষোমীয়পুরোডাশে সোমপূর্কধ্বনিয়নঃ । ইতরন্ন ক্ষত্রিয়লৈশ্চয়োরিবাস্ত্রা-
শীষ্টপূর্কধ্বসোমপূর্কধ্বে বিকল্যোতে ।

তৃতীয়াধ্যায়স্তা চতুর্থপাদে চিস্তিতং—“দিশং প্রাচীনাং মনুজা ব্যভজন্তেত্যস্তৌ বিধিঃ ।
বাদো বাহত্র পুবাকল্পস্ত্যর্থো বিদিত্বহতি ॥ প্রাচীনবংশব্যাক্যোক্তের্বানশ্চৈকব্যাক্যাতঃ ।
দিক্ধিবাবর্থবাদোহয়মুপবীতে নিবীতবৎ” ইতি । জ্যোতিষ্টোমে ঐয়তে—“প্রাচীনবংশঃ
করোতি দেবমনুজা দিশো ব্যভজন্ত প্রাচীং দেবা দক্ষিণা পিতরঃ প্রাচীনাং মনুজা উদীচীচ্-
রুজা যৎ প্রাচীনবংশঃ করোতি দেবলোকসেব তদাজমান উপাবর্ততে” (সংঃ কাঃ ৬
প্রঃ ১ অঃ ১) ইতি । তত্র দেবাদীনাং কস্মানবিকারান্ন বিবিশন্ধা । মনুজাঃ প্রাচীনাঃ
বিভজেয়ুরিত্যেব বিধিঃ স্তাৎ । কৃতঃ । পুরাকল্পকপেণার্থবাদেন, ভূয়মানস্তাৎ । পূর্কপূর্কবাচ-
রিতস্তাভিধানং পুরাকল্পঃ । ব্যভজন্তেত্যনেন ভূতার্থবাচনা তদভিধীয়তে । তস্মাদ্বিধিরয়মিতি
পূর্কঃ পক্ষঃ । যজ্ঞ মণ্ডপবিশেষস্তোপগি বংশাঃ প্রাগগ্রা ভবন্তি স প্রাচীনবংশঃ তদ্বিধোক-
ব্যাক্যাত্যুপগমাদর্থবাদঃ । সাংকালীনাব্যাদৌ প্রাচীনা প্রাপ্তা । তৃতীয়াধ্যায়স্ত সপ্তমপাদে
চিস্তিতম্—“বপতীতু্যপকারঃ কিং দ্বয়োশ্চুখ্যঙ্গয়োৰুত । মুখ্য এব দ্বয়োস্ত কৃৎসনকর্তৃগতত্বতঃ ॥
যুক্তঃ শাস্ত্রীয়সংস্কারো মুখ্যেহস্ত ফলভোগিনঃ । বিনাহপি সংস্কৃতিং দৃষ্টং কৰ্ত্তব্যং তস্ত নাস্তি সঃ”
ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে কেশশ্রবণপনপয়োত্রাদয়ো যজমানসংস্কারা আয়্যাতাঃ । গ্রহৈঃ সোমহোমে
জ্যোতিষ্টোমে মুখ্যঃ । অগ্নীষোমীয়পঞ্চাদিকরূপং । তত্র দ্বয়োশ্চুখ্যঙ্গয়োরেতে বপনাদয়
উপকূৰ্ণন্তি । কৃতঃ ? কৰ্ত্তব্যমস্তাৎ । যজমানো হি কৰ্ত্তব্য বপনাদিভিঃ সংস্কিয়তে ।
কৰ্ত্তব্যং চ যথা মুখ্যং প্রাতি তস্ত বিঘতে তথাংঙ্গং প্রত্যপ্যন্তি । তস্মাদুভয়োৰুপকার
ইতি চেষ্টম্বেব । যৌ হি যজমানস্তাহকারৌ ক্রিয়াকৰ্ত্তব্যং ফলভোক্তৃভ্যং চেতি । তয়োৰদৃষ্টঃ
* ফলভোগ্যঃ ক্রিয়ানিষ্পত্তিচ্চ দৃষ্টা । তথা সতি বপনাদিকৃতোপকারস্তাপ্যদৃষ্টভোক্তৃশেষা
বপনাদয়ঃ ফলভোগসাধনে মুখ্য এব পৰ্য্যবস্তন্তি । বপনাদিসংস্কারাহতৈর্ধ্বাঙ্গিভিঃ
ক্লষীবলাদিভিচ্চ ক্রিয়া নিষ্পাদ্যমানা দৃষ্টতে । ততস্তত্র কৰ্ত্তব্যাকারে বপনাদিকৃতঃ স
উপকারো নাস্তি । তস্মাদদৃষ্টফলভোগিনো যজমানস্ত যোহয়মদৃষ্টরূপঃ শাস্ত্রীয়সংস্কারঃ সোহয়ং
মুখ্যে কৰ্ম্মণি যুক্তো নাস্তেষ্ণু । নাত্র পূর্কবদ্যাক্যমন্তি । যেন পরস্পরয়া ফলসাধনাস্তেষ্ণু
বপনাদ্যুপকারঃ শঙ্ক্যত । প্রকরণং তু মুখ্যত্বেন ন তদ্ব্যনানং । তস্মান্ন তেষুপকারঃ ।

তত্রৈবাত্মে পাদে চিস্তিতম্—“সংস্কারা বপনাত্মাঃ স্ক্রিয়ধ্বৰ্যোঃ স্বামিনোহথ বা ।
স্ক্রিয়ধ্বৰ্যোস্তত্র শক্ত্যন্তদ্বোধোদোক্তেচ তত্ ॥ সংস্কারৈর্যোগ্যতাং প্রাপ্য স্বকাৰ্য্যং কৰ্ত্তু মুক্তিজঃ ।
ক্ৰীণাতাত্ত্বক্রিয়া তেবাং সংস্ক্রিয়া যজমানগা” ইতি ॥ আপ উনন্ত জীবস ইত্যাত্মাঃ
সংস্কারমজ্ঞাঃ । তদ্বিধয়শ্চাধ্বৰ্য্যাবেদে সমান্নাতাঃ—“কেশশ্রুতং বপতে নথানি নিরুন্ততে” ইতি ।
শক্তশ্চাধ্বৰ্য্যুৰ্দ্ধপনাদৌ । তস্মাত্তাত্ত্বাধ্বৰ্য্যোৰ্দ্ধপনাদিসংস্কারা ইতি চেন্নৈবং । বপনাদি-
সংস্কারা যজমানগতমালিগ্ৰমপনীয় যাগযোগ্যতামুৎপাদয়িতুং ক্রিয়ন্তে । তথা চ ব্রাহ্মণঃ—
“কেশশ্রুতং বপতে নথানি নিরুন্ততে মৃত্য বা এষা স্বগমেধা যৎকেশশ্রুতং মৃত্যমেব স্বচম-
মেধ্যামহত্য যজ্ঞিয়ে ভূত্বা মেঘমুপৈতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি । ন
স্ক্রিয়ধ্বৰ্য্যুবপনে যজমানগতা মৃত্য স্বগপৈতি । যোগ্যত্বং হি কৰ্ম্মাধিকারে সতি পশ্চাৎপ্রয়াস-
রূপেণ ব্যাপারেণ স্বয়মশক্তঃ সন্ কৰ্ম্মকরানুজিজ্ঞঃ পরিক্রীণাতি । লোকেহপি রোগিণঃ স্বামিন
ঔষধাচ্ছানয়ন এব ভূত্যা জীবিতদানেন পরিক্রীণন্তে । ন তু তদৌষধং ভূত্যা সেবন্তে ।
তস্মাদিতরক্রিয়গুজ্ঞাং সংস্কারস্ত যজমানস্ত । কচিৎ বচনাদুজ্জামপি সংস্কারোহস্ত ।

চতুৰ্থাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতং—“জুহবাঃ পূৰ্ণময়ীত্বেন ন পাপশ্রুতিরজ্ঞনাং ।
বৈরিদুর্গজ্ঞনং বর্ষ প্রযাজৈঃ পুরুষায় কিম্ ॥ ক্রতবে বাহগ্রিমো ভানাং ফলস্ত ন হি সাধ্যতা ।
বিভাতি ক্রতবে তস্মাদবধাদঃ ফলং ভবেৎ” ইতি ॥ ইদমায়ত্তে—মন্ত পূৰ্ণময়ী জুহুর্ভবতি
ন পাপ৬ শ্লোক৬ শৃণোতি যদাঙ্ক্রে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্ত বৃঙ্ক্রে যৎপ্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে
বর্ষেব তদযজ্ঞায় ক্রিয়তে বর্ষ যজমানায় ভ্রাতৃব্যভিত্তৈ” ইতি । তত্র যজ্ঞহবাঃ প্রকৃতিভূতং
পূৰ্ণব্রহ্ম যশ্চাজ্ঞেন চক্ষুঃ সংস্কারো বচ প্রযাজানুযাজরূপং বর্ষ তত্রিতয়ং পুরুষার্থত্বেন
বিদীয়তে । কৃতঃ । পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্যাদেঃ পুরুষসম্বন্ধিফলস্ত প্রতিভানাদিতি চেন্নৈবং ।
ফলং হি সাধ্যং ভবতি । ন চাত্র সাধ্যতা প্রতিভাসতে । ন শৃণোতি বৃঙ্ক্রে বর্ষ
ক্রিয়ত ইতি বর্তমাননির্দেশাৎ । অতঃ ক্রত্বর্থা এতে বিধয়ঃ । তত্র পূৰ্ণময়ীস্থানার-
ভাষীতস্তাপি বাক্যেন ক্রতুসম্বন্ধঃ । সংস্কারকৰ্ম্মণোস্ত প্রকরণেন । ক্রত্বর্থানাং ক্রতু-
নিষ্পাদনব্যতিরেকেণ ফলাকাজ্জায়া অসম্ভবাবর্ত্তমাননির্দেশস্ত বিপরিণামং কৃত্বাহপি ফলং
করয়িতুং ন শকাৎ । তস্মাৎ ফলবত্ত্বভ্রমহেতুঃ পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্যাদিরর্থবাদঃ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতম্—“নানুযজ্ঞোহনুযজ্ঞো বাহচ্ছিদ্রেণেত্যস্ত শোষিণো ।
চিংপতিশ্বেত্যানাকাজ্জাবতো নাত্রানুযজ্ঞাতে ॥ করণত্বং ক্রিয়াপেক্ষং ক্রিয়া চৈকা পুনাস্বিতি ।
মন্ত্রত্ব(ত্র)য়েতত্ত্বদ্বারা সৰ্ব্বশেষোহনুযজ্ঞাতে” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে পঠ্যতে—
“চিংপতিত্বা পুনাতু, বাকপ্রতিত্বা পুনাতু, দেবত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ
স্ব্যস্ত রশ্মিভিঃ” ইতি । তত্র তৃতীয়মন্ত্রশেষোহচ্ছিদ্রেণেত্যাদিভাগঃ প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়ো-
নুযজ্ঞাতে । কৃতঃ ম হি চিংপতিত্বা পুনাতু বাকপ্রতিত্বা পুনাস্বিত্তানয়োমন্ত্রয়োঃ শেষিণো
সম্পূৰ্ণবাক্যয়োঃ কাচিচ্ছেবাকাজ্জাহতীতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—মা ভূছেষিণোৱাকাজ্জা তথাপি
শেষত্বাহকাজ্জাহতি । পবিত্রেণ রশ্মিভিরিত্যুক্তং করণত্বং ক্রিয়ামপেক্ষতে । ত্রিরা চ
পুনাস্বিত্তোষা ত্রিষপি মন্ত্রেষেকা । তথা চ ক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ শেষঃ ক্রিয়াৱা তৃতীয়মন্ত্রে
নিরপেক্ষেহপি যথাহষেতি তথা পূৰ্ব্বয়োৱপ্যাষেতু । তস্মাদনুযজ্ঞঃ ।

অথ চন্দঃ ।

আপ উন্দস্থিতি দ্বিপদা গায়ত্রী । আপো অশ্বানিতি দ্বিপদা বিরাট । বিশ্বমিত্যেকপদা বিরাট । উদাভা ইতি তবৎ । চিৎপতিরিত্যনুযুগ্মে সতি ত্রিশ্রো গায়ত্র্যঃ । আ বো দেবাস ইতানুষ্টুপ ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তেতিরীয়সংহিতা-

ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে প্রথমোহনুবাকঃ ॥ ১ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-তালোচনা ।

ভাস্ক্যানুক্রমণিকা অনুসারে প্রথম প্রপাঠকে দর্শপূর্বমাস ঈষ্টির বিষয় কথিত হইয়াছে । আর দ্বিতীয় প্রভৃতি তিনটি প্রপাঠকে সোম-যাগের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এবং তৎসংক্রান্ত মন্ত্রাদি বর্ণিত হইতেছে । সে মতে ‘আপ উন্দস্থ’ প্রভৃতি মন্ত্রায়ক প্রথম অনুবাক মন্ত্র-কাণ্ড, ‘আদদে গ্রাবাহসি’ প্রভৃতি গ্রহ-কাণ্ড, এবং ‘উহত্যং জাতবেদসং’ প্রভৃতি দক্ষিণাকাণ্ড । ‘দেব সবিতঃ প্র স্তব’ ইত্যাদি বাজপেয় যজ্ঞের মন্ত্র-কাণ্ড । ‘দেবা বৈ যথাদর্শং যজ্ঞানাহরন্তু’ ইত্যাদি বাজপেয়-যজ্ঞের বিধি-কাণ্ড, ‘ত্রিবুৎ স্তোমঃ’ প্রভৃতি সবা, ‘নমো বাচে যা চোদিত্য’ ইত্যাদি শুক্রিয় মন্ত্র-কাণ্ড, ‘দেবা বৈ সত্রমাসত’ ইত্যাদি সেই শুক্রিয় মন্ত্র-কাণ্ডের বিধি-কাণ্ড । এই নয়টাই চন্দ্র বা চন্দ্রসম্পর্কীয় কাণ্ড নামে অভিহিত । সেইজন্ত সেই কাণ্ড সমূহের ঋষির নাম—চন্দ্র ।

সোম-যাগ ত্রিবিধ—একাহ, অহীন এবং সত্র । একই দিনে সর্বত্রয়ে নিষ্পাণ্ড—একাহ সোম-যাগ ; দ্বিতীয় রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ রাত্রি পর্যন্ত নিষ্পাণ্ড—অহীন সোম-যাগ । আর ত্রয়োদশ রাত্রি হইতে আবস্ত করিয়া সহস্র সপ্তংসরে নিষ্পাণ্ড সত্রাখ্য সোম যাগ । এই ত্রিবিধ সোম-যাগের আবার প্রকার-ভেদ আছে । দ্বাদশাহ-নিষ্পাণ্ড সোম-যাগের দ্বিবিধ রূপ বা প্রকৃতি পরিকল্পিত হয় । প্রথম, দ্বিরাত্রি-নিষ্পাণ্ড অহীনরূপ প্রকৃতি ; এবং দ্বিতীয়, ত্রয়োদশরাত্র্যা-নিষ্পাণ্ড সত্ররূপ প্রকৃতি । ইত্যাদি ।

এইরূপ অনুক্রমণে ভাস্ক্যকার দ্বিতীয় প্রপাঠকের অন্তর্গত অনুবাক-সমূহের প্রয়োগ-বিধি ‘বিনিয়োগ সংগ্রহ’ হইতে প্রদর্শন করিয়া, প্রথম অনুবাকের মন্ত্র-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তদনুসারে মন্ত্র-সমূহের প্রয়োগ নিম্ন-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—প্রথম অনুবাকের মন্ত্রাদি পাঠে, ক্ষৌরাদির দ্বারা সংস্কৃত যজমান ‘প্রাচীন বংশ’ নামক যজ্ঞ-শালায় প্রবেশ করিবেন । তদনুসারে, ‘আপ উন্দস্থ’ প্রভৃতি ক্ষৌর-মন্ত্র বলিয়া অভিহিত । ক্ষৌর-কার্য্যের পূর্বে শালা-নির্মাণের বিধি । বংশ-নির্মিত সেই যজ্ঞ-শালায় সমুখভাগ উন্নত এবং পশ্চাভাগ নিম্ন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্পন্নত হয়—এইরূপ ভাবে যজ্ঞ-শালা নির্মাণ করিতে হইবে । পূর্বভাগে আয়ত সেই গৃহ ‘প্রাচীন-বংশ’ নামে অভিহিত । সেই শালায় সোম-যাগের বিধি হ্রত-গ্রন্থাদিতে নিবন্ধ আছে । যজ্ঞ-নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইলে স্বর্গ-স্থ লাভ হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত ।

দ্বিতীয় প্রপাঠকের “আপ উন্দন্ত” প্রভৃতি প্রথম মন্ত্র । ক্ষৌর-কালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । ভাষ্য-পাঠে বুঝা যায়,—ক্ষৌর-কার্যে মন্তকাদি মুণ্ডনে প্রথমতঃ জলের দ্বারা মন্তকাদি আর্দ্র করিবার যে বিধি আছে, প্রথমে সেই বিধান অনুসারে মন্তকাদি আর্দ্র করিয়া লইবে । জল দ্বারা মন্তক আর্দ্র করিতে করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । এইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘জীবন ও আয়ুঃ প্রভৃতি পরিবৃদ্ধির জন্ত এই জল মন্তককে আর্দ্র করুক ।’ আমাদের মতে মন্ত্রটী ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত । প্রার্থনাকারী এই মন্ত্রে ভগবদনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া কহিতেছেন,—‘হে ভগবন্ ! আপনার অনুগ্রহে যেন আমরা কর্ম-শক্তি প্রাপ্ত হই ; আর সেই শক্তি লাভ করিয়া যেন সংকর্শনশীল জীবন যাপন করিতে পারি । বিশ্বহিত-সাধনে যেন সেই কর্ম-শক্তির নিয়োগে সমর্থ হই । আপনার বিভূতি-রূপ দেব-ভাব হৃদয়ে সজ্জাত হইয়া আমাদের সেই সামর্থ্য যেন প্রদান করে ।’ ফলতঃ, সম্ভাব-সম্বন্ধে কর্ম-শক্তির উন্মেষণই যে মন্ত্রের লক্ষ্য, তাহাই উপলব্ধি হয় । মন্ত্রে, অনুবাকের প্রথমে, বিশেষ ভাবে কর্ম-শক্তি-উন্মেষণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এই যে,—‘এখানে ভগবৎকর্ম-সাধনের সানর্থ্যের কথা বলা হইয়াছে । মানুষেব ক্ষুদ্র সামর্থ্যে ভগবানের প্রীতি-সাধক কর্মের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে ; তাই সম্ভাব-শুদ্ধস্ব-রূপ বিশেষ শক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা । সম্ভাবের প্রভাবে সজ্জ্ঞানের উদয়ে ভগবৎপ্রীতি-সাধক কর্মের নির্বাচনে সানর্থ্য আসে । ভগবৎকর্মে চিত্ত বিনিবিষ্ট হইলেই বিশ্ব-প্রীতি উদয় হয় । আর বিশ্ব-হিত-সাধনেই মানুষ অক্ষয়-জীবনের অধিকারী হইতে পারে । পরম-ধন মোক্ষ-লাভ মন্ত্রেব উদ্দেশ্য । সেই ভাবের প্রার্থনাই মন্ত্রে কুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে করি ।

দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—ক্ষুর । মন্তক জলের দ্বারা আর্দ্র করিয়া লইয়া যে ক্ষুর দ্বারা মন্তক মুণ্ডন করিতে হয়, সেই ক্ষুরকে মন্ত্রে সম্বোধন করা হইয়াছে । ‘স্বধিতি’ পদে সেই ক্ষুরকে বুঝাইতেছে । আর ‘ওষধি’ পদে কুশ-তরুণ (বহি) বুঝায় । যজ্ঞমান বা ক্ষৌরকার (পরামাণিক) কর্তৃক এ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে কুশতরুণ ! তুমি যজ্ঞমানকে ক্ষুর হইতে রক্ষা কর । হে ক্ষুর ! তুমি এই যজ্ঞমানকে হিংসা করিও না । আমি দেব-নাশিত । আমি মন্তকের কেশ-রাশি কটন করিতেছি ।’ মন্ত্রের মধ্যে ক্ষুর বা কুশ বুঝাইবার উপযোগী কোনও পদ পরিদৃষ্ট হয় না । কুশাধান এবং ক্ষুর-স্থাপন কার্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হয় বলিয়াই বোধ হয়, কুশ, ক্ষুর এবং নাপিতের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে । বাহা হউক, আমরা বহুত প্রতীপন্ন করিয়াছি,—মন্ত্র যে কর্মেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য সেই এক উদার বিশ্ব-জনীন ভাব । তাই মন্ত্র যে সামগ্রীকে লক্ষ্য করিয়াই পঠিত হউক, মন্ত্র সেই বিশ্ব-জনীন ভাবই প্রকাশ করিতেছে । আমরা মনে করি, মন্ত্রের সহিত কুশ অথবা ক্ষুর অথবা নাপিত—কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই । পরন্তু মন্ত্রটীতে এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব স্ফুট হইয়াছে ।

এক্ষণে আমরা যে দিক দিয়া যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিদর্শন করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি । আমাদের মতে ‘ওষধি’ এবং ‘স্বধিতি’ পদদ্বয়ে এক ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে । ভাষ্য-মতে কুশ-তরুণ ও ক্ষুর যথাক্রমে পদদ্বয়ের লক্ষ্য হইলেও আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই । অভিধানানুসারে ‘ওষধি’ শব্দের অর্থ—‘যে ফল-পাক পর্যন্ত সজীব থাকে ।’ তাহা হইতে কর্মফল পাক-দানের ভাব পাওয়া যায় । যাহার ফল-পাক পর্যন্ত

সজীবতা অর্থাৎ অধিকার, তিনি ভগবান ভিন্ন আর কে হইতে পারেন ? কর্ম-ফল লইয়াই জীব ভগবানের অধীন । যিনি কর্ম ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, ফলভোগ বাহার সমাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন । তিনিই তো মুক্ত হইতে পারিয়াছেন ! মহাজ্ঞানগণ তাই তারত্বের ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—“ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রাসি-
শ্চিহ্নস্তে সর্বসংশয়াঃ । স্ত্রীয়স্তে চাত্ত্ব কর্ম্মণি তস্মিন্ দৃষ্টে পারাবারঃ ॥” এই সমস্ত বিবেচনা করিলে মন্ত্রস্থ ‘ওষধি’ পদে সেই কর্ম্মফলদাতা ভগবানকেই বুঝা যায় । ‘স্বধিতি’ শব্দ তল্লীলান করিলেও সেইরূপ অর্থই প্রতীত হয় । ‘স্বধিতি’ শব্দের মূল—ধাতু অল্পসারে—‘যিনি ছেদন করেন’, এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় । তদনুসারে এখানে ভব-বন্ধন-ছেদনের ভাবই গ্রহণ করা যায় । যিনি ভব (সংসার) বন্ধন-ছেদক, তিনিই ঈশ্বর—তিনিই ভগবান । তাঁহার নিকটেই ‘দ্রায়স্ব’ (পরিত্রাণ কর) প্রার্থনা সম্ভব হয় । তাহার নিকট ‘মৈনং হিংসীঃ’ এই অজ্ঞানজনকে হিংসা করিও না—‘হহার প্রতিকূল হইও না’—এইরূপ কামনাই যুক্তিযুক্ত হয় । ফলতঃ, মন্ত্রে সাধকের অন্তরে সত্ত্বভাবের উদয়ে সর্বভূতে দেব-বিভূতি-দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে । সাধক একমাত্র ভগবানকেই পরনাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন । বুঝিতে পারিয়াই, মন্ত্রের প্রথম দুই অংশে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—‘হে ভগবন্ ! আপনাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শরণ লইলাম । আপনি প্রতিকূল হইবেন না । আপনি আমাব পরিত্রাণ করুন,—পবন্যর্থ-জ্ঞান প্রদান করুন । আমার ভব-বন্ধন ঘুচিয়া যাউক । আমাব জন্ম-গতি রোব হউক ।’ এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দেকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ—শেষ অংশে সেই প্রার্থনাই স্মৃতি হইয়াছে । ‘দেবশ্র’ পদের ‘দেব-ন্যাপিত’ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, ‘সদ্বাব-পোষক শরণাগত’ অর্থ গ্রহণ করাষ্ট সম্ভব বলিয়া মনে করি । ‘যিনি দেব-বিষয়ে শ্রুত বা দেব-তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাহাকেই ‘দেবশ্র’ বা ‘দেবশ্রুত’ বলা যাইতে পারে । তাহা হইলেই ‘দেবশ্র’ পদের অর্থ আমাদের মর্ম্মানুসারিনী-ব্যাখ্যায় ‘দেবভাবপোষকঃ শরণাগতঃ অহং’ অর্থ দাঁড়াইয়াছে । ফলতঃ, এখানে—মন্ত্রের শেষাংশে ‘দেব-ন্যাপিত কর্তৃক চুল-কর্তনের’ ভাব গ্রহণ না করিয়া ‘দেব-ভাবসম্বন্ধিত সাধক কর্তৃক ভগবানে কর্ম্ম-ফল সমর্পণের’ ভাবই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে করি । মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আপনার অমুগ্ধে সর্ব-কর্ম্ম-ফল যেন আপনাকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই । আর তাহার ফলে, যেন আপনার অনুগ্রহ লাভ করি ।’

ক্ষৌর-কার্যের পর তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । ক্ষৌর-কার্য সমাপনান্তে তৎপরবর্তী কর্ম্ম-সমূহ বাহাতে নির্বিলম্বে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, মন্ত্রের মধ্যে বজমানের সেই সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । কেশ, শ্মশ্রু, নখ প্রভৃতি কর্তন করিবার পর ষষ্ঠ-যোগ্য হইয়া, মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি সূত্র-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘নির্বিলম্বে যেন উত্তর কর্ম্ম-সমূহ প্রাপ্ত হই ।’ আমরা এখানে ভগবৎ-সম্মিলনের ভাব উপলব্ধি করি । ‘উত্তরাণি’ পদ হইতে সেই ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় । ‘উত্তরাণি’ পদে ভাষ্যকার ‘উত্তরাণি কর্ম্মণি’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । পরমার্থ-সাধক যে কর্ম্ম, তাহাই উত্তর বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম । সেই কর্ম্ম যদি সূত্রে অনুলিখিত হয়, তাহাই ভগবৎপ্রাপক হইয়া থাকে । এখানে আকাঙ্ক্ষা—

ভগবানের অমুগ্রহ লাভ ;—আম্রায় আত্মসম্মিলন। পূর্ব মন্ত্রে সর্ব্ব কৰ্ম্ম-ফল ভগবানে সংশ্রুত করিয়া, এই মন্ত্রে ভগবানের সাযুজ্য-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আমাদের সকল কৰ্ম্ম-ফল আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি দয়া করিয়া আমাদের সকল চরণে স্থান দান করুন।’

মুণ্ডিত মন্তক হইয়া অবগাহন-স্নানান্তে যজমান এই অনুবাকের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিবেন। ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানের বিধি। ষষ্ঠ মন্ত্রটা দীক্ষণীয় ও উপসদ যাগে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রত্রয়ের অর্থ হয়,—(৪র্থ) ‘জগৎনির্মাণ অথবা মাতার ত্রায় পালন-কর্ত্তা এই জলরাশিকৃত ক্ষৌর আমাদের (যজমান-দিগকে) শোধন করুন অর্থাৎ ক্ষৌর-কৰ্ম্ম জন্ত অপকার (ক্ষত) নিবারণ করেন। জল-দেবতা ক্ষরিত জলের দ্বারা আমাদের গুহ্র করুন। জলরাশি আমাদের সকল পাপ প্রকৃষ্টভাবে অপনীত করুন।’ এখানে জল—ঘৃত। জলবর্ষণ দ্বারা পরিষ্কৃত করে বলিয়া মেঘকে ‘ঘৃতপূবঃ’ বলা হয়। ‘রিপ্র’ পদে পাপ বুঝায়। (৫ম) ‘স্নানচমনের দ্বারা বহিরন্তঃশুদ্ধ হইয়া আমরা জল হইতে নির্গত হই।’ এখানে স্নানের দ্বারা বহিঃশুদ্ধি এবং আচমনের দ্বারা অন্তঃশুদ্ধির বিষয় কথিত হইয়াছে। মুণ্ডনাদি সংস্কার—দীক্ষা ; আহারাদি নিয়ম—তপ। জলে অবগাহনে এতদুভয় নির্দিষ্টে সম্পন্ন হইয়া থাকে। (৬ষ্ঠ) ‘হে ক্ষৌমবস্ত্র ! তুমি সোমযাগের তন্ত্র (শবীৰ) হও সর্গং যোগ্যগাভিমানী দেবতার শরীরের মত প্রিয় হও। তাদৃশ তোমাকে আমি পরিধান করিতেছি। এই বস্ত্রকে যেন আমি ভূমীভূত না করি। আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ কর। বস্ত্র-পরিহিতের দেবতা সোম। এখানে সেই বস্ত্রোপলব্ধিত সোমের স্তুতি আছে। কিন্তু মন্ত্রে ক্ষৌমবস্ত্রাদি বোধক কোনও পদই পরিলক্ষিত হয় না। অথচ, ক্ষৌমবস্ত্রের প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া মন্ত্রের জটিলতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ‘অলৌকিক বেদ-মন্ত্রের সহিত লৌকিক বস্তুর সম্বন্ধ-স্থাপনে বেদের নিত্যত্বের ও অপৌরুষেয়ত্বের হানি হয়। নিত্যত্বার্থবোধক বেদ বিশ্বজনীন ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের মতে বেদমন্ত্রের সহিত অনিত্য ক্ষৌমবস্ত্রাদির অথবা নাপিত প্রভৃতির কোনই সম্বন্ধ নাই।

অতঃপর আমরা এই মন্ত্র সমূহের অর্থ নিষ্কাশনে যে ভাবে যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। আমাদের অর্থ প্রচলিত পণ্য হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তৎপক্ষে আমাদের মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। মন্ত্রে ‘আপঃ’, ‘ঘৃতপূবঃ’ ও ‘ঘুতেন’ প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ সকল পদের অর্থ-নিষ্কাশনে আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার ‘আপঃ’ পদে সাক্ষাৎ অচেতন জলকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে, ঐ পদ জলাধিষ্ঠাত্রী দেববিকৃতিকেই প্রতিপাদন করিতেছে। জলই বলুন, অনিলই বলুন, আর অনলই বলুন, সর্ব্বত্রই যে ভগবানের বিভূতি বিরাজমান, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন ? জানী যিনি, তিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থেই

ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন। তিনি সর্বভূতেশ্বর। এ পক্ষে এখানকার প্রার্থনা,— ‘হে ভগবন্! আপনি তো জলেও আছেন। জলরূপে থাকিয়াই আপনি আমাকে গুরু করুন।’ এই লক্ষ্য রাখিয়াই ‘আপঃ’ পদে আমরা ‘রেহভাব’ ‘গুরুসত্তাব’ ‘দেববিত্তি’ অর্থ গ্রহণ করি। মন্ত্রের প্রার্থনা—‘যতেন নঃ দ্বতপুং পুনস্তা’ ভাব এই যে,— ‘হে দেববিত্তিপণ! আপনারা সত্ত্বভাবের দ্বারা জগৎজনকে পূত করেন। অতএব আমাদেরকেও সত্ত্বভাবের দ্বারা পবিত্র করুন।’ ‘দ্বতপুং’ পদের মূল ‘দ্বত’ শব্দ, আর ‘পুং’ পদের মূলীভূত ক্ষরণার্থ ‘কৃ-ধাতু-নিশ্পন্ন ‘দ্বত’ শব্দে ‘যাহা ক্ষরিত হয়’—এই অর্থ পাওয়া যায়। তদ্বারা উহা হইতে তরল পদার্থ—মার্জকারী বস্তু বুঝা যায়। সত্ত্বভাব, হৃদয়কে মার্জ করে। এই হিসাবে ‘দ্বত’ শব্দে ‘সত্ত্বভাব’ অর্থ পরিগ্রহণ করা অযৌক্তিক নহে। জল বা দুগ্ধাদি, বস্তুকে কিঞ্চিৎ মার্জ করিতে পারে মতঃ; কিন্তু হৃদয়কে দ্রবীভূত করা, তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে কি? কিন্তু সত্ত্বভাব, কঠিন কঠোর হৃদয়কেও ভক্তিমার্জ করে। তাই আমরা মন্ত্রান্তর্গত ‘দ্বত’ শব্দদ্বয়ে সেই বিশ্বজনীন সত্ত্বভাব অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ‘পু’ ধাতুর ‘পবিত্র করা’ অর্থ ছই পক্ষেই গৃহীত হইয়াছে। ‘অস্মাতরঃ’ পদদ্বয়ের বিশ্লেষণে ‘অস্মাৎ+মাতরঃ’ অথবা ‘অস্মানু+মাতরঃ’—এই দুই রূপই গ্রহণ করা যায়। প্রথম প্রকারের ‘অস্মাৎ’ পদে ‘জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে ভাবসঙ্গতি হয় বলিয়াই বুঝিতে পারি।

পঞ্চম মন্ত্রের ‘আভ্যঃ’ পদের ‘ভাষ্যকার ‘অভ্যঃ’ প্রতিবাক্য অমেনন করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও আমরা ঐ পদে ‘দেববিত্তি’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পূর্বাগরই প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি—মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, আর মন্ত্রে জড় (অচেতন) বাচক যে শব্দেরই প্রয়োগ থাকুক, মন্ত্রের লক্ষ্য তাৎপর্য্য সেই উদার বিশ্বজনীন চৈতন্যের দিকে। সর্বভূতেশ্বর ভগবান—সকল ভূতেই বর্তমান আছেন। মন্ত্রে ‘আপঃ’ বলিয়া জলকেই সম্বোধন করা হউক, আর স্বধিতি (ক্ষুর) বলিয়া ক্ষুরকেই আমন্ত্রিত করা হউক, সকল সম্বোধনেই সেই বিশ্বময় বিশ্বেশ্বরকে লক্ষ্য করা হয়। ইহাই আমরা মনে করি। ভগবানই সকল সংকল্পের মূল; সকল সংকল্পের সহিতই তিনি ওতঃপ্রোত বিদ্যমান। জ্ঞান, ভক্তি বা সত্ত্বভাব যাহা পাইবার কামনায়ই মানুষ সংকল্প করুক, ভগবানই সে সংকল্পের মূল। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াই যষ্ঠ মন্ত্রে বহিঃরন্তঃশুক্টিতে ভগবৎ-প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। বহিঃরন্তঃশুক্টি সেই সময়ই সম্ভবপর হয়, যখন অন্তরের পাপরাশি দূরীভূত হইয়া হৃদয় নির্মলভাব ধারণ করে। সত্ত্বাব গুরুসত্ত্ব—সত্ত্বাবপূর্ণ হৃদয়েই অধিষ্ঠিত হয়। সেই হৃদয়েই ভগবানের অধিষ্ঠান। অন্তর হইতে সেই গুরুসত্ত্বভাব অপনোদিত না হয়, পরন্তু সে ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে;—যষ্ঠ মন্ত্রে সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখি। চতুর্থ মন্ত্রে সত্ত্বাব-সংপ্রযুক্তি-লাভের কামনা, পঞ্চম মন্ত্রে বহিঃরন্তঃশুক্টির সঙ্গল এবং যষ্ঠ মন্ত্রে সত্ত্বাব-সংবৃত্তি পরিবৃদ্ধির উদ্বোধনা পর পর বর্তমান বলিয়াই মনে করি।

সপ্তম মন্ত্র নবনীত বা স্কৃতকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে—ভাষ্য-পাঠে তাহাই উপলব্ধি হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে নবনীত! গোহৃদয় হইতে তোমার উৎপত্তি। তুমি

স্নিগ্ধতরুণ তেজ ধারণ কর। অতএব তুমি আমাকে ব্রহ্মতেজ প্রদান কর ।’ ভাষ্যে ‘ব্রহ্মবর্চসং’ পদ আছে। ঐ পদে কৰ্মসাধনভূত তেজ বুঝাইতেছে। আমাদের মতে, মস্ত্রে কৰ্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে; এবং সেই কৰ্ম-শক্তির সহায়তায় দিব্য-দৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান জ্ঞানকে যখন দিব্যদৃষ্টি লাভের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তখনই অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাই জ্ঞানদেবকে সন্মোদন করিয়া বলা হইয়াছে,—‘হে জ্ঞানদেব! তুমি ‘মহীনাং পয়োহসি’ অর্থাৎ তুমিই জগতের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হও।’ তার পূর্ব ৮২তম বিতায় অংশে ভগবানকে জ্ঞানময় বলিয়া সাধকের উপলব্ধি জন্মায়, তিনি সেই জ্ঞান-ময়ের নিকট জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কহিতেছেন,—‘হে জ্ঞানময় ভগবান! আপনি আমাদেরকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন।’

এই মন্ত্রের সহিত পরবর্তী অষ্টম (‘বৃহত্ত্ব কনীনিকা’ প্রভৃতি) মন্ত্রের সম্বন্ধ স্থচনা করা হয়। সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্র দুইটা তাই বিভিন্ন কার্য্য নিযুক্ত হইলেও একই যজ্ঞ-ক্রিয়ার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সপ্তম মন্ত্রে প্রাচীন যজ্ঞশালার পূর্বভাগে কুশের উপর দাঁড়াইয়া, নবনীতে (নবনী) গ্রহণ পূর্বক তদ্বারা মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর অভ্যঙ্গ (অমুলিপ্ত) করিতে হয়। সেই অমুলিপনান্তর অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণে (যজ্ঞমানকে) চক্ষুদ্বয়ে ত্রিকবুদ-পৰ্ব্বতে উৎপন্ন অঞ্জন (কাজল) অথবা তাহার অভাবে অত্র অঞ্জন গ্রহণ করার বিধি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মন্ত্রে নবনীতের ও অঞ্জনের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও ভাষ্যে সে সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী-ব্যাখ্যা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যে নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—‘হে অঞ্জন! তুমি বৃহত্ত্বের কনীনক হইয়া থাক। অর্থাৎ নেত্রমধ্যগত ক্লমমণ্ডলরূপ হইয়া থাক। কনীনিকারূপ বলিয়া তুমি দৃষ্টিপ্রদ হইয়া থাক। অতএব আমার চক্ষুদান কর অর্থাৎ সম্পূর্ণ দৃষ্টিপটুতা প্রদান কর।’

এক্ষণে আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় আলোচনা করিতেছি। দুই মন্ত্রের দ্বাবাই ভগবানকে সন্মোদন করিয়া প্রার্থনার ভাব স্থচিত হইয়াছে। নবনীত বা অঞ্জনকে আমরা সন্মোদ্য বলিতে চাহি না। নবনীত বা অঞ্জন গ্রহণ করতঃ মস্তক বিনিয়ুক্ত হইবে বলিয়াই মন্ত্রের লক্ষ্য বা সন্মোদ্য—নবনীত ও অঞ্জন হইবে কেন? এইরূপ কল্পনার পক্ষেই বা দৃঢ়তর কি যুক্তি পাওয়া যায়? ভগবান্ বিশ্বময়। বিশ্বই তাঁহার অধিষ্ঠান। নবনীতই বলুন, অথবা অঞ্জনই বলুন, সকল দ্রব্যেই তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। এই যজ্ঞে বিনিয়ুক্ত হস্তস্থিত নবনীত বা অঞ্জনেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং তাহা হাতে লইয়া এই সকল মন্ত্র উচ্চারণে কি অসঙ্গতি হয় অথবা কি ভাবচ্যুতি ঘটে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বরং প্রত্যেক পদার্থে ভগবদ্বিত্ব, ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া, যদি মন্ত্রোচ্চারণে সেই সকল পদার্থ দেবোদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে যে অমৃত ফল ফলে, তাহা দ্বারা যে মোক্ষ-ফল অধিগত হয়,—এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরকেই এই সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের সন্মোদ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।

তার পর, এখন যজ্ঞ পদ-সমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন। ‘মহী’ শব্দের ‘ম্হে’ অর্থ অপ্রসিদ্ধ এবং ‘ভূমি’ অর্থই প্রসিদ্ধ। আমরা ‘মহী’ পদের প্রসিদ্ধ ‘ভূমি’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ‘পয়স’ শব্দে ‘দ্বন্ধ’ ও ‘জল’ এই দুই অর্থই অভিধানে প্রতীত; ‘নবনীত’ অর্থও লক্ষিত। পয়স শব্দের দ্বন্ধ অর্থই গ্রহণ করুন, আর জল অর্থই গ্রহণ করুন, উভয়ই (পৃথিবীর) ‘মহীনাং রস’ অর্থাৎ পৃথিবীস্থ জলীয় অংশ। নবনীতকেও (সাক্ষাৎ না হইলেও পরম্পরায়) পৃথিবীর (মহীর) রস বলা যাইতে পারে। এই ভূমির রস-স্বরূপ দ্বন্ধ, নবনীত বা জল—সেই বিশ্বময়েরই রূপান্তর, সেই স্নেহময় ভগবানেরই স্নেহকরণ-স্বরূপ। দেবীমাহাত্ম্যে (চণ্ডীতেও) ইহা বিধোমিত হইতেছে,—‘যা দেবী সর্বভূতেষু স্নেহরূপেণ সংস্থিতা।’ অতএব হে দেব! আপনি এই পৃথিবীর জলস্বরূপ—এই ভূনিমণ্ডলের রস-স্বরূপ—এই ভূভাগের দ্বন্ধ বা নবনীত-স্বরূপ—এতদুক্তিতে সকল দিকের সকল ভাবই রক্ষা হয়। মন্ত্ৰ তাই বিধোষিত করিয়াছে,—‘মহীনাং পয়োহসি’। হে দেব! আপনি যেমন স্নেহকণী, তেমনই ‘বর্চোধা’—তেজোময়, তেজোদানকারী। ভাষ্যকার ‘বর্চস’ শব্দে ‘কাস্তি’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ‘তেজঃ’ অর্থ অভিধানসিদ্ধ। এ মন্ত্ৰের পূর্বাংশে দেব! তুমি ‘পয়োহসি’—স্নেহময় হও’ এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে; ‘বর্চোধা অসি’ এই অংশে ‘তুমি তেজোময়—জ্ঞানলোক-দানকারী হও’—এইরূপ নর্থ গ্রহণ করিলে, একটা নূতন ভাব পাওয়া যায়। তাহাতে ভাব আসে,—‘হে দেব! তুমি যেমন স্নেহময় হইয়া জলের দ্বারা, দ্বন্ধের দ্বারা, নবনীতের দ্বারা, ঘূতের দ্বারা, ‘মহীনাং’—ভূমি-বা—পৃথিবীর—পৃথিবীস্থ প্রাণীর, আর শৃষ্ঠ ও কাস্তিময় ভাব সঞ্চার কর; তেমনই ‘তেজোময়’ হইয়া, তেজের দ্বারা—জ্ঞানালোকের দ্বারা, তাহাদের অন্তরে দীপ্তিসঞ্চার করিয়া দেও।’ তাই প্রার্থনা হইতেছে—‘বর্চো মমি ধেহি।’

অষ্টম মন্ত্ৰেব ব্যাখ্যায়ও আমরা সেই একই লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। এ মন্ত্ৰেও সেই একই ভাব উপলব্ধ হয়। মন্ত্ৰের ‘বৃত্র’ শব্দে ‘অজ্ঞানতাকপ অথবা বহিবন্তঃশত্রুরূপ অসুর’ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; ‘বৃত্র’ নামক অসুর’ অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। আমরা মনে করি,—‘বৃত্র অসুর’ অপেক্ষা, যে অসুর (অজ্ঞান বা বহিরন্তঃশত্রুরূপ) নিত্য-সহচর, অহরহঃ যাহার সহিত যুদ্ধ চলিতেছে, যে নিয়ত অনিষ্ট সাধন করিতে ও পরায়ণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই অসুরই এ মন্ত্ৰ-প্রতিপাদ্য ‘বৃত্র’। আবারণার্থক ‘বৃ’ ধাতু নিম্ন ‘বৃত্র’ শব্দে উক্তরূপ অর্থই প্রতীত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে পুনরায় তাহার সমালোচনা নিরর্থক মনে করি। “হে অজ্ঞন! (অধ্যাহৃত) তুমি ‘বৃত্রশ্চ কনীনকাহসি’—বৃত্রাসুরের নেত্রমধ্যস্থিত কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল হও,—ভাষ্যকারের এইরূপ উক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সূধীগণ বিচার করিবেন। অজ্ঞন বৃত্রাসুরের কেন, আমাদেরিগের তো নেত্রান্তরগ হইতে পারে! আর বৃত্রাসুরের ‘চক্ষুশ্চ’ দৃষ্টিশক্তিপ্রদ হইলে আমাদেরিগের সম্বন্ধেও চক্ষুপ্রদ হইবে,—এ বিষয়ের গূঢ়-তত্ত্ব যে কি, কিছুই বুঝা গেল না। বরং বিষয়টা আরও জটিল হইয়া পড়িল। তাই মনে হয়, অজ্ঞন এ মন্ত্ৰের সম্বোধ্য নয়; পরন্তু অজ্ঞান-বিনাশক, বাহ ও আন্তর শত্রুর হস্তা, সেই ভগবানই এই মন্ত্ৰের লক্ষ্য। তাই মন্ত্ৰে বলা

হইতেছে,—‘বৃহত্ত কনীনকাসি’। ‘কনীনক’ শব্দে চক্ষুর্গোলক বুঝায়। দর্শন-বিষয়ে ‘কনীনিকা’ যেমন শক্তিস্বরূপ, অজ্ঞানতা প্রভৃতি অঙ্গুরনাশে ভগবানও তেমনই শক্তিরূপ। এই তাৎপর্যে ‘কনীনক’ শব্দে ‘অঙ্গুর নাশের শক্তি স্বরূপ’ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—‘হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশের বা বহিরন্তঃ-শত্রুনাশের শক্তিস্বরূপ। আমরা অজ্ঞান। আপনি ‘চক্ষুঃ’—জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদা হইয়ন। তাই প্রার্থনা করি—আপনি আমাদের অজ্ঞানতা এবং বাহ ও অন্তর শত্রু বিনাশ করিয়া জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করুন।’ আমরা মনে করি—ইহাই এ মন্ত্রের মর্মার্থ।

এই অনুবাকের নবম ও দশম মন্ত্র যে কোন্ কার্যে বিনিযুক্ত, ভাষ্যে তাহা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই। তবে কল্প অনুসারে বুঝা যায়, একবিংশতি দর্ভপুঞ্জলি (কুশের আঁটি) এই মন্ত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃত করা হয়। তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রধ্বয়ের অর্থ হয়,—

(৯) ‘হে যজ্ঞমান! জ্ঞানসমূহের পতি অর্থাৎ মনোহতিমানী দেব তোমাকে শোধন করুন। অথবা, শব্দসমূহের অধিপতি সরস্বতী অথবা আদিত্যদেব তোমাকে শোধন করুন। কিসের দ্বারা? অচ্ছিন্ন পবিত্রের দ্বারা, সূর্যের কিরণসমূহের দ্বারা। শুদ্ধির হেতু ও ছিদ্ররহিত বলিয়া বায়ু এখানে অচ্ছিন্ন পবিত্র; কিম্বা আদিত্যমণ্ডল এস্থলে আচ্ছন্ন পবিত্র।’ (১০) ‘আদিত্যকপ অচ্ছিন্ন পবিত্রের পতি বা প্রেরক ও অন্তর্যামি—পবিত্রপতে! তোমার পূর্বোক্ত পবিত্র দ্বারা শুদ্ধ যজ্ঞমানের অভ্যষ্টিসিদ্ধি হউক। যে সোম-যাপাচ্ছতানে কামনাবিশিষ্ট হইয়া আমি আত্মাকে (নিজেকে) শুদ্ধ করিতেছি, সেই সোমযাগ অনুষ্ঠানে আমি শক্তিসম্পন্ন হই অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার সামর্থ্য হউক। সবিতাদেবতা (অন্তর্যামী) আমাকে পবিত্র করুন। বৃহস্পতি আমাকে পবিত্র করুন।’

এক্ষণে আমরা যে দিক্ দিয়া যেকপভাবে মন্ত্র-ত্রয়ের মর্মার্থ অভিব্যক্ত করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাঁহতেছে। সুবীণণ তাহার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করিবেন। এস্থলে একই পুত্ব-কামনা মন্ত্রের বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইতেছে। প্রথম মন্ত্রে—চিন্তাইহ্য-সম্পাদনে পবিত্রতা-বিধানের প্রার্থনা করা হইয়াছে। চিত্ত চঞ্চল; চিত্ত সদা-বিক্ষুব্ধ। সাধক স্থিরচিত্তে ভগবানের অনুধ্যান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি তাই কহিতেছেন,—‘চিৎপতিস্বা পুনাতু।’ অর্থাৎ,—‘হে জ্ঞানবিপতি! আপনি (আমার চিন্তাইহ্য সম্পাদন করিয়া) আমাকে পবিত্র করুন।’ তাৎপর্য এই—‘হে জ্ঞানময় দেব! আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সতত বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষোভিত। কোনও সময়েই তো তাহা স্থির ধীর হয় না। এক মুহূর্তের জ্ঞাতও তো তাহারা আপনার প্রতি সমাকৃষ্ট হয় না! হে দেব! আপনি আমার সমস্ত বুদ্ধির হৈহ্য ও একনিষ্ঠতা বিধান করুন।’

তার পর, “বাক্পতিস্বা পুনাতু” মন্ত্রে ভগবদানুধ্যানের ভাব সূচিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—‘আপনি ‘বাক্পতিঃ।’ আমার বাকশক্তি প্রদান করুন। আপনাকে স্তব করিতে পারি, দেহরূপ বাক্য-সামর্থ্য আমার নাই। আপনি নিষিল বাক্যের অধিপতি। আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন—যাহাতে আপনার স্তবোপযোগী স্বরূপ-বাক্য উচ্চারণ করিতে পারি।’ আর ‘স্বা পুনাতু’ অর্থাৎ ‘আমাকে পবিত্র করুন।’ ভাষ্যকার এই মন্ত্রস্থ ‘বাক্পতি’

শব্দে বৃহস্পতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ‘বাকপতি’ শব্দের লক্ষ্য যাহাই হউক, উদ্দেশ্য সেই ভগবান্ বলিয়া আমরা মনে করি। এই ভাবে এই শব্দে সেই বায়ুযাধিদেবকেই আহূত করা হয়। সাধক স্তবের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করিবেন। স্তববাক্যের স্মৃতি হইতে না পারে; তাই তিনি ভগবান্কে ‘বাকপতি’ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন—‘বাকপতিশ্চা পুনাতু।’

দশম মন্ত্রে প্রার্থনার বিষয়টী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা হইতেছে—হে ‘পবিত্রপতে! আপনি ‘সবিতা’ অর্থাৎ এই জগতের আদিকারণ; ইত্যং আমারও কারণ, আমার কার্যেরও আপনিই কারণ। আমি ‘পবিত্রপুতন্ত’—জ্ঞানপূত আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়) কামনা করিতেছি; সেই বস্তু যাহাতে আমি পাইতে পারি—তাহার দ্বারা যাহাতে আমি ‘পুনে’ পবিত্র হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন। ‘দেবঃ অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যন্ত রশ্মিভিঃ মা পুনাতু’ অবিচ্ছিন্ন এবং পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন;—আমাকে জ্ঞানময় করুন।

নবম মন্ত্রের কয়েকটী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতবৈধ ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার ‘সবিতা দেবঃ’ এই অংশের অন্তর্য়ামী অর্থ আমনন করিয়াছেন। প্রসবার্থক ‘সু’ ধাতু-নিম্পন্ন ‘সবিতা’ শব্দে ‘উৎপত্তিকারক’ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাহা হইতে জগতের আদিকারণ—এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান্ যে জগতের আদিকারণ, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। দিব্ (ক্রীড়াবাচক) ধাতু নিম্পন্ন ‘দেব’ শব্দে ক্রীড়নকর্তা অর্থাৎ লীলাময়—এইরূপ অর্থই জোতিত হয়। এই মন্ত্রে ‘অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যন্ত রশ্মিভিঃ’ এই অংশ একটু জটিল। ভাষ্যকার ‘অচ্ছিদ্র পবিত্র’ বলিতে প্রথমতঃ ‘বায়ু’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তার পর ‘যদ্বা’ বলিয়া “আদিত্যমণ্ডল” অর্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইল—বায়ুর দ্বারা অথবা আদিত্যমণ্ডলের দ্বারা এবং সূর্যের কিরণ-সমূহের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। চিৎপতি হউন, আর বাকপতি হউন, আর সবিতা দেবই হউন, তাঁহাদের যেন পবিত্রতাসম্পাদক নিজস্ব কিছু নাই, অস্ত্রের সাহায্যেই তাঁহারা যেন সকলকে পবিত্র করেন! ভাষ্যের অর্থে এইরূপ ভাবই উপলব্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে সহজে যে ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হয়, আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। সূর্য্য জ্ঞানদেব। তাঁহার রশ্মি জ্ঞানালোক। এই জ্ঞানালোকের বিশেষণ অচ্ছিদ্র ও পবিত্র। ‘অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ’—এস্থলে বিভক্তি-ব্যাত্যয়ে বহুবচন স্থানে একবচন। এইরূপ প্রয়োগ বৈদিক-ব্যাকরণ-সিদ্ধ। ইহার ফলে, মন্ত্রার্থ হইল—অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সতত-স্বামী ও পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন অর্থাৎ আমাকে জ্ঞানোদ্যাপ্ত করুন। জ্ঞানময় দেবের এই কার্য স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানালোক তাঁহার নিজ সম্পত্তি। অস্ত্রের তাহাতে অধিকার নাই। সে জ্ঞানালোক-প্রদানে একমাত্র তিনিই সমর্থ। *

* প্রথম প্রপাঠকের পঞ্চম অমুবাচের প্রথম মন্ত্র—“দেবো বঃ সবিতা ..রশ্মিভিঃ” প্রভৃতি। পার্থক্য ‘বঃ’ ও ‘ত্বা’ শব্দ লক্ষ্য। তত্ত্ব মন্ত্রের কোনও পার্থক্য নাই। সে স্থলে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও দ্রষ্টব্য। পুনরুক্তির ভয়ে এখানে তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

এক্ষণে দশম মন্ত্রের সম্বন্ধে আর একটু অতুলন করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব । এখানকার মধোধ্য-পদ ‘পবিত্রপতে’ । ‘তে’ পদে ভগবান্ উদ্দিষ্ট । ‘পবিত্রপূতন্ত’ ও ‘তন্ত’ এই দুই পদ উক্ত ‘তে’ পদের বিশেষণ । ভাষ্যকার ‘তন্ত’ পদ যজ্ঞমানকে উদ্দেশ্য করিয়া ‘অভীষ্টং ভূয়াসম্’ এই দুইটি পদ অধ্যাহার করিয়াছেন । এবং ‘যৎকামঃ’ পদান্তর্গত ‘যৎ’ শব্দে ‘সোমযাগানুষ্ঠান’ লক্ষ্য করিয়াছেন । তদনুসারে ভাবার্থ হয়,—‘হে শুদ্ধপালক ! তোমার যজ্ঞমানের অভীষ্ট হউক অর্থাৎ অভীষ্ট সিদ্ধ হউক ; এবং যে সোমযাগানুষ্ঠানে (আমি) কামনাবান, সেই সোমযাগানুষ্ঠানে আমি সমর্থ হই ।’ আমাদের ব্যাখ্যানসারে এ অংশের মর্ম্ম,—‘হে জ্ঞানদেব ! আপনি জ্ঞানময়, ইহা সাধকগণ অমুভব করেন । আমি অজ্ঞানান্ধ ও সাধনাবহীন ! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করি । আপনার অনুগ্রহ (স্বরূপ) বাহাতে পাইতে পারি, তাহার বিধান করুন এবং অনুগ্রহবিতরণে আমাকে পবিত্র করুন ।’

একাদশ মন্ত্রটী অধ্বর্যু (ঋত্বিক্-বিশেষ) যজ্ঞমানকে পড়াইবেন । দুই হস্তে শালাস্পর্শ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণের বিধি বোধায়নে পরিদৃষ্ট হয় । ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে দেবগণ ! তোমাদিগের সম্বন্ধি এই যজ্ঞে আমরা যেন অবশ্যসম্ভাবী অনুষ্ঠানপরায়ণ হইতে পারি । হে যজ্ঞসম্বন্ধি দেবগণ ! কর্ম্মোদ্দেশ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করিব বলিয়াই আমরা এখানে আগমন করিয়াছি । মহীধরের ভাষ্যে আবার ভাবান্তর পরিদৃষ্ট হয় । মহীধরের ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘হে দেবগণ ! আমরা আপনাদের নিকট বননীয় যজ্ঞফল সম্যক্রূপে প্রার্থনা করিতেছি । কিরূপ হইলে ? আমাদের যজ্ঞ প্রবর্তমান হইলে । হে দেবগণ ! আপনাদিগকে আমরা আহ্বান করিতেছি । কি জ্ঞত ? এই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় ফল আনিবার জ্ঞত ; অর্থাৎ যজ্ঞফল পাইবার জ্ঞত আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি ।’

আমরাও প্রকারান্তরে মন্ত্রে এই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছি । মন্ত্রের অন্তর্গত ‘যজ্ঞীয়াসঃ আশুরে’ পদদ্বয়ে যজ্ঞফলের কথাই আমরা উপলব্ধি করি । কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের এবং শুভকর্মে শুভফল প্রাপ্তির বিষয় এখানে সূচিত হয় । ‘সত্যধর্ম্মাণঃ’ বলিতে ‘সত্যের বিজ্ঞাপক’ অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক অর্থই সুসঙ্গত । সংকর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ভগবৎ-প্রাপ্তি । তাই সে কর্ম্ম ‘সত্যধর্ম্মাণঃ’ । ‘অধ্বর’ বা ‘যজ্ঞ’ শব্দের অর্থে আমরা দর্শপৌর্ণমাস বা সোমযাগ বলিতে চাহি না । আমাদের মতে যে যজ্ঞ ত্রিবিধঃখনিবৃত্তির মূল, যে যজ্ঞ পরম-সুখের নিদান, সেই আত্মোদ্বোধনরূপ মানস-যজ্ঞই—এই ‘অধ্বর’ বা ‘যজ্ঞ’ শব্দে ত্রোতনা করিতেছে । মানব, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আবিভৌতিক—এই ত্রিবিধ হৃৎ-আলামালায় অহরহঃ সংস্থান । যাহাতে এই হৃৎখের নিবৃত্তি হয়, যে কার্য্য করিলে পরমার্থ নিত্য-সুখ আনন্দ বা মুক্তি লাভ করা যায়, মানব সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানেই প্রযত্নপর হয় । তৎপ্রাপ্তির আশায় দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞই করুন আর সোমযাগানুষ্ঠানই করুন, প্রকৃতপক্ষে আত্মার উদ্বোধন (তত্ত্ব-জ্ঞান) না হইলে—সহস্র জন্মে সহস্রবৎসরব্যাপী এই দর্শ-বাগাদিতেও সেই পরমার্থ-তত্ত্ব লাভ হইবে না । তাই মন্ত্রের ‘অধ্বর’ বা ‘যজ্ঞ’ পদে সেই আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞের বা মানস-যজ্ঞের ভাব প্রকাশ করিতেছে । মন্ত্র ব্যক্ত করিতেছেন—‘মানব ! তোমার মন অতীব চঞ্চল, অতি অসংযত । ‘চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।’ তাই প্রথমে চিত্ত স্থির কর, তাহার

চাক্ষু্য দূর কর, চিত্ত শুদ্ধ কর। তাহার জন্ত জগদীশ্বরের করুণা প্রার্থনা কর। তার পব তোমার মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, সহস্র যজ্ঞ দ্বারাও কোনও ফল পাইবে না। অতএব ভগবানের অনুকূলা প্রার্থনা কর,—যজ্ঞানুষ্ঠান কর,—ভগবানের স্তুত কর। করুণাবিগ্রহ ভগবান তোমার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন;—তোমার অতীষ্ট বস্তু বিতরণ করিবেন। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে হয়।

তার পর অনুবাকের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রদ্বয়ের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে দ্বাদশ মন্ত্র ‘ইন্দ্রাগ্নী’ সন্ধ্যোদনে এবং ত্রয়োদশ বা শেষ মন্ত্র ‘আহবনীয়’ সন্ধ্যোদনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। বিনিয়োগ-সংগ্রহ অনুসারে দ্বাদশ (ইন্দ্রাগ্নী প্রভৃতি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া শেষ (‘স্বং দীক্ষাণাং’ প্রভৃতি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজ্ঞশালায় উপবেশন করিবে। তদনুসারে ঐ দুই মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে অর্থ হয়, তাহা এই,—(১২শ মন্ত্র) ‘হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদয়! আপনারা ইহাকে (যজ্ঞমানকে) অবগত হউন।’ (১৩শ মন্ত্র) ‘হে আহবনীয়! তুমি দীক্ষারূপ নিয়মসমূহের পালক হও। অতএব তৎসমীপে স্থিত আমাকে পালন কর।’ ফলতঃ, ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ হওয়া সম্ভব, ভাষ্যে সেই ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমরা মন্ত্রের সহিত আহবনীয়-প্রভৃতির কোনও সম্বন্ধই দেখি না। আমাদের মতে উভয় মন্ত্রই ভগবৎ-সন্ধ্যোদনে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বাদশ মন্ত্রে কোনও ক্রিয়া-পদই পরিদৃষ্ট হয় না। তাই মন্ত্রের অর্থ নিরূপণে কথঞ্চিৎ আশ্রয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ভাবের সমাবেশ আছে, ব্যাখ্যায় তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কর্ম্মই যে মূল, কর্ম্মের দ্বারা যে মানুষ সংসার-পক্ষে নিমজ্জিত হয়, আবার কর্ম্মের প্রভাবেই যে সে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে,—মন্ত্র এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে। তাই দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘যে উদ্বোধন যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, সেই যজ্ঞের প্রভাবে আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হউক। সেই কর্ম্মের যে সফল, তাহাতে আমাদের অন্তরে জ্ঞান ও ভক্তির সঞ্চার হউক এবং ইহলোকে ও পরলোকে পরমসুখ অধিগত হউক। আর সেই কর্ম্মের দ্বারা সন্তানসঞ্চারে কর্ম্মফলের ক্ষয় সাধিত হইয়া, সর্বকর্ম্মফল ভগবানে স্তম্ভ হউক। তাহাই গতি-মুক্তির হেতুভূত—তাহাই পরমার্থপ্রদ।’ ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে ভগবানে কর্ম্ম-ফলসমর্পণে ভগবৎকৃপা-লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রস্ফুট দেখিতে পাই।

অনুবাকের শেষ মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সাধক ভগবানকেই একমাত্র কর্ম্মফলদাতা বলিয়া বুঝিয়া তাঁহারই শরণ-গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনি সামর্থ্য প্রদান না করিলে—মানুষের সাধ্য কি যে, সে কর্ম্ম সম্পাদন করে। ফলতঃ, তিনিই কর্ম্ম, তিনি কর্ম্মের নিয়ন্তা, তিনিই কর্ম্মফল, আবার তিনিই কর্ম্মফলদাতা এবং কর্ম্মফলভোক্তা ও গ্রহীতা। এই ভাবে তাঁহাকে বুঝিয়া লইয়া, মানুষ যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহাতেই সে শুভফল পাইতে পারে। অনুবাকের উপসংহারে তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—‘হে ভগবন! আপনার অনুগ্রহে যেন আরক্ত কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হই, আর সেই কর্ম্মের ফলে যেন আপনার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরাশক্তি লাভ করিতে পারি।’

প্রশ্ন হইতে পারে, মনে সংশয়ের উদয় হয়—সে কৰ্ম্ম কোন কৰ্ম্ম ? ভগবৎ-সম্মিলনের সহায়ক সে কৰ্ম্মের স্বরূপ কি ? কোন কৰ্ম্মের প্রভাবে ভগবানের সহিত সম্মিলন সাধিত হয় ? বড় বিষম সমস্তা সন্দেহ নাই । কিন্তু শাস্ত্র সে সংশয়ের নিরশন করিয়া দিয়াছেন । শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“তৎকৰ্ম্ম হরিতোষং যৎ ।” অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারা যায় । যে কৰ্ম্ম ভগবানের প্রীতি-সাধন হয়, যে কৰ্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ আছে । অর্থাৎ যে কৰ্ম্ম সংকৰ্ম্ম, সেই কৰ্ম্মই—কৰ্ম্ম । ভগবানের সংশ্রব-শূন্য কৰ্ম্মই অকৰ্ম্ম । ভগবান বলিয়াছেন,—“মৎকৰ্ম্মকৃত্যং পরমো সঙ্গবর্জিতঃ ।” ইত্যাদি । ভগবদ্ভক্তিতে বুঝিতে পারি—যে কোনও কৰ্ম্মই কর না কেন, সমস্তই সেই তাঁহাতেই অর্পণ কর । কৰ্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিলেই ভগবানের সহিত অনুরূপতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে । একটু স্থল দৃষ্টিতে দেখিলে, ভগবানে সমর্পিত কৰ্ম্মই—একরূপ ভক্তি-বিশেষ । জীবের লক্ষ্য—মোক্ষ বা মুক্তি । মুক্তি বহুবিধা । ভক্তির সাহায্যেই মুক্তি অধিগত হয় । ভক্তিও কৰ্ম্ম বটে ; তবে সে কৰ্ম্ম ও সাধারণ কৰ্ম্মে পার্থক্য এই যে, সে কৰ্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত । ভক্ত যে কৰ্ম্মই করিবেন, সকল কৰ্ম্মই ভগবানের উদ্দেশ্যে—সৃষ্টিব-জ-সাধনে—অনুপ্রাণিত হইবেন । মুক্তি-প্রার্থী না হইলেও ঐকান্তিকী ভক্তি প্রভাবে মুক্তি আপনাই অধিগত হয় । ভক্তির এই প্রভাবের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলরূপী ভগবানের উক্তিতে বিশদীকৃত হইয়াছে । কপিলদেব মাতা দেবহৃতিকে বলিয়াছিলেন,—

“দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রিতিকং যোগম্ ।

সৰ্ব্ব এবৈকমনসো বৃত্তাঃ স্বাভাবিকৌ তু যা ॥

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধৈর্গরীয়সী ।

জরয়ত্যাশু বা কোশং নিগীর্ণমনসো যথা ॥”

শ্লোকোক্ত ‘জরয়ত্যাশু বা কোশং’ প্রভৃতি উপমায়ই নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত হইতেছে । উহাতেই বুঝা যাইতেছে—কোনও পুরুষকারের প্রয়োজন হয় না ; একমাত্র ভক্তির দ্বারাই মুক্তির অধিকারী হইতে পারা যায় । ভুক্তান-জীর্ণ করিতে মানুষিক প্রযত্নের যেমন কোনও আবশ্যক হয় না, অন্ন যেমন আপনা-আপনিই ব্রতরানল-সংযোগে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় ; অথবা কোনও কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে সেইরূপ একমাত্র ভক্তির সাহায্যেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । অনন্তাভক্তি তাই ‘নৈকৰ্ম্ম্য’ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । ইক্ষু-ক্ষেত্রে জলসেচনে জলগমন-মার্গের পাশ্চাত্ত্ব তখন যেমন স্বতঃই পরিপুষ্ট হয়, ত্বণের পরিবর্দ্ধন জন্ত স্বতন্ত্র জল-সেচনের যেমন আবশ্যক হয় না ; ভক্তি-প্রভাবে সেইরূপ কার্যই সাধিত হয়,—মুক্তি লাভের জন্ত আর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না । এই সর্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী অনন্তাভক্তি কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, ইহাই মাধ্বের প্রথম ও প্রধান অনুসন্ধিত্য । কোন পথে কিভাবে অগ্রসর হইলে, অহেতুকী বা অনন্তা-ভক্তি লাভ হয়, শাস্ত্র তাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । অবগমননাদি, ভক্তির অঙ্গ বিশেষ হইলেও তাহা কৰ্ম্মপদবাচ্য । সুতরাং সেই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই ভক্তি অধিগত হয় । পরিশেষে সেই সকল—নবধা ভক্তি—যখন ফলাভিলাষপরিশূন্য হইয়া ভগবানের প্রতি যত্ন হইবে, তখনই অনন্তাভক্তির কার্য্য করিবে । তখন সাধক কায় মন ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু

অমুষ্ঠান করিবেন, সকলই ভগবানের উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত হইবে । তখন, সেই ভাব আসিবে, সেই ভাবে মনঃপ্রাণ মাতোয়ারা হইবে, যে ভাবে ভক্ত

“কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বাহুস্বতঃ স্বভাবাৎ ।

করোতি যদ্ যৎ সকলং পরশ্চৈ নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥”

নারায়ণকে সকল কৰ্ম্ম সমর্পণ করিবেন । তখন ভক্ত ষাণ্ডা কিছু করিবেন, সকল ভগবদ্ভদ্রে নিয়োজিত হইবে । তখন তাঁহার প্রার্থনাই হইবে—

প্রাতরুথায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাং প্রাতরন্ততঃ ।

যৎ করোমি জগন্মাতঃ ! তদেব তব পূজনং ॥

এই ভাবে এই লক্ষ্যেই মন্ত্রশেষে, প্রথম অনুবাকে, প্রার্থনার সূচনা হইয়াছে বসিয়া মনে করি। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১ অনুবাক) ॥

দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । প্রথমোহনুবাকঃ ।)

(১) আকূতৈ প্রযুজ্জৈগ্নয়ে স্বাহা ।

(২) মেধায়ৈ মনসেগ্নয়ে স্বাহা ।

(৩) দীক্ষায়ৈ তপসেগ্নয়ে স্বাহা ।

(৪) সরস্বতৈ পুষেগ্নয়ে স্বাহা ।

(৫) অপো দেবীর্নৃহতীর্বিধ্বশংভুবো জাবাপৃথিবী উর্বরন্তরিক্ষং

বৃহস্পতিনো হবিষা বৃধাতু স্বাহা ।

(৬) বিধে দেবশ্চ নেতুর্নর্তো বৃগীত সখ্যং বিধে রায়

ইযুধ্যসি হ্যম্নং বৃগীত পুণ্যসে স্বাহা ।

(৭) ঋক্সাময়োঃ শিল্পে শ্বস্তে বামারভে তে

মা পাতমাইশ্চ যজ্ঞশ্চাদৃচ ।

(৮) ইমাং ধিয়ৎ শিক্ষমাণশ্চ দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সৎ

শিশাধি যযাইতি বিশ্বা ছুরিতা তরেম স্ততশ্মাণমধি নাবৎ রুহেম ॥

(৯) উর্গস্তাঙ্গিরস্যুর্গত্রদা উর্জ্জং মে যচ্ছ ।

(১০) পাহি মা মা মা হিৎসীঃ ।

(১১) বিযেগাঃ শশ্মাসি শশ্ম যজমানশ্চ শশ্ম ক্ষে

যচ্ছ নক্ষত্রাণাং মাঈতীকাশাৎ পাহি ।

(১২) ইন্দ্রশ্চ যোনিরসি মা মা হিৎসীঃ ।

(১৩) কৃষ্যে ত্বা হুসশ্যৈ । (১৪) হুগিপ্পলাভ্যশ্চৌষধীভ্যঃ ॥

(১৫) সুপহা দেবী বনস্পতিরুদ্ধে মা পাহোদৃচঃ ।

(১৬) স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা ছাবাপৃথিবীত্যাৎ ।

(১৭) স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদ রন্তে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) আকৃত্যা ইত্যা—কৃত্যে । প্রযজ ইতি প্র—যুজে । অগ্নয়ে । স্বাহা ।

(২) মেবায়ৈ । মনসে । অগ্নয়ে । স্বাহা । (৩) দীক্ষায়ৈ । তপসে । অগ্নয়ে । স্বাহা ।

(৪) সরষত্যা । পুষে । অগ্নয়ে । স্বাহা ।

(৫) আপঃ । দেবীঃ । বৃহতীঃ । বিশ্বশত্ৰুব ইতি বিশ্ব—শত্ৰুবঃ । ছাবাপৃথিবী ইতি

ছাবা—পৃথিবী । উরু । অন্তরিক্ষম্ । বৃহস্পতিঃ । নঃ ।

হবিষা । বৃধাতু । স্বাহা ।

(৬) বিধে । দেবতা । নেতুঃ । মন্তঃ । বৃণীত । সখ্যাম্ । বিধে । রায়ঃ । ইষুধাসি ।

ছ্যাম্ । বৃণীত । পুষ্যসে । স্বাহা ।

(৭) ঋক্সানয়োরিত্বাক্—সাময়োঃ । শিল্পে ইতি । স্বঃ । তে ইতি । বাম্ । এতি ।

রভে । তে ইতি । মা । পাতম্ । এতি । অত্ । যজ্ঞত্ ।

উদূচ ইত্যাৎ—ঋচঃ ।

(৮) ইমাম্ । বিয়ম্ । শিক্শমাশস্ত্ । দেব ! ক্রতুম্ । দক্ষম্ । বরুণ । সমিতি ।

শিশাধি । যযা । অতীতি । বিশ্বা । ছরিতেতি দুঃ—ইতা । তরেম ।

সুতর্মাণমিতি । সু তর্মাণম্ । অধীতি । নাবম্ । রুহেম ।

(৯) উর্ক্ । অসি । আঙ্গিরসী । উর্গভ্রদা ইতুর্গ—ভ্রদাঃ । উর্জম্ । মে । যচ্ছ ।

(১০) পাহি । ঋ । মা । মা । হি৩সীঃ ।

(১০) বিষ্ণোঃ । শর্ম্ম । অসি । শর্ম্ম । বজ্রমানস্ত্ । শর্ম্ম । মে । যচ্ছ ।

নক্ষত্রাণাম্ । মা । অতীক্শণাৎ । পাহি ।

(১২) ইন্দ্রস্ত্ । যোনিঃ । অসি । মা । মা । হি৩সীঃ ।

(১৩) কুষ্টে । ত্বা । সুসজ্জান ইতি সু সজ্জায়ৈ ।

(১৪) সুপিল্লাভ ইতি সু—পিল্লাভ্যঃ । ত্বা । ওষধীভ্য ইত্যেবধী—ভ্যঃ ।

(১৫) স্বপহা ইতি স্ব—উপহাঃ । দেবীঃ । বনস্পতিঃ । উর্দ্ধঃ । মা । পাহি ।

এতি । উর্দ্ধ ইত্যং—ঋচঃ ।

(১৬) স্বাহা । যজ্ঞম্ । মনসা । স্বাহা । ত্বাপৃথিবীভ্যামিতি ত্বাপা—পৃথিবীভ্যাম্ ।

(১৭) স্বাহা । উষোঃ । অন্তরিক্ষাং । স্বাহা । যজ্ঞম্ । বাতাং । এতি । রতে ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

১। ‘আকূত্যৈ’ (আত্মোদ্বোধনং করিষ্যামি ইত্যেবংবিধায় সঙ্কল্পায় তৎসিদ্ধার্থমিতি ভাবঃ, অনুষ্ঠায়মানস্ত মানসযজ্ঞস্ত পূর্ণার্থং ইতি ভাবঃ) ‘প্রযজ্ঞে’ (সঙ্কল্পসিদ্ধৌ প্রকর্ষণে যোজয়তে প্রেরয়তে বা ইত্যর্থঃ সিদ্ধিদাতায় ইতি ভাবঃ) ‘অগ্নয়ে’ (জ্ঞানদেবায়) ‘স্বাহা’ (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমন্ত্ৰঃ—স্বহুতমন্ত্ৰঃ অসিদ্ধমন্ত্ৰঃ বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ।

২। ‘মেধাঠৈ’ (ভগবদ্ধারণাশক্তয়ে, তল্লাভার্থমিতি ভাবঃ) ‘মনসে’ (মনসোহধিষ্ঠাত্রে) ‘অগ্নয়ে’ (জ্ঞানদেবায়) ‘স্বাহা’ (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমন্ত্ৰঃ, স্বহুতমন্ত্ৰঃ, অসিদ্ধমন্ত্ৰঃ বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ।

৩। ‘দীক্ষাঠৈ’ (ব্রতনিয়মায়, সংকল্পনিবহায়, তৎসিদ্ধার্থং ইতি ভাবঃ) ‘তপসে’ (তপঃ-স্বরূপায়, সংকল্পস্বরূপায়) ‘অগ্নয়ে’ (জ্ঞানদেবায়) ‘স্বাহা’ (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমন্ত্ৰঃ, স্বহুতমন্ত্ৰঃ অসিদ্ধমন্ত্ৰঃ বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ।

৪। ‘সরস্বতৌ’ (বাচে, বাকসিদ্ধয়ে ইতি ভাবঃ) ‘গৃক্ষে’ (বাগিন্দ্রিয়পোষকায়) ‘অগ্নয়ে’ (জ্ঞানদেবায়) ‘স্বাহা’ (মদীয়মিদং সত্ত্বং সমর্পিতমন্ত্ৰঃ; স্বহুতমন্ত্ৰঃ, অসিদ্ধমন্ত্ৰঃ বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ।

৫। ‘আপঃ’ (অপামধিষ্ঠাত্র্যঃ) ‘ত্বাপৃথিবী’ (ত্বাপৃথিব্যোরধিষ্ঠাত্র্যঃ) ‘অন্তরিক্ষং’ (অন্তরিক্ষাধিষ্ঠাত্র্যঃ) ‘উষো’ (মহতাঃ) ‘বৃহতী’ (বৃহতাঃ, বিশ্বব্যাপিকাঃ) ‘বিশ্বসত্ত্বং’ (সকলসুখজনয়িত্র্যঃ) ‘দেবী’ (দেববিভূতয়ঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘হবিষা’ (জ্ঞানেন শুদ্ধসংস্কেত, ভক্তিসুধা ইতি ভাবঃ) ‘বৃধাতু’ (প্রবদ্ধয়ন্ত, উদ্বোধয়ন্ত, গৃহ্যন্ত বা) । ‘বৃহস্পতিঃ’ (দেবাধিদেবঃ ভগবান) অপি ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘হবিষা’ (সন্তোষেণ, ভক্তিসুধা ইতি ভাবঃ) ‘বৃধাতু’ (প্রবদ্ধয়ন্ত, অনুগৃহ্যন্ত ইতি ভাবঃ) । ‘স্বাহা’ (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ভগবৎপ্রীতিং জনয়তু; স্বাহা-মন্ত্রেণ তৎসর্বং ভগবতি সমর্পয়ামি, অসিদ্ধং স্বহুতমন্ত্ৰঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ।

ইমে মন্ত্রাঃ প্রার্থনামূলকাঃ ।



৬। ‘বিশ্বে’ (সর্বে) ‘মর্ত্যঃ’ (মনুষ্যাঃ) ‘নেতুঃ’ (ফলপ্রাপকস্ত) ‘দেবস্ত’ (ছোতমানস্ত, স্বপ্রকাশকস্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) ‘সথাং’ (সাহায্যং, আশুকুলং ইত্যর্থঃ) ‘বৃগীত’ (প্রার্থয়ন্তে) ; ‘বিশ্বে’ (সর্বে জনাঃ) ‘রায়ে’ (ধনায়, পরমধনায়—জ্ঞানধনায় ইতি ভাবঃ) ‘ইষুধ্যসি’ (দেবং প্রার্থয়ন্তি) ; ‘পুষ্যসে’ (পোষণায়, সত্ত্বভাবলাভায়) ‘দ্রামং’ (ছোতিভং, যশোহিমাং সত্ত্বভাবং বা) ‘বৃগীত’ (প্রার্থয়ন্তে) ; ‘বাহা’ (এষা প্রার্থনা সিধ্যতু ফলসমম্বিতা ভবতু । অশ্বদহুষ্ঠিতঃ যজ্ঞং সুহৃতমস্ত ইতি ভাবঃ) । ভগবন্মহিমাপ্রকাশকোহয়ং মন্ত্রঃ ।

৭। হে অন্তব্যাবিধির্বাধিনাশকৌ দেবৌ—দেববিভূতিদ্বয়ো অশ্বিনৌ ইতি ভাবঃ । যুবাং ঋকসাময়োঃ’ (তন্মামকদেবয়োঃ, যদ্বা—নিখিলশুদ্ধসত্ত্বানাং ইতি ভাবঃ) ‘শিল্লে’ (শিল্লকারিণৌ, অভিব্যঞ্জকৌ, প্রদাতারৌ ইতি ভাবঃ) ‘স্বঃ’ (ভবঃ) ; ‘তে’ (তৌ প্রসিদ্ধৌ) ‘বাং’ (যুবাং) ‘আরভে’ (আবোধয়ামি) ; অপিচ, ‘তে’ (তথাবিধৌ যুবাং) ‘অস্ত’ (আরক্ণস্ত) ‘যজ্ঞস্ত’ (আয়োদ্ধোধনরূপস্ত কর্মণঃ ইত্যর্থঃ) ‘আ উদৃচঃ’ (সমাপ্তিপৰ্য্যাস্তং ইতি ভাবঃ) ‘মা’ (মাং) ‘পাতুং’ (রক্ষতং) । দেব-দেববিভূতয়োঃভেদাৎ দেববিভূতিরপি বেদস্ত্যভিব্যঞ্জকঃ । অতঃ সমারাবিতঃ সন্ আয়োদ্ধোধনপর্য্যাস্তং মাং রক্ষতু ইতি ভাবঃ ।

৮। ‘দেব’ (ছোতমান, জ্ঞানদায়ক) ‘বরুণ’ (স্নেহকাক্যয়ম হে বরুণদেব—ভগবন্ ইতি ভাবঃ) ‘শিক্ষমাণস্ত’ (সংকর্ষ সাধয়িতুং ইচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ—অর্জগাকারিণঃ ইতি ভাবঃ) ‘ইমাং’ (সংকর্ষবিষয়াং) ‘বিয়ঃ’ (বুদ্ধিঃ—উৎপাদনায় ইতি ভাবঃ) ‘দক্ষং’ (সংকর্ষ-বোদ্ধারঃ—স্বং ইতি ভাবঃ) ‘ক্রতুং’ (তৎকর্ষ—সংকর্ষ ইত্যর্থঃ) ‘সং’ (সম্যক্প্রকারেণ) ‘শিশাধি’ (সাধয়—ক্রতুবিষয়কং জ্ঞানং দত্ত্বা তস্ত ক্রতোঃ পূর্ণতাং স্নফলং বা গময় ইতি ভাবঃ) । অপিচ হে দেব ! ‘বিশ্বা’ (বিশ্বানি সর্বাণি) ‘হুরিতা’ (ছুরিতানি, পাপানি ইত্যর্থঃ) ‘যয়া’ (যেন কর্ষণা) ‘অতি তরেম’ (প্রকৃষ্টকপেণ উত্তীর্ণং ভবেম) ‘স্বতর্মাণং’ (স্বথেন ত্রাণকারকং ইতি ভাবঃ) ‘নাবং’ (তৎকর্ষরূপাং তরণীং ইত্যর্থঃ) ‘অবি কহেম’ (প্রাপ্ত-সমর্থাঃ ভবাম—বয়মিতি শেষঃ) । সঙ্কল্পমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ ! আত্যস্তিকদুঃখনিবৃত্তিঃ তথা পরম-সুখসাধনং লক্ষ্মীকৃত্য মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পং প্রকাশতে ।

৯। হে ভগবদ্বিভূতে ! স্বং ‘আঙ্গীরসী’ (অঙ্গিরসাং ঋষীণাং সর্বজনানামিতি ভাবঃ, সম্বন্ধিনী) ‘উর্ক’ (অন্নরসরূপা, সত্ত্বভাবরূপা ইতি ভাবঃ) অপিচ ‘উর্গব্রদা’ (উর্গেব ব্রদীয়সী, মৃত্ত্বভাবা ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ‘মে’ (মাদৃশে অকিঞ্চনে জনে ইত্যর্থঃ) ‘উর্জ্জং’ (অন্নরসং, সত্ত্বভাবমিতি ভাবঃ) ‘যচ্ছ’ (প্রযচ্ছ ইতি যাবৎ) ।

১০। হে ভগবদ্বিভূতে ! স্বং ‘মা’ (মাং) ‘পাহি’ (রক্ষ, পরিত্রায়েত্ব ইতি ভাবঃ) ; ‘মা’ (ভব শরণাগতং অল্পগ্রহপ্রার্থিনং মাং ইতি ভাবঃ) ‘মা হিংসীঃ’ (মা নাশয়, মাং এতি কুটীলা বিরূপা মা ভব—মা পরিত্যজ ইতি ভাবঃ) ।

১১। হে ভগবদ্বিভূতে ! স্বং ‘বিষোঃ’ (বিশ্বব্যাপকস্ত, সংকর্ষনিবহস্ত ইতি ভাবঃ) ‘শশ্ব’ (সুখহেতুঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অপিচ স্বং ‘যজমানস্ত’ (সংকর্ষকর্তৃঃ) ‘শশ্ব’ (পরমাপ্রয়ঃ) ভবসি ইতি শেষঃ ; অস্মাং স্বং ‘মে’ (মম—মাং ইতি ভাবঃ) ‘শশ্ব’ (আশ্রয়—পরমসুখং ইতি ভাবঃ) ‘যচ্ছ’ (প্রযচ্ছ) । ততঃ ‘নক্ষত্রাণাং’ (অক্ষীয়মাণানাং সত্ত্বাকানাং ইতি ভাবঃ)

‘অতিক্রাশং’ (অতিক্রাশাং, ক্ষয়াং ইত্যর্থঃ) ‘মা’ (মাং) ‘পাহি’ (রক্ষ; মম সন্তাৰাঃ যথা বিনাশং ন যাস্তু তথা সাধয় ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্ৰঃ ।

১২। হে ভগবদ্বিত্তে! স্বং ‘ইজ্র্য’ (পরমৈশ্বর্যশালিনঃ ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘যোনিঃ’ (প্রাপ্তিকারণঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ স্বং ‘মা’ (মাং) ‘হিংসীঃ’ (মাং প্রতি কুটিলঃ মা ভবতু, মাং মা পরিত্যজতু ইতি ভাবঃ) ।

১৩। হে মম চিত্তবৃত্তে! ‘কৃষ্যে’ (স্বকর্ষণায়, সোৎকর্ষণায় ইতি ভাবঃ) তথা ‘সুসন্তায়ৈ’ (‘সুশস্ত্রাভায়, যদ্বা—সদ্বাবরূপায় শস্ত্রাদিলক্ষ্যে ইত্যর্থঃ’) ‘জা’ (জাং) নিরোজ্যামি ইতি শেষঃ ।

১৪। অপিত হে মম চিত্তবৃত্তে! ‘সুপিপ্লভাভ্যঃ’ (সুফলসমৃদ্ধিতায় ইত্যর্থঃ) ‘ওষধীভ্যঃ’ (কর্মক্ষয়ায়) ‘জা’ (জাং) নিরোজ্যামি ইতি ভাবঃ ।

১৫। ‘সুপিত্তা’ (সংকর্মণঃ সুষ্ঠুসম্পাদকঃ ইতি ভাবঃ) ‘বনস্পতিঃ’ (সংসারারণ্যানাং পতিঃ) ‘দেবঃ’ (স্বপ্রকাশঃ ভগবান্) ‘উর্দ্ধঃ’ (উন্নতঃ, অঙ্কুলঃ সন্ ইতি ভাবঃ) ‘মা’ (মাং) ‘উদৃঢ়ঃ’ (উত্তরায় ঋতঃ পর্যাস্তং, যদ্বা—কর্মসমাপ্তি-পর্যাস্তং) ‘পাহি’ (রক্ষ, পাপাং মাং পরিত্রায়ায় ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্ৰঃ ।

১৬। (ক) ‘মনসা’ (চিত্তত্ব) ‘যজ্ঞঃ’ (উদ্বোধনরূপং যাগং, মানসযজ্ঞং ইত্যর্থঃ) ‘স্বাহা’ (স্বাহানামকমিব) প্রাপ্তুর্মহীমিতি শেষঃ, যদ্বা—সুহৃতমস্মিতি ভাবঃ । অথবা, ‘মনসা’ (চিত্তেন) ‘যজ্ঞঃ’ (দর্শপৌর্ণমাসাদিকপং সংকর্ম) ‘স্বাহা’ (প্রাপ্তোগ্রসি, সম্যাক সাধয়িতুং সমর্থঃ ভবামি ইতি ভাবঃ) । সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং ভাবঃ ।

(খ) অপিত, সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ সংকর্ম বা ‘স্বাপাখিবীভাং’ (ভুলোকস্থলেকয়েঃ, ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতু ইতি শেষঃ । ‘স্বাহা’ (সুহৃতমস্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ) ।

(গ) সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ সংকর্ম বা ‘উবোঃ’ (‘মহাস্তং, বিস্তীর্ণং’) ‘অন্তরিক্ষাং’ (অন্তরিক্সলোকাং—অন্তরিক্সলোকাং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতু ইতি শেষঃ । ‘স্বাহা’ (সুসিদ্ধং সুহৃতমস্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ) ।

(ঘ) ‘যজ্ঞঃ’ (সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ, সংকর্ম বা) ‘বাতাং’ (স্বভাবাং, প্রবর্তকাদিতি ভাবঃ) ‘আরভে’ (তেন প্রবৃত্তঃ ভবামি ইত্যর্থঃ); অথবা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ‘বাতাং’ (স্বভাবপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) ‘আরভে’ (সুসিদ্ধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ) ‘স্বাহা’ (সুহৃতং সুসিদ্ধং অস্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ) । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—২ অম্বাক) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। ‘আত্মার উদ্বোধন যজ্ঞ করিব’—এইরূপ সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্তু (আমার অনুষ্ঠিত মানস যজ্ঞ পরিপূরণার্থে) সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রয়োজক (অথবা সিদ্ধি-দাতা) সেই জ্ঞান-দেবের উদ্দেশে আমার এই সন্ত-ভাব সমর্পিত হউক । (আমার সেই উদ্বোধনযজ্ঞ সুসিদ্ধ ও সুহৃত হউক) ।

২। ভগবদ্বিষয়ে ধারণা-শক্তি-লাভের জন্য, মনের অধিষ্ঠাতা সেই জ্ঞান-দেবের উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার সেই উদ্বোধন যজ্ঞ স্নহত ও হুসিদ্ধ হউক)।

৩। ব্রত-নিয়ম অর্থাৎ সংকল্প-সমূহ সিদ্ধির জন্য তপঃ-স্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার সেই উদ্বোধন-যজ্ঞ স্নহত ও হুসিদ্ধ হউক)।

৪। বাক্-সিদ্ধির জন্য, বাগিদ্রিয়ের পোষক সেই জ্ঞান-দেবতার উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার এই উদ্বোধন-যজ্ঞ স্নহত ও হুসিদ্ধ হউক)।

৫। হে জলের অধিষ্ঠাত্রী ! হে স্বর্গ-মর্ত্যের অধিষ্ঠাত্রী ! হে অন্ত-রিক্ষের অধিষ্ঠাত্রী ! হে মহান্ ! হে বিশ্বব্যাপক ! হে সকল স্রুতের জনয়িতা দেব-বিভূতিসমূহ ! আপনারা আমার হৃদয়ত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবে প্রবর্তিত (উদ্বোধিত) অথবা গ্রহণ করুন। দেবাধিদেব ভগবান আমাদিগকে (আমাদিগের সত্ত্ব ও ভক্তি-সুধা) প্রবর্তিত করুন—গ্রহণ করুন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব-সত্ত্ব-সমূহ ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করুক। স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা তৎসমুদায় ভগবানে সমর্পণ করিতেছি। আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ স্নহত হউক।

এই মন্ত্র-পঞ্চক প্রার্থনামূলক।

৬। সকল মনুষ্য, ফলদাতা সেই ভগবানের সাহায্য (আনুকূল্য) প্রার্থনা করেন। সকলেই ধনের জন্য অর্থাৎ জ্ঞান-ধনের জন্য (পরমধন-লাভের নিমিত্ত) দীপ্তিশালী যশঃ অন্ন অথবা সত্ত্বভাব প্রার্থনা করেন। পুষ্টির জন্য (সত্ত্বভাব-লাভের নিমিত্ত) দীপ্তিশালী যশঃ অন্ন অথবা সত্ত্বভাব প্রার্থনা করেন। স্বাহা অর্থাৎ আমাদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ হউক (অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম হুসম্পন্ন হউক)।

৭। হে অন্তর্ব্যাদি-বহির্ব্যাদি-নাশক দেবাবিভূতিদ্বয় (অগ্নিনীদ্বয়) ! আপনারা ঋক্ ও সাম বেদের (অথবা নিখিল শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবে) শিল্পী অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক হয়েন ; সেই প্রসিদ্ধ (সাধকগণের অনুভূত) আপনাদিগের দুই জনকে আরাধনা করি। আপনারা আমাদিগের এই আরক্ আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন। (ভাব

এই যে,—দেবতা আর দেববিন্দু অতিশয় । সুতরাং আপনারা দুই জনও বেদের অভিব্যঞ্জক ; অর্থাৎ নিখিল শুদ্ধসত্ত্বপ্রদাতা আপনারা আমাদের কর্তৃক আরাধিত হইয়া আমাদের রক্ষা করুন ।

৮। যোতমান জ্ঞানদায়ক স্নেহ-কারুণ্যময় হে ভগবন বরুণদেব ! সংকর্ষসাধনেচ্ছা অর্চনাকারীর (আমার) সংকর্ষ-বিষয়ক বুদ্ধি উৎপাদনের নিমিত্ত সংকর্ষবেত্তা আপনি (আমার) সেই কর্ষকে সম্যক-প্রকারে সাধন করুন অর্থাৎ আমাকে কর্ষ-বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিয়া সেই কর্ষের পূর্ণতা সাধনে সফল প্রদান করুন । অপিচ, হে দেব ! যে কর্ষের দ্বারা সর্ববিধ পাপ (ছুরিত) হইতে প্রকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারি, স্নেহপ্রদায়ক (অথবা স্নেহ-সাধক পরিব্রাজ-বিধায়ক) সেই কর্ষরূপ তরুণী যেন প্রাপ্ত হই । (মন্ত্রটি সঙ্কল্প-মূলক । আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিতে পরমস্নেহ-সাধনের আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রের অন্তর্গত সঙ্কল্পের লক্ষ্য) ।

৯। হে ভগবদ্বিন্দু ! আপনি অগ্নিরস ঋষিদিগের অর্থাৎ সমস্ত মানবের অমরস্বরূপ অর্থাৎ সত্ত্বাবরূপ এবং উর্গাতস্তর ত্রায় মুহূষভাব হইবেন । সুতরাং মাদৃশ অকিঞ্চন দীনজনে অমরস অর্থাৎ সত্ত্বাব প্রদান করুন ।

১০। হে ভগবদ্বিন্দু ! আপনি আমাকে রক্ষা (পরিব্রাজ) করুন । আমাকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমার প্রতি কুটিল বা বিরূপ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ।

১১। হে ভগবদ্বিন্দু ! আপনি বিশ্বব্যাপক সংকর্ষ-সমূহের অর্থাৎ তন্মিত্তক স্নেহের প্রাপ্তি-হেতুভূত হইবেন ; অপিচ, আপনি সংকর্ষকারীর পরম আশ্রয় হইবেন । অতএব আমাকে আশ্রয়—পরমস্নেহ প্রদান করুন । তদনন্তর অক্ষীয়মান সত্ত্বাবসমূহের ক্ষয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ আমার সত্ত্বাবসমূহ যেন বিনষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় ।

১২। হে ভগবদ্বিন্দু ! আপনি পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানের প্রাপ্তির কারণ হইবেন । অতএব আপনি আমার প্রতি বিরূপ হইবেন না অর্থাৎ আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ।

১৩। হে আমার চিত্তবৃত্তি ! সূক্ষ্মের অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের

নিমিত্ত এবং স্থশস্ত্র-লাভের অর্থাৎ সন্তান-রূপ স্থশস্ত্র-প্রাপ্তির জন্ম তোমাকে (এই কৰ্ম্মে) নিযুক্ত করিতেছি ।

১৪। হে আমার চিত্তবৃত্তি ! সুফলসমগ্ধিত কৰ্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত তোমাকে (এই কৰ্ম্মে) নিযুক্ত করিতেছি ।

১৫। সৎকৰ্ম্মের স্তম্ভসম্পাদক সংসার-অরণ্যের অধিপতি স্বপ্রকাশ ভগবান (আমাদিগের প্রতি) অনুকূল হইয়া (আমাদিগের) আরক্ত কৰ্ম্মের উত্তরা (শেষ) ঋক্ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে (পাপ হইতে) রক্ষা করুন । (ভাব এই যে, - সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া আমাকে সৎকৰ্ম্মের শুভফল প্রদান করুন) ।

১৬। (ক) চিত্তের উদ্বোধনরূপ যজ্ঞকে যেন স্বাহা (স্বাহা নামক অগ্নির) মত প্রাপ্ত হই ! অর্থাৎ, সে যজ্ঞ যেন স্ফুট হুসিদ্ধ হয় । অথবা চিত্তের দ্বারা দর্শপৌর্ণমাসাদিরূপ সৎকৰ্ম্ম যেন প্রাপ্ত হই । (ভাব এই যে,—আমার মানস-যজ্ঞ যেন স্ফুটারূপে সম্পন্ন হয়) ।

(খ) সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ বা সৎকৰ্ম্ম যেন ভূলোক ও স্বর্গলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পায় (পাউক) । (ভাব এই যে,—সৎকৰ্ম্মের প্রভাবে দেবকিছুতি-সমূহ অধিগত হয়) ।

(গ) সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ (মানস-যজ্ঞ) অথবা সৎকৰ্ম্ম যেন মহৎ-অন্তরিক্ষলোক (বিশ্ব) ব্যাপিয়া প্রকাশ পায় (পাউক) । (ভাব এই যে,—সৎকৰ্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে সেই বিরাট বিশ্বময়ের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়) ।

(ঘ) সেই উদ্বোধন-যজ্ঞকে অথবা সৎকৰ্ম্মকে যেন আমি সত্ত্বভাব হইতে আরম্ভ করি অর্থাৎ সত্ত্বভাব সহযুত হইয়া আমি যেন সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি । (অথবা সত্ত্বভাবপ্রভাবে আমার সেই উদ্বোধন যজ্ঞ যেন হুসিদ্ধ হয়) । সেই কার্য্য (আমার মানস-যজ্ঞ) সিদ্ধ হউক । স্বাহা মন্ত্রে তাহাকে উদ্বোধিত করিতেছি । (ভাব এই যে,—যে জ্ঞানময় দেব উদ্বোধনরূপে বিরাজ করেন, যিনি স্বর্গ অন্তরিক্ষ মর্ত্য—এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে যেন সত্ত্বভাবের দ্বারা অধিগত করিতে সমর্থ হই) । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—২ অনুবাক) ।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়াণাচার্য্যকৃতং) ।

প্রথমানুবাকে প্রাচীনবংশপ্রবেশোহভিহিতঃ । অথ প্রবিষ্টশু দীক্ষনিয়মরূপেণ তপসা শরীর-
শুদ্ধৌ সত্যাং পশাদেবযজ্ঞনবীকারাদিযোগ্যতেতি দ্বিতীয়ানুবাকে দীক্ষা বিধীয়তে । তত্র
দীক্ষণীয়েষ্টাবধবরমঙ্গাগামতিদেশতঃ প্রাপ্তবাদীক্ষাহুত্যানিমন্ত্রা এবোচ্যন্তে ।

১। “আকুতৌ প্রযুজ্জেহগ্নে স্বাহা । ২। মেধায়ৈ মনসেহগ্নে স্বাহা । ৩। দীক্ষায়ৈ
তপসেহগ্নে স্বাহা । ৪। সরস্বতৌ পৃষেহগ্নে স্বাহা । ৫। আপো দেবীবৃহতীর্কিংশশুভ্রবো
ত্বাবাপৃথিবী উর্কন্তরিক্ষং বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু স্বাহা ।” —কল্পঃ—“আজ্যস্থাল্যাঃ ঋবেণোপ-
ঘাতং দীক্ষাহতীর্জ্জুহোতি আকুতৌ প্রযুজ্জেহগ্নে স্বাহা মেধায়ৈ মনসেহগ্নে স্বাহা দীক্ষায়ৈ
তপসেহগ্নে স্বাহা সরস্বতৌ পৃষেহগ্নে স্বাহেত্যথ ঋচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা ঋচা পঞ্চমী
জুহোতি আপো দেবীবৃহতীর্কিংশশুভ্রবো ত্বাবাপৃথিবী উর্কন্তরিক্ষং বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু
স্বাহেতি” ইতি ।

যজ্ঞং করিষ্যামিত্যেবংবিধৌ মানসঃ সঙ্কল্প আকুতিঃ । তৎসম্পূর্ত্তার্থমবিয়েন মাং প্রেরয়তে
বহুয়ে হবিরিদং হুতমস্ত । শ্রুতয়ো ফলসাধনয়োদ্ধারণাশক্তিশ্রোধা । তৎসিদ্ধার্থং মদীয়মনোভি-
মানিনে বহুয়ে হুতমস্ত । দীক্ষা ত্রতনিয়মঃ । তৎসিদ্ধার্থং মদীয়শরীরতপোভিমানিনে বহুয়ে
হুতমস্ত । মনোচ্চারণশক্তিঃ সরস্বতী । তৎসিদ্ধার্থং বাগিন্দ্রিয়পোষকায় বহুয়ে হুতমস্ত ।
বৃহস্পতিরম্মাকং হবিষা বর্দ্ধিতাম্ । হে আপো ভবতোহপি বর্দ্ধিতাং । ত্বাবাপৃথিবৌ বর্দ্ধিতাম্ ।
বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষং চ বর্দ্ধিতাং । কৌনুশ আপঃ । দেবীর্কৃষ্ণিরাপেণ দ্র্যলোকাদাগতাঃ । বৃহতীর্হলাঃ ।
বিংশশুভ্রবঃ সত্তপাচনেন সর্বশ জগতঃ সত্তং কুর্তব্যং ॥

আহতীর্কিধত্তে—“অদীক্ষিত একম্বাহুত্যাভঃ ঋবেণ চতস্রো জুহোতি দীক্ষিতস্তায় ঋচা
পঞ্চমী পঞ্চক্ষরা পঙক্তিঃ পঙক্তৌ যজ্ঞো যজ্ঞমেবাবরুদ্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২)
ইতি ॥ প্রথমমন্ত্র আকুতুপযোগমাহ—“আকুতৌ প্রযুজ্জেহগ্নে স্বাহেত্যাহাহকৃত্যা হি পুরুষো
যজ্ঞমভি প্রযুজ্জৌ যজ্ঞয়েতি”, (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । যদা মনসাহকৃতিস্তদা
পুরুষ ঋজ্বামগ্রে যজ্ঞমভিলক্ষ্য যজ্ঞয়েতি বাচঃ প্রযুজ্জৌ ॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে মেধোপযোগমাহ—
“মেধায়ৈ মনসেহগ্নে স্বাহেত্যাহ মেধয়া হি মনসা পুরুষো যজ্ঞমভিগচ্ছতি ।” (সং. কা. ৬
প্র. ১ অ. ২) ইতি । শ্রুতয়োঃ ফলসাধনয়োঃ বিস্মরণেন ধৃতয়োঃ নশা যজ্ঞকর্তব্যতাং
প্রতিপত্ততে । তপোভিমানিনো বহুেরনুগ্রহেণ দীক্ষাসিদ্ধিঃ স্পষ্টেত্যভিপ্রেত্যা তৃতীয়মন্ত্রো ন
ব্যাখ্যাতঃ ॥ চতুর্থমন্ত্রে পদবাক্যায়োরর্থমাহ—“সরস্বতৌ পৃষেহগ্নে স্বাহেত্যাহ বাই সরস্বতী
পৃথিবী পুষা বাটৈব পৃথিব্যা যজ্ঞং প্রযুজ্জৌ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । বাচা
মনোচ্চারণসিদ্ধিঃ । পৃথিব্যা যজ্ঞস্ত দেবযজ্ঞনবীহাদিদ্রব্যসিদ্ধিঃ ॥ পঞ্চমমন্ত্রস্ত পূর্বভাগে বহু-
বিশেষণাভিপ্ৰায়মাহ—“আপো দেবীবৃহতীর্কিংশশুভ্রব ইত্যাহ বা বৈ বর্ষান্তা আপো দেবী-
বৃহতীর্কিংশশুভ্রবঃ ।” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । বর্ষে ভবা বর্ষাঃ ॥ বিপক্ষে
বাধমাহ—“যদেতদ্বজ্রুর্ন ত্রয়াদিব্যা আপোহশাস্তা ইমং লোকমাগচ্ছেয়ুঃ” (সং. কা. ৩ প্র. ১
অ. ২) ইতি । দিব্যাদাশনিবদপামশাস্তং ॥ যস্মান্নস্ত্রোক্তগুণস্তত্যা জলদেবতায়াঃ শাস্তি-
শাস্ত্রাশাস্তাঃ স্তথকারিণ্য ইত্যাতং স্বপক্ষমুপসংহরতি —“আপো দেবীবৃহতীর্কিংশশুভ্রব ইত্যাহাশ্মা

এবৈনা লোকায় শময়তি তস্মাচ্ছান্তা ইমং লোকমাগচ্ছতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি ॥
 মন্ত্রস্ত দ্বিতীয়তৃতীয়ভাগরূপযোগমাহ—“তাবাপৃথিবী ইত্যাহ তাবাপৃথিব্যোহি যজ্ঞ উর্কন্তরিক্-
 মিত্যাহান্তরিক্ হি যজ্ঞঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ.) ইতি । ভূমৌ দেবযজ্ঞনমন্তরিক্ হেতু-
 ঠানায় সঞ্চারো দিবি ফলমিতি যজ্ঞস্ত লোকত্রয়বর্জিতং ॥ মন্ত্রস্ত চতুর্থভাগাভিপ্রায়মাহ—
 “বৃহস্পতির্নো হবিষা বুধাভিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ যজ্ঞমবরুদ্ধে” (সং.
 কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । দেবানাং মধ্যে বৃহস্পতে শুক্লং পরব্রহ্মস্বরূপং ॥ হবিষা
 বিধেরিতি শাখান্তরমন্ত্রপাঠন্তং নিন্দিত্বা স্বপাঠং প্রশংসতি—“যদ্বৈত্রয়াধিরিতি যজ্ঞস্থাণু-
 মুচ্ছেদ্বৃধাভিত্যাহ যজ্ঞস্থাণুমেব পরিবৃণক্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । বৃহস্পতি-
 র্বিদধাভিত্যুক্তে সত্যভিবুদ্ধেরহুচিতবাদযজ্ঞবিঘ্নং যজ্ঞমানঃ প্রাপ্নুয়াদ্বৃধাভিত্যুক্ত্যা তৎপরিহারঃ ॥

৬। “বিশ্বে দেবস্ত নেতুর্শ্বর্ত্যো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইষু্যসি দ্ব্যম্নং বৃণীত পুয্যসে স্বাহা ।”
 বোধায়নঃ—“অপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বাহজ্যপুর্নেন অচৌদ্রগ্রহণং জুহোতি বিশ্বে দেবস্ত
 নেতুর্শ্বর্ত্যো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইষু্যসি দ্ব্যম্নং বৃণীত । পুয্যসে স্বাহেতি” ইতি ।
 আপত্তম্—“দ্বাদশগৃহীতেন অচং পুরয়িত্বা বিশ্বে দেবস্ত নেতুরিতি পূর্ণাহতি ৬ বর্জী” ইতি ॥

বিশ্বে বিশ্বাত্মকস্ত নেতুর্জগন্নির্বাহকস্ত দেবস্ত সখ্যমভ্যুহং মর্ত্যো মরণবানযজ্ঞমানঃ সহসা
 বৃণীত । তচ্চ সখ্যমীদৃশেন স্তোত্রেন লভ্যতে । বিশ্বে হে বিশ্বাত্মক রায়ো ধনস্তেষুদ্যসীশিষে । স্তত্বা
 (ত্যা) পুয্যসে যজ্ঞপোষণায় দ্ব্যম্নং ধনং যাচেত । ইদং হবিস্তব হতমন্ত্র ॥ তমিদমৌদ্রগ্রহণমোমং
 বিধান্তান্ধ্যায়িকয়া পদং নির্বর্ত্তি—“প্রজাপতির্যজ্ঞমমৃজত সোহস্ম্যংসৃষ্টঃ পরাউৎসপ্রযজুর-
 ব্রীনাংপ্র সাম তমৃগদয়চ্ছতৃগুদয়চ্ছতৃদৌগৃহণত্বং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি ।
 পশায়মানং যজ্ঞপুরুষং গ্রহীত্বং প্রজাপতিনা প্রেরিতানাং ত্রিবিধমন্ত্রপুরাণাং মধ্যে যজুঃসাম-
 পুরুষো য যজ্ঞঃ প্রকর্ষণেণরলীনাদাবুগোৎ । ঋগেদবতা তু তং যজ্ঞমুদগৃহান্ত্রাদেবতদৃকসাধ্য-
 মমৃষ্টনমৌদ্রগ্রহণং ॥ তদেতদ্বিধন্তে—“ঋচা জুহোতি যজ্ঞস্তোতৃত্যে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ.
 ২) ইতি ॥ তদীয়ং ছন্দঃ প্রশংসতি—“অমৃষ্টপৃচ্ছন্দসামুদয়চ্ছদিত্যাহত্বান্দ্রাদমৃষ্টভা জুহোতি
 যজ্ঞস্তোতৃত্যে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি ॥ এতন্মন্ত্রগতমৃকত্বং ছন্দশ্চ যথা প্রশস্তং
 তথৈব পদসংখ্যামপি প্রশংসতি—“দ্বাদশ বাৎসবন্ধাহুদয়চ্ছদিত্যাহত্বান্দ্রাদদশভির্কোৎসবন্ধরিদো
 দীক্ষয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । যথা বৎস একেকেন পাশেন প্রবধ্যতে তথা
 বিশ্বে দেবস্তোত্বাদিষু দ্বাদশম্ পদেষ্টেকেকেন পদেন যজ্ঞো বধ্যতেহতন্তানি পদানি বাৎসবন্ধানি ।
 বৎসস্তেব বন্ধো বৎসবন্ধঃ । তদীয়ানি পদানি যজ্ঞমুদগৃহস্তীত্যাহঃ পূর্বেহভিজ্ঞাঃ । তদ্বিদোহ-
 ধর্য্যব ইদানীমপি তৈঃ পদৈর্জুহ্বতি ॥ পূর্কমভিজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যা ছন্দসঃ প্রশংসা কৃত্য । ইদানীং
 বাগাত্মকত্বেন ছন্দঃ স্ত যতে—“সা বা এষগ্নৃষ্টপাগ্নৃষ্টগ্যাদেতয়র্কা দীক্ষয়তি বা চৈবেন ৬ সর্কয়া
 দীক্ষয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । অমৃষ্টভো বাধিশেষত্বেন বাগুপত্বং ।
 ছন্দোস্তরস্তাপি তৎসমমিতি চেত্বর্হি প্রসঙ্গে সতি তদপি তথা স্তোতব্যং ॥ লিঙ্গোপজীবনেন মন্ত্রং
 স্তোতি—“বিশ্বে দেবস্ত নেতুরিত্যাহ সাবিত্র্যেতেন মর্ত্যো বৃণীত সখ্যমিত্যাহ পিতৃদেবত্যাতেন
 বিশ্বে রায় ইষু্যসীত্যাহ বৈশ্বদেব্যেতেন দ্ব্যম্নং বৃণীত পুয্যস ইত্যাহ পৌঞ্চয়েতেন সা বা এষসর্ক-
 দেবত্যা যদেতয়র্কা দীক্ষয়তি সর্কাভিরেবৈনং দেবতাভিদীক্ষয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২)

ইতি । প্রথমপাদে সবিতৃপর্যায়স্ত নেতৃশব্দস্ত প্রয়োগেন সাবিত্রত্বং । দ্বিতীয়পাদে মর্তশব্দেন মৃতপিতৃস্মৃচনাং পিতৃদেবত্বত্বং । তৃতীয়পাদে বিশ্বশব্দস্ত প্রয়োগাদৈশ্বদেবত্বং । চতুর্থপাদে পুষ্যদ ইত্যুক্তত্বাং পৌষত্বং ॥

অক্ষরসংখ্যামুপজীব্য ত্তোতি—“সপ্তাক্ষরং প্রথমং পদমষ্টাক্ষরাণি ত্রীণি যানি ত্রীণি তান্ যষ্টা-
বুপয়ন্তি যানি চত্বারি তাত্ৰাষ্টৌ যদষ্টাক্ষরা তেন গায়ত্রী যদেকাদশাক্ষরা তেন ত্রিষ্টুগ্ যদ্বাদশাক্ষরা
তেন জগতী সা বা ঐষর্কসর্কাণি ছন্দাৎ সি যদে তয়র্কা দীক্ষয়তি সর্কেভিরেবৈনং ছন্দোভির্দীক্ষয়তি’
(সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । প্রথমং পদমৃচি প্রথমঃ পাদঃ । দ্বিতীয়াদিষু ত্রিষ্-
পাদেবান্তি প্রত্যেকমক্ষরগতাষ্টসংখ্যা । দ্বিতীয়পাদে সথিয়মিত্যক্ষরত্রয়গাষ্টত্বং পূর্বীয়ং ।
প্রথমপাদং দ্বৈধা বিভজ্য ত্রীণ্যক্ষরাণি তৃতীয়পাদে চত্বারি চতুর্থপাদে গণনীয়ানি । তথা সতি
দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপাদা অক্ষরসংখ্যাভির্গায়ত্রাদিসমা ইতি ছন্দঃসম্পত্তিঃ । গায়ত্রাদীনাম্
ত্রয়াণাং সর্বত্রয়ে প্রাধান্যং সর্বচ্ছন্দঃসম্পত্তিঃ ॥ সপ্তসংখ্যামুপজীব্য ত্তোতি—“সপ্তাক্ষরং
প্রথমং পদং সপ্তপদা শকরী পশবঃ শকরী পশুনেবাবক্কে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২)
ইতি । বিধে দেবস্ত নেতুরিত্যত্র সপ্তাক্ষরাণি । প্রোষথে পুরো রথমিত্যত্র চ শকর্যামৃচি
সপ্তপাদাঃ । শকর্যাঃ পশুপ্রদত্বাং পশুরূপত্বং ॥ অশেষজগদ্ব্যবহারসমন্বয়েন মন্ত্ৰং ত্তোতি—
“একাদশাক্ষরাদিনাপ্তং প্রথমং পদং তস্মাদ্যদ্ব্যচোহনাপ্তং তন্মন্ত্ৰা উপজীবন্তি পূর্ণয়া জুহোতি
পূর্ণ ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাষ্ট্র্যে ন্যূনয়া জুহোতি ন্যূনাক্ষি প্রজাপতিঃ প্রজা অশ্বজত
প্রজানাং সৃষ্টৌ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । ষ্মাদনস্তামৃচি প্রথমঃ পাদ
একেনাক্ষরেণ ন্যূনস্তন্মন্ত্ৰা বাচঃ স্বরূপমনাপ্তমসম্পূর্ণমুপজীবন্তি । মূলধারাহুংপরো বায়ুশ্মৃদ্ধি-
পর্যন্তং প্রস্তুতো বক্তে তত্তৎস্থানেষু বর্ণায়ুংপাদয়তি । তদিদং বর্ণাভিব্যক্তলক্ষণং বাচচতুর্থং
পদং । পূর্বাণি তু ত্রীণি কণ্ঠাদধ এব রুঢ়াক্ষান্ভিব্যঞ্জয়িতুং শক্যন্তে । তথা চান্মায়তে—
“গুহা ত্রীণি নিহিতা নেজ্ঞান্ত তুরীয়ং বাচো মন্ত্ৰা বদান্ত” ইতি । এতেনাসম্পূর্ণবাহ্যবহার-
সাম্যং দর্শিতং । কিং চেয়মুত্তরেষু পাদেষুপূর্ণা তেন সৃষ্টিপূর্ণপ্রজাপতিসাম্যাত্বংপ্রাপ্তমে
ভবতি । প্রথমপাদে যদক্ষরন্যূনত্বং তেন সৃষ্টিশৃঙ্গজগদ্বীজসাম্যং প্রজোৎপত্তয়ে ভবতি ॥

৭ । “ঋক্সাময়োঃ শিলে স্থস্তে বামা রভে তে মা পাতমাহস্ত যজ্ঞস্তোদৃচঃ ।”—কল্পঃ—
“অথ যজ্ঞমানায়তনে কৃষ্ণাজিনং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপকৃণাতি তস্ত গুরুকৃষ্ণে সংমৃশতি
গুরুহস্তৌ ভবতি কৃষ্ণেহস্থলিষ্ক্সাময়োঃ শিলে স্থস্তে বামা রভে তে মা পাতমাহস্ত
যজ্ঞস্তোদৃচ ইতি” ইতি । হে গুরুকৃষ্ণে রেধে যুবাংক্সাময়ো সম্বন্ধিনী চিত্রে ভবথঃ । এতচ্চ
বাক্ষণে স্পষ্টী ভবিষ্যতি । তাদৃশৌ তে যুবাং স্পৃশামি । অস্ত যজ্ঞস্ত যেষমুত্তমা তয়োপলঙ্কিতা
যা কন্ধসমাপ্তিস্তৎপর্যন্তং তে যুবাং পালয়তম্ ॥ ইমং মন্ত্রমবতারয়ন্নাত্মায়িকয়া শিল্পত্বং
বিশদয়তি—“ঋক্সামে বৈ দেবেভ্যো যজ্ঞায়তিষ্ঠমানে কৃষ্ণো রূপং কৃষ্ণাংক্রম্যতিষ্ঠতাং
তেহমন্তস্ত যং বা ইমে উপাবৎস্ততঃ স ইদং ভবিষ্যতীতি তে উপামন্তস্ত তে অহোরাত্রয়ো-
ঋহিমানপনিধায় দেবায়ুপাবর্তেতামেষ বা ঋচো বর্ণো যজ্ঞক্স কৃষ্ণাজিনস্তেষ বা স্নো যং কৃষ্ণং”
(সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । ঋক্সামে দেবতে কেনাপি নিমিত্তেন দেবযজ্ঞার্থ-
নাত্মানমপ্রকাশয়মানে আত্মতিরোধানায় কৃষ্ণমৃগো ভূত্বা ভদীয়ং সম্পূর্ণং রূপং কৃষ্ণা দেবেভ্যোহ-

পত্রম্য কচিদপ্যুচে অতিষ্ঠতাং । দেবা বিচারিতবন্তো যং পুরুষমিমে ঋক্সামে প্রাপ্যাতঃ স ইদং যজ্ঞফলং প্রাপ্যাত্তীতি । দেবাস্ত ঋক্সামে রহসি কেনাপ্যুপায়েনোপচ্ছন্দিতবন্তঃ । তে উভে অহোবাত্রমহিমানং গুরুকৃষ্ণবর্ণদ্বয়ং স্বকীয়ে যুগশরীরে স্থাপয়িত্বা দেবসমীপমাগচ্ছতাং । কৃষ্ণাজিনস্ত যজ্ঞকৃৎ স এষ ঋচা স্বীকৃতোহক্ৰো বর্ণঃ । যং কৃষ্ণং স এষ সাম্না স্বীকৃতো রাত্রেবর্ণঃ ॥ শিল্পহমুপপাত্ত মন্ত্ৰং ব্যাচষ্টে—“ঋক্সাময়োঃ শিগ্রে স্থ ইত্যাহক্সামে এবাবরুদ্ধে” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি ॥ ন কেবলমুক্সামপ্রাপ্তিঃ । কিংবহোরাত্রসারপ্রাপ্তি-
চেত্যাহ—“এষ বা অক্ৰো বর্ণো যজ্ঞকৃৎ কৃষ্ণাজিনশ্চৈষ রাত্রিয়া যং কৃষ্ণং যদেবৈনয়োস্তত্র হত্বং তদেবাবরুদ্ধে” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি । এনয়োরহোরাত্রয়োঃ সম্বন্ধি যং সাবং তত্রক্সাময়োস্তত্র গৃঢ়ং তদপি প্রাপ্নোতি ॥ বিধত্তে - “কৃষ্ণাজিনেন দীক্ষয়তি ব্রহ্মণো বা এতদ্রূপং যং কৃষ্ণাজিনং ব্রহ্মণেবৈনং দীক্ষয়তি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি । ব্রহ্মবেদস্তদ্রূপত্বং কৃষ্ণাজিনস্ত । ঋক্সামশিল্পবীরত্বাদুপপন্নং । দীক্ষয়তি কৃষ্ণাজিনেন যজ্ঞমানং যোজয়তি । যোজনং দ্বিবিধং । আত্মার্গস্ত কৃষ্ণাজিনগ্রাহরোহণমত্ৰস্ত কৃষ্ণাজিনস্ত প্রাবরণং চ । তৎপ্রকার আপস্তম্বেন দর্শিতঃ - “কৃষ্ণাজিনেন যজ্ঞমানং দীক্ষয়তি দ্বাভ্যাং সন্য দীক্ষেতাস্তম্ভাভ্যাং বাহ্যং বহির্লোমাত্ম্যং যথেকং শ্রাদ্ধক্ষিণং পূৰ্ণং পাদং প্রাতীবাধ্যৎ” ইতি ॥

৮। “ইমাং ধিয়ৎ শিক্ষমাগস্ত দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সৎ শিশাধি যয়াহতি বিশ্ব ছুরিতা তরেম সূতর্ষণমধি নাবৎ রহেম ।”—কল্পঃ—“অথ দক্ষিণং জাঘাচ্যাস্পতীমাং ধিয়ৎ শিক্ষমাগস্ত দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সৎ শিশাধি যয়াহতি বিশ্ব ছুরিতা তরেম সূতর্ষণমধি নাবৎ রহেমিতি” ইতি ॥ হে বরুণ দেবেমামগ্নিষ্টোমবিষয়াং ধিয়মুপাদদানস্ত যজ্ঞমানস্ত সম্বন্ধিনং দক্ষং সমৃদ্ধমগ্নিষ্টোমং ক্রতুং সংশিশাধি সম্যগুপদিশু পারং নয় । বয়মপি পারং গন্তুং সর্বাণি বিয়রূপছুরিতানি যয়া নাবাহত্যন্তং তরেম তাং সূতেন তরণে সমর্থ্যামিমাং কৃষ্ণাজিন-
রূপাং নাবনধিরহেম । মন্ত্ৰস্ত স্পষ্টার্থতামাহ—ইমাং ধিয়ৎ শিক্ষমাগস্ত দেবেত্যাহ যথাযজু-
রেবৈতৎ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি ॥

৯। “উর্গত্ৰাঙ্গিরস্যর্ঘব্রদা উর্জং মে যচ্ছ পাহি মা মা মা হিৎ সীর্কিষোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজ্ঞমানস্ত শর্ম্ম মে যচ্ছ নক্ষত্রাণাং মাহতীকাশাং পাহি ।”—বোধায়নঃ—“প্রদক্ষিণং মেথলাং পর্য্যন্ততি উর্গত্ৰাঙ্গিরস্যর্ঘব্রদা উর্জং মে যচ্ছ পাহি মা মা মা হিৎ সীর্কিত অথ যজ্ঞমানং বাসসা প্রোর্বোতি বিষোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজ্ঞমানস্ত শর্ম্ম মে যচ্ছেতি বসনত্ৰাতীকাশেষু যজ্ঞমানং বাচয়তি নক্ষত্রাণাং মাহতীকাশাং পাহীতি” ইতি ॥ হে মেথলে ত্বদঙ্গিরসাং সম্বন্ধিতত্ত্বসরূপা কঞ্চলবন্মূহুরন্ততোহন্নরসং মে প্রযচ্ছ, মাং পালয়, হিংসাং বন্ধনেন বেদনারূপাং মা কুরু । হে বস্ত্র স্বং বিষোঃ সূতপ্রবমসি, যজ্ঞমানস্ত সূতং প্রযচ্ছ, মমাপি সূতং প্রযচ্ছ । হে বস্ত্র মাং নক্ষত্রপ্রকাশাং পাহি । শাখাস্তবাহুসারেণ হে উক্ষীষেতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ তদিদং বোধায়নেন মন্ত্রক্রমমুস্থত্যোক্তম্ । অপস্তম্বস্ত ব্রাহ্মণক্রমমুস্থত্য বস্ত্রমেথলয়ো পৌর্ক্যপর্য্যমাহ—“বিষোঃ শর্ম্মাসীত্যনেন বাসসা দক্ষিণমভ্যং যজ্ঞমানঃ প্রোবুতে, নক্ষত্রাণাং মাহতীকাশাং পাহীতি শিরঃ, উক্ষীষণে শিরো বেষ্টয়ত ইতি বাজসনেয়ং, শরমরী মোজী বা মেথলা ত্রিবৃৎপৃথ্যাত্তরতঃ-
পাশা তয়া যজ্ঞমানং দীক্ষয়তি বোক্ত্রেণ পত্নীমুর্গদীতি” ইতি । রজ্জুসদৃশী মেথলা । জটাসদৃশং

যোকত্রম্ । বস্ত্রপ্রাবরণং বিধন্তে—“গর্ভো বা এষ যদীক্ষিত উৰং বাসঃ প্রোণুতে তস্মাদ্ভাঃ প্রাবৃত্তা জায়ন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । দীক্ষিতস্ত গর্ভরূপত্বং বহুচ্চাক্ষণে প্রপক্ষিতং—“পুনৰ্কা এতম্বিজো গর্ভং কুর্কন্তি যং দীক্ষয়ন্তি” ইতি । পটসদৃশং গর্ভবেষ্টন-মূলং ॥ বিপক্ষে বাধকপুরসরমাচ্ছাদনস্থাপনয়নকালং বিধন্তে—“ন পুরা সোমঃ ক্রয়াদপোদীত যংপুরা সোমস্ত ক্রয়াদপোদীত গর্ভাঃ প্রজানানং পরাপাতুকাঃ স্ম্যঃ ক্রীতে সোমেহপোণুতে জায়ত এব তদথো যথা বসীয়াৎ সং প্রত্যপোণুতে তাদৃগেব তং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । সোমে ক্রীতে তত্তদৈব জায়তে ততো বস্ত্রাপনয়নং যুক্তং । কিং চাত্যস্তদনবস্ত্রং রাজাদিকং প্রীতি জনানাং দিদৃক্ষ্যাং পার্শ্বৈহৃদ্যষ্টিকাদিভিঃ সভায়া আবরণপটো যথোহপনীযতে তাদৃগেব তদिति দ্রষ্টব্যম্ ॥ উর্গস্থাদ্ধিরসীত্যত্মার্থণাত্মায়িকক্ম দর্শনম্বেশলাং বিধন্তে—“অঙ্গিরসঃ সূবর্গং লোকং যন্ত উর্জং ব্যতজন্ত ভতো যদত্যাশ্যত তে শরা অভবন্নৃগু শরা যচ্ছরময়ী মেথলা ভবতুর্জমেবাবন্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । অঙ্গিরোনাম-কানামুদীণাং পরস্পরমল্লরসে বিভজ্যমানে যদবশিষ্টং তচ্ছরনামকতৃণবিশেষকৃপেণাহবিভূতং তস্মা-দুর্গসীত্যাदिমন্ত্র উপপন্নঃ ॥ মেথলাবন্ধনপ্রদেশং বিধন্তে—“মধ্যতঃ সংনহতি মধ্যত এবাস্মা উর্জং দধতি তস্মান্মধ্যতঃ উর্জা ভূজতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । অথ যজমানস্ত শরীবমধ্যে রসং স্থাপয়তি । তস্মাৎ সর্কেহপি মধ্য উর্জা ভূজতে রসং ধাবয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ প্রকাবা-স্তুরেণ মধ্যদেশং স্তোতি—“উর্জং বৈ পুরুষস্ত নাভ্যো মেব্যম্ববাটীনমমেধ্যং যম্মধ্যতঃ সংনহতি মেধ্যং চৈবাস্তাদমেধ্যং চ ব্যাবর্তয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি ॥ শরময়ত্বং প্রশংসতি—“ইন্দ্রো বৃত্রাশ্চ বজ্রং প্রাহরং স ত্রেধা ব্যতবৎ স্যাস্তৃতীয়ত্বং রণস্তৃতীয়ত্বং যুগস্তৃতীয়ত্বং যেহন্তঃ শরা অনীধ্যান্ত তে শরা অভবন্তচ্ছরাণাৎ শরত্বং বজ্রো বৈ শরাঃ ক্ষুৎ থলু বৈ মনুষ্যস্ত ভ্রাতৃব্যো যচ্ছরময়ী মেথলা ভবতি বজ্রৈগৈব সাংসাং ক্ষুৎ ভ্রাতৃব্যং মধ্যতোহপহতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । যে বজ্রশাস্ত্রঃ শীর্গাঃ ক্ষুদ্রাবয়বান্তে শরাখ্যাস্তৃণকপাঃ শরা অভবন্ ॥ গুণং বিধন্তে—“এবৃদ্ধবতি ত্রিবৃদ্ধে প্রাণস্ত্রিবৃত্তমেব প্রাণং নধ্যতো যজমানে দধতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । প্রাণাপানব্যানবৃত্তিভিঃ প্রাণস্ত ত্রিগুণত্বং ॥ গুণান্তরং বিধন্তে—“পৃথী ভবতি রজ্জুনাং ব্যাবৃত্তো” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । রজ্জুনা হুস্মাণাং খটাদিস্থিতানাং ॥ “মেথলাযোকত্রয়োর্ব্যবস্থাং বিধন্তে—“মেথলা যজমানং দীক্ষয়তি যোক্তেণ পত্নীং মিথুনস্বায়” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । মেথলা যজ-মানস্ত স্ত্রী যোক্তরূপঃ পত্ন্যাঃ পুমানিতি প্রত্যেকং মিথুনত্বং ॥

১৩। “ইন্দ্রস্ত যোনিরসি মা মা হি৩সীঃ।”—বোধায়নঃ—“অথাশ্রিয়া কৃষ্ণবিষাণা ত্রিবলিকী পঞ্চবলিকী শাণ্যা রজ্জা পরিতৃপ্তাং তাং যজমানায় প্রবচ্ছতি—ইন্দ্রস্ত যোনিরসি মা মা হি৩সীরিতি যজমানঃ প্রতিগৃহ্নাতি” ইতি । আপস্তম্বো মত্ৰৈকাং মেনে ॥ কৃষ্ণ-বিষাণায়া ইন্দ্রযোনিম্মাখ্যায়িকক্ম বিশদয়দ্বিধন্তে—“যজ্ঞো দক্ষিণামভাব্যায়তাত্ সমভবন্ত-দিজ্ঞেহচায়ং সোহমম্বত যো বা ইতো জনিষ্যতে স ইদং ভবিষ্যতীতি তাং প্রাবিশন্তত্ ইন্দ্র এবাজায়ত সোহমম্বত যো বৈ মদিতোহপরো জনিষ্যতে স ইদং ভবিষ্যতীতি তত্ৰা অম্বম্বস্ত যোনিমাচ্ছিনং সা স্তবশাহভবন্তং স্তবশায়ে জন্ম তাৎ হস্তে হ্রবেষ্টয়ত তাং যুগেয়

ঋত্বাং সা কৃষ্ণবিষাণাহভবদিস্ত্র্য যোনিরসি মা মা হি৩সীতি কৃষ্ণবিষাণং প্রযচ্ছতি
সযোনিমেব যজ্ঞং করোতি সযোনিং দক্ষিণা৩ সযোনিমিহ ৩ সযোনিয়ায়* (সং. কা. ৬
প্র. ১ অ. ৩) ইতি । যজ্ঞদেবস্ত্র্য দক্ষিণাদেব্য স্হ যোগনিদ্রোহবগম্য ততো জাতঃ
সৰ্বমিদমৈশ্বৰ্য্যং প্রাপ্যাতীতি নিশ্চিত্য স্বয়মেব দক্ষিণাং প্রযিষ্ঠ্য ততোহজায়ত । পুনরপি
স্বস্বাদপরস্ত্র্য জনিস্ম্যমাণঃ সৰ্বং প্রাপ্যাতীতি স্ত্র্য মাতুৰ্ধোনিমাজ্জিনং । সা চ মাতা স্কৃতংপ্রসূতা
পশ্চাদ্বিযোনিষ্ঠেন বন্ধ্যাহভবৎ । ততো লোকে পশ্চাচ্চষ্টবীজা সূতবশা সম্পন্না । ততস্তাং
যোনিং হস্তে বেষ্টয়িত্বা পশ্চাদ্বিষাণভির্গুক্তাং তাং যোনিং কৃষ্ণমৃগেযু নিদধৌ । তত ইয়ং
কৃষ্ণবিষাণা যজ্ঞস্ত্র্য ভোগ্যা যোনিদক্ষিণায়্য অবয়বভূতা যোনিরিস্ত্র্য কারণভূতা যোনিঃ ॥

১৩। “কৃষৌ ত্বা সূসস্ত্রায়ৈ” কল্পঃ—“কৃষৌ ত্বা সূসস্ত্রায় ইতি তন্না বেদেদেৰ্শোষ্ট-
বুদ্ধিস্তি” ইতি । হে লোষ্টে শোভনসস্ত্রোপেত কৃষ্ণার্থং স্বামুদ্রায় ॥ মন্ত্রসামর্থ্যং দর্শয়তি—
“কৃষৌ ত্বা সূসস্ত্রায় ইত্যাহ তস্মাদকৃষ্টপচ্যা ওষধয়ঃ পচ্যন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩)
ইতি । নীবাবাদয়োহকৃষ্টপচ্যাঃ ॥

১৪। “স্বপিপ্লভাভ্যক্ণৌষীভ্যঃ” কল্পঃ—“স্বপিপ্লভাভ্যক্ণৌষীভ্য ইত্যর্থো প্রাপ্তে
শিরসি কণ্ডুয়েত” ইতি । যদা কণ্ডুয়নপ্রয়োজনং প্রসত্তং তদা কণ্ডুয়েত । হে শিরস্বাং
শোভনফলোপেতোষধার্থং কণ্ডুয়ে ॥ পিপ্ললশব্দসূচিতনাহ—“স্বপিপ্লভাভ্যক্ণৌষীভ্য ইত্যাহ
তস্মাদোষধয়ঃ ফলং গৃহ্ণিস্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি ॥ বিপক্ষবাবপুঃসরং
দ্বয়ং বিধন্তে—“যদ্বন্তেম কণ্ডুয়েত পামনংভাবুকাঃ প্রজাঃ সৃগ্যাংস্বয়েত নম্বং ভাবুকাঃ
কৃষ্ণবিষাণয়া কণ্ডুয়েতহপিগৃহ্ণ স্বয়েত প্রজানাং গোপীথায়” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩)
ইতি । পামাথ্যোগ্যবুক্তা দারিদ্র্যেণ বস্ত্রহিতাশ্চেত্যর্থঃ ॥ বিপক্ষবাবপূৰ্বকং কৃষ্ণবিষাণয়া-
স্ত্যাগং বিধন্তে—“ন পুরা দক্ষিণাভ্যো নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণানবচুতেদ্যং পুরা দক্ষিণাভ্যো
নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণানবচুতেদ্যোনিঃ প্রজানাং পরপাতুকা স্ত্র্যসীতিস্ব দক্ষিণাস্ত্র চাত্বালে
কৃষ্ণবিষাণাং প্রাস্ত্রতি যোনির্কৈ যজ্ঞস্ত্র্য চাত্বালং যোনিঃ কৃষ্ণবিষাণা যোনাবাব যোনিং
দধাতি যজ্ঞস্ত্র্য সযোনিয়ায়” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । দক্ষিণাভ্যো নেতো-
দক্ষিণানামুদ্বিগ্ভিরপন্নানাং । অবচুতেং পরিত্যজ্যেৎ । চাত্বালাদ্ধিষ্মায়ামুপবপতীতি
চাত্বালানামকালপার্ভাদ্ধিষ্মানানুপত্তেৰ্দ্ধিধাত্তমানত্বাচ্চাত্বালস্ত্র যজ্ঞযোনিঃ ॥

১৫। “স্বপস্থা দেবো বনস্পতিকর্ধ্বো মা পাহোদৃঢ়ো” বৌধায়নঃ—“অথান্মা উধ্বা-
গ্রমোদ্বধরং দণ্ডং প্রযচ্ছতি মুখেন সংমিত্৩ স্বপস্থা দেবো বনস্পতিকর্ধ্বো মা পাহো-
দৃঢ় ইতি যজমানঃ প্রতিগৃহ্ণতি” ইতি । আপস্তম্বো নৈক্যমাহ—“স্বপস্থা দেবো
বনস্পতিরिति তং যজমানঃ প্রতিগৃহ্ণ” ইতি । দণ্ডরূপো বনস্পতিকার্যো দেবঃ স্বপস্থাঃ ।
সুষ্টপৃষ্ঠীয়তেহবষ্টভ্যতে মৈত্রাবরুণেন ঐপ্রথকাল ইতি স্বপস্থাঃ । হে তাদৃগদণ্ড স্বমুধ্ববৃহত
আ সমাপ্তেৰ্শ্যং পালয় । যজমানায় দণ্ডপ্রদানং বিধন্তে—“বাইথৈ ধেবেভ্যেহপাক্রামদ্বজ্জা-
তিষ্ঠমানা সা বনস্পতীন্ প্রাবিশং নৈষা বাথনস্পতিকু বদতি যা হুমুভৌ যা তুণবে যা বীণয়াং
যদীক্ষিতদণ্ডং প্রযচ্ছতি বাচমেবাবরুদ্বো” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি । তুণবো
বেণুঃ ॥ ক্রমেণ গুণৌ বিধন্তে—“ওদ্বধরো ভবতুর্থা উদ্বধর উজ্জমেবাবরুদ্বো মুখেন সংমিতো.

ভবতি মুখত এবান্মা উৰ্জং দধাতি, তন্মানুখত উৰ্জা ভুজতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি ॥ যজ্ঞমানস্ত দণ্ডত্যাগং বিধতে. — “ক্রান্তে সোমে মৈত্রাবরুণায় দণ্ডং প্রযচ্ছতি মৈত্রাবরুণো হি পুরস্তাদৃষ্টিগ্ভ্যো বাচং বিভজ্জতি তামৃষিজো যজ্ঞমানে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি। মৈত্রাবরুণস্তত্র তত্র প্রৈষৈস্তেভ্য ঋধিগ্ভ্যো দস্তাষিতজ্জতি। তে চ ঋষিজো যজ্ঞমানার্থং তান্ মন্তান্ পঠন্তি। অতো মৈত্রাবরুণস্ত বাগ্ রূপো, দণ্ডো যুক্তঃ ॥

১৬। “স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা ত্বাপৃথিবীভ্যা৮।” (১৭) “স্বাহোরোরস্তরিক্ষাং স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভে।”—বোধায়নঃ—“অথৈনং যজ্ঞস্তাহারস্তং বাচয়তি স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা ত্বাপৃথিবীভ্যা৮ স্বাহোরোরস্তরিক্ষাং স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইতি” ইতি। আপত্ত্বঃ—“অথানুসীতকৃতি স্বাহা যজ্ঞং মনসেতি হে স্বাহা দিব ইতি হে স্বাহা পৃথিব্যা ইতি হে স্বাহোরোরস্তরিক্ষাদিতি হে স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইতি, মুষ্টি কৰোতি বাচং যচ্ছতি” ইতি। স্বাহাশব্দেনাব্যয়েন যথা ব্রাহ্মণমর্থ উপলক্ষণীয়াঃ। মনসা যজ্ঞমভিগচ্ছামি। ত্বাপৃথিব্যো-রস্তরিক্ষে চ যজ্ঞ আশ্রিতঃ। সাক্ষাদেব যজ্ঞং বায়োঃ প্রসাদাদারভে। সোহয়মূলক্ষণপ্রকাঃ ॥ তদেতদর্শয়তি—“স্বাহা যজ্ঞং মনসেত্যাহ মনসা হি পুরুষো যজ্ঞমভিগচ্ছতি স্বাহা ত্বাপৃথিবীভ্যামিত্যাহ ত্বাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞঃ স্বাহোরোরস্তরিক্ষাদিত্যাহান্তরিক্ষে হি যজ্ঞঃ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইত্যাহাং বাব, যঃ পবতে স যজ্ঞস্তমেব সাক্ষাদারভতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি। বাতস্ত ক্রিয়াহেতুত্বাদয়জ্ঞরূপত্বং। অত্র দ্বয়োহন্তয়োঃ কনিকাকারভা চতুর্দশমঙ্গুলীনাং চতুর্ভির্মুদ্রৈস্ত্র্যগ্ভাবাঃ। পঞ্চমেন মদ্রেনাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং দৃঢ়মুষ্টিবন্ধো বাঙনিয়মশ্চ। তদেতদ্বিধতে—“মুষ্টি কৰোতি বাচং যচ্ছতি যজ্ঞস্ত মুঠে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি। অপ্রমত্ত্বং যজ্ঞধ্বতিঃ ॥ অধ্বৰ্য্যোঃ কক্ষিয়ন্তমুংপাত্ত বিনিযুক্তে—“অদীক্ষিষ্ঠাং ব্রাহ্মণ ইতি ব্রিহপা৮ স্বাহ দেবেভ্য, এঐনং প্রাহ ত্রিকচৈরুভয়েভ্য এঐনং দেবনস্ত্রয়োভ্যঃ প্রাহ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি ॥ স্বাকৃতবাঙনিয়মস্ত নক্ষত্রোদয়াং পুরা বিমোকং নিষেধতি। “ন পুরা নক্ষত্রোভ্যো বাচং বিস্বজ্জদযং পুরা নক্ষত্রোভ্যো বাচং বিস্বজ্জদযজ্ঞং বিচ্ছিন্যাত্” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ॥

কালবিশেষে ঋতুমোহং বিধতে, বিশোককালে চ বক্তব্যং কক্ষিৎপ্রথমমুৎপাদয়তি—উদিতেষু নক্ষত্রেষু ব্রতং কৃণতেতি বাচং বিস্বজ্জতি যজ্ঞব্রতে ঐ দীক্ষিতো যজ্ঞমেবা ভি বাচং বিস্বজ্জতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি। যজ্ঞার্থং স্বীকৃতং বাঙনিয়মাদিরূপং ব্রতং যত্নাসৌ যজ্ঞব্রতঃ। তথা সত্যস্ত ক্ষীরদম্পাদনপ্রেষস্তাপি যজ্ঞার্থত্বান্নায়ং বাগ্মমোকো দোষকারী ॥ নক্ষত্রোদয়াং পুরা লোকিকবাণ্ডকারণে প্রায়শ্চিত্তমাহ—“যদি বিস্বজ্জৈবৈষবীমুচমকুজ্ঞাদ্যজ্ঞো বৈ বাক্ষুর্জ্জেন যজ্ঞং সন্তনোতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি। বৈষবী বিষো অং নো অন্তম ইতি কেচিৎ। ইদং বিস্মরিত্যন্তে ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“আকুট্যে জুহুয়াং যড়ভি, ঋক্সামেত্যজিনং স্পৃশেৎ। ইমামজিনমাবোহেদ্বদ্যত্বার্গতি মেধলাং ॥ ১ ॥ বিষোর্বস্ত্রোগার্গ্যতে, তং নক্ষত্র্যাবেষ্টেজ্জিহ্বঃ। ইন্ত্র দত্যাং কৃষ্ণশৃঙ্গং কৃষ্টো গোষ্টোক্তিত্তথা ॥ ২ ॥ স্থপি কণ্ডুনং মুর্দ্ধি, স্থপ দণ্ডপারগ্রহঃ। স্বাহাহানুসীতয়োস্তত্রৈৎ পঞ্চভেদেন বিংশতিঃ ॥ ৩ ॥” ইতি।

অথ নীমাংসা ।

পঞ্চমাব্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতম্—“ইষ্টিদণ্ডাদিভিদীক্ষা কিং বেষ্ট্যেবোক্তিতঃ ক্রমাৎ । যুক্তঃ সংস্কারঃ ইষ্ট্যেব দণ্ডাদেব্যজ্ঞকত্বতঃ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে শ্রু্যতে—“অগ্ন্যৈব-
ষ্ট্যবমেবাদশকপালাং নিকৃপেদীক্ষিস্থমাণঃ” ইতি । অত্ৰদপি শ্রুতং—দন্তেন দীক্ষয়তি মেথলয়া
দীক্ষয়তি কৃষাজিনেন দীক্ষয়তি” ইতি । তত্রেষ্টিবদণ্ডাদীনাং সাদনত্বাভিধানাং সর্কৈরিদং
দীক্ষ্যেতি চেন্নৈবম্ । ইষ্টেঃ ক্রিয়ারূপত্বাৎ সংস্কারহেতুত্বং যুক্তং । দণ্ডাদয়স্ত দ্রব্যরূপা ন
পূৰ্ব্বমং সংস্কৰ্ণং প্রভবন্তি । ন চৈতাবতা দণ্ডাদিবৈয়ৰ্থাৎ, দীক্ষ্যেতাহয়মিত্যভিযুক্তিরূপত্ব
দৃষ্টম্ প্রয়োজনম্ সদ্ভাবাৎ । তস্মাদিষ্ট্যেব দীক্ষা সিধ্যতি ।

তৃতীয়াধ্যায় সপ্তমপাদে চিস্তিতম্—দণ্ডাদীক্ষা দক্ষিণা তু শতং দ্বাদশভির্ভূতম্ । দ্ব্যর্থমুত
মুখ্যার্থং সোমশ্রেতৃত্বসিদ্ধত্বাৎ ॥ মুখ্যস্বদ্বয়ং মৈবং পারমার্থ্যবিভূষণা । বচনম্ ন যুক্তাহতঃ
প্রধানার্থমিদং স্থিতং” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাদক্ষিণে শ্রু্যতে—“দণ্ডেন দীক্ষয়তি”
ইতি । “তস্ত দ্বাদশশতং দক্ষিণা” ইতি চ । তত্র দীক্ষা মুখ্যস্বয়োকপকরোতি । তথা
দক্ষিণাহপি । ন চ বাচ্যং দীক্ষা সোমস্ত দক্ষিণা সোমস্তাতিবাক্যে ষষ্ঠা মুখ্যস্বন্ধ এবাবগম্যতে
ন স্বস্বস্বন্ধ ইতি । দীক্ষাদক্ষিণে সাক্ষাৎ সোমেনৈব সম্বন্ধীতাং স সোম পুনরঙ্গৈঃ সম্বধ্যত
ইতি পরম্পরয়া দীক্ষাদক্ষিণয়োঃ সঙ্গেরপি সম্বন্ধোহস্তি । তস্মাদ্ভ্যর্থঃ দীক্ষাদিকমিতি প্রাপ্তে
ব্রহ্মঃ - অব্যবহিতস্বন্ধ এব ষষ্ঠা অভিধেয়োহর্থঃ । তদ সন্তবে তু পরম্পরয়া সম্বন্ধঃ
কথঞ্চিদগ্ৰহেত । ইহ তু তৎসম্ভবাং পারম্পৰ্য্যং ন যুক্তং । তস্মাৎ প্রধানার্থং দীক্ষাদিকম ॥

চতুৰ্থাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতম্—“মৈত্রাবরুণকে দণ্ডানম্ প্রতিপত্তিতা । উত্থার্থকশ্চ-
তাহোহস্ত ধারণে কৃতকৃতাতঃ ॥ যুক্তোপযুক্তসংস্কারাহুপবোক্তব্যসংক্রিয়া । স্থিত্বা প্রৈষা-
নুবচনে দণ্ডোহপেক্ষ্যোহর্থকশ্চ তৎ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রু্যতে—“ক্রীতে সোমে মৈত্রাবরুণায়
দণ্ডং প্রযচ্ছতি” ইতি । তদেতদণ্ডানং প্রতিপত্তিকশ্চ । কৃতঃ । দণ্ডস্ত যজ্ঞানধারণেন
কৃতকৃতাত্বাৎ । যজ্ঞমানো হৃদযথ্যুণা দীক্ষাসিদ্ধার্থং দত্তং দণ্ডমাসোমক্রিয়াকারয়তি । অত
এবাহমাতং—“দণ্ডেন দীক্ষয়তি” ইতি । “যদীক্ষিতদণ্ডং প্রযচ্ছতি” ইতি চ । তস্মাদুপযুক্তম্
দণ্ডম্ দানং প্রতিপত্তিরিতি চেন্নৈবং । দণ্ডে ভবিষ্যদুপযোগ্যতাপি সদ্ভাবাৎ । যদা মৈত্রাবরুণঃ
স্থিত্বা প্রৈষাননুবক্ষ্যতি তদানীমবলম্বনায় দণ্ডোহপেক্ষিতঃ । অত এবাহমাতং—“দণ্ডী প্রৈষানদাহ
ইতি । তথা প্রতিপত্তিরূপাহুপযুক্তসংস্কারাদর্থকশ্চরূপ উপযোজ্যমাণঃ সংস্কারঃ প্রশস্তঃ ।
উপযোজ্যতুমেব হি সৰ্বত্র সংস্কারস্ত প্রবৃতিঃ । উপযুক্তে তু প্রতিপত্তিরূপস্ত সংস্কারস্তাহদরমাত্র-
পর্যবসায়িত্বেন তৎকার্যপর্যাবসানাভাবাদপ্রশস্তম্ । তস্মাদ্ভ্যোত্রাবরুণসংস্কারায় দণ্ডানমর্থকশ্চ ।
তথা সতি নিরূপপাবসতাপি দীক্ষিতে দণ্ডং সংপাদনশ্চেতদানং প্রয়োজকং । তৃতীয়াধ্যায়স্ত
দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতম্—“উত্তিষ্ঠন্ প্রবদেদগ্নীনিত্যাদিকং তথা । কৃণুত ব্রতমিত্যেবং পঠ্যাতো
বিশৃঙ্খতে ॥ মন্ত্রো বিধেয়ো কালো বা মন্ত্রাবুখানমোকয়োঃ বিনিবেদ্যৌ ন কালস্ত লক্ষণা
যজ্ঞাতে বিধৌ ॥ মন্ত্রার্থানম্বয়ান্ত্র তদ্বিধিনৈব লক্ষ্যতে । আগত্যা লক্ষণাহ্যস্ত তেন কালো
বিধীয়তে” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে সম্যমনস্তি—“উত্তিষ্ঠান্নাগ্নীদগ্নীবিহর” ইতি । তথা ব্রতং
কৃণুতেতি বাচ্যং বিশৃঙ্খতি” ইতি । তত্রাহয়ীং সৰ্বোধ্যাগ্নিবিহরণাদিষ্টপ্রযুক্তো মন্ত্রোহনেন

বাক্যেনোখানশেষতয়া বিনিযুক্ত্যতে। তথা মুষ্টিং কৃদ্ধা নিয়মিতবাচো দীক্ষিতস্ত বাগ্মিমোকে
ব্রতং কৃণুতেতি মন্ত্ৰো বিনিযুক্ত্যতে। ন চাত্ৰোখানবিমোকশকৌ কাললক্ষকৌ তৎকালয়ো-
র্বিধেয়ত্বৈ সতি লক্ষণায়া অত্ৰাস্ত্যাদিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অগ্নিবিহরণপ্রৈষে পুয়ঃপানকপব্রত-
সম্পাদনপ্রৈষে চাধিতাবেতৌ মন্ত্ৰৌ ন তুথানে বাগ্মিমোকে চ। অতোহসমর্থয়োর্কিনিয়োগা-
সম্ভবাদগত্যা লক্ষণামপ্যঙ্গীকৃত্য কালো বিধীয়তে ॥

অথ ছন্দঃ ।

‘অম্বো দেবীরিতি ত্রিপদা বিরাট্ । বিধে দেবন্তেত্যম্বষ্টপৃ। ইমাং দ্বিয়মিতি ত্রিষ্টপৃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণচর্য্যাবিরচিতৈ মাদবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয়োহম্বুবাকঃ ॥ ২ ॥

• • •

মন্ত্ৰার্থ-আলোচনা ।

— * —

দ্বিতীয় অম্বুবাকে দীক্ষা-বিধি কথিত হইতেছে। প্রাচীনবংশ শাখায় প্রবেশ করিবার প্রক্রিয়া-
পদ্ধতি প্রথম অম্বুবাকে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। দীক্ষা-নিয়ম রূপ তপের দ্বারা পূর্বোক্ত
শাখাপ্রবিষ্ট দীক্ষাভিলাষী ব্যক্তির শরীর-ভুক্তি সংসাধিত হইলে, দেবযজনে তাঁহার অধিকার
জন্মে। তাহার পর তাঁহার দীক্ষা-বিধি। সুতরাং দীক্ষণীয়-তীতিতে মন্ত্ৰ-সমূহের অতিদেশ-প্রযুক্ত
দীক্ষাহুতি-বিষয়ক মন্ত্ৰ-সমূহ এই দ্বিতীয় অম্বুবাকে উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবম্প্রকার
অনুক্রেমণ করিয়া অম্বুবাকের মন্ত্ৰ-সমূহের অর্থ-নিকাশনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিনিয়োগ-সংগ্রহে দ্বিতীয় অম্বুবাকের মন্ত্ৰ-সমূহের যে প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, নিম্নে
তাহা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—‘আকূতো’ প্রভৃতি ছয়টি মন্ত্ৰে অগ্নিতে প্রথমে আহুতি
দিবে। তার পর ‘ঋকসাময়োগঃ’ প্রভৃতি মন্ত্ৰে কৃষ্ণাজিন স্পর্শ করিবার বিধি। ‘ইমাং দ্বিয়ং’
প্রভৃতি মন্ত্ৰে সেই কৃষ্ণাজিনের উপর আরোহণ করিয়া, ‘উর্গত্ৰাস্মিরহ্যগ্নত্রা’ প্রভৃতি মন্ত্ৰে
মেথলা-বন্ধন করিবে। তার পর ‘বিযোঃ শর্ম্মাসি’ প্রভৃতি মন্ত্ৰে উর্গতত্ত্ব নিশ্চিত বস্ত্র গ্রহণ
করিয়া, ‘নক্ষত্রাণাং’ প্রভৃতি মন্ত্ৰে সেই বস্ত্র দ্বারা মন্তক বেঠন অর্থাৎ আবৃত করিবার উপদেশ
প্রদত্ত হইয়াছে। ‘ইন্দ্রস্ত্র যোনিরসি’ প্রভৃতি মন্ত্ৰে কৃষ্ণসার-মৃগের শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া ‘কৃষৌ’
মন্ত্ৰে তাহাকে ভূমিতে স্থাপিত করিবে এবং ‘সুপিপ্ললাভাঃ’ প্রভৃতি মন্ত্ৰে শিরঃকণ্ঠয়ন এবং
‘সুপহা’ প্রভৃতি মন্ত্ৰে দণ্ডগ্রহণ। তদনন্তর ‘স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা’ প্রভৃতি মন্ত্ৰে অগ্নিতে
আহুতি প্রদান করিতে হইবে। বিনিয়োগ-সংগ্রহ মতে দ্বিতীয় অম্বুবাকে বিংশতি-সংখ্যক
মন্ত্ৰের সমাবেশ আছে। যাহা ইউক, মন্ত্ৰের এবম্বিধ প্রয়োগ ও বিনিয়োগ অম্বুবাকের ভাষ্যকার
মন্ত্ৰের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা একে একে তদ্বিষয়েব আলোচনা করিতেছি।
তাহাতে বুঝা যাইবে,—বিনিয়োগে যে মন্ত্ৰে যে প্রক্রিয়া উপলক্ষিত, ভাষ্যে সেই মন্ত্ৰে তৎ-
সাধনোপযোগী সেই সামগ্রীই লক্ষিত হইয়াছে এবং সেই ভাবেই ভাষ্যকার মন্ত্ৰের সম্বোধনাদি
অধ্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

প্রথম-দৃষ্টিতে এই অনুবাকের প্রথম পাঁচটি মন্ত্র সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইলেও ভাবোদ্ধারে বড়ই প্রয়াস পাইতে হয়। অগ্নির বিশেষণ-পদগুলি বিশেষ সংশয়-সমস্তা উৎপাদন করে। ভাষ্যে দৃষ্ট হয়—এই মন্ত্র-পাঁচটি হোমকারণে প্রযুক্ত। প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণে ঋকের দ্বারা আজ্ঞাঙ্কিত হইতে দীক্ষাহুতি প্রদান করিতে হয়। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—‘যজ্ঞ করিব—এইরূপ মানস সঙ্কল্প আকৃতি বলিয়া অভিহিত। নির্বিশেষে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, তদ্বৎশ্রেণী অগ্নিতে এই হবিঃ আহুতি প্রদান করিতেছি। শ্রুতিগত ফল-সাধনধারণাশক্তি—মেধা। সেই মেধা সিদ্ধির নিমিত্ত আমার মনোভিমানী অগ্নিতে এই হবিঃ আহুতি প্রদান করি। ব্রতনিয়ম দীক্ষাপদবাচ্য। দীক্ষাসিদ্ধির নিমিত্ত আমার শারীর-তপোভিমানী বহিতে এই হবিঃ স্নহত হউক। মন্ত্রোচ্চারণশক্তি সরস্বতীপদবাচ্য। তৎসিদ্ধির নিমিত্ত আমার বাগিন্দ্রিয়পোষক অগ্নিতে এই হবিঃ স্নহত হউক। বৃহস্পতি হবিদ্বারা আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। হে আপ! তুমিও আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত কর। জীবাপৃথিবীও আমাদিগের পরিবর্দ্ধন-সাধন করুক। বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুক। কিরূপ আপ? বৃষ্টিরূপে দ্রাবলোক হইতে আগত বলিয়া দেবী এবং বহুল; এবং শস্ত্রপাচন দ্বারা জগতে শস্ত্রবৃদ্ধিকারী। সেই আপ আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুক।*

আমরা যে মন্ত্রার্থ আমনন করিয়াছি, তাহা আমাদিগের মন্ত্রস্মারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুবাদন করিলেই উপলব্ধি হইতে পারিবে। এক্ষণে তাহার সঙ্গতির বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যকার প্রথম চারি মন্ত্রস্থ ‘অগ্নি’ শব্দে সাধারণ অগ্নিকেই অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেবকে) লক্ষ্য করিয়াছি। কারণ, সোম-বাগ বা দর্শপোণমাস বাগের লৌকিক হোমাগ্নি কেবল হবির্দ্রব্য ভস্মসাৎ করেন। আব জ্ঞানাগ্নি মানবের কৃত সকল কর্মের ক্ষয় বিধান করিয়া থাকেন—‘জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।’ আমরা মনে করি, যে ফল কামনা করিয়া তদ্বৎশ্রেণী যাহাই অর্পিত

* এই পাঁচটি মন্ত্র শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতার (চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম কণ্ডিকা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে মহীধরকৃত ভাষ্যে মন্ত্রসমূহে যে ভাব প্রকাশিত আছে, এস্থলে তাহা প্রদান করিতেছি। মহীধরের সেই ভাষ্য অনুসারে এ মন্ত্র-পাঁচটিতে যে অর্থ উপলব্ধ হয়, তাহার একটু পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে; যথা,—

(১) ‘যজ্ঞ করিব’—এইরূপ মানস-সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্ত সেই সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রযোজক অগ্নিদেবের উদ্দেশে ইহা স্নহত হউক। (২) মন্ত্রে ও তন্ত্রে ধারণাশক্তি-সিদ্ধির জন্ত মনোভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) স্নহত হউক। (৩) ব্রতনিয়ম-সিদ্ধির নিমিত্ত মদীয় শারীরতপোভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) স্নহত হউক। (৪) মন্ত্রোচ্চারণশক্তি-সিদ্ধির জন্ত বাগিন্দ্রিয়পোষক অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) স্নহত হউক। (৫) হে জলরাশি! হে জীবাপৃথিবী! হে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ! তোমাকে এবং বৃহস্পতিকে হবিঃ দান করিতেছি। তাহা স্নহত হউক। কিরূপ জলরাশি? স্রোতমান, প্রভূতা এবং জগতের স্রুজনিিকা।’

হউক না কেন, তাহা সকলই সেই জ্ঞানদেব ভগবানে গিয়া পৌঁছায়। স্মৃত্যং এই উদার সাক্ষরজনীন ভাব গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিলাম। মন্ত্র যে কার্যেই বিনিয়ুক্ত হউক, তাহার অর্থ উদার ও সন্ধীর্ণতাহীন হওয়াই সঙ্গত। এখানেও অমুবাকের প্রথম মন্ত্রস্থ ‘আকুতৌ’ পদে, তদমুসারে, ‘উদ্বোধন (তত্ত্বজ্ঞান) যজ্ঞ করিবে’—এইরূপ সঙ্কল্প অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছি। মেধা (১ম মন্ত্রস্থ) ও দীক্ষা (২য় মন্ত্রস্থ) শব্দেও সেইরূপ ভাব নিক্ষেপিত করা হইয়াছে। মেধা—ভগবদ্বিষয়ক ধারণা-শক্তি। দীক্ষা ব্রতনিয়ম অর্থাৎ সংকল্প-নিবহ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে সাধকের ক্রমোন্নতির ভাব ছোঁতাই হইতেছে। প্রথমে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প (মানস—ইচ্ছা) জন্মে, পরে তদ্বিষয়ের ধারণা (পুনঃপুনরমুশীলন দৃঢ়তা) হয়; শেষে সেই কর্মের অনুষ্ঠান। এখানে ‘আকুতৌ’, ‘মেধায়ৈ’ ও ‘দীক্ষায়ৈ’ পদত্রয়ে মন্ত্রে সেই ভাবই ছোঁতানা করিতেছে। ভগবান্ (জ্ঞানদেব) সর্ব্বময়,—বিশ্বাত্মা এবং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। যিনি (সাধক) যে ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করেন, উপাসনা করেন, যে অভীষ্ট-ফল কামনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে (সাধকে) সেই ভাবে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাই সাধক গাহিয়াছেন—“যে ভাবে যে ভাবে সে ভাবে তারে, তার হে রূপাময় এ ভব হস্তরে।” এক্ষেত্রেও ‘প্রযুক্তে’, ‘মনসে’ ও ‘তপসে’—অগ্নির এই বিশেষণপদত্রয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সাধক সাধনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাহ্য কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাই (হৃদগত সম্ভাব্য—ভক্তি জ্ঞান) ‘স্বাহা’ বলিয়া ভগবানে অর্পণ করিতেছেন। ভাষ্যকার ‘স্বাহা’ পদের ‘স্বহৃতমন্ত্ৰ’ প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন; কিন্তু কি স্মৃত হইবে, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। মনে হয়—হোম-কার্য্যে মন্ত্র প্রযুক্ত বলিয়া ‘হবিঃ’ (বৃত্তাদি) ভাষ্যকারের আহুতির (স্বাহা প্রতিপাদ্যে) কর্মরূপে লক্ষিত হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে বাক্যসংঘম বাক্যসিদ্ধির জন্ত বাগিন্দ্রিয়পোষক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে। ভাষ্যকারও সেই ভাবই অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

পঞ্চম মন্ত্রে জল-স্থল স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরিক্ষ-সর্ব্বত্র ভগবানের বিভূতি-দর্শন, ভগবানের সত্তা উপলব্ধি ও তাঁহাদিগের উদ্দেশে নিজের সত্তা বিনিয়োগের ভাব প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ‘জল’ ‘স্বর্গ’ ‘মর্ত্য’ ও ‘অন্তরিক্ষ’ অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই সেই পদে তত্ত্বদধিষ্ঠাতৃ ‘দেব’ বা দেববিভূতি—এইরূপ অলৌকিক অর্থ স্বীকার করিয়াছি। অলৌকিক বেদের সঙ্গে লৌকিক পদার্থের সম্বন্ধ যোজনা না করাই সঙ্গত মনে হয়। সেইজন্ত ‘উরো’ ও ‘অন্তরিক্ষ’ স্থলে বচনব্যত্যয় (বহুবচন স্থানে একবচন) স্বীকার করা হইয়াছে। আর ‘বৃহতাং দেবানাং পতিঃ’ এই সমাসস্থলে ‘বৃহস্পতি’ পদে বোধিদেব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অজ্ঞাত বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আর কোনও মতবৈধ ঘটে নাই। আমাদের ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। তবে পঞ্চম মন্ত্রের অন্তর্গত আপঃ, জ্বাপৃথিবী, উরো, অন্তরিক্ষ, বৃহতীঃ, বিশ্বশ্চুবঃ প্রভৃতি পদ সেই একই ‘দেবীঃ’ পদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলে, মন্ত্রার্থের অধিকতর সঙ্গতি হইত বলিয়াই মনে হয়। তাহাতে বুঝাইত—সেই দেবীগণ কেমন ? তাঁহারা ‘আপঃ’ অর্থাৎ স্নেহসম্ভাব্যাদিরূপে প্রকাশমান। তাঁহারা ‘জ্বাপৃথিবীঃ’ অর্থাৎ স্বর্গস্থ ও জগতস্থ সম্ভাব্যনিবহের অভ্যন্তরবর্তী; ইত্যাদি। এইরূপে এক এক বিভূতির মধ্য

বিয়া তাঁহার ‘বিশ্বসভুবাঃ’ অর্থাৎ সংসারের স্বথজনয়িত্রী হইয়া বিদ্যমান আছেন মনে করিলে, মন্ত্রার্থ অধিকতর সরল ও সঙ্গত হইত। তাহাতে ভাব দাঁড়াইত,—সেই যে দেবীগণ বা দেব-বিকৃতিসমূহ তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের সমস্ত ভাবসমূহ প্রদান করিতেছি; অর্থাৎ সকল বস্তুতে সকল কার্যে আমরা সতের অনুসরণ করিতেছি।’ এই ভাবই প্রকৃষ্ট ভাব নহে কি?

ষষ্ঠ মন্ত্রের (‘বিশ্ব দেবন্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রের) ভাবার্থ বিষয়ে ভাষ্যের সহিত আমাদের অঙ্গ মতমৈত্র বটিয়াছে। কয়েকটা পদের অর্থ লইয়াই সে মতপার্থক্য। আমাদের মন্ত্যাহুসারিণী ব্যাখ্যা-দৃষ্টে ও প্রচলিত ভাষ্য-দৃষ্টে সে বিষয় সঙ্ক্ষেপেই অন্তর্নিহিত হইবে। ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘বিশ্বাত্মক জগন্নির্বাহক দেবতার সখা মরণবান যজমান সহসা কামনা করেন। এতদ্রূপকার স্তোত্রের দ্বারা সেই সখিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বাত্মক ধন ও ষণ তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হয়। আর যজ্ঞোপবেশের নিমিত্ত তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা করে। এই হবিঃ সূহৃত হউক।’ ভাষ্য-দৃষ্টে প্রতীত হয়,—এই মন্ত্রটি ঔদগ্ৰভণ হোম-কার্যে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। চতুর্গৃহীত গ্রহণ করিয়া আত্মপূর্ণ স্ফের দ্বারা এই হোম করিবার বিধি। যাহা হউক, মন্ত্রটিকে মুক্তিপথের একটা স্তর বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। মন্ত্র ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে; বলিতেছে,—‘ভগবান্ লীলাময়। তাঁহার লীলাচক্রে এই জগৎ আবর্তিত ও পরিবর্তিত হইতেছে তিনি মুক্তির প্রদান সহায়। এই বিশ্ববাসী মানব তাঁহার সাহায্য-প্রার্থনা করিতেছেন। ধনার্থী ধন কামনা করিতেছেন, জ্ঞানার্থী জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছেন, আবার ষণ-প্রার্থী ষণঃ চাহিতেছেন। যিনি সার্বিক হইতে ইচ্ছুক, তিনি সমস্ত-শাস্তি ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান্ সর্বাভীষ্টপূরক। চাওয়ার মত চাহিতে পারিলে, তিনি সকলের সকল কামনাই পূর্ণ করেন।’ মন্ত্রে এইরূপে লীলাময়ের লীলা-মহিমা বোধিত হইয়াছে।

যে কয়টা পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতানৈক্য বটিয়াছে, তন্মধ্যে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যে ‘দেবন্ত’ পদের ‘দানাদিগুণযুক্ত সবিভূঃ’ প্রতিবাক্য পরিদৃষ্ট হয়। সে অর্থও অসঙ্গত নহে। পবস্তু ‘দেব’ শব্দের মূল দিব্-ধাতুতে ‘ক্রীড়া’ অর্থ অভিহিত হয়। তদনুসারে এখানে আমরা ‘লীলাময়’ অর্থ গ্রহণ করিতেছি। লীলা ও ক্রীড়া এক পর্যায়ায়ক শব্দ। তাঁহার লীলায় এ জগৎ পরিচালিত, তাঁহার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা সঙ্গত। ‘সখা’ শব্দে সখিভাব বা সাহায্য—এক অভিন্ন ভাবই স্ফোটিত হয়। * ভাষ্যকার ‘ইশ্বাসি’ পদের যে ‘যাচ্-ক্রার্থ’ অভিহিত করিয়াছেন, আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। এখন মন্ত্রের শেষ ‘স্বাহা’ পদের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যে এ পদের কোনও অর্থ প্রকাশিত দেখা যায় না। আমরা ঐ পদে ‘এবা প্রার্থনা সিন্যতু’—‘আমাদের পূর্বোক্ত প্রার্থনা সিদ্ধ হউক’

* গুরুযজুর্বেদের চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টম কণ্ডিকায় এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সেখানে মহীধরের ভাষ্যে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা এই,—সকল মনুষ্য ফলপ্রাপক ও দানাদিগুণযুক্ত সখিতার সখিভাব (সখা) প্রার্থনা করেন; এবং সকল ব্যক্তিরই ধনের জ্ঞাত সখিতাকে প্রার্থনা করেন ও ষণ বা অন্ন তাঁহার নিকট কামনা করেন। কি জ্ঞাত? প্রজাপালনের জ্ঞাত। যিনি এইরূপ সখিতা, তাঁহার উদ্দেশে ‘হা সূহৃত হউক।’

অথবা ‘অন্নদগ্নুষ্টিতং যজ্ঞঃ সূহৃতমন্ত্ৰ’ অর্থাৎ ‘আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সূসম্পন্ন হউক’—এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। ‘স্বাহা’-শব্দে নিপাত বুঝায়। তাহা হইতে সকল অর্থই গৃহীত হইতে পারে। মন্ত্রের পূর্বাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ‘স্বাহা’ বলিয়া সিদ্ধি কামনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের এই ভাবই সূসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

এক্কে দ্বিতীয় অনুবাকের সপ্তম (‘ঋকসাময়োঃ’ প্রভৃতি) মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্য-দৃষ্টে ব্যাখ্যা, এই মন্ত্ৰ উচ্চারণে কৃষ্ণাজিনধরের সন্ধি-স্থান স্পর্শ করিতে হয়। তাই মনে হয়—মন্ত্ৰটী কৃষ্ণাজিন সঙ্ঘে পঠিত হয় বলিয়াই ভাষ্যকার সঙ্ঘোদনকপে ‘কৃষ্ণাজিন’ পদ অধ্যাক্ত করিয়াছেন। আমরা বলি,—মন্ত্ৰ যে কার্য্যে পঠিত হউক, তাহার ভাব উদার বিশ্বজনীন। কর্ম্মকাণ্ডে কৃষ্ণাজিন সঙ্ঘোদ্য হইলেও, মন্ত্ৰধ্বয়ের মূল লক্ষ্য—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। প্রার্থনা—ভববন্ধনমোচনমূলক। ভাষ্যের অনুসরণে এই সপ্তম মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই,—‘হে কৃষ্ণাজিনস্থ গুরু ও কৃষ্ণ রেখা! তোমরা হইজন, ঋগভিমানী ও সামাভিমানী দেবতাদের সঙ্ঘে চাতুর্য্যরূপী হইয়া থাক। তাদৃশ তোমাদের ছই জনকে আমি স্পর্শ করিতেছি। তথাবিধ তোমরা (ছই জন) আমাকে পালন কর। এই যজ্ঞ-সাবক যে ঋক উত্তমা, সেই ঋক উপলব্ধিত যে কর্ম্ম করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই কর্ম্মের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তোমরা উভয়ে আমাদের সেই কর্ম্মকে পালন কর।

(ঋক ও সাম বেদাভিমানী দেবদ্বয় দেবগণের যজ্ঞার্থ উপস্থিত হওয়ার পর কোনও কারণে কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণা করিয়া দেবগণের নিকট হইতে পলায়ন করতঃ দূরে কোনও স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। সেই মৃগের চক্ষু যে গুরু বর্ণ বিজ্ঞমান, তাহা ঋক-স্বকপ, আর যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা সামস্বরূপ। মন্ত্রের সহিত এইরূপ আপ্যায়িকা বিজ্ঞমান)।

যাহা হউক, আমরা যে পথে যে দিক্ দিয়া মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম, আমাদের মর্ম্মাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন কবিলে, তাহা প্রতীয়মান হইবে। আমরা মনে করি—এ মন্ত্ৰ প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত করিতেছে। ‘স্বঃ’ এই দ্বিবচনান্ত ত্রিষ্মাপদে দ্বিবচনান্ত কর্ত্তৃপদ জ্ঞাতনা করিতেছে। তদনুসারে দেববিভূতি অশ্বিদ্বয়কে (আধির্বাধি-নাশক দেবদ্বয়কে) আমরা সঙ্ঘোদ্য মনে করিয়াছি। তাঁহাদের নিকটে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—‘মা পাতমাস্ত যজ্ঞস্তোদুচঃ’ অর্থাৎ,—আমার এই আরক্ত উদ্বোধন-যজ্ঞ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে পালন করুন; অর্থাৎ হে বহিরন্তর্য্যাদিনাশক দেবদ্বয়! যাহাতে এই ব্যাধিধ্বয় উদ্বোধন যজ্ঞকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, আপনারা তাহাই করুন। আমার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি (পীড়া) বিনাশ করুন।’ সেই দেববিভূতি অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ? ‘ঋকসাময়োঃ শিল্পে’ অর্থাৎ ঋক ও সামবেদের শিল্পী অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক। দেবতা ও দেববিভূতি—তন্মতঃ একই পদার্থ। বিভূতি-সমষ্টিই দেব বা ভগবান্। ব্যষ্টি তাঁহার বিভূতি। স্তমভাঃ ভগবদ্বিভূতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ঋক বা সামবেদের অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে ‘বামারক্তে’ বলিয়া আরাধনা করি—এই ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার ‘আরক্তে’ পদের ‘স্পৃশামি’ প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আরম্ভবাচক আপূর্ষক ‘রত্’ ধাতুর স্পর্শ অর্থও লক্ষণমূলক। আমরাও ভাবসঙ্গতি রক্ষার জন্য লক্ষণা-দ্বারা ঐ ধাতুর ‘আরাধনা’ অর্থ স্বীকার

করিয়াছি। ‘যজ্ঞ’ শব্দের সাধারণ সোমযাগাদি অর্থ না ধরিয়া বিশেষ উদ্বোধন-যজ্ঞ অর্থ আমরা গ্রহণ করি। আকাজ্জা—ভগবৎপ্রাপ্তি। কামনা—আত্মায় আত্মসংশ্লিষ্ট। তদুদ্দেশ্যে যে যাগ নিষ্পন্ন হয়, তাহা আত্মোদ্বোধন যজ্ঞ ভিন্ন অত্ৰ কিছুই হইতে পারে না।

অষ্টম (‘ইমাং ধিয়ং’ প্রভৃতি) মন্ত্র প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাষাত্বসারে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ জাম্বুর (হাঁটুর) দ্বারা কৃষ্ণাজিনের উপর আরোহণ করিতে হয়। তাই কৃষ্ণাজিন এই মন্ত্রে উপলক্ষিত। মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে বরুণদেব! অগ্নিষ্টোম বিধনক ধী-শক্তি লাভেচ্ছ যজ্ঞমানের সম্বন্ধী সমৃদ্ধ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ বিষয়ে সম্যক উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাকে যজ্ঞের পারে লইয়া যাও তর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর। যে নৌকা দ্বারা বিঘ্নরূপ দূষিত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সুখে তারণসমর্থ এই কৃষ্ণাজিনরূপ নৌকার আমরা পারে গমন জন্ত অধিরোহণ করিতেছি।’ আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের আকাজ্জা প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যে কর্ম সংসার-সমুদ্র উত্তরণের সহায়ক, সেই কর্ম বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের কামনা প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভগবৎপ্রীতিকর কর্মই—সংসারবারিধি উত্তরণের, পাপকলুষ দূরীকরণের—একমাত্র তরুণীস্বরূপ। নৌকার সাহায্যে মানুষ যেমন দ্রুত বারিধি উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় সংকর্ম—ভগবৎপ্রীতিকর কর্মরূপ তরুণীর সাহায্যে মানুষ তেমনি তশেষ দূষিত বা পাপ-সমুদ্র রূপ ভববারিধি উত্তীর্ণ হইতে পারে। সংকর্ম-সাধন—ভগবৎ-প্রেরণা ভিন্ন সম্ভবপর হয় না;—সে প্রেরণার উন্মেষও সহসা ঘটয়া উঠে না। তাই প্রথমে কর্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া সেই কর্মের সম্যক সাধনে ভবাক্সি-পারে গমন জন্ত পরম কারুণিক ভগবানের নিকট সাধক প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সাধক কহিতেছেন,—‘হে ভগবন! তত্তি তকিঞ্চন অজ্ঞান আমরা। জানি না—কেমন করিয়া আপনার পূজা করিতে হয়? বুঝি না—কেমন করিয়া আপনাকে ডাকিতে হয়। যাহাতে আমরা অনায়াসে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি, আপনি রূপা করি আমাদেরিকে সেই কর্মসামর্থ্য প্রদান করুন। আপনি বুঝাইয়া দেন,—কেমন করিয়া আপনি পূজা করিতে হয়; আপনি শিখাইয়া দেন,—কি বলিয়া আপনাকে ডাকিতে হয়।’ ফলত আত্যস্তিক-ত্ৰুঃখনিবৃত্তি এবং পরমসুখসাধনই এই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর নবম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত পাঁচটি মন্ত্রের বিষয় অন্বেষণ করুন। যিনি যোগ-ও মতে এবং তদনুসরণে ভাষ্যমতে ‘উর্গ’ প্রভৃতি মন্ত্রে শণমুঞ্জ (তৃণবিশেষ) মিশ্রিত ত্রিরাত্র (ত্রিশূল) মেখলা বেণীবস্ত্রের ন্যে বন্ধন করিতে হয়। ‘বিষ্ণোঃ শর্মসি’ প্রভৃতি মন্ত্র পাঠে বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিতে হয়। ‘ইন্দ্রস্ত যোনি’ প্রভৃতি মন্ত্রে ত্রিবলি অথবা পঞ্চব কৃষ্ণবিষাণা উক্ত বস্ত্রের দশাতে বন্ধন করিবার বিধি। পরে তাহার দ্বারা দক্ষিণ ভ্রুর উপ কণ্ঠয়ন করিতে হয়। তার পর ‘কৃষ্ণে’ প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণবিষাণের দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিবি বিধি। তদনুসারে ভাষ্যে এই মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হইয়াছে, তাহা এই,—

৯।—হে মেখলে! তুমি অঙ্গিরস নামক ঋষিদিগের সম্বন্ধে অন্নরসরূপা হইয়া থাক ও কল্পলব্ধ মত মুছ হইয়া থাক। তাহাশ তুমি আমাকে অন্নরস প্রদান কর।

১০।—হে মেখলে! তুমি আমাকে রক্ষা কর। হিংসা ও বন্ধনের দ্বারা বেদনা উৎপাদি করিও না।

১১ ।—হে বস্তু ! তুমি বিশ্বের স্রষ্টা হও । তুমি যজ্ঞমানকে স্রষ্টা প্রদান কর । অতএব তুমি আমারও স্রষ্টার বিধান কর । হে বস্তু ! স্রষ্টা প্রকাশ হইতে আমাকে রক্ষা কর ।

১২ ।—হে কৃষ্ণবিষাণ ! তুমি যেমন ইন্দ্রের যোনি (উৎপত্তিকারণ) হও, সেইরূপ এখন এই যজ্ঞমানেরও (উৎপত্তি কারণ) হও ।

১৩ ।—হে জ্যেষ্ঠ ! শৌভনশস্ত্র সম্পাদনের উপযোগী কর্ণ জন্ত তোমাকে ধারণ করিতেছি অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি ।

ভাষ্যে দ্বাদশ মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যায়ের সমাবেশ দেখিতে পাই । সে উপাখ্যানটী এই,—যজ্ঞদেবের সহিত দক্ষিণাদেবীর মিলন হইলে ইন্দ্র জানিতে পারেন, দক্ষিণাদেবীর গর্ভে যে সন্তানের উদ্ভব হইবে, সেই সন্তান ত্রিভুবনের সকল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন । এতদ্বিষয় নিশ্চিত অবগত হইয়া ইন্দ্র স্বয়ং দক্ষিণাদেবীর যোনিপথে তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হন । এইরূপে দক্ষিণাদেবীর গর্ভে ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্র চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করেন না । তখন তাঁহার মনে আশঙ্কার উদয় হয়,—দক্ষিণাদেবীর গর্ভে অপর যে কেহ জন্মিবে, সেই তো সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে ! এই হিংসার বশবর্তী হইয়া তিনি মাতা দক্ষিণাদেবীর যোনি-দেশ ছিন্ন করেন । বিয়োমিত্ত-নিবন্ধন দক্ষিণাদেবী বধ্যা হইলেন ; কিন্তু সেই যোনি ইন্দ্রের হস্ত বেঠন করিয়া রহিল । তখন ইন্দ্র বলিসমূহযুক্ত সেই যোনি কৃষ্ণমূগে স্থাপন করিলেন । তজ্জন্তই কৃষ্ণ-বিষাণ যজ্ঞের ভোগ্য দক্ষিণার অবয়বভূত এবং ইন্দ্রের কারণভূত যোনিস্বরূপ বলিয়া কথিত হয় ।

যাহা হউক, ভাষ্যকার এই অলৌকিক বেদমন্ত্রের সহিত যে লৌকিক মেথলা, বস্তু, কৃষ্ণবিষাণ প্রভৃতির সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোনও সদ্যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না । উক্ত মেথলা প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়া ভাষ্যকার ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় । আমাদের মতে, মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রে এক মহান উক্ত ভাব নিহিত আছে । মন্ত্রের লক্ষ্য—সেই ভগবান্—সেই একমেবাদ্বিতীয়ত্ব । প্রত্যেক মন্ত্রেই ভগবদ্বিতৃতিকে বা ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে ! ভগবান্ ও ভগবানের দ্বিত্বিত বিভিন্ন পদার্থ নহে ; সূত্রাতং ভগবদ্বিতৃতিকে সম্বোধন করিলে, ভগবানকেই সম্বোধন করা হয় ;—ভগবদ্বিতৃতিকে আরাধনা করিলে ভগবানকেই আরাধনা করা হয় । তাই এখানে ভগবদ্বিত্বিতর নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে ; বলা হইতেছে—আপনি ‘আঙ্গিরসী উর্গসি, মদ্বি, উর্জ্জং বেহি’ ; অর্থাৎ,—আপনি বিশ্ববাসীর অন্তরস বা সম্ভাব্যের স্বরূপ ; অতএব আমাতে অন্তরস বা সম্ভাব্য স্থাপন করুন । ‘রসো বৈ সঃ (আত্মা) অন্তঃ বৈ রসঃ’—এই মহাজন বাক্যেও উক্ত মন্ত্যার্থই ঘোষণা করিতেছে । ভাষ্যকার উর্জ্জ শব্দে ‘অন্তরস’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । দশম মন্ত্রে সেই দেববিত্ত্বিতিসমূহের নিকট পরিত্রাণের প্রার্থনা জানান হইয়াছে । একাদশ মন্ত্রে বুঝান হইয়াছে,—সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্, যজ্ঞমানের সংকল্প-মাত্র নিবন্ধন যে ‘শব্দ’—স্রষ্টা পাক্তি-স্বর্গ সকলেরই কারণ । তিনি সকলেরই স্রষ্টাবিধান করুন । ভাষ্যকার ‘বিষ্ণোঃ’ পদের ‘ব্যাপকত্ব যজ্ঞস্ত’ প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন । আমরাও সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি । তবে ব্যাপক ‘যজ্ঞ-মাত্র’ না ধরিয়া আমরা ‘সংকল্প’ মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । ‘বিষ্ণোঃ’ পদ-ব্যাপক (সংকল্পাদির) ভাবই আসে ।

ভাষ্যে যে অর্থ প্রকটিত, তাহাতে দ্বাদশ মন্ত্রের ভাব কিছু সংশয়বহু হইয়া পড়িয়াছে । ভাষ্যকার বলিয়াছেন—‘হে কৃষবিষাণে ! স্বং যথাপূর্বে ইন্দ্রস্ত যোনিঃ (উৎপত্তিকারণং) অসি, তথা যজমানস্ত স্থানং ভবেতি ।’ অর্থ—‘হে কৃষবিষাণ, তুমি যেরূপ পূর্বে ইন্দ্রের উৎপত্তির কারণ হইয়াছিলে, সেইরূপ এখন যজমানের স্থান হও ।’ এতদুক্তির সমর্থন জন্য ভাষ্যকার একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন । সেই আখ্যায়িকাটী আশ্চর্যজনক । সে আখ্যায়িকার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । যাঁহা হউক, তাহার দ্বারা বেদের বেদস্ত্র লোপ পায় । বেদে অশ্রদ্ধা জন্মে । এই সকল বিষয় বিচার করিয়া, আমরা ঐ মন্ত্রের এই মর্ম গ্রহণ করিয়াছি—‘হে ভগবদ্বিত্তি ! আপনি ‘ইন্দ্রস্ত যোনিরসি ।’ অর্থাৎ, পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানের প্রাপ্তির হেতু । তাৎপৰ্য—ভগবানের বিভূতির উপলক্ষি না হইলে, ভগবৎসন্তায় জ্ঞান জন্মে না । বিভূতির (সত্ত্বাবাদির) সমুচ্চয়—ভগবান্ । বিভূতি তাঁহার অংশ । ভগবদ্বিত্তির সত্তা উপলক্ষি করিতে করিতে শেষে জগন্ময়ের স্বরূপ উপলক্ষি করা যায় । সুতরাং ভগবদ্বিত্তি — ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, এরূপ উক্তি অসঙ্গত নহে ।

ত্রয়োদশ মন্ত্রে দ্বাদশ মন্ত্রের মর্মার্থটী আরও স্পষ্টরূপে অভিযুক্ত হইতেছে । দ্বাদশ মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—‘হে ভগবদ্বিত্তি ! আপনি ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ ।’ কিন্তু চিত্তভূমি যতদিন কষিত না হয়, ঔৎকণ্ঠ্যসাধনে চিত্ত যতদিন সত্ত্বাবাপন্ন না হয়, ততদিন ভগবৎপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই । সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ বলিতে সত্ত্বাবাদেরও কারণ বুঝায় । এখানেও তদনুসারে চিত্তের সত্ত্বাব কামনা করা হইতেছে—‘কৃষ্যৈ বা স্তস্যস্তায়ৈ ।’ যিনি নিম্নস্তরের লোক, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—আমার এই হলকুষ্ঠ (কৃষি) জমিসমূহকে ‘স্তস্যস্তায়ৈ’ (ধাতু) যবাদি যুক্ত করুন । আমরা যেন বহু পরিমাণে ধাতাদি প্রাপ্ত হই, আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন হউক । আর যিনি উচ্চস্তরের সমাক্রান্ত হইয়াছেন, যিনি বাহিরের ভূমির শস্ত অপেক্ষা আন্তর-ভূমির শস্তই (সত্ত্বাবাদি) প্রকৃত অভাব-মোচনের কারণ বলিয়া জানিয়াছেন ; তিনি প্রার্থনা করেন,—‘কৃষ্যৈ’ অর্থাৎ আমাদের এই কুষ্ঠচিত্তভূমিকে ‘স্তস্যস্তায়ৈ’ অর্থাৎ সত্ত্বাবাসম্পন্ন করুন । যে শস্ত পাইলে, পার্থিব ব্রীহিবাদি শস্ত না পাইলেও আর কোনও অভাব বোধ হয় না, আর যে শস্ত না পাইলে, বাহিরের জমির শস্ত পাইলেও অভাব দূর হয় না ; সেই শস্তই—সেই সত্ত্বাবই এই ‘শস্ত’ পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি । ‘কৃষ্যৈ’ পদে সেই ‘আন্তর ভূমি’ কষণের ভাবই স্তোতনা কবিতোছে ।

ভাষ্যানুসারে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ মন্ত্র যথাক্রমে মন্তক-কণ্ডুয়ন এবং দণ্ড-পরিগ্রহ কার্য্যে বিনিযুক্ত বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে । তদনুসারে চতুর্দশ মন্ত্রের লক্ষ্য—শির বা মন্তক ; এবং পঞ্চদশ মন্ত্রের সম্বোধন—বৃক্ষাবয়ব দণ্ড । ভাষ্যকারের মতে চতুর্দশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে শির ! শোভনকলোপেত ওষধীর নিমিত্ত তোমাকে কণ্ডুয়ন করি ।’ আর পঞ্চদশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে দণ্ডরূপ বনস্পতি দেবতা ! তুমি উর্দ্ধে অবস্থিত । যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তুমি আমাকে পালন কর ।’ আমরা মন্ত্রধরের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা দ্রষ্টব্য । চতুর্দশ মন্ত্রের ‘ওষধীভ্যঃ’ পদে আমরা ‘কর্ম্মজ্ঞায়’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । ‘যে ফলপাক পর্য্যন্ত জীবিত থাকে’—আমাদের মতে তাহাই ওষধী পদবাচ্য ।

কর্মফল যখন ভগবানে ঋন্ত হয়, তখনই কর্মের অবসান হয়। তখন আর করণীয় কোনও কর্মই অবশিষ্ট থাকে না। আর কর্মফল হইলেই অর্থাৎ কর্মফল ভগবানে ঋন্ত হইলেই সে কর্মের সূক্ষ্ম প্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎ-সদ্ব্যক্তি ঘটে। সেই ভগবৎ-সদ্ব্যক্তিরই — ‘সুপিত্তলাভ্যঃ’। এই আমাদের অর্থ হয়, — ‘কর্মফলে আত্মসদ্ব্যক্তির জ্ঞান আমাদের চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছি। তার পর পঞ্চদশ মন্ত্রস্থিত ‘বনস্পতি’ শব্দে ‘বৃক্ষাবয়ব দণ্ডকে’ ‘উর্দ্ধঃ’ পদের ‘উন্নত হইয়া’ অর্থ আমনন করিয়া ‘পাছোদূচঃ’ অর্থাৎ ‘এই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত রক্ষা করুন’ বলিয়া প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা ‘বনস্পতিঃ’ পদে ‘বৃক্ষাবয়ব দণ্ড’ অর্থ আমনন করিবার কোনও কারণ সন্ধান করিয়া পাই না। অভিধানে ‘বনস্পতি’ শব্দে বৃক্ষ অর্থ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ‘বৃক্ষাবয়ব দণ্ড’ অর্থ কষ্ট-কল্লনা-প্রসূত। আমরা ‘বনান্যঃ পতিঃ’ — ‘বনস্পতি’ এই সমাসমূলে ‘সংসাররূপ বৃক্ষের অবপতি সেই ভগবানকেই’ এই ‘বনস্পতিঃ’ পদে লক্ষ্য করিয়াছি। এইরূপ অর্থেই ‘পাছোদূচঃ’ অংশে যজ্ঞ পরিসমাপ্তি পর্যন্ত (পাপ হইতে) রক্ষা করুন—এইরূপ প্রার্থনা সম্ভব হয়। দণ্ডের (জড়ের) নিকট উত্তরূপ প্রার্থনায় কি ভাব প্রকাশ পায়? ‘বনস্পতিঃ’ শব্দের অর্থে মতবৈধ ঘটার ‘উর্দ্ধঃ’ পদের অর্থ বিষয়েও মতান্তর ঘটিয়াছে। আমরা ঐ পদের ‘অনুকূল হইয়া’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে আমাদের মতে মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদের মন্তব্যসারিণী-ব্যাক্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ফলতঃ, মন্ত্রের আদর্শ উচ্চভাবমূলক। ইহার সহিত দণ্ড বা পার্থিব কোনও পদার্থের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করি না।

দ্বিতীয় অনুবাকের শেষ মন্ত্রের প্রথম অংশ পাঠ করতঃ দুই হস্তের দুই কনিষ্ঠা অঙ্গুলীকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে এবং অত্র তিন অংশ উচ্চারণে অত্র অঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিতে হইবে। শেষে পুনরায় শেষ অংশ পাঠে মুষ্টিদ্বয় বদ্ধ করিতে হয়। প্রচলিত ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা এই,—(ক) “চিন্তের দ্বারা আমি যজ্ঞে অভিজ্ঞ হইতেছি; (খ) বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে যজ্ঞ আশ্রিত; (গ) স্বর্গ ও পৃথিবীতে যজ্ঞ আশ্রিত অর্থাৎ যজ্ঞ ত্রিলোক-ব্যাপী (ঘ) বায়ুর (বায়ু সর্বকর্ম-প্রবর্তক বলিয়া) প্রদাদে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সেই যজ্ঞ এইরূপে সিদ্ধ হয়।”

এক্ষেণে আমরা যেদিক দিয়া যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিরূপিত করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। ‘স্বাহা’ শব্দে নিপাত বুঝায়। নিপাত নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কণ্ঠিকার মন্ত্র-সমূহের ‘স্বাহা’ (নিপাত শব্দ) দ্বারা নানা অর্থই প্রকটিত হইতেছে। ইহা শুক্লযজুর্বেদে মহীধর-পাদের ভাষ্যেও পরিব্যক্ত হইয়াছে। তদনুসারে ‘স্বাহা’ পদে আমরাও নানা অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার প্রথম অংশের ‘স্বাহা’ পদের ‘অভিজ্ঞামি’ প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে প্রসিদ্ধ (অগ্নিব জী) অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ‘লোকে যেমন অগ্নি বা অগ্নির জী স্বাহাকে প্রাপ্ত হয়, আমরাও সেইরূপ যেন চিন্তের (আত্মার) উদ্বোধন-রূপ যজ্ঞ লাভ করি; অর্থাৎ আমাদের অর্জুত মানস-যজ্ঞ যেন সুসম্পন্ন হয় এবং তাহার ফলে যেন ভগবৎ-সান্নীধ্য লাভ করিতে সমর্থ হই। এইরূপ ভাব মন্ত্রের প্রথম অংশ জ্ঞোতনা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। দর্শপৌর্ণনাস বা সোনবাগ হইতে আত্মার বা মনের উদ্বোধন-যজ্ঞ যে

সকলেরই আবশ্যক, ইহা সর্বমুখমোদিত । বেদমন্ত্রের সেইরূপ ভাবই সঙ্গত বিবেচনা হয় ।
 অর্থান্তরে—‘মনসঃ’ এখানে তৃতীয়া স্থানে পঞ্চমী । এই মন্ত্রের অগ্ৰাংশ ‘স্বাহা’ পদও সমস্তা-
 সংশয়ের কারণ এবং বিচারের বিষয় । ঐ পদের অর্থ-সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইলে, মন্ত্রার্থ
 নিষ্কর্ষ আপনিই হইয়া আসে । দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের ‘স্বাহা’ শব্দের ‘যজ্ঞ’ অর্থ
 ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন । আমরা বলি—সুধু যজ্ঞ কেন, ‘সংকর্ষ মাত্রই’ ঐ ‘স্বাহা’ পদে
 ছোতনা কারিতেছে । এই যজ্ঞ—সাধারণ সোমযাগাদি যজ্ঞ নহে ; আত্মার ‘উদ্ধোধন-যজ্ঞই’
 এই ‘স্বাহা’ পদের প্রতিপাত্ত । তাহাতে উদার সার্বজনীন ভাব অভিযুক্ত হয় । উদ্ধোধন
 তো তত্ত্ব-জ্ঞান ! তাহা কি অন্তরিক, কি পৃথিবী, কি স্বর্গ—সকল বিষয়েই হইতে পারে ।
 তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—‘স্বাহোরন্তরিক্ষাৎ’ ‘স্বাহা ত্বাপৃথিবীভ্যাং’ । ‘স্বাহা’ শব্দে
 ‘সংকর্ষ’ অর্থ গ্রহণ করিলেও কোনও অসঙ্গতি হয় না । সংকর্ষের প্রভাব—সংকর্ষের বিকাশ,
 স্বর্গ মর্ত্য অন্তরিক্ষ কোথায় না প্রতিভাত হয় ? তাই আমরা ‘অন্তরিক্ষাৎ’ ও ‘ত্বাপৃথিবীভ্যাং’
 স্থলে ‘ল্যাব্ লোপে পঞ্চমী বিভক্তি’ স্বীকার করিয়া ‘অন্তরিক্ষং ব্যাপ্য’ ‘ত্বাপৃথিব্যো ব্যাপ্য’
 এইরূপ অর্থ প্রকটিত করিয়াছি । বায়ু যেমন কর্ষের প্রবর্তক, সর্বভাবও সেইরূপ উদ্ধোধনের
 (যজ্ঞের) সাধক ; তাই আমরা চতুর্থ মন্ত্রস্থ ‘বাত’ শব্দে ‘সর্বভাব’ অর্থ আমনন করিয়াছি ।
 প্রথমপক্ষে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বলিবেন—কিবা দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞে,
 আর কিবা উদ্ধোধন-যজ্ঞে—সকল যজ্ঞেরই মূল সর্বভাব জ্ঞান বা ভক্তি লাভ । এক্ষণে চতুর্থ
 অংশের দ্বিতীয় ‘স্বাহা’ পদের অর্থ নিষ্কর্ষ করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব । ভাষ্যকার
 এই ‘স্বাহা’ পদেরও ‘যজ্ঞ’ অর্থ নিদ্ধারিত করিয়া ‘এবং সিদ্ধঃ’ এই দুই পদ অধ্যাহার করিয়া-
 ছেন । আমরা ঐ পদ অধ্যাহৃত না করিয়া, ‘স্বাহা’ পদেরই ‘সিদ্ধ হউক’ অর্থ আমনন
 করিয়াছি । নিপাত-অব্যয় শব্দ নানা অর্থ ছোতনা করে । * স্মরণ্য এইরূপ একটা সঙ্গত অর্থ
 বলা অসঙ্গত হইবে না । ফলে, চতুর্থ মন্ত্রের ভাবার্থ হইল,—‘আমাদের হৃদয়ে যে একটু সর্ব-
 ভাবের সমাবেশ হইয়াছে, তাহার দ্বারা যেন আমরা আত্মোদ্ধোধন-কার্যে অথবা সংকর্ষে প্রবৃত্ত
 হইতে পারি । আমাদের সেই কার্য্য সিদ্ধ হউক ।’ এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, দ্বিতীয় অমুবাকের

* দ্বিতীয় প্রপাঠকের, দ্বিতীয় অমুবাকের এই মন্ত্রটী শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে
 সপ্তম কণ্ডিকার পরিদৃষ্ট হয় । ‘স্বাহা’ পদের ব্যাখ্যায় মহীধর নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ
 করিয়াছেন ; যথা,—‘স্বাহা বাতাদারভ ইত্যুক্তমেন মুষ্টিধ্বং কুর্ধ্যাদিতি স্বত্রার্থঃ ॥ স্বাহা যজ্ঞঃ ।
 চতুর্গাং যজুর্বাং যজ্ঞো দেবতা । স্বাহা শব্দস্ত নিপাতত্বেনানেকার্থত্বাচ্চিহ্নিতা অর্থা ব্রাহ্মণানুসারেণ
 গ্রাহ্যাঃ । তথা হি স্বাহা যজ্ঞঃ মনসঃ । মনস ইতি পঞ্চমী তৃতীয়ার্থে । মনসা যজ্ঞঃ স্বাহা
 চিত্তেন যজ্ঞমভিগচ্ছামি । অত্র স্বাহাশব্দোহভিগমনার্থঃ ॥ স্বাহোরন্তরীক্ষাৎ । পঞ্চমী
 সপ্তম্যর্থঃ । উরৌ বিস্তীর্ণৈস্তরিক্ষে স্বাহা যজ্ঞঃ আশ্রিতঃ । স্বাহাশব্দো যজ্ঞার্থেহিতঃ প্রভৃতি !
 স্বাহা ত্বাপৃথিবীভ্যাং । ত্বাপৃথিব্যোঃ স্বাহা যজ্ঞঃ শ্রিতঃ । লোকত্রয়ব্যাপী যজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥
 স্বাহা বাতাদারভে । বাতাদায়ুপ্রসাদাৎ স্বাহা যজ্ঞমারভে প্রবর্তয়ামি । বায়োঃ সর্বকর্ষ-
 প্রবর্তকত্বাৎ । স্বাহা যজ্ঞঃ এবং সিদ্ধ ইতি শেষঃ ॥

এই মন্ত্রসমূহে যজ্ঞকর্মের প্রকৃতি-পদ্ধতি অপেক্ষাও উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তি রহিয়াছে। আমাদেরিগের প্রকাশিত মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মাহুঘের পরম শ্রেয়ঃসাধন জন্ত বেদ-মন্ত্রের উদ্বোধন। সংপথানুবর্তী হইয়া মাহুঘ, আপনায় কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বের হিতসাধনে উদ্বুদ্ধ হয়, বেদ-মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অব্যাহত রাখিয়াই আমাদেরিগের ব্যাখ্যা প্রকটিত হইতেছে। (১ অষ্টক,—২ প্রপাঠক—২ অনুবাক) ॥

—*—

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । তৃতীয়োহনুবাকঃ ।)

(১) দৈবীং ধি৷ং মনামহে স্বমুড়ীকামভিচ্চয়ে বর্চোধাং

যজ্ঞবাহস৷ স্বপার। নো অসন্মশে ।

(২) যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ স্বদক্ষা দক্ষপিতারন্তে নঃ

পান্তু তে নোহবন্ত তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা ।

(৩) অগ্নে ত্ব৷ স্ব জাগৃহি বয়৷ স্ব মন্দিষীমহি গোপায়

নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দদঃ ।

(৪) স্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষ্ণা। ত্বং যজ্ঞেঋত্বীভ্যঃ ।

(৫) বিধে দেবা অভি মামাহববুত্ৰন্ । (৬) পুষা সন্ধ্যা ।

(৭) সোমো রাধসা । (৮) দেবঃ সবিতা ।

(৯) বসোর্ব্বহুদাবা রাষ্যেৎ । (১০) সোমাহভুয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্যা ।

(১১) বি রাধি মাহহমায়ুশা । (১২) চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভব ।

(১৩) বহ্নমসি মম ভোগায় ভব । (১৪) উত্সাহসি মম ভোগায় ভব ।

(১৫) হয়েহসি মম ভোগায় ভব ।

(১৬) ছাগোহসি মম ভোগায় ভব ।

(১৭) মেমোহসি মম ভোগায় ভব ।

(১৮) বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বা নিম্বতৈত্বা রুদ্রায় ত্বা ।

(১৯) দেবীরাপো অপাং নপাণ্ড উশ্মিহবিম্ব ইন্দ্রিযাবান্মদিস্তমন্তং

বো মাহব ক্রমিসমচ্ছিন্নং তস্তং পৃথিব্যা অনু গেষং ।

(২০) ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্তথেমিব

শ্র বর আ পৃথিব্যা আরে শক্রন্ কুণুহি সর্ববীরঃ ।

(২১) এদমগম্ম দেবযজনং পৃথিব্য বিধে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব
 ঋক্সামাভ্যাং যজুষা সংতরন্তে। রায়াস্পোষেণ সসিমা নদেম ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) দৈবীম্। দ্বিম্। মনামহে। ত্রুম্ভীকামিতি স্ম—ম্ভীকাম্। অভীষ্টয়ে।
 বর্জোদামিতি বর্জঃ—দাম্। যজ্ঞবাহসমিতি যজ্ঞ বাহসম্।
 সুপাবেতি স্ম—পাবা। নঃ। অসং। বশে।

(২) যে। দেবাঃ। মনোজাতা ইতি মনঃ—জাতাঃ। মনোযুক্ত ইতি মনঃ—যুক্তঃ।
 অদক্ষা ইতি স্ম—দক্ষাঃ। দক্ষপিতার ইতি দক্ষ—পিতারঃ। তে। নঃ।
 পাস্তু। তে। নঃ। অবহু। তেভ্যঃ। নমঃ। তেভ্যঃ। স্বাহা।

(৩) অগ্নে। ত্বম্। স্থিতি। আগৃহি। বসম্। স্থিতি। মন্দিষীমহি। গোপার। নঃ।
 স্বত্তয়ে। প্রবুধ ইতি প্র—বুধে। নঃ। পুনঃ। দদঃ।
 (৪) ত্বম্। অগ্নে। ব্রতপা ইতি ব্রত—পাঃ। অসি। দেব।
 এতি। মর্ত্যেযু। আ। ত্বম্। যজ্ঞেযু। ঈভ্যঃ।

(৫) বিশ্বে । দেবঃ । অভীতি । মাম্ । এতি । অববুত্রন্ । (৬) পুষা । সন্যা ।

(৭) সোমঃ । রাধস । (৮) দেবঃ । সবিতা । (৯) বসোঃ । বহুদাবেতি বহু—দারা ।

(১০) রাশ্ব । ইয়ৎ । সোম । এতি । ভূয়ঃ । ভর । মা । গৃণ্ । পূর্ত্যা ।

(১১) বীতি । রাধি । মা । অহম্ । আয়ুষা ।

(১২) চক্ৰম্ । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৩) বসুম্ । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৪) উশ্বা । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৫) হয়ঃ । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৬) ছাগঃ । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৭) মেঘঃ । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৮) বায়বে । জা । বরুণায় । জা । নিরুত্যা ইতি নিঃ—রুত্যা ।

জা । রুদ্রায় । জা ।

(১৯) দেবীঃ । আপাঃ । অপাম্ । নপাৎ । যঃ । উর্ধ্বিঃ । হবিষ্যঃ ।

ইজ্জিবানিতীজ্জির-বান্। মদিস্তনঃ। তন্। বঃ। মা। অবৈতি। ক্রমিষন্।

অচ্ছিন্নম্। তন্তুম্। পৃথিব্যাঃ। অষিতি। গেষম।

(২০) ভদ্রাং। অভীতি। শ্রেয়ঃ। প্রেতি। ইহি। বৃহস্পতিঃ। পূরএতেতি

পূরঃ—এতা। তে। অস্ত। অথ। জম্। জনৈতি। স্ত। বরে। এতি।

পৃথিব্যাঃ। আরে। শক্রন। রুগ্ৰহি। সৰ্ববীর ইতি সৰ্ব—বীৰঃ।

(২১) এতি। ইদম্। অগ্নম্। দেবযজনমিতি দেব—যজনম্। পৃথিব্যাঃ।

বিধে। দেবাঃ। যৎ। অজুষন্ত। পূর্বে। ঋক্সামাভ্যামিত্যুক্সাম—ভাম্।

ফজ্জমা। সন্তরন্ত ইতি সৎ—তরন্তঃ। রায়ঃ। পোষণে। সমিতি। ইষা। মদেম ॥ ৩ ॥

* * *

মন্ত্ৰানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! 'দৈবীং' (দেবতাদেশেন স্বতঃপ্রযুক্তাং) 'স্বযুজীকং' (পরমসুখ-
হেতুভূতাং, পরমসুখপ্রদায়িকং ইতি ভাবঃ) 'বর্চোদাং' (তেজসোঃ ধারয়িত্রীং, তেজোময়ীং
ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞবাক্সং' (সৎকর্মসাধয়িত্রীং) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিং, প্রজ্ঞাং বা ইত্যর্থঃ) 'মনামহে'
(যাচামহে); 'স্বপারা' (স্বথেন পারয়িতুং শক্যা, সুখলভ্যা সতী সা বুদ্ধিঃ ইতি যাবৎ) 'নঃ'
(অস্মাকং) 'বশে' (অধীনত্বে) 'অসৎ' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—যৎ বয়ং
সর্বসিদ্ধিপ্রদাং স্ববুদ্ধিং লভেম, হে ভগবন, তৎ বিধেহি)।

২। 'মনোজাতা' (হৃদি উৎপন্নঃ) 'মনোযুজঃ' (হৃদা সৰ্বস্ববিশিষ্টাঃ) 'স্বদক্ষা' (সৎ-
কর্মসাধকাঃ) 'দক্ষপিতারঃ' (সদ্যবোৎপাদকাঃ ইত্যর্থঃ); 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ, সর্গেরমুত্তমতাঃ
ইতি ভাবঃ) 'দেবাঃ' (দেবতাবাঃ, শুদ্ধসত্তাবাঃ বা ইত্যর্থঃ); সন্তি, 'তে' (সর্বের দেবতাবাঃ
ইত্যর্থঃ); 'নঃ' (অস্মাকং) 'পাত্ব' (পালয়ন্তু, পরিব্রায়ন্তু; পাপাৎ ইতি ভাবঃ); অপিত্ব

‘অবন্ত’ (রক্ষন্ত) ; ‘তেভাঃ’ (পরিভ্রাণকারকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) ‘নমঃ’ (নমস্কৰ্শ্ণা হবিঃ অৰ্পয়ামি ইতি ভাবঃ) ; কিঞ্চ ‘তেভাঃ’ (ভ্রাণকারকেভ্যঃ তেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ইতি যাবৎ) ‘স্বাহা’ (স্বাহামগ্নেয়ং হবিরপয়ামি—সুহৃতমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ, অতীষ্টসিদ্ধিৰ্ভবতু ইতি ভাবঃ) । সঙ্কল্পমূলকোহয়ং যজ্ঞঃ । অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বভাবেন অস্মাকং হৃদয়ং পূৰ্ণং ভবতু ; অস্মাকং সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি তন্ময়ত্বানি প্রাপ্য বন্ত ।

৩। (ক) ‘অগ্নে’ (হে জ্ঞানাদার জ্ঞানময় বা ভগবন্ !) ত্বং ‘স্বজাগৃহি’ (ত্বং অস্মাকং হৃদি চিরজাগরুকঃ ভব) ; ‘বয়ং’ (শরণাগতাঃ প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) ‘সুমনসী-মহি’ (গভীরনিদ্রাগতাঃ মোহঘোরগ্নেয়ং সংজ্ঞারহিতাশ্চ ভবেমহি) অয়ং ভাবঃ—অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ বয়ং বিপথগামিনঃ ভবাম, হে জ্ঞানময়, ত্বং বিবেকরূপেণ হৃদি সমুদিতঃ সন্ অস্মান্ সংপথং প্রদর্শয় ।

(খ) হে ভগবন্ ! ত্বং ‘নঃ’ (অস্মান্) পরিভ্রাণয় ইতি শেষঃ । তথা ‘গোপায়’ (সদ্-বুদ্ধিদানেন রক্ষণায়) অপিচ ‘স্বস্তয়ে’ (অবিনাশায়, সংকৰ্ম্মশীলায় জীবনায় ইতি ভাবঃ) ‘পুনঃ’ (পুনরপি) ‘প্রবুধে’ (জাগরণায়, সংকৰ্ম্মসমবিতান সত্ত্বাববুতান কৃত্বা উদ্বোধনায় ইতি ভাবঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘দদঃ’ (দারয়, অস্মাকং প্রদাদং পবিহারায় হৃদি আৰ্হিত্ব ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং যজ্ঞঃ । প্রার্থনায়্যঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! তব কৃপয়া, স্বেচ্ছাপ্রদে-
শ-
ভাভেন যেন বয়ং সংপথাবলম্বিনঃ ভবেম ।

৪। ‘অগ্নে’ (হে জ্ঞানময় !) ‘দেবঃ ত্বং’ (দ্বোতমানঃ স্বপ্রকাশঃ ত্বং ইত্যর্থঃ) ‘আ মর্তোবু’ (মনুষ্যপর্য্যন্তেবু সৰ্ব্বপ্রাণিষু ইতি ভাবঃ) ‘ব্রতপা’ (সংকৰ্ম্মণঃ পালকঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; তথা ‘ত্বং’ (জ্ঞানময়ঃ ত্বং) ‘যজ্ঞেবু’ (সংকৰ্ম্মসু) ‘আ’ (সম্যাক্, সৰ্ব্বতোভাবেন ইতি যাবৎ) ‘ঈভাঃ’ (পূজিতব্যঃ ভবসি ইতি শেষঃ) । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং যজ্ঞঃ । ভাৱশ্চ—
সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু জ্ঞানদেবত্ব প্রভাবঃ বিঘৃতে ইতি ভাবঃ ।

৫। ‘বিশ্বে’ (সৰ্ব্বে) ‘দেবাঃ’ (দেববিত্তৃত্বঃ ইত্যর্থঃ) ‘মাং’ (শরণাগতঃ মাং ইতি ভাবঃ) ‘অভি’ (অভিভ্যঃ, সৰ্ব্বভাবেন ইত্যর্থঃ) ‘অবব্রন’ (আবৃত্য তিষ্ঠন্ত, রক্ষন্ত ইতি ভাবঃ) । মন্ত্ৰোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । সৰ্ব্বে দেবভাবাঃ হৃদি সমুপজায়ন্ত ইতি ভাবঃ ।

৬। ‘পৃষা’ (পোষকঃ—সদ্ব্যবপোষকঃ স ভগবান্ ইতি ভাবঃ) ‘সম্বা’ (পরমধনেন সহ) আয়াতু—হৃদি অধিষ্ঠিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ ।

৭। ‘সোমঃ’ (পরমপদপ্রদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) ‘রাধসা’ (শ্রেষ্ঠধনেন সহ) আয়াতু—হৃদি অধিষ্ঠিতু ইতি ভাবঃ ।

৮। ‘দেবঃ’ (দ্বোতমান্ স্বপ্রকাশঃ ইত্যর্থঃ) ‘বসোঃ’ (পরমশ্রয়ঃ) ‘সবিতা’ সংকৰ্ম্মণঃ সংকৰ্ম্মণি বা নিয়োজকঃ ইতি ভাবঃ—সংপথ-প্রদর্শকঃ বা ইত্যর্থঃ সঃ ভগবান্ ইতি যাবৎ) ‘বহুদাবা’ (পরমধনদায়কঃ অতীষ্টপুৰকঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ‘আয়াতু’ ইতি ভাবঃ—হৃদি অধিষ্ঠিতু ইত্যর্থঃ ।

৯। ‘সোম’ (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) ত্বং অগ্নিন কৰ্ম্মণি ‘ইয়ৎ’ (শ্রেষ্ঠং) ‘রাশ্ব’ (ধনং, কৰ্ম্মণঃ অপেক্ষিতং কলং দেহি, যদা—সংকৰ্ম্মণঃ সফলং বিধেহি ইতি ভাবঃ) । মন্ত্ৰোহয়ং প্রার্থনা-

মূলকঃ সৎকৰ্ম্মণঃ সুফলপ্ৰভাৱ্য অত্র প্রার্থনা বিধিতে । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—সম্ভাবপ্রভাবেন
বয়ং কৰ্ম্মফলং ভগবতি সমৰ্পণায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ।

১০ । হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ঐ ‘পূৰ্ণা’ (পূৰ্ণফলেন ইতি ভাবঃ) ‘পূৰ্ণ’ (পূৰ্ণয়ন—সৎকৰ্ম্ম
ইতি ভাবঃ) ‘ভূয়ঃ’ (পুনৰপি, বহুতরং ইত্যর্থঃ ধনং) ‘মা’ (মাং) ‘আভয়’ (প্রযচ্ছ;
কৰ্ম্মফলং সুফলং বা বিধেহি—ধনদানেন আকাঙ্ক্ষাং পূৰয় ইতি ভাবঃ) ।

১১ । এবং সতি হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্ ! যথা ‘অহং’ (শরণাগতঃ অহং) ‘আয়ুষা’
(সৎকৰ্ম্মসাধকেন জীবনেন ইতি ভাবঃ) ‘মা বিরাধি’ (বিযুক্তঃ মা ভবামি) তথা সাধয়
ইতি শেষঃ । মন্ত্ৰোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—ভবদনুগ্রহেণ পাপং মাং স্পৃশতু
এবং পাপপ্রভাবেন যথা অহং সৎপথভ্রষ্টঃ মা ভবামি তথা কুরু ।

১২ । হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্ ! ঐ ‘চন্দ্রঃ’ (হৃদাদকঃ, পরমানন্দবিধায়কঃ) ‘অসি’
(ভবসি) । অতঃ ঐ ‘মম’ (অস্ত শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) ‘ভোগায়’
(সৌভাগ্যায়, পরমসুখহেতুভূতায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি তথা ‘ভব’ (অনুগ্রহাণ—হৃদি দীপ্যস্ব
ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্ৰঃ ।

১৩ । শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ঐ ‘বস্ত্রঃ’ (আবরকঃ, সম্ভাবরূপেণ শরণাগতস্ত-
ব্যাপকঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ঐ ‘মম’ (অস্ত শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ
মম ইতি ভাবঃ) ‘ভোগায়’ (সৌভাগ্যায়, সম্ভাবেন পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি
তথা ‘ভব’ (অনুগ্রহাণ, যদ্বা—সম্ভাবেন মম হৃদয়ং আবাপুহি ইতি ভাবঃ) ।

১৪ । শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ঐ ‘উশ্বাঃ’ (জ্ঞানজ্যোতিষাং উৎসারকঃ, যদ্বা—
পয়স্বিনী গাভী যথা পয়নিসারণেন লোকান্ রক্ষতি তদ্বৎ জ্ঞানধনদানেন পাপনিসারকঃ
লোকরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ । অতঃ ঐ ‘মম’ (অস্ত শরণাগতস্ত প্রার্থনা-
কারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) ‘ভোগায়’ (সৌভাগ্যায়, সম্ভাবেন পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) যথা
ভবসি তথা ‘ভব’ (অনুগ্রহাণ, যদ্বা—জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং ব্যাপুহি, উদ্ভাসয় ইতি ভাবঃ) ।
মন্ত্ৰোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! অস্মান্ জ্ঞানসমন্বিতান্ কুরু ।

১৫ । শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ঐ ‘হয়ঃ’ (অভীষ্টপ্রাপকঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ
ঐ ‘মম’ (অস্ত শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) ‘ভোগায়’ (অভীষ্টপ্রাপ্তয়ে)
‘ভব’ (ভবতু, যদ্বা—হৃদি জাগরকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ) ।

১৬ । শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ঐ ‘ছাগঃ’ (ভববন্ধনচ্ছেদকঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’
ভবসি) ; অতঃ ঐ ‘মম’ (অস্ত শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) ‘ভোগায়’
(সৌভাগ্যায়, ভববন্ধনচ্ছেদনরূপায় পরমসুখায় ইতি ভাবঃ) ‘ভব’ (ভবতু, অনুগ্রহাণ) ।

১৭ । শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ঐ ‘মেঘঃ’ (উন্মেষকঃ—সজ্জ্ঞান-দানেন চিন্তাবৃত্তীনাং
ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ঐ ‘মম’ (অস্ত শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম
ইতি ভাবঃ) ‘ভব’ (ভবতু, অনুগ্রহাতু, সহায়কঃ ভবতু ইতি ভাবঃ) ।

১৮ । (ক) হে মনঃ ! ‘বায়বে’ (বায়ুরূপেণ নিত্যবৰ্ত্তমানায়, জগতাং প্রাণস্বরূপায়
ভগবতে—তস্ত গ্ৰীত্যর্থঃ ইতি ভাবঃ) ‘দ্বা’ (দ্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

(খ) হে মনঃ ! ‘বরুণায়’ (বরুণরূপেণ নিত্যবর্তমানায় স্নেহকারুণ্যরূপেণ ভগবতে, যদ্বা—তস্ত প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

(গ) হে মম মনঃ ! ‘নিশ্ব তৈ’ (দিকপালরূপেণ বর্তমানায় জগতাং পালকায় পাণিনাশকায় ভগবতে, যদ্বা—তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) ‘ত্বা’ (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

(ঘ) হে মম মনঃ ! ‘রুদ্রায়’ (শাসকরূপেণ বর্তমানায় সংহাররূপায় ভগবতে—তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

১৯। (ক) ‘দেবীঃ আপঃ’ (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তাঃ দেবীস্বরূপাঃ হে শুদ্ধসত্ত্বাভাঃ) ‘বঃ’ (যুদ্ধাকং) ‘অপাং নপাং’ (তমোভাবস্ত শোষকঃ) ‘যঃ’ (প্রসিক্ধঃ) ‘উশ্বিঃ’ (সমুদ্রপ্রবাহঃ) অস্তি, ‘হবিষ্যঃ’ (ভগবতি স্থাপনযোগ্যং, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিকরং ইত্যর্থঃ) ‘ইন্দ্রিয়ান্’ (শক্তিদায়কং, শক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) ‘মদিস্তমঃ’ (পরমানন্দপ্রদং) ‘তং’ (তথাবিধং সমুদ্রপ্রবাহং ইতি যাবৎ) ‘মা অবক্রমিষং’ (অতিক্রম্য মা গচ্ছেয়ং—অহমিতি ভাবঃ) ।

(খ) অপিচ, সমুদ্রপ্রবাহং লব্ধ্বা ‘পৃথিব্যাঃ’ (ইহলোকসম্বন্ধিনং ইতি ভাবঃ) ‘অচ্ছিন্নং’ (সুদৃঢ়ং, দুশ্ছেদ্যং ইতি ভাবঃ) ‘তন্ত্বং’ (বন্ধনং) ‘অনুগেষং’ (বিমোহনং শকেষং ইতি ভাবঃ) ।

২০। (ক) হে মনঃ ! ত্বং ‘ভদ্রাং’ (সংকর্ষণঃ সমুদ্রতং ইত্যর্থঃ) ‘শ্রেয়ঃ’ (কল্যাণং) ‘অভিপ্রোহি’ (কাময়সি) । অতঃ সংকর্ষণঃ সফলপ্রাপ্তয়ে প্রবুদ্ধঃ ভব ইতি ভাবঃ ।

(খ) অপিচ হে মনঃ ! ‘বৃহস্পতিঃ’ (প্রজ্ঞানাদারঃ ভগবান্) ‘তে’ (তব) ‘পুঃ’ (পুরতো) ‘এত’ (গন্তা) ‘অস্ত’ (ভবতু) ; ভাবার্থঃ প্রজ্ঞানাদারঃ ভগবান্ ইহাস্মিন্ জগতি কৰ্ম্মণি বা তব পথপ্রদর্শকঃ পরিচালকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ ।

(গ) ‘অথ’ (অনন্তরমেব, সংপথং অবগম্য ইতি ভাবঃ) হে মনঃ ! ‘পৃথিব্যাঃ আ’ (ইহ-জগতি ইতি ভাবঃ) ‘বরে’ (শ্রেষ্ঠে পদে ইতি ভাবঃ) ‘ইং’ (গতিং) ‘অবস্ত’ (সংসাধয়) । সংপথি গন্তা শ্রেষ্ঠং পরমস্থানং প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ ।

(ঘ) ‘সর্ষবীরঃ’ (সর্ষশক্তেরাধার হে ভগবন্!) ত্বং ‘শক্রন্’ (বহিরন্তঃশক্রন্ ইত্যর্থঃ) ‘আরে’ (দূরে—হৃদরূপাং যজ্ঞস্থানাং ইতি ভাবঃ) ‘কুণুহি’ (কুরু—স্থাপয় ইতি যাবৎ) ।

২১। (ক) ‘যৎ’ (যত্র, যস্মিন্ হৃদদেশে, যজ্ঞভূমৌ বা) ‘বিশ্বে’ (সর্কে) ‘দেবাঃ’ (দেবভাভাঃ, দেববিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) ‘পূর্বে’ (নিত্যকালং ইতি ভাবঃ) ‘অজুষন্ত’ (আশ্রয়ন্তি অধিষ্ঠিত্তি ইতি ভাবঃ) ‘দেব’ (হে ভগবন্) ‘ইদং’ (এতাদৃশং) ‘যজনং’ (হৃদদেশং, যজ্ঞভূমিং বা) ‘আ পৃথিব্যাঃ’ (অস্মিন্ মর্তলোকে এব, সংসারে এব ইতি ভাবঃ) ‘অগ্নায়’ (প্রাপ্নুয়ামঃ ইতি ভাবঃ) বয়মিতি শেষঃ । অস্মিন্ সংসারে এব নিত্যকালং বর্তমানাঃ অশ্বাকং হৃদয়ানি সমুত্তাবয়ুতানি বিধেহি ইতি ভাবঃ ।

(খ) ‘সংতরন্তঃ’ (অজ্ঞানতাসমুদ্রং উদ্ধরয়ন্তঃ) ‘ঋক্সামাভ্যাং’ (ব্রহ্মাঋক্সাভ্যাং তত্ত্বসমুদ্রাভ্যাং, স্তব্ধাভ্যামিতি ভাবঃ) ‘যজুযা’ (ব্রহ্মাঋক্সৈঃ তত্ত্বসমুদ্রৈঃ - স্তবৈরিত্যি ভাবঃ) ‘রায়ঃ’ (পরমধনস্ত, তত্ত্বজ্ঞানস্ত ইত্যর্থঃ) ‘পোষেণ’ (পোষকেন) ‘ইযা’ (সমুত্তাবয়েন চ) ‘সংমদেম’ (সম্যক্হৃষ্টাঃ ভবাম) বয়মিতি শেষঃ । বেদমন্তৈঃ অজ্ঞানতাং বিনাশ্য প্রজ্ঞানতাং লভেম ।

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে ভগবন! দেবকার্যে স্বতঃপ্রবৃত্তা পরমসুখদায়িকা, তেজের ধারয়িত্রী (তেজোময়ী), সৎকৰ্মসাধয়িত্রী, বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আমরা প্রার্থনা করিতেছি ; সুখলভ্যা হইয়া, সেই বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আমাদের বশতাপন্ন হউক । (ভাব এই যে,—আমরা যেন সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদা স্ত্রবুদ্ধির অধিকারী হই ; হে ভগবন, আপনি তাহাই বিধান করুন) ।

২। হৃদয়ে উৎপন্ন, হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, সৎকৰ্মসাধক, সদ্ভাবোৎপাদক সকলেরই অনুভূত যে দেবভাবসমূহ, তাঁহারা সকলে আমাদের (পাপ হইতে) পরিত্রাণ করুন এবং রক্ষা করুন । সেই পরিত্রাণকারী দেবতাগণকে নমস্কর্মের দ্বারা পূজা করি এবং স্বাহা-মন্ত্র-সহযোগে হবিরাদি অর্পণ করিতেছি ; আমার কৰ্ম হুত হউক—আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক । (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক । ভাব এই যে,—শুদ্ধসম্বভাবের দ্বারা আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল কৰ্ম তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হউক) ।

৩। (ক) হে জ্ঞানময় দেব ! আপনি আমাদের হৃদয়ে চির-জাগরুক রহুন ; আপনার প্রার্থনাকারী শরণাগত আমরা মোহঘোরে সংজ্ঞা-বহিত হইয়া আছি । (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতা-হেতু অথবা মোহবশতঃ আমরা যদি বিপথগামী হই, হে জ্ঞানময়, বিবেকরূপে হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন) ।

(খ) হে ভগবন ! আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন । আর সদবুদ্ধি-দানে রক্ষার নিমিত্ত এবং অবিনাশী সৎকৰ্মশীল জীবনের জন্ম, পুনশ্চ জাগরণের অর্থাৎ সৎকৰ্মসমন্বিত ও সদ্ভাবসম্বৃত করিয়া উন্মোচিত করিবার নিমিত্ত, আমাদের ধারণ করুন অর্থাৎ আমাদের প্রমাদ-পরিহারে সৎ-কৰ্মান্বিত করিয়া আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন । (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন ! আপনার কৃপায় সচুপদেশ-লাভে আমরা যাহাতে সৎপথাবলম্বী হইতে পারি, তাহাই বিহিত করুন) ।

৪। হে জ্ঞানময় দেব ! দ্যোতমান স্বপ্রকাশ আপনি, মনুষ্য পর্যান্ত সকল প্রাণীর সৎকর্মের পালক হয়েন ; আর সকল যজ্ঞে—সকল সৎ-

কৰ্মানুষ্ঠানে আপনি সৰ্বতোভাবে (সম্পূজিত) পূজনীয় হয়েন । (ভাব এই যে,—সকল কৰ্ম্মেই জ্ঞানদেবের প্রভাব বিद्यমান রহিয়াছে) ।

৫ । দেববিভূতিসমূহ সকলে শরণাগত আমাকে সৰ্ব্বভাবে আৰত করিয়া অবস্থান করুন অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করুন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । ভাব এই যে,—দেবভাবসমূহ হৃদয়ে সম্যক্‌প্রকারে উপজিত হউক) ।

৬ । সদ্ভাবপোষক সেই ভগবান, পরমধনের সহিত (আমাদিগের) হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন ।

৭ । পরমপদপ্রদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব, শ্রেষ্ঠধনের সহিত আগমন করুন এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন ।

৮ । ত্রোতমান্‌ যপ্রকাশ পরমাশ্রয় সংকৰ্ম্মের প্রেরক অথবা সংকৰ্ম্মের নিয়োজক সংপথপ্রদর্শক ভগবান অভীষ্টপূরক পরমধনদায়ক হইয়া আগমন করুন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন ।

৯ । হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি এই কৰ্ম্মে শ্রেষ্ঠ ধন অর্থাৎ কৰ্ম্মের অপেক্ষিত ফল প্রদান করুন অর্থাৎ সংকৰ্ম্মের স্তফল প্রদান করুন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । এখানে সংকৰ্ম্মের স্তফললাভের প্রার্থনা বিद्यমান । প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে আমরা যেন কৰ্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিতে প্রবুদ্ধ হই) ।

১০ । হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি আমার সংকৰ্ম্মকে পূর্ণফলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া অথবা ফলসমগ্নিত করিয়া, পুনরায় আমাকে সেই কৰ্ম্মের স্তফল প্রদান করুন অর্থাৎ ধনদানে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন ।

১১ । তাহা হইলে হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্‌ ! আমি যেন সংকৰ্ম্ম-সাধক জীবনের দ্বারা বিযুক্ত না হই, আপনি তাহাই সাধন করুন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । ভাব এই যে,—আমাকে যেন পাপ স্পর্শ না করে এবং তজ্জন্য যেন আমি সংপথ ভ্রষ্ট না হই) ।

১২ । শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্‌ হে ভগবন্‌ ! আপনি আহ্লাদক অর্থাৎ পরমানন্দপ্রদায়ক হয়েন । অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার পরমসুখহেতু হইয়া, এইরূপে আমাকে অনুগৃহীত করুন অথবা হৃদয়ে প্রদাপ্ত হউন ।

১৩। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি সদ্ভাবরূপে শরণাগতের ব্যাপক হয়েন। অতএব এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের অর্থাৎ পরমসুখের নিমিত্ত আপনি সেইভাবে আমার অন্তর ব্যাপ্ত করুন।

১৪। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি জ্ঞানজ্যোতিঃ-সমূহের উৎসারক হয়েন। (অথবা, পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারণের দ্বারা লোকসমূহকে রক্ষা করে, সেইরূপে জ্ঞানধনদানে আপনি পাপনিঃসারক ও লোকসমূহের রক্ষক হয়েন)। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সদ্ভাবের দ্বারা পরমসুখ-সাধনের জন্য জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করুন।

১৫। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি অভীষ্টপ্রাপক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারীর (আমার) অভীষ্টপ্রাপ্তির হেতু হউন অর্থাৎ সেইভাবে জাগরুক রহুন।

১৬। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি ভববন্ধনচ্ছেদক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের অর্থাৎ ভববন্ধনচ্ছেদনরূপ পরমসুখের নিমিত্ত হউন অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন।

১৭। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি সদ্বৃত্তিসমূহের উন্মেষক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার পরমসুখের নিমিত্ত অনুগ্রহ করুন অর্থাৎ সদ্বৃত্তির উন্মেষণে সহায় হউন।

১৮। (ক) হে আমার মন ! বায়ুরূপে বর্তমান বিশ্বের জীবনস্বরূপ ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(খ) হে আমার মন ! বরুণরূপে বর্তমান স্নেহকারুণ্যময় ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(গ) হে আমার মন ! দিক্‌পালরূপে বর্তমান জগতের পালক ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(ঘ) হে আমার মন ! শাসকরূপে বর্তমান সর্বসংহারক ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

১৯। (ক) দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দেবীস্বরূপ হে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ ! তমোভাবে শোষক তোমাদিগের যে প্রসিদ্ধ সত্ত্বপ্রবাহ বিद्यমান, ভগবানে

স্থাপনযোগ্য, শক্তিদায়ক এবং পরমানন্দপ্রদ সেই সত্ত্বপ্রবাহকে যেন আমি অতিক্রম করিয়া না যাই (অর্থাৎ তাহাকে যেন বিনষ্ট না করি) ।

(খ) অপিচ, সেই সত্ত্ব-প্রবাহ লাভ করিয়া ইহলোকসম্বন্ধি দুঃশেছ বন্ধন বিমুক্ত করিতে যেন সমর্থ হই ।

২০ । (ক) হে মন ! সংকর্মে সমুদ্ভূত কল্যাণ কামনা কর অর্থাৎ সংকর্মের সফললাভের জন্ম প্রবুদ্ধ হও । (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধক) ।

(খ) অপিচ হে মন ! প্রজ্ঞানাদার ভগবান তোমার অগ্রে গমন করুন । ভাব এই যে,—প্রজ্ঞানাদার ভগবান তোমার পথপ্রদর্শক হউন ।

(গ) অনন্তর (সংপথ অবগত হইয়া) হে মন ! ইহজগতে শ্রেষ্ঠ পদে গমন কর । অর্থাৎ সংপথে গমন করিয়া শ্রেষ্ঠ পরমস্থান প্রাপ্ত হও ।

(ঘ) সর্ববশক্তির আধার হে ভগবন্ ! আপনি বহিরন্তঃশত্রুদিগকে (হৃদরূপ যজ্ঞ-স্থান হইতে) দূরে স্থাপন করুন ।

২১ । (ক) যে হৃদপ্রদেশে (অথবা যে যজ্ঞভূমিতে) নিখিল সত্ত্বভাব (দেববিভূতি) নিত্যকাল অবস্থান করেন, হে ভগবন্ ! এইরূপ হৃদয়-প্রদেশ (যজ্ঞভূমি) এই মর্ত্যালোকে (সংসারে) থাকিয়াই আমরা যেন প্রাপ্ত হই । (ভাব এই যে,—এই সংসারে অবস্থিত থাকিয়াই আমরা যেন সত্ত্বভাবসমন্নিত হইতে পারি) ।

(খ) অজ্ঞানতা-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক আমরা (যেন) ঋক্ সাম ও যজুর্শাস্ত্ররূপ স্তবের দ্বারা এবং পরমধন তত্ত্বজ্ঞানের পোষক সত্ত্বভাবের দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে হৃষ্ট হই । (ভাব এই যে,—ভগবানের উপাসনায় অজ্ঞানতা-বিনাশে আমরা যেন প্রজ্ঞান লাভ করি) ।

* * *

মন্ত্রভাষ্যঃ (সাংগাচার্যাকৃতং) ।

দ্বিতীয়েহম্বাকে দীক্ষা বর্ণিতা । দীক্ষিতেন দেবযজনে স্বীকৃতে সতি সোমক্রয়ণাদিরূপ ক্রতুব্যবহারস্তত্র কর্তব্যং শক্যত ইতি তৃতীয়েহম্বাকে দেবযজনস্বীকারো বর্ণ্যতে । তৎস্বীকারাদ্ধ সোমার্থে দেবযজনে সোমক্রয়েব বক্তৃমুচিতত্বাত্তৎস্বীকারাত্মপূর্ব্বমম্বাবাকাদৌ ব্রতপানদ্রব্য সম্পাদনমভিধীয়তে ।

১ । “দৈবীং ধিয়ং মনামহে স্মৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহস ৬ স্পারা নো অসম্বশে ।
ব্যোধানঃ—অথাপ আচামতি দৈবীং ধিয়ং মনামহে স্মৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহস ৬

সুপারা নো অসদ্বশ ইতি” ইতি । বোধায়নঃ—“তথাপ আচাঃতি দৈবীং মনামহে স্মৃড়ীকাম-
ভিষ্টয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহস৬ সুপারা নো অসদ্বশ ইতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“দৈবীং ধিয়ং
মনামহ ইতি হস্তাবাগিজা” ইতি ॥

অভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বয়ং দেবতাবিষয়াং কস্ম্যাকুষ্ঠানবুদ্ধিমনয়া বুদ্ধ্যা সম্পাদয়ামঃ । কীদৃশীং
বুদ্ধিং ? স্মৃড়ীকাং স্মৃথহেতুং ব্রহ্মবর্চসধারণহেতুং যজ্ঞনির্বাহিকাম্ । সেয়ং বুদ্ধিঃ স্মৃষ্ট পারং
গতাস্মাকং বশে ভবতু ॥ স্মৃড়ীকামিতি পদস্তাভিপ্রায়মাহ—“দৈবীং ধিয়ং মনামহ ইত্যাহ
যজ্ঞমেব তনুদ্রয়তি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি । যদু করোতীত্যর্থঃ ॥ সুপারেতি
পদেন যৎসুচিৎ তদাহ—“সুপারা নো অসদ্বশ ইত্যাহ ব্যাষ্টিমিবাবকক্বে” (সং० কা० ৬
প্র० ১ অ० ৪) । ব্যাষ্টিঃ স্প্রভাতং ক্লংগযজ্ঞপ্রকাশনদিতার্থঃ ॥

২ । “যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সূদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ পাস্তু তে নোহবন্ত তেভ্যো
নমস্তেভ্যো স্বাহা ।”—কল্পঃ—“অথাস্মৈ ক৬ সে বা চমসে বা নিষিচ্য ব্রতং প্রযচ্ছতি তদক্ষিণতঃ
পরিশ্রিত্য ব্রতয়তি যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সূদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ পাস্তু তে নোহবন্ত
তেভ্যো নমস্তেভ্যো স্বাহেতি” ইতি । চক্ষুরাদিপ্রাণাভিমানিনো যে দেবাঃ সন্তি তেহস্মানপরঃ-
পানরূপব্রতানুষ্ঠায়িনোহন্তর্কর্ষিচ শুদ্ধিসম্পাদনে পালয়ন্তু । কীদৃশা দেবাঃ ? উপত্যিকালে
মনসা সহোৎপন্নাঃ । ব্যবহারকালেহপি মনসা যুজ্যন্তে । অত্মমনসস্ত চক্ষুরাদিভিঃ সংনিহিত-
বিষয়াণামপ্যনবগমাৎ । সতি তু মনঃসাহায্যে স্বস্ববিষয়েষু সূদক্ষাঃ কুশলাঃ । দক্ষাঃ প্রজাপতিরুৎ-
পাদকো যেবাং তে দক্ষপিতারঃ । বিচারপূরঃসরং ব্রতং বিধত্তে—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি হোত্রব্যং
দীক্ষিতস্ত গৃহাৎ ইন হোতব্যাংমিতি হবির্কৈ দীক্ষিতো যজুহ্বাদ্যজমানস্তাবদায় জুহ্বাশ্রয়
জুহ্বাদ্যজ্ঞপক্লরস্তরিখাণ্ডে দেবা মনোজাতা মনোযুজ ইত্যাহ প্রাণা বৈ দেবা মনোজাতা মনো-
যুজস্তেবেব পরোক্ষং জুহোতি তন্নেব হুতং নেবাহুতং” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি ।
দীক্ষিতস্ত হবিষ্টমর্থবাদান্তরে অয়তে—“পুরা থলু বাবৈষ মেধায়হস্মাননারভ্য চরতি যো দীক্ষিতো
যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভত আশ্বনিজ্জরুণ এবান্ত স তস্মান্তস্ত নাহগ্ৰং পুরুবনিজ্জরুণ ইব হুথো
থবাহরগ্নীষোম্যাভ্যাং বা ইন্দ্রো বৃহমহরিতি যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভতে বাত্রগ্ন এবান্ত স তস্মাৎগ্ৰাং
বারুণ্যর্চ্চা পরিচরতি স্বয়ৈবনং দেবতয়া পরিচরতি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ১১) ইতি ।
শাখান্তরেহপি—“সর্কাত্যো বা এষ দেবতাত্তা আশ্বানমালভতে যো দীক্ষিতঃ” ইতি । তথা
সতি দীক্ষিতস্ত গৃহে যজ্ঞগৃহোত্রং জুহ্বাত্তর্হি যজমান এব হুতো ভবেৎ । অহোমে তু নিত্যান্নি-
হোত্রস্ত পকুঃ প্রতিদিনানুষ্ঠানরূপং পর্ব বিচ্ছিত্তেত । তত্র পূর্বপ্রসিদ্ধেন মন্ত্রেণাহবনীয়াগ্নৌ
হোমঃ স প্রত্যক্ষ ইত্যুচ্যতে । অয়ং তু পরোক্ষোহগ্নিহোত্র হোমঃ । অত্মমন্ত্রেণ প্রাণায়াম্
হুয়মানত্বাৎ । অতদ্বিতীয়কোটিয়েন মুখ্যায়োহোমাহোময়োভাবান্নোক্তদোষদ্বয়ং । তস্মাদনেন
মন্ত্রেণ ব্রতং কুর্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ ।

৩ । “অগ্নে ত্ব৬ স জাগৃহি বয়৬ স মন্দিষীমহি গোপায় নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ
পুনর্দদঃ ।”—বোধায়নঃ—“অথ সংবেশনযজুর্জপতি অগ্নে ত্ব৬ স জাগৃহি বয়৬ স মন্দিষীমহি
গোপায় নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দদ ইতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“অগ্নে ত্ব৬ স জাগৃহীতি
স্বপ্নান্নাহবনীয়মভিস্রয়তে” ইতি । সূমন্দিষীমহি নির্ভ্রাঃ সন্তুঃ স্বপ্ন্যামঃ । নোহস্মাকং স্বস্তয়ে

বিনাশাভাবার্থ প্রব্ধে জাগরণায় দদঃ সামর্থ্যং দেহি । ভয়প্রসক্তিং দর্শয়ন্নয়ং ব্যাচষ্টে “স্বপন্তং বৈ দীক্ষিত৩ রক্ষা৩ সন্ত্যগিঃ থলু বৈ রক্ষোহাহংয়ে ত্ব৩ স্তজাগৃহি বয়৩ স্ত মন্দিবী-মহীত্যাহায়িমাবধিপাং কৃত্বা স্বপিতি রক্ষসামপহতৌ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি ॥

৪ । “ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যোষা । ত্বং যজ্ঞেঋষীডাঃ ।”—কল্পঃ—“অথাধ্বর্গ্যা-শ্রদ্ধ্যরাত্র আদ্রত্য প্রবুদ্ধযজুর্কীচয়তি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যোষা । ত্বং যজ্ঞেঋষীডা ইতি” ইতি । ষাজ্যাস্ত্র ব্যাখ্যাতং । ব্রতব্রংশপ্রসক্তিং দর্শয়ন্ প্রথমং পাদং ব্যাচষ্টে — “অব্রতানিব বা এষ কৰোতি যো দীক্ষিতঃ স্বপিতি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসীত্যাহায়িকৈ দেবানাং ব্রতপতিঃ স এবৈনং ব্রতমাশ্রয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি । অবিকলং কৰোতীত্যর্থঃ । মনুষ্যেষু ছিন্নং ব্রতং মনুষ্যাবতারেণ পালয়তীতি শঙ্কাং বারয়ন্ দ্বিতীয়পাদং ব্যাচষ্টে—“দেব আ মর্ত্যোষেত্যাহ দেবো হেয সন্মর্ত্যোষু” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি । অতো ব্রতং সমাধাতুং শক্নোতি । অগ্নিশ্রুঁ দিবঃ ককুদিত্যাদিষাজ্যাপুরোহুবাক্যাদিমন্ত্রেধগিঃ জুয়ত ইত্যভিপ্রায়ং তৃতীয়পাদে স্বয়ং দর্শয়তি—“ত্বং যজ্ঞেঋষীডা ইত্যাহৈত৩ হি যজ্ঞেঋষীডতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি ।

৫—১৭ । “বিশ্বে দেবা অভি মামাহববৃত্রন্ পুষা সন্না সোমো রাধসা দেবঃ সবিতা বসোর্ক্স-সুদাবা রাশ্বেয়ং সোমাহভুয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্যা বি রাধি মাহমায়ুবা চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভব বস্ত্রমসি মম ভোগায় ভবোশ্রাহসি মম ভোগায় ভব হয়োহসি মম ভোগায় ভব ছাগোহসি মম ভোগায় ভব মেঘোহসি মম ভোগায় ভব ।”—বোধধ্বনঃ—“অথ সনিহারান্ প্রহিণোতি স যং মত্ততে ন মাং প্রত্যাখ্যাস্ততীতি তং প্রথমমভিপ্রহিণোতি বিশ্বে দেবা অভি মামাহববৃত্রন্ পুষা সন্না সোমো রাধসা দেবঃ সবিতা বসোর্ক্সসুদাবেতি, আহরন্তং দৃষ্ট্বা জপতি নানাহরন্তং রাশ্বেয়ং সোমাহভুয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্যা বি রাধি মাহমায়ুবেতি” ইতি । সনিশকেন হিরণ্যবস্ত্রাদি দেবদ্রব্যমুচ্যতে । সনিহারো দ্রবাণামানেতারঃ । আপত্তম্বস্ত প্রকারান্তরেণ মন্ত্রবিনিয়োগ-বিচ্ছেদবাহ—“বিশ্বে দেবা অভি মামাহববৃত্রম্নিতি প্রবুদ্ধ্য জপতি, পুষা সন্তেতি সনিহারান্৩স৩ শান্তি, চন্দ্রমসীত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রং যথালিঙ্গং প্রতিগত্বাতি, দেবঃ সবিতা বসোর্ক্সসুদাবেত্যানি” ইতি । সর্কে দেবা অভিতঃ পালয়িতুং মামাবৃত্য তিষ্ঠন্ত । পুষা সন্না পোষকো দেবো দেয়েন হিরণ্যদ্রব্যেণ সহায়ত্বাৎ । সোমো রাধসা সাধকেন বস্ত্রেণ সহায়ত্বাৎ । বসোর্ক্সস্তরস্ত গবাদেঃ প্রেরকো দেবো বস্ত্রপ্রদঃ সন্নায়াত্ব । হে সোমাস্মিন্ কশ্যপেপেক্ষিতমিয়দেহি, সম্পূর্ত্যা মাং পূরয়ন্ ভূয় আভর, অহমায়ুবা মা বিরাধি বিয়ুক্তো মা ভুবন্ । প্রবুদ্ধো জপেদিত্যেতদ্ ব্যাচষ্টে— “অপ বৈ দীক্ষিতাং স্তুষুপুং ইন্দ্রিয়ং দেবতাঃ ক্রামন্তি বিশ্বে দেবা অভি মামাহববৃত্রম্নিত্যাহেল্লি-য়েগৈবৈনং দেবতাভিঃ সন্নয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি । স্তুষুপুং স্তুষ্পাং । অতীন্দ্রিয়সামর্থ্যেন তদভিমানিদেবতাভিচ্চায়ং মন্ত্রঃ সংযোজয়তি । বিপক্ষবোধপূরঃসরমাহভুয়ো ভরেত্যমুং মন্ত্রভাগং ব্যাচষ্টে—“যদেতদ্বজ্রং ব্রহ্মাদবাত এব পশুনভীদীক্ষেত তাবন্তোহস্ত পশবঃ স্তা বাশ্বেয়ং সোমাহভুয়ো ভরেত্যাহাপরিমিতানিব পশুনবরুক্ষে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪)

দীক্ষাকালে বিষ্টমানাশ্রাবতঃ পশুনভিপ্রাপ্য দীক্ষেত মন্ত্রাহুক্তো তাবন্ত এব স্ত্যঃ । মন্ত্রোক্তো তু তৎসামর্থ্যাদপরিমিতাঃ পরলোকে ভবন্তি । পশুভির্দ্রব্যান্তরাণ্যপলক্ষ্যন্তে । চন্দ্রমসি মম

ভোগায় ভব বজ্রমসি মম ভোগায় ভবোশ্বাসি মম ভোগায় ভব ইয়োহসি মম ভোগায় ভব
ছাগোহসি মম ভোগায় ভব মেঘোহসি মম ভোগায় ভবেত্যোভিগ্নৈর্ধ্বথালিঙ্গং বস্তু স্বীকর্তব্যং ।
চক্ষুঃ হিরণ্যং । উশ্রা গোঃ ॥ তেন তেন মস্ত্রেণ তত্তদ্রূপ্যভিমানিদেবতাস্ত্যস্তীত্যাহ—“চক্ষুমসি
মম ভোগায় ভবেত্যাহ যথাদেবতামেবৈনাঃ প্রতিগৃহ্ণতি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি ।
এনা হিরণ্যাদিরূপা দিগ্‌সিতা দক্ষিণাঃ ॥

১৮। “বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বা নিম্ন্যৈতৈ ত্বা রুদ্রায় ত্বা ।”—কল্পঃ—“তাঃ সমুদায়ুত্যা রক্ষতি
তাসাং যা নশ্চতি ম্রিয়তে বা বায়বে ত্বেতি তামনুদিশতি, যাহপ্‌স্ব বা পাশে বা বরুণায় ত্বেতি তাং
যা সং বা শীর্ষ্যতে গর্তে বা পততি নিম্ন্যৈতৈ ত্বেতি তাং, যামহির্ঘ্যাত্তো বা হস্তি রুদ্রায় ত্বেতি
তাং” ইতি । অনুদিশামীতি শেষঃ ॥ বিপক্ষস্বপক্ষয়োদুর্ঘণভূষণে দর্শয়তি—“বায়বে ত্বা বরুণায়
ত্বেতি যদেবমেতা নানুদিশেদবথাদেবতং দক্ষিণা গময়েদা দেবতাভ্যো বৃশ্চ্যত যদেবমেতা অনুদিশতি
যথাদেবতমেব দক্ষিণা গময়তি ন দেবতাভ্যো বৃশ্চ্যতে” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি ॥

১৯। “দেবীরাপো অপাং নপাশ্চ উর্ধ্বিহবিষ্য ইন্দিয়াবান্মদিস্তমস্তং বো মাহব ক্রমিষমচ্ছিন্নং
তস্ত্বং পৃথিব্যা অহু গেযম্ ।” বোধায়নঃ—“অথ যজ্ঞপরিয়াণা আপ উপাধিগচ্ছন্তি তজ্জপতি
দেবীরাপো অপাং নপাশ্চ উর্ধ্বিহবিষ্য ইন্দিয়াবান্মদিস্তমস্তং বো মাহব ক্রমিষমচ্ছিন্নং তস্ত্বং পৃথিব্যা
অনুগেযমিতি সং বা গাহতে সং বা তরতি” ইতি । অপরিয়াণা গমনবিরোধিত্তো মার্গপ্রতি-
রোধিকাঃ ॥ আপস্তম্বঃ—“প্রয়াণে দেবীরাপ ইত্যাপোহবগাহতেহচ্ছিন্নং তস্ত্বং পৃথিব্যা অনুগেয-
মিতি হস্তেন লোষ্ট্রং বিমৃদ্যাত্যাপারাত্” ইতি । যদা কেনাপি নিমিত্তেন দেবযজ্ঞনাদগ্নত দীক্ষিত
ভদানীং পৃথগরপীষয়ীন্ সমারোপ্য দেবযজ্ঞনং গচ্ছন্নধ্যে প্রাপ্তায়াং নত্য়ামবগাহোত্তরং । অপাং
নপাদিত্যগ্নিসম্বোধনং । হে দেব্য আপো যুস্মাকং য উর্ধ্বিস্তং পাদেন মাহবক্রমিষং । কীদৃশ
উর্ধ্বিঃ । ব্রীহাদ্র্যাপাদনেন হবির্যোগ্যঃ স্বকীয়জলপানেনেন্দ্రిয়শক্তিকারী তৃষাং নিবর্তয়ন্তি-
হর্বপ্রদঃ । যুদি লোষ্ট্রকপং পৃথিব্যা অচ্ছিন্নং তস্ত্বং পেতুং প্রাপ্য ততোপরি গচ্ছামি ॥ হবিষ্য-
শক্ভাতিপ্রায়মাহ—“দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাং যদ্বো মেধ্যাং যজ্ঞিয়ত্ স দেবং তদ্বো মাহব
ক্রমিষমিতি বাবৈতদাহ” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি । ইতি বাচ, ইত্যেব ॥
তস্ত্বশক্ভাতিপ্রায়মাহ—“অচ্ছিন্নং তস্ত্বং পৃথিব্যা অনুগেযমিত্যাং সেতুমেব কৃত্বাহতেতি” (সং०
কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি ॥

২০। “ভদ্রাদতি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্বথেমবস্ত বর আ পৃথিব্যা আরে
শক্রন্ কৃণুহি সর্ববীরঃ ।”—বোধায়নঃ—“বৃহস্পতিবতর্চ্চা প্রয়াতি ভদ্রাদতি শ্রেয়ঃ প্রেহি
বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্বিত্যথ যত্র বৎশন্ ভবতি তদবস্ত্যতথেমব স্ত বর আ পৃথিব্যা
ইত্যাহনিত্যমুত্তমুপতিষ্ঠত আরে শক্রন্ কৃণুহি সর্ববীর ইতি” ইতি ।

আপস্তম্বস্ত্রীমন্ত্রানেকীকৃত্য বিনিয়ুক্তে—“পৃথগরপীষয়ীন্ সমারোপ্য রথেন প্রয়াতি
এতদভাবে রথাক্রমাদায় ভদ্রাদতি শ্রেয় ইতি” ইতি । অত্রার্থক্রমেণ দেবীরাপ ইত্যস্মাং পূর্ক-
মেবাং মস্ত্রোহবগন্তব্যঃ । হে রথ ভদ্রাং প্রশস্তাদম্মানিত্যাগিহোত্রস্থানাদতিপ্রশস্তং সৌমিকং
দেবযজ্ঞনমতিপ্রযাহি । বৃহস্পতিস্তব পুরতো গন্তা ভবতু । অথ প্রয়াণাদুর্দ্ধং পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিত্যা
সমস্তাঙ্গরে শ্রেষ্ঠে স্থান ঈমিমাং গতিমবস্ত্র সমাপয় । হে রথাত্মিনিমানদিত্য শক্রনাক্রমাদীনারে

‘দেবযজ্ঞনাদ্রৈ কুরু ॥ কল্পঃ—“অথ যত্র যক্ষ্যমাণো ভবতি তদবশ্যতোদমগম্য দেবযজ্ঞনং পৃথিব্যা ইত্যস্তাদমুবা কন্তু” ইতি । স চ মন্ত্র এবমায়ত্তে—

২১ । “এদমগম্য দেবযজ্ঞনং পৃথিব্যা বিধে দেবা যদজুষস্ত পূৰ্ব্ব ঋকসামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্তো রায়স্পোষণে সমিষা মদেম” ইতি ।—পৃথিব্যাঃ সঞ্চক্ৰি যদেবযজ্ঞনং তদিদমগম্য বয়ং প্রাপ্তাঃ । যদেবযজ্ঞনে পূৰ্ব্বে সৰ্ব্বে দেবা অজুষস্তাসেবস্ত তদ্বয়মাগত্য বেদত্রয়গতৈশ্বর্যৈঃ সোমযাগং সন্তরন্তঃ সমাক্‌পারং নয়ন্তো রায়স্পোষণে ধনসমৃদ্ধ্যা সমিষা সমীচীনেনায়েন চ মদেম হৃদ্যাম্ ॥

ভদ্রাদভীতাদিমন্ত্রার্থঃ স্পষ্ট ইত্যভিপ্রেত্য ব্রাহ্মণেনাত্র ব্যাখ্যানমুপেক্ষিতং । ঔপাস্ত্রবাক্য-কাণ্ডে তু দীক্ষিতনিয়মপ্রসঙ্গাব্যাত্থানং কৃতং । তত্র বৃহস্পতেকপযোগমাহ—“অগ্নিরৈ দীক্ষিতস্ত দেবতা সোহম্মাদেতর্হি তির ইব যর্হি যাতি তমাশ্ব৮ রক্ষা৮ সি হস্তোভদ্রাদভি প্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অশ্বিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিস্তমেবাধারভতে স এন৮ সম্পারয়তি” (সং. কা. ৩ প্র. ১ অ. ১) ইতি । যদা দীক্ষিতোহগ্নিহোত্রস্থানাং প্রযাতি তদাহগ্নিষ্টিরোহিত ইব নৈনং পালয়তি । ততো রক্ষাংস্তেনং মার্গে হস্তমীশ্বরাণি ভবন্তি । তত্র বৃহস্পতৌ পুরতো গচ্ছতি সত্যমুগচ্ছন্তমেনং রক্ষোবাধপরিহারেণ স বৃহস্পতিঃ সমাক্‌পারং নয়তি ॥ উত্তরমন্ত্রস্ত চতুর্ষু ভাগেষু প্রতিপাত্তোহর্থঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—“এদমগম্য দেবযজ্ঞনং পৃথিব্যা ইত্যাহ দেবযজ্ঞনং হেয পৃথিব্যা আগচ্ছতি যো যজতে বিধে দেবা যদজুষস্ত পূৰ্ব্ব ইত্যাহ বিধে হেতদেবা জোষয়ন্তে যদ্বাক্ষণা ঋকসামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্ত ইত্যাহক্‌সামাভ্যাং হেয যজুষা সন্তরতি যো যজতে রায়স্পোষণে সমিষা মদেমত্যাহাশিষমৈবতামাশান্তে” (সং. কা. ৩ প্র. ১ অ. ১) ইতি । অধ্বর্য্যাপ্রভৃত্যো ব্রাহ্মণা যদেবযজ্ঞনমিদানীমধিতীষ্ঠন্তি তদেবাঃ স্বয়ং সেবমানা এতান্ সেবন্তে । যো যজতে স এষ সন্তরতীত্যবয়ঃ ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

“দৈবীং হস্তৌ শোধয়িত্বা যে দে ব্রতপয়ঃ পিবেৎ ।

অগ্নে স্বপ্নাগ্নিমাহ ত্বং প্রবুদ্ধো জপেত্তথা ॥ ১ ॥

বিশ্ব ইত্যপি পুষ্যেতি সনিহারানুশাসনং ।

দেবো বসুগ্রহশ্চজং যড ভিস্ত্র প্রতিগ্রহঃ ॥ ২ ॥

বায় নষ্টামপ্সু যুতাং সন্নামৃগভ্যাং চ গাং স্পৃশেৎ ।

দেবীরাপো বিগাহাচ্ছি লোষ্টমপ্সু বিমদয়েৎ ॥ ৩ ॥

ভদ্রাজ্থেন যাতেদং বাগভূমিব্যবস্থিতিঃ ।

অমুবাকে তৃতীয়েহশ্বিনুদিতা একবিশ্ণুতিঃ ॥৪॥” ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

একাদশাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিন্তিতং—“স্বপ্নাদিমন্ত্রা আবর্ত্যা নো বাহ্যোহশ্বন্তরায়তঃ । কৃৎনোদেশপ্রবৃত্ত্বান্নিমিত্তাভেদতঃ সৰুৎ” ইতি ॥ দীক্ষিতস্ত স্বপ্ননৃত্যন্তরগবৃষ্টিক্রেনানাধ্যদর্শন-নিমিত্তকান্তত্ত্বমন্ত্রজপাঃ পঠিতাঃ । স্বমগ্নে ব্রতপা অসীত্যাদিকঃ স্বপ্নমন্ত্রঃ । দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাদিনদীতরগমন্তঃ । উন্দতীর্কলং ধত্ত ইত্যাদিবৃষ্টিক্রেনদনমন্ত্রঃ । অবদ্ধং মন ইত্যাদির-মেধ্যদর্শনমন্ত্রঃ । যদা নিদ্রা মধ্যে প্রবোধৈর্যৈক্যাবদীয়েত, নদী চ বহুশঃ স্রোতোযুক্তা বীপৈঃ,

বৃষ্টিশ্চ বিচ্ছেদৈঃ, অমেধ্যানি চ দৈশৈস্তদা তৈরন্তরায়ৈর্গ্নিমিত্তেষু ভিগ্ধমানেষু নৈমিত্তিকা মজ্জা আবর্তনীয়া ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ - রাত্রিগতাং কৃৎস্নাং নিদ্রাশুদ্ধিশ্চ মজ্জাভিধানায়িত্তমেকং । এবমন্তরাপি যোজ্যং । তস্মান্নাস্ত্যাবৃত্তিঃ । তত্রৈবাস্তচ্ছিত্তিতং - “প্রাণে প্রাত্যহং মজ্জো ভিন্নো নো বাহত্র বিশ্রমৈঃ । প্রাণাণ্ডেদান্তিন্নো নো গতৌক্যাদানিবৃত্তিতঃ” ইতি ॥ ভদ্রাদতি শ্রেয় ইত্যাদিঃ প্রাণাণমন্ত্রঃ । তত্র দীক্ষিতস্ত নিৰ্গমনমারভ্য পুনঃপ্রবেশপর্যন্তং বিশ্রমব্যবধানেহপি প্রয়োজনৈক্যাদেকমেব প্রাণাণং । ততো ন মজ্জাবৃত্তিঃ ॥

অথ চন্দঃ ।

দৈবীং ধিয়মিত্যগ্নে স্বমিতি চৈতে অনুষ্ঠভোঃ । স্বমগ্ন ইতি গায়ত্রী । বিশ্বে দেবা ইত্যেকপদা । এদমগ্নোতি ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইতি শ্রীমৎসামগাচাৰ্য্যবিরচিতো নাদবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রাপ্যকে তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা ।

— * —

দ্বিতীয় অনুবাকে দীক্ষা বর্ণিত হইয়াছে । দীক্ষা গ্রহণের পর দীক্ষিত ব্যক্তির দেবকাণ্ডে অধিকার জন্মে । তখন তিনি সোমক্রয়গাদি ক্রতু-ব্যবহার সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন । বক্ষ্যমাণ তৃতীয় অনুবাকে দীক্ষিত কর্তৃক দেবযজ্ঞন বা দেবপূজার অধিকারের বিষয় পরিবর্ণিত । কিন্তু তৎসম্বন্ধেও এক বিশেষ বিধি আছে । দেবযজ্ঞনে অধিকার লাভের পূর্বে দীক্ষিত ব্যক্তিকে ‘ব্রতপানং দ্রব্য’ সম্পাদন করিতে হয় । তন্নিম্ন, দীক্ষিত হইলেও, তাঁহার দেবযজ্ঞনে অধিকার জন্মে না । তাই অনুবাকের প্রথম কয়েকটি মন্ত্রে, সোমযাগ সম্পাদনে সোম-ক্রয়গাদির পূর্বেই ব্রতপানাদির বিষয় অভিহিত হইয়াছে ।

তৃতীয় অনুবাকের মন্ত্রসমূহের নিম্নরূপ বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয় ; যথা,—‘দৈবীং ধিয়ং’ প্রভৃতি মন্ত্রে হস্তাদি প্রক্ষালন ; অনন্তর আচমনাদি ক্রিয়া সম্পাদনের পর ‘যে দেবা’ প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রতপয়ঃ পান করিবে । ‘অগ্নে স্বং’ প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, ‘স্বমগ্নে’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই অগ্নির উদ্দেশে জপ করিবার বিধি । ‘বিশ্বে দেবা’ ‘পুষা সন্তা’ প্রভৃতি মন্ত্রে ‘সনিহারানুশাসন’, ‘দেবঃ সবিতা’, ‘বসোঃ’ ‘চক্ৰমসি’ প্রভৃতি ছয়টি মন্ত্রে পরিগ্রহ । তার পর ‘বায়বে স্বাং’ প্রভৃতি মন্ত্রচতুষ্টয়ে গরুকে স্পর্শ করিবে । ‘দেবীরাপঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে জলের মধ্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া, সেই লোষ্ট্রকে জল দ্বারা বিমর্দন এবং পরিশেষে ‘ভদ্রাদধি’ প্রভৃতি মন্ত্রে রথে গমন করিয়া ‘এদং’ প্রভৃতি মন্ত্রে বাগভূমিতে অবস্থিতি । বলা বাহুল্য, বিনিয়োগ-সংগ্রহের উল্লিখিত বিনিয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা দি নিরূপণ করিয়াছেন । আর সেই বিনিয়োগ অনুশাসনেই ভাষ্যে মন্ত্রের ভাব প্রকটিত হইয়াছে ।

কিন্তু আমরা অনেকটাই ভাষ্যের সে ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই আমাদের অর্থ অনেক স্থলে ভাষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধ হইবে। যাহা হউক, আমাদের বিচারে ব্যাখ্যাটির বিষয় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে সকল বিষয় স্পষ্টীকৃত হইবে। যথা—

এই অমুখ্যের প্রথম দুইটি মন্ত্রের প্রয়োগ-বিষয়ে ভাষ্যভাষ্যে যাহা অবগত হওয়া যায় এবং ভাস্কর্য্যমুসারে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রে সঙ্কেত পদ নাই। ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রটি যজ্ঞমানের আচমন-সংক্রান্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রের ভাব-বিষয়ে প্রায় সকলেরই এক মত দেখা যায়। এই মন্ত্রে যজ্ঞমান যেন বলিতেছেন,—‘আমি এই আবক্ষ অমুষ্ঠানের স্মৃতিদ্বারা জগৎ চিরস্থখের নিদান যজ্ঞ-কার্য্যের উপযুক্ত তেজস্কর দৈবী বুদ্ধি প্রার্থনা করি। এতাদৃশী সর্বপ্রশংসনীয় বুদ্ধি আমাদের বশীভূত হউক।’ দ্বিতীয় মন্ত্রে দুগ্ধ-পানের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। ইহাই ব্রতপয়ঃ পান। একটা ব্যাখ্যার প্রকাশ,—‘এই মন্ত্রে অমৃগয়-পাত্র দুগ্ধ পান করিবে।’ তদনুসারে মন্ত্রের যে একটা বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—‘যে দেবগণ মন হইতে উৎপন্ন এবং মনের সহিত কার্য্যকর (ইন্দ্রিয়গণ), তাঁহারা এই অমুষ্ঠানে নিপুণতা প্রদর্শন করতঃ আমাদের রক্ষা করুন। আমি তাঁহাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেছি। এই আহুতি স্মৃতি হউক।’ * এখানে ‘দেবগণ’ বলিতে ‘ইন্দ্রিয়গণ’ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে প্রকাশ, যজ্ঞে বিয় উৎপন্ন না হয়—সেই জন্তই এই মন্ত্রের প্রার্থনা। ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘চক্ষুরাদি প্রাণাভিমাত্রী দেবগণ আমাদের দুগ্ধপানরূপ ব্রতানুষ্ঠানে বহিরন্তঃ-শুদ্ধি-সাধনে আমাদের পালন করুন। সেই দেবগণ কিরূপ? তাঁহারা উৎপত্তিকালে মনের সহিত উৎপন্ন। ব্যবহারকালে মনের সহিত তাঁহারা সংযুক্ত হন। যাহারা অল্পমনস্ক, তাঁহাদের চক্ষুরাদির গোচরীভূত সন্নিহিত বিষয়েও অনবগতি হয়। কিন্তু মনের সহায়তায় সেই সেই বিষয়ে পারদর্শী হওয়া যায়। দক্ষ-প্রজাপতি যাহাদের উৎপাদক, তাহারাষ্ট দক্ষপিতারঃ। ইত্যাদি।

ক্রিয়া-কর্মে মন্ত্রদ্বয় যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমরা কেবল মন্ত্রের কি নিগূঢ় লক্ষ্য, তাহাষ্ট একটু আলোচনা করিতেছি। আমাদের মন্তব্যমুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে সে আলোচনার মূলতত্ত্ব প্রকটিত আছে। তদনুসরণে সামান্য একটু চিন্তা করিলেই ভাব পরিবর্তিত হইতে পারে। মন্ত্র দুইটি ভগবানের করুণা-প্রার্থনায় বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

প্রথম মন্ত্রে, ভগবানের নিকট সদ্‌বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্‌বুদ্ধির অধিকারী হইলে, মানুষ কি প্রকার বিভবসম্পন্ন হইতে পারে, ‘দ্বিয়ং’ পদের বিশেষণ-করটি তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। তোমার ‘দ্বিয়ং’ (মতি) যদি দেবোদ্দেশে প্রযুক্ত (দৈবী) হয়, তাহার দ্বারা পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা পরমসুখপ্রদায়িকা (সুমুখীকাং) হয়, তাহা ‘তেজের ধারক’ হইয়া থাকে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে কোনও বিপদ-আপদ আসিয়া কদাচ

* সামশ্রমী মহাশয় মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের অথবা উর্বটের বা মহীধরের ভাষ্যে এ ভাব পাওয়া যায় না।

অভিভূত করিতে পারে না, আর তাহার দ্বারা নানা সংকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধিই সংকর্ষসাধয়িত্রী (যজ্ঞবাহসং) হয়। ঐ প্রকার হিতসাধনী বুদ্ধি আবার সহজলভ্য (সুপারা) হইতে পারে। সহজেই তুমি সে বুদ্ধির অধিকারী হইতে পার, যদি তাহা ভগবদভিমুখী হয়। এখানে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—‘হে ভগবন্! আমার বুদ্ধি (মতি) যেন দেবোদ্দেশে প্রযুক্ত হয়, সদ্বুদ্ধি যেন আমার বশে থাকে।’ ভাব এই যে,—তাহা হইলেই আমার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে দুইটি তত্ত্ব পরিব্যক্ত আছে। প্রথমে বলা হইয়াছে—দেবগণ বা দেবভাবসমূহ বা শুদ্ধসত্ত্বাদি (‘দেবাঃ’) হৃদয়েই উৎপন্ন হয়, হৃদয়েই অবস্থিত করে। ‘মনোজাতা’ ও ‘মনোযুক্তাঃ’ পদদ্বয় সেই সংবাদ প্রদান করিতেছে। মামুখ্য! কল্পুরিকা-অশেষী মুগেব ত্রায় কেন দূরে ঘুরিয়া মরিতেছে! দেবতার সন্ধান চাও? ঐ দেখ তোমার হৃদয়েই তাঁহাদিগের উৎপত্তিস্থান! ঐ দেখ—তোমার হৃদয়েই তাঁহারা অবস্থিত আছেন! একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘যে’ পদ, সেই আভাষ প্রদান করিতেছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা তাই ‘সর্বৈরনুভূতাঃ’ পদ ব্যবহার করিয়াছি। সেই হৃদস্থিত দেবতার প্রতি যদি তোমার দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, তাঁহারা কি প্রকারে তোমার দ্বারা সংকর্ষসমূহ সমাধান করিয়া লয়েন! মন্ত্রের ‘দক্ষণিতারঃ’ পদ, আমাদের দেবভাবের কর্মকারিতার বিষয় ব্যক্ত করিতেছে। এ মন্ত্রে ভগবানের নিকট যেন প্রার্থনা করা হইতেছে,—‘হে ভগবন্! আমার হৃদয়ে দেবভাব (দেবগণ) অবস্থিত হউন; আব, তাঁহাদিগের সাহায্যে সংকর্ষানুষ্ঠানের দ্বারা আমি যেন পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি।’ তাঁহারাও আমাকে পালন করুন। তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বাহা-মন্ত্রে আমি যেন কর্ম সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি,—আমার কর্মসমূহ আমি যেন ভগবানে অর্পণ করিতে সমর্থ হই।’

ভাষ্যে অনুক্রমিত হইয়াছে,—মোনী যজমান এই দুইটি মন্ত্র উচ্চারণে মোন-ভাব ভঙ্গ করিবেন। যাহারা অনেক কথা কহে, তাহারা অত্রায় কথা কহিয়া থাকে,—অসত্য কথা কহিতে বাধ্য হয়। অতএব, সাধনার পথে যাহারা অগ্রসর হইবেন, মোনাবলম্বন তাঁহাদিগের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন। সেই মোন যদি ভঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে এই দুইটি মন্ত্রের আদর্শ-অমুরূপ বাক্য উচ্চারণ করাই শ্রেয়ঃ-সাধক। পরিত্রাণকামীর যে বাক্য, তাহা এই মন্ত্রদ্বয়ের বাক্যের ত্রায় আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনা-মূলক হওয়াই কর্তব্য। মন্ত্রার্থ-আলোচনায় এই এক প্রধান শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তার পর তৃতীয় অমুখ্যকের তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। ভাষ্যানুসরণে প্রচলিত অর্থে বুঝিতে পারা যায়, যজ্ঞকারী যেন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—‘হে অগ্নি! আপনি একটু প্রজ্জ্বলিত থাকুন; আমরা একটু নিদ্রিত হই। আপনি প্রজ্জ্বলিত (জাগরিত) থাকিলে, রাক্ষসেরা যজ্ঞহানি করিতে আসিতে সাহস পাইবে না।’ এ পক্ষে ভাব আসে এই যে, অগ্নি জ্বলিলে যাজ্ঞিকগণ জাগিয়া আছেন ভাবিয়া রাক্ষসেরা সেদিকে অগ্রসর হইবে না। আমরা কিন্তু মনে করি, এখানে সে বহিঃশত্রু যজ্ঞবিঘ্নকারক রাক্ষসের অগ্রসর হইবে না। আমরা কিন্তু মনে করি, এখানে সে বহিঃশত্রু যজ্ঞবিঘ্নকারক রাক্ষসের অগ্রসর হইবে না। পরন্তু এখানে অন্তঃশত্রু—কামক্রোধাদির বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে। প্রার্থনা-

কারী সেই জ্ঞানময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—‘হে জ্ঞানময়! সংসারের মোহঘোরে পড়িয়া আমরা পুনঃপুনঃ সংপথ হইতে ভ্রষ্ট হই, পুনঃপুনঃ সম্ভাবকে বিসর্জন দিই । আপনি আমাদের সেই মোহঘোর বিদূরিত করুন । জ্ঞানরূপে আপনি হৃদয়ে জাগ্রৎ থাকিয়া আমাদের সदा সধু দ্বি দান করুন,—সংপথে পরিচালিত করুন । পদে পদে প্রমাদ আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিতেছে । কিসে সে প্রমাদ পরিহার করিতে পারি, আপনিই তাহার উপায়-বিধান করুন । দিয়াছিলেন সকলই ; জন্মসংজ্ঞাত সম্ভাবাদি হৃদয়ে বিকাশ পাইতেছিল—সকলই ; কিন্তু আমি একে একে সকলকেই বিসর্জন দিয়াছি ; সংসারের পাপ-সংসর্গে মিশিয়া সকলকেই পাপকলুষাঙ্কিত মলিন করিয়া তুলিয়াছি । তাই প্রার্থনা করিতেছি,—‘আবার—আবার আমার কৃপা করুন (পুনর্দদঃ) ।’ এ মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য । মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটি পদ বড়ই সংশয়-মূলক । ভাষ্যকার-সেই কয়েকটি পদ-সম্বন্ধে ব্যাকরণ-ঘটিত নানা বিতর্কের মীমাংসা করিয়াছেন । কিন্তু তাহাতেও সন্দেহের নিরসন হয় না । বেদমন্ত্র—হৃত্যকারে গ্রথিত । উহার এক একটি অংশের মধ্যে বহু ভাব পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে । দৃষ্টান্ত-স্থলে এই যজুর্বেদেরই প্রথম মন্ত্র ‘ইষে স্বা’ ‘উর্জে স্বা’ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি । এই মন্ত্রের অন্তর্গত ‘পুনর্দদঃ’ পদ সেইরূপ স্বত্বস্বরূপ । ঐ পদে কত পুরাতন স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরুক করে । ঐ পদে ভাব আসে,—আমাদের জন্ম-গ্রহণের সহিত আমরা বীজরূপে সম্ভাবের কত অঙ্গই লাভ করিয়াছিলাম ! কিন্তু এখন, পাপ পৃথিবীর প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া, একে একে সকলই হারাইয়াছি । ‘পুনর্দদঃ’ পদের প্রার্থনায় বলা হইতেছে,—‘ভগবন্! সেই সব ভাব আমার তামায় ফিরাইয়া আনিয়া দেও ।’ এইরূপভাবে বিচার করিতে গেলে, বেদ-মন্ত্রের এক একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বহু কথা আলোচনার প্রয়োজন হয় । কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাহা বাহ্য মনে করিতেছি ।*

দীক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ক্রোধপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাতে পাপস্পর্শ হয় । সেই পাপ-প্রকালন জন্ত এই অমুবাকের চতুর্থ মন্ত্র অনুস্মরণীয় । মন্ত্রটী জলন্ত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে,—ইহাই ভায়ের অভিমত । সে পক্ষে, মন্ত্রে অগ্নির গুণ-ব্যাখ্যান বলা হইয়াছে,—অগ্নি সকল কাজেই লাগিয়া থাকেন, সকল যজ্ঞাদিতেই অগ্নির প্রয়োজন হয় ।

এখন আমাদের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন । আমাদের মত এই যে,—মন্ত্র জ্ঞানদেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে । জ্ঞানই যে সৎকর্ম্মের পালক ও রক্ষক এবং সকল সৎকর্ম্মাছুষ্ঠানেই যে জ্ঞান-দেবতার প্রাধান্য, তাহা স্কৃত্যই উপলব্ধ হয় । মন্ত্রে তাঁহারই (জ্ঞানদেবতার) সেই মাহাত্ম্য-কথা প্রখ্যাপিত হইয়াছে । মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনার ভার আছে । এখানে আপনার অন্তরস্থ শুদ্ধস্বের উদ্বোধনা দেখিতে পাই ।

* মন্ত্রের বিভাগ-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের পুঁথিতে এবং প্রকাশিত গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয় ; ভাষ্যও ঐরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাই । কালীর পাঠে, জন্মগৌর প্রকাশিত ওয়েবার সাহেবের সংস্করণ অনুসৃত । বোম্বাই-প্রদেশের গ্রন্থে তাহা কৃপান্তরে পরিগৃহীত । আমরা বিভিন্ন পাঠ মিলাইয়া অর্থ-পরিগ্রহের উপযোগী পাঠই গ্রহণ করিতেছি ।

হৃদয়ে শুদ্ধসম্ভাব যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ঠ ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—তাহা হইলে কোনও ধনেরই আর অভাব থাকে না। এ পক্ষে প্রার্থনার মৰ্ম্ম এই যে,—হে আমার হৃদয় শুদ্ধসম্ভাব! তুমি জাগরিত হও; আর তোমার সেই জাগরণের প্রভাবে আমি যেন আমার অভীষ্টধন প্রাপ্ত হই।’ জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সে ধন কতকটা প্রাপ্ত হই। কিন্তু সে ধন এখন আমরা হারািয়াছি; শুদ্ধসম্ভাব হৃদয়ে জাগ্রত হইলে, সেই ধন আবার ফিরিয়া পাইতে পারি।’ ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সঞ্চর, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারেই যে জ্ঞান সম্ভাবিত হয়, মন্ত্রে তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—‘মামুষ! তুমি শুদ্ধ-সম্ভাবাস্থিত হও; জ্ঞানদেব তোমায় পরম ধন প্রদান করিবেন।’

পঞ্চম হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত কয়েকটি মন্ত্রকে একত্রে সমাবিষ্ট করিয়া ভাস্কর্য্যকার ঐ সকল মন্ত্রের অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। ভাস্কর্য্যসারে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হয়, তাহা এই—‘সকল দেবতা আমাদের পালনের জন্য আমাদের আবৃত্ত করিয়া অবস্থান করুন। পোষক পুষা দেবতা হিরণ্য-দ্রব্যের সহিত আগমন করুন, সোম বস্ত্র লইয়া আগমন করুন, গবাদির গ্রেহরক দেবতা বস্ত্রপ্রদ হইয়া আগমন করুন। হে সোম! এই কৰ্ম্মের অপেক্ষিত ধন প্রদান করুন। আমাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলদান করিয়া পুনরায় আমাদের পর্য্যাপ্তের অভীত ধন প্রদান করুন। আমি যেন আয়ুর দ্বারা বিযুক্ত না হই।’ তার পর ‘চন্দ্রমসি’ ‘বজ্রমসি’ প্রভৃতি মন্ত্র-সমূহে এক এক দ্রব্যের উপলক্ষিত এক এক দেবতার নিকট সেই সেই দ্রব্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বস্ত্র, গো, অশ্ব, ছাগ, মেঘ প্রভৃতি ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তি-লাভের কামনা সেই সকল মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ছাগাভিমানী দেবতার নিকট ছাগ, মেঘাভিমানী দেবতার নিকট মেঘ, বজ্রাভিমানী দেবতার নিকট বজ্র, গবাভিমানী দেবতার নিকট গবাদি, অশ্বাভিমানী দেবতার নিকট অশ্ব প্রভৃতি যজ্ঞা করিয়া, তত্তৎসামগ্রী লাভের নিমিত্ত প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ফলতঃ, ঐহিক সুখসাধক যে সকল সামগ্রী কামনীয়, সেই সকল সামগ্রীই এই সকল মন্ত্রের উপলক্ষিত। ভাস্কর্য্যের ভাবে তাহাই উপলব্ধ হয়।

কিন্তু মন্ত্রের সহিত ঐহিক সুখসাধক সামগ্রীর সংশ্রব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বেদ মন্ত্র নিত্য-সত্য অপৌরুষেয়। আর ছাগ মেঘাদি অনিত্য পৌরুষেয়। নিত্য-সামগ্রীরা সহিত অনিত্য বস্তুর সমাবেশে, অপৌরুষেয় বেদের-মন্ত্রের সহিত অনিত্য পৌরুষেয় ছাগমেঘাদির সংশ্রব-সূচনায়, বেদের অপৌরুষেয়ত্বের এবং নিত্যত্বের বিঘ্ন ঘটে। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের সহিত সংশ্রবযুক্ত বস্ত্র, হর, ছাগ, মেঘ প্রভৃতি ঐহিক সুখসাধক সাধারণ বস্তুাদি নহে। ঐ সকল পদে আধ্যাত্মিকতামূলক বিভিন্ন উচ্চ ভাব প্রকাশ করে। আমরা মৰ্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে এই আলোচনায় এসঙ্গে তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিতেছি। কি সূত্রে কি ভাবে মেঘাদি শব্দ পার্থক্য পঞ্চাদি হইতে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ ভাব প্রকাশ করিতে পারে, তৎপ্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে।

পঞ্চম (‘বিষে দেবা’ প্রভৃতি) মন্ত্রে হৃদয়ে সম্ভাব-উদ্বোধনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনাকারী শোকেচ্ছ। তিনি পার্থিব বিত্তার্থ্যা লাভের জন্য লালসায়িত নহেন। তিনি সেই

মোক্ষসাধক গুণসম্বতাব-সমূহ অবিগত করিবার জন্তই ব্যাকুল । তাই তাঁহার প্রার্থনা হইয়াছে,—‘হে ভগবন্ ! বিশ্বের সকল দেববিভূতির অমুগ্রহ যেন আমি লাভ করিতে পারি । তাঁহারা সকলেই যেন আসিয়া আমার মোক্ষসাধক হন ।’ পঞ্চম মন্ত্রে সমষ্টিভাবে সকল দেববিভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । আর তৎপরবর্তী ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম মন্ত্র-চতুষ্টয়ে ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক দেববিভূতির অমুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই । সাধক কহিতেছেন,—‘হে পুত্রা, হে সোম, হে সবিতা ! আপনারা ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে—সর্বভাবে আমাদেরিগকে অমুগ্রহ করুন । আমাদেরিগকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন, আমাদেরিগকে পরমাত্ম প্রদান করুন, আমাদেরিগকে সংপথ প্রদর্শন করুন এবং আমাদেরিগের সংকর্ষের স্তফল প্রদান করুন । ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে—সর্বভাবে আমাদেরিগের শ্রেয়ঃ-সাধন করুন—ইহাই আমাদেরিগের আকাঙ্ক্ষা ।’

তার পর দশম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন । এখানে পর্যাপ্ত—পর্যাপ্তেরও অতীত ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রস্ফুট দেখি । ভগবান আমাদেরিগকে এত ধন প্রদান করুন, যাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়—কামনার অবসান হয় ।’ এখানে কামনা-নাশের ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । অতিরিক্ত অত্যধিক ধন-লাভের পর, কামনার নাশ হয়, এ মন্ত্র সেই সত্য প্রকটিত করিতেছে । সাধারণতঃ মানুষের প্রার্থনায় প্রকাশ পায়,—

“দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্ ।

বিধেহি দেবী কল্যাণং বিধেহি বিপ্লবাং শ্রিয়ম্ ॥

বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥”

কলভঃ, মানুষ চায়—রূপ । মানুষ চায়—সৌভাগ্য । মানুষ চায়—সুখ । মানুষ চায়—কল্যাণ । মানুষ চায়—বিপুল ঐশ্বর্য । মানুষ চায়—যশোগৌরব । মানুষের অনন্ত কামনা—মানুষের অনন্ত বাসনা । কামনাই মানুষের পরম শত্রু । ধন চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না । রূপ চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না । সৌভাগ্য আরোগ্য ও সুখ চাহিয়াও কামনার তৃপ্তি হয় না । যশে তার তৃপ্তি নাই । মনোরমা ভার্য্যাতেও তার তৃপ্তি নাই । বিজ্ঞাবস্ত, বশবস্ত ও লক্ষ্মীমস্ত হইয়াও তাহার তৃপ্তি নাই । তাহার নিবৃত্তিই তাহার তৃপ্তি ; কামনারূপ শত্রুর নাশই—তাহার আকাঙ্ক্ষার পূরণ—তাহার পরমার্থ লাভ । তাই আমরা মনে করি—‘রূপং দেহি’, ‘জয়ং দেহি’, ‘যশো দেহি’ প্রার্থনায় তৃপ্তি আসিল না বলিয়া, সে প্রার্থনায় আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইল না বলিয়া, সাধকের হৃদয়-কন্দর হইতে শেষ বাণী নিঃসৃত হইল—‘জিহো জহি ।’ অর্থাৎ, যেন আমি শত্রুনাশে সমর্থ হই,—যে শত্রু নাশ হইলে আর ‘রূপং দেহি’ ‘ধনং দেহি’ বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয় না ; যে শত্রু নষ্ট হইলে আরোগ্য-সৌভাগ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না—আমি যেন সেই শত্রু নাশ করিতে সমর্থ হই । বলিয়াছি তো, কামনাই মানুষের পরম শত্রু । আমরা মনে করি—‘ভূয়ো ভর মা পূণন পূর্ত্যা’ বলিতে এখানে কামনারূপ পরমশত্রু-নাশের চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে । যিনি পরম ঐশ্বর্যশালী সাধক, তিনি ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিয়া থাকেন । সাধারণ

মাহুয, পরমৈশ্বর্যশালী সন্ধান পাইয়া তুচ্ছ পার্থিব ধনরত্নাদির কামনা করে বটে ; কিন্তু অলৌকিক সাধনশক্তিসম্পন্ন জন, কামনা বিসর্জ্যরূপ অপার্থিব ধনেরই বাচ্ছা করে। যিনি ঘরুপ অর্থের (অভিলষী) অধিকারী, ভগবানের নিকট তিনি সেইরূপ অর্থই প্রার্থনা করেন। অধিকারী হিসাবে বেদমন্ত্রের ভিন্ন অর্থ উপলব্ধি হয়। যিনি অর্থের অস্ত্র লাভারিত, তিনি অর্থেরই প্রার্থী হইবেন ; আবার যিনি পরমার্থ লাভের অস্ত্র ব্যাকুল, তিনি তাহারই প্রার্থনা জানাইবেন। সেই পরমৈশ্বর্যশালী আপনার অনন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার যেমন প্রার্থনা, তিনি সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইবেন।

পরবর্তী একাদশ হইতে সপ্তদশ পর্যন্ত মন্ত্র-সমূহে সেই আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বিষয় উল্লিখিত। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রথম সামগ্রী—‘চন্দ্রঃ’ অর্থাৎ পরমানন্দ। ভগবৎপ্রাপ্তিতেই সেই পরমানন্দ অধিগত হয়। আকাঙ্ক্ষার ইহাই পূর্ণ পরিতৃপ্তি। ‘বস্ত্র’—দ্বিতীয় সামগ্রী। বস্ত্র যেমন নগ্ন-দেহকে আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করে ; সেইরূপ সত্ত্বাবস্থার কামনা-বাসনা পূর্ণ নগ্ন-হৃদয়ে অমৃত নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ, সত্ত্বাব সঞ্চারে কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন হইলেই মাহুযের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। তার পর ‘উশ্রাঃ’ অর্থাৎ জ্ঞানরশ্মি। জ্ঞানবলে হৃদয়ের পাপাঙ্ককার বিদূরিত হইলেই, বিস্তৃত জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলেই, কামনা-বাসনার নিবৃত্তি ঘটে ; তখনই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়—তখনই পর্যাশ্রয়ও অভীত ধন অধিগত হইয়া থাকে। ‘উশ্রাঃ’ পদে এখানে গাভী বুঝায় না। এখানে ভগবানকে ‘উশ্রাঃ’ পদে ‘জ্ঞানের উৎস’ বলা হইয়াছে। গাভী যেমন লোকরক্ষাকর পয়ঃ-নিসারণ করে, সেইরূপ ভগবানও জ্ঞানকিরণ-দ্বারা পাপ-নিসারণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, অজ্ঞানান্ধ কার হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি-বিচ্ছুরণে পাপতমনাশের ভাবই ঐ ‘উশ্রাঃ’ পদে প্রকাশ করিতেছে। অজ্ঞানতাই কামনার ও বাসনার জনক। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতার বিনাশে কামনার ও বাসনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনে, আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইয়া থাকে। তার পর, আকাঙ্ক্ষা পূরণের আর এক সামগ্রী—‘হয়ঃ’। অভীষ্ট-পূরণ হইলেই—প্রার্থিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেই—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। এখানে, সাধকের প্রার্থিত সামগ্রী—পরমার্থপ্রাপ্তি। তাহাই তাঁহার অভীষ্ট। সেই অভীষ্ট পূর্ণ হইলেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। আকাঙ্ক্ষা-পূরণের আর এক সামগ্রী—‘ছাগঃ’। ‘ছো’ ধাতুর অর্থ ছেদন করা। ‘ছো’ ধাতু হইতে ‘ছাগঃ’ পদের বৃৎপত্তি। ‘গল’ অর্থাৎ অর্গলকে ছেদন করেন যিনি, তিনিই ছাগ। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ হইয়াছে—‘ভববন্ধন-ছেদকঃ’। সাধকের প্রধান কামনা—ভববন্ধনছেদন। সেই কামনার সামগ্রীই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া থাকে। শেষ কামনার সামগ্রী—‘মেঘঃ’ অর্থাৎ সজ্জ্ঞানদানে চিত্তবৃত্তির উন্মেষণ। সংকল্পসাধনশীল জীবনই বল, পরমানন্দই বল, সত্ত্বাবসৎপ্রবৃত্তিই বল, জ্ঞানধনই বল, পরমার্থই বল, ভববন্ধন-ছেদনই বল—চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ভিন্ন কিছুই সম্ভবপর হয় না। চিত্ত যদি ধারণা না করিল, মন যদি চঞ্চল রহিল—কোনও আকাঙ্ক্ষারই পূরণ হওয়া সম্ভব নহে। তাই আকাঙ্ক্ষা-পূরক সকল সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সাধক শেষ যখন বুঝিলেন—মনই সকলের মূল, চিত্তবৃত্তিই সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রধান সহায়, তখন সাধক শেষ প্রার্থনা জানাইলেন,—‘হে ভগবন! আপনি সজ্জ্ঞান-প্রদানে আমার চিত্তবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিউন।’ ফলতঃ, পঞ্চম

হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত মন্ত্রসমূহে ভববন্ধনচ্ছেদনে আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে । এখানে যেহ, ছাগ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি অনিত্য সামগ্রী-লাভের কামনা নাই । পরমার্থ-লাভই এখানকার লক্ষ্য । সাধকের প্রার্থনায় সেই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে । দৃষ্টির তারতম্যানুসারে জটীক সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় । জগৎ বাহ্য আছে, তাহাই আছে । কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা একরূপ, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে উহা একরূপ । জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ, যুক্তি-দৃষ্টিতে উহা অনির্বাচনীয়, লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব । ত্রিবিধ চিত্তে এইরূপ ত্রিবিধ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে । কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য—‘আত্মস্তিক দুঃখনাশে পরমসুখসাধন । কিন্তু সকলেই বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর । বিভিন্ন স্তরের অধিকারী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত মিশিত হউক—ইহাই উদ্দেশ্য । নদী বিভিন্ন পথে বিভিন্ন নামে সাগরভিমুখে অগ্রসর হয় ; কিন্তু সে যখন সাগরে মিশিয়া যায়, তখন তাহার নামরূপ সমস্ত লোপ পায় । সচ্চিদানন্দসাগরে মিশিতে পারিলে, চিত্ত-নদী সেইরূপ নামরূপ বিযুক্ত হয় । জীবের তাহাই প্রার্থনীয় । ক্রতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই কথাই বলিয়াছেন ; যথা,—

“যথা নন্তঃ শ্রুতমানাঃ সমুদ্রেহন্তং গচ্ছতি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিজ্ঞানামরূপাদবিমুক্তঃ পরাং পরা পুরুষমপৈতি দিব্যম্ ।”

সেই লক্ষ্যই হউক । জ্ঞানের অধিকারী হইয়া নামরূপে বিযুক্ত হইয়া, মানুষ সেই পরাং পরে পরমেশ্বরেই লীন হউক । তিনি এক, তিনি অভিন্ন । এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এই ভাবই তাঁহাতে মিশিতে হইবে, এইরূপেই তাঁহাতে বিলীন হইতে হইবে । এই ভাবেই আকাঙ্ক্ষার পূরণ হইবে ।

পূর্ববর্তী সপ্তদশ মন্ত্রে সাধক যখন বুঝিলেন,—অতীষ্টসিদ্ধ করিতে হইলে, সর্কাগ্রে আত্মার উদ্বোধন বিশেষ আবশ্যক ;—আত্মোদ্বোধন ভিন্ন কোনও অতীষ্টই পূর্ণ হইবার নহে ; সেই তিনি আত্মোদ্বোধনে মনঃস্থৈর্য্য সাধনে বিনিযুক্ত হইয়াছেন । ভাষ্যে অষ্টাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দি পরিদৃষ্ট হয় না । তবে বিনিয়োগ-সংগ্রহ অনুসারে গো স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় । কল্প অনুসারে অর্থ হয়,—যে সকল গাভী মৃত বা অস্ত্র প্রকারে নষ্ট হয়, বায়ু তাহাদিগকে রক্ষা করুন ; যাহারা জ্বলে পতিত হয় অথবা পাশে আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, বরুণ তাহাদিগকে রক্ষা করুন ; যে সকল গাভী ভূমিতে বা গর্ভে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, নিষ্কৃতি তাহাদিগকে পালন করুন ; আর সর্প ব্যাঘ্রাদি তাহাদিগকে নিহত করে, রুদ্র-দেবতা তাহাদিগকে রক্ষা করুন । ইত্যাদি ।

আমাদিগের মতে মন্ত্রে এক নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় । মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে মনকে সন্বেদন করিয়া, তাহার উৎকর্ষ সাধনের স্তরপর্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি । মন্ত্রের প্রথমংশে বলা হইয়াছে,—‘হে মন ! তুমি এখন, সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছায়া মারা ছাড়িয়া, যিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সর্বভূতের আধার ও অধিপতি এবং যিনি বায়ুরূপে জগতের প্রাণস্বরূপ, একমাত্র তাঁহারই পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হও ।’ এই মন্ত্র বিবেক-বৈরাগ্য-মহুগ্ধের এই দুই শ্রেষ্ঠ ভাবের স্ফোতন করিতেছে ।

তমোন্নয় নিদ্রিত মমকে অতি আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে,—‘রে আবোধ অচেতন মন! সকলই তো অসার ক্ষণভঙ্গুর—চরাচর বিশ্বসংসার সকলই তো মিশার স্বপন—এই আছে, এই নাই! তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাও?’—এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র! তৎপরে বলা হইতেছে,—‘হে মন! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, যিনি সারাৎসার—যিনি সর্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রয়স্থান, তাঁহার তৃপ্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ কর, তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই করুণা করুণা-লাভে প্রয়াস পাও,—তাঁহারই পাদপদ্মপূজায় দেহ মন প্রাণ চালিয়া দেও।’ ইহা অপেক্ষা বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা শুনিবার পাত্র নহে! মন যে বড়ই অধীর—বড়ই চঞ্চল! তাহাকে বেশে আশা বা তাহাকে আয়ত্তীকৃত করা বড়ই কঠিন! অতি অস্থির মনের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য সম্পাদন যে বড়ই সুদুষ্কর! এই কথা মনে করিয়াই, নরনারায়ণ অর্জুন, আকুলকণ্ঠে ভগবান বামুদেবকে বলিয়াছিলেন,—“বায়োরিব সুদুষ্করম্।” সত্যই বটে! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন কঠিন, মনকে বন্ধন করাও তদ্রূপ দুঃসাধ্য! মদমত্ত বারণতুল্য এমন মনকে কে শাসনদণ্ডে পরিচালিত করিবে? কে শাস্তি-সংযমের নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই মন্ত্রের শেষাংশে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করা হইয়াছে—“রুদ্রায় ত্বা।” অর্থাৎ,—‘হে চঞ্চল মন! হে অসংযত মন! এই স্তরে আসিয়া,—এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ষোড়শরূপী শাসিকা যে দৈবী-শক্তি, একবার তাঁহার প্রতি লক্ষ্য কর,—তুমি একেবারে তাঁহার প্রীতিসাধন জন্ত বিনিযুক্ত হও।’ বলা হইতেছে,—‘হে সাধক আত্মা, অভ্যুপরে তুমি শক্তি-সাধনার জন্ত যোগযুক্ত হও। অতি হিরন্মতাবে, অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সনাই অস্থির মনকে কঠোররূপে সুসংযত কর!’ বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে, তাহাদেরই প্রেরণা-বলে, সাধন ক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। তখন সাধককে শক্তিসাধনরূপ যৌর অধ্যাত্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শাসন-দণ্ডধারী বিশ্বশাসক দৃঢ় শাসন-দণ্ডের বেশে পরিচালনা করিয়া, সাধকের অস্থির চিন্তাকে শান্ত ও সংযত করিয়া দেন! এখানে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, সেই অবস্থারই আভাস প্রাপ্ত হই।

এই অবস্থার সংযতচিত্ত শাস্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রহ্মজ্যোতিঃ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। তখন সাধক মনকে সঞ্চোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,—‘হে মন! তোমাকে জগতের জীবন-স্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনের জন্ত নিযুক্ত করিতেছি; অর্থাৎ, এখন তুমি অন্তরাত্মাকে পরমা-লোকে আলোকিত করিয়া, ব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও।’ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বায়বে ত্বা’ পদে সেই স্তরের বিষয় খাপন করিতেছে। সাধকের আত্মা ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইলে, যতই তাহার বিশাল বিরাট ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশ—বিশাল বিশ্ব সেই বিরাট ভাবেরই স্ফোভনা করিয়া থাকে। সেই বিশাল বিরাট ভাব লাভ করিয়া সাধক মনকে বলিয়া থাকেন,—‘মন! তোমার কর্ণের দ্বারা তুমি এখনই ভূমা-ভাবে সুবিস্তৃত সন্ধ্যাসারিত হও, যেন ক্ষিতিব্যোমাস্থিকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ তুমি যেন বিশাল বিরাট জদয় হইয়া তাঁহাতে সংশ্রব-সমন্বিত বা সম্মিলিত হইয়া যাইতে পার।’ এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ মন্ত্রে আশীর্বাদ আকাজক্ষা-প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,—‘হে মন! তুমি

ভগবানের আশীর্বাদ-প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হও—তোমার প্রতি ভগবান ‘প্রেমা’ রূপ পরম-করুণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবৎ-প্রসাদে তুমি পরম ভক্ত ও পরম প্রেমিক হইয়া ভগবৎ-সেবায় ভগবৎ-কার্যে বিনিযুক্ত হও ।’

উনবিংশ মন্ত্রে উদ্বোধনার ভাব পরিব্যক্ত । এখানে প্রেমভক্তিরূপ মহাভাবের বিকাশ এবং সেই ভাব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকটিত দেখিতে পাই । এখানকার সঙ্ঘোজন—শুদ্ধস্বভাব । ভাষ্য-মতে এ মন্ত্রের সঙ্ঘোধ্য—আপ । তদনুসারে ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত, তাহা এই,—‘যদি কোনও কারণে দেবযজন-প্রদেশে ভিন্ন অশ্রুত নীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পৃথক অরণিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে । সেই প্রজ্জ্বলিত অরণি সহ দেবযজ্ঞ-স্থানে গমন সময়ে, পথে মধ্যে যেন কোনও কলিত নদী রহিয়াছে মনে করিয়া তাহাতে অবগাহন পূর্বক সেই নদী উত্তীর্ণ হইবার বিধি । ‘অপাং নপাং’ পদে অগ্নির সঙ্ঘোজন আছে । মন্ত্রের অর্থ—‘হে দেবী আপ ! আপনাদের উর্ষিকে যেন আমি পদের দ্বারা অতিক্রম না করি । (অর্থাৎ আমাতে যেন পাদস্পর্শ-দোষ সংঘটিত না হয়) । কিরূপ উর্ষি ! ব্রীহাদি উৎপাদন সমং বলিয়া হবির্যোগ্য, স্বকীয় জলপানের দ্বারা ইন্দ্রিয়-শক্তি-বুদ্ধিকারী এবং তৃষ্ণাদি-নিবারণে অতি হর্ষপ্রদ । লোষ্টরূপ পৃথিবীর অচ্ছিন্ন সেতু প্রাপ্ত হইয়া যেন তাহার উপর গমন করিতে পারি ।’

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে শুদ্ধস্বস্বকয়ে পরম-স্থান লাভের এবং ভববন্ধন-চ্ছেদনের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান রহিয়াছে । মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘হে শুদ্ধস্বস্বরূপ ভগবন ! আমাঃ অন্তরাশ্রায় নিহিত দেবভাবসমূহ আপনায় সহিত সম্মিলিত হইয়া যেন অধিকতর উজ্জ্বল ও শক্তিসম্পন্ন হয় । আমি যেন আমার কর্মের দ্বারা সেই স্বস্বপ্রবাহকে বিনষ্ট না করি । আমাঃ অন্তরের তমোরাশিকে দূর করিয়া, আমার অজ্ঞানন্ধকার বিনষ্ট করিয়া, আমাকে পরমানন্দ ভূমানন্দ প্রদান করুন । মন্ত্রের অন্তর্গত ‘অপাং নপাং’ পদে তমোভাবের শোষণ বা বিনাশ সাধন বুঝাইতেছে । ঐ বাক্য হইতে তমোভাবনাশের অজ্ঞানন্ধকার দূরীকরণের ভাব কেন আসে, সামান্য অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে । জল বা জলীয় অংশ তমোভাবের অন্ধকারের স্রোতক । জড়ত্ব, শৈত্য—জলের ধর্ম । সেইজন্তই জলের বা জলীয় ভাবের নাশক সংজ্ঞায় সম্ভাবকে—জ্ঞানাত্মকে সঙ্ঘোজন করা হইয়াছে । জলের আধিক্য—শৈত্যের আধিক্য সম্ভাবের—জ্যোতির বা জ্ঞানের হানিকর । এখানে জড়ত্ব বা শৈত্য দূর করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করুন—এই ভাবটী আসিয়া থাকে । আমরা সেই ভাবো মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম । মন্ত্রের অন্তর্গত ‘পৃথিব্যাঃ অচ্ছিন্নং তন্তুং’ বলিতে আমরা ‘হিহলোক-সম্বন্ধি তুচ্ছেদ্য বন্ধনের’ বিষয়ই উপলব্ধি করি । এখানে সেই ভববন্ধন-মোচনে আকাঙ্ক্ষা বর্তমান । সম্ভাব অধিগত হইলেই, হৃদয়ে সংস্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান ঘটিলেই সকল বন্ধন টুটিয়া যায় । এখানে ভগবদধিষ্ঠানে সংসার-বন্ধন-মোচনের সন্ধানে সাধক উদ্যত হইয়াছেন,—ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত ।

তার পর বিংশ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন । ভাষ্যমতে এ মন্ত্র রথ-সঙ্ঘোজনে বিনিযুক্ত তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে রথ ! অপ্রশস্ত এই নিত্য অগ্নিহোত্র স্থান হইতে প্রশংসনীয় দেবযজ্ঞ স্থানের অভিমুখে গমন কব । গমনের পূর্বে পৃণিবী-সম্বন্ধি শ্রেষ্ঠ স্থানে গাঁ

সম্পন্ন কর। হে রথাভিমানী আদিত্য রাক্ষসাদি শত্রুগণকে দেবযজ্ঞস্থান হইতে দূরে রাখ।’ আমাদের মতে এ মন্ত্রে ভগবানে কর্মফল সমর্পণের উদ্বোধনা বর্তমান। মন্ত্রটি মনঃসম্বোধন-মূলক। আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া সাধক কহিতেছেন,—‘হে মন! তুমি সংকর্ষে সফল পাইবার জ্ঞাত উদ্বোধিত হও। কিন্তু তুমি তো অন্ধ! কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইলে সে ফল প্রাপ্ত হইতে পার, তাহা তো তোমার অবদিত! সুতরাং তুমি ভগবানের শরণাপন্ন হও। এ সংসারে তিনি তোমার পথপ্রদর্শক হউন। সংপথে পরিচালিত করিয়া, তিনি তোমাকে কর্মফল প্রদান করুন এবং তোমার কর্মের ফল তিনিই গ্রহণ করুন। এইরূপে তুমি ইহজগতে শ্রেষ্ঠ পদে সমারূঢ় হইয়া বহিরন্তঃশত্রু-বিনাশে পরমাত্মায় লীন হইয়া যাও।’ আমরা মনে করি, এই ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। ফলতঃ, স্বরূপ-জ্ঞানই পরমার্থ-লাভের একমাত্র উপায়। তাঁহাকে সর্বশক্তির আধার, সংপথপ্রদর্শক ও শত্রুনাশক বলিয়া বুঝিতে পারিলেই সকল অন্তরায় দূর হয়। তখনই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

তার পর একবিংশ বা শেষ মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যজ্ঞমান যজ্ঞশালায় গমন করিয়া প্রার্থনা করিবেন। প্রয়োগ অল্পসারে প্রচলিত ভাষে এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশিত হয়, তাহা প্রথমে উল্লেখ করিতেছি; যথা,—‘আমরা এই পৃথিবী সম্বন্ধীয় দেবযজ্ঞ-স্থানে আগত হইয়াছি, যেখানে সকল দেবতা প্রীতি সহকারে আছেন। আমরা ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবেদীয় মন্ত্রের দ্বারা সমুদ্রের মত গম্ভীর সোমবাগ সমাপন করতঃ ধনের দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত ও অন্ন দ্বারা হৃষ্ট (আনন্দিত) হই।’

এক্ষণে আমরা যদি দিয়া যেকপভাবে এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। আমরা মন্ত্রটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে প্রার্থনা করা হইতেছে যে,—‘হে ভগবন্! আমাদের এই হৃদয়রূপ (হৃদঃ যজ্ঞঃ) যজ্ঞ-স্থানটী যেন এমন ভাবে প্রস্তুত হয়, যেখানে নিখিল দেবভাক (দেববিভূতি)-অধিষ্ঠিত হইয়া।’ হৃদয়ই দেবযজ্ঞের (পূজার প্রকৃত স্থান! বাহিরে যতই সাজসজ্জা হউক না কেন, বাহিরে যতই জাঁকজমক করিয়া পূজার স্থানটী প্রস্তুত করা হউক না কেন, যদি অন্তঃস্থান হৃদয়টী প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে সকল চেষ্টা, সকল যত্ন, সকল উপকরণ, যে বৃথা হইয়া যাইবে! তাই আমরা ‘যজ্ঞ’ শব্দে কেবল বাহির না ধরিয়া (যজ্ঞের) ভিতর স্থান পর্য্যন্ত ভাব গ্রহণ করিয়াছি। কেবল ‘যজ্ঞ’ শব্দেই ‘দেবতার পূজার স্থান’ অভিহিত হয়। ‘দেবযজ্ঞ’ শব্দে ঐ অর্থ গৃহীত হইলে, ‘দেব’ শব্দের বৈয়র্থ্য-প্রসক্তি হয় মনে করিয়া, ‘দেব’ পদ সম্বোধনে প্রযুক্ত—এইরূপ আমনন করা হইয়াছে। তার পর, “আ পৃথিব্যাঃ” পদে ‘এই পৃথিবীতে থাকিয়াই’—এইরূপ ভাব জোতিত হইয়াছে। স্বর্গলোকে থাকিয়া হৃদয় দেবভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা,—‘এই ভুলোকে থাকিয়াই যাহাতে আমাদের হৃদয় সম্ভাবযুক্ত হয়, হে দেব! আগনি তাহাই করুন।’ দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—‘আমরা অজ্ঞানতা-সমুদ্র হইতে সমুদ্রীণ (‘সন্তরন্তঃ’ পদে) হইতে ইচ্ছুক। আমরা যেন ঋক্ সাম ও যজুর্বেদ মন্ত্রের (স্তবের) দ্বারা এবং পরমধনের (রায়ঃ) পোষক (পোষণে) সম্ভাব (ইবা) দ্বারা আনন্দিত হই।’ ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রার্থে আমাদের বিশেষ মতবৈধ নাই। তবে

‘স্বায়ং’ পদে, সামান্য ধন অর্থ গ্রহণ না করিয়া, পরমধন—জ্ঞানধন, আর ‘ইবা’ পদে কেবল ‘অন্ন’ অর্থ না লইয়া ‘সম্ভাব’ রূপ অন্ন অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে ।

মন্ত্রে পর পর কামনার স্তর এবং মুক্তির উপায় প্রথ্যাপিত হইতেছে । প্রথম অংশে ‘হে ভগবন্! আমাদের হৃদয় সম্ভাবাপন্ন করুন’—এইরূপ প্রার্থনা প্রকটিত । দ্বিতীয় অংশে—‘তত্ত্বজ্ঞানের পোষক সেই সম্ভাবের দ্বারা যেন আমরা আনন্দিত হই’—এই প্রার্থনায়, সম্ভাবই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ—এইরূপ ভাব আসিয়াছে । সম্ভাবের উদয়ে সর্বভূতে দেববিত্তি-দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে । এইরূপে, সাধক ভগবানকেই একমাত্র পরমাত্মার বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন । বুঝিতে পারিয়াই তিনি চরম প্রার্থনায় উপনীত হইয়াছেন । তিনি কাতরকণ্ঠে জানাইতেছেন,—‘হে ভগবন্! আপনাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শরণ লইলাম । আপনি প্রতিকূল হইবেন না । আপনি আমার ত্রাণ করুন,—পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করুন । আমার ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক ; আমার জন্ম-গতি রোধ হউক ।’ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৪ অনুবাক) ।

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । চতুর্থোহনুবাকঃ ।)

(১) ইয়ং তে শুক্র তনুরিদং বর্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ ॥

(২) জরসি ধৃত্য মনসা জুক্তা বিম্বে তস্মাস্তে সত্যসবসঃ

প্রসবে বাচো যজ্ঞমশীষ স্বাহা ।

(৩) শুক্রমশ্রুতমসি বৈশ্বদেব হবিঃ ॥

(৪) সূর্য্যশ্চ চক্ষুরাহরহমগ্নেরন্ধঃ কনীনিকাং যদেতশেভিরীয়েসে

ভ্রাজমানো বিপশ্চিতা ॥

(৫) চিদ্ৰসি মনাসি ধীরসি দক্ষিণা অসি

যজিষ্যসি কজিষ্যসি দিতিরহ্যভয়তঃ শীঘ্রী ।

(৬) সা নঃ হুপ্রাচী হুপ্রতীচী সং ভব মিত্রস্তা পক্ষি

বধাতু পৃষাঋধনঃ পাহিহ্রদ্রায়াধ্যক্ষায় ।

(৭) অনু স্বা মাতা মন্যতামনু পিতাহনু ভ্রাতা

সগর্ভ্যোহনু সখা সমুখ্যঃ ।

(৮) সা দেবি দেবমচ্ছেহীন্দ্রায় সোমং রুদ্রস্ত্র্যাহবর্তয়তু মিত্রস্ত

পথা স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ রয্যা ॥ ৪ ॥

* * *

শদ-পাঠঃ ।

(১) ইয়ন্ । তে । শুক্র । তনুঃ । ইদন্ । বর্জঃ । তয়া ।

সমিতি । ভব । ভ্রাতাম্ । পক্ষি ।

(২) জুঃ । অসি । ধৃতা । মনসা । জুহী । বিধবে । তস্তাঃ । তে ।



সত্যসবস ইতি সত্য—সবসঃ । প্রসব ইতি প্র—সবে । বাচঃ । যজ্ঞম্ । অশীয় । স্বাহা ।

(৩) শুক্রম্ । অসি । অমৃতম্ । অসি । বৈশ্বদেবমিতি বৈশ্ব—দেবম্ । হবিঃ ।

(৪) সূর্য্যস্ত । চক্ষুঃ । এতি । অরুহম্ । অগ্নেঃ । অক্ষুঃ । কনীনিকাম্ ।

ষৎ । এতশেভিঃ । ঈয়সে । ভ্রাজমানঃ । বিপশ্চিভ ।

(৫) চিৎ । অসি । মন । অসি । ধীঃ । অসি । দক্ষিণা । অসি । যজ্ঞিয়া ।

অসি । কল্লিয়া । অসি । অদিতিঃ । অসি । উভয়তঃ শীর্ষ্যতুভয়তঃ—শীর্ষ্য ।

(৬) সা । নঃ । সূপ্রাচীতি সূ—প্রাচী । সূপ্রতীচীতি সূ—প্রতীচী । সমিতি ।

ভব । মিত্রঃ । জা । পদি । বগ্নাতু । পূষা । অধ্বনঃ । পাতু ।

ইন্দ্রায় । অধ্যক্ষায়েত্যধি—অক্ষায় ।

(৭) অস্বিতি । জা । মাতা । মত্ততাম্ । অস্বিতি । পিতা । অস্বিতি । ভ্রাতা । সগর্ভ্য ।

ইতি স—গর্ভ্যঃ । অস্বিতি । সধা । সযুধ্য ইতি স—যুধ্যঃ ।

(৮) সা । দেবি । দেবম্ । অচ্ছ । ইহি । ইন্দ্রায় । সোমম্ । কৃত্ত্বঃ । স্বা ।

এতি। বর্জয়তু। মিত্রস্ত। পথা। স্বস্তি। সোমসথেতি সোম—সথা। স্নঃ।

এতি। ইহি। সহ। রযা ॥ ৪ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। ‘শুক্ৰ’ (হে শুক্ল, হে জ্যোতির্ময় জ্ঞানদেব!) ‘ইয়ং’ (মদীয়ং দেহলক্ষণং বিত্তমানতাং এব) ‘তে’ (তব) ‘তনুঃ’ (আধাররূপং, আশ্রয়স্থানং শরীরং ইতি ভাবঃ); ‘ইদং’ (প্রকাশমানং, সর্বৈব অল্পভূয়মানং শুদ্ধস্বং ইতি ভাবঃ) ‘বর্জঃ’ (তব তেজঃ, প্রকাশরূপঃ ইত্যর্থঃ); ‘ত্বয়া’ (মদীয়য়া ত্বা) ‘সংভব’ (একীভব, যদ্বা একীভূয় ইতি যাবৎ) ‘ব্রাজং’ (দীপ্তিং, শুদ্ধস্বং) ‘গচ্ছ’ (প্রাপ্নুহি)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—‘হে ভগবন্! স্বং জ্ঞানরূপেণ হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ মম হৃদিস্থিতেন শুদ্ধস্বেন সহ সংমিলিতঃ ভব।

২। (ক) হে শুদ্ধস্বাক্ষরীভূতে ভক্তে! স্বং ‘মনসা’ (হৃদি) ‘ধৃত্য’ (প্রতিষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ) ‘বিষবে’ (ব্যাপকায় ভগবতে) ‘জুষ্টা’ (প্রীতিযুক্তা সতী) ‘জুরসি’ (জীবনমসি, শক্তিপ্রবন্ধিকা ভবসি)। ভগবৎপ্রীতিসাধিকা ভক্তিঃ হৃদি আবির্ভূতা সতী মম প্রাণ-শক্তিং বর্জয়তু—ইতোবং আকাজ্জা ইতি ভাবঃ।

(খ) তস্তা (তথাবিধায়াঃ, পূর্বোক্তায়াঃ গুণাবিতায়াঃ ইত্যর্থঃ) ‘সত্যসবসঃ’ (স্বপ্নসহজাতায়াঃ) ‘তব’ (ভক্তেঃ ইতি ভাবঃ) ‘প্রসবে’ (প্রেরণে) অল্পবর্তী অহং ‘বাচঃ’ (কর্মণঃ ইতি ভাবঃ) ‘বহুং’ (নিয়ামনং, দার্ঢ্যং ইতি ভাবঃ) ‘অশীষ’ (প্রাপ্নুয়াং); ‘স্বাহা’ (তৎসকলেন স্বাহামন্ত্রেণ হবিরপ্যামি, স্নতমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি শেষঃ)। মম হৃদয়ং ভক্তিপূর্ণং ভবতু ইতোবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৩। হে শুদ্ধস্ব! স্বং ‘শুক্ৰং’ (তেজস্বরূপং, প্রজ্ঞানময়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অপিচ স্বং ‘চক্ষুঃ’ (আহ্লাদকঃ, পরমানন্দদায়কঃ) ‘অসি’ (ভবসি); ‘অমৃতং’ (মরণ-রহিতঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি)। অপিচ স্বং ‘বৈশ্বদেবং’ (সর্বদেবসম্বন্ধিনঃ, সর্বদেব-ভাবপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) ‘হবিঃ’ (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। শুদ্ধস্বঃ ময়ি আগরিতঃ ভবতু ইতোবং আকাজ্জা ইতি ভাবঃ।

৪। (ক) হে মনঃ! স্বং ‘স্বর্ঘ্যস্ত’ (জ্ঞানাদারস্ত) ‘চক্ষুঃ’ (দৃষ্টিং) ‘আরুহং’ (প্রাপ্নুহি), তথা ‘অগ্নেঃ’ (জ্ঞানদেবস্ত) ‘অঙ্কুঃ’ (নেত্রস্ত) ‘কনীনিকাং’ (তারকাং) প্রাপ্নুহি ইতি শেষঃ। জ্ঞানস্ত দৃষ্টিঃ তব প্রতি পতিতা ভবতু, যদ্বা স্বং একান্তেন জ্ঞানানুসারী ভব ইতি ভাবঃ।

(খ) ‘যং’ (যস্মিন অবস্থায়—গমনার্থং ইতি ভাবঃ) স্বং ‘বিপশ্চিতা’ (বিহুমা জ্ঞানিনা বা সহ) ‘ব্রাজমানঃ’ (দীপ্যমানঃ, সম্মিলিতঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি, ‘এতশেভিঃ’ (দ্ব্যস্তসংকর্মপরতাভিঃ) তদবস্থায় ‘ঈয়সে’ (উপনীতঃ অগ্রসরঃ বা ভব ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানিনাং অনুসরণং কৃত্বা সংকর্মাঘুষ্ঠানেন স্বং জ্ঞানবানঃ ভব ইতোবং আত্মোদ্বোধকোহয়ং মন্ত্রঃ।

৫। হে শুদ্ধস্বাক্ষরীভূতে ভক্তিরূপিনি দেবি! স্বং 'চিং' (চিংস্বরূপিণী, চৈতন্তরূপা চিৎস্বরী বা, যদ্বা—অচৈতনস্ত চৈতন্তসম্পাদয়িত্রী) 'অসি' (ভবসি); স্বং 'মনা' (মনঃস্বরূপা, সর্বজ্ঞা, যদ্বা—সকলবিধকলরূপা চ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); স্বং 'ধীঃ' (নিশ্চয়াস্তিকা প্রজ্ঞাস্বরূপা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); স্বং 'দক্ষিণা' (সংকল্পণঃ পূর্ণতাসাধনকত্রী, অভীষ্টপূরয়িত্রী বা) 'অসি' (ভবসি); স্বং 'ক্ষত্রিয়া' (অমিততেজা, অজেরা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); স্বং 'যজ্ঞিয়া' (যজ্ঞস্বরূপা, সংকল্পরূপা, যদ্বা—সর্কৈর্কল্লনীয়া, নিখিলপ্রাণিজাতস্ত হৃদিধারণারহী ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); স্বং 'অদিতি' (আত্মস্তমহিতা অনন্তরূপা চ) 'অসি' (ভবসি); অন্তঃ 'উভয়তঃ' (আত্মস্তমোঃ, সর্বতঃ ইতি ভাবঃ) 'শীর্ষী' (শ্রেষ্ঠা, সর্কৈর্কল্লনীয়া ইত্যর্থঃ) ভবনীতি শেষঃ। অত্র ভগবত্যাঃ স্বরূপং কথয়তি। অয়ং ভাবঃ—হে দেবি! স্বং হি সর্বাঙ্গিকা সচ্চিদানন্দরূপা যদৈশ্বর্যশালিনী। অতঃস্বং সর্কৈর্কল্লনীয়া। বিধাঃ লোকাঃ স্বাং কাময়ন্তে। বয়মপি তব করুণাং যাচামহে। কৃপন্ন অস্মান্ তব মহিমানং বিজ্ঞাপয়ং অস্মান্ তৎসহযুতাংশ্চ কুরু ইতি প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ।

৬। হে দেবি! 'স' (পূর্কৌক্তরূপেণ গুণোপেতা ইত্যর্থঃ) স্বং 'নঃ' (অম্মদর্থং, অম্মাকং পরিভাণায় ইতি ভাবঃ) 'সুপ্রাচী' (সুষ্ঠভাবেন অম্মদভিমুখা, অম্মাকং অমুকূলা সহজ-প্রাপ্যা বা ভবতি ইতি শেষঃ; যদ্বা—প্রাক্ অস্মান্ সত্ত্বসমধিতান্ কুরু, পশ্যাৎ) 'সুপ্রাচী' (প্রকৃষ্টরূপেণ অস্মান্ তদভিমুখিনঃ কৃদ্বা, যদ্বা—শুদ্ধস্বং গ্রহীত্বা অম্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'সংভব' (সমুদ্ভব, সুপ্রতিষ্ঠিতা ভব ইতি ভাবঃ); মিত্রঃ (অম্মাকং মিত্রভূতঃ পরমোপকারকঃ সঃ ভগবান ইতি ভাবঃ) 'দ্বা' (স্বাং) 'পদি' (শ্রেষ্ঠপ্রদেশে, অম্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'বয়ীতাং' (বন্ধনং করোতু, দৃঢ়ং প্রতিষ্ঠাপয়তু ইত্যর্থঃ); ভগবৎপ্রসাদাৎ 'অধ্যক্ষায়' (সর্ক-দ্রষ্টবে, যদ্বা—সংকল্পস্বামিনে ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবদর্থং, ভগবৎপ্রীতিনিমিত্তায়) 'পুশ্য' (সদ্ব্যবপোষকঃ দেবঃ, যদ্বা—সর্কস্ত রক্ষকঃ দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'অধ্বনঃ' (অসম্মার্গাৎ) 'পাতু' (রক্ষতু—অস্মান্নিতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—'হে দেবি! স্বং অস্মান্ সত্ত্বসম্পন্নান্ কুরু স্বয়ং চ সত্ত্বভাবেন সহ অম্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠিতা ভব যেন বয়ং অকিঞ্চনা ভগবৎপ্রীতিসাধনসমর্থ্যঃ ভবাম মোক্ষঞ্চ প্রাপ্যামঃ তষিমেহি ইতি ভাবঃ।

৭। ভক্তিরূপিনি হে দেবী! 'মাতা' (জননী, সন্তানহিতাভিলাষিণী সর্কী গর্ভধারিণী এব) 'দ্বা' (স্বাং) 'অনুমন্তাতাং' (অনুম্মরতু); ইহজগতি সর্কী মাতরঃ ভগবত্তক্তিপরায়ণাঃ সন্ত ইতি ভাবঃ। তথা 'পিতা' (সন্তানহিতাকামী সর্কৈ জনকাঃ এব) 'অনু' (তাং অনুম্মরতু, ভগবত্তক্তিপরায়ণো ভবতু ইতি ভাবঃ); তথা 'সগর্ভাঃ' (সমানগর্ভসমুতঃ মনুষ্য-পর্যায়ভুক্ত ইত্যর্থঃ) 'ব্রাতা' (সর্কৈঃ সহোদরাঃ এব) 'অনু' (স্বাং অনুম্মরতু, ভগবত্তক্তি-পরায়ণো ভবন্তু ইতি ভাবঃ); তথা 'সযুধ্যঃ' (স্বজনভুক্তঃ) 'সধা' (সকলঃ মিত্রজনঃ) স্বাং অনুম্মরতু। সর্কৈ মনুষ্যাঃ ভগবত্তক্তিপরায়ণাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

৮। 'দেবি' (হে স্তোতনায়নে) 'স' (অশেষোপকারসাধিকা) স্বং 'দেবং' (দেবভাবং) 'অচ্ছেহি' (অস্মান্ প্রাপয়), তথা 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'সোমং' (অম্মাকং শুদ্ধ-সত্ত্বং ইতি ভাবঃ) প্রাপয় সংবাহয় ইতি ভাবঃ। 'রুদ্রঃ' (রুদ্রভাবাপন্নঃ শাসকঃ দেবঃ, দেবস্ত

কঠোরভাবঃ ইত্যর্থঃ) ‘জা’ (জাং) ‘আবর্তয়তু’ (প্রাপয়তু, জাং প্রাপ্য অস্মান্ প্রতি যোব-
প্রকাশে প্রতিমিত্ত্বতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); অপি- ‘মিত্রত’ (মিত্রবৎ পরমহিতসাধকত্ব
ভগবতঃ মিত্রদেবত্ব ইতি যাবৎ) ‘পথা’ (পহানং) প্রদর্শয়তু ইতি শেষঃ। ‘স্বস্তি’ (ভগবৎ-
রূপয়া অস্মাকং মঙ্গলং ভবতু); অপিচ ‘সোমসথা’ (সম্ভাব্যসহযুতা সতী) স্বং ‘রয্যা সহ’
(পরমধনেন সহ ইতি যাবৎ) ‘পুনরেহি’ (পুনরাগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি চিরবিদ্যমানা ভব ইতি
ভাবঃ)। তাৎপর্যার্থঃ—সর্বৈ মনুজাঃ ভগবদুক্তিপরায়াণাঃ সন্ত। ভগবদুক্তিরেব নরেন্দ্ৰাঃ
• পরমং পদং দদাতি ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৪ অনুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে জ্যোতির্ময় জ্ঞানদেব। আমার এই দেহলক্ষণ বিদ্যমানতাই
(শরীরই) আপনার আশ্রয়স্থান; সকলের অনুভূয়মান শুদ্ধসত্ত্বই আপনার
তেজঃ অর্থাৎ প্রকাশ-রূপ; আমার এই দেহের সহিত একীভূত হউন,
(অথবা—একীভূত হইয়া) আপনি শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার
ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনি জ্ঞান-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া,
আমার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হউন)।’

২। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বের অঙ্গীভূত ভক্তি! আপনি আমার হৃদয়ে
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্বব্যাপী সেই ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া,
আমার শক্তিবর্দ্ধক হউন। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-প্রীতিসাধিকা
ভক্তি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার প্রাণশক্তি বর্দ্ধন
করুন—এই আকাঙ্ক্ষা)।

(খ) পূর্বোক্তগুণান্বিতা সত্যসহজাতা ভক্তির অনুবর্ত্তী হইলে, আমি
আমার এই জীবনের দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই সঙ্কল্পে স্বাহামন্ত্রে
হবিরপণ করিতেছি—আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ স্মৃসিদ্ধ হউক। (ভাব এই
যে,—আমার হৃদয় ভগবদুক্তিতে পূর্ণ হউক)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি তেজঃস্বরূপ হও, পরমানন্দদায়ক হও,
মরণরহিত নিত্য হও, সর্বদেবভাবের প্রাপক হও। (ভাব এই যে,—
সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাতে জাগরিত হউক)।

৪। (ক) হে আমার মন! তুমি জ্ঞানাধারের দৃষ্টিকে প্রাপ্ত হও, এবং
জ্ঞানদেবের নেত্রের তারকাকে প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের
দৃষ্টি তোমার প্রতি পতিত হউক অর্থাৎ তুমি একান্তে জ্ঞানানুসারী হও)।

(খ) যে অবস্থায় গমনের জন্ম ভূমি জ্ঞানীর সহিত দীপ্যমান অর্থাৎ সম্মিলিত হও, ত্বরিতসংকল্পতার দ্বারা সেই অবস্থায় অগ্রসর বা উপনীত হও । (ভাব এই যে,—জ্ঞানীকে অনুসরণ করিয়া সংকল্পানুষ্ঠানে ভূমি জ্ঞানবান হও) ।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্বাদ্বীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনি চিত্তস্বরূপা চৈতন্যরূপা চিন্ময়ী অথবা অচেতনে চেতনা-সম্পাদয়িত্রী হয়েন ; আপনি মনঃস্বরূপা সর্বজ্ঞা অথবা সঙ্কল্পবিকল্পবিরহিতা নির্বিকল্পরূপা হয়েন ; আপনি নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাস্বরূপা হয়েন ; আপনি সংকল্প-সমূহের পূর্ণতাসাধনকর্ত্রী অথবা অভীষ্টপূরণকর্ত্রী হয়েন ; আপনি অমিততেজা অজ্ঞেয়া হয়েন ; আপনি যজ্ঞস্বরূপা অথবা সকলের বন্দনীয়া ও নিখিল-প্রাণিগণের হৃদয়ে ধারণযোগ্যা হয়েন ; আপনি আদ্যন্তরহিতা অনন্তরূপা হয়েন ; (অতএব) আপনি আদ্যন্ত সর্বত্র সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা অথবা সকলের বরণীয়া হন । (এই মন্ত্রাংশে দেবী ভগবতীর স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে । ভাব এই যে,—‘হে দেবি ! আপনি সর্বাঙ্গীকাত্মিকা সচ্চিদানন্দরূপা ষড়ৈশ্বর্য-শালিনী । অতএব, আপনি সকলেরই বরণীয়া পূজ্যা । বিশ্বের সকল লোকই আপনাকে কামনা করে । আমরাও আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি । কৃপা করিয়া, আপনি আমাদের নিকট আপনার মহিমা ব্যক্ত করুন এবং আমাদের নিকট আপনার সহিত সংযুক্ত করুন । মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে) ।

৬। হে দেবি ! পূর্বোক্তগুণোপেতা আপনি, আমাদের পরিভ্রাণের জন্ম সৃষ্টভাবে আমাদের অভিযুখী অর্থাৎ আমাদের সহজপ্রাপ্য হউন ; অথবা, প্রথমতঃ আমাদের সন্তুষ্টিসাধন করুন, পশ্চাৎ আমাদের সম্যকপ্রকারে আপনার অভিযুখী করুন ; অথবা, আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব লইয়া আমাদের হৃদয়ে আপনি অধিষ্ঠিত হউন । প্রজ্ঞানরূপী সেই মিত্রেদেব, আপনাকে শ্রেষ্ঠপ্রদেশে বসন করুন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করুন । সর্বদর্শী সংকল্পস্বামী ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত সদ্ভাবপোষক সর্বসংরক্ষক পূষা দেবতা (আমাদের) অসম্মার্গ হইতে রক্ষা করুন । (মন্ত্রের এই অংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আপনি আমাদের সন্তুষ্টিসাধন করুন, আর সেই সদ্ভাব-সহযুত হইয়া আপনি

আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন । যেন অকিঞ্চন আমরা ভগবৎ-প্রীতি-সাধনসমর্থ হই এবং মোক্ষ লাভ করি) ।

৭। ভক্তিরূপিণি হে দেবি ! সন্তানহিতাভিলাষিণী সকল জননীই আপনাকে অনুস্মরণ করুন ; (অর্থাৎ, ইহজগতে সকল জননীই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা হউন) ; সেইরূপ, সন্তানহিতাকামী সকল জনকই আপনাকে অনুস্মরণ করুন ; (অর্থাৎ—সংসারের সকল পিতাই ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হউন) ; এইরূপ, সমানগর্ভসম্ভূত অর্থাৎ মনুষ্যপরিষায়ভুক্ত সকল ভ্রাতাই আপনাকে অনুস্মরণ করুন (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিসমম্মিত হউন) ; এইরূপ স্বদলভুক্ত সকল মিত্রজন আপনাকে অনুস্মরণ করুন ; (অর্থাৎ, সকল মনুষ্যই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউন) ।

৮। হে ত্যোতমানাত্মনে ! অশেষহিতসাধিকা সেই আপনি, আমাদিগকে দেবভাব প্রদান করুন ; আর, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বকে বহন করিয়া লউন ; রুদ্রভাবাপন্ন দেব (অর্থাৎ দেবতার কঠোর ভাব) আপনাতে অবস্থিত হউন, অর্থাৎ আপনাকে পাইয়া আমাদিগের প্রতি রোষ-প্রকাশে প্রতিনিবৃত্ত হউন ; আর, শুদ্ধসত্ত্বভাব-সহযুতা হইয়া, আপনি আমাদিগের হৃদয়ে চিরবিদ্যমানা রহুন । (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—সংসারের সকলেই ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হউক ; ভগবদ্ভক্তিই মানুষকে পরমপদ প্রদান করে ।) । (১ অ—২ প্র—৪ অ) ॥

মন্ত্রভাষ্যঃ (সাংখ্যচাৰ্য্যকৃতং ।)

তৃতীয়ে দেবযজ্ঞনং স্বীকৃতং । অথ তন্মিন্নেব দেবযজ্ঞেন সোমধাগোপযোগিসোমং ক্রেতুঃ সোমক্রয়ণীবিষয়ং হোমাদিকং চতুর্থেভিধীয়তে । ইয়ং তে শুক্রেত্যাদয়কন্যাস্তাঃ । প্রায়ণীয়া-স্বন্ধি ধ্রোবাজ্যং । তেনাহজ্যেন সোমক্রয়ণীমীক্ষমাণো জুহুয়াৎ । ততো মদ্রব্যাত্মানাং পূৰ্ণং প্রায়ণীয়া সোমক্রয়ণী চানুবাকদ্বয়েন ব্রাহ্মণেভিধীয়তে ।

তত্র প্রায়ণীয়াঃ প্রত্যোতি—“দেবা বৈ দেবযজ্ঞনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্তেহতোহগ্র-মুপাধাবত্বা প্রজানাম স্বরেতি তেহদিত্যা৬ সমগ্রিস্ত ত্বা প্রজানামেতি সাহব্রবীধয়ং বৃণে মৎ-প্রায়ণা এব বো যজ্ঞা মহায়না অস্মিতি তন্মাদাদিত্যঃ প্রায়ণীয়া যজ্ঞানামাদিত্য উদয়নীয়াঃ” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৫) ইতি । দেবযজ্ঞনার্থময়ং প্রদেশঃ সমীচীনো ন স্বিতর ইতি নিশ্চেতুঃ পরিভ্রম্য তৎ প্রদেশং নিশ্চিত্য পরিভ্রমণেন দিগ্ভ্রমঃ প্রাপ্য প্রাচীনবংশাদাবসমর্থ্যঃ সম্প্রায়াঃ । ততঃস্বমেব দিশং জাগয়েত্যেবং পরম্পরং বদন্তো দিগোধকশক্তিমদিত্যং নিশ্চিতবন্তঃ । সা চাদ্বিতিঃ সোমধাগারভ্রসমাশ্রোহমেব দেবতা ভূমাসমিতি বরমবাচত । প্রযক্তি প্রায়ভন্তেহনে

দেবতারূপেণৈতি প্রায়ণং । উত্তমুত্তিষ্ঠতি সমাপন্নস্তানেনৈতি উদয়নং । অহমেব প্রায়ণমায়ন-
দেবতা যেষাং যজ্ঞানাং তে মৎপ্রায়ণাঃ । অহমেবোদয়নং সমাপ্তিদেবতা যেষাং যজ্ঞানাং তে
মুদয়নাঃ । তস্মাদেবং বৃত্তাদিতিদেবতাকঃ প্রায়ণীয়গাঃ কৰ্ত্তব্যঃ । তৎপ্রসঙ্গাদুদয়ন-
যোগোহপি বিধীয়তে । অদিতিরেকা প্রধানদেবতা চতস্রস্তুদেবতা ইত্যভিপ্রোক্তা সংখ্যাং
বিধিতে—“পঞ্চ দেবতা যজতি পঞ্চ দিশো দিশাং প্রজাত্যা অথো পঞ্চাক্ষরা পঙক্তিঃ পাণ্ডক্তো
যজ্ঞে যজ্ঞমেবাবরুকে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি ।

দিগ্বিশেষেণ দেবতাবিশেষাধিধাতুং প্রোক্তোতি—“পথ্যা৮ স্বস্তিমযজন্ প্রাচীমেব তন্না দিশং
প্রাজানমগ্নিনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচী৮ সবিত্রোদীচীমদিত্যোক্ষাং” (সং. কা. ৬ প্র. ১
অ. ৫) ইতি । স্বস্তিসংজ্ঞা দেবতা পথ্যা পথি সাধুঃ ॥ দিগ্বিশেষবোধনরূপে মার্গে কুশলা-
ধিধাতে—“পথ্যা৮ স্বস্তিঃ যজতি প্রাচীমেব তন্না দিশং প্রজানাতি পথ্যা৮ স্বস্তিমিষ্টাঃ স্নীষোমৌ
যজতি চক্ষুৰী বা এতে যজন্ত যদগ্নীষোমৌ তাভ্যামেবাহুপশ্চত্যাগ্নীষোমাবিষ্টা সৰ্বিতারং যজতি
সবিতৃপ্রস্থত এবাহুপশ্চতি সবিতারমিষ্টাঃ দিতিং যজতীয়ং বা অদিতিরহ্যামেব প্রতিষ্ঠায়হুপশ্চতি”
(সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি ।

অর্থানুসারেণ হোমবিশেষা দিগ্বিশেষেষু হোমঃ । চক্ষুর্য়কপেণ প্রশংসিতুমগ্নীষোময়োঃ সহ
নির্দেশঃ । হোমস্ত তয়োঃ ক্রমভাবী দিগ্ভেদাদ্যাজ্যানুবাক্যভেদাচ্চ । ততোহগ্নিমিষ্টা সোমং
যজতীতাপি বাক্যং দ্রষ্টব্যং । তয়োশ্চক্ষুঃ দার্শিকাজ্যভাগব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতং । অত্রাদিতে-
শ্চক্ৰহোমঃ । “আদিত্যঃ প্রায়ণীয়ঃ পরসি চক্ৰঃ” ইতি শাখান্তরে সমান্বাৎ । আজ্যেন তু
দেবতাস্তরাণাং । তথা চ সূত্রং—“চতুর আজ্যভাগান্ প্রতিদিশং যজতি” ইতি । ঋগ্নুবচন-
মধ্বর্যোঽর্ধিধাতে—“অদিতিমিষ্টা মারুতীমুচমবাহ মরুতো বৈ দেবানাং বিশো দেববিশং থলু বৈ
কলমানং মনুশ্যবিশমমুচকলতে যম্মারুতীমুচমবাহ বিশাং ক্লপ্তৈ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫)
ইতি । মরুতো যজ্ব ইত্যেবা মারুতী । তথা চ সূত্রং—“মারুতীমুচমবাহ মরুতো যজ্বো দিব-
ইতি” ইতি । একোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ সপ্তগণরূপা মরুতো মনুশ্যবৈশ্বদেবানাং ধনসম্পাদকাঃ
প্রজাঃ । অনেন মন্ত্রানুবচনেন দেববিশাং সমূহঃ স্বব্যাপারে ক্লপ্তো ভবতি । তং চ কলমানমনুশ্যতা
মনুশ্যপ্রজাসমূহঃ কলতে । অতো মন্ত্রানুবচনং প্রজানাং ক্লপ্তো ভবতি ।

পূর্বপক্ষস্থেন চোদকপ্রাপ্তং কিঞ্চিদঙ্গমপবদতি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি প্রবাজবদননৃবাজং
প্রায়ণীয়ং কার্যামনৃবাজবদপ্রবাজমুদয়নীয়মিতীমে বৈ প্রবাজা অমী অনুবাজাঃ সৈব সা যজন্ত
সন্ততিঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি । প্রমুখে যষ্টব্যঃ সমিদাদিনামকাঃ পঞ্চ প্রবাজা
অনু পশ্চাৎসমাপ্তৌ যষ্টব্য বহিরাদিনামকাজ্যোহনৃবাজাঃ । তদুভয়ং প্রায়ণীয়োদয়নীয়োরিষ্টো-
রতিদেশতঃ প্রাপ্তং । তত্র প্রায়ণীয়েষ্ট্যমনৃবাজানুষ্ঠানে যাগঃ সমাপ্যত তদুদয়নীয়য়াং
প্রবাজানুষ্ঠানে যাগান্তরং প্রারভ্যত । তথা সতি সোমযোগে মধ্যে বিচ্ছিন্নত । উভয়বর্জনে
তু সোমযোগস্ত প্রারম্ভরূপায়াং প্রায়ণীয়েষ্ট্যবিদানীমনুষ্ঠীয়মানা ইমে প্রত্যক্ষাঃ প্রবাজাঃ সমাপ্তি-
রূপায়ামুদয়নীয়োষ্ট্যবনুষ্ঠীয়মানা অমী পরোক্ষা অনুবাজাঃ । তথা সতি প্রবাজানুবাজস্থেন দর্শযোগস্ত
বা সন্ততিঃ সৈবান্ত সোমযোগস্ত মধ্যে বিচ্ছেদরাহিত্যলক্ষণা সা সন্ততিঃ সম্পদ্যতে । পূর্বপক্ষং
হৃষতি—“তত্তথা ন কার্যমাস্মা বৈ প্রবাজাঃ প্রজাহনৃবাজা যৎপ্রবাজানস্তরিয়াদান্মস্তরিয়াদ্ধ-

দনুযাজানস্তরিয়াং প্রজামস্তরিয়াদন্তঃ খলু বৈ যজ্ঞস্তা বিততস্তা ন ক্রিয়তে তদহু যজ্ঞঃ পরাভবতি যজ্ঞঃ পরাভবন্তঃ যজ্ঞমানোহহু পরাভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি । আত্মনো বা পুত্রাদেকী নাস্তরিয়াঃ সোতুং শক্যতে যতো দ্বয়ং তদঙ্গমিতার্থঃ ॥ সিদ্ধান্তমাহ “প্রযাজব-
দেবানুযাজবং প্রায়ণীয়ং কার্যং প্রযাজবদনুযাজবহুদয়নীং নাহান্মনস্তরতি ন প্রজাং ন যজ্ঞঃ পরাভবতি ন যজ্ঞমানঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি ।

- বিচ্ছেদপরিহারায় বিধত্তে—“প্রায়ণীয়স্তা নিক্সা উদয়নীয়ভিনির্গতি সৈব সা যজ্ঞস্তা সন্ততিঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি । প্রায়ণীয়গাগসম্বন্ধি চরুপাত্রমপ্রক্ষাল্য নিক্সাসে পাত্রলিপ্তেহ্নে নির্ক্ষাপনলেশস্তা যা সন্ততিঃ সৈব সোমগাগস্তাবিচ্ছেদরূপা সা সন্ততির্ভবতি ॥ প্রায়ণীয়েদয়নীয়েদৈবতৈকেন যাজ্ঞায়া অপোকতপ্রাপ্তৌ ব্যত্যাং বিধত্তে—“যাঃ প্রায়ণীয়স্তা যাজ্ঞা যজ্ঞা উদয়নীয়স্তা যাজ্ঞাঃ কুর্যাৎ পরাভুং লোকমারোহেৎ প্রমায়ুকঃ স্তাথাঃ প্রায়ণীয়স্তা পুরোহুবাক্যাস্তা উদয়নীয়স্তা যাজ্ঞাঃ করোতাপ্নস্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি । স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠেত্যাথাঃ প্রায়ণীয়স্তা যাজ্ঞা উদয়নীয়স্তাপি তথেষ্যেবং কেচিদাহঃ । তথা সতি প্রতিনিবৃত্তেরভাবাদযজ্ঞমানোহান্মলোকাৎ পরাভুত্বঃ স্বর্গমারোহুঃ সহসা স্মিয়তে । তস্মাভ্যেবাং পক্ষো ন যুক্তঃ । যাস্ত স্বস্তি নঃ পথোত্যাথাঃ প্রায়ণীয়স্তা পুরোহু-
বাক্যাস্তায়াং যাজ্ঞায়ে সতি স্বস্তিরিদ্ধীতাদীনাং পুরোহুতানাং পুরোহুবাক্যাস্তায়াং প্রতিনিবৃত্তে-
যজ্ঞমানোহান্মলোকে প্রতিতিষ্ঠতেব । ইখং প্রায়ণীয়েষ্টিমুক্তা সোমক্রয়ণীং বক্তুং সোমাহরণং সোপাখ্যানমাহ—“কজঃ বৈ হুপর্ণী চাহুপর্ণায়োরঙ্গদেতা ৬ সা কজঃ হুপর্ণীমজয়ং সাহব্রবী-
ত্বতীয়াস্তামিতো দিবি সোমস্তমাহর তেনাহান্মনঃ নিজ্ঞীণীষেতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । কজঃ হুপর্ণী চোভে সপত্নী পরাজয়ে দাসীভমভূপে মমৈব সৌন্দর্য্যং মমৈবেতা-
ঙ্গদেতাং । তত্র মধ্যস্থঃ কদ্রা জয়মুচিরে । সা চ কজঃ সপত্নীঃ দাসীয়েন পরিগৃহ্য
তন্মোচনোপায়ঃ স্বয়মেবোপদিদেশ । ইতোহান্মলোকাদারভ্য গগনায়ং তৃতীয়া ত্বোঃ স্বর্গলোক-
স্তস্মিন্ সোমো বর্ততে । মহর্জুনস্তপঃ সত্যমিত্যেতেহপি লোকা ছন্দোভিধেয়াস্তস্মাদিতত্বতীয়াস্তা-
মিতি বিশেষ্যতে । সোম আহত্য দত্তে সতি স্বাং মুঞ্চামীতি । সোমাহরণং সম্ভাবয়িতুং
ঐতিরাহ—“ইয়ং বৈ কজরসৌ হুপর্ণী ছন্দা ৬ সি সোপর্ণেয়াঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । ভুলোকরূপাং কজঃ স্বয়মাহতুং ন শকোতি । হুপর্ণী তু ছালোকরূপস্বাহুপতন-
সমর্থানাং গায়ত্র্যাদিরূপাগামপত্যানাং সত্ত্বাবাচ্চ শকোতি । অথ সা হুপর্ণী স্বপুত্রাণাং গায়ত্র্যা-
দীনামগ্রে স্ববৃত্তাস্তং স্পষ্টী করোতীতাহ—“সাহব্রবীদস্মৈ বৈ পিতরৌ পুত্রাভিভূতত্বতীয়াস্তামিতো
দিবি সোমস্তমাহর তেনাহান্মনঃ নিজ্ঞীণীষেতি মা কজরবোচদতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । পুমান্নরকোপলক্ষিতাদশেষাদুঃখাত্রায়স্ত ইতি পুত্রোক্তান্ পুত্রান্মা-
এতাদৃশোপদ্রবপরিব্রাণায় মাতাপিতরৌ পুণীতঃ । হে গায়ত্র্যাদিপুত্রাঃ কজবচনমবগত্য
যদ্বচিতং তৎকুরুধ্বং । গায়ত্র্যাদীনামৈচ্ছিকশরীরধারিত্বাং পুত্রত্বমবিরুদ্ধং । তত্র ঐশ্রোতবাদ্যো
জগতী প্রববৃত্ত ইতাহ—“জগত্বাদপতচ্চতুর্দশাক্ষরা সতী সাহপ্রাপ্য গুবর্তত তম্মৈ হে অক্ষরে
অমীয়েতা ৬ সা পশুভিচ্চ দীক্ষয়া চাংগচ্ছত্সাজ্জগতী ছন্দসাং পণব্যতমা তয়াং পশুমন্তং
দীক্ষোপনমিতি” (সং. কা. ৭ প্র. ১ অ. ৭) ইতি ।

পুত্রা জগতীপাদন্ত চতুর্দশাক্ষরাণ্যাসন্ । তাদৃশী জগতী দ্ব্যলোকং পশ্বা স্বানভ্রাজাদি-
 সোমরক্ষকৈঃ সহ যুদ্ধা সোমমপ্রাপ্যগ্নৌষোমীষসবনীষানুবধ্যাখ্যপশুনিষ্টসাধ্যাঃ দীক্ষাং চ
 যুহীক্ষা স্বকীরে চাক্ষরধ্বরে স্বানাদিভির্গৃহীতে সতি পরাজিত্য সমাগতা । যক্ষাক্ষজাতী পশু-
 নানরন্তম্যাং সৈবাত্যন্তং পশুপ্রাণা । যতঃ পশুভিঃ সহ দীক্ষাহনীতা ততঃ স্বাধীনসম্পত্তৌ সত্যাং
 দীক্ষায়াং প্রবর্ততে । তথৈব ত্রিষ্টুভো যুদ্ধং দর্শয়তি—“ত্রিষ্টুভপতক্রোদশাক্ষরা সতী
 সাঃপ্রাপ্য স্তবর্ত্তত তন্ত্রে ধ্বংসকরে অমীয়েতাং সা দক্ষিণাভিচ তপসা চাহগচ্ছৎ” (সং.
 কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । গোচাশ্বেচৈত্যাদয়ো দক্ষিণাঃ । অশনপরিত্যাগমুষ্টিবন্ধবাগ্-
 মনবনীতাভ্যদক্ক্ষাজিনপ্রাবরণাদিক্লেশসহিষ্ণুত্বং তপঃ । প্রাণবৎপ্রিয়ন্ত গবাস্তাদেদানমধিকং
 তপঃ । ত্রিষ্টুভা তদানরনমুপপাদয়তি—“তস্মাত্রিষ্টুভো লোকে মাধ্যন্ধিনে সবনে দক্ষিণা
 নীয়ন্ত এতৎ থলু বাব তপ ইত্যাহ্বঃ স্বং দদাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি ।
 মাধ্যন্ধিনসবনস্ত ত্রিষ্টুগভিমানিনী দেবতা । ততস্তদেতত্রিষ্টুভো লোকঃ স্থানং, শরীরপ্রয়াসা-
 দপি ধনহানিকৃতস্ত মানসপ্রয়াসস্তাধিকত্বাদন্তেন ধনেন পরোপজীবনাচ্চ দানমেব মহত্তপ
 ইত্যভিজ্ঞানং মতং । গায়ত্র্যা যুদ্ধে জয়ং দর্শয়তি—“গায়ত্র্যদপতচতুরক্ষরা সত্যজয়া
 জ্যোতিষা তমস্তা অজাহভারুক্ তদজয়া অজত্বাং সা সোমং চাহহরচত্বারি চাক্ষরাণি সাষ্টাক্ষরা
 সমপত্তত” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । সহায়রহিতয়োঃ পূর্বয়োঃ পরাজয়ং দৃষ্ট্বা
 গায়ত্রী স্বয়মজয়া সহোদপতং । সা ত্বজা গায়ত্র্যর্থং স্বকীরেন তেজসা তং সোমমভিতো
 রুরোধ । তস্মাদ্রোধানপর্যায়ক্ষেপণার্থাদজ্ঞধাতোরজ্যেতি নাম নিষ্পন্নং । প্রমোত্তরাভ্যাং গায়ত্রীং
 প্রশংসতি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্ম্যং সত্যাদগায়ত্রী কনিষ্ঠা ছন্দসাং সতী যজ্ঞমুখং পরীয়ায়েতি
 যদেবাদঃ সোমমাহরন্তমাদযজ্ঞমুখং পঠেত্তস্মাত্তেজস্বিনীতমা” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬)
 ইতি । সত্যাং কারণাৎ । কনিষ্ঠা নৃনাক্ষরা । যজ্ঞমুখং প্রাতঃসবনং । তত্র বহিষ্পবমাননাম্মি
 প্রথমত্বোচ্চ উপায়ে গায়ত্যা নর ইত্যাত্মা ঋচো গায়ত্র্যঃ । সেযং যজ্ঞমুখপ্রাপ্তিঃ । ব্রহ্মবাদি-
 শ্বেব বুদ্ধিমন্তো যদেবেত্যাহ্বন্তরমাহঃ । যস্মাদিয়মদোহুস্মাল্লোকাৎ সোমমাহরন্তমাদন্তা মুখ-
 প্রাপ্তির্গুণ্ডা । মুখবাদেবাত্মান্তেজোবাহুল্যং । আহরণপ্রকারং দর্শয়তি—“পত্যাং ধ্বংসবনে
 সমগৃহ্ণান্থথেনৈকং যন্থথেন সমগৃহ্ণান্তদধবন্তস্মাদ্ধ্বংসবনে শুক্রবতী প্রাতঃসবনং চ মাধ্যন্ধিনং চ
 তস্মাত্তৃতীয়সবন ঋজীষমভিষুগুন্তি ধীতমিবি হি মন্তস্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি ।
 পক্ষিরূপা গায়ত্রী সবনধরণ্যাপ্তৌ সোমভাগৌ পত্যাং সংগৃহ্য তৃতীয়সবনপর্যাপ্তং সোমভাগং
 চতুপুটাত্যাং সন্দস্ত তদীয়ং রসং পপৌ । যস্মাৎ পত্যাং ধ্বংসৌ সোমভাগৌ ন পীতৌ তস্মাৎ
 প্রাতঃসবনমাধ্যন্ধিনসবনে শুক্রকালভিধেয়েন সোমরসেনোপেতে ॥ যস্মাত্তৃতীয়ে ভাগঃ পীতস্ত-
 স্মাৎ পীতত্বং মন্তমানাত্বংসাদুত্বার্থমুজীষমভিষুগুরিতি প্রাসঙ্গিকং কিঞ্চিদ্ধিয্য তত্রাপরং বিশেষং
 বিধস্তে—“আশিরমবনয়তি সশুক্রহায়াথো সন্তরত্যেবৈনৎ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬)
 ইতি । আশিরং ক্ষীরং । সশুক্রত্বং সরসত্বং । কিং চ ক্ষীরসেনাদুজীষগতসোমরসরূপহবিঃ
 সন্তরতি সমাক্ষিপেয়স্তোষ । পুনরপ্যন্তবিধস্তে—“তৎ সোমমালয়মাগং গচ্ছকৌ বিশ্বাবন্ধুঃ
 পর্যায়ুক্ষাৎস তিস্রো রাত্রীঃ পরিমুষিতোহবসন্তস্মান্তিস্রো রাত্রীঃ ক্রীতঃ সোমো বসতি” (সং.
 কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । উপসদ্বিবসেযু ত্রিষভিষবমকৃদ্বা সোমং নিবাসয়েদিত্যর্থঃ ।

ইথং সোমাহরণং নিরূপ্য সোমক্রয়ণীং নিরূপয়িতুমারভতে—“তে দেবা অক্রেবন্ ক্রীকামা
বৈ গন্ধর্ব্বাঃ স্ত্রিয়া নিস্ত্রীণামেতি তে বাচন্ স্ত্রিয়মেকহায়নীং কৃশ্বা তয়া নিরক্রীণন্” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। একসম্বৎসরবয়স্করা ক্রীকরণা বাগ্বেদবতরা সোমন্ত মিত্রয়ঃ
কৃতঃ। গন্ধর্ব্বেষপদস্তায়ান্তরাঃ স্ত্রিয়া রোহিতগোকপতাং দর্শয়তি—“সো রোহিজপং কৃশ্বা
গন্ধর্ব্বেষ্যোঃ পক্রম্যাতিষ্ঠন্ত্রোহিতো জন্ম” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। দেবেষ-
মুহুর্ত্তাঃ পুনর্দেবতাপ্রাপ্তিং দর্শয়তি—“তে দেবা অক্রেবন্ যুয়দক্রমীমাংসাপূর্ব্বভূতং বিহ্বরা-
মহা ইতি ব্রহ্ম গন্ধর্ব্বো অবদনগায়ন্দেবাঃ সা দেবান্‌গায়ত উপাবর্ত্তত তস্মাদায়স্ব ৬ স্ত্রিয়ঃ
কাময়ন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। বিহ্বরামহৈ বিলক্ষণং যথা ভবতি তথৈ-
বাহিকারয়ামঃ। ব্রহ্ম বেদঃ। এতদ্বৃত্তান্তবেদনং প্রশংসতি—“কামুকা এনন্ স্ত্রিয়ো ভবন্তি
য এবং বেদাথো য এবং বিদ্বানপি জ্ঞেয়শ্চ ভবতি তেভ্য এব দদতু্যত যদ্বহতয়া ভবন্তি” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। বয়স্তু স্নিদ্ধা বরার্থং কস্তাময়েষ্টং প্রবৃত্তা বান্ধবা জ্ঞাতাঃ।
তাদৃশানাং জ্ঞানানাং যৌ বর্ণে। তত্রৈকস্মিধর্গে যথোক্তবেদনরহিতা অনেকশ্চান্ত্রোপেতা
বহবো বরা যতপি সন্তি তথাহপি তং বর্গমপেক্ষ্য যেষু জ্ঞেয়েষকোহপ্যেবং বিদ্বাষরো ভবতি
তেভ্য এব জ্ঞেভ্যঃ কস্তাং তংপিতিরো দদতি ॥ সোমক্রয়ণ্যাং গুণং বিধন্তে—“একহায়ন্তা
ক্রীণাতি বাচৈবৈনন্ সর্ব্বয়া ক্রীণাতি তস্মাদেকহায়না মনুষ্যা বাচং বদন্তি” (সং. কা. ৬
প্র. ১ অ. ৬) ইতি। বাগ্বেদবতরাঃ সোমক্রয়ণীরূপস্বীকারাং সর্ব্বয়া বাচা ক্রয় উপপত্ততে।
একসম্বৎসরস্বীকারশ্চ তস্মিন্‌যসি সতি বদনব্যবহারোপক্রমাৎ। বর্জ্যদোষাশ্লিষদয়তি—“অকুট-
রাইকর্ণয়াইকাণয়াশ্লোণয়াইসপ্তশফ্রা ক্রীণাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। কুটা
কুটিলশৃঙ্গী। কর্ণা ছিন্নকর্ণোপেতা। কাণা ত্বেকাঙ্গী। শ্লোণা কুষ্ঠাদিমূষিতা। সপ্তশফা ন্যূনাঙ্গী।
এতা বর্জ্যাঃ। উপাদেয়াং দর্শয়তি—“সর্ব্বয়েবৈনং ক্রীণাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬)
ইতি। সর্ব্বাইবয়বসম্পূর্ণেত্যর্থঃ। বিপক্ষবোধপুরঃসরং স্বপক্ষং বিধন্তে—“যচ্ছ্বেতয়া ক্রীণীয়া-
দুশ্চন্দা যজমানঃ স্ত্রাত্বংকৃষ্ণয়াইহুস্তরগী স্ত্রাং প্রমায়ুকো যজমানঃ স্ত্রাত্বদ্বিরূপয়া বাত্রী স্ত্রাংস
বাহুং জিনীয়াস্তং বাহুত্রো জিনীয়াদরূপয়া পিত্রাক্ষ্য ক্রীণাত্যেতদ্বৈ সোমন্ত রূপন্ স্বরৈবৈনং
দেবতয়া ক্রীণাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। মৃতং পুরুষমহু হস্তমানা গোরহু-
স্তবগী। কৃষ্ণায়ান্তাদৃক্‌তেন যজমানে স্ত্রিয়েত। বর্ণয়তোপেতা যতপি বিরোধিঘাতিনী তথাহপি
যজমানতর্ঘৈরিগোরস্তোত্রবিরোধিঘাৎ কো হস্তি কো বা হস্তত ইতি ন জায়তে। অরুণস্বং
পিত্রাক্ষস্বং চ সোমদেবতায়াঃ স্বরূপং। অতস্তাদৃগী গোঃ সোমক্রয়য় স্দৃশী ভবতি। ইথং
চতুর্থানুবাকোক্তমন্ত্রব্যাখ্যানস্তোপোদাত্বেন ব্রাহ্মণেন প্রায়ণীয়াসোমক্রয়ণ্যাবহুবাকাত্যামভি-
হিতে। অথ মন্ত্ৰা ব্যাখ্যাতব্যঃ।

১। “ইয়ং তে শুক্র তনুদিদং বর্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ।”—কয়ঃ—“অথৈতদ্বৈজ্য-
মাপ্যায় ফ্রুচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা স্ত্রোত্রং হিরণ্যং নিষ্টক্যং বদধ্বা দর্ভাভ্যাং প্রবধ্য ফ্রচ্য-
বদধাতীয়ং তে শুক্র তনুদিদং বর্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছতি” ইতি। হে শুক্র দীপ্তি-
মক্ষিরণ্য তবেয়ং জুহুস্তনুঃ, ইদং স্তুতং তব তেজোহতস্তয়া জুহ্বা সঙ্গচ্ছ সম্ভব। হে হিরণ্যাহজ্য-
রূপাং ভ্রাজং দীপ্তিং প্রাপ্নুহি। অথ বা হে শুক্র বহু ইয়মাজ্যরূপা তব তনুদিদং হিরণ্যং

তন্মহাজ্ঞ ইত্যেবং ব্রাহ্মণানুসারেণ ব্যাখ্যাতব্যং । আধানব্রাহ্মণোক্তং হিরণ্যস্ত মহিমানং তত্রতাপদব্রাহ্মণোক্তেন প্রত্যভিজ্যাপ্য প্রশংসতি—“তদ্ধিরণ্যমভবত্তস্মাদভ্যো হিরণ্যং পুনস্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । আধানব্রাহ্মণে শ্বেবমায়্যস্তুতে—“আশো বরুণস্ত পত্নয় আসন্ । তা অগ্নিরভাধ্যায়ং । তাঃ সমভবৎ । তস্ত র়েতঃ পন্নাপতৎ । তদ্ধিরণ্যমভবৎ” ইতি । তস্মাদ্ধিরণ্যস্ত বহিঃ পিতাহপো মাতরঃ । তস্মাৎ স্বতঃ শুক্লং হিরণ্যং বহি কদাচিৎকজ-অলাদিষ্পর্শেন শোধানীয়ং ভবতি তদাহত্যাঃ পুনস্তি জগেন্নৈব শোধয়ন্তি ন তু কাংসাত্যাত্মাসে-রিব ভস্মাদ্ধাদিকরূপক্ষেতে ॥ জুহ্বাং হিরণ্যপ্রক্ষেপেণ বিশিষ্টং হোমং বিধন্তে—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদনস্থিকেন প্রজাঃ প্র বীর্যন্তেহস্থধতীর্জায়ন্ত ইতি যদ্ধিরণ্যং যুতেহবধায় জুহোতি তস্মাদনস্থিকেন প্রজাঃ প্র বীর্যন্তেহস্থধতীর্জায়ন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । তস্মাদনস্থিকেন বীর্ষণে প্রজাঃ প্রবীর্যন্তে গর্ভাঃ ক্রিয়ন্তে । উৎপত্তিকালে যদ্বিযুক্তা জায়ন্তে । তত্র বীর্যাসদৃশমাজ্যমস্থিসদৃশং হিরণ্যং । তদ্বদং সাদৃশ্যং নির্কোঢ়মীষরেণাস্থি নির্মীয়ত ইত্যর্থঃ । বহিস্থধক্বেবোদনপরতয়া মজ্জং ব্যাচষ্টে—“এতন্মা অগ্নেঃ প্রিয়ং ধাম যদ্ব্যতং তেজো হিরণ্যমিযং তে শুক্ল তনুরিদং বর্জ ইত্যাহ সতেজসমেবৈন ৬ সতত্বং করোত্যথো সং তরতোবৈনং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । এনমগ্নিঃ সন্তুরতি সম্যাক্রোতোব । বহিস্থোধোদনে তদীয়তেজোরূপেণ হিরণ্যমত্র প্রকাশতে । হিরণ্যস্ত সূত্রেণ বন্ধনং বিধন্তে—“যদবন্ধমবদধ্যাদগর্ভাঃ প্রজানাং পরাপাতুকাঃ স্বার্কন্ধমবদধ্যতি গর্ভাণাং ধৃতো” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । সূত্রাগ্রাকর্ষণেন যথা সহসা মুচ্যতে তথা বন্নীয়াদিতি বিশেষং বিধন্তে—“নিষ্টক্যং বন্ধাতি প্রজানাং প্রজননায়” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । নিঃশেষেণ সহসা মোচনযোগ্যং নিষ্টক্যং ।

২ । “জুরসি ধৃত মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্তান্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যজ্ঞমশীষ স্বাহা ।” —কল্পঃ—“নাতীক্রেগদণ্ড উপসংগৃহ্যাহবনীয়ে জুহোত্যদ্বারকে যজ্ঞমানে জুরসি ধৃত মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্তান্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যজ্ঞমশীষ স্বাহেতি” ইতি । হে সোমক্রয়ণি বাগ্রূপা স্ব জুর্কেগযুক্তাহসি মনসা নিয়মিতাহসি যজ্ঞায় প্রিয়াহসি । তাদৃশ্য অমোঘপ্রেরণারান্তব প্রেরণে সতি মস্ত্রোচ্চারণরূপায়া বাচো যজ্ঞং নিয়মমশীষ প্রাপ্নুয়াং । ইদমাজ্যং হৃতমস্ত । যথো-ক্তার্থং মস্ত্রে দর্শয়তি—“বাগা এষা যৎসোমক্রয়ণী জুরসীত্যাহ যদ্ধি মনসা জবতে তচ্চাচা বদতি ধৃত মনসেত্যাহ মনসা হি বাধুতা জুষ্টা বিষ্ণব ইত্যাহ যজ্ঞো বৈ বিকূর্য়জারৈবৈনায় জুষ্টাং কনোতি তস্তান্তে সত্যসবসঃ প্রসব ইত্যাহ সবিতৃপ্রস্থতামেব বাচমবক্কে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । জবতে তূর্ণং কর্তব্যমিত্যবগচ্ছতি ।

৩ । “শুক্লমশ্রুতমসি বৈশ্বদেব ৬ হবিঃ ।”—বোধায়নঃ—“অগ্রেণ শালাং তিষ্ঠনযজমান-মাজ্যমবেক্ষয়তি শুক্লমশ্রুতমসি বৈশ্বদেব ৬ হবিরিতি” ইতি । আপত্তন্তঃ—“সোমক্রয়ণী-মীক্ষমাণো জুহোতি জুরসীতাপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা শুক্লমশীতি হিরণ্যং যতাহুত্যা বৈশ্বদেব ৬ হবিরিত্যাজ্যমবেক্ষ্য” ইতি । শুক্লং দীপ্তিমং । অমৃতং নাশরহিতং । হে আজ্য হে হিরণ্যোতি বা যোজ্যং । হে আজ্য স্বং সর্বদেবপ্রিয়ং হবিরসি । তন্নদং স্পষ্টদ্বায় ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাতং ।

৪ । “স্বগাত চক্ষুরাহকহমগ্নেরকঃ কনীনিকাং যমেতশেভিরীয়ে ব্রাজমানো বিপ-

জানাত্যভিগচ্ছতি বিচারয়তি ধ্যায়তি নিশ্চিনোতি । উত্তরমন্ত্রতায়মর্থঃ । হে সোমক্রয়ণি
মিত্রো হিতকারী দেবস্বাং দক্ষিণে পাদে বধ্যতু । এতন্মন্ত্রবিরুদ্ধং পক্ষত্রয়ং ব্যাবর্তয়ন্নম্নং ব্যাচষ্টে—
“যদবদ্ধা স্তাদয়তা স্তাদ্যৎপদিবদ্ধাহনুস্তরণী স্তাৎ প্রমায়ুকো যজমানঃ স্তাদ্যৎকর্ণগৃহীতা বাজ্রী
স্তাৎ স বাহুস্তং জিনীয়াস্তং বাহুস্তো জিনীয়ামিত্রোহি পদি বধ্যত্বিত্যাহ মিত্রো বৈ শিবো দেবানাং
তেনৈবৈনাং পদি বধ্যতি” (সং० কা० ৬ প্রা० ১ অ० ৭) ইতি । অত্র পাদবন্ধনং কর্ণগ্রহণং
চামন্ত্রকর্মস্বী চকারেত্যবিরোধঃ । অথবা, অকর্ণগৃহীতা অপদি বন্ধেতি পদচ্ছেদঃ । তৃতীয়মন্ত্র-
তায়মর্থঃ—হে সোমক্রয়ণি ত্বাং পুষা পোষকো দেবো ভয়োপেতান্নার্গাং পালয়তু । যাগাদ্যা-
ক্ষ্যেয়ান্নাং স্তাং সোমক্রয়সাধনে মাতৃপিত্রাদয়োহনুমতশ্চাম্ । সগর্ভাস্থয়া সইহেকাম্নিন্গর্ভেহব-
স্থিতঃ । হে দেবি সা ত্মিক্রার্থং সোমং দেবমনুগচ্ছ । তাং স্তাং রুদ্রো দেবোহস্মান্ প্রতি
পুনরাবর্তয়তু । আবর্তয়ন্নপি ন রৌদ্রেণ মার্গেণ কিং তু মিত্রশ্চ পথ্য । ততস্তে স্বস্তি স্তুতং
ভবতু । সোমঃ সখা যস্তান্তব সা স্তং সোমসখা ভূত্বা ধনেন সহাস্মান্ প্রতি পুনরাগচ্ছ । অত্র
রুদ্রস্তুতাদিনা পুণশ্চেষ্টেণ সোমক্রয়াদুর্দ্ধমেতস্তাঃ প্রত্যাবর্তনমিতি কেচিৎ ।

মন্ত্রস্ত ভাগান্ ক্রমেণ ব্যাচষ্টে—“পুষাহধ্বনঃ পাত্বিত্যাহেয়ং বৈ পুষ্যমামেবাস্তা অধিপামকঃ
সমষ্ট্য ইজ্রাধ্যাক্ষ্যেত্যাহেন্নমেবাস্তা অধ্যাক্ষং কৰোতি অনু ত্বা মাতা মতৃতামনু পিতেত্যাহানু-
মতয়েবৈনয়া ক্রীণতি সা দেবি দেবমচ্ছেদীত্যাহ দেবী হেবা দেবঃ সোম ইজ্রায় সোমমিত্যাহেন্নায়
হি সোম আস্থিত্যেত যদেতদ্যজুর্ন ক্রয়াং পরাচ্যোব সোমক্রয়ণীয়াদরুদ্রস্বাহবর্তয়ত্বিত্যাহ রুদ্রো বৈ
ক্রুরো দেবানাং তমেবাস্তে পরস্তাদধাত্যাবৃত্তো ক্রুরমিব বা এতৎকরোতি যদ্রুদ্রস্ত কীর্তয়তি
মিত্রশ্চ পথেষ্ত্যাহ শাস্ত্য বাচা বা এষ বি ক্রীণীতে যঃ সোমক্রয়ণ্য স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ
রুদ্রেত্যাহ বাচ্যেব বিক্রীয় পুনরাশ্রয়াচং ধত্তেহনুপদম্ভুকাহস্ত বাগ্ভবতি য এবং বেদ” (সং०
কা० ৬ প্রা० ১ অ० ৭) ইতি । সমষ্ট্য সম্যকপ্রাপ্তয়ে । এতদ্রুদ্রস্তুতি যজুঃ । তমেব
ক্রুরং রুদ্রং । অস্তাঃ সোমক্রয়ণ্য আবৃত্তয়ে পরস্তাতামতিভ্যন্ত্য পরভাগে স্থাপয়তি । অনুপদা-
শ্রুকা ক্ষয়রহিতা । তদেতদ্বেনস্ত প্রশংসনং । অথ বিনিয়োগসংগ্রহঃ—
“হয়ং ক্ষিপ্ত্বা যতে স্বর্ণং জুরদীতি জুহোতি হি ॥ ত্রুক্রতি স্বর্ণমুক্ত্য বৈষেত্যাজ্যমবেকতে ॥ ১ ॥
সূর্য্য সূর্য্যমুপস্থায় চিৎ সোমক্রয়ণীং জপেৎ ॥ মিত্রো দৃষ্ট্য বদ্ধপাদং পুষা তামনুমন্ত্রয়েৎ ॥
রুদ্রস্তামাবর্তয়ীত মন্ত্রাঃ সন্ধীর্ষিতা নব ॥ ২ ॥ ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

একাদশাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং—“প্রায়ণীয়স্ত নিকাসে যো নির্কাপোহর্থকর্ম তৎ ॥
নিকাস প্রতিপত্তির্ভৌদয়নীয়স্ত সংস্কৃতিঃ ॥ উতাহুঃ পূর্ববস্মৈবং মুখ্যস্ত প্রকৃতিত্বতঃ ॥ মধোহস্তু
নোপযোক্তব্যসংস্কারস্ত গুরুত্বতঃ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে অয়তে—“প্রায়ণীয়স্ত নিকাস উদয়নিয়-
মভিনির্গপতি” ইতি । অত্র পূর্বস্তায়েন নিকাসদ্রব্যকমুদয়নীয়সমানকর্মকর্মমন্তদর্থকশ্চেত্যাঃ
পক্ষঃ । মুখ্যস্তোদয়নীয়স্ত প্রকৃতত্বাভিন্নপ্রকরণাভাবভূৎধর্ম্যাদিদেববহুদয়নীয়ধর্ম্যাদিদেবা-
সম্ভবান্নার্থকর্মত্বং । তর্হি নিকাসপ্রতিপত্তিরিতি মধ্যমঃ পক্ষোহস্তু । সোহপি ন সম্ভবতু্যপযুক্ত-
সংস্কারাদ্রূপযোক্ত্যমাণসংস্কারস্ত গরীয়স্বাং তন্মাদয়নীয়স্ত সংস্কারঃ ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত্ৰ প্রথমপাদে চিস্তিতম্—“ক্ৰীণাত্যৰুণয়েত্যোতং সন্ধীৰ্ণং বা ক্ৰয়ৈকভাক্ ॥ ক্ৰয়েণানন্বয়াৎকীৰ্ণঃ সৰ্বদ্রব্যেষু রক্তিমা ॥ দ্রব্যদ্বারা ক্ৰয়ে যোগান্তত্বাগেনান্বয়ঃ পুনঃ ॥ সাক্ষাৎক্ৰয়ে গুণস্থার্থাদ্ৰব্যে সংনিহিতৈহ স্বসৌ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রুয়তে—“অৰুণয়া পিঙ্গলৈক্যকহায়ত্ৰা সোমং ক্ৰীণাতি” ইতি । তত্রারুণাশব্দোহরুণিমানং গুণমাচষ্টে । গুণবিষয়তয়া প্রযুক্ত্যমান-
ত্ৰাপি নাগৃহীতবিশেষণা বিশিষ্টে বুদ্ধিরিতি জ্ঞানেন গুণবোধকদ্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং গুণমাত্রে ব্যুৎপত্তেষ্চ । তস্ত চাক্ৰনিমগুণস্ত তৃতীয়াশ্রুত্যা সোমক্ৰয়সাধনত্বং প্রতীয়তে । তচ্চামুপপন্নম-
মূৰ্ত্তস্ত গুণস্ত বাসোহিরণ্যাদিবৎক্ৰয়সাধনত্বাসম্ভবাৎ । ততস্তৃতীয়াশ্রুতেক্ৰিনিযোজকত্বাভাবেন
প্রকরণস্তত্র বিনিযোজকত্বং বক্তব্যং । প্রকরণং চ গৃহচমসাত্মখিলদ্রব্যোদ্বারুণিমানং বিনিবেশয়তি ।
ন চানেন জ্ঞানেন পিঙ্গলৈক্যকহায়নীশব্দয়োৰপি সৰ্বদ্রব্যগামিত্বং শব্দনীয়ং তয়োঃ শব্দয়োদ্রব্য-
বাচিত্বাৎ । পিঙ্গলবর্ণে অক্ষিণী যন্তাঃ সা গোঃ পিঙ্গলক্ষী । এবমেকহায়নী । যথ্যোপ্যেকগো-
বাচিনৌ শব্দৌ তথাহপি বিশেষণীভূতধৰ্ম্মভেদাচ্ছন্দদ্বয়ং । তচ্চ যুগপৎপ্রবৃত্তং সদ্ধৰ্ম্মদ্বয়বিশিষ্টং
গোদ্রব্যং ক্ৰয়সাধনত্বেন বিদধাতি । ন চৈতদ্দ্রব্যমিতরদ্রব্যে বিনিবেশয়িতুং শক্যং । অৰুণিম-
গুণো দ্রব্যেষু বিশেষণত্বেনাশ্বেতুং যোগ্যত্বাত্তেষু নিবেশ্যতে । তত্রৈষাহংকরযোজনা । অৰুণয়েত্যো-
তং পৃথগ্ভাৰুণং । তত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা প্রাকরণিকানি সাধনদ্রব্যানি সৰ্বান্যনুত্ৰ প্রাপ্তিপদিকেন
গুণো বিধীয়তে যানি জ্যোতিষ্টোমে সাধনদ্রব্যানি তানি সৰ্বান্যারুণানি কৰ্ত্তব্যানীতি । তস্মাদ-
গুণঃ সন্ধীৰ্ণ ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—বস্ত্রপ্যমূৰ্ত্তৌ গুণস্তথাহপি হায়নবদক্ষিবচ্চ গোদ্রব্যমবচ্ছিন্তি ।
তচ্চ দ্রব্যং সাধনমিতি তদ্বারা গুণস্ত ক্ৰয়েণান্বয়ো ভবতি । এবং সতি বাক্যভেদো ন ভবিষ্যতি ।
ননু বাক্যভেদাভাবত্বেহপি লক্ষণা দুৰ্দ্ধাৰা । গুণবাচিনঃ শব্দস্ত গুণিদ্রব্যপরাঙ্গীকারাৎ । মৈবং ।
গুণস্তথা তৃতীয়াশ্রুত্যা সাধনমুচ্যতে । তচ্চ দ্রব্যদ্বারমন্তরেণ ন সম্ভবতীতীর্থাপত্ত্যা দ্রব্যাব-
চ্ছেদকং কল্পতে । তর্হি গ্রহচমসাদিদ্রব্যমবচ্ছিন্ত্যমিতি চেৎ । ন । তস্ত দ্রব্যস্ত ক্ৰয়সাধনত্বা-
ভাবেন তদবচ্ছেদকগুণস্ত শ্রয়মাণক্ৰয়সাধনত্বাসিদ্ধিঃ । তর্হি বাসসা ক্ৰীণাত্যজ্ঞয়া ক্ৰীণাতীতি
বজ্রাদীনাং ক্ৰয়সাধনত্বান্তদবচ্ছেদোহস্থিতি চেৎ । ন । তেষাং ক্ৰয়াস্তরসাধনত্বাৎ । ন হি
তত্রাগ্নিহোত্রে পরোদধ্যাদিবিকল্পবৎক্ৰয়ানুবাদেন বজ্রাদিবিকল্পো যুক্তঃ । অনুবাত্তস্ত ক্ৰয়মাত্রস্তাগ্নি-
হোত্রবদন্ত্রাবিধানাৎ । ততো বজ্রাদিদ্রব্যবিশিষ্টাঃ ক্ৰয়াস্তরবিধয়ঃ । ন হি স্ববাক্যগতমেকহায়নী-
দ্রব্যমুপেক্ষ্য বজ্রাত্তবচ্ছেদো যুক্তঃ । তস্মাৎ ক্ৰয়েণ সাক্ষাদন্বিতয়োদ্রব্যগুণয়োঃ পশ্চাদনুত্বাহমুপ-
পত্ত্যা পরস্পরাবচ্ছেদকত্বেনান্বয়ঃ । তথা সত্যাকণ্যবিশিষ্টৈকহায়ত্ৰা ক্ৰীণাতীতীর্থঃ পর্য্যবস্তুতি ।
তস্মাদারুণ্যগুণঃ ক্ৰয়েতুমেকহায়নীমৈব ভজতে ।

অথ চন্দঃ—

স্বর্ঘ্যস্ত চক্ষুরাহমিত্যমুষ্টুপ্ ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুৰ্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রপাঠকে চতুর্গোহমুবাৰঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মন্ত্যর্থ-আলোচনা ।

— * —

ভাষ্যের মত এই যে,—চতুর্থ অম্বাকের প্রথম মন্ত্যটি অগ্নিকে অথবা হিরণ্যকে সন্মোহন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্যটি সোমক্রয়ণি-রূপা ‘বাক্’-সন্মোহনে প্রযুক্ত । মন্ত্ৰের প্রয়োগ-সম্বন্ধে এইরূপ ব্যক্ত আছে যে,—প্রথমতঃ ঋবাস্থ আজ্য (যত) গ্রহণ-পূর্বক হোমায়িত্র চতুর্দিকে প্রক্ষেপ করিবে ; তার পর, সেই আজ্যে সংস্কৃত করিয়া দর্ভতৃণবদ্ধ একটি স্বর্ণখণ্ডকে হোময়িত্রে ক্ষেপণ করিবে । তদনুসারে প্রথম মন্ত্ৰের অর্থ হয় এই যে,—‘হে গুরু অর্থাৎ দীপ্যমান হিরণ্য ! এই দৃশ্যমান আজ্য তোমার শরীর, আর এই আজ্যে প্রক্ষিপ্যমাণ হিরণ্য তোমার বর্চঃ অর্থাৎ তেজঃ । হে অগ্নি ! তোমার এই আজ্যরূপ তনুতে তুমি একীভূত হও এবং তার পর দ্বাজকে অর্থাৎ স্বর্ণের দীপ্তিকে তুমি প্রাপ্ত হও ।’ আর এক প্রকার অর্থে, ভাষ্যকার ‘দ্বাজং’ পদে ‘সোমং’ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন । তাহাতে ভাব আসিয়াছে—‘তুমি সোমকে প্রাপ্ত হও ।’ এইরূপে, ভাষ্যানুসারে, দ্বিতীয় মন্ত্ৰের অর্থ হইয়াছে,—‘হে বাক্ ! তুমি বেগযুক্ত আছ । তুমি কেমন ? না—মনের দ্বাৰা নিয়ন্ত্রিত আব যজ্ঞার্থে প্রীতিযুক্ত ।’ গুরু-যজুর্বেদ-সংহিতায় ভাষ্যকার উবটের ব্যাখ্যায় আবার দেখি—‘বিষ্ণবে’ পদের প্রতিবাক্যে ‘বিষ্ণোঃ সোমন্ত’ অর্থ গৃহীত হইয়াছে । তদনুসারে ‘দ্বাজং’ পদেও ‘সোম’ বুঝায়, ‘বিস্ব’ পদেও সোম বুঝায় । হায় সোম !—বেদের অঙ্গে যে তুমি কত মূর্ত্তিতেই বিচরণ করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ?

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ-সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই এক কথার আলোচনা করিতেছি । আমাদিগের এই দেহের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই সে জ্ঞান বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রথম মন্ত্ৰের অন্তর্গত “ইয়ং তে গুরু তনুয়িং বর্চঃ”—এই কয়েকটি পদে এই ভাব প্রাপ্ত হই । বেদেব অনেক স্থলেই এই নিত্যসত্য-তত্ত্বের আভাস পাইয়াছি । সামবেদের “অপাং উপস্থে মহিষো ববর্ধে” অংশের ব্যাখ্যায় এ বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি । * জ্ঞানরূপী ভগবানের প্ররষ্টরূপে বিকাশ কোথায় লক্ষীভূত হয় ? সে—সেই সম্বভাবের নিকটই নহে কি ? এখানে ভগবানের সেই স্বরূপ-তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে—দেখিতে পাই । এইরূপে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনায় আপনার অভিপ্রায় জানান হইয়াছে,—“ত্বয়া সংভব দ্বাজং গচ্ছ ।” আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বেদের মন্ত্ৰগুলি সূত্র-মাত্র । এ পক্ষে “ত্বয়া সংভব” একটি সূত্র, আর “দ্বাজং গচ্ছ” একটি সূত্র । সূত্ররাং অর্থ-নির্দেশনে আবশ্যকানুরূপ পদের ও ভাবের অধ্যাহার অনিবার্য্য হয় । ‘ত্বয়া’ পদে তনুকেই লক্ষ্য করিতেছে । সূত্ররাং উহার প্রতিবাক্যে আমরা “মদীয়য়া তন্ম্য” পদ গ্রহণ করিয়াছি । তাহার ভাব এই—‘আমার তনুর সহিত ।’ এখন “সংভব” পদে “একীভব” প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, প্রার্থনার ভাব হয়,—‘আমার এই দেহের সহিত আপনি মিলিত হউন ; অর্থাৎ,

* মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ‘সামবেদ-সংহিতা’ (আগ্রয়-পর্ব) একসপ্ততিতম সাম-মন্ত্ৰের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ১৮১ হইতে ১৮৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয় লক্ষ্য করিতে পারেন ।

জ্ঞান আমাতে সঞ্চিত হউক।’ তার পর আছে—“ব্রাজং গচ্ছ।” উহার ‘ব্রাজং’ পদে ‘দীপ্তিং’ বা ‘শুদ্ধসত্ত্বং’ অর্থ গ্রহণ করা যায়। ভাব হয় এই যে,—আমার হৃদয়ে যে দীপ্তিটুকু আছে অথবা আমাতে যে শুদ্ধসত্ত্বটুকু আছে, আপনি তাহাকে প্রাপ্ত হউন। পূর্বে (এই মন্ত্রের প্রথমাংশে) বুঝিয়াছি, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইলেই জ্ঞানের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এখন তাই প্রার্থনা হইল,—‘আপনি আমার সহিত একীভূত হইয়া আমার শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হউন।’ ভাব এই যে,—আপনার সান্নিধ্যে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক। আমরা মনে করি, চতুর্থ অম্ববাকের প্রথম মন্ত্র এই ভাবই গোতনা করিতেছে।

এ পক্ষে দ্বিতীয় মন্ত্রটিকে প্রথম মন্ত্রেরই পূর্বানুসৃত্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হৃদয়ে যদি ভক্তির সঞ্চায় হয়, আর সেই ভক্তি যদি ভগবানের প্রতি যুগ্ম হয়, তাহা হইলে আমরা কি ফল প্রাপ্ত হইতে পারি? তাহা হইলেই আমাদের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবে প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই সেই শুদ্ধসত্ত্ববাবের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—‘জীব! ভগবানে ভক্তিযুগ্ম ও প্রীতিমান হও; শুদ্ধসত্ত্ববাবের পরিবৃদ্ধির সহিত হৃদয় জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিষ্ফুরণে উদ্ভাসিত হইবে।’

তার পর দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের (‘তস্ত্যাস্তে’ হইতে ‘স্বাহা’ পর্যন্ত অংশ) এবং তৃতীয় মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ করুন। উহার পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই মনে করি। তদনুসারে দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের ‘তস্ত্যাস্তে’ পদে ভাষ্যে ‘অনোব-প্ররণয়া তব’ প্রতিবাক্যে ‘বাচঃ’ পদ নির্দেশিত হইয়াছে। তাহাতে তৃতীয় মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—‘সত্যসবসঃ’ অর্থাৎ সত্যের অনুজ্ঞায় বর্তমান আমি শরীরের নিয়মন বা দাঢ্য প্রাপ্ত হই।’ এই বলিয়া, স্বাহা-মন্ত্রে হোমিতে আজ্য প্রক্ষেপ করিতে হইবে। তৃতীয় মন্ত্রটি সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত এই যে,—ঐ মন্ত্রের উচ্চারণ উপলক্ষে হোমাগ্নি হইতে স্বর্ণ-খণ্ডকে (প্রথম মন্ত্রানুসারে যে স্বর্ণ-খণ্ডকে হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল) উত্তোলন করিতে হইবে; এবং পরিশেষে সেই স্বর্ণ-খণ্ডকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রে বলিতে হইবে,—‘হে হিরণ্য! তুমি শুক্র অর্থাৎ দীপ্যমান আছ; তুমি আল্লাদক আছ; তুমি বিনাশ-বিরহিত আছ। তুমি সর্বদেবসম্বন্ধী আছ; কেন-না, হিরণ্যে সকল দেবতাই তুষ্ট হন।’ ভাষ্যের মত—হিরণ্য ও আজ্য উভয়ের সম্বন্ধেই মন্ত্রটি প্রযুক্ত হইতে পারে। এই প্রকার অর্থে বেদ-মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আছে, আর বেদ-মন্ত্রে যে কি সম্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদিগের মত এই যে, দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ভক্তির প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশে যাহার সম্বন্ধে ‘মনসা ধৃতা’ ও ‘বিষ্ণবে জুষ্টা’ পদদ্বয় ব্যবহৃত দেখিয়াছি, দ্বিতীয় অংশে ‘তস্ত্যাস্তে’ পদে তাহাকেই নির্দেশ করিতেছে। সেই ভক্তির একটা নূতন পরিচয় এখানে পাইতেছি। তাহা—‘সত্যসবসঃ।’ ভাব এই যে—সত্য যাহার অপত্য বা সম্ভান। ভক্তি হইতেই সম্বাবের পরিবৃদ্ধি হয়। “বিষ্ণবে জুষ্টা” যে ভক্তি, তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধসত্ত্বের পোষক। তাই এখানে ঐ ‘সত্যসবসঃ’ পদের প্রয়োগ দেখি। ‘প্রসবে’ পদে ভাষ্যে

ধেয়রূপভাবে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। তাহা হইতে ‘অনুবর্তী আমি’ এই ভাব আসিয়াছে। “বিষয়ে জুষ্টা” যে ভক্তি, সে ভক্তির অনুবর্তী হইলে, এ দেহের দৃঢ়তা অর্থাৎ ইহজীবনে কর্মশক্তি-পরিবৃদ্ধি যে অবশ্যস্বাবী, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই স্বাধা-মন্ত্রে হবিরপণ করা হইয়াছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় মন্ত্রটি—কেন হিরণ্যের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইবে? কেনই বা তাহাতে আজ্য হবির সম্বন্ধ স্বীকার করিব? ‘সকল দেবতার সম্ভাষণ’ যে হিরণ্যে সাধিত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি না। হিরণ্য যে ‘অমৃত’, তাহাও কোনপ্রকারে মাখ করা যায় না। হিরণ্যের তেজঃ যে প্রকৃষ্ট তেজঃ, তাহাও বৃষিতে পারি না। ফলতঃ, এই মন্ত্রেও সেই পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহেরই অনুসৃতি আছে। “বিষয়ে জুষ্টা” ভক্তির সাহায্যে যে শুদ্ধসম্বভাব সঞ্চারিত হয়, এখানকার তাহাই লক্ষ্যস্থল। তাহা নিশ্চয়ই তেজঃস্বরূপ, তাহা নিশ্চয়ই পরমাঙ্গাদপ্রদ, তাহা নিশ্চয়ই মরণরহিত নিত্য, তাহা নিশ্চয়ই সর্ব-দেবতার প্রীতিসাধক। আমরা মন্ত্রার্থে এই ভাবই সমীচীন বলিয়া মনে করি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, মন্ত্র-কয়েকটি যেন আমাদের উপদেশ দিতেছে,—‘জীব! তোমরা যদি শ্রেয়ঃ চাও, ভগবানের প্রতি প্রীতি-সম্বন্ধ ভক্তিযুক্ত হও। একমাত্র ভগবন্তের দ্বারাই হৃদয় শুদ্ধমন্ত্রে পরিপূর্ণ হয়,—মাতৃষে অনুভব লাভ করিবার সামর্থ্য আসে।’

বোধ-সৌকর্য্যার্থে অনুবাকের চতুর্থ মন্ত্রটিকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্য-মতে মন্ত্রের সম্বোধন হিরণ্য, সূর্য্য এবং অগ্নি। হিরণ্য-গ্রহণে মন্ত্রোচ্চারণের বিধি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ—‘আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় সূর্য্য সম্বন্ধি, চক্ষুর কান্নানিকা (তারকা) অগ্নি-সম্বন্ধি। তদ্রূপই যেন প্রাপ্ত হই। যেহেতু হে সূর্য্য! তুমি এতশ নামক অশ্বে গমন কর; হে অগ্নি! তুমি তেজের দ্বারা দীপ্যমান হও; সেই জন্ত, রক্ষনিবারণ জন্ত, আমরা তোমাদের উভয়কেই যেন প্রাপ্ত হই।’ কেহ কেহ আবার (উবট ও মহীধর) ‘কৃষাজিন’ (কৃষসার যুগের চর্ম্ম) সম্বন্ধে এই মন্ত্রের প্রয়োগ স্বীকার করিয়া, সেই চর্ম্মের সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন,—‘হে কৃষাজিন! তুমি সূর্য্যের নেত্রে আরোহণ কর। সেইরূপ উচ্চে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদের দর্শন কর। এতদ্রূপের দর্শনে সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যরশ্মির দ্বারা দীপ্যমান হইয়া অশ্বগণের দ্বারা তুমি গমন করিয়া থাক।’ এরূপ অর্থে ভাষ্যেরও ভাব উপলব্ধ হয় না। কৃষাজিন কিরূপে সূর্য্যের চক্ষুতে বা অগ্নির কান্নানিকায় (নেত্রতারকায়) আরোহণ করিবে, এবং কি প্রকারেই বা উহা জ্ঞানিগণের দ্বারা সম্যক দীপ্যমান হইয়া ঘোটকারোহণে গমন করিবে, তাহার মন্ত্যোক্তদে কিরূপে হইতে পারে? রূপক ভিন্ন অস্ত্র কোনরূপ অর্থই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সে দৃষ্টিতে—রূপকের তাৎপর্য্য অনুধাবন করা সুসাধ্য নহে।

আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব যে অর্থ পরিগ্রহণ করি, তাহার আলোচনা করা বাইতেছে। মন্ত্রটি হিরণ্য, সূর্য্য, অগ্নি অবথা কৃষাজিন সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া মনঃ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। সূর্য্য এবং অগ্নি সম্বন্ধে পূর্বাধিকার আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও সেই ভাব অব্যাহত দেখি। সাধন-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া, সাধক এখানে আপনার মনকে জ্ঞানলাভের জন্ত উদ্ধৃত করিতেছেন।

‘মন! তুমি সূর্যের চক্ষুতে আরোহণ কর!’ এতদ্বাক্যের মর্ম এই যে,—‘জ্ঞানাধারের দৃষ্টি তোমার প্রতি পতিত হউক, অর্থাৎ তুমি জ্ঞানলাভে প্রবৃত্তপন্ন হও।’ এই অংশে, পূর্ণজ্ঞান-লাভের পক্ষে মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।’ কিন্তু মানুষ একেবারে কি পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে? সুতরাং পূর্ণজ্ঞান-লাভের উপায় দ্বিতীয় অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। সে অংশ—‘অগ্নে: অক্ষ: কনীনিকাং আকুহ।’ অর্থাৎ, বলা হইয়াছে,—‘অগ্নির চক্ষুর তারকায় তুমি আরোহণ কর।’ এতদ্বাক্যের ভাব কি? ভাব এই যে,—‘এই দৃষ্টমান জলন্ত অগ্নিকে দেখিয়া উহার অধিষ্ঠানভূত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। অগ্নির অভ্যন্তরে যে জ্ঞানজ্যোতি: বিद्यমান রহিয়াছে, অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি তোমার দৃষ্টি পতিত হউক।’ ফলতঃ, মন্ত্ৰের এই প্রথম চরণের সার-মর্ম এই যে,—‘অল্প তল্প জ্ঞান সঞ্চার করিতে করিতে ক্রমে তুমি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হও।’ সেই পূর্ণজ্ঞানই তোমার মোক্ষদায়ক হইবে। মন্ত্ৰে এই ভাবই উপলব্ধ হয়।

কি ভাবে কি উপায়ে সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, মন্ত্ৰের দ্বিতীয় চরণে তাহারই আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উপদেশ আছে—‘বিপশ্চিতা ভ্রাজমানঃ’; অর্থাৎ, জ্ঞানীর সহিত, পণ্ডিতের সহিত, সাধুর সহিত, প্রথমে তুমি মিলিত হও। সেই সম্মিলনে তোমাকে ‘ভ্রাজমানঃ’ বা দীপ্যমান করিবে। অসত্যের সঙ্গে অবস্থিতিতে, পাপীর সংসর্গে বিচরণে, কলুষ-কলঙ্কিত নিন্দাই সুতরাং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিতে হয়। কিন্তু সাধুর সঙ্গে জ্ঞানীর সঙ্গে বসবাসে ওজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়,—সুখাম সুযশ প্রখ্যাত হয়। মৃত্তির পথও তদ্বারাই প্রশস্ত হইয়া আসে। এই জগুই সাধুসঙ্গের অপার মহিমার বিষয় কীর্তিত হইতে দেখি। এখানে ‘বিপশ্চিতা’ পদ একবচনান্ত আছে; তদ্বারা সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ-এইরূপ ভাব আসিতে পারে। মানুষের শ্রেয়োলাভের প্রথম উপায়—জ্ঞানীর সংসর্গ—সাধুর আশ্রয় লাভ—সদগুরুর উপদেশ প্রাপ্তি। এখানে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয়তঃ, ‘এতশেভি: ঈয়সে’ পদদ্বয় হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়—বুঝিয়া দেখুন। ‘এতশ’ শব্দে ক্ষিপ্ৰগমনের ভাব আসে। তাই এখানে ‘এতশেভি:’ পদে তৎ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অতঃপাশ্চ ‘এতশ’ শব্দের ব্যাখ্যায় ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। আমরা কিন্তু পূর্কপার ঐ শব্দে একই ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। সংকর্মের দ্বারা ভগবানের অভিযুখে ঋষিরা ত্বরিতগমনশীল, ঐ পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। সংকর্মপরতাই মনুষ্যগণকে ত্বরিত-গতিতে ভগবৎসান্নিধ্যে পৌছাইয়া দেয়। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন সাধুর সঙ্গে সম্মিলন ঘটবে, তেমনই সংপ্রসঙ্গের আলোচনায় সংকর্মসমূহের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসিবে। সংকর্মের অমুষ্ঠান দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইবে,—সংকর্মের অমুষ্ঠানেই জ্ঞানাধারের সন্নিবর্তন-প্রাপ্তি-রূপ স্মরণ লাভিবে। সত্যের আশ্রয়-লাভ করিলেই, সংস্করণকে লাভ করিতে পারিবে; হৃৎশূল উচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত সুখের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে।

এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এই মন্ত্ৰের উপদেশ এই যে,—সকল কর্মে সর্কপ্রকারে সেই জ্ঞানাধারের প্রতি লক্ষ্য রাখ, জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হও। সে পক্ষে তোমার প্রথম ও প্রধান সহায়—সাধুসঙ্গ ও সংকর্মসমূহের অমুষ্ঠান। সাধুসঙ্গ-লাভে, জ্ঞানীর উপদেশ-ক্রমে,

সংকর্মসমূহের অন্তর্গত হইলে, জ্ঞান আপনিই তোমার অধিগত হইবে এবং তদ্বারাই জ্ঞানার্থের রূপালাভে তুমি সমর্থ হইবে।’ ফলতঃ, আলোকেই যে আলোক দর্শন হয়, আলোকেই যে আলোক-সন্নিকটে পৌছাইয়া দেয়,—আলোক-সাহায্যেই যে আলোকলাভ সুগম হইয়া আসে,—মস্ত্রে সেই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

অনুবাকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র দুইটিতে এক অতি উচ্চতাব স্থচিত হইয়াছে। পূর্ক পূর্ক মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রদ্বয়ের সম্বন্ধ স্থচিত হয়। পঞ্চম মস্ত্রে দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব এবং ষষ্ঠ মস্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনার বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডী-মাহাত্ম্যে দেবীর যে স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে যে বলা হইয়াছে,—

“যা দেবী সর্কভূতেষু চেতন্যভিধীয়তে। নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥

যা দেবী সর্কভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥

যা দেবী সর্কভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥

ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততং তস্তৈ ব্যাপ্তিদেব্যা নমো নমঃ ॥

চিত্তিকপেণ সা কুংসমেতদ্ব্যাপ্যা স্থিতা জগৎ। নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥”

তাহার মূল তত্ত্ব এই মস্ত্রে নিহিত আছে বলিয়া মনে করি। ‘অনন্ত-জ্ঞান ভাণ্ডার বেদ; যিনি যে তত্ত্বের অনুদক্ষান করিবেন, তিনি তন্মধ্যে সেই তত্ত্বই প্রতিভাত দেখিতে পাইবেন। যিনি বৈরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ ভাবেই মস্ত্রের মর্ম উপলব্ধ করিবেন।

ভাষ্যকার বলেন,—মন্ত্রদ্বয়ে বাগদেবতাকপ সোমক্রয়ীকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং ‘চিদনি’ ইত্যাদি মস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে; আর, বাগদেবতা-রূপে পরিকল্পনা করিয়া এই মন্ত্রদ্বয়ে সোমক্রয়ী গাভীকে স্তুতি করা হইয়াছে। তাহাতে ভাষ্যমতে মস্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ তাহার ভাব এই,—‘হে বাগদেবতাকপিনি সোমক্রয়ণি! তুমি চিৎ, মন, ও বুদ্ধি হও। (এস্থলে বাগান্বিতা সোমক্রয়ীকে চিৎ মন এবং ধী রূপে প্রশংসিত করা হইয়াছে)। হে গাভী! তুমি দক্ষিণা হও আর্থাৎ বাগদানে প্রশস্তা-হেতু তুমি দক্ষিণা-রূপে দান-কার্য্যে বিরাজ কর। সোমক্রয়সাধনভূত বলিয়া তুমি ক্ষত্রজাত্যভিমানিনী এবং যজ্ঞ-সম্বন্ধিত্ব-হেতু তুমি যজ্ঞাহী; তুমি অখন্তিতা, অদীন। অতএব, উভয়তঃ আশস্ত সর্কত্র শ্রেষ্ঠ। পূর্কোক্ত চিদাদরূপা তুমি, আমাদিগের নিমিত্ত, তুমি প্রথম সোমক্রতার প্রতি স্তম্ভভাবে প্রাণ্ডমুখী হইয়া, পরিশেষে সোম লইয়া আগমন—প্রত্যাগমন কালে আমাদিগের প্রত্যমুখী হও। অপিচ, সূর্য্যদেব তোমাকে তোমার দক্ষিণপাদে বন্ধন করুন এবং যজ্ঞস্বামী ইন্দ্রের প্রীতির জন্ত পোষক দেবতা তোমাকে তোমার গমন-পথে রক্ষা করুন।’ ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধন পদ মন্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয় না। মস্ত্রে সোমক্রয়ণি বা গবাদি কিছুই উল্লেখ নাই। ‘সোমক্রয়ণি’ গবাদি সম্বোধনে ভাষ্যকার মস্ত্রের যে অর্থ নিরূপ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মত-বিরোধ আছে। স্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মস্ত্রের প্রয়োগ-বিধি-ক্রমে, মস্ত্রের সম্বোধ্য এবং মস্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। যে কার্য্যে যে মস্ত্রের যে প্রয়োগ এবং সে প্রয়োগের যে তাৎপর্য্য, তাহা যেমন আছে, তেমনই অক্ষুণ্ণ থাকুক। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আধ্যাত্মিক পক্ষে মস্ত্রে যে ভাব ও

যে তাৎপর্য সূচিত হয় এবং মন্ত্রে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তাহা আলাচনা করা আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রের স্বরূপের তিনটি বৃত্তিই প্রধান—চিৎ, মন এবং বুদ্ধি। চিৎ বা চিত্তের কার্য—চৈতন্য-সম্পাদন, অচেতনে চেতনা-সম্পাদন। অচেতন দেহাদিতে বাহ্যতে চৈতন্য-সম্পাদন হয় এবং বাহ্যবস্তুর সমূহ বাহ্যতে নির্বিকল্পরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহাই চিৎ বা চিত্ত নামে অভিহিত হয়। চৈতন্য ভিন্ন চেতনা কেহ দিতে পারে না; যাহা চৈতন্যরূপী, তাহাই চেতনা-প্রদান-সমর্থ। জ্ঞানমতে মনকে সর্বোচ্চ প্রবর্তক বলা হইয়াছে। আবার বেদান্ত-মতে

• মন—সকলবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি। কেহ আবার মনকে “অনিকপ্যমদৃশ্য জ্ঞানভেদঃ মনঃ স্মৃতম্”—এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন। যাহার নিকট কিছুই অনিরূপ্য বা অদৃশ্য জ্ঞানভেদ নাই, স্থূলতঃ যাহার নিকট অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই, যাহা সর্বজ্ঞ, যাহা সকল-বিকল্পরহিত—নির্বিকল্পরূপ, অন্তঃকরণের সেই বৃত্তি মনঃ-পদবাচ্য। আর, নিশ্চয়রূপাত্মিকা যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, তাহাই ধী নামে অভিহিত হয়।

মন্ত্রের প্রথমেই বলা হইয়াছে,—‘চিদসি মনাসি ধীরসি’। অর্থাৎ,—‘তুমি চিৎ হও, তুমি মন হও, তুমি ধী হও।’ মন্ত্রে যদি গাভী বা সোমক্রয়ণিকে সন্মোদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে গাভীর বা সোমক্রয়ণির চৈতন্য-প্রদানের সামর্থ্য কোথায়, আর তাহা মন ও ধী-ই বা কি প্রকারে হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। যিনি চৈতন্যধার, চৈতন্যরূপ, যিনি নির্বিকল্প—সর্বজ্ঞ, যাহার অবিন্দিত কিছুই নাই, যিনি নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাসমম্বিতা, তিনি ভিন্ন আর কে অচেতনে চেতনা দিতে পারে? তিনি ভিন্ন বিশ্বচরাচরের জ্ঞানই বা আর কাহার আছে? অপিচ, তিনি ভিন্ন জীব প্রেষ্ঠ-জ্ঞানই বা আর কে প্রদান করিতে সমর্থ হয়? পঞ্চম মন্ত্রে, আমরা তাই মনে করি, ভগবানকে সন্মোদন করা হইয়াছে। সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ভগবানের শক্তিরূপা বিতৃতিকে—গুরুসম্বাদীভূতা ভক্তিরূপিনী দেবীকে—এই মন্ত্রের সন্মোদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান এবং বিতৃতি অভিন্ন। পূর্ববর্তী মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, তন্নিম্ন অল্প কোনও ভাব অধ্যাহার করা যায় না। হৃদয়ে যদি ভক্তির সঞ্চার হয়, আর সে ভক্তি যদি ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকতার সহিত স্তম্ভ হয়, তাহা হইলে সে ভক্তিকে ভগবানেরই অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে। তখন ভগবানের গুণবিশেষণে সে ভক্তিকে বিশেষিত করাও অসঙ্গত হয় না। পূর্বোক্ত তন্ত্র-মন্ত্রে শক্তিকে ভক্তিরূপিনী বলা হইয়াছে। আমাদের মনেও সেই ভাবের উদয় হওয়ায়, মন্ত্রের সন্মোদ্য সেই ভক্তিরূপিনী দেবীকেই নির্দেশ করিয়াছি। তিনি দক্ষিণা, তিনি ক্ষত্রিয়া। তিনিই যজ্ঞ, তিনিই দক্ষিণা; তিনিই কৰ্ম্ম, আবার তিনিই কৰ্ম্মফল। তিনি সৰ্ব্বাত্মিকা। ফলতঃ, তিনি যেমন সংকৰ্ম্মরূপিনী, তিনি আবার তেমনই সংকৰ্ম্ম-শাশ্বরত্নী। তিনি অমিততেজা—অজেরা। তাঁহার স্তায় প্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন আর কে আছে?

মন্ত্রের ‘ক্ষত্রিয়াসি’ পদে যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আছে। তিনি দেবগণের মধ্যে সোমকেই ক্ষত্রজাত্যভিমানী বলিয়াছেন। বেদে গুরুসম্বাদিত ভক্তিকেই আমরা ‘সোম’ নামে অভিহিত করিয়াছি। বৃহদারণ্যকেও আছে,—‘যাজ্ঞেতানি দেবত্রা ক্ষত্র্যগীশো বরুণঃ সোম রুদ্র ইতি।’ তার পর, মন্ত্রে তাঁহাকে ‘অদিতিঃ’ বলা হইয়াছে।

‘অদিতি’ পদে অনন্তকে—অথঙ্কে বুঝায়। ভাষ্যকারও প্রথমে ঐ পদে ‘অথঙ্কিতা’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আগন্তুবিবাহিত বলিয়াই তিনি সকলের বরণ্য—সকলের শ্রেষ্ঠ। প্রথম মন্ত্রে, আমবা মনে করি, ভগবানের এই সকল গুণ-বিশেষণের বিষয়ই পরিকল্পিত হইয়াছে। ভগবানের গুণ-বিশেষণ—রূপগুণবিবর্জিতে রূপগুণের উল্লেখ, মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে, তাহা এই;—‘হে দেবি! আপনি সর্বাঙ্গিকা, সচিদানন্দরূপিণী, ষড়ৈশ্বর্যশালিনী। আপনাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা সকলেই করিয়া থাকে। আমরাও সে প্রার্থনা করি। আপনি আমাদেরকে আপনার সহিত সম্মিলিত করুন।’ ভগবানের নিকটই এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা স্বাভাবিক। তন্নিম্ন, সোমক্রয়ণির বা গাতীর নিকট এইরূপ প্রার্থনার অথবা তাহাব পূর্বোক্ত গুণব্যাখ্যানে কি ফলোদয় আছে, তাহা হৃদয়দমন করা হঃসাধ্য।

ষষ্ঠ মন্ত্রটিতে সরলভাবে প্রার্থনার বিষয় সূচিত হইয়াছে। দেবীর নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে, —‘হে দেবি! সুপ্রাচী ভব।’ ভাব এই যে,—আপনি আমাদের সহজ-প্রোপ্যা হউন। অর্থাৎ, আমাদের হৃদয়ে যাহাতে সহজে তত্ত্ব সঞ্চারিত হয়, যাহাতে আমরা অনার্যাসে শুদ্ধসঙ্ক-সমবিত হই, আপনি তাহা করুন। পরিশেষে ‘সুপ্রাচীতী এধি’ এইরূপ প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—‘আপনি আমাদেরকে আপনার অভিমুখী করুন, অথবা আমাদের হৃদয়সংস্রাঘ গ্রহণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। আমাদের হৃদয় মরুসদৃশ; আমরা কিলে সহজে আপনার অভিমুখী হই অর্থাৎ আপনাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে দলবর্তী হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায়-বিধান করুন; আমরা যদি সহজে আপনার অভিমুখী না হই, আপনি আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করুন। সর্বস্বরূপিণী আপনি; আপনার আগমনে সন্ধ্যা আপনিই আসিয়া হৃদয়ে উদয় হইবে। অতএব প্রার্থনা, আপনি আসুন, এ মরুহৃদয়ে স্নেহধারা সিকন করুন।’ ভাষ্যকার এষ্ট অংশে কিন্তু ভিন্ন ভাব উপলব্ধ করিয়াছেন। তিনি ‘সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রাচীচোধি’ অংশের তথ্য করিয়াছেন,—‘প্রথমতঃ সোমক্রয়ণের প্রতি প্রাণবৃত্তি হইয়া, পরে সোমক্রয় করিয়া তাহাদের প্রত্যাগমনকালে প্রত্যাবৃত্তি হইয়া আগমন করুন।’ সোমক্রয়ণিকে অর্থাৎ সোমক্রয়-পাত্রকে এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয় যে, পাত্র হইতে সোমরস যেন পতিত না হয়—সোমক্রয়ণিকে সেই কথা বলা হইতেছে। আমরা কিন্তু ঐ অংশে যে ভাব উপলব্ধি করি, উপরে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক পথের পথিক যিনি, তিনি দেবতার নিকট শুদ্ধসঙ্ক লাভের এবং দেবতাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন। তাই তিনি বলিতেছেন,—‘যদি আমরা সহজে আপনার অভিমুখী না হই, যদি সহজে আমাদের হৃদয়ে সংস্কর্ষ-সাধন-প্রযুক্তির উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে আপনি নিজে আসিয়া আমাদের হৃদয়ে সর্বসমাবৃত্ত করুন।’

অত্রের দ্বিতীয় অংশে—‘মিত্রত্বা পদি বরীতাং’ অংশে—‘পদি’ পদ কিছু সমস্তানুলক। ভাষ্যকারের মতে ঐ পদের অর্থ—‘দক্ষিণপদি’। তিনি গাতীর সন্ধান আমনন করিয়াই ‘পদি’ পদের এরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহাতে উহার অর্থ হইয়াছে,—‘সূর্য্যদেব তোমার দক্ষিণ-পদে বহন করুন।’ এ অর্থের তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আমরা ঐ ‘পদি’ পদে প্রথমতঃ ‘শ্রেষ্ঠ-প্রদেশে’ অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভাষ্যকারের অর্থ অনুসারেই

ঐ অর্থ গ্রহণ করা যায়। দক্ষিণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। তাহা হইতেই আমরা ‘অঙ্গাকং হবি’ এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। জন্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ স্থান আর কি হইতে পারে? নির্মল ভক্তিপ্লুত হৃদয়েই দেবতার যোগ্য আসন। ‘স্বর্গদেব তোমাকে আমাদের গুণে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করুন’ অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে ভক্তি অচলা হউক,—ইহাই এগানকার তাৎপর্য। এইরূপে, মস্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, আমাদের প্রকাশিত মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। মস্ত্রে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—‘হে দেবি! আপনি আমাদের গুণে আসিয়া অবস্থিত হউন। তাহাতে, অকিঞ্চন আমরা, আমাদের গুণে আপনার প্রভাবে জ্ঞান-ভক্তির উদয় হউবে। তৎপ্রভাবে আমরা ভগবানের স্তুতিসম্পাদনে সমর্থ হইব এবং মোক্ষ লাভ করিব। আপনি অসম্মার্গ হইতে আমাদের রক্ষা করুন।’ আমাদের মতে, মস্ত্রে এই ভাবই প্রতিকলিত আছে।

সপ্তম ও অষ্টম মস্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। ভাষ্যে মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—‘হে সোমকৃষ্ণি গো! সোমাহরণে প্রবৃত্তা তোমাকে তোমার মাতা অমুমতি দিউন, তোমার পিতা অমুজ্ঞা করুন, তোমার সহোদর ভ্রাতা এবং তোমার সমান গৃহে জাত তোমার সখা তোমার অমুমতি দিউন। হে সোমকৃষ্ণি দেবি! তুমি ইন্দ্রদেবের জ্ঞাত সোম আনয়ন করিতে যাও। সোমগ্রহণ পূর্বক অবস্থিত তোমাকে রুদ্রদেব আমাদের প্রতি নিবর্তন করুন, অথবা প্রবর্তন করুন। সোমদেব যাহার সখা, সেইরূপ সোমসখা অর্থাৎ সোম সহিত হইয়া তুমি স্তম্ভলের সহিত পুনরায় আমাদের নিকট আগমন কর। রুদ্রের পথে যাইও না; মিত্রের পথে যাইও। তাহা হইলেই তুমি ‘স্বস্তি’ পাইবে।’ বলা বাহুল্য, ভাষ্যের এই প্রকার অর্থে আমরা কোনই ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না।

এখন, আমরা যে দিক হইতে যে ভাবে যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদের পরিগৃহীত সে অর্থ সন্দেহ কি অসঙ্গত, সেই আলোচনাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা বলি, যথাপূর্ব্ব সপ্তম মন্ত্রেরও সন্ধান—সেই ভক্তিরূপা দেবীকে। ভগবন্ত সৎসারের সকলেরই হৃদয়ে সঞ্জাত হউক, আর সেই ভক্তির প্রভাবে সৎসারের সকলেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করুক,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার নিগূঢ় লক্ষ্য। একে একে আমরা মন্ত্রাংশের বিশ্লেষণ করিতেছি। তাহাতেই ভাব প্রস্ফুট হইবে। মস্ত্রে বলা হইয়াছে,—“মাতা ত্বাং অমুমত্বতাং।” ভাব এই যে,—‘হে দেবি! হে ভগবন্ত ভক্তিরূপিণি! সৎসারের সকল জননী আপনার অমুবাগিণী হউন,—আপনাকে অমুসরণ করুন।’ সৎসারের সকল জননী যদি ভগবানে ভক্তিমতী হইয়েন, তাহা হইলে কখনও কোনও হুংস আসিয়া কি এ সংসারকে আক্রমণ করিতে পারে? আজিও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, আজিও আমাদের সৎসারের হুংসের শত বৃশ্চিক-দংশনের মধ্যেও যে একটু একটু শাস্তির অভিষেক প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার কারণ কি কেহ কখনও অমুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? তাহার একমাত্র কারণ—আমাদের মাতৃদেবীগণ এখনও ভক্তিহারা নহেন,—তাহারা আজিও ভগবানের প্রতি ভক্তিমতী রহিয়াছেন। যদিও কাল-মাহাত্ম্যে অধিকাংশ সংসার হইতে এ ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে; কিন্তু এখনও আছে—এখনও সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। তাই আজিও মন্ত্র-বংশের মূলোচ্ছেদ হইতে

দেখিতেছি না। এই মন্ত্রে সেই ভক্তির ভাব-সংসারে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উদ্বোধনা দেখিতে পাই। মন্ত্রে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে,—‘সন্তানহিতাভিলাষিণী প্রত্যেক গর্ভধারিণী ভক্তিমতী হউন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের দ্বারা সংসারের সন্তান-সকলের হৃদয়ে ভক্তির বীজ উৎপ ও অঙ্কুরিত হউক।’ মন্ত্রে দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—‘পিতা অমু’; অর্থাৎ, প্রত্যেক পিতাও তদনুবর্তী হউন। মাতা পিতা উভয়েই যদি ভগবানে ভক্তিমান্ হইয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সন্তানগণ কি কখনও অন্ত্রপথাবলম্বী হইতে পারে? কখনও না—প্রায়ই নহে। পিতামাতাকে এইরূপে ভগবদ্ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার পর, সহোদর ভ্রাতাকে এবং সমান জাতীয় স্বদলভুক্ত মিত্রজনকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ফলতঃ, সকল মনুষ্য ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউন,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রথম চরণের (অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রের) লক্ষ্য। মন্ত্র উদ্বোধনায় পরিপূর্ণ। বলা হইতেছে,—‘মানুষ! তোমরা সকলেই ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হও।’

অষ্টম মন্ত্রে অশেষোপকারসাধিকা সেই দেবীকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ধি প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে—‘হে দেবি! আপনার রূপায় আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হউক (‘দেবং অচ্ছেহি’)’। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—‘আমাদিগের হৃদয়ের সেই দেবভাব বা শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের নিকট পৌছিয়া দিউন,—অর্থাৎ আমাদিগের ভক্তির প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ের পূজা (সত্ত্বভাব) সেই ভগবান্ গ্রহণ করুন।’ মন্ত্রের অন্তর্গত “ইন্দ্রায় সোমং” পদদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তৃতীয়তঃ, প্রার্থনা জ্ঞাপন হইয়াছে,—‘সেই রুদ্রদেব—যিনি সংহারমূর্ত্তি—যিনি কালস্বরূপ—আপনার রূপায় তিনি আমাদিগের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন,—তাঁহাকে আপনি প্রতিনিবৃত্ত করুন (রুদং দ্বা বর্তয়তু)।’ ভগবানের প্রতি ভক্তি সঙ্গাত হইলে, সেই ভক্তির প্রভাবে কঠোর যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এখানে সেই ভাব প্রকাশমান। তার পরেই (চতুর্থতঃ) বলা হইয়াছে—‘স্বস্তি।’ রুদ্রদেবের কোণ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলে, যমদণ্ডের ভয় দূর করিতে পারিলে, তখন নিশ্চয়ই ‘স্বস্তি’ (মঙ্গল) আসিয়া থাকে। ভগবৎ-ভক্তির প্রভাবে চতুর্থ অবস্থায় স্বস্তিই মানুষের অধিগত হয়। উপসংহারে দেবীকে হৃদয়ে পুনরধিষ্ঠানের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে—তিনি ‘সোমসথা।’ এখানেও সোম-শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারা যায়। ‘সোম-শব্দে আমরা ‘শুদ্ধসত্ত্ব’ ভাব অর্থ গ্রহণ করি। ভক্তি যে তাহারই অন্তর্ভুক্ত, তাহারই অঙ্গীভূত, তাহারই সথাস্থানীয়, ‘সোমসথা’ পদে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। শুদ্ধ-সত্ত্বভাবে যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধসত্ত্বভাবে যে ভগবৎ-সম্বৃত্ত হয়,—সে কখন? যখন ভক্তি আসিয়া তাহার অঙ্গীভূত হয়। এখানে উপসংহারে সেই আকাজকাই প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—‘তুমি আবার এস—পুনরায় এস—এবার ‘সোমসথা’ হইয়া এস; অর্থাৎ, আমার ভক্তি বেশ অশাশ্রিত স্তম্ভ না হয়, আমি যেন আমার ভক্তিকে ভগবানের প্রতিই প্রযুক্ত করিতে পারি।’ এখানে, ‘তুমি আবার এস—সোমসথা হইয়া এস’—বলিতে ‘হে আমার ভক্তি! তুমি ভগবানের সঙ্গিনী হইয়া রহ।’ এই ভাবই প্রকাশ পায়। মন্ত্রার্থে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

একণে, এই চতুর্থ অম্ববাকের ভাস্ক্যশুদ্ধমণিকায় ভাস্ক্যকার সারপাঠ্য্য যে মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহার একটু আভাষ প্রদান করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি ॥
 ভাষ্যকারের অভিমত এই যে,—তৃতীয় অম্বুবাকে দেবযজন সিদ্ধ হইলে, চতুর্থ অম্বুবাকে সেই
 দেবযজন উপলক্ষে সোমযাগের উপযোগী সোমক্রয়ণ বিষয়ক হোমাদি নিষ্পন্নের বিধি-পদ্ধতি
 কথিত হইয়াছে। ‘ইয়ং তে শুক্র’ প্রভৃতি সেই সোমক্রয়ণ-বিষয়ক হোমের মন্ত্র। চতুর্থ এবং
 পঞ্চম—এই দুইটা অম্বুবাকে প্রায়ণীয়া সোমক্রয়ের বিষয় ব্রাহ্মণে অভিহিত হইয়াছে। মন্ত্রের
 বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিনিয়োগ-সংগ্রহের অভিমত এই,—‘ইয়ং’ প্রভৃতি প্রথম মন্ত্রে এক ঋগ্
 হিরণ্য (স্বর্ণ) দ্ব্যত নিষ্কেপ করিয়া ‘জুরুসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হিরণ্যের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি
 দিবে। ‘শুক্র’ প্রভৃতি মন্ত্রে পুনরায় সেই হিরণ্যকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া ‘ঐবশ্বেদং’
 প্রভৃতি মন্ত্রে সেই আজ্যের (স্নাতের) প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। ‘স্ব্যাস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রে
 সূর্য্যাহ্বান করিয়া সোমক্রয়ণিতে ‘চিদসি’ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ‘মিত্রশ্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে
 বন্ধপাদ হইয়া ‘পূষাংধনঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে বন্ধনযুক্ত পাদদ্বয়কে অহুমন্ত্রিত করিবে, এবং ‘কদ্রশ্বা’
 প্রভৃতি মন্ত্রে সেই বন্ধন উন্মোচন করিবার বিধি। ফলতঃ, সোমযাগ উদ্দামপনে সোম
 ক্রয়ণ বিষয়ক বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি চতুর্থ অম্বুবাকের মন্ত্র-সমূহে পরিব্যক্ত রহিয়াছে,—
 বিনিয়োগ-সংগ্রহের ইহাই অভিমত। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৪ অম্বুবাক) ।

— * —

পঞ্চমঃ মন্ত্রঃ ॥

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । পঞ্চমোঃ অম্বুবাকঃ ।)

(১) বশ্যসি রুদ্রাঃশ্চদিতিরশ্চাদিত্যাঃসি শুক্রাঃসি চন্দ্রাঃসি ॥

(২) বৃহস্পতিস্ত্বা হুশ্নে রথত্ব । (৩) রুদ্রো বহুভিরা চিকেত্ব ॥

(৪) পৃথিব্যাস্ত্বা মুধমা জিবশ্মি দেবযজন ইড়ায়াজ

পদে দ্ব্যতবতি স্বাশা ।

(৫) পরিলিখিতং রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ॥

(৬) ইদমহৗ ব্রহ্মসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি ।

(৭) যোহস্মান্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্য ইদমশু গ্রীবাঃ অপি কৃন্তামি ।

(৮-৯) অস্মৈ রায়স্তু রায়স্তোতে রায়ঃ ।

(১০) সং দেবি দেব্যোৰ্বশ্চ পশ্যস্ব ।

(১১) হৃষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা

বীরং বিদেয় তব সংদৃশি ।

(১২) মাহহৗ রায়স্পোষণে বি যোষম্ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) বসী । অসি । রুদ্রা । অসি । অদিতিঃ । অসি । আদিত্যা । অসি ।

তুক্রা । অসি । চন্দ্রা । অসি । (২) বৃহস্পতিঃ । ঐ । স্নেহে । রথতু ।

(৩) রুদ্রঃ । বহুভিরিতি বহু—ভিঃ । এতি । চিকিত্তু ।

(৪) পৃথিব্যাঃ । ঐ । মুধন্ । এতি । জিঘর্ষি । দেবযজ্ঞন ইতি দেব—যজনে ।

ইড়ায়াঃ। পদে। য়তবতীতি য়ত—বতি। স্বাহ।

(৫) পরিলিখিতমিতি পরি—লিখিতম্। রক্ষঃ। পরিলিখিতা ইতি

পরি—লিখিতাঃ। অরাতয়ঃ।

(৬) ইদম্। অহম্। রক্ষসঃ। গ্রীবাঃ। অপীতি। কুস্তামি।

(৭) বঃ। অম্মান্। দেষ্টি। বম্। চ। বয়ম্। দ্বিয়ঃ।

ইদম্। অশ্ব। গ্রীবাঃ। অপীতি। কুস্তামি।

(৮-৯) অশ্বে ইতি। রায়ঃ। শ্বে ইতি। রায়ঃ। তোতে। রায়ঃ।

(১০) সমিতি। দেবি। দেব্যা। উর্কশা। পশ্চশ্ব।

(১১) স্বষ্টীমতী। তে। সপের। স্বরেতা ইতি স্ব—রেতাঃ। রেতঃ। দধানা।

বীরম্। বিদেয়। ভব। সংদূনীতি সং—দুশি।

(১২) মা। অহম্। রায়ঃ। পোষণে। বীতি। যোবম্ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ধ্যাসুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভক্তিরূপিণী দেবি! স্বং 'বস্বী' (বস্বরূপা, পৃথ্বরূপা) 'অসি' (ভবসি); স্বং 'অদিতি' (অনন্তরূপা, অশেষরূপধারিণী) 'অসি' (ভবসি); স্বং 'অদিত্যা' (অনন্তরূপা, দেববস্বরূপা) 'অসি' (ভবসি); স্বং 'শুক্লা' (জ্যোতির্ধরী, প্রজ্ঞানস্বরূপিণী) 'অসি'

(ভবসি) ; অং ‘চক্ষুঃ’ (চক্ষুরূপা, জ্ঞানাদিনী কোমলতাময়ী ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) । অঙ্গং মন্ত্রঃ ভক্তিরূপেণাবস্থিতায়াঃ দেব্যাঃ স্বরূপং পরিকীর্তয়তি । সা দেবী পৃথ্বীরূপেণ বিরাজিতা ; সা দেবী সমষ্টিভূতা ; সা দেবী অংশরূপা ; সা দেবী জ্যোতির্ময়ী - প্রজ্ঞানস্বরূপিণী ; সা দেবী আনন্দরূপিণী । কোমলকঠোরাস্ত সর্বৈ ভাবাঃ ক্ষুদ্রমহাংশস্ত সর্বৈ রূপাঃ তস্মিন্ দেব্যাং যুগপৎ বিস্তৃজ্যে ইতি ভাবঃ ।

২ । ‘বৃহস্পতিঃ’ (জ্ঞানী, যদ্বা—জ্ঞানদেবঃ) ‘স্বমে’ (সংসারিত্ব সুখহেতবে) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘রথতু’ (সংবসনতু, জ্ঞানিনাং সাহায্যেন ত্বৎপ্রসাদেন ইহলোকঃ পরমানন্দং লভতু ইতি ভাবঃ) ; ‘রুদ্রঃ’ (কঠোরভাবঃ, যদ্বা—কঠোররূপঃ দেবভাবঃ ইত্যর্থঃ) ‘বস্তুভিঃ’ (সর্বসংহাতিঃ ধরিত্রীভিঃ সহ, যদ্বা—অপরৈঃ পানিবৈদৈবৈঃ সহ) ত্বা (ত্বাং) ‘আ চিকেতু’ (রক্ষিতুং কামরতাং, ত্বৎপ্রভাবেন সৃষ্টিঃ সংহারমূর্তেঃ রুদ্ররোষাৎ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ) । অঙ্গং তাৎপর্যঃ—ভগবদ্ভক্তিরেব সকলসুখমূলধারা । তন্ত্রাঃ রূপা এব নরঃ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ ।

৩ । (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! ‘পৃথিব্যাঃ’ (ভূবঃ) ‘মুধন্’ (মুক্ধনি, শিরোরূপে) ‘দেবঘজনে’ (যাগযোগাস্থলে - অবস্থিতায়াং ইতি যাবৎ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘আ’ (আহুপূর্বেণ, অনুক্রমেণ ইত্যর্থঃ) ‘জিবস্মি’ (ক্ষারয়ামি, মাং প্রতি প্রবহয়ামি আকৃণ্যামি বা ইতি ভাবঃ) । মন্ত্রাংশঃ সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ ।

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! অং ‘ইড়ায়াঃ’ (ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) ‘পদে’ (অবলম্বনং) ‘অসি’ (ভবসি, ভব বা) । অথবা হে মদীয় কৰ্ম্ম ! অং ‘ইড়ায়াঃ’ (ভক্তিসম্বৃত্তায়াঃ স্বত্বাঃ ইত্যর্থঃ) ‘পদে’ (আশ্রয়ং) ‘অসি’ (ভবসি, ভব বা) ; মম কৰ্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুক্তং ভবতু ইতি ভাবঃ । ‘স্বতবতি’ (হে মম ভক্তিরূপিণি দেবি !) ‘স্বাহা’ (স্বাহ স্বাহামস্মৈ ভগবতি সমর্পয়ামি ইতি শেষঃ ; সুহৃতং সুসিদ্ধমঙ্গ মম কৰ্ম্মাহুষ্ঠানং) ।

৪ । ‘রক্ষঃ’ (দুৰ্দ্ধৃদ্ধিরূপঃ শত্রুঃ ইত্যর্থঃ) ‘পরিলিখিতং’ (নাশিতং) ভবতু ; ‘অরাতয়ঃ’ (সঙ্ঘাৎপ্রতিবন্ধকাঃ রিপুশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) ‘পরিলিখিতা’ (বিনাশিতাঃ, বিতাড়িতাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ । ভক্তিপ্রভাবেন সর্বৈ শত্রবঃ নাশং যাস্তু ইতি ভাবঃ ।

৫ । ‘ইদং’ (অনেক সংকৰ্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) ‘অহং’ (অনুষ্ঠানকারী) ‘রক্ষসঃ’ (দুৰ্দ্ধৃদ্ধিরূপশ্চ শত্রোঃ ইত্যর্থঃ) ‘গ্রীবা অপি’ (মূলমপি ইতি ভাবঃ) ‘কৃন্তামি’ (ছেদয়ামি) ।

৬ । ‘যঃ’ (শত্রুঃ, বহিরন্তঃশত্রুঃ ইতি যাবৎ) ‘অস্মান্’ (অনুষ্ঠাতৃন্ অর্চকান্ ইত্যর্থঃ) ‘দোষ্টি’ (ঘেষং করেতি) ‘যং চ’ (যং শত্রুং চ) ‘বয়ং’ (অর্চকাঃ) ‘দিস্ম’ (ঘেষং কুৰ্ম্ম) ‘অন্ত’ (তদুভয়বিধস্ত আবিদৈবিকশত্রোঃ ইতি ভাবঃ) ‘ইদং’ যেনে কৰ্ম্মরূপেণ আয়ুধেন ইত্যর্থঃ) ‘গ্রীবা অপি’ (মূলানপি) ‘কৃন্তামি’ (ছেদয়ামি ইতি ভাবঃ) । কৰ্ম্মপ্রভাবেন বয়ং সর্বান্ শত্রুন্ নাশয়াম ইতি ভাবঃ ।

৭ । হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! ‘রায়ঃ’ (পরমধনানি—শ্রেষ্ঠধনানি ইত্যর্থঃ) ‘অস্মৈ’ (ময়ং) প্রেযচ্—ইতি প্রার্থনা ।

৮ । হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! ‘ত্বে’ (ত্বয়ি) ‘রায়ঃ’ (পরমার্থরূপানি ধনানি) বিস্তৃজ্যে ।

৯। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং 'তোতে' (সর্বেষু লোকেষু ইতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি ইত্যর্থঃ) স্থাপয়সি। অয়ং ভাবঃ—বয়ং তানি পরমধনানি যাচামাহে। ন কেবলং অস্মান্ কিন্তু বিশ্বান্ সৰ্বান্ জনান্ পরমধনং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ।

১০। 'দেবি' (হে ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং 'দেব্যাঃ' (পরমশক্তিসম্পন্নায়ী) 'উর্ধ্বশ্রী' (সর্বেষাং বশয়িত্রা শক্তস্ব ইতি ভাবঃ) মাং 'সং পশুস্ব' (সন্যাক্ পশু, মাং প্রতি সন্যাক্ করুণাপরায়ণা ভব ইতি ভাবঃ)।

১১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তে' (তবাহুগ্রহেণ) 'ঈদীমতী' (শোভনকর্মান্বজিত-সম্পদাং স্বাং ইত্যর্থঃ) 'সপেয়' (সংগচ্ছেয়, প্রাপ্নুয়াং ইতি ভাবঃ)। ভগবন্তুক্তি ময়া সহ চিরসম্বন্ধযুক্তা ভবতু—ইতোবাং আকাজ্জা। অপিচ 'স্বরেতা' (শোভনশক্তিসম্পন্ন) 'রেতঃ দধানা' (শক্তেরাধারভূতা) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তব সংদৃশি' (তব সন্দর্শনে সতি) 'বীর্যং' (বীৰ্য্যং, সংকর্ষসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'বিদেদ' (শভেদ)। তব প্রসাদেন তব সহচারিত্বেন চ সংকর্ষসাধনসামর্থ্যং প্রাপ্তুমিচ্ছামি ইতি ভাবঃ।

১২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'অহং' (শরণাগতঃ অর্চনাপরায়ণঃ অহং ইত্যর্থঃ) 'রায়-পোষণে' (শুক্লসম্বন্ধযুগেন) 'মা বিবোয়' (বিবুক্তঃ মা ভবান)। অত্মাকং পরমধনসম্বন্ধায় বয়ং ন ভবতি তদেব বিবেহি ইতি ভাবঃ ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি বহুরূপা অর্থাৎ পৃথ্বরূপা হয়েন, আপনি অনন্তরূপা অর্থাৎ অশেষরূপধারিণী হয়েন, আপনি অনন্তের অংশীভূতা অর্থাৎ দেবস্বরূপা হয়েন, আপনি রুদ্ররূপা অর্থাৎ কঠোরতাময়ী হয়েন, আপনি চন্দ্ররূপা অর্থাৎ হ্লাদিনী কোমলতাময়ী হয়েন। (এই মন্ত্রাংশ, ভক্তিরূপে অবস্থিতা দেবীর স্বরূপ পরিকীর্তন করিতেছে। সেই দেবী পৃথ্বরূপে বিরাজিতা, সেই দেবীই সমষ্টিভূতা, সেই দেবীই অংশরূপা, সেই দেবীই সংহারমূর্ত্তিধারিণী, সেই দেবীই আনন্দরূপিণী। কোমল-কঠোর সকল ভাব এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রূপ সেই দেবীতেই যুগপৎ বিद्यমান আছে।

২। জ্ঞানী (জ্ঞানদেব) সংসারের স্থখের নিমিত্ত আপনাকে সংযমন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত করুন; (ভাব এই যে, জ্ঞানিগণের সহায়তায় আপনার প্রসাদে ইহলোক পরমানন্দ লাভ করুক)। কঠোরভাব (রুদ্রদেব) সর্ববৃনসহা ধরিজ্রীর সহিত আপনাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন; অর্থাৎ আপনার প্রভাবে সৃষ্টি সংহারমূর্ত্তিরূদ্ররোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্ত হউক।

(মন্ত্রের তাৎপর্যার্থ এই যে,—ভগবদ্ভক্তিই সকল স্ত্রুতের মূলীভূতা । তাঁহার রূপাতেই মানুষ রক্ষা প্রাপ্ত হয়) ।

৩। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! পৃথিবীর (অর্থাৎ বিশ্বের) শীর্ষস্থানে দেবযজন-প্রদেশে অবস্থিতা আপনাকে, অনুক্রমে আমি আমার প্রতি ক্ষরণ প্রবহণ বা আকর্ষণ করিতেছি । (মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধক) ।

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! তুমি ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্মের অবলম্বন হও । অথবা হে আমার কর্ম ! তুমি ভক্তিযুতা স্তুতির আশ্রয় হও ; (ভাব এই যে, আমার কর্ম ভগবৎ-ভক্তিযুত হউক) । ভক্তিসম্বন্ধ করিয়া, হে আমার কর্ম, স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে আমি ভগবানে সমর্পণ করিতেছি ।

৪। (আমাদিগের) দুর্ব্বুদ্ধি-রূপ শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক ; সদ্ভাব-প্রতিবন্ধক রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত ও বিনাশিত হউক । (ভাব এই যে, ভক্তিপ্রভাবে আমাদিগের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক) ।

৫। এই সংকর্মের প্রভাবে আমি যেন দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রুর মূলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হই ।

৬। যে সকল বহিরন্তঃশত্রু প্রার্থনাকারী অনুষ্ঠানপরায়ণ আমাদিগকে হিংসা করে, সেই উভয়বিধ আধিদৈবিক শত্রু আমাদিগের এই কর্মরূপ আয়ুধের দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হউক । (ভাব এই যে,—আমাদের কর্মের দ্বারা আমরা যেন সকল শত্রুকে নাশ করিতে সমর্থ হই) ।

৭। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! পরমার্থ ধন আমাদিগকে দান করুন—এই প্রার্থনা ।

৮। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনাতে পরমার্থরূপ ধনসমূহ আছে ।

৯। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনাতে পরমার্থরূপ যে ধনসমূহ আছে, সেই ধন আপনি সকল লোকে স্থাপন করুন । (ভাব এই যে,—আমরা পরমধন প্রার্থনা করি । কেবল আমাদিগকে নহে ; পরন্তু বিশ্বের সকলকেই পরমধন প্রদান করুন ।

১০। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনি পরম শক্তিসম্পন্ন সকলের বশীভূতকারী শক্তির দ্বারা আমার প্রতি সম্যক করুণাপরায়ণ হউন ।

১১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনার অনুগ্রহে শোভনকর্মশক্তি-সম্পন্ন আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই । (ভাব এই যে,—ভগবদ্ভক্তি আমার

সহিত চিরসম্বন্ধযুত হউক) । অপিচ, শোভনশক্তিসম্পন্ন, শক্তির আধার-
ভূতা হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনার সন্দর্শন লাভ করিয়া যেন সংকৰ্ম্ম-
সাধন-সামর্থ্য লাভ করিতে পারি । (ভাব এই যে,—আপনার প্রসাদে ও
সহচারিত্বে সংকৰ্ম্মসাধনে সামর্থ্য পাইবার কামনা করিতেছি) ।

১২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! অৰ্চনাকারী আমরা সেই ধনসঞ্চয়ে
অৰ্থাৎ শুক্লসত্ত্বসঞ্চয়ে যেন বিমুখ না হই ; (অৰ্থাৎ আমাদের
পরমার্থরূপ ধন-সঞ্চয়ে যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তাহাই করুন) ।
(১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক) ।

* * *

মন্ত্ৰভাষ্যং (সাংখ্যার্থাকৃতং) ।

চতুর্থেইত্ববাক্যে ক্রয়প্রদেহং প্রতি সোমক্রয়ণীগমনমুক্তং । গত্যাং তন্ত্যাং ক্রয়্য সোমোন্মা-
নন্ত্যাবসরঃ । সপ্তমপদসংগ্রহস্ত গমনমধ্যা এব কর্তব্যঃ । ততঃ পঞ্চমে সোহভিধীয়তে ।

১। “বস্বাসি রদ্রাহস্তদিত্তিরস্তাদিত্যাংসি শুক্রাহসি চন্দ্রাহসি ।”—কল্পঃ—“তথৈ
ষট্পদাশ্রয়নিজ্রামতি বস্বাসি রদ্রাহস্তদিত্তিরস্তাদিত্যাংসি শুক্রাহসি চন্দ্রাহসীতি গচ্ছন্তীং সোম-
ক্রয়ণীমন্তুগচ্ছন্ ষট্স তদীয়পদেষু ষড়্ভিরেতৈশ্চৈব স্বপাদং প্রক্ষিপেৎ” ইতি । বস্বক্ৰাদিত্যাঃ
সবনত্রয়দেবতাঃ । অদিতিঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়োদেবতা । শুক্রশব্দেন দীপ্তিমান্ সোমো
বিদক্ষিতঃ । চন্দ্রশব্দেনাহল্লাদকারি স্ববর্ণঃ । হে সোমক্রয়ণি ত্বং বস্বাদীনাং স্বরূপমসি
তদপেক্ষিতসোমযোগসাধনত্বাৎ ॥

২। “বৃহস্পতিস্বা স্মৈ রথতু রদ্রো বস্বভিরা চিকেতু ।”—কল্পঃ—“সপ্তমং পদমঞ্জলিনা
গহ্নাতি বৃহস্পতিস্বা স্মৈ রথতু রদ্রো বস্বভিরা চিকেত্বিতি” ইতি । হে সোমক্রয়ণীপদ ত্বাং
বৃহস্পতিরগ্নিন্ স্ত্বপ্রদেহে রময়তু । বস্বভিঃ সহিতো রদ্রস্বামন্তুজানাতু আবর্তয়তু বা ॥

৩। “পৃথিব্যাস্বা মুর্ধ্বান্না জিঘর্শি দেবযজন ইড়ায়াঃ পদে দ্বতবতি স্বাহা ।”—কল্পঃ—
“অথৈতগ্নিন্ পদে হিরণ্যং নিধায় সম্পরিত্তীর্ণ্যভিজুহোতি পৃথিব্যাস্বা মুর্ধ্বান্না জিঘর্শি দেবযজন
ইড়ায়াঃ পদে দ্বতবতি স্বাহেতি” ইতি । হে দ্বত স্বামিড়ায়াঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ পদে সমস্তাং
ক্ষারয়ামি । কীদৃশে পদে । পৃথিব্যা মুর্ধ্বস্থানীয়ে দেবতানাং বাগস্থানে দ্বতযুক্তে । তথাইন্ত-
ত্রাহ্মাতং—“সা যত্র যত্র ব্যক্রামন্ততো দ্বতমপীড়্যত তস্মাদ্ দ্বতপচ্যাত্যেত” ইতি ॥
মন্ত্ৰাধ্যাত্মাতুমাদাবলুষ্ঠানং বিধত্তে—“ষট্পদাশ্রয় নি ক্রামতি ষড়্ভং বাঙ্ণাতি বদত্যত
সষৎসরস্তায়নে যাবতোব্য বাক্ত্যামব রক্কে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি । অস্তি
কশ্চিৎ পৃষ্ঠাঃ ষড়্ভাখ্যো যাগঃ । তত্র ষড়্ভিধানি স্তোত্রাণি বৃহদ্রথস্তরবৈরূপবৈরাঙ্গশাকরবৈবত-
নামকৈঃ সামভিঃ সাধ্যানি । তানি চ ক্রমেণ ষট্স দিনেষু গীয়ন্তে । ন তু সপ্তমং পৃষ্ঠাস্তোত্রং
কিঞ্চিদপ্যস্তি । ততঃ প্রধানভূতপৃষ্ঠাস্তোত্ররূপা বাগ্ধেবতা ষড়্ভগতাং সংখ্যামতীত্য ন কাপি
বদতি । অপি চ সষৎসরকালসম্বন্ধিনি গবাময়নেহপি নাধিকং পৃষ্ঠাস্তোত্রং বদতি । তস্মাদ্ধা-
গুরুপায়াঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ ষট্পদানামন্তুক্রমণং যুক্তং । তস্মাদ্ধাগুরুপাদেব সর্ক্যাং বাচমবকক্ষে ॥

বিধতে—“সপ্তমে পদে জুহোতি সপ্তপদা শকরী পশবঃ শকরী পশুনাবাব রুদ্ধে সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তাহরণ্যাঃ সপ্ত ছন্দাৎ অভ্যস্তানবরুদ্ধৌ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি । গবাদগ্নৌ গ্রাম্যাঃ । কৃষ্ণমৃগাদগ্ন্য আরণ্যাঃ । তথা চ বোধায়নঃ—“সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবোহজাহস্বো গোশ্মহিষী বরাহো হস্ত্যশ্বতরী চেত্যথ সপ্তাহরণ্যা দ্বিথুরাশ্চকথুরাশ্চ পক্ষিণশ্চ সরীসৃপাশ্চ ষ্ঠাপদাশ্চ শরভাশ্চ মৰ্কটাশ্চ” ইতি । গায়ত্রী ত্রিষ্টুবিতাদীনি সপ্তছন্দাঙ্গি । পশুজাতীয়ং ছন্দোজাতীয়ং চেতুভয়মপি সপ্তসংখ্যাহবরূপ্যতে ॥

প্রথমমন্ত্রগতশব্দস্বরূপেণৈব সোমক্রয়ণ্য। মহিমাংখ্যায়ত ইত্যাহ—“বস্ম্যসি রুদ্রাহসীত্যাঃ কৃপমেষান্তা এতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে বৃহস্পতিশব্দমা চিকেক্ষিত শব্দং চ ব্যাচষ্টে—“বৃহস্পতিস্বা স্মরে রথস্বিত্যাঃ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্কৃষ্ণণৈবাস্মৈ পশুনব রুদ্ধে কদো বস্তুভিরা চিকেক্ষিত্যাঃহবৃতো” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥ তৃতীয়মন্ত্রার্থস্ত প্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—“পৃথিব্যাস্তা মূধুরা জিহ্মসি দেবযজ্ঞন ইত্যাহ পৃথিব্যা হোম মৃদ্ধা যদেবযজ্ঞনমিড়ায়াঃ পদ ইত্যাহড়ায়ৈ হেতংপদং যং-সোমক্রয়ণ্য যতবতি স্বাতেতাহ নদেবাস্তৈ পদাদয়তপপীডাত তস্মাদেবমাহ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥ সোমক্রয়ণীপদে হিরণ্যপ্রক্ষেপং বিধতে—“যদধ্বংয়নগ্নাবাততিং জুহুয়াদক্কোহধ্বংয়াঃ স্ত্রাস্কাৎসি যজ্ঞৎ হস্ত্যর্হিরণ্যমপ্যন্ত জুহোবঃপ্ৰবতোব জুহোতি নাক্কো-হধ্বংয়াভবতি ন যজ্ঞৎ রক্ষাৎসি যন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥

৪। “পরিলিখিতৎ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ।”

৫। “ইদমহৎ রক্ষসো গ্রীবা অপি কুস্তামি ।”

৬। “যোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগ্ন ইদমন্ত গ্রীবা অপি কুস্তামি ।”—কল্পঃ—“অথোক্তৃতা হিরণ্যশকলেন বা কৃষ্ণবিধরণ্য বা পদং পরিলিখতি পরিলিখিতৎ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইদমহৎ রক্ষসো গ্রীবা অপি কুস্তামি যোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগ্ন ইদমন্ত গ্রীবা অপি কুস্তামীতি” ইতি । পরিলিখিতং নাশিতং, রক্ষ ইতি জাত্যভিপ্রায়েনৈকবচনং । গ্রীবা ইতি ব্যত্যভিপ্রায়েণ বহুবচনং । ইদমিতি হস্ত্যভিনয়ঃ । কুস্তামি ছিনদ্বি ॥ রক্ষসঃ প্রসত্তিং পূর্বোক্তাং স্মারয়ন্নয়ং ব্যাচষ্টে—“কাণ্ডকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞৎ রক্ষাৎসি জিহাৎ সন্তি পরিলিখিতৎ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইত্যাহ রক্ষসামপহত্যা ইদমহৎ রক্ষসো গ্রীবা অপি কুস্তামি যোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগ্ন ইত্যাহ দ্বৌ বাব পূকধৌ যং চৈব দেষ্টি যষ্টেচনং দেষ্টি তয়োরেবানন্তরায়ং গ্রীবাঃ কুস্ততি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি । অনন্তরায়ং দ্বয়োর্মধ্য একতরস্তাপ্যন্ত-রায়ো যথা ন ভবতি তথৈত্যর্থঃ ॥

৭-৯। “অস্মৈ রায়স্তুে রায়স্তোতে রায়ঃ ।”—কল্পঃ—“অস্মৈ রায় ইতি স্থালায়ং যাবৎঅতৎ সোমোপ্য স্তে রায় ইতি যজ্ঞমানায় প্রযচ্ছতি তোতে রায় ইতি পল্লবৈ” ইতি । অতৎ যুতেনাহ-প্লুতং । তাদৃশং রজঃ সোমক্রয়ণ্যঃ সপ্তমপদস্থানে যাবদন্তি তাবৎ সর্বং পাত্রে ক্ষিপেৎ । অগ্নিরধ্বংযৌ রায়ো রজোরূপং ধনং তিষ্ঠতু । স্তে স্তয়ি যজ্ঞমানে । তোতে কলত্রে ॥ অমুষ্ঠান-বিধিপুরঃসরং মন্ত্রাভ্যাচষ্টে—“পশবো বৈ সোমক্রয়ণ্য পদং যাবৎঅতৎ সং বপতি পশুনাবাব রুদ্ধেহস্মৈ রায় ইতি সং বপত্যাস্মান্নেগ্নাধ্বংয়াঃ পশুভ্যো নান্ত্যেতি স্তে রায় ইতি যজ্ঞমানায় প্র

যচ্ছতি যজমান এব স্যিৎ দধাতি তোতে রায় ইতি পত্নিয়া অর্দো বা এষ আয়ানো যৎপত্নী যথা গৃহেষ্ণু নিবন্তে তাদৃগেব তৎ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥

১০। “সং দেবি দেব্যোর্কৃণা পশ্চাৎ” —কল্পঃ—“অথ পত্নীং সোমক্রয়ণা সমীক্ষয়তি সং দেবি দেব্যোর্কৃণা পশ্চাৎ” ইতি। হে দেবি সোমক্রয়ণি ত্বমর্কৃণা দেব্যা সহেমাং পশ্চ। অয়ং মন্ত্রঃ স্পষ্টার্থত্বাচ্চাক্ষণেনোপেক্ষিতঃ ॥

১১। “ঋষ্টমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা বীরং বিদেয় তব সংদূশি” —বোধায়নঃ—“অথ পত্নী যজমানমীক্ষতে ঋষ্টমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা বীরং বিদেয় তব সংদূশিতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“ঋষ্টমতী তে সপেয়েতি পত্নী সোমক্রয়ণীমভিমন্ত্রয়তে” ইতি। হে যজমান ত্বয়া সহ সপেয় সম্বলয়েৎ। অথ বা হে সোমক্রয়ণি তে তবানুগ্রহেণাহং পত্নী সম্বলয়েৎ। কীদৃশী। ঋষ্টমতী, জীপুরুষমিথুনরূপাণাং পশুমনুষ্ণাদীনাং শরীরনিষ্ঠা ঋষ্টা। তথা চাখ্যপ-স্থানপ্রকরণে শ্রুয়তে—“যাবচ্ছো বৈ রেতসঃ সিলন্ত ঋষ্টা রূপানি বিকরোতি তাবচ্ছো বৈ তৎপ্রজায়তে” ইতি। তাদৃশস্ত ঋষ্টরনুগ্রহেণোপেতা শোভনমমোষং স্বকীয়ং রেতো যন্তাঃ সা সুরেতাঃ, তাদৃশমেব পত্নী রেতো দধানা তব পত্ন্যঃ সোমক্রয়ণা বা সংদৃশ্যভীক্ষং বীক্ষণং বর্তমানা বীরং সোচিতগুণেষু শূরং পুত্রং বিদেয় লভেয় ॥ ঋষ্টমতীত্যেতস্ত পদম্ভাতিপ্রায়মাহ—“ঋষ্টমতী তে সপেয়েতাহ ঋষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাচ্চ রূপরূপমেব পশুন্সু দধাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥

১২। “মাহহ ৬ রায়স্পোষণে বি যোষণ।” —বোধায়নঃ—“সোমক্রয়ণীমীক্ষতে মাহহ ৬ রায়স্পোষণে বি যোষমিতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“মাহহ ৬ রায়স্পোষণে বি যোষমিতি পত্নীপদং প্রদীয়মানমনুমন্ত্রয়তে” ইতি। বিযোষণং বিযুক্তো মা ভূবং। অয়ং মন্ত্রো ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ। এতস্ত সোমক্রয়ণী পদরজস্বতীয়ং ভাগং গার্হপত্যে প্রক্ষিপেৎ, ভাগান্তরমাহবনীয় ইতি বিধন্তে—“অষ্টম বৈ লোকায় গার্হপত্য আ ধীয়তেহমুয়া আহবনীয়ো যদগার্হপত্য উপবপেদমিল্লোকৈ পশুমানংস্তাহবনীয়েহমুিল্লোকৈ পশুমানংস্তাহভরোকপ বপত্যাভরোরৈবেনং লোকয়োঃ পশুমন্তং করোতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ ৮) ইতি। অত্র সূত্রং—“পদরজস্বদেহা বিভজ্য তৃতীয়মুত্তরতো গার্হপত্যস্ত শীতে ভস্মহ্যপবপতি তৃতীয়মাহবনীয়স্ত তৃতীয়ং পঠ্যে প্রযচ্ছতি তৎস গৃহেষ্ণু দধাতি” ইতি। অত্র বিনিয়োগ-সংগ্রহঃ—“ষটপদানুক্রমা ববী বৃহস্পদসংগ্রহঃ। পৃথিব্যাস্তংপদে ছয়া পরি সংবেষ্ট্য রেখয়া ॥ ১ ॥ অয়ে স্থাভ্যাং পদং ক্ষিপ্ত্বা ত্বে দত্যাং স্বামিনে পদং। ততো পঠ্যে পদং দত্যাং সংক্রয়ণ্যা হবেক্ষয়েৎ ॥ ২ ॥ ঋষ্টী তাং মন্ত্রয়েৎ পত্নী মাহহং তদীয়তে যদা। পদং তদা মন্ত্রয়েত মন্ত্রাঃ পঞ্চদশেরিতাঃ ॥ ৩ ॥ ইতি।

অথ মীমাংসা।

চতুর্থধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিন্তিতং—“সোমক্রয়ণ্যানয়নে পদকর্ষ প্রযোজকং। ন বাহ-
ত্বেহক্ষাঞ্জনস্তাপি ক্রয়বৎ সন্নিবর্ততঃ। তৃতীয়য়া ক্রয়ার্থা গোষ্ঠদ্বারাহনয়নস্ত চ। তাদর্থ্যাস্তং
প্রযুক্তত্বং ন প্রয়োজকতা পদে” ইতি। জ্যোতিষ্টোমে সোমক্রয় আয়ানতে—“একহারতা
ক্রীণাতি” ইতি। সেয়মেকহারনী গোর্ধনা সোমং ক্রেতুং নীয়তে তদাহবর্ধ্যস্তত্যাঃ পৃষ্ঠতো
গচ্ছতি। তদপ্যাহাভং—“ষটপদানুক্রমনিষ্ঠুকামতি” ইতি। ততঃ সপ্তমে পদে হিরণ্যং নিধায়

হুত্বা তৎপদগতং রজো গৃহীয়াৎ । এতদপি শ্রয়তে—“সপ্তমপদমধ্বর্যুরঞ্জলিনা গৃহীতি” ইতি । যদেতদ্রজঃ সংগৃহ্যতে হবির্দানয়োঃ শকটরোরন্ধ্রে তেন রজসা যুক্তমঞ্জনং ক্ষিপেৎ । এতদপি শ্রুতং—“রজঃ বা এতৎসম্ভরতি যৎসোমক্রয়ণ্যৈ পদং রজমুখং হবির্দানে য়ি হবির্দানে প্রাচী প্রবর্তয়েয়ুস্তর্হি তেনাক্ষমৃগায়াং” ইতি । তত্র যথা ক্রয়ঃ সন্নিরূপ্তস্তথৈব পদকর্ম্মাপ্যাক্ষানং সন্নিরূপ্তং । অথোচ্যেত দধানয়নমামিক্ষয়া যথা সংযুক্তং ন তথা তথ্যাক্ষানং সোমক্রয়ণানয়নং সংযুক্তমিতি । তন্ন । ক্রয়েহপি পদসংযোগস্ত তুল্যত্বাৎ । অথাসংযুক্তোহপি ক্রয়ো গবানয়নেন নিষ্পাশ্তেত তর্হ্যাক্ষানমপি তেন নিষ্পাশ্তত ইতি সমানত্বাৎ ক্রয়বৎপদকর্ম্মাপি সোমক্রয়ণানয়নস্ত প্রয়োজকমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—একহায়ত্যা ক্রীণাতীতি তৃতীয়াশ্রুত্যা গোঃ ক্রয়ার্থং গম্যতে । গোদ্বারা তদানয়নমপি ক্রয়ার্থমেবেতি ক্রয় এবাহনয়নে প্রয়োজকঃ । ন চ পদকর্ম্মার্থং গোর্কা তদানয়নস্ত বা কচিচ্ছ্রুতং তস্মাত্তদপ্রয়োজকং ॥ অগ্নিন্নহুবাকে সর্কাণি যজুয্যেবেতি নাত্র চন্দ ইতি ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমোহনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

* . *

মন্ত্যার্থ-তালোচনা ।

— * —

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত-সমূহে, সোমক্রয়ণি-সংগ্রহে গমন সময়ে যে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনু-সরণ করিতে হয়, তাহাই উক্ত হইয়াছে । সে হিসাবে, সোমক্রয়ণি অনুবাকের মন্ত-সমূহের লক্ষ্য । আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে অনুবাকের মন্ত-সমূহে ভাষ্যকারের অভিমত এবং আমাদিগের সিদ্ধান্তের বিষয় একে একে বিবৃত করিতেছি ; যথা,—অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের ছন্দ অনুষ্টুপ্ বা বৃহতী । এই মন্ত্রে সোমক্রয়ণিকে স্তুতি করা হইয়াছে । মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—বহু, রুদ্র ও আদিত্য—সবনয়ন-দেবতা । আদিত্য—প্রায়ণীয় উদয়নীয় দেবতা । শুক্র শব্দে দীপ্তিমান্ সোম বিবক্ষিত । চন্দ্র শব্দে আচ্ছাদকারী সুরণ উপলক্ষিত । মন্ত্রের অর্থ—‘হে সোমক্রয়ণি ! তুমি বহু প্রভৃতি দেবতার অপেক্ষিত সোম-বাগদাধক বলিয়া ঐ সকল দেবতাব স্বরূপ হও ।’ ‘শুক্র-যজুর্বেদ-সংহিতায়’ও এই মন্ত্র দৃষ্ট হয় । সেখানে উবটের ও মহীধরের ভাষ্যে একটু অর্থান্তর পরিদৃষ্ট হয় । সে অর্থ এই—‘হে গো ! তুমি বহুরূপা হও, তুমি দাদশ আদিত্য-রূপা হও । তুমি একাদশ রুদ্ররূপা হও, তুমি চন্দ্ররূপা হও । বৃহস্পতি স্থখে তোমায় রমণ করুন অথবা সংযমন করুন । রুদ্র, বহুগণ প্রভৃতি অষ্টদেবতার সহিত তোমাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন ।’ এই ব্যাখ্যায় যে ভাব উপলব্ধ হয়, অধুনা তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন । পরন্তু ‘গোঃ’ সম্বোধনে গাভীকে কি অথ কোনও অপার্থিব বস্তুকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই ।

ঐ সম্বোধনে ঐ সকল গুণ-বিশেষণে কাহার প্রতি লক্ষ্য আসে ? এক জ্ঞানকে বা জ্ঞান-স্বরূপিণী দেবীকে আশ্বাস করা হইয়াছে মনে করিতে পারি ; অথবা ব্রহ্মময়ী প্রকৃতিকে

সম্বোধন করা হইয়াছে বলিতে পারি। নচেৎ, অধুনা যে গাভী লইয়া ক্রিয়াকৰ্ম্ম হয়, সেই গাভীর সম্বোধনে যে এই মন্ত্র প্রযুক্ত, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। হৃদয়ে মন্ত্র-কথিত পূর্বোক্ত ভাবের উন্মেষ-হেতু, অপিচ পূর্বাপর সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া, আমরা এই মন্ত্রেরও সম্বোধ্য সেই ‘ভক্তিরূপিণী দেবী’ বলিয়াই মনে করিতেছি। আর, সে হিসাবে মন্ত্রের যে সঙ্গত অর্থ হয়, আমাদের মন্ত্যাম্বুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গাম্বুবাদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কবাকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই তাহাই স্পষ্টত। ভক্তিরূপে অবস্থিত সেই ব্রহ্মময়ীকে ভিন্ন এ সম্বোধন অল্প আর কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।

মন্ত্রে দেবীকে ‘বন্বী’ বলা হইয়াছে। বিশেষরূপে বিরাজমানা, এই পৃথিবীই যে তাঁহার প্রকাশমূর্তি, ঐ পদে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তার পর, তাঁহাকে ‘অদিতিঃ’ (দেবমাতা) বলা হইয়াছে; আবার ‘আদিত্যা’ (অদিতির পুত্রগণ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যিনিই মাতা, তিনিই পুত্র—এ আবার কি প্রকার উক্তি? এখানে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ”—আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে,—এই শাস্ত্রবাক্যে, মাতাও যিনি পুত্রও তিনি—এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তার পর, আরও একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারি,—‘অদিতিঃ’ পদে অনন্ত অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ অনন্ত-দেবভাবকে লক্ষ্য করে। দেবত্ব অশেষ প্রকারে অশেষ উপাদানের মধ্য দিয়া বিকাশ পায়। সেই সকল দেবভাবকে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি বলিয়া আমরা নির্দেশ করিয়াছি। সমষ্টিগত বিভূতি বা দেবভাবই—“অদিতিঃ” বা অনন্তস্বরূপ ভগবান। আর, ব্যষ্টিগত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিকেই এক এক দেবতা বলিয়া মনে করিতে পারি। তাহা হইতেই বুঝা যায়, সমষ্টিভূত দেবভাবকে বা অনন্তস্বরূপ ভগবানকে ‘অদিতিঃ’ বলা হইয়াছে, আর ব্যষ্টিগত দেবভাব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভগবদ্বিভূতিই ‘আদিত্যা’ অভিধানে অভিহিত হইয়াছে। আর, তাই আমরা ‘অদিতিঃ’ পদে ‘অনন্তরূপা’ এবং ‘আদিত্যা’ পদে ‘অনন্তাংশীভূতা দেব-স্বরূপা’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই অংশ বোধগম্য হইলেই সেই ‘অদিতিঃ’ যে যুগপৎ কঠোরতাময়ী সংহারমূর্ত্তিদারিণী এবং কোমলতাময়ী আনন্দদায়িনী হইয়েন, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে।

অতঃপর দ্বিতীয় মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটু আভাস দিতেছি। এই মন্ত্রটি সৌমক্ৰয়ণি সম্বোধনে যিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ—‘হে সৌমক্ৰয়ণি পদ! তোমাকে বৃহস্পতি এই সুখ-প্রদেশে আনন্দিত করুন। বসুগণের সহিত রত্ন-দেবতা তোমাকে জাম্বুন।’ আমাদের অর্থ কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকারের। আমাদের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই ভক্তিরূপিণী দেবী। মন্ত্রের ‘বৃহস্পতি’ পদে আমরা জ্ঞানীকে বা জ্ঞান-দেবতাকে লক্ষ্য করি। জ্ঞান-ভক্তির সম্মিলনই সংসারের মুখের কারণ। শুদ্ধ জ্ঞান—অনর্থের মূল। তাহাতে অশাস্তি ঘনীভূত হইয়া আসে। তাই বলা হইয়াছে,—‘হে দেবি! জ্ঞানী বা জ্ঞান তোমার সহিত মিলিত হউক।’ ভগবদ্ভক্তিযুক্ত জ্ঞানই যে অশেষ আনন্দের ও পরম হিতসাধনের মূলীভূত, তাহা বলা বাহুল্য। “বৃহস্পতি ত্বা মুয়ে রথতু”—সংসারের সঞ্চলেরই এই কামনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ সংসারের সকল জ্ঞানই ভগবদ্ভক্তিযুত হউক—আর তদ্বারা সংসারে আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হউক—ইহাই এখানকার লক্ষ্য । উপসংহারে “রুদ্রঃ বহুভিরা চিকেক্তু” অংশে ভক্তিপ্রবাহে রুদ্রদেবের সংহারমূর্ত্তির যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে । “বহুভিঃ সহ রুদ্রঃ স্বাং রক্ষিতুং কাময়তাং”—এই অর্থে, ‘পৃথিবীর সকল দেবভাবের সহিত সংহারকমূর্ত্তি (রুদ্রভাব) তোমায় কামনা করুক’—এই প্রার্থনা প্রকাশ পায় । ভগবদ্ভক্তি যাহার অঙ্গীভূত হয়, তাহার শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিত । তাহার সংহারের ভয় থাকে না । প্রার্থী তাহাই পাইবার কামনা করিতেছেন । আমরা মনে করি, ইহাই প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের মর্ম্মার্থ ।

তৃতীয় ও সপ্তম, অষ্টম ও নবম মন্ত্রে হোম সম্পাদন করিতে হয় । ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—‘আজ্য !’ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বাহা প্রথম অংশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সে অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের মত এই যে, ঐ মন্ত্রাংশ আজ্যকে (যতকে) সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত । ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—‘হে আজ্য, অধঃপতি পৃথিবীর শিরোরূপ দেব-যজ্ঞনদেশে তোমাকে আমি ক্ষরণ করিতেছি ।’ তার পর যে দ্বিতীয় অংশ—‘ইড়ায়্য’ হইতে ‘স্বাহা’ পর্য্যন্ত অংশ, তাহাতে ‘আজ্যকে’ সম্বোধন করা হইয়াছে । তদনুসারে ভাষ্যে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—‘হে আজ্য ! তোমার সোমক্রয়ণীয় পদে নিক্ষেপ করি । সূত্রান্তরে প্রকাশ,—একটি গাভীকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া তাহার পদাঙ্কিত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়া থাকে । তার পর, সপ্তম মন্ত্রের ‘স্বতবতি’ মন্ত্রে সপ্তমপদস্থানে স্থিত ধূলা লইয়া সমস্ত পাত্রে নিক্ষেপ করিবে । মন্ত্রের অর্থ—এই অধ্বর্গ্য রজঃ রূপ ধন প্রাপ্ত হউন । বজ্রমান এবং কলত্র সে ধন প্রাপ্ত হউন । তার পর, অষ্টম মন্ত্রে বজ্রমানকে সম্বোধন দেখিতে পাই । তাহাতে বলা হইয়াছে,—‘হে বজ্রমান ! তোমাতে এই রজঃ-রূপ ধনসমূহ অবস্থিতি করুক ।’ প্রকাশ,—‘রায়ঃ’ পদে ‘পশুসমূহ’ অর্থও গ্রহণ করা যায় । তাহাতে ভাব দাঁড়ায়,—‘হে বজ্রমান ! পশুসমূহ তোমাতে অবস্থিতি করুক ।’ তার পর, বজ্রমান যেন আপনা-আপনিই কহিতেছেন,—‘এই আনাতে ঐ গোপদাদি-রূপ ধনসমূহ বা পশুসকল বিত্তমান রহুক ।’ নবম মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ‘অধ্বর্গ্যগণই যেন বলিতেছেন,—‘আমাদিগের কলত্রে যেন পশুগণ বা তাহাদিগের পদ-রূপ ধন অবস্থিতি করে ।’ বলা বাহুল্য, মন্ত্রের এরূপ বিচ্ছিন্ন বিপরীত অর্থ হইতে আমরা কোনট মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না । ঐরূপ অর্থে, বেদ-মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আছে—তাহাও বুঝা যায় না ।

এখন, পূর্বাঙ্গের সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহার যৌক্তিকতা-বিষয়ে আলোচনা করা বাইতেছে । আমাদিগের মত এই যে, তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটিতে ভক্তির বা কর্ম্মের সম্বোধন আছে মনে করা বাইতে পারে । সপ্তম মন্ত্র কর্ম্মসম্বোধনেই প্রযুক্ত । অপরাপর মন্ত্র ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধন নিম্নোক্ত । তাহাতে কিরূপ স্তম্ভ স্তম্ভত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, লক্ষ্য করুন । তৃতীয় মন্ত্রের প্রথম মন্ত্রাংশে, ভক্তির (ভগবদ্ভক্তির) স্থান কত উচ্রে, তাহাই প্রখ্যাত আছে,—‘আর, সেই স্থান হইতে ভক্তির প্রবাহকে আত্মরূপে আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । ভক্তির স্থান—সে কোথায় ? সে সেই ভগবানের পাদপদ্মে নহে কি ? অথও বিবেচনায় যে

শীর্ষস্থান, যেখানে পূজা উপস্থিত হইলে বিশ্বনাথ সে পূজা প্রাপ্ত হন, ভক্তি সেইখানেই অধিষ্ঠিতা থাকেন। ভগবানের পাপপন্থাই ভক্তি অবিচলিতা হইয়া আছেন। তন্নিম্ন, অত্ৰ যে ভক্তি, তাহা ভক্তিনামের বাচ্য নহে। সেই যে ভক্তি, যাহাকে পরা ভক্তি কহে, সেই ভক্তি আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হউক, আমার হৃদয়ে তাহার প্রস্রবণ প্রবাহিত হউক, ইহাই এই মন্ত্রাংশের মৰ্ম্ম। প্রার্থী বা উপাসক এখানে সেই ভক্তিরই কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। অতঃপর, দ্বিতীয় মন্ত্রাংশের মৰ্ম্ম এবং তাহার সহিত প্রথমাংশের সম্বন্ধের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। ‘ইড়া’ ও ‘ঈড়া’ উভয় পদেরই ‘স্তুতি’ অর্থ প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্রের প্রথম যে পাদ—“অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং”, সেখানে ‘ঈড়া’ পদ স্তুত্যর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক স্থানে ঐ পদের স্তুতি অর্থই পাইয়াছি। এই ‘ইড়া’ ও ‘ঈড়া’—আমরা অভিন্ন ভাবত্বাতক বলিয়া মনে করি। ‘ইড়া’ পদে ‘দেহু’ অর্থও হয় বটে; কিন্তু আবার ‘সরস্বতী’ (স্তুতির অধিষ্ঠাত্রী) প্রভৃতি অর্থও প্রাপ্ত হই। আমরা এখানে সেই প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিলাম। তদনুসারে “ইড়ায়াঃ পদে” মন্ত্রাংশে, ‘আমার কৰ্ম্ম ভগবত্ত্বকিয়ুত হউক বা যেন হয়’—এই ভাব আসে। অপিচ, এই অংশও ভক্তিস্বরূপিণী দেবীর সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। তাহাতে প্রতিবাক্য আসে—‘হে দেবি! ত্বং ‘ইড়ায়াঃ’ (স্তুতাঃ) ‘পদে’ (আশ্রয়ং) ‘অনি’ (ভবসি) ; অর্থাৎ,—‘হে ভক্তি-দেবি! তুমি আমার স্ততিরূপ কৰ্ম্মের আশ্রয় হও।’ বলা বাহুল্য, দুই অর্থই অভিন্ন; উভয়ই ভক্তির সহিত কৰ্ম্মের মিলনাকাজ্জা প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর, এই মন্ত্রাংশের শেষভাগে “স্তুতবতি স্বাহা” পদদ্বয়ে ভক্তিসহযুত কৰ্ম্মকে ভগবৎ-কার্য্যে বিনিয়োগের আকাঙ্ক্ষাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তিসহযুত কৰ্ম্মই মানুষ্যের শ্রেয়ঃসাধক। সেই কৰ্ম্ম ভগবানে সমর্পণ—‘স্বাহা’ পদে স্তোতনা করিতেছে।

সপ্তম ইহঁতে নবম পর্য্যন্ত মন্ত্রের ভাব মন্ত্রান্তসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তি আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়াপর হউন, ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে যে পরমার্থ-রূপ ধনসমূহ আছে—সেই ধন তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন; আমরা সেই ধন যেন প্রাপ্ত হই, আর শুদ্ধস্বসঞ্চয়ের দ্বারা যেন দেবীর সহিত চিরসম্বন্ধযুত থাকি;—ঐ সকল মন্ত্রে যথাপর্য্যায় এবংবিধ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র-সমূহের প্রার্থনা এই যে,—‘ভক্তিদেবী আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধস্ব-রূপ পরম ধনে আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ হউক; আমাদিগের কৰ্ম্ম ভগবৎকার্য্যে বিনিয়ুক্ত থাকুক; আর, তৎপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি।’

চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মন্ত্রদ্বয়ে—অন্তঃশত্রু-নাশের আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। এই মন্ত্রদ্বয় সরল প্রার্থনামূলক। ইতিপূর্বে মন্ত্র-বিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই সকল মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরালোচনা নিম্প্রয়োজন। সত্তাব অবরোধক অন্তঃশত্রুনাশে কৰ্ম্মরূপ আয়ুধই প্রথম অবলম্বন। সেই কৰ্ম্মের দ্বারা, ভক্তি জ্ঞানের উদ্বোধে সত্তাব-সঙ্করে অন্তঃশত্রু-নাশের আকাঙ্ক্ষা মন্ত্র মধ্যে প্রকটিত বলিয়া মনে করি।

তার পর দশম প্রভৃতি মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে দশম মন্ত্রের সম্বোধ্য

সোমক্রয়ণি। মন্ত্রের অর্থ—‘হে দেবি সোমক্রয়ণি ! তুমি উর্কশী দেবীর সহিত আমাকে দর্শন কর।’ আমাদের মতে পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের আয় এ মন্ত্রেরও সষোধ্য ভক্তিরূপিণী দেবী। মন্ত্রের অর্থ এই যে, ভক্তিরূপিণি দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে,—‘হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনার যে বলীকরণী শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন। অর্থাৎ আমাকে সেই শক্তি প্রদান করুন।’ ভাব এই যে,—‘আমার ভক্তি এমনই শক্তিশালিনী হউক, যাহাতে আমি ভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই।’

‘উর্কশী’ পদে ভাষ্যকার ‘উর্কশী দেবী’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় স্বতন্ত্ররূপ। আমাদের মতে ‘উর্কশী’ পদে সকলের বশকারী শক্তিকে বুঝাইতেছে। এইরূপ অর্থ পরিগ্রহের একটু কারণও আছে। পূর্বাঙ্গের ভাবসঙ্গতি রক্ষায় ‘উর্কশী’ পদের ‘উর্কশী দেবী’ অর্থ সঙ্গত হয় বলিয়া মনে করি না। উর্কশী শব্দ—উর্ক + বশ্ + অ (অন্) হইতে নিষ্পন্ন হয়। উর্ক শব্দে মহৎ এবং বশ্ ধাতুর অর্থ বশীভূত করা। ধাতু নানা অর্থবাচী—এই জ্ঞানে ঐ বশ্ ধাতুর কাস্তি অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ‘বশ্’ ধাতুর ‘বশীভূত করা’ অর্থ গ্রহণ করিলে, ‘উর্কশী’ পদের অর্থ হয়—‘যিনি মহত্বাদ্বিপ্রণসম্পন্ন মহৎকে বশীভূত করিতে সমর্থ।’ ‘উর্ক’ শব্দের মহৎ অর্থে ভগবানকে বুঝায়। ঐতিহ্যে ‘মহৎ’ বলিতে ব্রহ্ম বা ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ‘কঠোপনিষদে’ যথা—“সূত্রং সূত্রস্ত যো বিদ্যাং স বিদ্যাদব্রাহ্মণং মহৎ” “অনাগ্ননস্তং মহতঃ পরং ব্রহ্ম”। খেতাশ্বতরোপনিষদে যথা,—“মহান প্রভুর্কৈ পুরুষঃ সত্ত্ব প্রবর্তকঃ”। সাংখ্যচাৰ্য্যও বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ‘উর্ক’ শব্দের ‘মহৎ’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত ‘উর্কগায়ঃ’ পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—“উর্কগায়ঃ উর্কভিঃ হৃদগায়মানঃ।” সেখানে ঐ পদে বিশ্বব্যাপনশীল ভগবানকে—বিষ্ণুকে লক্ষ্য আছে। মহান্ যে ভগবান্, তিনি কিসে বশীভূত হন ? কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় ? একমাত্র ভক্তি ভিন্ন আর কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে ? তিনি যে ভক্তের ভগবান ! ভক্তের ভগবান বলিয়াই তিনি নারদকে বলিয়াছিলেন,—“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মন্তুক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥” তিনি বৈকুণ্ঠেও বাস করিতে চাহেন না, তিনি যোগীর হৃদয়েও বাস করেন না ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার বাসস্থান। এই জগৎই ভক্ত বিধমঙ্গল জোর করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—

“হন্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাং কৃষ্ণ কিমদ্রুতম্।

হৃদয়াং যদি নির্ধাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥”

ভক্তি ভিন্ন ভক্ত ভিন্ন এমন জোরের কথা আর কে বলিতে সাহসী হয় ? ভক্ত ভিন্ন—ভক্তি ভিন্ন এমন দৃঢ়-বন্ধনেই বা কে আর ভগবানকে বাধিতে পারে ? আমরা এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই মন্ত্রের সষোধ্য—ভক্তিরূপিণী দেবীকে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি অশেষ শক্তিশালিনী—ভগবদ্বশীকরণসামর্থ্যধারিণী—মন্ত্রের লক্ষ্য সেই তত্ত্ব প্রকটিত করা। এদিকে আবার বশ্ ধাতুর কাস্তি অর্থ গ্রহণ করিলেও সেই একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমান শক্তিসম্পন্ন এমন কি অধিক শক্তিশালী না হইলে, কেহ কাহারও বশীভূত হয় না বা কেহ কাহাকেও বশীভূত করিতে পারে না। ভগবানকে বশীভূত করিতে হইলে সমপ্রভাব-

বিশিষ্ট বশীকরণ সামগ্রীর আবশ্যক । আমাদের মতে, ‘উর্ললী’ পদ সেই পরমশক্তিসম্পন্ন ভক্তিরই জ্যোতনা করিতেছে ।

একাদশ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বীরং’ পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত মতানৈক্য ঘটিয়াছে । আমরা ‘বীরং’ পদের ‘বীরপুত্র’ অর্থ গ্রহণ করি না । পূর্বেই, বেদ-ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে ঐ পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি । তত্তৎস্থলে ঐ পদে ‘সংকর্ষসাধনসামর্থ্য’ ভাবই সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি । এখানেও সেই অর্থই সমীচীন দেখিতেছি । ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া তদ্বারা যে মানুষ সংকর্ষসাধনে সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই । ‘আমার সেই অবস্থা হউক, আমি ভগবদ্ভক্তির সহিত সংকর্ষসাধনসামর্থ্য লাভ করি’,—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা । ফলতঃ, আমার কর্ষ জ্ঞানস্বিত এবং ভক্তিপথাবলম্বী হউক, প্রার্থী সেই কামনাই করিতেছেন । ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত ।

একাদশ মন্ত্রে ভাষ্যকার প্রথমে যজমানকে এবং পরে সোমক্রয়ণিকে সম্বোধন করিয়াছেন । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে যজমান ! তোমার সহিত যেন গমন করি । অথবা হে সোমক্রয়ণি ! তোমার অনুগ্রহে আমি যেন পতিব সহিত গমন করিতে পারি । ঋষ্টী—ঋতীপুরুষ মিথুন ক্রমে পশু ও মনুষ্যদিগের শরীর নির্যাতা । সেই ঋষ্টীর অনুগ্রহে, হে সোমক্রয়ণি । তোমার সদৃশ বীর পুত্র যেন লাভ করিতে সমর্থ হই ।’ পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের জায় এ মন্ত্রেরও সম্বোধন—ভক্তিরূপিনি দেবী । ভক্তির সহিত সম্বন্ধ অবিচলিত হউক, অর্থাৎ যেন অবিচলিতা অনন্তা-ভক্তি-লাভে সমর্থ হই এবং সেই ভক্তিই যেন আমাদের সংকর্ষ-সাধনের সহায়ভূত হয়,—মন্ত্রে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি । ভাষ্যে ঋষ্টীর যে পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মী বলিয়া বুঝিতে পারি । সেই জ্ঞান হইতে ‘ঋষ্টীমতী’ পদের ‘শোভনকর্ম্মশক্তিসম্পন্ন’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । ভক্তি যে শক্তির আধারভূতা, ‘রেতঃ দধানা’ বিশেষণপদে তাহা বোধগম্য হয় । বিবরণ-গ্রন্থের মতে যজমান-পত্নী এই মন্ত্র উচ্চারণে সোমক্রয়ণিকে অভিমন্ত্রিত করিবেন । লৌকিক বাগবজ্ঞের প্রয়োগ বশতঃ ভাষ্যের এই উক্তি অসম্ভব নয় । কিন্তু আধ্যাত্মিক-যজ্ঞে এতদুক্তির যে সার্থকতা, তাহা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ফলতঃ, ভক্তি-সহযুত কর্ষই মানুষের একমাত্র সহায় । ভক্তি অবিচলিতা হউক, ভক্তির মধ্যে যে পরমার্থ ধন বিद्यমান রহিয়াছে, সেই ধন যেন আমরা প্রাপ্ত হই, আর ভক্তি-দেবীর সহিত যেন আমরা চিরসম্বন্ধযুত থাকি, এই ভাব—অনুবাকের উপসংহারে শেষ (দ্বাদশ) মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে । (১ অষ্টক—২ প্রাণঠক—৫ অনুবাক) ॥

যষ্ঠঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রাণঠকঃ । যষ্ঠোহনুবাকঃ ।)

(১) অ৳শুনা তে অ৳শুঃ পৃচ্যতাং পরুমা পরুগন্ধস্তে

কামবভু মদায় রসো অচ্যুতোহমাত্যোহসি শুক্রস্তে গ্রাহঃ ।

(২) অতি ত্যং দেবꣳ সৱিতারমূণ্যোঃ কৱিক্রতুমর্চামি

সত্যসবসꣳ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্ ।

(৩) উধ্বা যম্ভামতিৰ্ভা অদিত্যতং সৱীমনি হিরণ্যপাণিরিমীত

অক্রতুঃ কৃপা ত্ববঃ । (৪) প্রজাভ্যস্ত্রা ।

(৫) প্রাণায় ত্বা বানায় ত্বা ।

(৬) প্রজাস্ত্বমনু প্রাণিহি প্রজাস্ত্বমনু প্রাণন্ত ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) অꣳন্তনা । তে । অꣳন্তঃ । পৃচ্যতাম্ । পরশা । প । গন্ধঃ । তে । কামম্ ।

অবতু । মদায় । রসঃ । অচ্যুতঃ । অমাত্যঃ । অসি । শুক্রঃ । তে । গ্রহঃ ।

(২) অতীতি । ত্যম্ । দেবম্ । সৱিতারম্ । উণ্যোঃ । কৱিক্রতুমিতি কবি—ক্রতুম্ ।

অর্চামি । সত্যসবসমিতি সত্য—সবসম্ । রত্নধামিতি রত্ন—ধাম্ ।

অতীতি । প্রিয়ম্ । মতিম্ ।

(৩) উপর্বা। যন্ত। অমতিঃ। ভাঃ। অদিহ্যতং। সৰ্বীমনি। হিরণ্যপাণিরিতি

হিরণ্য—পাণিঃ। অমিহীত। স্কৃকতুরিতি স্কৃ—কৃতুঃ। কৃপা। স্ববঃ।

(৪) প্রজাত্য ইতি প্র—জাত্যঃ। জা।

(৫) প্রাণায়ৈতি প্র—অনায়। জা। ব্যানায়ৈতি বি—অনায়। জা।

(৬) প্রজা ইতি প্র—জাঃ। স্বম্। অহু। প্রেতি। অনিহি। প্রজা ইতি

প্র—জাঃ। স্বাম্। অহু। প্রেতি। অনস্থ ॥ ৬ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! ‘অংশুঃ’ (মম স্বপ্নাবয়বঃ) ‘তে’ (তব্) ‘অংশুনা’ (স্বপ্নাবয়বেন সহ ইত্যর্থঃ) ‘পূচ্যতাং’ (সংসৃজ্যতাং, বিলীয়তাং ইতি ভাবঃ); অপিচ ‘পকঃ’ (মম স্থলাবয়বঃ) ‘পকষা’ (তব স্থলাংশেন সহ ইতি যাবৎ) সংমিলয়তাং, মিলিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ। ‘তে’ (তব, স্বদীয়ঃ) ‘গন্ধঃ’ (কবণা ইতি ভাবঃ) ‘কামং’ (অভীষ্টং) ‘অবতু’ (রক্ষতু, পূরয়তু ইতি ভাবঃ)। কৃপয়া স্বং অশ্বাকং অভীষ্টং পূরয় ইতি ভাবঃ। ‘রসঃ’ (স্নেহানুরাগঃ, যদা—ভবতাং অংশভূতঃ শুদ্ধস্বঃ) ‘মদায়’ (অশ্বাকং পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) ‘অচূতঃ’ (বিনাশ-বহিতঃ, ক্ষয়রহিতঃ বা) ভবতু ইতি শেষঃ। হে দেব! স্বং ‘অমাত্যঃ’ (সর্কেষাং সগিভূতঃ ভবসি, অপিচ স্বং বিশেষ্যঃ জড়াজড়েবু নিত্যবিচ্ছিন্নানঃ ভবসি ইতি ভাবঃ)। অতঃ ‘গ্রহঃ’ (ভবতাং সম্বন্ধি প্রকৃষ্টজ্ঞানঃ ইতি ভাবঃ) ‘শুক্ৰঃ’ (শুদ্ধস্বেনে অধিগম্যঃ লব্ধঃ বা)। জ্ঞানং হি সৰ্ব্বমূলং। জ্ঞানং বিনা ভগবৎস্বরূপং ন জাতব্যং। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ ভগবতঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ। অত্র আয়ুনি আয়ুসম্মিলনায় আকাজ্জা বর্ধতে। ভগবতা সহ সম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ ভবতু অপিচ তেন সহ মিলনে পুনরাবৃত্তিঃ ন সম্ভবতু ইতি প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ।

২। ‘উণোঃ’ (ঋত্বাপৃথিব্যোরভ্যন্তরে বর্তমানং, যদা—বিশ্বব্যাপকং) ‘কবিক্রতুং’ (সং-কর্ষণঃ ক্রমবেত্তারং, অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্নং ইতি ভাবঃ) ‘সত্যসবং’ (সত্যস্বরূপং, যদা—অর্চনা-কারিণঃ সৎপথি পরিচালকং) ‘রদ্ধধাং’ (সংকর্ষণঃ সুললিতরূপং রদ্ধধারিণং, যদা—মৌলিকরূপং

শ্রেষ্ঠরত্নধারকং পোষকং বা) ‘অভিপ্রিয়ং’ (সৰ্ব্বতঃ সৰ্কেষাং বা গ্ৰীতিবিষয়ং, যদ্বা—সৰ্কেণু
 গ্ৰীতিসম্পন্নং, বিশেষাং সৰ্কেষাং গ্ৰীতিস্থানীয়ং ইতি ভাবঃ) ‘মতিং’ (মননযোগ্যং, যদ্বা—
 অৰ্চনাকারিণে স্মৃতিবিধায়কং ইত্যর্থঃ) ‘কবিং’ (ক্রান্তদর্শিনং, সৰ্ব্বদৃষ্টারং ইতি ভাবঃ) ‘তাং’
 (প্রসিদ্ধং) ‘সবিতারং’ (জ্ঞানপ্ৰেরকং দেবং—স্বপ্রকাশং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) ‘অভি’ (অভিভঃ,
 সৰ্ব্বতঃ—কায়েন মনসা বাচা ইতি ভাবঃ) ‘অৰ্চামি’ (পূজয়ামি—হৃদি ধারয়ামি ইতি যাবৎ) ।
 মন্ত্ৰোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ ।

৩। ‘যন্ত’ (সবিতুর্দেবন্ত, জ্ঞানদেবন্ত ইত্যর্থঃ) ‘অমতিঃ’ (অপরিমেয়া, সৰ্ব্বপ্রকাশ-
 নীলা) ‘ভাঃ’ (দীপ্তি—জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) ‘সবীমনি’ (নিখিলসংকল্পবিধায়িত্বং, যদ্বা—
 নিখিলসম্ভাবজননার্থং) ‘উধ্বা’ (গগনাভিমুখিনী, সাধকানাং হৃদয়ভিমুখিনী বা সতী)
 ‘অদিত্যতং’ (সৰ্ব্বাণি বহুনি দীপয়ন্তি, যদ্বা—ইহজগতি সম্ভাবাদীনী প্রেরয়ন্তে) ; ‘হিরণ্য-
 পাণি’ (জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—হিরণ্যবৎজ্ঞানধনপ্রদানেন মূৰ্ত্তহন্তঃ ইত্যর্থঃ) ‘স্বকৃতুঃ’ (শোভন-
 কৃতুবৃত্ত, সংকল্পাধারঃ) ‘স্ববঃ’ (সবিতৃদেবঃ) ‘কৃপা’ (কল্লনয়া) ‘অমিশ্রীত’ (অপ্ৰমেয়ঃ—
 কল্লনয়া অপি যন্ত পারং ন জানন্তি লোকাঃ, লোকানাং হিতসাধনায় অসীমশক্তিসম্পন্নঃ ইতি
 ভাবঃ) ভবতীতি শেষঃ । মন্ত্ৰোহয়ং ভগবতঃ গুণমাহাশ্রয়প্রকাশকঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ ।

৪। হে দেব ! ‘প্রজাভ্যঃ’ (নিখিলজনানাং শ্রেয়ঃসাধনায়, বিশ্বহিতায় ইতি ভাবঃ)
 ‘ত্বা’ (ত্বাং) অৰ্চয়ামি ইতি শেষঃ ।

৫। (ক) হে দেব ! ‘প্রাণায়’ (প্রাণবায়ুসংরক্ষণায়, সংকল্পশীলজীবনায় ইতি ভাবঃ)
 ‘ত্বা’ (ত্বাং) অৰ্চয়ামি ইতি শেষঃ ।

(খ) হে দেব ! ‘বানায়’ (ব্যানবায়ুসংরক্ষণায়, শারীরবলসংরক্ষণায়—কৰ্ম্মশক্তিলভায়
 চ ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) অৰ্চয়ামি ইতি শেষঃ ।

৬। (ক) হে দেব ! ‘স্বং’ ‘প্রজাঃ’ (বিশ্ববাসিনঃ জনান্, নিখিলবিশ্বং ইত্যর্থঃ)
 ‘অনুপ্রাণিহি’ (শুদ্ধসম্বদানেন জীবয়তু) । অয়ং মন্ত্ৰাংশঃ প্রার্থনামূলকঃ । প্রাণিণাং হৃদি
 অধিষ্ঠিত্বং সঃ ভগবান্ জ্ঞানকিরণেন লোকান্ শুদ্ধসম্বদমদিত্বান্ সম্মার্গগামিনঃ কুরু ; অপিচ
 তেষাং মৃত্যুরূপং অজ্ঞানাবরণং অপসারয়তু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ততে ।

(খ) হে দেব ! ‘প্রজাঃ’ (সৰ্ব্বাঃ লোকাঃ, বিশ্ববাসিনঃ সৰ্কে জনাঃ ইতি ভাবঃ)
 ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘অনুপ্রাণন্ত’ (জীবয়ন্ত, হৃদি উদ্দীপয়ন্ত ইতি যাবৎ) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং
 মন্ত্ৰাংশঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! এবং কুরু যেন বিশ্বনিবাসিনঃ সৰ্কে জনাঃ ত্বাং
 হৃদি ধারয়িতুং উদ্বুদ্ধাঃ ভবন্তি । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অনুবাক) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে দেব ! আমার সূক্ষ্মবয়ব আপনার সূক্ষ্মবয়বের সহিত
 মিলিত হইয়া বিলীন হইয়া যাউক । অপিচ, আমার সূক্ষ্মবয়ব আপনার
 সূক্ষ্ম অংশের সহিত সম্মিলিত হউক । আপনার করুণা আমাদিগের

অভীষ্ট পূরণ করুন। (অর্থাৎ আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন)। আপনার স্নেহানুরাগ অথবা আপনার অংশভূত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরমানন্দদানের নিমিত্ত বিনাশরহিত ও ক্ষয়রহিত হউক। হে দেব ! আপনি সকলের সখিভূত হয়েন অর্থাৎ বিশ্বের জড় অজড় সকল পদার্থে নিত্যবিগ্ৰহমান রহিয়াছেন। আপনার সম্বন্ধি প্রকৃষ্ট জ্ঞান একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই অধিগত হয়। (জ্ঞানই সকলেরই মূল। জ্ঞান ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবানের স্বরূপ বিজ্ঞাপক। মন্ত্রে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে—ভগবানের সহিত সম্বন্ধ আমাদের অবিচ্ছিন্ন হউক অপিচ তাঁহার সহিত সম্মিলন-সাধনে আমাদিগের পুনরারুতি অসম্ভব হউক)।

২। ছাবাপৃথিবীর অভ্যন্তরে সর্বত্র বর্তমান অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, মেধাবী অর্থাৎ সংকল্পের ক্রমবেত্তা অথবা অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যস্বরূপ অথবা অর্চনাকারিদিগকে সংপথে নয়নকর্তা, সংকল্পের ফল-রূপ রত্নধারণকারী অথবা মোক্ষফল-রূপ শ্রেষ্ঠরত্নের ধারক বা পোষক, সকলের প্রীতির সামগ্রী অথবা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন—নিখিল বিশ্বের প্রীতিস্থানীয়, মননযোগ্য অথবা অর্চনাকারীগণের হুমতিবিধায়ক, ত্রাস্তদর্শী (সর্বদর্শী) সেই প্রসিদ্ধ সবিতৃদেবকে (জ্ঞানপ্রেরক দেবতাকে) প্রকৃষ্টরূপে (কায়মন ও বাক্যের দ্বারা) অর্চনা করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (এই মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক)।

৩। যে সবিতৃদেবের (জ্ঞানদেবতার) অপরিমেয় অর্থাৎ সর্বপ্রকাশ-শীল দীপ্তি বা জ্ঞানকিরণ, নিখিলসম্ভাববিধানার্থ (নিখিলসম্ভাবজনন বা সং-কল্প সম্পাদনের নিমিত্ত) গগনাভিগুখী অর্থাৎ সাধকগণের উচ্চ হৃদয়াভিগুখী হইয়া, সকল বস্তুকে দীপ্তিশালী করে অর্থাৎ ইহজগতে সত্ত্বভাবাদি উৎপন্ন (প্রেরণ) করে ; জ্ঞানপ্রদ অর্থাৎ হিরণ্যসদৃশ জ্ঞানধনপ্রদানে মুক্তহস্ত, শোভনক্রতুসম্পন্ন অথবা সংকল্পের আধার, সেই সবিতৃদেব, লোকসমূহের হিতসাধনে অসীম শক্তিসম্পন্ন হয়েন, অর্থাৎ কল্লনায়ও তাঁহার শক্তির শেষ জানা যায় না। (এই মন্ত্রাংশে ভগবানের গুণ এবং তাঁহার স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে)।

৪। হে দেব! নিখিলজনগণের শ্রেয়ঃসাধন জন্ম অথবা সংকর্শ্ম-শীল জীবনের জন্ম অর্থাৎ হিতের নিমিত্ত আপনাকে অর্চনা অর্থাৎ পূজা করিতেছি।

৫। (ক) হে দেব! প্রাণবায়ুসংরক্ষণের অর্থাৎ সংকর্শ্মশীল জীবন লাভের নিমিত্ত আপনাকে অর্চনা (আরাধনা) করিতেছি।

(খ) হে দেব! ব্যানবায়ু-সংরক্ষণ জন্ম অর্থাৎ শারীরবলরক্ষায় কর্শ্মশক্তিলভের নিমিত্ত আপনাকে অর্চনা (আরাধনা) করিতেছি।

৬। (ক) হে দেব! বিশ্ববাসী সকলকে আপনি অনুপ্রাণিত করুন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বদানে জীবনদান করুন। (এই মন্ত্রাংশও প্রার্থনামূলক। প্রাণিগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্ জ্ঞানকিরণ দ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসম্মিত সন্মার্গগামী করুন, অপিচ তাহাদিগের মৃত্যুতুল্য অজ্ঞান-বরণ অপসারিত করুন—ইহাই প্রার্থনা।

(খ) হে দেব! সকল প্রজা (অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকলে) আপনাকে জীবিত অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক। (ভাব এই যে,—বিশ্বের সকলে যাহাতে আপনাকে হৃদয়ে ধারণে উদ্ধুদ্ধ হয়, আপনি তাহা করুন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

পঞ্চমেন্নুবাকে সোমক্রয়্যাঃ পদসংগ্রহো মার্গমধ্যেহভিহিতঃ। অথাংগতয়া সোমক্রয়্যা সোমঃ ক্রেতব্যঃ। স চ সোমক্রয় উন্মানপূর্ব্বক ইতি ষষ্ঠে সোমোন্মানমভিধীয়তে।

১। “অংগুনা তে অংগুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুর্গন্ধস্তে কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোহ-মাতোহসি শুক্রস্তে গ্রহঃ”।—বৌধায়নঃ—“হিরণ্যবতা পাণিনা রাজানমভিমুশতি অংগুনা তে অংগুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুর্গন্ধস্তে কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোহমাতোহসি শুক্রস্তে গ্রহ ইতি” ইতি। অপস্তম্বঃ—“অংগুনা তে অংগুঃ পৃচ্যতামিতি যজমানো রাজানমভিমুশ্যতে” ইতি।

অংগুঃ স্কন্ধোহবয়বঃ। পরুঃ পর্ব্বঃ। হে সোম তর্গৈকেনাংগুনাহতোহংগুঃ সংযুজ্যতাং, কোহপ্যাং-শুর্ক্যাদ্যুদ্যপঘাতেন মা বিযুজ্যাতাম্। তথা পুরুষা পুরুঃ সংযুজ্যতাং, কশ্যাপি পরুষো ভাগো মা ভুং। স্বদীয়ো গন্ধো যজমানস্ত কামং পালয়তু, স্বদীয়ো রসো মদায় দেবানাং হর্ষায় বিনাশ-রহিতো ভবতু। ত্বমমাতোহসি যজমানেন দেবতাভিচ্চ সহ সর্ব্বদা তিষ্ঠসি। তব স্বীকারঃ শুক্রোহিরণ্যসাধ্যঃ ॥

এতং মন্ত্রং ব্যাচিধ্যাস্তুরাদৌ সোমবিক্রয়িণং প্রত্যক্ষবর্গ্যোঃ ঐপ্রথমমন্ত্রসুংপাদয়তি—“ব্রহ্মবাদিনো বর্ধন্তি বিচিত্র্যঃ সোমাণম বিচিত্র্যা ৩ ইতি সোমো বা ওষধীনাং রাজা তস্মিন্জ্ঞাপন্নং প্রসিত-

মেবাস্ত তদ্যদ্বিচিহ্নয়াত্তথাহস্তাদ্গসিতং নিষথিদতি তাদৃগেব তত্তম বিচিহ্নয়াদ্যথাহক্ষ্মাপন্নং
 বিধাবতি তাদৃগেব তৎক্ষোধুকোহধ্বৰ্যুঃ শ্রাৎক্ষোধুকো যজমানঃ সোমবিক্রয়িনংসোম৬ শোধয়ে-
 ত্যেব ক্রয়াদ্যদীতরং যদীতরমুভয়েনৈব সোমবিক্রয়িণমর্পয়তি তস্মাৎ সোমবিক্রয়ী ক্ষোধুকঃ”
 (সং ০ ৬ প্রা ০ ১ অ ০ ২) ইতি । বিচয়ো নাম সোমস্ত তৃণাদেৱপনয়নং । তস্মিন্নোষধীনাং রাজি
 সোমে যত্নাদিকমাপন্নং পতিতং তত্তৃণাদিকমস্ত সোমস্ত গ্রসিতমেব গ্রাস এব ভবতি । তথা
 সতি যদি বিচিহ্নয়াত্তৃণাদিকমপনয়েত্তদানীং যথা লোকে গ্রসিতমন্নং নিষথিদতি মক্ষিকার্ছাপ-
 দ্ৰবেণ বমতি তত্তৃণাশ্চপনয়নং তাদৃক্ শ্রাৎ যদি ন বিচিহ্নয়াত্তদানীং যথা চক্ষুশি পতিতমিতস্ততো
 বিধাবনেন ব্যাথাং জনয়তি তদবিবেচনং তাদৃক্ শ্রাৎ । ততো দোষদ্বয়পরিহারায় সোমবিক্রয়ি-
 ন্ণিত্যাদিপ্রেষনম্বয়ং ক্রয়াৎ । তস্মিন্মুক্তে সতি যদীতরনিতরো বিচয়দোষঃ, যদীতরং স্ববিচয়দোষ-
 স্তেনোভয়েন দোষণে সোমবিক্রয়িণমেব যোজয়তি । তস্মাদসৌ ক্ষোধুকো ন রক্ষিতো ভবেৎ ॥
 অত্র সূত্রং—“উত্তরবেদিদেশে উপরবদেশে বা রোহিতং চন্দ্রাহনডুহং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমা-
 হন্তরীয দক্ষিণে চন্দ্রপক্ষে রাজানং নিবপত্যুত্তরস্মিন্মুপবিশতি সোমবিক্রয়াদ্যদ্যকুস্ত৬ রাজানং সোম-
 বিক্রয়ণমিতি সর্কতঃ পরিশ্রিত্যোত্তরং দ্বারং কৃয়া বিচিত্র্যঃ সোমা৩ ইত্যুক্তং সোমবিক্রয়িনংসোম৬
 শোধয়েত্যুক্তা পরাণ্ডাবর্ততে” ইতি ॥ যথোক্তং কৰ্ম্ম বিধত্তে—“অরুণো স্নাহরৌপবেশিঃ
 সোমক্রয়ণ এবাহং তৃতীয়সবনমব রুক্ষ ইতি পশুনাং চন্দ্রম্নিম্নীতে পশুনেবাব রুক্ষে পশবো হি
 তৃতীয়৬ সবনং” (সং ০ কা ০ ৬ প্রা ০ ১ অ ০ ২) ইতি । অরুণনামকঃ কশ্চিৎপবেশস্ত পুত্রঃ
 পশুচন্দ্রম্নি সোমং ম্নিম্নীতে । অত্রৈব হি তৃতীয়সবনং সম্পাদয়িষ্যামীতি তস্মাদিপ্রায়ঃ
 সবনীয়াস্তুবক্ষ্যাত্যয়োঃ পশ্বীতৃতীয়সবনে সন্তাবাৎ পশবস্তৃতীয়সবনং । অতঃ পশুচন্দ্রম্ণ তৎপ্রাপ্তেঃ
 সোমোন্মানং তত্র কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ চন্দ্রম্ণ উত্তরলোমান্তরণং বিধত্তে—“যং কাময়েতাপশুঃ
 স্তাদিত্যুক্ততস্তস্ত ম্নিম্নীতক্ৰং বা অপশবামপশুরেব ভবতি যং কাময়েত পশুমান্ংস্তাদিতি
 লোমতস্তস্ত ম্নিম্নীতৈ তত্রৈ পশুনা৬ রূপ৬ রূপেণৈবাত্মৈ পশুনব রুক্ষে পশুমানৈব ভবতি”
 (সং ০ কা ০ ৬ প্রা ০ ১ অ ০ ২) ইতি । স্নক্ষতো রুক্ষে পরুষে নির্লোমভাগে । লোমতঃ
 সলোমভাগে ॥ উদকুস্তম্নিধিং বিধত্তে—“অপামস্তে ক্রীণাতি সরসমেবৈনং ক্রীণাতি” (সং ০
 কা ০ ৬ প্রা ০ ১ অ ০ ২) ইতি ॥ মস্ত্রে ছর্কোদভাগং ব্যাচেষ্টে—“অমাত্যোহসীত্যাহামৈবৈনং
 কুরুতে শুক্রন্তে গ্রহ ইত্যাহ শুক্রো হস্ত গ্রহঃ” (সং ০ কা ০ ৬ প্রা ০ ১ অ ০ ২) ইতি ।
 অমৈব সঠৈব স্থিত ইত্যর্থঃ । সেমস্বাকারঃ শুক্রো হি স্তবর্ণসাধ্যো হীত্যর্থঃ ॥ শকটেন সহ
 সোমং প্রাপ্তুং গচ্ছেদिति বিধত্তে—“অনসাহচ্ছ যতি মহিমানমেবাস্তাচ্ছ যতি” (সং ০ কা ০ ৬
 প্রা ০ ১ অং ২) ইতি । শকটরূপেণ বহমানেন সোমস্ত মহিমা প্রকাশিতো ভবতি ॥ তমেব
 বিধিমনুস্ত প্রশংসতি—“অনসাহচ্ছ যতি তস্মাদনোবাহ৬ সমে জীবনং” (সং ০ কা ০ ৬ প্রা ০ ১
 অ ০ ২) ইতি । সমে প্রদেশে জীবনসাধনং ধাতুং শকটবাহুং তদ্বৎ সোমঃ ॥ বিষমে
 তু প্রদেশে শিরসা সোমবাহনং বিধত্তে—“যত্র থলু য় এত৬ শীর্ষা হরন্তি তস্মাচ্ছীর্ষহার্য্যং গিরৌ
 জীবনং” (সং ০ কা ০ ৬ প্রা ০ ১ অ ০ ২) ইতি । যত্র যদা পর্কতে সোমলতোৎপত্তিপ্রদেশে
 সোমং ক্রীণন্তি তদেতি শেষঃ । লোকেহপি তুর্গমে গিরৌ ধাতুং শিরসা বহন্তি । অত্র সূত্রং—
 “উক্ততুর্পূর্বকলকেনানসা পরিশ্রিতেন ছদিয়তা প্রাঞ্চঃ সোমমচ্ছ যান্তি শীর্ষা গিরৌ ক্রীতং

হরন্তি অপরেণোত্তরেণ বা রাজানং প্রাগীষমুদগীষং বা নক্ষয়ুগল্ শকটং চিবুকপ্রতিষ্ঠিতং” ইতি । তস্মিৎ শকটে পূৰ্ণস্থাপিতং মধ্যমফলকমুদৃত্য নূতনং ফলকং স্থাপনীয়ং । অথ বোদ্ধুম্নতং পূৰ্ণফলকরূপং মুখং যন্ত শকটস্ত তদ্বদুতপূৰ্ণফলকং । পরিশ্রয়ঃ শকটশ্চোপরিগৃহকুড্যবৎ পরিতো বেষ্টনং । ছদ্রপপরিতনমাচ্ছাদনং ॥

২-৩। “অভি ত্যং দেবল্ সবিতারমূণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি সত্যসবসল্ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিমূৰ্খা যন্তামতিভা অদিধ্যাতং সনীননি হিরণ্যপাণিবর্মিত স্ক্রতুঃ কৃপা স্ববঃ।”—
বোধায়নঃ—“অথেনমতিচ্ছন্দসর্গা মিমীতে একৈকয়োৎসর্গং মিমীতেহ্যাতয়ান্নিয়ান্নায়ৈবৈনং মিমীতে তস্মান্নানাবীৰ্যা অঙ্গুলয়ঃ সর্কাস্বদুষ্ঠমূপনিগৃহাতি অভি ত্যং দেবল্ সবিতারমূণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি সত্যসবসল্ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিমূৰ্খা যন্তামতিভা অদিধ্যাতং সনীননি হিরণ্য-
পাণিবর্মিত স্ক্রতুঃ কৃপা স্ববরিত পঞ্চক্কো যজুযা মিমীতে পঞ্চক্কতুযীং” ইতি । আপস্তম্বঃ—
“ক্ষৌমং বাসো দ্বিগুণং দ্বিগুণং বা প্রাক্ষাদ্যনুত্বদশং চর্মণ্যাস্থণাতুদশং বা তস্মিন্ হিরণ্য-
পাণিবর্মুঠেন কনিষ্ঠিকয়া চাঙ্গুল্যাৎশশ্ণু সংগৃহ্য ত্র্যক্ষতি ত্যং দেবং সবিতারমিত্যতিচ্ছন্দসর্গা
মিমীতে” ইতি । তং দেবমভ্যর্চ্চামি । তাদৃশং । উণোদ্যাবাপৃথিবী অপয়োহন্তয়োঃ সবিতারং
প্রেরকং, কবীনাং বেদার্থবিদাং ক্রতুধাগো যন্ত প্রেরকস্ত মোহয়ং কবিক্রতুঃ । অত এব সত্যঃ
ফলপর্ধ্যবসারী সবঃ প্রেরণং যন্তাসৌ সত্যসবাঃ । রত্ননি দবাভীতি রত্নধাঃ । আভিমুদোন
সর্কেধাং প্রিয়ঃ । মতিঃ সর্কেষ্মন্তব্যঃ । তাদৃশং দেবমর্চ্চামি । যন্ত সবিতুকর্ষলোকবর্ভিনী
দীপ্তিরমতিশ্রুতমশক্যা ছোতোতে প্রকাশতে । স্বর্গবর্তী স দেবঃ কৃপয়া নাং সমাগত্য হিরণ্যপাণিঃ
সোমং মিমীতাং ॥ এতস্তামৃচি বর্তমানং ছন্দঃ প্রশংসতি—“অভি ত্যং দেবল্ সবিতারমিত্য-
তিচ্ছন্দসর্গা মিমীতেহতিচ্ছন্দা বৈ সর্কাণি ছন্দাংসি সর্কেভিরেবৈনং ছন্দোভিশ্রিমীতে বয়ং বা এষা
ছন্দসাং যদতিচ্ছন্দা যদতিচ্ছন্দসর্গা মিমীতে বয়ৈবৈনল্ সমানানাং কৰোতি” (সং. কাণ্ড ৬
প্রা. ১ অ. ১) । ইতি । অক্ষরাণিকোম গায়ত্রাদানি ছন্দাংশুতিক্রম্য বর্তত ইত্যতিচ্ছন্দাঃ । বয়ং
শরীরং ॥ অঙ্গুলীষু প্রকারবিশেষং বিধন্তে—“একৈকয়োৎসর্গং মিমীতেহ্যাতয়ান্নিয়ান্নাতয়ান্নিয়ৈ-
বৈনং মিমীতে তস্মান্নানাবীৰ্যা অঙ্গুলয়ঃ” (সং. কাণ্ড ৬ প্রা. ১ অ. ১) ইতি । উৎসর্গমুৎ-
সৃজ্যোৎসৃজ্য কনিষ্ঠিকৈব প্রথমপর্ধ্যায়েহনামিকৈব দ্বিতীয়ে মধ্যনৈব তৃতীয়ে তর্জ্জন্তেব চতুর্থে ।
এবং সতি সন্ধুৎপ্রবৃত্তায় অঙ্গুল্যাঃ পুনঃ প্রবৃত্ত্যভাবাত্যাতয়ান্নয়ং গতরসস্বং ন ভবিষ্যতি । যন্তাৎ
পর্ধ্যায়ো প্রবৃত্তান্তস্মাৎ প্রত্যেকমঙ্গুঠেন সংযোক্তুং পৃথকসামর্থ্যেহপি তাঃ ॥ যদুষ্ঠ পর্ধ্যায়ো
মাতীত্যমুশং বিধন্তে—“সর্কাস্বদুষ্ঠমূপ নি গৃহাতি তস্মাৎ সমাবরীর্ঘ্যোহ্যাতয়ান্নিয়ান্নাতয়ান্নিয়ৈ-
বৈনং চরতি” (সং. কাণ্ড ৬ প্রা. ১ অ. ১) ইতি । কনিষ্ঠিকাদিষু সর্কাস্বদুষ্ঠলীষু
প্রত্যেকমঙ্গুঠং সংযোজয়েৎ । সমাবরীর্ঘ্যস্তল্যসামর্থ্যঃ । তস্মান্নোকব্যবহারেহপি প্রত্যেকং সর্কা
অঙ্গুলিরমুশংরতি ॥

বিপক্ষ বাধকপূর্বকং পূর্কোক্তং স্বপক্ষমুপসংহরতি—“বৎসহ সর্কাভিশ্রিমীতে সল্ ম্লিষ্টা
অঙ্গুলো জায়েরল্লেকৈকয়োৎসর্গং মিমীতে তস্মাদ্বিত্তা জায়ন্তে” (সং. কাণ্ড ৬ প্রা. ১ অ. ১)
ইতি ॥ সমস্তকামন্ত্রকরোঃ সোমোমান্নোরাবৃত্তিসংখ্যাং বিধন্তে—“পঞ্চ ক্কো যজুযা মিমীতে
পঞ্চাক্ষরা পঙক্তিঃ পাঙক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুদ্ধে পঞ্চ ক্কতুযীং দশ সংপঙক্তে দশাক্ষরা

বিরাদয়ং বিরাজৈবান্নাশ্চমব কন্ধে যদযজুবা মিমীতে ভূতমেবাব কন্ধে যন্তুম্বীং ভবিষ্যৎ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৯) ইতি। যদ্যপি অতিচ্ছন্দসর্চোভান্নানং পদার্থদপশ্চ লক্ষণস্ত সত্ত্বাচ্চাভিতামিত্যেবর্থেব তথাপি যুক্ত্যতে প্রযুক্ত্যত ইতি ব্যাপ্তিমভিপ্রেত্যা যজুর্বেদ্যুক্তং। অম্বুষ্ঠস্ত ক্রমেণ কনিষ্ঠকাদিভিঃ সহ চত্বারঃ পর্যায়ঃ। সমন্যকে প্রয়োগে কনিষ্ঠকাব্যতিরিক্তা কয়াচিং সহ পঞ্চমঃ পর্যায়ঃ। অম্বন্যকে তু কনিষ্ঠিক্যৈব সহ। তথা চ সূত্রং—“যয়া প্রথমং ন তয়া পঞ্চমং তরৈবোত্তমং” ইতি। বিরটিচ্ছন্দসোহগ্রপ্রদাদ্যদয়ঃ। সমন্যকামন্যকয়োঃ প্রয়োগয়োঃ পূর্বোত্তরভাবসাম্যেন ভূতভবিষ্যদ্ব্যপ্রাপ্তিঃ।

৪। “প্রজাভ্যস্তা। ৫। প্রাণায় স্বা ন্যানায় স্বা। ৬। প্রজাস্বমহু প্রাণিহি প্রজাস্বামহু প্রাণস্তা” কল্পঃ—“অথাতিশিষ্টং বাজানং প্রজাভ্যস্ত্যুপসমুহতি সমুচ্চিভ্য বসনস্তাস্তান্ প্রদক্ষিণমুম্বীয়েণোপনহতি প্রাণায় দ্বৈতি বানার দ্বৈত্যাত্মশ্রুতি অথোপরিষ্ঠাদম্বুলাবকাশং শিষ্টা যজমাননীক্ষতি প্রজাভ্যস্তা প্রাণায় স্বা ন্যানায় স্বা প্রজাস্বমহু প্রাণিহি প্রজাস্বামহু প্রাণস্থিতি” ইতি। হে সোমশেষপ্রার্থং স্বাং সমুদ্যমি প্রার্থং স্বামুপনহামি বানার্থং স্বাং বিশ্রংসয়ামি। প্রাণতীঃ প্রজা অহু স্বং প্রাণিহি। প্রাণস্তং স্বামন প্রজাঃ প্রাণস্তা। অবশেষেণ বাধং ক্রবন্ যথোক্তং সমুহনাদিকং বিপদে —“বদৈ তান্যেন যোঃ তাদাবস্তং নিমীতে যজমানস্যেব স্যানাপি সদস্যানং প্রজাভ্যস্ত্যুপ সমুহতি সদস্যানোবাভিজতি নান্যোপ নহতি সর্কদেবতাং বৈ বাসঃ সর্কভিরেবনং দেবতাভিঃ সহজ্জগতি পশবো বৈ সোঃ প্রাণায় দ্বৈতুপনহতি প্রাণমেব পশুযু দধতি বানার দ্বৈত্যাত্ম শ্রুতি ন্যানমেব পশুযু দধতি তস্মাৎ স্বপস্তং প্রাণা ন জহতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৯) ইতি।

দশক্লেশোঃস্তুভির্শ্রিত্যংসোমস্যানানিক্যে যতোতগ্নিন্ নবদ্যাবস্থিতামপি সোনো ন স্যাম্নায়েণ সমুহনে তু যজমানমহু সদস্যান্ যোঃ প্রাপরতি। যাম্যানয়োঃ পশুযু স্থাপিস্থতাং স্বাপেহপি নান্তি প্রাপপারিত্যঃ ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ অংস্ত সোঃ ময়্যেতাভি ত্যং ক্রেতুং মিমীতে তং। প্রজা সমহু তচ্চেষং প্রাণায়েরেব বংসতে ॥ বা বিশ্রস্ত প্রজেক্ষেত যগ্নস্তা ইহ ববিতাঃ ॥ ১ ॥” ইতি যগ্নিরম্বুত্বে সন্ধি চার্ণোবাচববাভাবান্না বিশেষেণ কিক্বিদপি মীমাংসতে। সান্নাভিচারাস্ত পূন্দ্রোক্তা যথান্যোগ্যমদ্যেয়াঃ। ছন্দস্ত প্রত্যবেবাতিচ্ছন্দসর্চতি স্পষ্টমুদাহৃতং ॥ (১ অষ্টক—২ প্রাণঠক—৬ অম্বাক) ॥

ইতি ক্রীৎসায়ণাচার্যবিরচিতো মাদবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়

সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রাণঠকে ষষ্ঠোহম্বাকঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মন্ত্ৰার্থ-তালোচনা ।

*

ষষ্ঠ অম্ববাকের মন্ত্ৰ-সমূহ সোমক্রয়-বিষয়ক। সোম পরিমাণ কালে বেক্রপ প্রক্রিয়াদি অবলম্বিত হয়, মন্ত্ৰে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে ‘অংস্ত’ প্রভৃতি প্রথম মন্ত্ৰে সোমকে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে ‘অভি ত্যং’ প্রভৃতি মন্ত্ৰে সেই সোমের ওজন পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া, ‘প্রজাভ্যঃ’ প্রভৃতি মন্ত্ৰে অবশিষ্টগুলি পরিত্যাগানন্তর ‘প্রাণায়’ প্রভৃতি

মন্ত্রে সেই গুলিকে উষ্ণীশে বাধিতে হইবে। ‘ব্যানায় ত্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে বন্ধ-সোমগুলিকে খুলিয়া ‘প্রজাঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সোম নিরীক্ষণ করিতে হইবে। যষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্রসমূহের এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিদর্শন করিয়াছেন।

প্রথম মন্ত্র সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে। তদনুক্রমে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘তোমার এক অংশের সহিত অপর তংশের সংযোগ-সাধন কর। তোমার কোনও অংশই যেন বায়ু প্রভৃতির অভিঘাতে বিযুক্ত না হয়। তোমার এক পর্ব্বের সহিত অল্প পর্ব্ব সংযুক্ত হউক। তোমার গন্ধ যজ্ঞমানের কামকে পালন করুক, দেবগণের হর্ষের নিমিত্ত তোমার রস বিনাশরহিত হউক। হে সোম! তুমি অমাত্য অর্থাৎ তুমি যজ্ঞমান এবং দেব-গণের সহিত সর্কদা বর্তমান আছ। তোমার স্বীকার হিরণ্যসাধ্য অর্থাৎ হিরণ্য বা স্বর্ণের দ্বারাই সোম ক্রয় করিতে পারা যায়।’ বলা বাহুল্য, ভাষ্যকারের এই অর্থ কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুসারী। সেই ভাবেই তিনি এই সোম-ক্রয়-বিষয়ক মন্ত্রের অর্থ নিদর্শন করিয়াছেন। হিরণ্য দ্বারা সোম ক্রয়ের বিষয়, মন্ত্রের শেষ চরণের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা যে ভাবে যে দিক দিয়া মন্ত্রের অর্থ নিদর্শন করিছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। সেই বিষয় বুঝিবার পক্ষে আমাদের মন্থানুসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলি। এই মন্ত্রের প্রথম ভাগে আমরা ‘অংগুঃ’-সম্মিলনের ভাব প্রাপ্ত হই। ঐ অংশ সাধক কহিতেছেন,—‘‘হে ভগবন্! আমার স্থল-দেহ আপনার স্থল-দেহের সহিত মিলিয়া যাউক; আর আমার স্থল-দেহ আপনার স্থল-দেহের সহিত সম্মিলিত হউক।’ অর্থাৎ ‘অণু-পরমাণু-ক্রমে আমার স্থল-দেহ এবং স্থল-দেহ আপনার সহিত এক হইয়া যাউক। যেন কোনরূপ ভিন্ন ভাব বর্তমান না থাকে।’ ‘অংগুঃ’ এবং ‘পরুঃ’—মন্ত্রের অন্তর্গত এই দুইটা পদ হইতে আমরা পূর্ব্বোক্ত ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। ‘অংগুঃ’ পদের ভাষ্যানুসারে অর্থ হইয়াছে,—‘স্থল-দেহবৎ’; আর ‘পরুঃ’ পদের অর্থ হইয়াছে—‘পর্ব্ব’। ভাষ্যের অনুসরণে আমরা ‘অংগুঃ’ বলিতে সেই স্থল—স্থলতম অংশই গ্রহণ করি। স্থল অংশ বলিতে স্থল দেহ—আত্মাকেই বুঝায়। সেই আত্মা পরমাত্মায়—ভগবানে বিলীন হউক,—‘অংগুনা তে অংগুঃ’ মন্ত্রাংশে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। আব ‘পরুঃ’ শব্দের ‘পর্ব্ব’ অর্থে আমরা স্থল-শরীর—এই পাঞ্চ-ভৌতিক দেহকেই লক্ষ্য করি। ‘পরুঃ’ পদের ‘পর্ব্ব’ অর্থে দেহের সন্ধি বুঝায়। তাহা হইতেই ঐ ‘পরুঃ’ পদে স্থল-শরীর অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচের সমবায়ে এই বিশ্বের সৃষ্ট-সামগ্রীর উৎপত্তি। শাস্ত্রে উহা পঞ্চমহাভূত নামে অভিহিত। ঐ পঞ্চমহাভূতের আবার পাঁচটা তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এখানে ‘পরুশা পরুঃ’ বলিতে আমার স্থল দেহের উপাদান যে পঞ্চমহাভূত, ভূত-সমষ্টির আধার আপনাতে সম্মিলিত হউক; আর সেই পঞ্চমহাভূতের যে ধর্ম্ম—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, তাহাও আমার পাঞ্চভৌতিক স্থল-দেহের সঙ্গে সঙ্গে আপনাতে বিলীন হইয়া যাউক। ফলতঃ, আমার বাহ্য কিছু, সে সকলেরই অস্তিত্ব আপনাতে লয় প্রাপ্ত হউক। রস পদার্থ অর্থাৎ আমার বাহ্য শ্রেষ্ঠ সার সামগ্রী প্রাণ-স্বরূপ, তাহা আপনাতে লীন হউক, আমার বাহ্য গন্ধ-সামগ্রী প্রাণ-স্বরূপ, তাহাও আপনাতে বিলীন হইয়া যাউক।’

মন্ত্রে ‘গন্ধঃ’ এবং ‘রসঃ’ বিশেষিত করা হইয়াছে। ক্ষিতি অপ্ তেজঃ প্রভৃতি যেমন বীজ স্বরূপ, শব্দ স্পর্শ প্রভৃতিও সেইরূপ। ‘রস’ আদিভূত। গন্ধও আদিভূত—বীজ-স্বরূপ এবং ভগবানের অংশীভূত। তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—“যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং বীজং তদহমৰ্জ্জুন। ন তদন্তি বিনা যৎ স্তান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥” ফলতঃ, বাহা সার সামগ্রী, বাহা আদিভূত বীজস্বরূপ, ময়ে প্রার্থনাকারী আপনায় অভীষ্ট-পূরণের নিমিত্ত ভগবানের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কহিতেছেন,—আপনার ‘গন্ধ’ অর্থাৎ গন্ধ-তন্মাত্র আমার অভীষ্ট পূরণ করুক এবং আপনায় রস-তন্মাত্র আমাকে পরমানন্দ প্রদান করুক। রস—সার সামগ্রী; গন্ধও সার সামগ্রী। উভয়ই বীজ-স্বরূপ। তাই ‘গন্ধঃ’ পদে ভগবানের করুণাধারা এবং ‘রসঃ’ পদে শুদ্ধসত্ত্ব অধ্যাহৃত হইয়াছে। তাঁহার গন্ধ ও রস, আমার মোক্ষদায়ক হউক—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। ‘অমাত্যঃ’ বলিতে যিনি সৰ্বদা নিকটে বর্তমান থাকেন, সাধারণতঃ এই অর্থই উপলব্ধি হয়। আমরাও প্রকারান্তরে সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে আমাদের পরিগৃহীত অর্থে লৌকিক ভাবের অতীত এক অলৌকিক ভাবের সমাবেশ আছে। যিনি সখিভূত মিত্রভূত, আমরা তাঁহাকেই ‘অমাত্য’ বলি। অথবা যিনি জড় অজড়—চেতন অচেতন—সকলেরই মধ্যে নিত্য-বিद्यমান, ‘অমাত্যঃ’ পদে আমরা তাঁহাকেই বুঝিয়া থাকি। সে ‘অমাত্যঃ’ পদ ভগবানকেই লক্ষ্য করে। তিনিই এই বিশ্বের সৰ্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিद्यমান। ‘অমাত্যোহসি’ বলিতে ভগবানের সখ্য-কামনার ভাব মনে আসে। তিনি যখন স্বাবরজঙ্গম-চরাচর বিশ্বের সকলেবই ‘অমাত্যঃ’ বা মিত্রভূত; তখন, তিনি আমাদেরই বা মিত্রভূত কেন না হইবেন? আমরাও তো এই বিশ্বের বহির্ভূত নহি! তাই এই অংশে ভগবানের সখিস্ব কামনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ‘রসঃ’ যে নিত্যসামগ্রী—ক্ষয়রহিত, মন্ত্রের অন্তর্গত ‘অচ্যুতঃ’ বিশেষণ পদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত। জ্ঞান-দৃষ্টি ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানই এবং শুদ্ধসত্ত্ব-সমমিত জ্ঞানই ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভের একমাত্র অবলম্বন। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে সেই শুদ্ধসত্ত্ব এবং দিব্যদৃষ্টি লাভের প্রার্থনা বিद्यমান আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ‘শুক্লঃ’ পদে ভাষ্যমতে ‘হিরণ্য’ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা, পূর্বাগের ভাবসঙ্গতি রক্ষায় ঐ পদের ‘শুদ্ধসত্ত্ব’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। কারণ, শুদ্ধসত্ত্বই ভগবদ্বিষয়ক প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-লাভের একমাত্র সোপান। হিরণ্যের দ্বারা সোম-ক্রয়ে ভগবৎসম্মিলনকামীর কোনও উপকার সাধিত হয় না। তিনি সম্ভবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান-লাভেই ব্যাকুল হইয়া থাকেন।

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—এই অনুবাকের দ্বিতীয় প্রভৃতি কয়েকটি মন্ত্র সাবিত্র্যোষ্টিতে সোমোপনহনে প্রযুক্ত হয়। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা কয়েকটি মন্ত্রকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সেই বিভাগসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ এবং তাঁহার গুণ-বিশেষণ প্রকটিত দেখিতে পাই। অবশিষ্ট তিনটি বিভাগ ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত এবং প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যকারের মতে, এষ্ট অনুবাকের মন্ত্র-কয়টি সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত।

ভাষ্যকার এই অনুবাকের দ্বিতীয় হইতে মন্ত্র-পাঁচটির যে অর্থ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে, ভাষ্যকার সবিতৃদেবের (স্বর্গ বা কোন্ দেবতা ঠিক বুঝা যায় না) গুণমহিমার বিষয় উল্লেখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মন্ত্র এই,—‘সেই সবিতাদেবতাকে সর্বতঃ পূজা করি। কিরূপ দেবতা?—না, তিনি, ‘উণ্যোঃ’ অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের অন্তরে বর্তমান। আবাপৃথিবী রূপ হস্তের দ্বারা সবিতাদেবতার প্রেরক। তিনি ‘কবিক্রতুঃ’ অর্থাৎ মেধাবীকর্মা অর্থাৎ বেদার্থবিদগণের যাগের প্রেরক; অতএব তিনি ‘সত্যসবৎ’ অর্থাৎ অবিতথপ্রেরণ; তিনি ‘রদ্ধধাৎ’ অর্থাৎ রত্নের ধারক পোষক এবং প্রদাতা; তিনি ‘অভিপ্রিয়’ অর্থাৎ সর্বত্র প্রীতির বিষয়; তিনি ‘মতিং’ অর্থাৎ মননযোগ্য; তিনি ‘কবিং’ অর্থাৎ ক্রান্তদর্শন।’ তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন,—‘অপিচ, যে সবিতৃদেবের দীপ্তি ‘অমতি’ অর্থাৎ কেহই পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা গগনপ্রদেশে সকল বস্তুকে দীপ্তিমান করিয়া প্রকাশ করে। সবিতৃদেবের দীপ্তি আত্মপ্রকাশনয়ী। কি জ্ঞান সে দীপ্তি দীপ্তিমান হয়? না—কর্মসমূহের অনুজ্ঞান নিমিত্ত। ‘অমিনীত’ অর্থাৎ সোম সেই সবিতৃদেবের পরিমাণ নিশ্চয় করেন। সবিতৃদেব কিরূপ—তিনি ‘হিরণ্যপাণিঃ’ অর্থাৎ সুবর্ণ-ভরণযুক্ত হস্তবিশিষ্ট ও সাধু-সম্বলযুক্ত। স্বর্গবর্তী সেই দেবতা রূপাপূর্বক আগমন করিয়া হিরণ্যের দ্বারা সোমের পরিমাণ নির্ধারণ করেন।’ বাহা হউক, পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে আমরা ভগবানের স্বরূপ পরিব্যক্তির বিষয় উপলব্ধি করিয়াছি। সুতরাং ভাষ্যকারের অর্থ হইতে পদ-সমূহের অর্থ কোনও কোনও স্থলে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মন্ত্যাম্বুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহার সমীচীনতা যথাস্থানেই প্রদর্শন করিব।

অনুবাকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যমতে এই মন্ত্র-কয়টি সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। শেষভাগ গ্রহণ করিয়া, চতুর্থ মন্ত্রে সোমকে উক্ষীষের দ্বারা বন্দন করিবার বিধি আছে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে এই যে,—‘হে সোম! প্রজাগণের উপকাবের জন্ত তোমাকে বন্দন করি।’ অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। চতুর্থ মন্ত্রে উক্ষীষের মধ্যে যে সোমদেবতাকে বন্দন করা হইল, তাহার শ্বাসরোধ না হয়, এই জন্ত পূর্বোক্ত বিবর করিবার প্রয়োজন,—সূত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের যে অর্থ হয়, যথাক্রমে তাহা এই,—‘হে সোম! প্রার্থার্থ তোমাকে গ্রহণ করি, প্রার্থার্থ তোমাকে ক্ষরিত করি। হে সোম! প্রজাগণ তোমার শ্বাস করুক; অর্থাৎ, তোমাকে অনুসরণ করিয়া প্রজা-সকল শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া তোমাকে জীবিত রাখুক; এবং তুমি শ্বাসকারী প্রজাকে অনুসরণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত কর। তোমার এবং প্রজাদিগের কখনও শ্বাসরোধ না হয়,—এইরূপ ভাবে পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া জীবিত থাক।’ এই জন্তই ভাষ্যমতে হস্তদ্বয়ের দ্বারা বিবর করিবার উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমরা শেষোক্ত মন্ত্র-তিনটির অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছি। এই তিনটি মন্ত্রের ভাষ্যকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত

হইতে পারি না। দেবতাকে বা দেবতাবকে উষ্ণীষে কি প্রকারে আবদ্ধ করা যায়, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তার পর, অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া, উষ্ণীষাবদ্ধ দেবতার খাঁস-প্রখাঁস-ক্রিয়ার সহায়তা কিরূপে হইতে পারে, তাহাও আমাদের বোধগম্য হইল না। মনন দ্বারা এতদ্বিষয় সম্ভবপর হইলেও, সাধারণ-বুদ্ধিতে এ ভাব ধারণা করা বড়ই কঠিন। সুত্রোক্ত প্রয়োগ-বিধির তাৎপর্য-বিষয়ে আমরা কোনও সম্ভব্য প্রকাশ করিতেছি না। তবে ভাষ্যের পরিগৃহীত পথার অনুসরণে, পূর্বাঙ্গের ভাবসঙ্গতি রক্ষায়, ভাষ্যের মর্ম্মের অনুসরণ করা সুকঠিন। কেন-না, দেবতা বা দেবতাব যিনি বা যাহা, তাহা বা তিনি হৃদয়ের সামগ্রী। হৃদয়ে ভিন্ন, অন্যত্র তাহাকে আবদ্ধ করার রাখা যায় না। তত্ত্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনন্দন তাই দৃঢ়চিত্তে বলিয়াছিলেন,—‘হৃদয়াং যদি নির্যাসি পৌকষং গণয়ামি তে।’ আমরাও এস্থলে সেই ভাট উপলব্ধি করি। আমরা যেন কবি, দেবতাকে—শুদ্ধসদ্ব্যবহার দেবভাবসমূহকে—হৃদয় মধ্যে বন্ধন করিয়া সাধক কহিতেছেন,—‘হে দেব! প্রজাগণের উপকারের জন্ত তোমাকে অঙ্গনা করি, অর্থাৎ হৃদয়-মধ্যে নিবদ্ধ করিতেছি।’ হৃদয়ের সামগ্রী তিনি; হৃদয়ে উপযুক্ত স্থান। তাই হৃদয়ে আবদ্ধ করিবার বিষয়ট মস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এখানে ভাষ্যকার ‘ব্রাহ্মি’ ক্রিয়াপদ অপ্যাহার করিয়াছেন। উষ্ণীষ শিরঃপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়া শ্রেষ্ঠপদবাচী। ভাষ্যে তাহা এখানে উষ্ণীষেব প্রদত্ত আছে। দেবতার আসন হৃদয় বা মুক্তিদেশ। আমরা তাই মস্ত্রে নিবদ্ধ করার ভাবই গ্রহণ করিয়াছি।

দেবতাকে কিরূপে হৃদয়ে নিবদ্ধ করা বাইতে পারে, পঞ্চম মস্ত্রে তাহারই ব্যঞ্জনা আছে। যে পক্ষে যোগ দ্বারা বায়ু নিরোধই প্রধান সহায়। এখানে সেই যোগের বিষয়ই কথিত হইয়াছে। এন যোগ বলিতে কি বুঝি এবং মস্ত্রের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। “যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ।” চিন্তবৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ। বায়ু-নিরোধই চিন্তাশ্রমের প্রধান উপায়। মস্ত্রের ‘প্রাণায় ঙ্গা’ অংশের তাই প্রথম উপদেশ—প্রাণ-বায়ুর সংবম-সাধন। জীবনী শক্তি যাহাতে অপচয়িত না হয়, এ মস্ত্রের তাহাষ্ট লক্ষ্য। কত দিক হইতে কত প্রকারে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে—জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে! প্রাণবায়ু সংরক্ষণ পক্ষে সংবম অবলম্বন—সেই ক্ষয়নিবারণের উপায়। যোগতন্ত্রে অভিজ্ঞতা জন্মিলে এ সকল বিষয় আপনি অবিগত হইয়া আসে। ব্যানবায়ু সংরক্ষণের বা সংবত করিবার উদ্দেশ্য—শারীরিক শক্তির অপচয় নিবারণ। কত প্রকারের দৈহিক চাক্ষুশ্য—ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা—নিত্য নিত্য মানুষের সেই সকল শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে! সে অপচয় নিবারণ না করিলে মানুষ কয় দিন বাঁচবে? আমরা মনে করি, মস্ত্রে সেই বায়ু-নিরোধ-সাধনের বিষয়েই উপদেশ আছে।

ষষ্ঠ মস্ত্রে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই মস্ত্রের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি নাই। আমাদের মতে এই মস্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ—‘নিখিল প্রাণিগণ আপনাকে হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক।’ তবে ভাষ্যকার এই মস্ত্রের যে অর্থ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে একটা ভাব পাওয়া যায়। আমরা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই মস্ত্রের পূর্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। প্রাণিগণ আপনাকে জীবিত করুক—ইহার মর্ম্ম কি? সাংসারিক জীব দেবতাকে জীবিত রাখিবে—সাধারণ-দৃষ্টিতে এ উক্তি নিশ্চয়ই

প্রহেলিকাপূর্ণ। কিন্তু একটু অভিনবশ-সহকারে বিচার করিলে, এ বাক্যের মধ্যেও যে এক সত্যতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ‘প্রাণিগণ দেবতাকে জীবিত রাখুক’—ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—‘তাহারা সত্ত্বসম্বিত সৎকর্মপরায়ণ ও দেবতার প্রতি ভক্তিসম্বিত হউক।’ দেবতা বা দেবভাব—সৎকর্মে অবস্থিত। সৎকর্মসাধনে ভক্তি-সহযুত সৎকর্মে, দেবভাবের পরিপুষ্টি এবং তাহাতেই দেবতার অবস্থিতি। মানুষ যদি সৎকর্মশীল না হয়, মানুষ যদি দেবভাব-সঙ্কেতে পরাশ্রুত থাকে, মানুষ যদি চিরদিন অজ্ঞানতামসে নিমগ্ন থাকিয়া বিপথে পরিচালিত হয় ; তাহা হইলে সেখানে দেবতা বা দেবভাব জীবিত থাকে কি ? সৎকর্মসাধনে অনুপ্রাণিত না হইলে, মানুষের সৎকর্মসাধন-প্রবৃত্তির অথবা সত্ত্ব-ব-পোষণ-শক্তির ক্ষুণ্ণি হয় না। সে যে তিনিই সেই তিনিই ডুবিয়া থাকে। তাই মন্ত্রে দেবতাকে জানান হইতেছে,—‘হে দেব ! আপনি এমনই করুন, বাহাতে বিশ্ববাসী সকলেই আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্বোধিত হয়। তাহা হইলেই আপনি তাহাদের হৃদয়ে চিরজীবিত থাকিবেন। তাহারা যদি সে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তবেই তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে।’ ষষ্ঠ মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

ঐ ষষ্ঠ মন্ত্রেরই প্রথম অংশে এই ভাব এবং একটু পরিষ্কৃত হইয়াছে। যেমন বলা হইল, প্রজাগণ আপনাকে জীবিত রাখুক ;’ এই অংশে তেমন জানান হইল,—‘সে তো আপনারই অনুগ্রহ ! আপনি তাহাদিগকে জীবিত করিলে তো তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে।’ তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—‘আপনি নিখিল প্রাণিগণকে জীবিত রাখুন।’ কিরূপে ? শুদ্ধস্বদানে—তাহাদের হৃদয়ে সত্ত্ব-সঞ্চারে। তাহারা তো মরিয়াই আছে ! অজ্ঞানাবরণ তো তাহাদিগকে মৃতবৎ করিয়াই রাখিয়াছে ! স্তবরাং তাহারা যদি জীবন লাভ না করিল ; তাহা হইলে আপনাকে তাহারা কিরূপে জীবিত করিবে ? অচেতনে যে চেতনার লেশ মাত্র নাই ! সে আবার অস্ত্রের চৈতন্ত-সম্পাদন করিবে কি প্রকারে ? তুমি যদি দয়া করিয়া অজ্ঞানাবরণ অপসারিত না কর, তাহারা তোমায় হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না ! তাহা হইলে, তাহারও যেমন জীবিত থাকিয়াও মৃত, তাহাদিগের মধ্যে তোমার অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। তাই প্রার্থনা,—‘জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে, শুদ্ধস্ব-প্রভাবে, নিখিল প্রাণিগণ সংপথে গমন করুক ; তাহাদের অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার অপসারিত হউক। তাহা হইলে, তাহারা নিজেরাও যেমন জীবিত হইবে, তোমাকেও সেইরূপ সজীবিত করিতে পারিবে।’ ষষ্ঠ মন্ত্রের অংশদ্বয়ে এইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। একের জীবনে অস্ত্রের জীবনলাভ, একের মৃত্যুতে অপরের মৃত্যু—ইহার তাৎপর্য্য—সত্ত্বাবাহরণে শুদ্ধস্বসঙ্কেতই ভগবৎপ্রাপ্তি, আর অসম্মার্গগমনে নিরয়রূপে নিমগ্ন হওয়াই মৃত্যু। এই বিষয়ই এস্থলে প্রখ্যাপিত।

অনুবাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। তবে দুই এক স্থলে দুই একটা শব্দের ব্যাখ্যায় ও ভাব-গ্রহণে কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। আমরা যে পন্থার অনুসরণে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তৎসহ সামঞ্জস্য রক্ষা-কল্পেই সেই মত-বিরোধের সূচনা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাবও

অধিকতর পরিষ্কৃত হইয়াছে। কি কি বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই, এবং সে মত-পার্থক্যে কি উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইতেছে, পরবর্তী আলোচনার আমরা যথাক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র এক দিকে যেমন ভগবানের স্বরূপ ও গুণ প্রকাশক, অত্রদিকে তেমনি আয়্যোদ্যোধক ও সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রদ্বয়ে ভগবানের এক একটা গুণ-বিশেষণের সহিত সাধকের হৃদয়ে এক এক প্রকার আয়্যোদ্যোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সাধনা-ক্ষেত্রে তিনি যেন ভগবানের গুণাংশ প্রাপ্ত হন—এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি।

ভগবান্ বিশেষণ-বিরহিত, তিনি নিগুণ, তিনি গুণাতীত। তাঁহাতে পরম্পরবিরোধী নানা গুণ-বিশেষণের আরোপ নানা স্থানে দেখিতে পাই। মনে সংশয় হয়,—এ সকলের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি,—এ সকল গুণ-বিশেষণেরও তাৎপর্য আছে। তাঁহার সন্নিকর্ষে পৌছিতে হইবে, তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে, তদ্বৎ গুণান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌছিতে পারিবে! যদি গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌছিবে কি প্রকারে? যদি কৰ্ম্মই না করিলে, কৰ্ম্মাতীতে উপনীত হইবে—কিসের সাহায্যে? তাঁহার কৰ্ম্ম দেখিয়া কৰ্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণ-বিশেষণ দেখিয়া গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিবে! তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—“বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিন্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। নামনুস্মরতশ্চিন্তং মন্যেব প্রবিলীয়তে॥” অর্থাৎ,—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যস্বতী অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ অল্প আর কিছুই নহে; তাহার উদ্দেশ্য,—তাঁহার সেই রূপ-গুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্বৎ গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রমধ্যে ভগবানের বিবিধ বিশেষণে প্রায়ই রূপহীনে রূপের ও গুণহীনে গুণের আরোপ দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে কয়েকটা বিশেষণের সমাবেশ আছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি,—অরূপে রূপের, গুণাতীতে নিগুণে গুণের আরোপ, সে কেবল—তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্বৎ গুণান্বিত হইবার জন্ম। উদ্দেশ্য,—সেই রূপ ভাবিতে ভাবিতে, সেই গুণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে, জগদ্বাসী যদি তাঁহার অনুস্মরণ করিতে পারে। তন্নিম্ন, অরূপ যিনি—বিশ্বরূপ যিনি, তাঁহাতে কি কোনও রূপ-গুণ-উপাধির সমাবেশ চলিতে পারে?—না, সম্ভব হয়?

মন্ত্রে ভগবানকে ‘অভিপ্রিয়’ অর্থাৎ সকলের প্রীতির সামগ্রী, নিখিল বিশ্বের প্রীতি-স্থানীয় বা সকলের প্রীতি প্রীতিসম্পন্ন, বলা হইয়াছে। ভগবান্ যে সকলেরই প্রীতির সামগ্রী—তিনি যে সকলেরই প্রীতি প্রীতিসম্পন্ন, তদ্বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইতে হয় না। তবে, প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বিশেষণ-বিরহিতের এরূপ বিশেষণের সার্থকতা কি? সে সার্থকতা এই যে,—যে গুণে তিনি সকলের প্রিয়, তুমিও সেই গুণে গুণান্বিত হইয়া বিশ্ববাসীর প্রীতির সামগ্রী

হও,—তুমিও তাঁহার জায় বিশ্ব-প্রেমিক হইয়া, সকলের প্রীতি আকর্ষণ কর এবং সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হও। এইরূপ হইতে পারিলেই, তুমিও তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তিনি স্বয়ংই তোমার প্রত্যেক কৃপাপরবশ হইবেন। এইরূপ, মন্ত্রের প্রত্যেক বিশেষণেরই সার্থকতা আছে।

তৃতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত ‘হিরণ্যপাণিঃ’ বিশেষণটি দৃষ্টি করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—‘হিরণ্যং পাণৌ যন্ত সৌবর্ণাভরণযুক্তো হস্তঃ’ অর্থাৎ বাঁহার হস্তে সুবর্ণের আভরণ বা অলঙ্কার বিদ্যমান। ‘হিরণ্যপাণিঃ’ পদের এ অর্থে ভগবানের কি গুণ-মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, আমরা পূর্বাপর ভাব-সঙ্গতি-রক্ষায় ঐ পদে ‘জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—‘হিরণ্যং জ্ঞানধনপ্রদানায় মুক্তহস্তঃ’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। উহাতে ভাব হয় এই যে,—তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ ধনদানে মুক্তহস্ত, তিনি যেমন দাতৃত্বশক্তি সম্পন্ন, তুমিও সেইরূপ হও। ‘নাস্তি দানং পরো ধর্মঃ’—দানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম কিছুই নাই। স্তত্রাং দানধর্মোচ্চরণে উদ্বুদ্ধ হও। দাতার শিরোমণি তিনি, শ্রেষ্ঠধনদাতা তিনি; তোমার সে দানধর্মোচ্চরণে নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, বিনি যে গুণে গুণবান, তিনি সেই গুণেরই আদর করেন। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞানবিদের আদর, বোদ্ধার নিকট বোদ্ধ-পুরুষের আদর, ধার্মিকের নিকট ধর্মপরায়ণের আদর—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝা যায়,—আমরা আমাদের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপ-গুণ-বিশেষণে বিভূষিত করিব, আমাদেরই সেইরূপ রূপ-গুণ-বিশেষণ-প্রাপ্তিব পক্ষে চেষ্টা করা কর্তব্য। কেন-না, তিনি যাহা, তিনি তাহারই আদর করেন। নচেৎ, সবিভা-দেবতা কি আর সুবর্ণ-বিতরণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন? তাঁহার বিতরণীয় সুবর্ণ—কি ঐ ধাতব সুবর্ণ? কখনই নহে! সে সুবর্ণ—জ্ঞানরূপ সুবর্ণ। মূল্যবান সুবর্ণ ধাতু লাভ করিলে, মানুষ আনন্দিত হয়। অমূল্য জ্ঞান-রত্ন লাভ করিলে, তাহার সে আনন্দের অবধি থাকে না। ভগবানকে মানুষভাবে দেখিতে গেলে, তিনি মানুষভাবে প্রকটিত হইয়া তোমার প্রার্থিত সুবর্ণাদি-ধন দান করেন। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেবরূপে দর্শনে সমর্থ হইবে, তখন তিনি জ্ঞান-রূপ অমূল্য রত্ন লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে জ্ঞানরূপ হিরণ্যেরই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের আর দুইটি বিশেষণ-পদ আছে—‘কবিক্রতুঃ’ ও ‘সূক্রতুঃ’। উভয়ই একই ভাব প্রকাশ করে। ঐ দুই পদে ভগবানের শৌভন-কর্ম-সামর্থ্যের বিষয় প্রকাশ করিতেছে; অপিচ, তাঁহার প্রজ্ঞানস্বরূপত্বের বিষয়ও প্রখ্যাপিত হইতেছে। ভাষ্যকারের সহিত ঐ দুই পদের অর্থবিষয়ে আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। জ্ঞান ভিন্ন কোনও কর্ম বা অকর্ত্তন সংপথে নিয়োজিত হয় না। অজ্ঞান যে, সে সদস্যবিচারশূন্য হইয়া প্রায়ই বিপথে পরিচালিত হয়; স্তত্রাং প্রতি পদেই তাহার পদ-খলন হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন কর্ম সংপথে পরিচালিত হয় না—সৎকর্ম-সাধনে প্রবৃত্তিও জন্মে না। তাই পূর্বোক্ত পদব্যয়ের সার্থকতা। ভগবান প্রজ্ঞান-স্বরূপ—সৎকর্ম-মণ্ডিত। স্তত্রাং বৃষিতে হইবে, প্রধানকার বিশেষণের উপদেশ এই যে, তুমিও জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৎকর্মের অকর্ত্তন

কর। জ্ঞানমিশ্রিত সংকর্ষেই ভগবান্ পরিতুষ্ট। তাই উপদেশ—তিনি যেমন প্রজ্ঞানস্বরূপ, সেইরূপ প্রজ্ঞানসম্পন্ন হও; তিনি যেমন সংকর্ষ-মণ্ডিত, তুমিও তেমনই সংকর্ষপর হও। হও—জ্ঞানবান্, হও—সংকর্ষসাধক; সংকর্ষ কর—জ্ঞান-কিরণ, সম্পন্ন কর—সংকর্ষ। তাহা হইলে প্রজ্ঞানরূপী সংকর্ষমণ্ডিত ভগবানের ককণা-কণা-লাভে সমর্থ হইবে;—তাহাতে তোমার গতিমুক্তির পথ স্বগম হইয়া আসিবে। আমাদের মনে হয়, ষষ্ঠ অম্বুবাকের মন্তব্য-সমূহে এই উচ্চ ভাবই প্রকটিত রহিয়াছে। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অম্বুবাক)।

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । সপ্তমোঃ অম্বুবাকঃ ।)

(১) সোমং তে ক্রীণাম্যজ্জ্বন্তং পয়স্বন্তং বীৰ্য্যাবন্তমভিমাতিষাহ ॥

(২) শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং

চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যন্তে গোঃ ।

(৩) অশ্নে চন্দ্রাণি ।

(৪) তপসন্তনূরদি প্রজাপতের্বর্ণস্তৃণান্তে সহস্রপোষং

পুষ্যন্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণামি ।

(৫) অশ্নে তে বন্ধুর্ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়ন্তাম্ । (৬) অশ্নে জ্যোতিঃ ।

(৭) সোমবিক্রয়িণি তমো ।

(৮) মি-ত্রো ন এ-হি স্মি-ত্রধা ই-ন্দ্র-স্মো-রুমা বি-শ

দ-ক্ষিণ-মুশ-ম্মু-শ-স্ত্ৰ- স্মো-নঃ স্মো-ন- ।

(৯) স্মা-ন ভ্রা-জা-জ্মা-রে ব-স্ত্রা-রে হ-স্ত স্ম-হ-স্ত কৃ-শা-ন-বে-তে

বঃ সো-ম-ক্র-য়-ণা-স্তা-ন- কৃ-ধ্বং মা বো দ-ভ-ন্ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) সো-ম-ম্ । তে । ক্রী-ণা-মি । উ-র্জ-স্ব-স্ত-ম্ । প-য়-স্ব-স্ত-ম্ । বী-র্ঘ্য-ব-স্ত-মি-তি

বী-র্ঘ্য-ব-স্ত-ম্ । অ-ভি-মা-তি-বাহ-মি-ত্য-ভি-মা-তি-সাহ-ম্ ।

(২) শু-ক্র-ম্ । তে । শু-ক্রে-ণ । ক্রী-ণা-মি । চ-ন্দ্র-ম্ । চ-ক্রে-ণ ।

অ-মৃত-ম্ । অ-মৃ-তে-ন । স-ম্যৎ । তে । গোঃ ।

(৩) অ-শ্নে ই-তি । চ-ন্দ্রা-ণি ।

(৪) ত-প-সঃ । ত-নুঃ । অ-সি । প্র-জা-প-তে-রি-তি প্র-জা-প-তেঃ । ব-ণঃ । ত-স্তাঃ । তে ।

স-হ-স্র-পো-ষ-মি-তি স-হ-স্র-পো-ষ-ম্ । পু-ষ্য-স্তা-য়াঃ । চ-র-মে-ণ । প-শু-না । ক্রী-ণা-মি ।

(৫) অশ্নে ইতি । তে । বন্ধঃ । ময়ি । তে । রায়ঃ । শ্রয়ন্তাম্ ।

(৬) অশ্নে ইতি । জ্যোতিঃ । (৭) সোমবিক্রয়িণীতি সোম—বিক্রয়িণি । তমঃ ।

(৮) মিত্রঃ । নঃ । এতি । ইহি । স্বমিত্রা ইতি স্বমিত্র—ধাঃ । ইন্দ্রস্ত ।

উরুম্ । এতি । বিশ । দক্ষিণম্ । উশন্ । উশন্তম্ । স্তোনঃ । স্তোনম্ ।

(৯) স্বান । দ্বিজ । অজ্ঞারে । বভ্রারে । হস্ত । সুহস্তেতি সু—হস্ত ।

কুশানবিতি কুশ—অনো । এতে । বঃ । সোমক্রয়ণা ইতি সোম—ক্রয়ণাঃ ।

তান্ । রক্ষধ্বম্ । মা । বঃ । দভন্ ॥

* * *

মর্শাস্থসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। (ক) হে মম মনঃ (আত্মসম্বোধন) ! ‘তে’ (তব কল্যাণায়) ‘উর্জ্জ্বন্তং’ (বলপ্রাপ্ত-প্রদং) ‘পয়স্বন্তং’ (জ্ঞানদায়কং, অমৃতপ্রদং ইতি ভাবঃ) ‘বীৰ্যবন্তং’ (কর্মশক্তিদায়কং) ‘অভিমাতিবাহং’ (পাপরূপস্ত বৈরিণঃ হস্তারং, অন্তঃশক্রনাশকং ইতি ভাবঃ) ‘সোমং’ (শুদ্ধ-সত্ত্বং) ‘ক্ৰীণামি’ (ক্ৰীতং করোমি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ) ।

(খ) হে মম মনঃ ! ‘তে’ (তব কল্যাণায়) ‘শুক্রে’ (তেজঃস্বরূপং জ্যোতির্ময়ং সং-স্বরূপং বা শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) ‘শুক্রেণ’ (তেজসা, জ্ঞানেন, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বেন সত্যেন বা) ‘ক্ৰীণামি’ (হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ) । ‘চন্দ্রং’ (আহ্লাদকং, পরমানন্দদায়কং, কমনীয়ং বা শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) ‘চন্দ্রেণ’ (কমনীয়েন শুদ্ধসত্ত্বেন, যদ্বা—পরমানন্দদায়কেন ভক্তিপ্রবাহেণ ইতি ভাবঃ) ক্ৰীণামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ । তথা, ‘অমৃতং’ (অক্ষরং, ক্ষয়রহিতং শুদ্ধসত্ত্বং) ‘অমৃতেন’ (ক্ষয়রহিতেন সংকর্মপ্রভাবেন ভক্তিপ্রভাবেন চ ইতি ভাবঃ) ক্ৰীণামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ । সঙ্গলমূলকং আদ্যোদ্যোথকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ । অক্ষরমব্যয়ং তং ভগবন্তং জ্ঞানভক্তিবিশিষ্টেণ শুদ্ধসত্ত্বেন সংকর্মণা চ প্রাপ্তব্যং । অতঃ তদমুগ্রহলাভায় শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ং সংকর্মানুষ্ঠানঞ্চ কর্তব্যং ইতি ভাবঃ ।

(গ) হে শুদ্ধস্বরূপ দেব ! ‘তে’ (তব সম্বন্ধি) ‘গোঃ’ (গৌ, যৎ জ্ঞানং) তৎ ‘সম্যৎ’ (উপাসকে, প্রার্থনাকারিণে নয়ি ইতি ভাবঃ তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ) । অয়ং ভাবঃ—হে দেব ! ত্বং হি প্রজ্ঞানাদারঃ । রূপয়া তব অনন্তজ্ঞানস্ত কণামাত্রমপি অস্মান্ প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ ।

২। হে শুদ্ধস্বরূপ দেব ! ‘অস্মে’ (অস্মাসু) ‘চন্দ্রাণি, (পরমানন্দদায়কানি শুদ্ধ-সদ্ধাদীনি) তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ—হে দেব ! ত্বং হি সদ্ভাবাদারঃ ; যে সদ্ভাবাঃ ত্বয়ি বর্তন্তে তেষাং কিঞ্চিদপি অস্মান্ প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ ।

৩। (ক) হে শুদ্ধস্ব ! ত্বং ‘তপসঃ’ (সংকর্মণঃ, যদ্বা—সংকর্মণপরায়ণস্ত জনস্ত ইত্যর্থঃ) । ‘তনুঃ’ (আধাররূপঃ শরীরঃ, যদ্বা—শরীরবৎ অঙ্গী প্রধানস্থানীয়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) । অয়ং ভাবঃ—তপসা সংকর্মণপ্রভাবেণ চ শুদ্ধস্বঃ প্রজায়তে ।

(খ) অপিচ, হে শুদ্ধস্ব ! ত্বং প্রজাপতে: (ভগবতঃ) ‘বর্ণঃ’ (আধাররূপঃ, অঙ্গীভূতঃ) ভবসি ইতি শেষঃ । শুদ্ধস্বেন সহ ভগবান চিরাবস্থিতঃ ইতি ভাবঃ ।

(গ) ‘তত্ভা’ (তথাবিধস্ত) ‘তে’ (তব প্রসাদাৎ ইতি ভাবঃ) ‘সহস্রপোষং’ (সর্বেষাং পালনকার্যোঃ) ‘পুষ্যন্ত্যঃ’ (পুষ্টঃ সন্) ‘চরমেন’ (উত্তমেন, শ্রেষ্ঠেন) ‘পশুনা’ (দর্শনেন, জ্ঞানেন ইতি ভাবঃ) ‘ক্ৰীণামি’ (ত্বাং অধিকরোমি ইত্যর্থঃ) অহমিতি শেষঃ । শ্রেষ্ঠজ্ঞান-প্রভাবেন শুদ্ধস্বঃ অধিগন্তব্যং । তেন যথা বিশ্ববাসিনাং পুষ্টিঃ সাধিতঃ ভবতি তদহং করবাণি ইত্যেবং সঙ্গঃ । জনহিতসাধনং নম জীবনব্রতং ভবতু—ইতি ভাবঃ ।

অথবা,

হে শুদ্ধস্ব ! যতঃ ত্বাং ‘চরমেন’ (শ্রেষ্ঠেন, উত্তমেন) ‘পশুনা’ (দর্শনেন, জ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) ‘ক্ৰীণামি’ (অধিকরোমি) ; অতঃ ‘তত্ভাঃ’ (তথাবিধস্ত) ‘তে’ (তব প্রসাদাৎ) ‘সহস্র-পোষং’ (সর্বেষাং পালনকার্যোঃ) ‘পুষ্যন্ত্যঃ’ (পুষ্টঃ ভূয়াসং—অহমিতি শেষঃ) ।

(ঘ) হে শুদ্ধস্ব ! ‘তে’ (তব) ‘বন্ধুঃ’ (মিত্রস্বরূপঃ ভগবান্) ‘অস্মে’ (অস্মাসু) ক্রীড়া-পরঃ ভবতু । ত্বয়া সহ অস্মাকং হৃদি বিরাজমানঃ ভবতু ইতি ভাবঃ ।

(ঙ) তথা সতি হে শুদ্ধস্ব ! ‘তে’ (তব-সম্বন্ধি) ‘রায়ঃ’ (পরমার্থরূপাণি ধনানি) ‘মে’ (মহ্যং) ‘শ্রয়স্তাং’ (প্রযচ্ছস্তাং) । প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ । শুদ্ধস্বপ্রভাবেন বয়ং মোক্ষ-ধনং প্রাপ্নুয়াম ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ।

৪। শুদ্ধস্বরূপ হে দেব ! ত্বং ‘অস্মে’ (অস্মাসু) ‘জ্যোতিঃ’ (জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) বিচ্ছুরয় ইতি শেষঃ । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলক ।

৫। অপিচ, ‘সোমবিক্রিয়ণি’ (সদ্ভাবপ্রতিবন্ধকেষু শক্রেষু ইতি ভাবঃ) ‘তমঃ’ (অজ্ঞানা-দ্বকারং) বিস্তারয় ত্বমিতি শেষঃ । অন্ধকারেণ তান্ আবরয় বিনাশয় চ ইতি ভাবঃ ।

৬। (ক) হে শুদ্ধস্বরূপ ভগবন্ ! ত্বং ‘স্বমিত্রঃ’ (শোভনমিত্রঃ, শ্রেষ্ঠঃ স্নহঃ) ভবসি ইতি শেষঃ । ‘মিত্রো ন’ (মিত্রভূতঃ সহায়কঃ ইব) অথবা মিত্রঃ (মিত্রভূতঃ জ্ঞান-জ্যোতিরূপঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্ প্রতি, যদ্বা—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) ‘এহি’ (আগচ্ছ, অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মান্ দীপয় জ্ঞানজ্যোতিভিঃ ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ । যয়ি শুদ্ধস্বঃ অবিল্লিতঃ ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ততে ।

(খ) হে মম হ্রস্বিত শুদ্ধসত্ত্ব ! ‘উশন’ (ভগবন্তঃ কাময়মানঃ, বদ্ধা—ভগবতঃ প্রীতি-
হেতবঃ) ‘স্তোনঃ’ (সুখহেতুভূতঃ, পরমসুখনিদানঃ) স্বঃ ‘ইন্দ্রস্ত’ (ভগবতঃ—অঙ্গীভূতস্ত
ইতি ভাবঃ) ‘শস্তং’ (সুখস্বরূপং) ‘স্তোনং’ (পরমানন্দপ্রদং) ‘দক্ষিণং’ (বিশ্বস্ত্র আধাররূপং)
‘উরুং’ (অনন্তং সত্ত্বসমুদ্রং ইতি ভাবঃ) ‘আবিশ’ (প্রবিশ, আশ্রয়ং কুরু, সম্মিলিতঃ ভব
ইত্যর্থঃ) । আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । আত্মসম্মিলনায় প্রার্থিনঃ কামনা অত্র সংস্ফুটয়তে ।
ময়ি শুদ্ধসত্ত্বেন সহ ভগবতঃ সম্মিলনং ভবতু ইতোবং আকাজ্জা অগ্নিন্ মন্ত্রাংশে বর্ত্ততে ।

৭। ‘বান’ (হে নাদরূপ !) ‘ভাজ’ (হে দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ !) ‘অভ্বারে’ (হে
পাপহারক !) বস্তারে’ (হে বিশ্বপালক !) ‘হস্ত’ (হে সদানন্দরূপ !) ‘সুহস্ত’ (হে শোভন-
কর্ম্মকারিন্, সর্ব্বস্ত্র পোষক ধারক বা !) ‘রুশানো’ (হে সর্ব্বেষাং জীবনস্বরূপ !) হে সপ্ত-
দেবাঃ ! ‘বঃ’ (যুগং) ‘এত’ (পূরতঃ বর্ত্তনানাং, বদ্ধা—অগ্নিন্ হৃদি প্রতিষ্ঠিতাঃ) ‘সোম-
ক্র্যাণাঃ’ (শুদ্ধসত্ত্বং ধারয়িতুঃ উদ্বোধিতাঃ ইতি ভাবঃ) ‘তান্’ (সংকর্ম্মসাধনসামর্থ্যান্
সম্ভাবাদীন ইত্যর্থঃ) ‘রক্ষস্বঃ’ (পোষণস্তাং) অপিচ, ‘বঃ’ (যুগং) ‘না দভন্’ (না হিংসিষ্ঠ,
বদ্ধা—অগ্নান্ সংসম্বন্ধচ্যুতান্ না কুরুধ্বং, বদ্ধা—অগ্নান্ পরিত্যজ্য না গচ্ছধ্বং) ; অথবা ‘বঃ’
(যুগান্) ‘না দভন্’ (না হিংসিত—বৈরিণঃ ইতি ভাবঃ ; হে দেবাঃ ! এবং কুরুত যেন
অগ্ন্যকং রিপুশত্রবঃ যুগান্ হৃদয়াং অপসারয়িতুং ন শকুং বস্তি ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং
মন্ত্রঃ । হে দেবাঃ ! এবং বিদধ্বং যেন ময়ি সংকর্ম্মসামর্থ্যাঃ সম্ভবাদয়শ্চ অবিচলিতাঃ
তিষ্ঠন্তু । তেনাহং ভগবন্তং প্রাপ্নোমীতি ভাবঃ) । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৭ অম্লবাক) ।

বঙ্গানুবাদ ।

১। (ক) হে আমার মন (আত্মসম্বোধন) ! তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত
বলপ্রাপ্তপ্রদ, জ্ঞানদায়ক অর্থাৎ অমৃতপ্রদ, কর্ম্মশক্তিদায়ক এবং পাপরূপ
অন্তঃশত্রুর হস্তারক শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি ।

(খ) হে আমার মন ! তোমার কল্যাণের নিমিত্ত তেজঃস্বরূপ
জ্যোতির্ম্ময় অথবা সংস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে তেজের বা জ্ঞানের সাহায্যে অথবা
শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি ; পরমানন্দদায়ক বা কমনীয় শুদ্ধ-
সত্ত্বকে কমনীয় শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক ভক্তি-প্রবাহের দ্বারা
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি ; অপিচ, অক্ষর ক্ষয়রহিত শুদ্ধসত্ত্বকে ক্ষয়রহিত
সংকর্ম্মপ্রভাবে বা ভক্তিপ্রভাবে ক্রয় করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি ।
(মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনাসূচক । তাব এই যে,—অক্ষর
অব্যয় সেই ভগবানকে জ্ঞানভক্তিবিশিষ্ট শুদ্ধসত্ত্বের বা সংকর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত
হওয়া যায় । অতএব সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে
হইলে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয় এবং সংকর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত কর্তব্য) ।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব ! আপনার সম্বন্ধি যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আমাতে অবস্থিত হউক । (ভাব এই যে,—হে দেব ! আপনি প্রজ্ঞানাদার । কৃপাপূর্বক আপনার অনন্ত প্রজ্ঞানের কণামাত্রও আমাদিগকে প্রদান করুন) ।

২। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে দেব ! (আপনার সম্বন্ধি) পরমানন্দদায়ক সন্তাবসমূহ আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউক । (ভাব এই যে—হে দেব ! আপনি সন্তাবের আধার ! আপনাতে যে সকল সন্তাব বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের কিঞ্চিৎ আমাদিগকে প্রদান করুন) ।

৩। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি সৎকর্মের অথবা সৎকর্মপরায়ণ জনের আধাররূপ অথবা শরীরবৎ অঙ্গী অর্থাৎ প্রধানস্থানীয় হয়েন । (ভাব এই যে—তৎপ্রভাবে সৎকর্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়) !

(খ) অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি ভগবানের আধার স্বরূপ অথবা শরীরবৎ অঙ্গীভূত হয়েন । ভাব এই যে—ভগবান শুদ্ধসত্ত্বে চির অবস্থিত) ।

(গ) তথাবিধ আপনার প্রসাদে সংসারের লোকসকলের পালন কার্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকপালক হইয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা যেন আপনাকে অধিগত করিতে পারি । (ভাব এই যে,—শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত হয় । তদ্বারা বাহাতে বিশ্ববাসিগণের পরিপুষ্টি সাধিত হয়, আমি তাহাই করিব ; অর্থাৎ জনহিতসাধন যেন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত মধ্যে গণ্য হয়) ।

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি বহু আয়াসে অধিগত হয়েন ; আপনার সাহায্যে আমি সংসারের লোকসকলের পালন-কার্যে যেন পরিপুষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকপালক হইতে পারি ।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনার মিত্রস্বরূপ সেই ভগবান আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়াপন্ন হউন ; অর্থাৎ,—আপনার সহিত আমাদিগের মধ্যে আসিয়া বিরাজমান রহুন ।

(ঙ) তাহা হইলে, হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনার সম্বন্ধি অর্থাৎ আপনাতে যে পরমার্থরূপ ধন আছে, তাহা আমাকে প্রদান করুন । মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক । শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমরা যেন মোক্ষধন প্রাপ্ত হই) ।

৬। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্ ! আপনি আমাদের মধ্যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করুন ।

৭। অপিচ, সন্তাবপ্রতিবন্ধক শত্রুগণের মধ্যে অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার করুন ; অর্থাৎ অন্ধকারে আবৃত করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করুন ।

৮। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্ ! আপনি হুমিত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্তূহৎ হয়েন । মিত্রভূত সহায়ক-রূপে আপনি আগমন করুন ; অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ রূপে আপনি আগমন করুন ; অথবা জ্ঞানজ্যোতীরূপে আপনি আমাদের প্রতি অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা আমাদের হৃদয় আলোকিত করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । প্রার্থনা—আমাতে শুদ্ধসত্ত্ব অবিকলিত হউক) ।

(খ) হে হুমিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! ভগবানের কামনাপরায়ণ অথবা ভগবানের ঐতিপ্রদ স্তূহৎভূত অর্থাৎ পরমস্তূথনিদান তুমি, ভগবানের অঙ্গীভূত স্তূহৎস্বরূপ পরমানন্দপ্রদ বিশ্বের আধারস্বরূপ অনন্তসত্ত্ব-সমুদ্রে প্রবেশ কর, অর্থাৎ অনন্তসত্ত্ব-সমুদ্রে মিশিয়া যাও । (মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর আত্ম-সম্মিলনের কামনা সূচিত হইতেছে । ভাব এই যে,—আমাতে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত ভগবানের সম্মিলন ঘটুক) ।

৯। হে নাদরূপ ! হে দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ ! হে পাপহারক ! হে বিশ্ব-পালক ! হে সদানন্দরূপ ! হে সকলের পোষক ! হে সকলের জীবন অথবা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের প্রাণস্বরূপ ! হে আপনারা সপ্তদেবগণ ! আপনারা সম্মুখে বর্তমান অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, সৌমত্রয় জন্ম আনীত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-ধারণে উদ্বোধিত, সৎকর্মসামর্থ্যকে বা সন্তাবাদিকে পোষণ করুন (রক্ষা করুন) ; অপিচ, আপনারা আমাদের হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমাদের সৎসম্বন্ধচ্যুত করিবেন না, অথবা আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না । অথবা শত্রুগণ যেন আপনাদিগকে হিংসা না করে, অর্থাৎ হে দেবগণ ! আপনারা এমন করুন,—আমাদের হৃদয়ের অন্তঃ-শত্রুগণ যেন আমাদের হৃদয় হইতে আপনাদিগকে অপসারিত করিতে সমর্থ না হয় । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । প্রার্থনা এই যে,—হে দেবগণ ! আপনারা এমন করুন, যেন আমাতে সৎকর্ম সামর্থ্য সকল এবং সন্তাব-

সমূহ অবিচলিত থাকে ; তাহাতেই আমি শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানকে
প্রাপ্ত হইব । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৭ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সাংগাচার্যাকৃতং) ।

ষষ্ঠেঃমুদাকে ক্রয়্য সোমস্তোম্যানমুক্তং । সপ্তমে লঙ্কাবসরঃ ক্রয়োহভিধীয়তে ।

১। “সোমং তে ক্রীণাম্যুর্জ্জ্বন্তং পয়স্বন্তং বীৰ্য্যাবন্তমভিমাতিষাৎ ১” ২। শুক্রং
তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যন্তে গোঃ ১”—বোধায়নঃ—“অথেনং
সংহিরণ্যেন পণতে সোমং তে ক্রীণাম্যুর্জ্জ্বন্তং পয়স্বন্তং বীৰ্য্যাবন্তমভিমাতিষাৎ ১ শুক্রং
তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যন্তে গোরিতি” ইতি । আপস্তম্বো
মন্ত্রভেদমাং—“সোমবিক্রয়িণে রাজানং প্রদায় পণতে সোমবিক্রয়িণ ক্রয়ন্তে সোমাত ইতি ক্রয়
ইতীতরঃ প্রত্যাং সোমং তে ক্রীণাম্যুর্জ্জ্বন্তমিত্যুক্তা-কলয়া তে ক্রীণানীত্যেবমাং ভূয়ো বা অতঃ
সোমো রাজাহীতীতি সর্বেষু পণনেষু সোমবিক্রয়ী প্রত্যাং সম্পদো গবা তে ক্রীণানীত্যন্ততঃ
শুক্রে তে শুক্রেণ ক্রীণামিতি অপিত্বা হিরণ্যেন ক্রীণামিতি” ইতি । হে সোমবিক্রয়িণঃ স্বদীয়ং
সোমং ক্রীণামি । কীদৃশং । উর্জ্জ্বন্তং শারীরবলপ্রদং, পয়স্বন্তং প্রভূতরসোপেতং, বীৰ্য্যাবন্ত-
মিঙ্গ্রয়পাটবহুতং । অভিমাতিষাং পাপরূপস্ত বৈরিণো হস্তারং । শুক্রচন্দ্রামৃতশব্দৈরভিধেয়া-
ন্তেজঃসুখাবিনাশাৎস্বদীয়সোমেহঃস্বদীয়হিরণ্যে চ সমাঃ । অতো হিরণ্যেন সোমং ক্রীণামি । ন
কেবলং হিরণ্যং ভূভাং দায়তে কিন্তু সমীচীনং গোৱেকহায়নীস্বরূপমপি পূৰ্ণং দত্তং তস্মাত্তব
হিরণ্যলাভোহধিকঃ ॥

৩। “অশ্নে চন্দ্রাগি ১” — কল্প—“অশ্নে চন্দ্রাগিতি সোমবিক্রয়িণো হিরণ্যমপাদন্তে” ইতি ।
অশ্নাস্থেব হিরণ্যানি চন্দ্রাগি তিষ্ঠন্ত । বহুবচনং ব্যত্যায়েন দ্রষ্টব্যং ॥

৪-৫। “তপসন্তনুরসি প্রজাপতের্কর্ণস্তস্তান্তে সহস্রপোষং পুষ্যস্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা
ক্রীণাম্যশ্নে তে বন্ধুশ্চয়ি তে রায়ঃ শ্রয়স্তাম্ ১”—বোধায়নঃ—“অথেনং প্রাচীনগ্রীষ্মাহজয়া পণতে
তপসন্তনুরসি প্রজাপতের্কর্ণস্তস্তান্তে সহস্রপোষং পুষ্যস্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণামিতি অশ্নে তে
বন্ধুরিতি যজমানমীক্ষতে ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়স্তামিত্যাখ্যানং” ইতি । আপস্তম্বোবৈকমন্ত্রতামাং—
“তপসন্তনুরসীতি অপিত্বাহজয়া ক্রীণামি” ইতি । হেহজ্ঞে তং তপসঃ পুষ্যস্ত শরীরমসি ।
যজ্ঞনিষ্পাদকস্ত সোমস্ত হ্যালোকে ঔষৈবাবরুদ্ধত্বাৎ । বর্ণাত ইতি বর্ণো দেহঃ প্রজাপতে-
র্কর্ণেহসি প্রজাপতিবৎ সর্কদেবাত্মকত্বাৎ । তচ্চোপাভূবাক্যাকাণ্ডে আশ্রিতং—“সো বা এষা
সর্কদেবত্যা যদজা” ইতি । কিং চ ত্রমপত্যপন্নস্রয়া সহস্রসংখ্যাতং পুষ্যসি । তাদৃশান্তব
সম্বন্ধিনা চরমেণ সহস্রতমেন পশুনা সোমং ক্রীণামি ন তু স্বয়া । অহং তব বন্ধুত্বং সম্পাদিতস্ত
সোমস্ত কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তত্বান্নয়ি স্বদীয়াতপত্যরূপাণি ধনাত্তবতিষ্ঠন্ত ॥ মজ্জাঘ্যাচিধ্যান্নরাদানভিমতং
নিরাকৃত্য স্বাভিমতং পণনমন্ত্রয়ুংপাশ্ত বিনিয়ুক্তে—“যৎকলয়া তে শফেন তে ক্রীণানীতি
পণেতাগোঅর্থং ১ সোমং কুর্যাদগোঅর্থং যজমানমগোঅর্থমধ্বর্যুং গোস্ত মহিমানং নাব তিরেকপবা
তে ক্রীণানীত্যেব ক্রাদালোঅর্থমেব সোমং করোতি গোঅর্থং যজমানং গোঅর্থমধ্বর্যুং ন

গোম্ৰহিমানমব তিরতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ০) কলাহ্লদপ্যমো যঃ কোহপ্যববলেশঃ। কলয়া শফেন বা পণেন দৌষত্রয়ং স্তাৎ। সোমো গোরূপং মূল্যং নার্বতি। যজমানস্তদাতুং ন শক্নোতি। অধ্বৰ্য্যশ্চ ন দাপয়তীত্যেবং সোমযজমানাধ্বৰ্য্যবো গোঅর্থরহিতা ইতি দৌষত্রয়ং। কিং চ সোমো গোমূল্য ইত্যুক্তে গোম্ৰহিমাংসিকো ভবেৎ। তং নাবজানীয়াৎ। পরমতে ত্বসাববজাতো ভবেৎ। গবা তে ক্রীণানীত্যেনে মস্ত্রেণ সৰ্বং সমাহিতং ভবতি॥ যথেষ্টং সোমক্রয়ণি গৌস্তথৈবাজাদীনি নব দ্রব্যানি ক্রয়সাধনানি ক্রমেণ বিধত্তে—“অজয়া ক্রীণাতি সতপসমেবৈনং ক্রীণাতি হিরণ্যেন ক্রীণাতি সপ্তক্রমেবৈনং ক্রীণাতি ধেনা ক্রীণাতি শাশিরমেবৈনং ক্রীণাত্যযন্তেণ ক্রীণাতি সেন্দ্রমেবৈনং ক্রীণাত্যনডুহা ক্রীণাতি বহির্কা অনডুহাংসিনৈব বহি যজ্ঞস্ত ক্রীণাতি মিথুনাত্যাং ক্রীণাতি মিথুনাত্যাবরুদ্যে বাসসা ক্রীণাতি সৰ্বদেবতাং বৈ বাসঃ সৰ্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যঃ ক্রীণাতি দশ সম্পত্তন্তে দক্ষাক্ষরা বিরাডমং বিরাড্‌বিরাডৈবান্নাত্মমব রুদ্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি।

তপসন্তনুঃসীতাক্তত্বাদজয়া ক্রাতস্ত সোমস্ত সতপস্বঃ। এবমুত্তরত্রাপি যোজ্যং। শাশিরং দধ্যাদিগোরসোপেতং, সেন্দ্রমিন্দ্রিয়বর্দ্ধকং, বহির্কাহকং, যজ্ঞস্ত বহি যজ্ঞনির্কাহকং সোমং। মিথুনাত্যাং বৎসতরো বৎসতরী চেত্যেতাভ্যাং মিথুনাবয়বাত্যাং ধেনোঃ সবৎসার্য্য বিবক্ষিত-ত্বাদশদ্রব্যসম্পত্তিঃ॥ মন্ত্রত্রয়ং স্পষ্টার্থবুদ্ধ্যোপেক্ষ্য চতুর্থমন্ত্রাভিপ্রায়মাহ—“তপসন্তনুঃ সি প্রজাপতেৰ্কর্ণ ইত্যাহ পশুভ্য এব তদধ্বৰ্য্যনিহন্তুত আশ্বনোহনাত্ৰস্বায়” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি। তত্তেন ময়পাঠেন পশুভ্যোহজাপ্রতীহিত্বহেতুঃপলপতি। ন হজা পরমার্থতস্তপসন্তনুৰ্ভবতি, নাপি প্রজাপতেৰ্কর্ণো রূপং। তেনাপলাপেনাজোপচৰিতা ভবতি। স চোপচারঃ স্বস্তাপরাধরাহিত্যয় ক্রিয়তে॥ পশুপচারবেদনং প্রশংসতি—“গচ্ছতি শ্রিয়ং প্র পশূনাগোতি য এবং বেদ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি। দন্তস্ত হিরণ্যস্ত পুনরাদানং বিবিন্ধুর্হিরণ্যপ্রকাশকং দ্বিতীয়মন্ত্রং স্পষ্টার্থমপি পুনরমুদ্বত্তে—“ভুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামীতাহ যথায়জুৰেবৈতৎ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি॥ পুনরাদানং বিধত্তে—“দেবা বৈ যেন হিরণ্যেন সোমমক্রীণস্তদভীষহা পুনরাহদদত কো হি তেজসা বিক্রেম্যত ইতি যেন হিরণ্যেন সোমং ক্রীণাত্যাত্তদভীষহা পুনরা দদীত তেজ এবাহস্বদত্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি। অভীষহা বলাৎকারেণ। কো হীত্যাদির্দেবাভিপ্রায়ঃ॥

৬। “অস্মৈ জ্যোতিঃ।”—কল্পঃ—“অস্মৈ জ্যোতিরিতি শুক্লান্‌মূর্ণাস্তকাং যজমানাঃ প্রযচ্ছতি তাং কালে দশাপবিত্রস্ত নাভিঃ কুরতে” ইতি। অবিলোমভির্গ্নিশ্চিত্তস্তক্লগ্নাস্তকা। সা চ শুক্লা জ্যোতিঃস্বরূপা তজ্জ্যোতিরগ্নাস্ববতিষ্ঠতাং॥

৭। “সোমবিক্রিয়ণি তমঃ।”—কল্পঃ—“কৃষ্ণান্‌মূর্ণাস্তকামন্তিঃ ক্রেদয়িত্তেদমহত্ সর্পাণাং দন্দ-শূকানাং গ্রীবা উপগ্রহামৌতাপগ্রথ্য সোমবিক্রিয়ণং বিধ্যতি সোমবিক্রিয়ণি তম ইতি” ইতি॥

মন্ত্রত্রয়ং ব্যাচষ্টে—“অস্মৈ জ্যোতিঃ সোমবিক্রিয়ণি তম ইত্যাহ জ্যোতির্যেব যজ্ঞমানে দধ্যতি তমসা সোমবিক্রিয়ণমর্পয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি॥ বিপক্ষে বাধপূরঃসরং গ্রথনমন্ত্রযুগপাদয়তি—“যদরূপগ্রথ্য হস্তাদন্দশূকান্তাৎ সর্পাঃ সর্পাঃ স্যুরিদমহত্ সর্পাণাং

দনশুকানাং গ্রীবা উপ গ্রণামীত্যাহদনশুকাস্তা ৬ সমা ৬ সর্পা ভবন্তি তমসা সোমবিক্রয়িণং বিধ্যতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি । কৃষ্ণয়া বিধ্যৎ । তাং সমাং তং সংবৎসরং কৃৎস্নং । ইদমহমিত্যাদিমন্ত্ৰেণ সর্পদংশস্ত পরিহারঃ ॥

৮। “মিত্রো ন এহি স্মিত্রধা ইন্দ্রতোরুমা বিশ দক্ষিণমুশন্নু শস্ত ৬ স্তোনঃ স্তোনম্ ।”—কল্পঃ—“কোৎসাজাজানমাদন্তে মিত্রো ন এহি স্মিত্রধা ইতি তং যজমানস্তোরো দক্ষিণত আসাদয়তি ইন্দ্রতোরুমা বিশ দক্ষিণমুশন্নু শস্ত ৬ স্তোনঃ স্তোনমিতি” ইতি । শোভনং মিত্রং সোমরূপং যন্ত যজমানস্ত স যজমানঃ স্মিত্রস্তং দধতি পোষয়তীতি স্মিত্রধাঃ । হে সোম । স্মিত্রধাস্বমস্মাকং মিত্রঃ প্রিয়ো ভূত্বা সমাগচ্ছ । হে সোম, ইন্দ্রস্ত যজমানস্ত দক্ষিণমূরুমা বিশ । কীদৃশং, উশস্তং কাময়মানং স্তোনং স্মথকরং । ত্বমপি তাদৃশঃ ॥

৯। “স্বান ভাজাজ্বারে বস্তারে হন্ত স্নহন্ত কৃশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণাস্তান্ রক্ষধং মা বো দভন্ ॥”—কল্পঃ—“অথ সোমক্রয়ণান্নুদিশতি স্বান ভাজাজ্বারে বস্তারে হন্ত স্নহন্ত কৃশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণাস্তান্ রক্ষধং মা বো দভন্রিতি” ইতি । স্বানাদয়ঃ সোমরক্ষকাঃ । সোমঃ ক্রীয়েতে যৈর্গবাদিভিস্তে সোমক্রয়ণাঃ । হে স্বানাদয়স্তান্ সোমক্রয়ণান্ পালয়ত । কেহপি বৈরিণো যুয়ান্মা হিংসিষত । অত্র মূল্যভূতান্ সোমক্রয়ণান্নুদিশ্য পশ্চাৎসোমস্বীকারো যুক্তঃ । অতোহর্থক্রমেণ মিত্রো নঃ ইন্দ্রতোরুমিতি মন্ত্ৰদ্বয়মুপরিষ্টান্নাখ্যাত্তে ॥ ইমং মন্ত্ৰং ব্যাচষ্টে—“স্বান ভাজেত্যাহেতে বা অমুয়িল্লোকে সোমমরক্ষস্তেভ্যোহধি সোমমাহবহন্” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি । অধি অধিকং প্রভূতং ॥ বিপক্ষস্বপক্ষয়োর্দোষতৎসমাধানে দর্শয়তি—“যদেতেভ্যঃ সোমক্রয়ণান্নুদিশেদক্রীতোহস্ত সোমঃ শ্রান্নাত্তেহেতমুয়িল্লোকে সোম ৬ রক্ষস্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি । সোমং সোমবাগফলং ॥ অথ সোমস্বীকারস্ত প্রাপ্তাবসরভাষ্যস্তং ব্যাচষ্টে—“বারুণো বৈ ক্রীতঃ সোম উপনক্কো মিত্রো ন এহি স্মিত্রধা ইত্যাহ শাষ্টব্য” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । বন্ধনস্ত বরুণপাশরূপত্বাভ্যুক্তঃ সোমো বারুণঃ । অতো বরুণবৎ কুরত্বপ্রাপ্তৌ তচ্ছাস্তয়ে মিত্রত্বং প্রতিপাদয়তি ॥ উরুস্থানং পূর্বাচার-প্রাপ্তমিত্যাহ—“ইন্দ্রতোরুমা বিশ দক্ষিণমিত্যাহ দেবা বৈ য ৬ সোমমক্রীণস্তমিত্রস্তোরো দক্ষিণ আহসাদয়ন্তে থলু বা এতহীক্সো যো যজতে তস্মাদেবমাহ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“সোমং জপেৎ ক্রয়াৎ পূর্বং শুক্রং স্বর্ণেন তৎক্রেয়ে । অগ্নে স্বর্ণমপাদন্তে তপ জপাৎ ক্রেয়েজয়া ॥ ১ ॥ অগ্নে জ্যো স্বামিনে দত্বাচ্ছক্রামূর্ণাস্তকামথ । সোম বিধ্যৎ কৃষ্ণয়োর্ণাস্তক্সা ক্রম্যকারিণং ॥ ২ ॥ মিত্রঃ সোমমুপাদায়েজ্ঞস্তোরাবুপবেশয়েৎ । স্বান মূল্যান্নুদিশেদিমে মত্না নবোদিতাঃ ॥ ৩ ॥” ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

বাদশাখায়ান্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতং—“ক্রয়ণেশু বিকল্পঃ শ্রাৎ সাহিত্যং বাহগ্রিমো যতঃ । কার্যেক্যকামনেতর্লীভাকশোভেন্চ সমুচ্চয়ঃ” ইতি ॥

অত্রয় ক্রীণাতি হিরণ্যেন ক্রীণাতি বাসসা ক্রীণাতীত্যানীনি বহুনি সোমক্রয়সাধনদ্রব্যার্থা-

তানি । তেবাং কাঠ্যেক্যাদিকল্প ইতি চেম্বেবং । বহুভির্দ্যৈর্কির্ক্রেতুরানতেঃ সৌভাৱ্যং,
দশভিঃ ক্রীণাতীতি সংখ্যোক্তেন্চ সমুচ্চয়ঃ ॥ অত্র সর্কাণি যজুঃমি ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাখ্যাবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তমোহনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা ।

ষষ্ঠ অনুবাকে ক্রয়ের নিমিত্ত সোমের ওজন-পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; এক্ষণে এই সপ্তম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে হিরণ্য-বিনিময়ে সোম-ক্রয়-কার্য্য পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইতেছে । ভাষ্যানুক্রমণিকায় এইরূপ অভিমত পরিব্যক্ত দেখিতে পাই । এইরূপ অনুক্রমণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, একে একে তাহার পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যাখ্যার ভাব বিবৃত করিতেছি ।

ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রে সোম-বিক্রেতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে । তাহাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বলা হইতেছে,—‘হে সোম-বিক্রেতা ! আমি তোমার সোম ক্রয় করিব । সে সোম কিরূপ ? ‘উর্জ্জ্বস্বন্তং’ অর্থাৎ শারীরবলপ্রদ, ‘পয়স্বন্তং’ অর্থাৎ প্রভুতরসোপেত এবং ‘অভিমাতিষাহং’ অর্থাৎ পাপ-রূপ বৈরিগণের হস্তা । শুক্র এবং চন্দ্র পদদ্বয়ে অমৃত পদের সহ-যোগে অবিনাশী তেজ এবং সুখের কামনা করা হইয়াছে ; আর তদ্বারা সোম-বিক্রেতাকে জানান হইয়াছে,—তোমার সোম এবং আমার হিরণ্য উভয়ই তুল্য-মূল্য । অতএব, আমার এই হিরণ্য তোমার সোমকে কিনিতে সমর্থ । আমি তোমাকে কেবলমাত্র হিরণ্য প্রদান করিতেছি না ; অধিকন্তু তোমাকে সমীচীন একটা গাভী পূর্বেই প্রদান করিয়াছি । অতএব, এখন তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করিতেছি, তাহা তোমার অধিক লাভ বলিয় মনে করিবে ।’ * ভাষ্যের ইহাই অভিমত ।

* কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-সংহিতায় প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে ভাষ্যকার মহীধর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল । মহীধরের মতে মন্ত্র সোম-ক্রয়কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে সোম ! দীপ্যমান্ তোমাকে দীপ্যমান্ হিরণ্যের দ্বারা ক্রয় করি । তুমি (সোম) কিরূপ ? ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত আফ্লাদকর, স্বাহুত্ব অমৃতের সমান ।’ অতঃপর হিরণ্যের দ্ব্যুতি ব্যাখ্যাত হইতেছে । কিরূপ হিরণ্য ? অর্থাৎ—আফ্লাদকর, অগ্নি-সংযোগেও বিনাশরহিত । পরে যে হিরণ্যের দ্বারা সোম ক্রয় করা হইল, সেই হিরণ্যের দ্বারা সোম-বিক্রেতাকে অভিকল্পন করিবার বিধি । সূত্রে উক্ত হইয়াছে,—‘তাহার হস্তে হিরণ্য প্রদান করিয়া, প্রাপ্তি-স্বীকার করিলে তাহাকে পুনরায় নিরাশ করিবার জন্য ‘সম্যন্তে গোঃ’ প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । তাহাতে

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যে যে ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা অনুধাবন করুন । দ্বিতীয় মন্ত্র—‘অস্মৈ তে চক্ষ্রাণি ।’ স্বত্রার্থে প্রকাশ,—যজ্ঞমানে প্রতাপিত যে গো-দ্রব্য, তাহা পুনরায় যজ্ঞমানসহ সোম-বিক্রেতার পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে সোমবিক্রেতা ! তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করা হইল, সেই সকল হিরণ্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাদের প্রতিষ্ঠিত হউক ; অর্থাৎ, সোমমূল্যস্বরূপ তোমার গাভী তোমার থাকুক ; আমাদের প্রদত্ত হিরণ্য আমাদের প্রতাপণ কর ।’ অতঃপর তৃতীয় মন্ত্র । অজা বা ছাগকে পূর্বমুখে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে অজা ! তুমি পুণ্যের দেহ হও ।’ দিবিস্থিত যজ্ঞীয়-দ্রব্য আনয়ন জন্ত অজাকে গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণ করিবার বিধি, তৈত্তিরীয়গণ সোমাহরণোপাখ্যানে বলিয়া থাকেন । এই জন্ত অজার সর্বদেবত্ব ও পুণ্যশরীরত্ব প্রসিদ্ধ । অপিচ,—‘হে অজ ! তুমি প্রজাপতির দেহ হও । প্রজাপতি যেমন সকল দেবতার প্রিয়, অজাও সেইরূপ সর্বদেবপ্রিয় ।’ অজাকে এইরূপ সন্মোদন করিয়া, সোম-সন্মোদনে ‘চরমেণ পশুনা’ প্রভৃতি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে সোম । উত্তম অজালক্ষণবিশিষ্ট এই পশু সধ্বকি অত্নাত্ত সহস্র পশুর দ্বারা তোমাকে ক্রয় করিতেছি । অর্থাৎ অত্নাত্ত পশুর দ্বারা তুমি ক্রীত হইয়াছ, কিন্তু তোমার নিজের দ্বারা নহে । অতএব তোমার বদ্ধত্ব প্রাপ্ত সোমের কর্মে প্রবৃত্ত বলিয়া, তোমার প্রসাদে তোমার অপত্যরূপ ধনসমূহের দ্বারা এবং পুত্রপন্থাদি সহস্ররূপ পুষ্টির দ্বারা পুষ্ট হইবে । হে অজা ! প্রজাপতি তপস্বরূপ ; তুমি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ । অতএব, তুমি তাঁহার সেই রূপ । অপিচ, তুমি প্রজাপতির স্বরূপ ।’ এস্থলে ভাষ্যকার একটা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন । সে উপাখ্যান—ত্রিগুণহেতু প্রজাপতির তিন রূপ । অজা বা ছাগী প্রতি বৎসর তিন বার করিয়া সস্তান উৎপাদন করে । সেই হেতু ‘প্রজাপতের্কর্ণত্বম্’—শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হয় । সেই অজা সংবৎসরে তিন বার জন্মায় বলিয়া অজার প্রজাপতির বর্ণ প্রসিদ্ধ । সেই সন্মোদন করিয়া পরে সোম-সন্মোদনে বলা হইতেছে,—উৎকৃষ্ট পশু অজার দ্বারা তোমাকে ক্রয় করা হইয়াছে । অতএব আমি তোমার প্রসাদে সহস্র প্রাণীর পোষণকারী ধনের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইব ।’ ভাষ্যের অর্থ এইরূপ । মন্ত্রসমূহে, সোম, সোমবিক্রেতা, অজা—কত জনকেই সন্মোদন করা হইয়াছে ; আবার কত ভাবে কত প্রকার অর্থই অধ্যাহার করা হইয়াছে । তাহাতে মন্ত্রসমূহে বিভিন্নরূপ অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে বটে ; অথচ, তাহাতে কোনও উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াও বুঝা যায় না ।

কর্মকাণ্ডের পরিপুষ্টি-কল্পে মন্ত্রকয়েটির ভাষ্য-প্রণোদিত অর্থের সমীচীনতা স্বীকৃত হইলেও, আধ্যাত্মিক পক্ষে ভাষ্যের ভাব বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় । মন্ত্র সরল সহজবোধ্য হইলেও, ভাষ্যের ব্যাখ্যায় জটিলতা ঘনীভূত হইয়াছে । কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ-বিধি-সম্বন্ধে অবশ্য

ঐ মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে সোমবিক্রেতা ! সোমমূল্য-স্বরূপ তোমাকে বাহা প্রদান করিলাম, তবসধ্বকি সেই গো বা গাভী পুনরায় যজ্ঞমানের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হউক । অর্থাৎ, কেবলমাত্র হিরণ্যই তোমার হউক, কিন্তু গাভীসমূহ তোমার হইবে না ।’

আমরা ভিন্নমত পরিপোষণ করি না; কিন্তু বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, সেই পন্থার অনুসরণে আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের মতে ভাষ্যের প্রকাশিত ভাব অপেক্ষা, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব অনেক উচ্চ। আমরা এই মন্ত্র-সমূহে যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত ‘মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায়’ ও ‘বঙ্গানুবাদে’ তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। কি অর্থে কিরূপে আমরা ঐরূপ ভাব পরিগ্রহণ করিলাম, এক্ষণে আমরা তদ্বিম্ব আলোচনা করিতেছি।

- আমরা মন্ত্রের মধ্যে সোমবিক্রেতার বা অজার সোধোদন-মূলক পদ খুঁজিয়া পাইলাম না। মন্ত্রে ‘পশুনা’ পদ আছে। সম্ভবতঃ ‘পশুনা’ পদ দৃষ্টে ভাষ্যকার ‘অজা’ সোধোদন-পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্র-কয়টি শুদ্ধসম্বন্ধরূপ ভগবানের এবং শুদ্ধসম্বন্ধের সোধোদনে প্রযুক্ত। তাহাতে মন্ত্রসমূহে এক মহান্ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। বোধসৌকর্য্যার্থে প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র দুইটিকে আমরা কয়েকটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। শুদ্ধসম্বন্ধরূপ ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। যে শুদ্ধসম্বন্ধলাভে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, যে শুদ্ধসম্বন্ধে কর্ণশক্তির পরিবৃদ্ধি হয় এবং যে শুদ্ধসম্বন্ধে অন্তঃশব্দ বিনষ্ট হয়, সেই শুদ্ধসম্বন্ধ-প্রাপ্তির বিষয়ই মন্ত্রের প্রথমমাংশে প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে সেই শুদ্ধসম্বন্ধের স্বরূপ বিবৃত বলিয়া মনে করি। ভগবান্ জ্যোতির্ময় শুদ্ধসম্বন্ধরূপ, তিনি চন্দ্রের স্থায় আনন্দদায়ক; তিনি অক্ষর নিত্য ক্ষর-রহিত। তাঁহাকে জ্ঞান ভক্তি ও সংকর্ষের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্র নির্মল যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ, তাহাই ‘শুদ্ধ’; যাহা বিশুদ্ধা ভক্তি—যাহাকে অনন্তা-ভক্তি বলে, তাহাই আনন্দ-দায়িনী; আবার যাহা সংকর্ষ—যে কর্ম সংস্বরূপে নিয়োজিত, তাহাই অমৃত—ক্ষয়রহিত। ‘কীর্ত্তিবন্ত সঃ জীবতি’—তাই এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা। প্রথম মন্ত্রে তাই বলা হইল,—‘যদি জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপকে পাইতে চাও; তাহা হইলে বিশুদ্ধ নির্মল জ্ঞানের অধিকারী হও। যদি পরমানন্দদায়ক ভগবানকে পাইতে চাও, তাহা হইলে আনন্দদায়িনী অনন্তা-ভক্তির অধিকারী হও। যদি অক্ষর পরব্রহ্মকে লাভ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অক্ষয় সংকর্ষ-সাধনে উদ্বুদ্ধ হও। সংসাহায্যে সংকে পাওয়া যায়। শুদ্ধসম্ব সাহায্যেই শুদ্ধসম্ব-স্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। মন্ত্রে তাই উপদেশ—সজ্জ্ঞানের অধিকারী হও; সাধনা কর—অনন্তা ঐকান্তিকী-ভক্তির; অনুষ্ঠান কর—সংকর্ষের। তাহা হইলেই শুদ্ধসম্ব-সঙ্করে সমর্থ হইবে; তাহা হইলেই শুদ্ধসম্বরূপী ভগবানকে পাইবার সামর্থ্য আসিবে। এইরূপ সঙ্কল্প—এইরূপ আত্মোদ্বোধনা, প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রকটিত বলিয়া মনে করি। ভগবানকে কেমন করিয়া পাইব, তাঁহাকে কি দিয়া পূজা করিব, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব, তাঁহাকে কি রূপে দেখিব? প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা—কে শিখাইয়া দিবে, কে জানাইয়া দিবে! মন্ত্রে তাই অভয় দিয়া বলিয়া দিতেছেন,—‘কেন, ভাবনা কিসের তোমার? তাঁহার যে স্বরূপ, সেই স্বরূপ দেখ; তাঁহার যে গুণ, সেই গুণের উপাসক হও।’ তিনি ‘শুদ্ধ’ অর্থাৎ জ্যোতির্ময় শুদ্ধসম্ব; তাঁহাকে জ্যোতীরূপে দেখ,—জ্ঞানজ্যোতিঃ আহরণ কর, শুদ্ধসম্ব সঙ্কল্প কর; তাহা হইলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনি ‘চন্দ্রঃ’ অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক।

প্রাণ খুলিয়া সেই আনন্দময়ের প্রেমানন্দে নৃত্য কর, আনন্দস্বরূপকে পাইতে সমর্থ হইবে। তিনি অমৃতং' অর্থাৎ অক্ষর কল্পরহিত; অমৃতের দ্বারাই তাঁহাকে পাইতে হইবে। ফলতঃ, একটা আলোকবর্তিকা হইতে যেমন অসংখ্য বিভিন্ন আলোকের সৃষ্টি হয়; আলোকই যেমন আলোকের অনন্ততা; আবার আলোক-সাহায্যেই যেমন আলোক-লাভ সম্ভবপর; সেইরূপ ভগবানের সাহায্যেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি বাহা বা বেরূপ, তাঁহার বা সেইরূপ সাহায্যের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তন্নিমিত্ত তাঁহার প্রাপ্তির আশা—দুরাশা মাত্র। ভাষ্যকার মন্ত্যন্তর্গত 'চক্ষুঃ' এবং 'অমৃতং' পদদ্বয় 'সুক্রঃ' ও 'দ্বা' পদের বিশেষণ-রূপে এবং 'চক্ষুঃ' ও 'অমৃতেন' পদদ্বয় 'সুক্রেন' পদের বিশেষণ-রূপে পল্লিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বই ভাব অধিকতর পরিষ্কৃত হয় নাই কি ?

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহার সহায়তায় তাঁহাকে পাইতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী তাই জানাইলেন,—‘হে দেব! প্রজ্ঞানস্বরূপ আপনি,—পরমানন্দদায়ক সত্ত্বাবাদার সৎকর্মস্বরূপ আপনি। আপনি আমাদেরকে সেই প্রজ্ঞানের কণামাত্রও প্রদান করুন; আপনার সেই পরমানন্দরূপী সত্ত্বাবাদারি কিঙ্কিমাাত্রও যেন প্রাপ্ত হই; আর তাহার সাহায্যে সৎকর্মসাধনে সৎস্বরূপ আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।’ ভাষ্যকার প্রথম মন্ত্রের “সম্যন্তে গোঃ” অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“হে সোমবিক্রিয়! ন কেবলং হিরণ্যং তুভ্যং দীয়তে কিন্তু সমীচীনং গোয়েকহায়নীস্বরূপমপি পূর্বং দত্তং তদ্ব্যস্তব হিরণ্য-লাভোহধিকঃ।” অর্থাৎ,—পূর্বের গাভী দিয়াছি; এক্ষণে ত্রিগুণ্য দিতেছি; স্ততরাং এই হিরণ্য তোমাকে অধিক দেওয়া হইল। শুক্রযজুর্বেদে মহীধর আবার ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—“গোঃ সোমমূল্যেভ্যে তুভ্যং দত্তা সা স্বদীয়া গোঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্তা সগ্ধে যজ্ঞমানে তিষ্ঠতু।” অর্থাৎ,—‘সোমের মূল্য-স্বরূপ তোমাকে গাভী প্রদান করা হইয়াছে। সে গাভী এখন তোমারই। তোমার সেই গাভী যজ্ঞমান-গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হউক।’ দ্বিতীয় মন্ত্রের (অগ্নে তে চক্ষুঃ) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—‘হে সোমবিক্রিয়! তে চক্ষুঃপি তুভ্যং দত্তানি যানি হিরণ্যানি তাত্স্যে প্রত্যাবৃত্তা তিষ্ঠন্ত, তব গোয়েব সোমমূল্যমস্ত হিরণ্যপি না ভুবনিত্যর্থঃ।’ অর্থাৎ,—‘তোমাকে যে হিরণ্য সোমমূল্যস্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে, তৎসমুদায় আমাদের নিকট ফিরিয়া আসুক; তোমার গাভী তোমারই থাকুক।’ ভাষ্যকারের এবিধ অর্থে কোনও উচ্চ ভাবই প্রকাশ পায় না। পরন্তু উহাতে ক্রেতার অস্থির-চিন্ততার বিষয়ই উপলব্ধ হয়।

তৃতীয় মন্ত্রটাকে আমরা পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদের মনে হয়, এই মন্ত্রে শুদ্ধস্বকে সোধান করা হইয়াছে। মন্ত্রের ক-চিহ্নিতে অংশে শুদ্ধস্বকে সৎকর্মের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—‘তপসন্তনুসি’। যাগযজ্ঞতপস্চারণা প্রভৃতি সৎকর্মের দ্বারা শুদ্ধস্ব সজ্জাত হয়। হৃদয় নির্মল না হইলে, অন্তঃশত্রুর বিনাশ না হইলে, সত্ত্ববের সঞ্চার হয় না। সৎকর্ম সদহুষ্ঠানে, কামক্রোধাদি রিপু বিদূরণে, হৃদয়ে শুদ্ধস্বের উদয় হয়,—হৃদয় ভগবানের আসন প্রস্তুত হইতে থাকে। দ্বিতীয় অংশে তাই বলা হইল,—‘প্রজাপতের্বর্গঃ

(অসি)।' অর্থাৎ,—‘তুমি ভগবানের অংশভূত আধাররূপ হও।’ সংস্করণ ভগবানে শুদ্ধস্ব ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। তিনিই শুদ্ধস্ব; তাঁহাতেই শুদ্ধস্বের অধিষ্ঠান; আবার শুদ্ধস্বেরই তাঁহার অধিষ্ঠান। যদি হৃদয়ে সত্ত্বাবের শুদ্ধস্বের উদয় হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় ভগবান আপনাই আসিয়া অধিকার করেন। তাই শুদ্ধস্বকে ভগবানের রূপ এবং সংকর্ষের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। তৃতীয় (গ-চিহ্নিত) অংশের ‘পশুনা’ পদে কিঞ্চিৎ সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ পদে ভাষ্যকার ‘তবসম্বন্ধিনা সহস্রতমেন পশুনা’ (অজ্ঞা পদ) অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদের ঐরূপ অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। ‘পশু’ পদে আমরা পূর্বাংশ ‘পশুভাব’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলে কিন্তু ঐ ‘পশুনা’ পদে ‘দর্শনেন’ ‘জ্ঞানেন’ অর্থ গ্রহণ করিতেছি। পশু-শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে অর্থাৎ ‘দৃশ’ ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিলে, উহাতে ‘দর্শনেন’ অর্থ আসিতে পারে। তদনুসারে ‘পশুনা’ পদে ‘পশুভাব মোচন-রূপ দর্শনের দ্বারা’ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। ‘চরমেণ পশুনা ক্রীণামি’ অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—‘উত্তমেন অজালক্ষণেন পশুনা স্বাং ক্রীণামি’; অর্থাৎ, অজার বিনিময়ে তুমি ক্রীত হও। তদপেক্ষা, ‘উত্তমেন জ্ঞানেন দর্শনেন স্বং অধিগতো ভবসি’—অর্থে, মন্ত্রাংশের ভাব অধিকতর পরিষ্কৃত হয় না কি? ভগবদ্বিভূতি যে শুদ্ধস্ব, তাহা জ্ঞান-দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে জ্ঞান কিন্তু ‘চরমেণ’ অর্থেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হওয়া চাই। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন, হৃদয় নির্মল হয় না; হৃদয়ের আবিলতা দূর না হইলে, হৃদয় ভগবানের যোগ্য আসনে পরিণত হইতে পারে না। মন্ত্রে তাই শুদ্ধস্বকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—‘শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ-জ্ঞান দ্বারাই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।’ বিশুদ্ধজ্ঞানে শুদ্ধস্বলাভে কি ফল লাভ হইবে? মন্ত্রে তাই বলা হইল,—‘সহস্রাণ্যং পুষ্যেম্।’ অর্থাৎ,—সংসারের লোক-সকলের পারিপালনের দ্বারা আপনাকে পুষ্ট করিব। এখানে এক বিশ্বজনীন ভাবের বিকাশ দেখি। এখানে প্রার্থনাকামী ভক্ত সাধকের সঙ্গীর্ণ-ভাব দূরে গিয়াছে; তিনি বিশ্বপ্রেমে পরমানন্দলাভে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে,—‘কেবল আমি কেন, আমার এই হৃদিসম্ভ্রাত সত্ত্বাবের দ্বারা বিশ্ববাসী সকলকে সত্ত্বাবারিত করিব। সকলেই উন্নত-হৃদয় হয়, সকলেই যাহাতে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে শিখে, আমি সেইরূপ অমুষ্ঠানের আয়োজন করিব। আমি ঘরে ঘরে প্রেমানন্দ বিলাইব; সংসারে প্রেমের স্রোত বহাইব; নিজে মাতিব, বিশ্বের সকলকে মাতিব। ফলতঃ, জনহিতসাধনেই আমি আমার জীবন-মন উৎসর্গ করিব।’ আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই নিহিত আছে। তৃতীয় মন্ত্রের শেষ দুই অংশের ভাব মন্দামুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। ভাব এই যে,—ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে যে পরম ধন আছে, সেই ধন তিনি আমাদের গণে হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধস্বরূপ পরমধনে আমাদের হৃদয় পূর্ণ হউক, আমাদের গণে কৰ্ম ভগবৎকার্যে বিনিয়ুক্ত থাকুক, আর তৎপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম মন্ত্র কিঞ্চিৎ মূর্খোধ্য। হৃত্বাকারে গ্রথিত মন্ত্রদ্বয়ে কাহার প্রতি লক্ষ্য

আছে, তাহা বুঝা কঠিন। ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ হয়,—‘অবিরোম নিশ্চিত তত্ত্ব উর্ণাস্তক। সেই উর্ণাস্তক গুরু—জ্যোতিঃ-স্বরূপ। সেই জ্যোতিঃ আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউক।’ আর ‘সোম-বিক্রেতা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হউক।’ আমরা মন্ত্রদ্বয়ে ভগবৎ-সম্বোধন লক্ষ্য করি। ‘ভগবদগুণে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হউক’—মন্ত্রদ্বয় এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। ‘সোম-বিক্রয়িণি’ পদে আমরা সন্দাব প্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুকেই লক্ষ্য করি। তাহাতে সপ্তম ‘সোমবিক্রয়িণি তমঃ’ মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—‘মাহারা অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া সন্দাব-উন্মেষণে প্রতিবন্ধক হয়, তাহাদিগকে তমোদ্বারা আবৃত করুন। অর্থাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করুন।’ তাহা হইলেই আমরা ‘চন্দ্রাণি’ অর্থাৎ ‘জ্যোতিঃ’ দিব্য-দৃষ্টি—জ্ঞান দৃষ্টি লাভে সমর্থ হইব।

তার পর অষ্টম ও নবম মন্ত্রের তাৎপর্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যকার মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যকারের মতে, বাম হস্ত দ্বারা অজ্ঞা প্রদানান্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সোম গ্রহণ করিয়া, গৃহীত সোম-সম্বোধনে অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়,—‘হে সোম ! তুমি আমাদিগের প্রতি আগমন কর। তুমি কিরূপ ? অর্থাৎ সখা বা প্রীতিযুক্ত অথবা রবিরূপ এবং শোভন মিত্রের পালক।’ ক্রয়করণানন্তর বজ্র দ্বারা আবদ্ধ সোম, বরুণদেবতাকে অর্থাৎ তারল্যসম্পন্ন বলিয়া ক্রুরতা (অর্থাৎ পতন-স্বভাব) হেতু তৎশাস্তিকামনায় তাঁহার মিত্রত্বের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। দীক্ষিত ব্যক্তির দক্ষিণ উরু হইতে বজ্র অপসারিত করিয়া নববজ্র দ্বারা উরু আচ্ছাদন করিবে। তার পর তদুপরি সোম স্থাপন করিয়া নবম মন্ত্র পাঠ করিবে। তদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘যজ্ঞমানরূপে পরমৈশ্বর্যোপেত বলিয়া ‘ইন্দ্রশ্র’ পদে যজ্ঞমানকে বুঝায়। হে সোম ! তুমি যজ্ঞমানের দক্ষিণ উরুতে উপবেশন কর।’ তার পর, সোমের এবং উরুর গুণব্যাখ্যানে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—‘কিরূপ সোম ? অর্থাৎ ‘উরু’ কাময়মান এবং সূখভূত। কিরূপ উরু ? অর্থাৎ,—সোমকাময়মান এবং উপবেশনে সূখকর। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থান্তরে একটি উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যান,—‘পুরাকালে দেবগণ সোম ক্রয় করিয়া ইন্দ্রের উরুতে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই হেতু ‘ইন্দ্র’-শব্দে এখানে যজ্ঞমানকে বুঝাইতেছে। ‘সোমক্রয় করিয়া দেবগণ ইন্দ্রের উরু আশ্রয় করেন ; তাহা হইতে ইন্দ্রের যজ্ঞনাকারীও ইন্দ্র নামে অভিহিত হন।’ নবম মন্ত্রে ভাষ্যমতে সোমরক্ষাকারী সাতটা দেবতার সম্বোধন আছে। সোমক্রয় নিমিত্ত আনীত হিরণ্যাদি সম্বন্ধে স্থাপন করিয়া, সোমবিক্রেতাকে দর্শন করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিবার বিধি। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে শব্দকারী, হে শোভমান, হে পাপারি, হে বিশেষাধক, হে সদাহুষ্টিরূপ, হে শোভনহস্ত, হে দুর্জয়লক্ষক, হে দেবতাসপ্তক ! আপনাদিগের আশ্রিত এই সোমক্রয়কারীর হিরণ্যাদি পদার্থ রক্ষা করুন। বৈরিগণ যেন আপনাদিগকে হিংসা না করে।’

লৌকিক ব্যবহারে ভাষ্যের প্রয়োগ ও অর্থ যাহাই সিদ্ধান্তিত হউক, তদ্বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। পূর্বেই বলিয়াছি,—সে সম্বন্ধে আমাদিগের মতান্তর ঘটিলেও কোনও কারণ দেখি না। তবে, লৌকিক অর্থ ভিন্ন বেদ-মন্ত্রে যে এক আধ্যাত্মিক

ভাব নিহিত আছে, আমরা তদ্বিষয়ই উপলব্ধি করিয়া থাকি । মন্ত্রের আমরা যে অর্থ ও যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত মন্ত্যাসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে । কি সূত্রে কি ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি ।

আমাদের মতে মন্ত্রদ্বয় সরল প্রার্থনামূলক । অষ্টম মন্ত্রে শুদ্ধস্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে । বলা হইতেছে,—‘আপনি মিত্রের স্থায় আস্থন ; জ্ঞানজ্যোতীরূপে হৃদয় আলোকিত করুন ।’ মন্ত্রে আছে,—‘মিত্রো ন এহি ।’ ভাষ্যকার অবয়ব করিয়াছেন,—‘স্বং নোহস্থান্ প্রত্যেহি আগচ্ছ । কিস্তুতস্বং মিত্রঃ সখা প্রীতিযুতঃ যদ্বা মিত্র মিত্ররূপং স্বং অস্মাকং মিত্রঃ প্রিয়ো ভূত্বা সমাগচ্ছ ।’ আমরাও ভাষ্যকারের এই অবয়ব গ্রহণ করিয়াছি । অধিকন্তু, আমরা মনে করি ‘মিত্রো ন’ পদে এক উপমা সূচিত হইয়াছে । সে উপমা—‘মিত্রো ন মিত্রভূতঃ সহায়কঃ ইব ।’ মিত্র যেমন সহায়ক, মিত্র যেমন স্বতঃপরতঃ হিতাকাঙ্ক্ষা করেন ; ভগবানও সেইরূপ নির্মলাস্তঃকরণ ভক্ত সাধকের মঙ্গল-কামনা করিয়া থাকেন । ভক্ত যে তাঁহার মিত্র ! তিনি যে ভক্তের মিত্র । তিনি যে ভক্তের ভগবান, ধ্রুব-প্রজ্ঞাদির দৃষ্টান্তেই তাহা পূর্ব প্রকটিত । এইজন্ত তাঁহাকে মন্ত্রে মিত্রের স্থায় আগমনের প্রার্থনা জানান হইয়াছে । এই জন্তই তিনি ‘স্বমিত্রধা’ অর্থাৎ শোভন-মিত্রের ধারক বা পালক, অথবা শ্রেষ্ঠ স্বহং । তিনি চতুর্গর্গধনের হেতুভূত, তিনিই আবার আমার মোক্ষের পথ প্রদর্শক । তাই তিনি ‘স্বমিত্রধা ।’ তিনি প্রজ্ঞানরূপী—জ্ঞানময় ; তাই জ্ঞানজ্যোতীরূপে হৃদয় আলোকিত করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । সংস্বরূপ তিনি ; সংকর্ষেই তাঁহার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করে ; সত্তাবেই তিনি প্রকাশিত হন ; সত্তাবের সংকর্ষের দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায় । মন্ত্রের ‘মিত্রো ন এহি’ অংশে, তাই ভক্ত সাধক বলিতেছেন,—‘হে ভগবন্ ! তুমি জ্ঞানজ্যোতীরূপে এস ; তুমি মিত্রের স্থায় সহায় হও ; তুমি আমার হৃদয়ে অবিচলিত হইয়া অবস্থিত কর ; আমি যেন কখনও তোমার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত না হই ।’

দ্বিতীয় অংশ বিশেষ জটিলতাপূর্ণ । মন্ত্রের অন্তর্গত ‘ইন্দ্রস্ত’ ও ‘উরুং’ পদে ব্যাখ্যায় সেই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে । ভাষ্যকার ‘ইন্দ্রস্ত’ পদে ‘যজমানস্ত’ এবং ‘উরুং’ পদে ‘উরুপ্রদেশং’ অর্থ অব্যাহার করিয়াছেন । আমরা ঐ দুই পদে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । কি কারণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতান্তর ঘটিল, তদ্বিষয় বিবৃত করিতেছি । ‘ইন্দ্রস্ত’ পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাই,—‘যজমানরূপেণ পরমৈশ্বর্য্যেণোপেতত্বাদব্রহ্মশব্দেন যজমানঃ ।’ অর্থাৎ যজমানরূপে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া ইন্দ্র পদে এখানে যজমানকে বুঝাইতেছে । শিবপূজা-প্রকরণে অষ্টমূর্তির পূজা বিহিত আছে । তদ্বাধ্যে ভগবানের যজমানরূপী এক মূর্তির পূজার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই,—‘ও পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ ।’ আমরা মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে সেই যজমানরূপী ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে । ভাষ্যকারও (পূর্বেদান্ত অংশে) ‘যজমানরূপেণ পরমৈশ্বর্য্যেণোপেতেন’ ইত্যাদি অংশে সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি । সে পক্ষে ‘ইন্দ্রস্ত’ পদে আমরা সাধারণ যজমান অর্থ গ্রহণ না করিয়া, ‘ভগবতঃ—যজমানরূপস্ত’ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি । তাহাতে ‘উরুং’

পদের সহিত হৃদয়ের অঙ্গ হইতে পারে । ভাষ্যকার সম্ভবতঃ মন্ত্রের ‘উরুং’ পদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়াই ‘ইন্দ্রস্ত’ পদে সাধারণ বস্তুমান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের ভাবের একটু বিকৃতি সাধিত হইয়াছে । ‘উরুং’ (উরুং) পদে ‘আমরা’ ‘উরুপ্রদেশং’ অর্থ গ্রহণ না করিয়া মহান্ বিস্তৃত অর্থে ‘অনন্তং সত্বসমুদ্রং’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । ঋত্বকের অনুসরণে ‘উরুং’ পদে ঐরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে । আচ্ছাদন বা আবরণ অর্থ-মূলক ‘উরু’ হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন । তাহা হইতে কোষগ্রন্থে ‘উরু’ পদের নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে নির্দিষ্ট হয় ; যথা,—“পৃথক পৃথলং বুঢ়ং বিকটং বিপুলং বৃহৎ” (হেমচন্দ্র ৬৬৬) । দৃষ্টান্ত,— ‘অগাধং নিধিসুক্রমন্তসামনন্তম্’ । ইহা হইতেই আমরা ‘উরুং’ পদের ‘অনন্তত্ব’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । তাহাতে ‘ইন্দ্রস্ত উরুং’ পদদ্বয়ে ‘ভগবতঃ অনন্তত্বং (সত্বসমুদ্রং)’ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে । মধ্যে সাধক শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—‘হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি ভগবানের অনন্তত্ব (অনন্ত সত্বসমুদ্রে) প্রবেশ কর ।’ হৃদয়ে যে সত্ত্বাবের সঞ্চয় হইয়াছে, হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইয়াছে, তাহা ভগবানের সহিত সম্মিলিত হউক অর্থাৎ আত্মায় আত্ম-সম্মিলন সাধিত হউক,—মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে । অনন্তরূপী ভগবান সদানন্দময় । একবার তাঁহার আশ্রয় লইতে পারিলে আনন্দের পরিসীমা থাকে কি ? শ্রুতি বলিয়াছেন,—‘যো বৈ ভূমা তং সূখং’ (ছান্দোগ্য, ৭। ৩।১) ; আবার, ‘আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজাচ্চৎ । আনন্দক্লেব খণ্ডিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যতিসংবিশন্তীতি ।’ (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।৬) । আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার আনন্দেই তাহার পরিণতি । জীব মাত্রেই তাই আনন্দ-লাভের কামনা করে এবং আনন্দেই লীন হইতে চায় । তত্ত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি সেই ভূমানন্দেরই কামনা করেন । তাই, ‘স্তোনঃ’ এবং ‘স্তোনং’ পদে যথাক্রমে ‘পরমসুখ-নিদানঃ’ এবং ‘পরমানন্দপ্রদঃ’ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে । হৃদয় নির্মলতা প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে সত্ত্বাবের সমাবেশ হইলে, আনন্দময়ের আনন্দ-নিকেতন-রূপে তাহা পরিণত হয় । সত্ত্বাবে—সত্ত্বভাবে যে ভগবানের অবস্থিতি, পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ব্যাপদেশে তাহা আলোচিত হইয়াছে । পরমসুখনিদান সচ্চিদানন্দরূপী ভগবানের যাহাতে অধিষ্ঠান, তাহাই সুখকর—তাহাই আনন্দপ্রদ । সেই জগৎই শুদ্ধসত্ত্বের একটি বিশেষণ—‘স্তোনঃ’ ; আর ‘উরুং’ পদের একটি বিশেষণ ‘স্তোনং’ । সংস্করণ তিনি, শুদ্ধসত্ত্বে তাঁহার অধিষ্ঠান ; তাই তিনি শুদ্ধসত্ত্বেরই কামনা করেন । তাই ‘উরুং’ পদের আর এক সুপ্রযুক্ত বিশেষণ ‘শত্বং’ । সেইরূপ অর্থে ‘উশন্’ পদও সুপ্রযুক্ত বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে পারি । ভগবান্ এবং শুদ্ধসত্ত্ব—আধার ও আধেয় রূপে অবস্থিত । তবে কে আধার, কে আধেয়, তাহা নির্ণয় করা স্বকঠিন । যেখানে ভগবান্, সেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব ; যেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব, সেইখানেই আবার ভগবান্ ! পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সত্ত্বক । মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘আমার শুদ্ধসত্ত্বের সহিত যেন ভগবানের সম্মিলন ঘটে ।’ প্রথমে সংকর্ষের দ্বারা, সজ্ঞান-লাভে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে উদবুদ্ধ হও । জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় নির্মলতা প্রাপ্ত হইলে, সত্ত্বাব-ধারণের আকাজক্ষা জন্মিলে শুদ্ধসত্ত্ব আপনিই আদিয়া সে হৃদয় অধিকার করিবে । তখন,

তাহার সহিত ভগবানের মিলনও সহজ হইয়া আসিবে। এ মন্ত্রে এইরূপে উদ্বোধনার ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি।

নবম মন্ত্র অধিকতর জটিলতা-সম্পন্ন। ঐ মন্ত্রে সপ্তদেবতার সম্বোধন আছে। ভাস্কের মতে এবং শ্রুতি-প্রমাণে দেখা যায়,—স্বান-ব্রাজ প্রভৃতি সপ্তদেব আয়ুর্গ্নিক লোকে সোম-রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু সপ্তদেবতা যে কে বা কাহারো, তাহা কিবা ভা.য় কিবা ভাষ্যোক্ত শ্রুতি-প্রমাণে, কোনও স্থলেই স্পষ্টীকৃত হয় নাই। বেদে ‘সপ্ত’ ও ‘ত্রি’ শব্দের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়; যথা—‘ত্রি-সপ্তাঃ’, ‘সপ্তমাতৃভিঃ’, ‘ত্রীণি পদা’ ‘সপ্তদেবাঃ’, ‘সপ্তধামভিঃ’ ইত্যাদি। এই ‘সপ্ত’ শব্দের এরূপ বহুল ব্যবহারের তাৎপর্য্য, মৎকর্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চত্রিংশৎ স্কন্ধের অষ্টম ঋকের আলোচনায় (১৮০৫ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রে যে সোমরক্ষক সপ্তদেবতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা সেই সপ্তদেবতাকে সপ্তলোকপালক বলিয়া মনে করি। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত লোক। এই লোকসপ্তকের যাহারা অধিপতি, তাহারই সপ্তলোকপাল,—তাঁহারাই পূর্বোক্ত সপ্তলোকে সোম বা শুদ্ধসত্ত্ব রক্ষা করেন। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও বরুণ—ইহারা সেই সপ্তলোক-পালক। ‘স্বান’ পদ শব্দার্থক মন্ হইতে নিষ্পন্ন। শাস্ত্রমতে নাদ বা শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে প্রণব বা ওঁকাররূপী ব্রহ্মই বর্তমান ছিলেন। তাই স্বান্ পদে নাদরূপী ব্রহ্মকে লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। ‘ব্রাজ’ পদে সূর্য্যদেবকে সম্বোধন আছে। ‘ব্রাজ’ ধাতুর অর্থ—দীপ্তি পাওয়া। যিনি দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ, তিনিই ‘ব্রাজ’। সূর্য্যদেব—স্বপ্রকাশ ও দীপ্তিমান্। ‘তজ্জ্বারে’ পদে বরুণদেবতাকে বুঝাইতেছে। ভাস্করমতে যিনি ‘অজ্যস্ত্র পাপস্ত্র অরিঃ’ তিনিই ‘অজ্যারিঃ’। ভগবান্ বরুণদেব শুদ্ধসত্ত্বের বারিধারায় পাপকে বিধৌত করেন,—স্নেহকারুণ্য-রূপে আবির্ভূত হইয়া জীবের পাপ-তাপ হরণ করেন। ‘বস্তারে’ পদে বিশ্বের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, রুদ্র সংহারকর্ত্তা। আনন্দার্থ-জ্ঞাপক হন্ ধাতু হইতে হন্ত পদ নিষ্পন্ন। ‘হন্ত’ পদে সদানন্দময় মহেশ্বর রুদ্রের প্রতি লক্ষ্য আছে, তিনি ভূমানন্দে সদা মত্ত, তাই তিনি ‘হন্ত’ অর্থাৎ সদানন্দ। ‘স্বহন্ত’ সম্বোধনে বায়ুদেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। বায়ু সকলকে পোষণ করেন, তিনিই প্রাণিগণকে ধারণ করিয়া আছেন, বায়ু ভিন্ন জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব। তাই বায়ু—জীবের জীবন, বিশ্বের পোষয়িতা ও ধারয়িতা। যিনি সূষ্টরূপে জীবনকে ধারণ বা পোষণ কারণ,—তিনিই ‘স্বহন্ত’। আমরা মনে করি, ভুবলোকের পতি সেই বায়ু-দেবতাকেই ‘স্বহন্ত’ পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ‘কৃশাঙ্গু’ পদ অগ্নি-নান-পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হয়। অগ্নি বা তাপই জীবের জীবন-স্বরূপ। তাপ ভিন্ন এ সংসার তিষ্ঠিতে পারে না। আবার জ্ঞানাগ্নি পরিশোধিত না হইলে, আত্মোৎকর্ষ সারিত হয় না। অগ্নি তাই নিখিল বিশ্বের জীবন-স্বরূপ এবং আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণের প্রাণভূত। ‘কৃশানো’ পদে, তাই আমরা মনে করি, ভুলোকপতি অগ্নি-দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করুন। এই দেহরূপ ব্রহ্মাও সাত লোকে বিভক্ত।

সে সাতটি লোক বা বিভাগ,—ষট্চক্র এবং সহস্রার ! মনে করিতে পারি, এখানে দেহ-মধ্যস্থ সেই সাতটি বিভাগের অধিষ্ঠাতা দেবতা-সপ্তককে আবাহন করা হইয়াছে । তাঁহারা দেহের অভ্যন্তরস্থ সাতটি বিভাগে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছেন । তাঁহাদিগকে সন্মোদন করিয়া সাধক কহিতেছেন,—‘হে দেবগণ ! শুদ্ধসত্ত্বধারণের জন্ত, আমাতে যে সংকর্ষ-সাধন-সামর্থ্য ও সত্ত্বাবাদির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা যাঁহাতে অবিচলিত থাকে, আপনারা তাহার বিধান করুন ।’ হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ জন্ত, দেবগণকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, সংকর্ষাদির অমুষ্ঠান প্রথম প্রয়োজন । পূর্বে বলিয়াছি,—সংকর্ষে ভগবান্ স্বপ্রকাশ, সংকর্ষে তিনি প্রকটিত হন । কামকোষাদি আসিয়া, সেই সংকর্ষ-সাধনের প্রেরণাকে বা আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করিয়া না দেয়, সেই জন্তই দেবগণের নিকট রক্ষার বা সত্ত্বাবপোষণের প্রার্থনা জানান হইয়াছে । বলা হইয়াছে,—‘বঃ মা দভন্’ ; অর্থাৎ,—‘আপনারা আমাদিগকে হিংসা করিবেন না ।’ ভাব এই যে,—আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না । সত্ত্বাবের আধারস্বরূপ—আপনারা ; আপনারা যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বাব-সংপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে । তখন যে তিমিরে সেই তিমিরেই আমরা ডুবিয়া থাকিব ;—ভগবৎপ্রাপ্তি-কামনা তখন অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবে । ‘যুং মা দভন্’ মন্ত্রাংশের আর এক অর্থ—‘আমাদের অন্তঃশত্রু যেন আপনাদিগকে হিংসা করিতে অর্থাৎ হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে না পারে ! আমাদের কর্মগুণে, আমাদিগের সত্ত্বাব-প্রভাবে আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন ।’

হৃদয় যদি পাপ-পরিশ্রু হয়, সংকর্ষ-প্রভাবে হৃদয় যদি নির্মলতা প্রাপ্ত হয়, দেবভাবের সমাবেশে হৃদয়ে যদি দেবগণ বিরাজমান রহেন, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা যদি জন্মে, তাহা হইলে ভগবান কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? তাহা হইলে, ভক্তের ভগবান্ কি সে হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন ? তিনি যে ভক্তের ভগবান্ ! তাঁহার এ পরিচয়ই যে তাহা হইলে বুধা হয় ! ‘ভক্তজনে এনে বিষ দিলে খাই’—এ তো তাঁহারই বাণী ! তিনি তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ । মন্ত্রভাঃ যত্র তিষ্ঠান্ত তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥” একবার নহে তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—

“যে তু সর্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংত্ৰস্ত মংপরাঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্রকর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঃ উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥”

অর্থাৎ,—‘তাঁহারা একান্ত ভক্তিব্যোগের দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মংপরাগণ হইয়া আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে শীঘ্রই আমাতে নিবেশিত-বুদ্ধি তাঁহাদিগের উদ্ধারকারী হই । অতএব আমাতেই মনস্থির

কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর। তাহা হইলে উর্দ্ধদেশে আমাতেই থাকিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।' তাই তত্ত্ব বলিতেছেন,—‘আপনারা আমাতে অবিচলিত থাকুন, আমার কৰ্ম্ম-সামর্থ্য ও সত্তাব-সমূহ আমাতে অবিচলিত থাকুক। তাহা হইলে সেই পরমানন্দময়কে প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে,—তাহা হইলেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিবে—তাহা হইলেই আমি মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইতে পারিব। হে দেবগণ! আপনারা তাহাই করুন।’ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৭ অনুবাক) ॥

— . —

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । অষ্টমোহনুবাকঃ ।)

(১) উদাযুধা স্বায়ুযোদোষধীনা৮ রসেনোংপর্জন্মশ্চ

শুম্নোগোদস্থাময়তা৮ অনু ।

(২) উর্বন্তুরিক্ষমস্বিহি । (৩) অদিত্যাঃ সদোহশ্চদিত্যাঃ সদ আ সীদ

(৪) অন্তভ্রাদ্যামৃষভো অন্তুরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা ।

(৫) আহসীদদ্বিধা ভুবনানি সত্রাড্‌বিশ্বেতানি বরুণশ্চ ত্রতানি ।

(৬) বনেষু ব্যন্তুরিক্ষং ততান বাজমর্কবৎ পয়ো অন্নিয়ান্ত হবন্ত

ক্রতুং বরুণো বিষ্ণুগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাং সোমমজ্রো ।

(৭) উহ ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ ।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ।

(৮) উস্রাবেতং ধূমাহাবনশ্চ অবারহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ ।

(৯) বরুণশ্চ ক্ষন্তনমসি বরুণশ্চ ক্ষন্তসর্জনমসি ।

(১০) প্রত্যস্তো বরুণশ্চ পাশঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) উদিতি । আয়ুষা । স্বায়ুধেতি স্ব—আয়ুষা । উদিতি । ওষধীনাম্ । রসেন ।

উদিতি । পর্জন্তশ্চ । শুশ্র্বেণ । উদিতি । অস্থাম্ । অমৃতান্ । অহু ।

(২) উরু । অন্তরিক্ষম্ । অধ্বিতি । ইহি ।

(৩) অদিত্যাঃ । সদঃ । অসি । অদিত্যাঃ । সদঃ । এতি । সীদ ।

(৪) অন্তত্ৰাৎ । ত্বাম্ । ঋষভঃ । অন্তরিক্ষম্ । অমিমীত । বরিমাণম্ । পৃথিব্যাঃ ।

(৫) এতি । অসীদৎ । বিশ্বা । ভুবনানি । সত্রাভিতি সম্—রাট্ ।

বিশ্বা । ইৎ । তানি । বরুণশ্চ । ব্রতানি ।

(৬) বনেষু । বীতি । অন্তরিক্‌ম্ । ততান । বাজম্ । অর্কংস্বিত্যর্কং—স্ব ।

পয়ঃ । অগ্নিগ্নাস্ব । হংস্বিতি হং—স্ব । ক্রতুম্ । বরুণঃ । বিকু ।

অগ্নিম্ । দিবি । স্ব্যাম্ । অদধাৎ । সোমম্ । অদ্রো ।

(৭) উদিতি । উ । তাম্ । জাতবেদসমিতি জাত—বেদসম্ । দেবম্ ।

বহন্তি । কেতবঃ । দূশে । বিশ্বায় । স্ব্যাম্ ।

(৮) উশ্রো । এত । ইতম্ । ধূষাহাবিতি ধুঃ—সাহো । অনশ্র ইতি ।

অবীরহণাবিত্যবীর—হনো । ব্রহ্মচোদনাবিতি ব্রহ্ম—চোদনো ।

(৯) বরুণস্ত । স্বস্তনম্ । অসি । বরুণস্ত । স্বস্তসর্জনমিতি স্বস্ত—সর্জনম্ । অসি ।

(১০) প্রত্যস্ত ইতি প্রতি—অস্তঃ । বরুণস্ত । পাশঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্থ্যাস্তুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। ‘স্বাযুষা’ (সংকর্ষসাধনসমর্থন) ‘আযুষা’ (অক্ষয়জীবনলাভেন) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ) । আয়ুজ্ঞানেন সংকর্ষশীলজীবনলাভায় অত্র উদ্বোধনা বর্ততে । অথবা ‘আযুষা’ (জীবনায়, অক্ষয়জীবনলাভায়) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি) ; অপিচ, ‘স্বাযুষা’ (সংকর্ষসাধনাদিনা শোভনজীবনধারণায় ইত্যর্থঃ) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি) । তথা ‘ওষধীনাং’ (কর্মফলক্ষয়কারকানাং কর্মণাং ইত্যর্থঃ) ‘রসেন’ (সারভূতেন শুদ্ধসঞ্চেন সহ ইতি ভাবঃ) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি ইত্যর্থঃ) ; ‘পর্জন্তস্ত’ (স্নেহকারুণ্যরূপস্ত সন্তাববর্দ্ধকস্ত ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘শুশ্লেগ’ (স্নেহকরুণয়া, যদ্বা—তেজসা,

জ্ঞানদীপ্তা সহিত ভাবঃ) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ) । ততঃ ‘অমৃতান্’ (অক্ষরান্, শুদ্ধসত্ত্বান্) ‘অহু’ (উদ্ভিজ্ঞ, অহুহৃত্য, যদ্বা—তান্ হৃদি ধারণায় ইতি ভাবঃ) ‘উদস্থান্’ (উত্তিষ্ঠবানস্মি, প্রবুদ্ধঃ ভবানি—অহমিতি শেষঃ) । আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্প-সূচকোহয়ং মন্ত্রঃ । অয়ং ভাবঃ—হে দেব ! যেনাহং আত্মোৎকর্ষসাধনায় ভগবৎপ্রাপ্তার্থক প্রবুদ্ধঃ ভবানি তদেবং বিধেহি ইতি প্রার্থনা ।

২ । হে দেব ! ঐ ‘উক্’ (বিস্তীর্ণং, কলুষক্লেদপরিষ্কৃতং নির্মলং ইত্যর্থঃ) ‘অন্তরিক্ষং’ (অন্তরিক্ষলোকং, শত্রোরূপদ্রবপরিশূতং হৃদরূপং আধার ইতি ভাবঃ) ‘অহু’ (অহুহৃত্য, অভিলক্ষ্য ইত্যর্থঃ) ‘ইহি’ (অঙ্গচ্ছ) । বিস্তৃতং নির্মলং হৃদয়ং হি ভগবন্নিবাসস্থানং । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! যেন সदैব ঐ হৃদি সংরক্ষিতং শত্রোমি অহুকম্পা প্রদর্শনেন তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ ।

৩ । ‘হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ঐ ‘অদিত্যাঃ’ (অনন্তস্বরূপস্ত ভগবতঃ) ‘সদঃ’ (অধিষ্ঠানং, আধার-স্বরূপঃ বা) ‘অসি’ (ভবসি) । অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ । শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্তবন্তঃ । অতঃ ঐ ‘অদিত্যাঃ’ (অনন্তস্বরূপস্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) ‘সদঃ’ (স্থানং, নির্মলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) ‘আসীদ’ (সর্বতঃ প্রাপ্নুহি, যদ্বা—তত্র উপবিশ ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ ইত্যেবং মন্ত্রামহে । অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ।

৪ । ‘বৃষভঃ’ (অভীষ্টবর্ষকঃ, যদ্বা—সর্বৈববর্ষীয়ঃ ইত্যর্থঃ) সঃ ভগবান্ ‘জাং’ (দ্ব্যালোকং, স্বর্লোকং বা) তথা ‘অন্তরিক্ষং’ (ব্যোমং—সর্বলোকং ইতি ভাবঃ) ‘অন্তভূতং’ (স্তম্ভয়তি, ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ) ; অপিচ, ‘পৃথিব্যাঃ’ (ভূবি) তস্ত ভগবতঃ ‘বরিমাণং’ (শ্রেষ্ঠত্বং, মহিমানং ইত্যর্থঃ) ‘অমিমীত’ (অপরিমেয়ং ইত্যর্থঃ) । অয়ং ভাবঃ সঃ ভগবান্ স্বকীয়েন প্রভাবেন সর্বলোকং ধারয়তি ; পরস্ত তস্ত মহিমাং পায়ঃ কোহপি ন জ্ঞানতি । প্রার্থনা—সঃ ভগবান্ মম হৃদয়ং অধিকরোতু ।

৫ । সত্ৰাট্ (সমাগ্ৰাজমানঃ, যদ্বা—সর্বেষাং স্বামী সঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) ‘বিশ্বা’ (বিশ্বানি, নিখিলানি) ‘ভুবনানি’ (ভূলোকানি—সর্বান্ লোকান্ ইতি ভাবঃ) ‘আসীদৎ’ (ব্যাপ্নোতি) ; ‘বিশ্বা’ (বিশ্বানি সর্বাণি) ‘ইৎ’ (এবং, নিশ্চিতমেব ইত্যর্থঃ) ‘বরুণস্ত’ (তস্ত সর্বশক্তিমন্তঃ করুণাপরম্ব বা ভগবতঃ ইতি যাবৎ) ‘ব্রতানি’ (কর্ম্মাণি, মহিমানঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ, অথবা সর্বাণি বিশ্বানি তস্ত মহিমানং কথয়ন্তি ইতি ভাবঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—বিশ্বব্যাপকত্বং এব ভগবতঃ কর্ম্ম ধর্ম্মঃ বা । অতঃ সঃ ভগবান্ মম হৃদয়ং অধিকৃত্য তত্র অবিচলিতঃ তিষ্ঠতু ।

৬ । ষঃ ভগবান্ ‘বনেষু’ (বনানীনাং অগ্রভাগেষু, বৃক্ষাগ্রেষু ইত্যর্থঃ) ‘অন্তরিক্ষং’ (আকাশং) ‘অর্কংহু’ (পুরুষেষু) ‘বাজং’ (বীর্ষ্যং) তথা ‘উষ্মিহাসু’ (গোষু) ‘পয়ঃ’ (হৃৎ, ক্ষীরং ইত্যর্থঃ) ‘বি ততান’ (বিস্তারিতবান্) সঃ ‘বরুণঃ’ (করুণাধারঃ এব) ‘হুৎহু’ (অন্তরেষু) ‘ক্রতুং’ (সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধনসঙ্কল্প ইত্যর্থঃ) ‘বিনু’ (লোকেষু) ‘অগ্নিঃ’ (জ্ঞানায়িঃ) ‘দিবি’ (দ্ব্যালোকে, স্বর্লোকপ্রাপ্তস্ত সাধকস্ত বা হৃদি) ‘সোমং’ (শুদ্ধসত্ত্বরূপং

অমৃতং) ‘অদধাৎ’ (স্থাপিতবান, প্রদধাতি)। অয়ং ভাবঃ—সৰ্কেষাং বহুনাং শ্রেষ্ঠঃ সারাংশঃ বা ভগবৎকরণাসাপেক্ষঃ। সঃ হিঃ বিশ্বস্ত অধিপতিবেব।

অথবা,

যঃ ‘বরণঃ’ (করণাধারঃ ভগবান) ‘বনেষু’ (অরণ্যসদৃশেষু হৃদয়েষু) ‘অন্তরিক্ষং’ (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং স্নেহকারুণ্যং ইতি ভাবঃ) ‘বি ততান’ (বিস্তারিতবান), তথা ‘অর্কংহু’ (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু, যদা—অদ্রিবৎ অবিচলিতহৃদয়েষু জনেযু) ‘বাজং’ (সৎ-কর্মসাধনসামর্থ্যং) বি ততান, তথা ‘উস্মিরাহু’ (জ্ঞানকিরণেষু, জ্ঞানাভ্যন্তরেযু, যদা—জ্ঞান-দৃষ্টিসম্পন্নেষু জনেযু ইতি ভাবঃ) ‘পরঃ’ (স্বভাবং, ভক্তিং ইত্যর্থঃ) বি ততান, তথা ‘হুংহু’ (ভগবৎপ্রাপ্তিকামেষু অন্তরেযু) ক্রতুং (সৎকর্মসাধনসঙ্কল্পং, সৎকর্ম) বি ততান, তথা ‘বিস্ফু’ (লোকেষু) ‘অয়িং’ (জ্ঞানায়িং—জ্ঞায়িং বা) বি ততান, সঃ ভগবান এব ‘দিবি’ (দ্ব্যলোকে, স্বর্গে) ‘হৃধ্যং’ (জ্ঞানহৃধ্যং, পূর্ণজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) তথা ‘অজৌ’ (পাষণবৎকঠোরেযু অস্মাকং হৃদয়েষু ইতি ভাবঃ) ‘সোমং’ (গুহ্যস্বং) ‘অদধাৎ’ (নিদধাতি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবৎ-রূপয়া অস্মান্ন স্বভাবস্ত উন্মেষঃ ভবতি। মন্ত্ৰোহয়ং ভগবতঃ মহিমাঙ্গাপকঃ। ভগবতঃ মহিমানং কোহপি মিমীতুং ন শকোতি ইতি তাৎপর্য্যঃ।

৭। ‘কেতবঃ’ (প্রজ্ঞাপকাঃ—জ্ঞানরশ্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) ‘বিশ্বায়’ (সৰ্ব্বভূতদেবতাবায়) ‘দৃশে’ (দ্রষ্টুং) ‘তায়’ (প্রসিদ্ধং) ‘জাতবেদসং’ (সৰ্ব্বজ্ঞং, প্রজ্ঞানাবারং বা) ‘দেবং’ (জ্যোতমানং) ‘হৃধ্যং’ (জ্যোতিঃস্বরূপং পরমব্রহ্ম ইতি ভাবঃ) ‘উদ্বহস্তি’ (উর্দ্ধং বহস্তি, সাধকস্ত সহস্রারে প্রকাশয়স্তি)। মন্ত্ৰোহয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানসাহায্যেন সাধবঃ ভগবৎ-স্বরূপং অনুভবং কুর্নস্তি।

৮। ‘উশ্রৌ’ (হে বুধবৎবলবীৰ্য্যসম্পন্নৌ—জ্ঞানভক্তিরূপৌ, যদা—সকামনিষ্কামরূপৌ ইত্যর্থঃ) ‘ধৃষাহৌ’ (শকটধূবং যথা ভারং বা বোতুং সমর্থৌ, জ্ঞানভক্তৌ তদ্বৎ দেবান্ নরহৃদি তথা অকিঞ্চনান্ ভগবন্নিবাসে নয়নসমর্থৌ) ‘অনশ্রঃ’ (ক্লান্তিরহিতৌ, সদ্মানন্দরূপৌ) ‘অবীরহণৌ’ (বীরাণাং হননমকুরীগৌ, অজ্ঞানানাং সংপথি নয়নকর্তারৌ ইতি ভাবঃ) ‘ব্রহ্মচোদনৌ’ (অর্চনাকারিণাং সৎকর্ম ভগবন্তং বা প্রতি প্রেরয়িতারৌ) এতাদৃশৌ যুবাং ‘এতং’ (আগচ্ছতং—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) ‘যুজোথাং’ (স্বয়মেব যুক্তৌ ভবতাং—অস্মাকং মনোরথে ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকস্ত অয়ং মন্ত্ৰঃ। দেবানামানয়নো-পযোগিনং সংবাহনং কৃষ্ণা জ্ঞানং ভক্তিকং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ।

৯। (ক) হে মম জগ্নিহিতে সদবৃত্তে! স্বং ‘বরণস্ত’ (স্নেহকারুণ্যধারস্ত ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘ব্রহ্মনং’ (উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপয়িতা—কর্মরূপে যানে ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি)। অতঃ প্রার্থনা—কর্মপ্রভাবেন যেন বয়ং গুহ্যস্বং ভগবন্তং প্রাপ্যামি তন্নিষেহি; অথবা, অস্মাকং কর্মণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবন্ত।

(খ) অতঃ হে মম সদসদবৃত্তে জ্ঞানভক্তে বা! যুবাং ‘বরণস্ত’ (স্নেহকারুণ্যরূপস্ত ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘ব্রহ্মবর্জ্জনং’ (অচঞ্চলেন স্থাপয়িত্রী—হৃদি কর্মরূপে যানে বা ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা—অস্মাকং কর্মণা সহ ভগবৎসম্বন্ধঃ অবিস্মিন্নঃ ভবতু।



১০। হে ভগবন্! ‘প্রত্যন্তঃ’ (হৃদয়স্থোপরি প্রসারিতঃ ইতি ভাবঃ)। ‘বক্ণস্ত’ (অজ্ঞানতারুপস্ত আবরণস্ত) ‘পাশং’ (বন্ধনং—মোহপাশং ইতি ভাবঃ মুঞ্চতু অপসারয়তু ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভববন্ধনবিমোচনায় অত্র প্রার্থনা ত্রোততে। প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! কৃপয়া অম্মাকং সংসারবন্ধনং ছেদয়তু, স্বাশ্বনি চ অম্মান্ প্রবিলীয়তু। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক)।

বঙ্গানুবাদ ।

১। সংকৰ্ম্মসাধনসমর্থ অক্ষয় জীবন-লাভের জন্য যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই। (আত্মজ্ঞানলাভে সংকৰ্ম্মশীল জীবন-প্রাপ্তির উদ্বোধনা মন্ত্রে বিভ্র-মান)। অথবা, অক্ষয় জীবন-লাভের জন্য যেন উদ্বুদ্ধ হই। অপিচ, সংকৰ্ম্মসাধনাদির দ্বারা শোভন-জীবন-ধারণের জন্য যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই। কৰ্ম্মফলক্ষয়কারক কৰ্ম্মের সারভূত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন আমি উদ্বোধিত হই। সন্দ্বাব-বর্দ্ধক স্নেহকারুণ্য-স্বরূপ ভগবানের স্নেহ-করুণার দ্বারা অথবা তেজের দ্বারা ও জ্ঞান-দীপ্তিতে যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই। তদনন্তর অক্ষয় শুদ্ধসত্ত্বের অনুসরণে (অর্থাৎ,—তাহাদিগকে হৃদয়ে ধারণের নিমিত্ত) আমি যেন প্রবুদ্ধ হই। (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক ও সঙ্কল্পসূচক। ভাব এই যে,—হে দেব! আত্মোৎকর্ষসাধনে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাহাতে প্রবুদ্ধ হই, সেইরূপে আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন)।

২। হে দেব! আপনি আমার কলুষ-ক্লেদ-পরিশূন্য শক্তির উপদ্রব-রহিত স্নিগ্ধ হৃদয়রূপ আধার্য-ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়া আগমন করুন। (তাৎপর্যার্থ—বিশুদ্ধ নির্মল হৃদয়ই ভগবানের নিবাস-স্থান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমি যেন সর্বদা আপনাকে হৃদয়ে রাখিতে সমর্থ হই। অনুকম্পা-প্রদর্শনে আপনি তাহার বিহিত করুন)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধারক ও স্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বই ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি স্থানকে অথবা নির্মল হৃদয়কে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ সেই হৃদয়ে উপবেশন কর। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত করিয়া আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি)।

৪। অভীষ্টবর্ষণকারী অথবা সকলের বরগীয় সেই ভগবান্ দ্যুলোকে এবং অন্তরিক্ষ-লোকে (ব্যোমকে অর্থাৎ সর্বলোকে) ভক্তিত করেন অথবা ব্যাপিয়া আছেন। অপিচ, এই পৃথিবীতে সেই ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমা অপরিমেয়। (ভাব এই যে,—ভগবান্ স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা সর্বলোক ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার মহিমার সীমা কেহই অবগত নহেন। প্রার্থনা—সেই ভগবান্ আমার হৃদয় অধিকার করুন)।

৫। সম্যক্ রাজমান অথবা সকলের স্বামী সেই ভগবান্ নিখিল বিশ্ব-ভুবন ব্যাপিয়া আছেন। বিশ্বের সকলেই সর্বশক্তিমান্ অথবা করুণা-পরায়ণ সেই ভগবানের কার্য্য অর্থাৎ মহিমা ঘোষণা করে। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশ্বব্যাপকতাই ভগবানের কৰ্ম্ম বা ধর্ম্ম। সেই ভগবান্ আমার হৃদয় ব্যাপিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করুন)।

৬। যে ভগবান্ বনানীর অগ্রভাগে অন্তরিক্ষকে, পুরুষগণের মধ্যে বীর্য্যকে এবং গাভীগণের মধ্যে দুগ্ধকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন; সেই করুণাধারী অন্তরের মধ্যে সংকৰ্ম্ম-সাধনসঙ্কল্পকে, লোকসমূহের মধ্যে জ্ঞানায়িকে, স্বর্গলোকপ্রাপ্ত সাধুগণের হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যকে বা পূর্ণজ্ঞানকে এবং পাষণবৎ কঠোর আমাদিগের এই হৃদয়ের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—সকল বস্তুরই শ্রেষ্ঠ বা সার অংশ ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ। সেই ভগবান্ই বিশ্বের অধিপতি)।

অথবা,

যে করুণাধার ভগবান্ অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ের মধ্যে অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত-প্রসারিত স্নেহ-কারুণ্যকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণের মধ্যে সংকৰ্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জ্ঞানের অভ্যন্তরে ভক্তিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষী অন্তরের মধ্যে সংকৰ্ম্ম-সাধন-সঙ্কল্পকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং লোকসমূহের মধ্যে জ্ঞানায়িকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন; সেই ভগবান্ই স্বর্গে জ্ঞান-সূর্য্যকে (পূর্ণজ্ঞানকে) এবং পাষণবৎ-কঠোর আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপাতেই আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়)।

৭। জ্ঞান-রশ্মিসমূহ, সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ

সর্ববজ্র অথবা ধনপতি স্তোতমান্ জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মাকে সাধকের সহশ্রার
পাশে প্রকাশিত করিয়া থাকে ।

৮। বুধবৎ বলবীৰ্য্যসম্পন্ন জ্ঞানভক্তিরূপ অথবা সকামনিষ্কাম-রূপ হে
বাহকনয়! শকটধূর অথবা ভার-বহনসমর্থ অথবা দেবতা বা সংবহনোপযোগী
দেবভাব (অর্থাৎ বুধনয় যেমন শকটের ধূর বা ভার বহন করিতে পারে,
সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকনয় দেবভাবসমূহকে নরহৃদয়ে বহন করিয়া
আনে ; অপিচ অকিঞ্চন জনকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়), ক্রান্তিরহিত
অর্থাৎ সদানন্দরূপ, দুর্বলের অহিংসাকারী অথবা অজ্ঞান-জনকে সংপথে
নয়নকারী, অর্চনাকারীদিগকে সংকর্মসাধনের অথবা ভগবানের প্রতি
প্রেরণকারী,—এতাদৃশ তোমরা (আমাদের হৃদয়ে) আগমন কর, আমা-
দিগের মনোরথে স্বয়ং যুক্ত হও এবং মঙ্গলপ্রদ হইয়া সংকর্মসাধনপ্রবৃত্ত
জনের অর্থাৎ আমাদের হৃদয়রূপ যজ্ঞাগার প্রাপ্ত হও অর্থাৎ তথায়
প্রবেশ কর । (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক । দেবগণের
আনয়নোপযোগী সংবাহন করিয়া জ্ঞান এবং ভক্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত
করি—মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে) ।

৯। (ক) হে মম হৃদ্যিহিত সদ্ব্রুতি ! তুমি স্নেহকরুণাধার ভগবানকে
উন্নত-প্রদেশে অর্থাৎ আমাদের কর্মরূপ যানে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক ।
(প্রার্থনার ভাব এই যে—কর্মপ্রভাবে যেন আমরা শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবানকে
প্রাপ্ত হই । আমাদের কর্মসমূহ ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হউক) ।

(খ) হে আমার সদসংব্রুতি অথবা জ্ঞানভক্তি ! তোমরা আমাদের
হৃদয়ে অথবা কর্মরূপ যানে স্নেহকরুণাধার ভগবানকে অচঞ্চলভাবে
স্থাপনকর্তা হও । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্মের সহিত
ভগবৎসম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক) ।

১০। হে ভগবন্ ! আমাদের হৃদয়ে যে অজ্ঞানতার আবরণরূপ
মোহ-পাশ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অপসারিত করুন । (মন্ত্রটী প্রার্থনা-
মূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে—হে ভগবন্ ! কৃপাপূর্বক আমাদের
সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আপনি আমাদের আত্মাকে আপনাতে বিনীত করিয়া
লউন) । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক) ॥

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

সপ্তমেহম্বাকে সোমক্ৰয়ণমভিহিতং । অথ ক্রৌতং সোমং প্রাচীনবংশে নেতুমষ্টমে শকট-
রোপণং সোমস্তোচ্যতে ।

১। “উদায়ুধা স্বায়ুৰ্বোধোবধীনা৮ রসেনোংপৰ্জ্জন্তস্ত শুষ্ণেগোদস্থামমৃতা৮ অম্ব ।”—
কল্পঃ—“অথৈনমানারোপোত্তিষ্ঠতি উদায়ুধা স্বায়ুৰ্বোধোবধীনা৮ রসেনোংপৰ্জ্জন্তস্ত শুষ্ণেগোদস্থা-
মমৃতা৮ অম্বিতি” ইতি । অমৃতান্নেবানমুলক্যাহুরাদিবিষেষণাবিশিষ্টেন সোমেন সহোদস্থা-
মৃতিষ্ঠানীতি । জীবনমায়ুঃ । তত্রাপি রোগাভ্যাপজ্বরহিতং স্বায়ুঃ । তদুভয়প্রদহাৎ সোমস্ত
তদুভয়রূপত্বং । ওষধীনাং পৰ্জ্জন্তস্ত চ সোমঃ সায় ইত্তরোষধিবতৃমিবিশেষে জায়মানত্বাদবৃষ্ট্যা
বধমানত্বাচ্চ । চতুর্ভির্কিংশেবগৈঃ পৃথকক্রিয়াপদমধ্যেতুং চত্বার উচ্চকাঃ ॥ অমৃতশলাবুলশক্যে-
রর্থমাহ—“উদায়ুধা স্বায়ুৰ্বোত্যা হ দেবতা এবাষারভ্যোত্তিষ্ঠতি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ১১) ইতি ।

২। “উৰ্কন্তুরিক্ক্ষমম্বিহি ।”—কল্পঃ—“উৰ্কন্তুরিক্ক্ষমম্বিহীতি শকটায়াত্রিপ্রব্রজতি” ইতি ॥
উথাপনমারভ্য পুনর্ভূমৌ স্থাপনপর্য্যন্তং সোমোহন্তুরিক্ক্ষাধার ইত্যভিপ্রায়ঃ দর্শয়তি—“উৰ্কন্তু-
রিক্ক্ষমম্বিহীত্যাহান্তুরিক্ক্ষদেবতো হেতুর্হি সোমঃ” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ১১) ইতি ॥

৩-৫। “অদিত্যাঃ সদোহন্তদিত্যাঃ সদ আ সীদান্ততাদ্ভামৃষভো অন্তুরিক্ক্ষমম্বীত
বরিমাণং পৃথিব্যা আহসীদম্বিষা ভুবনানি সম্রাডবিষেতানি বরুণস্ত ব্রতানি ।”—বোধায়নঃ—
“তস্ত ছিদ্রে কৃষ্ণাজিনমাতৃগাতাদিত্যাঃ সদোহসীতি, অদিত্যাঃ সদ ভানীদেতি কৃষ্ণাজিনে
রাজানমথৈনমুপতিষ্ঠতেহন্ততাদ্ভামৃষভো অন্তুরিক্ক্ষমম্বীত বরিমাণং পৃথিব্যা আহসীদম্বিষা
ভুবনানি সম্রাডবিষেতানি বরুণস্ত ব্রতানীতি” ইতি । আপত্ত্যে দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রাবেকী-
চকার । হে কৃষ্ণাজিন স্বমদিত্যা ভূমেঃ সদঃ স্থানমসি । হে সোম তন্তাঃ সদ প্রাপ্ত্বি ।
ঋষভঃ শ্রেষ্ঠোহয়ং সোমো যথা ছালোকো ন পততি তথা স্তম্বনং সংচকার । অন্তুরিক্ক্ষমেতা-
বদিত্যম্বীত পৃথিব্যা বরিমাণং গুরুত্বং চান্বিতম্ । স সোমদেবঃ স্বমহিমা সমাগ্রাজমানো
বিধানি ভুবনানি আসীদম্ব্যাপ্তবান্ । বিষেতানি সর্বাণ্যেবোক্তানি কস্মাণি সর্বাণ্যবরুণেন
বরুণনামঃ সোমস্ত ব্রতানি ব্রতবিরিতানি ॥ প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োঃ স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—
“অদিত্যাঃ সদোহন্তদিত্যাঃ সদ আ সীদেত্যা হ যথায়জুর্বেতং” (সং० কা० ৬ প্র० ১
অ० ১১) ইতি ॥ দ্বিতীয়মন্ত্রসাধ্যং যদাসাদনং তদেব তৃতীয়মন্ত্রেণাপি কর্তব্যমিত্যমুমর্থং হেতু-
পত্তাসপূরঃসরং বিষন্তে—“বি বা এনমেতদন্ধ্বতি যদ্বারুণ৮ সন্তং মৈত্রং করোতি বারুণ্যর্চ্চা-
সাদয়তি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া সমধ্বয়তি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ১১) ইতি । উপনদ্ধঃ
সোমো বরুণো যদ্বিষয়ে মিত্রো ন এহীতি মজ্জং পঠ্যৈত্রং করোতীতি যদন্তি এতেনৈনং
সোমং বান্ধয়তি সম্বন্ধিহীনং করোতি, বারুণ্যর্চ্চা তু সমধ্বয়তি ॥

৬। “বনেষু ব্যস্তুরিক্ক্ষং ততান বাজমর্কং পয়ো অয়িষ্যন্ত হংস্র ক্রতুং বরুণো বিক্ষুণ্ণিং
দ্বিবি স্বর্য্যমদধাৎ সোমমজ্রো ।”—কল্পঃ—“অথৈনং বাসসা পরিতনোতি বনেষু ব্যস্তুরিক্ক্ষং ততান
বাজমর্কং পয়ো অয়িষ্যন্ত হংস্র ক্রতুং বরুণো বিক্ষুণ্ণিং দ্বিবি স্বর্য্যমদধাৎ সোমমজ্রাবিতি”
ইতি । বিততানেতি প্রতিবাক্যম্ভেতি । বরুণনামকঃ সোমদেবো জগদীশ্বরেণাভিন্নঃ সর্বং
নিশ্চমে । তং কিং, বনেষু বৃক্ষমধ্যেষু অন্তুরিক্ক্ষমবকাণং বিততান । অর্কংস্র বাজিষু বাজং

বেগং যতিবিশেষং, পরো গোমু, হৃদয়েষু চিত্তেষু ক্রতুং সক্রমং, বিষ্ণু প্রজাসু ঋতরাগ্নিং, দ্যালোকে সূর্য্যং, সৰ্ব্বভেদে সোমবল্লীমদধাদৃশ্যপন্নং ॥ অনেন মন্ত্ৰেণ কৰ্ত্তব্যং বিধস্তে—“বাসসা পর্য্যানহতি সৰ্ব্বদেবত্যাং বৈ বাসঃ সৰ্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভিঃ সমধর্যত্যাথো রক্ষসামপহতৈ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । মন্ত্ৰার্থো লোকপ্রসিদ্ধ ইত্যাহ—“বনেষু ব্যস্তরিকং ততানেত্যাহ বনেষু হি ব্যস্তরিকং ততান বাজমৰ্কৎস্বিত্যাহ বাজ ৬ হৰ্ষৎস্ব পরো অগ্নিরাশ্বিত্যাহ পরো হগ্নিরাশ্ব হৃৎস্ব ক্রতুর্নিত্যাহ হৃৎস্ব হি ক্রতুং বরুণো বিকৃগ্নিমিত্যাহ বরুণো হি বিকৃগ্নিঃ দিবি সূর্য্য-মিত্যাহ দিবি হি সূর্য্যঃ সোমমদ্রাবিত্যাহ গ্রাবাগে বা অদ্রয়ন্তেষু বা এষ সোমঃ দধতি যো যজ্ঞতে তন্মাদেবমাহ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । অদ্রিশ্চেন্নোত্র পাষণবহলো গিরির্বিবক্ষিতঃ । পাষণশক্তিষু সোমস্তোৎপত্তেঃ । যজমানস্তেষু পাষণেষু সোমঃ প্রাপ্নোতি ॥

কল্পঃ—“উহু ত্যাং জাতবেদসমিতি সৌর্য্যচ্চা জিনং প্রত্যানহত্যধ্ব গ্রীবাং বহিষ্ঠাশ্বিনসনং” ইতি । স চ মন্ত্ৰ এবং পঠ্যতে ॥

৭। “উহু ত্যাং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ । দূশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ইতি ॥”—কেতবো রশ্ময়ন্ত্যং তং পরোক্ষং জাতবেদসমুৎপন্নস্ত সৰ্ব্বস্ত জগতো বেত্তারং সূর্য্যং দেবমুদ্বহন্তি উৰ্ব্বপ্রদেশং প্রাপন্নস্তি । কিমর্থং, বিশ্বায় দূশে সৰ্ব্বস্ত জগতো দর্শনার্থং ॥ সৌর্য্যমন্ত্ৰেণ রক্ষাংসি নিবার্য্যস্ত ইত্যাহ—“উহু ত্যাং জাতবেদসমিতি সৌর্য্যচ্চা জিনং প্রত্যানহতি রক্ষসামপহতৈ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি ।

৮। “উস্রাবেতং ধূৰ্ব্বাহাবনশ্র অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ ।”—কল্পঃ—“অথ সোমবাহনাবানীশ্ব-মানৌ প্রতি নন্ত্রতে—“উস্রাবেতং ধূৰ্ব্বাহাবনশ্র অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনাবিতি” ইতি । হে উস্রৌ বলীবর্দ্ধাবেতমাগচ্ছতং । কৌদৃশৌ, ধূৰ্ব্বাহৌ ভারং সহমানৌ অনশ্র অনসি শকটে ক্রতো খ্যাতে । অবীরহণৌ বীরং শকটস্থিতং সোমমবাহমানৌ । ব্রহ্মচোদনৌ ব্রহ্মানং কৃষিদ্ধারে-ণান্নপ্রবর্ত্তকৌ ॥ মন্ত্ৰস্ত স্পষ্টার্থতামাহ—“উস্রাবেতং ধূৰ্ব্বাহাবিত্যাহ যথায়জুর্বেতং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি ॥

৯-১০। “বরুণস্ত স্তম্ভনমসি বরুণস্ত স্তম্ভনর্জনমসি প্রত্যস্তো বরুণস্ত পাশঃ ।”—বোধায়নঃ—“তয়োর্দক্ষিণং পূর্ব্বং যুক্তি বরুণস্ত স্তম্ভনমসীতি, বরুণস্ত স্তম্ভনর্জনমসীতি শম্যামবগূহতি, প্রত্যস্তো বরুণস্ত পাশ ইতি যোক্ত্রং” ইতি । আপত্ত্যঃ—“বরুণস্ত স্তম্ভনমসীতি শম্যাং প্রতিমোচ্যোস্রাবেতং ধূৰ্ব্বাহাবিত্যনভ্রাহাবুপাজ্য বারুণমসীতি যোক্ত্রপাশং পরিদ্রত্য প্রত্যস্তো বরুণস্ত পাশ ইত্যভিধানীং প্রত্যস্ততি” ইতি । শাখাস্তরাহুসারেণ বারুণমসীতু্যক্তং । এত-চ্ছাহুসারেণ বরুণস্ত স্তম্ভনর্জনমসীতি দ্রষ্টব্যং । যুগচ্ছিজে প্রক্ষেপ্যঃ শব্দুঃ শম্যা । হে শম্যে ত্বং বরুণস্তোক্ষো নিবারণীয়স্ত বলীবর্দ্ধস্ত স্তম্ভনং নিবারণং কুর্কতাসি । গলবন্ধনসাধনং যোক্ত্রং । হে যোক্ত্র ত্বমপি পলায়নান্নিবারণীয়স্ত শম্যেব নিবারণং সৃজসি । দীর্ঘরজুঃ পাশঃ । স চ প্রত্যস্তঃ শকটস্তোপরি প্রসারিতঃ । এতে ত্রয়ো মন্ত্ৰাঃ স্পষ্টার্থা ইতি ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতাঃ ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ —

“উশায়ু সোমমাদায়োরু গচ্ছেচ্ছকটং প্রতি । অদি স্তৃহাহজিনং সোমমদিত্যাং সেতি সাদয়েৎ ॥ ১ ॥ বনে-বস্ত্রেণ বদ্ধোহ প্রত্যানহতি চন্দ্রণ । উস্রাবনভ্রাহৌর্যোগো বরু শম্যাং

বিনিক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥ বরু বদ্ধবা বোক্ত্রপাশং প্রতি ধানীমুপাস্ততি । অনুবাকে হষ্টমেহস্মিন্মজ্জা
এতে দশোদিতাঃ ॥ ৩ ॥’ ইতি ॥

অত্র নীমাংসা নাস্তি ॥

অথ চন্দঃ ।

উদাযুষেতানুষ্ণুপ্ । উর্কীত্যোকপদা গায়ত্রী । অন্তভূদিতি বনেষিতি চ ত্রিষ্টুভৌ । উহ
তামিতি গায়ত্রী ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য-বিরচিত্তে মার্ববীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে হষ্টমোহনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মন্ত্যার্থ-আলোচনা ।

— * —

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—সপ্তম অনুবাকে সোম-ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রসমূহ এবং তাহার
প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় কথিত হইয়াছে । ক্রীত সোম প্রাচীনবংশ-শালায় সংবাহন সময়ে কি
ভাবে কিরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে সেই সোম শকটোপরি স্থাপন করিতে হইবে, এই অষ্টম
অনুবাকে, তাহাই উল্লিখিত হইতেছে । বিনিয়োগ-সংগ্রহ গ্রন্থে সেই প্রক্রিয়া-পদ্ধতি যে ভাবে
পরিবর্ণিত আছে, যথাক্রমে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি ; যথা,—‘উদাযুষা’ প্রভৃতি মন্ত্রে
সোমকে গ্রহণ করিয়া ‘উর্কীস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রে শকটের অভিমুখে গমন করিবে । তার পর ‘অদিত্যা’
প্রভৃতি মন্ত্রে সেই শকটোপরি কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত করিয়া, ‘অদিত্যা সদঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সোমকে
শকটোপরি বিস্তৃত সেই কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে স্থাপন করিবে । উদনস্তর ‘বনেষু’ প্রভৃতি মন্ত্রে
সোমকে বস্ত্রে বন্ধন করিয়া ‘উত্থাত্য’ প্রভৃতি মন্ত্রে শকটোপরিস্থিত কৃষ্ণাজিন দ্বারা পুনরায় সেই
বস্ত্রবদ্ধ সোমকে বাঁধিতে হইবে । ‘উশ্রো’ প্রভৃতি মন্ত্রে বলীবর্দ আনয়ন করিয়া শকটে
যোজনাস্তর ‘বরুণস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যা নিক্ষেপ করিবার বিধি । তার পর ‘বরুণস্ত স্বস্তসর্জন-
মসি’ মন্ত্রে যোক্ত্রপাশ বদ্ধ করিয়া ‘প্রত্যস্তো’ প্রভৃতি শেষে মন্ত্রে সোমাধারকে অভিমগ্নিত করিতে
হইবে । অষ্টম অনুবাকের দশটী মন্ত্রে সোমসংবাহনের এইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিনিয়োগ-সংগ্রহকার
ব্যক্ত করিয়াছেন । এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হয়, আমরা তৎসম্বন্ধে
ভাষ্যকারের অভিমত পরিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন্তব্যও প্রকাশ করিতেছি ।

অষ্টম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—‘উদাযুষা’ প্রভৃতি । এই মন্ত্রে ক্রীত সোম গ্রহণের বিধি ।
সুতরাং মন্ত্রের সন্ধ্যা—সোম । মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যের মত এই যে,—অমৃত-স্বরূপ দেবতাকে
লক্ষ্য করিয়া আয়ুষাদি বিশেষে বিশিষ্ট সোমের সহিত আমি উখিত হই । জীবন—আয়ুঃ ।
যোগাদি উপদ্রব-রহিত যে আয়ুঃ তাহাই স্বায়ুঃ । সোম উভয়বিধ আয়ু প্রদান করে, বলিয়া সোম
সেই উভয়বিধ আয়ুস্বরূপ । সোম ওষধীর এবং পর্জন্তের সারভূত । সোম এবং ওষধী
ভূমিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বৃষ্টির দ্বারা উভয়ই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে । সোমের যে চতুর্বিধ

বিশেষণ মন্ত্রের (বৃক্ষলতাদি) মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, ভাষ্যকারের মতে সেই চারিটা ‘উৎ’ পদ সেই চতুর্বিধ বিশেষণের সহিত অঙ্কিত ।*

এক্ষণে আমরা মন্ত্রের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন । মন্ত্রের মধ্যে ‘উদায়ুযা’ এবং ‘স্বায়ুযা’ দুইটা পদের প্রতি প্রথমেই লক্ষ্য পড়ে । ‘উৎ’ এবং ‘আয়ুযা—এই দুইটা পদে ‘উদায়ুযা’ পদ নিষ্পন্ন । আমাদের মতে ঐ ‘উদায়ুযা’ পদের অর্থ হয়,—‘অক্ষয়-জীবনলাভের উত্তিষ্ঠামি ।’ আর ‘স্বায়ুযা’ পদের অর্থ হইয়াছে,—‘সৎকর্মসাধনাদিনা শোভন-জীবনধারণায় ।’ কিন্তু অক্ষয় জীবন লাভ হয় কি প্রকারে ? যখন ভগবানে আত্মলীন করিতে পারা যায় ;—যখন চৈতন্যে চিৎস্বরূপে আত্মার সন্মিলন সংঘটিত হয় ; তাহা হইলে তখনই অক্ষয় চিরজীবন লাভ হইতে পারে । আর, সৎকর্মাদি সাধন দ্বারা যে শোভন জীবন লাভ হয়, তাহাই ‘স্বায়ুযা ।’ যিনি যাগদানাদি সৎকর্মসাধন করিয়া, অক্ষয় যশঃ অর্জন করিতে সমর্থ হন, তিনি ইহসংসারে মৃত হইলেও জীবিত-পদবাচ্য । ‘কীর্তির্যন্ত সঃ জীবতি ।’ তাঁহার কার্য—তাঁহার কীর্তিই তাঁহাকে জীবিত রাখে । তাই মন্ত্রের প্রথম অংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—‘হে দেব ! ‘স্বায়ুযা’ অর্থাৎ সৎকর্মাদি সাধন দ্বারা যে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইতে পারা যায়, আমি যেন ভবৎপ্রসাদে সেই যশঃখ্যাতির অধিকারী হই, অর্থাৎ,—আমার প্রবৃত্তি, আমার মতিগতি যেন সৎকর্মসাধনে, ভগবানের প্রিয়-কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত হয় ।’ আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—‘হে দেব ! আমি যেন আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই । তাহাতেই যেন আমার অক্ষয় জীবন লাভ হয় ।’ তার পর প্রার্থনা হইয়াছে,—‘ওষধীনাং রসেন উত্তিষ্ঠামি ।’ অর্থাৎ,—কর্মফল-ক্ষয়কারক যে কর্ম, তাহার সারভূত যে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে যেন উদ্বোধিত হই । এখানে কর্মের দ্বারা কর্মক্ষয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । যে কর্মের দ্বারা কর্ম ক্ষয় হয়, সে কর্ম—কোন কর্ম ? মন্ত্রের প্রথম অংশেই তাহা বলা হইয়াছে, সে কর্ম সৎকর্ম । অর্থাৎ, আমার কর্ম এমন হউক, যে কর্মের ফলে আমার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয় হয়, আর সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমার কর্মের অবসান হইয়া যায় । ‘ওষধী’ পদের অর্থ—‘ফলপাকান্ত পর্যান্ত যে জীবিত থাকে ।’ পূর্বে পূর্বে মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যাপদেশে ‘ওষধী’ পদের তাৎপর্য সন্ধকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরা-লোচনা নিম্নয়োজন । ভাব এই যে,—আমার কর্ম-প্রভাব এমন হউক, যাহাতে আমার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবান অধিষ্ঠিত হন এবং সেই কর্মের প্রভাবে আমার কর্মের অবসান হয় ।

তার পর ‘পর্জন্তস্ত শুয়েণ উত্তিষ্ঠামি’ অংশ । ঐ অংশে ভাষ্যের মত এই যে, সোম এবং ওষধী ভূমিতে উৎপন্ন হয়, আর বৃষ্টির জলে তাহারা পরিবৃদ্ধ হইয়া থাকে । লৌকিক হিসাবে,

* শুক্লযজুর্বেদ সংহিতায় এই প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশ পরিদৃষ্ট হয় । সেখানে ভাষ্যাত্মক-ক্রমণিকার (মহীধরের) প্রকাশ,—সোমগ্রহণ করিয়া, সোম-সম্বোধনে মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয় । মন্ত্রটি অগ্নিদেবতা-সম্বন্ধী এবং পুরস্তাদ্ বৃহতী ছন্দে এখিত । মন্ত্রের অর্থ—উৎকৃষ্ট চিরজীবন-লক্ষণভূত আয়ুর নিমিত্ত এবং যাগদানাদি দ্বারা লব্ধ শোভন আয়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত, সোমাদি দেবগণকে অনুসরণ করিয়া উখিত হইয়াছি ।’

প্রাকৃতিক নিয়মে এ অর্থ সঙ্গত হয় বটে। কিন্তু আমাদের অর্থ ভিন্নরূপ। ‘পৰ্জন্তু’ পদে আমরা সাধারণ বুট্টি অর্থ গ্রহণ করি না। বারিধারার জায় ‘ভগবানের করুণাধারার’ বিষয়ই ঐ ‘পৰ্জন্তু’ পদে ব্যক্ত করিতেছে। ‘শুশ্ৰেণ’ পদের সাধারণ অর্থ—‘শোধকেন।’ কিন্তু বাহাতে অন্তরের কলুষক্লেশ পাণপরাশি বিগুহ হয়, এখানে ‘শুশ্ৰেণ’ পদে ‘ভগবানের করুণাধারারূপ সেই জ্ঞান-দৃষ্টিকেই’ বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করি। কৰ্ম্মের দ্বারা কৰ্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে, শোভন জীবন-ধারণের জন্ত সৎকৰ্ম্ম সাধন করিতে হইবে। কিন্তু সে কৰ্ম্ম সম্বন্ধে—সেই কৰ্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে তো জ্ঞানলাভ হওয়া চাই! কৰ্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি না হইলে, সদস্য-বিচারে সামর্থ্য না জন্মিলে, কৰ্ম্মাভ্যুত্থানই যে সম্ভবপর হয় না! সেই জ্ঞানলাভ করিয়া, জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে অগ্রসর হইলে তো চিংস্বরূপ চিন্ময়ে আত্মসম্মিলন ঘটিবে! অক্ষয় অমৃত ভগবানকে পাইতে হইলে, শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইয়া সৎকৰ্ম্ম-সাধনে কৰ্ম্মফল ক্ষয় করিয়া শোভন আত্ম লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানদৃষ্টিই প্রথম প্রয়োজন। তাই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে, ভগবানের ব্রহ্মকরুণায় জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের অনুসরণে অর্থাৎ অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষণে যেন উদবুদ্ধ হই। ফলতঃ, সৎকৰ্ম্ম সাধনে, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে, এবং জ্ঞানদৃষ্টিলাভে—অক্ষয় জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া, আমাকে সৎকৰ্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন। জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করিয়া কৰ্ম্মফল গ্রহণে আমাকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন।’

দ্বিতীয় (উর্ধ্বস্তরিকমমিহি) মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব আহরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকারের মতে—উত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় ভূমিতে সোমস্থাপন পর্যন্ত সোমের আধার অন্তরিক। সেই হেতু সোম অন্তরিক দেবতা বলিয়া কথিত হয়। যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, এস্থলে তাহা বিবৃত করিতেছি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—‘ভগবানকে যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হই।’ কিন্তু কি উপায়ে মানুষ ভগবানকে পাইতে পারে? জপ, তপ, পূজা, আরাধনা, কৰ্ম্ম—যাহা কিছু কর না কেন, সকল কৰ্ম্মের মধ্য দিয়াই দেবভাবের অধিষ্ঠান থাকা চাই। শ্রীমত্তগবঙ্গীতায় বিস্তৃতভাবে যে নিকাম কৰ্ম্মের উপদেশ আছে, এখানে বীজরূপে সেই উপদেশের অমোঘ তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে বৃষ্টিতে পারি। আমি যে কৰ্ম্ম করিব, আমি যে জপতপ-পূজাআরাধনায় প্রবৃত্ত হইব, আমার সে কৰ্ম্মের নিয়োগকর্ত্তা কে হইবেন? সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন, কোনও ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহারই কার্যে ব্রতী হইলেই তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায়। মন্ত্রের তাই উপদেশ—সর্বকৰ্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিয়া, তাঁহারই কার্যে উৎসৃষ্ট-প্রাণ হও। ইষ্টসিদ্ধি হইবে—ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।’ তাহাই তোমার মোক্ষ—তাহাই তোমার পরমার্থ!

অতঃপর তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম (‘অদিত্যা’ হইতে ‘ব্রতানি’ পর্যন্ত) মন্ত্রত্রয়ের তাৎপর্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যের বিভাগ অনুসারে ঐ তিনটি মন্ত্র একমন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা বোধদৌকৰ্ণ্যার্থ উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্যমতে তৃতীয় মন্ত্র শকটোপরি কৃকাদিন আকীর্ণ করিতে করিতে পাঠ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রটি কৃকাদিনের

সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রার্থ,—‘হে কৃষ্ণাজিন! তুমি ‘অদিত্যাঃ’ অর্থাৎ অখণ্ডিতা পৃথিবীর (ভূমির) স্থান-রূপ হও।’ অতঃপর সেই শব্দটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে সোম স্থাপন করিয়া তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ পাঠ করিবার বিধি। সে মতে মন্ত্রটী সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রার্থ,—‘হে সোম! তুমি ভূমিসম্বন্ধি সেই স্থান সর্বত্র প্রাপ্ত হও! অতএব সেখানে অর্থাৎ শব্দটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণাজিনে উপবেশন কর।’ অতঃপর সোমকে আলম্বন করিতে করিতে ‘অস্তভূদ্রাং ত্বাং’ ইত্যাদি চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রদ্বয় বরুণ-দেবতা-সম্বন্ধী ও দ্বিষ্টভ-ছন্দোবিশিষ্ট। ক্রীত সোমের বরুণ-দেবতাস্ব-নিবন্ধন বরুণকে ব্রহ্মরূপ জ্ঞানে মন্ত্রদ্বয়ে তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে। সে হিসাবে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ; যথা,—‘শ্রেষ্ঠ বরুণ ত্বাং’ অর্থাৎ দ্ব্যলোককে স্তম্ভন করেন অর্থাৎ দ্ব্যলোক বাহাতে পতিত না হয় অথবা সোম বাহাতে দ্ব্যলোকে পতিত না হয়, বরুণদেব স্বকীয় আজ্ঞা দ্বারা সেইরূপ অন্তরিক্ষলোকেও স্তম্ভন করেন; অপিচ, তাহাতে পৃথিবীর উরুস্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠস্ব অপরিমেয় অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠস্ব স্বকীয় মহিমায় প্রতিপাদিত করেন। পরন্তু স্বমহিমার দ্বারা সম্যক রাজমান সেই বরুণদেব বিশ্বের সকল ভূবন (লোক) ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। পূর্বোক্ত সকলই সেই সর্বাধারক বরুণ নামক সোমের কার্য্য অর্থাৎ দ্ব্যলোক-স্তম্ভনাদি-রূপ ব্রতবৎ নিয়ম-কর্ম্ম বরুণদেব সর্বদাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।’

যাহা হউক, মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কৃষ্ণাজিন ও সোম-সম্বোধন-সূচক কোনও পদই মন্ত্রসমূহে পরিদৃষ্ট হইল না। স্তূতরাং ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধনমূলক পদদ্বয় পরিহার করিতে বাধ্য হইলাম। পক্ষান্তরে, আমরা তৃতীয় মন্ত্র শুদ্ধসম্ব-সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। সে সম্বন্ধে আমাদের যৌক্তিকতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভাষ্যকার মন্ত্রদ্বয়ে যে অর্থ পি-গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের পরিগৃহীত পদ্যার অনুসরণে সে অর্থও আমরা গ্রহণ করিলাম না। সে বিষয় আমাদের প্রকাশিত মন্দ্যাক্ষুনারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গাক্ষুবাদেই প্রকটিত দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে কি হুত্রে আমরা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

তৃতীয় মন্ত্র শুদ্ধসম্বের সম্বোধন আছে। পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষায় সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। ‘অদিত্যাঃ’ পদ ‘অদিতি’ শব্দ হইতে নিম্পন্ন। ‘অদিতি’ শব্দে অনন্ত বুঝায়—বেদ-ব্যাখ্যায় বিভিন্ন স্থানে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনন্ত বলিতে ভগবান্ ভিন্ন অপরকে বুঝায় না। স্তূতরাং ‘অদিত্যাঃ’ পদে ‘অনন্তরূপস্ত ভগবতঃ’ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। ‘সদঃ’—অধিষ্ঠান আধার। আধার যেমন ধারণ করে, শুদ্ধসম্ব সেইরূপ ভগবানকে ধারণ করে। এখানে ‘অদিত্যা সদঃ’ বলিতে ভগবানের আধারভূত সেই শুদ্ধসম্বকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ ও শুদ্ধসম্ব যে আধার ও আধেয় রূপে বিরাজমান, পরস্পর অঙ্গাদীকরণ! যেখানে শুদ্ধসম্ব, সেইখানেই যে ভগবান্; আবার যেখানে ভগবান্, সেইখানেই যে শুদ্ধসম্ব; তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। তাই ‘সদঃ’ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—‘আধাররূপঃ বা অংশীভূতঃ’; এবং তাহা হইতে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে শুদ্ধসম্ব! তুমি ভগবানের আধারস্বরূপ হও।’ ছন্দে শুদ্ধসম্বের উদয় হইলে, সে ছন্দে ভগবানের অধিষ্ঠান অতি সহজে

হইয়া থাকে। নিশ্চল পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের আসন। শুদ্ধস্বের দ্বারা সে আসন প্রস্তুত হয়। শুদ্ধস্বের প্রভাবেই তথায় ভগবান আসিয়া উপস্থিত হন।

তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতান্তর থাকিলেও, অর্থ-বিষয়ে প্রায়ই মতানৈক্য নাই। ঐ মন্ত্রের ‘অদিত্যাঃ সদঃ’ পদদ্বয়ে ভাষ্যকার ‘ভূমি বা পৃথিবী সম্বন্ধি স্থান’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ‘অদিতি’ পদ অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বুঝায় বলিয়া, ঐ পদদ্বয়ে আমরা ‘ভগবৎসম্বন্ধিনঃ স্থানং, যদা—নিশ্চলং হৃদয়ং’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমার্শের সহিত তাহাতে ভাবসঙ্গতিও রক্ষিত হইয়াছে, আবার মন্ত্রার্থে এক উচ্চ ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয় যখন নিশ্চল হয়, অন্তর যখন পবিত্র ভাব ধারণ করে, তখনই সে হৃদয়ে শুদ্ধস্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। আবার, শুদ্ধস্ব সঞ্চিত হইলেই,—হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উদ্ভূত হইলেই, তখনই ভগবানকে বলা যায়, তখনই ভগবানের নিকট প্রার্থন করা চলে,—‘হে শুদ্ধস্বরূপ ভগবন্! তাপনি আমার হৃদয়ে আসিয়া উপবেশন করুন।’ তখনই তাঁহাকে ডাকিবার ভরসা হয়; তখনই তাঁহাকে পাইবার জগ্গ হৃদয়ে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে; তখনই ডাকার মত ডাকিবার সামর্থ্য আসে। তদ্বিন্ন সে শক্তি-সঞ্চয় সম্ভবপর কি?

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র ভগবানের মহিমাভ্যাপক। তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার নিয়মে ভূলোক, ভুবলোক ও স্বলোক—সকল লোকই যথাস্থানে অবস্থিত আছে। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টসামগ্রী তাঁহারই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে—মন্ত্রদ্বয়ে এই ভাবই পরিষ্কৃত। চতুর্থ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘পৃথিব্যাঃ’ পদের অর্থে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। মন্ত্রে ‘পৃথিব্যাঃ’ পদে ষষ্ঠী-বিভক্তি আছে; কিন্তু অর্থে আমরা সপ্তম্যাস্ত ‘ভূমি’ পদ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদের ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ‘পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব অপরিমেয়’ অর্থ অপেক্ষা, ‘বিশ্বের কেহই ভগবানের মহিমার অন্ত পায় না’—এই অর্থই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করি।

ষষ্ঠ মন্ত্র করুণাময় ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক। ভগবানের করুণাধারা ইহসংসারে কেমনভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে, এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত। ভাষ্যেও সেই ভাবই প্রকাশিত। তবে উহার মধ্যে যে একটু নিগূঢ় তত্ত্বের সন্নিবেশ আছে, আমরা তাহাই বিশ্লেষণ করিবার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র। আমাদের দৃষ্টি দুই প্রকার অর্থে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বাহু-জগতের প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত-অন্তর্জগতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের সাদৃশ্য-তত্ত্ব তুলনায় বিশ্লেষিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়—মন্ত্রের মূল লক্ষ্য হৃদয়ের প্রতি। সংসারের বিবিধ পদার্থের মধ্যে যেমন তাহাদিগের সারভূত এক একটা সামগ্রী আছে এবং ভগবান্ সেই সেই পদার্থের মধ্যে সেই সেই সারভূত সামগ্রী সন্নিবেশ করিয়া যেমন আপনার অপার মহিমার ও অশেষ করুণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; সেইরূপ, সেই করুণাময় ভগবান আমাদের এই পাষণবৎ কঠোর হৃদয়ের মধ্যে সম্ভাব্যের দ্বারা স্বতঃপ্রবাহিত রাখিয়া, আপনার অশেষ মহিমা প্রকাশ করিয়া বিত্তমান আছেন। তাঁহার করুণার প্রকাশ যে কত দিকে—কত প্রকারে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? তাই বলা হইয়াছে—“বনেষু অন্তরিকং বি-ততান”। অর্থাৎ, তিনি বন-সমূহে অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত রাখিয়াছেন। ভাষ্যের ভাব এট,—যদিও অন্তরিক্ষ সর্বগত, তথাপি বনে মূর্ত-দ্রব্যের

অজাব-বশতঃ সেখানে আকাশের অত্যন্ত বিস্তৃতি প্রতিপন্ন হয়। আমরা এই স্থলে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ ‘বনেষু’ পদে আমরা ‘অরণ্যানি’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। নিবিড় অরণ্যের পর, আর যে আকাশ আছে—সাধারণ-দৃষ্টিতে সহসা তাহা উপলব্ধ হয় না। মনে হয়,—ঐ বনাতেই যেন আকাশের শেষ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। অরণ্য যত দূর-বিস্তৃত হউক না কেন, তদন্তর্গত বৃক্ষরাজি যত-দূর উর্দ্ধেই মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান থাকুক না কেন, সেই বনের সীমান্ত পরেও, সেই উন্নতশির তরুরাজির শীর্ষদেশ অতিক্রম করিয়াও, অন্তরিক্ষ বিद्यমান আছে। এই দৃষ্টান্তের শিক্ষা এই যে,—আমরা যাহাকে সীমা বলিয়া ধারণা করি, বাস্তবিক তাহা সীমা নহে। অসীম অনন্ত আকাশের দ্বায় ভগবান্ অসীম অনন্ত রূপে বিद्यমান রহিয়াছেন। তিনি এখানে নাই—সেখানে আছেন; অথবা তিনি সেখানে নাই, এখানে আছেন;—এই যে একটা দ্রাস্ত ধারণা লইয়া আমরা করুণাময় ভগবানের গণ্ডী নির্দেশ করি, মস্তাংশ সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া দিতেছে। এক পক্ষে ‘বনেষু অন্তরিক্ষং’ পদদ্বয়ে এই এক ভাব প্রাপ্ত হই; পক্ষান্তরে ঐ দুই পদে আবার অন্তর্জগতের আর এক তত্ত্বকথা ব্যক্ত আছে বুঝিতে পারি। সে পক্ষে “বনেষু” পদে অরণ্যসদৃশ আমাদিগের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। হিংস্র রিপুশ্যাপদসম্মুল এই হৃদয়ের সময়ে সময়ে যে স্নেহ-করুণার ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার কারণ কি? সে কারণ কি এট নহে—সেই করুণাময়—“বনেষু অন্তরিক্ষং বি-ততান!” এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ‘অন্তরিক্ষং’ পদের প্রতিবাক্যে ‘অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং স্নেহকরুণ্যং’ পদাবলি গ্রহণ করিয়াছি।

“বনেষু অন্তরিক্ষং”—করুণাময়ের করুণার এই যেমন এক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি; তদ্রূপ তাঁহার করুণার আর এক পরিচয়—“অর্কংসু বাজং”। এ পক্ষেও দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি; যাহা বা পুরুষ, তাঁহারা যে বীর্যবান্ হয়েন, সে এক তাঁহারই করুণা। অথবা, যাহারা আয়োংকর্ষসম্পন্ন, তাঁহাদিগের মধ্যে সংকর্ষসাধনসামর্থ্য স্বতঃসজ্জাত হয়। ইহাও ভগবানেরই করুণা,—তাঁহারই অলৌকিক বিধান। তাই যাহারা ভগবানের প্রতি অন্ন অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সংকর্ষ-সাধনের ক্ষমতা আপনিই জাগিয়া উঠে। ‘অর্কংসু বাজং’ পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশমান। তার পর—“অগ্নিসু পয়ঃ”। এখানেও দুই রূপ ব্যাখ্যায় দুই রূপ ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি। ‘অগ্নি’ পদে গাভীকে বুঝায়। আবার, ঐ পদে জ্ঞান-কিরণকেও (জ্ঞানকে) বুঝাইতে পারে। গাভীর মধ্যে যেমন ভগবান্ দুগ্ধকে সঞ্চিত রাখিয়াছেন; তেমনি জ্ঞানের মধ্যে তিনি শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিকে) সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছেন। উভয় পক্ষেই তাঁহার করুণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কার্যকারিতার একটু সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কালবশে গাভীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চয় হয়। আমরা তাহা দোহন করিয়া প্রাপ্ত হই। এখানে যেমন দোহন-রূপ কর্ষ, জ্ঞানকে ভক্তিসম্ব্যুত করিবার পক্ষে তদ্রূপ একটু কর্ষের প্রয়োজন হয়। জ্ঞানভাস্তরে ভক্তি—মানুষকে মোক্ষপথে অগ্রসর করে। জ্ঞান-ভক্তির এই সংযোগ—ভগবানের করুণা-প্রভাবই সমাহিত হয়। এইরূপ, “হংসু ক্রতুং” “বিকু অগ্নিঃ”, “দিবি সূর্য্যং” এবং “অদ্রৌ সোমং” প্রভৃতি বাক্যাংশেও ভগবানের বিবিধ করুণার নিদর্শন পাই।

তাঁহার এই সকল করুণার উপর যে করুণা—তাঁহার সর্বপ্রধান যে করুণা, আমরা মনে করি, “অদ্রৌ সোমং” পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে ; এবং ঐ দুই পদের ব্যাখ্যা-বিষয়েই ভাষ্যের সহিত আমাদের সন্মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভগবানের প্রধান করুণা—তাঁহার সকল করুণার সার করুণা—সে কি ? না—ভাষ্যকার বলিলেন,—পর্বতের মধ্যে তিনি সোমলতাকে স্থষ্টি করিয়াছেন ! কেন-না, সোমলতার রস মাদকতা-সম্পন্ন ; আর, সে রস-পানে ইন্দ্রাদি তৃপ্ত হন ! এই এক ভ্রান্তবিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল থাকায়, এইরূপ অর্থবিকৃতি ঘটিয়া গিয়াছে। লতা-পাতা মাদক-দ্রব্য—এ তো তাঁহার স্থষ্টির সর্বত্রই আছে ! ইহাতে তাঁহার অলৌকিকত্ব বা অভিনবত্ব আর কি থাকিতে পারে ? আমরা তাই বলি, ঐ ভাব—ভাবই নহে, ঐ অর্থ—অর্থই নহে। যিনি ছ্যলোকে স্বর্ঘ্যকে স্থাপন করিয়াছেন অথবা যিনি স্বর্গলোকে জ্ঞানাদারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; অন্তরিক্ষ বাহ্যর বিশাল স্থষ্টি-মহিমার জ্ঞোতনা করিতেছে ; তাঁহার মহিমা-কীর্তনের জন্ত মাত্র একটা সোমলতা-স্থষ্টির উপমা প্রয়োজন হইল ? এ অর্থ আমরা কখনও সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। সোম-শব্দে পূর্বাপর আমরা যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাব অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও তাহারই সার্থকতা উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি, সেই তাঁহার অপার করুণা—আমাদের গ্রায় নাস্তিক পাষাণের পাষাণ-হৃদয়ে তিনি যে শুদ্ধসত্ত্বের স্নেহধারা সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন ! বেদিক দিয়া যে ভাবেই অর্থ পরিগ্রহণ করি না কেন, তিনি যে ‘বরুণঃ’ তিনি যে রূপাবারিবর্ষক, তাঁহার পূর্বোক্ত কস্মই অর্থাৎ এই পাষাণ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার-করণই তাঁহার প্রধান মহিমার পরিচায়ক। উপমা-সমূহের দ্বারা তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। তিনি যেমন ‘বনেষু অন্তরিক্ষং বিততান’, তিনি তেমনি ‘অদ্রৌ সোমং অদধাৎ।’ উভয়ত্রই অপার মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়—বরুণ নামক সোমদেব এবং জগদীশ্বর অভিন্ন। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন। সে কিরূপ ? তিনি বৃক্ষসমূহের মধ্যে অন্তরিক্ষরূপ অবসান নির্মাণ করেন, অশ্বসমূহের মধ্যে বেগ বা গতি প্রদান করেন ; গাভী-সমূহে পয়ঃ, হৃদয়ে স্কন্ধ, মনুষ্যে ঋতরাগ্নি, ছ্যলোকে স্বর্ঘ্য এবং পর্বতে সোমবল্লী স্থাপন করেন।’ ভাষ্যমতে এখানে ‘অদ্রি’ শব্দে পাষাণবহুল পর্বতকে বুঝাইতেছে। পাষাণ-সন্ধিসমূহে সোম উৎপন্ন হয়, আর যজ্ঞমানগণ সেই পাষাণের মধ্যে সোম প্রাপ্ত হন।

সপ্তম (উক্তভাং প্রভৃতি) মন্ত্র, ভাষ্যমতে, শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মের দ্বারা বস্ত্রাবদ্ধ সোমকে বন্ধন করিতে হয়। মন্ত্রটি স্বর্ঘ্য-মন্ত্র। ভাষ্যের অর্থ—সকল জগতের বেত্তা স্বর্ঘ্যকে রশ্মিসমূহ উর্দ্ধপ্রদেশে প্রাপ্ত করায়। কি জন্ত !—সকল জগতের দর্শনের জন্ত। (১) বাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রে এক উচ্চতাব প্রত্যক্ষ করি। ‘কেতবঃ’ পদের অর্থ—ভাষ্যমতে, ‘রশ্ময়ঃ’। আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—‘প্রজাপকঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ’ অর্থাৎ প্রজাপক জ্ঞান-রশ্মিসমূহ। এ স্থলে ‘প্রজাপক’ শব্দ জ্ঞানকিরণেরই পূর্ণ-জ্যোতক। ‘দূশে বিশ্বায়’ পদের অর্থে সায়ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—‘সর্বত্র জগতো’ দর্শনার্থ ; অর্থাৎ সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত। আমাদের মতে সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত। এ স্থলে ভুবন বা দেবভাব

উভয় পদই অধ্যাহৃত। ‘স্বর্ঘ্য’ শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা ‘জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পরব্রহ্মের স্বর্ঘ্য-রূপ বিভূতিতেই জ্যোতির পূর্ণ-অভিব্যক্তি। তাই তিনি পূর্ণব্রহ্ম। এ পক্ষে মন্ত্রস্থিত বিশেষণ পদ-কয়টিরও বেশ সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—সাধক যখন শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, তখন তিনি সেই জ্ঞান সাহায্যে পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ ব্রহ্মরূপস্থিত সহস্রার পদে দেখিতে পান; এবং সেই পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ প্রভাবে তাঁহার সমস্ত দেবভাব স্বতঃই অধিগত হইয়া থাকে। আমরা মনে করি, মন্ত্র এই তত্ত্বই বিবৃত করিতেছে। •

* এই মন্ত্রটি সামবেদ-সংহিতার আশ্বেয় পর্বে (১প্র—৩দ—১২সা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে সায়ণ যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণযজুর্বেদোক্ত এই মন্ত্রের অর্থ হইতে স্বতন্ত্র। আমরা নিম্নে সায়ণের সেই ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম; যথা,—

“কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ স্বর্ঘ্যাশ্বাঃ। যদা স্বর্ঘ্যরশ্ময়ঃ স্বর্ঘ্যং সর্বশ্চ প্রেরকমাদিত্যং উদ্বহন্তি উর্দ্ধং নয়ন্তি। কিমর্থং? বিশ্বায় বিশ্বশ্চৈ সর্বশ্চৈ ভুবনায় দৃশে দ্রষ্টুং যথা সর্বৈ জনাঃ স্বর্ঘ্যং পশুন্তি তথোর্দ্ধং বহন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং স্বর্ঘ্যং? ত্যং প্রসিদ্ধং জাতবেদসং জাতাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা। দেবং জ্যোতমানং।”

অর্থাৎ,—প্রজ্ঞাপক স্বর্ঘ্যাস্বগণ অথবা স্বর্ঘ্যাকিরণসমূহ সকলের (স্ব স্ব কর্মে) প্রেরক আদিত্যদেবকে উর্দ্ধদেশে বহন করিয়া থাকে। কি জন্ত বহন করিয়া থাকে? না—সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত (অর্থাৎ,—সকল লোকই যাহাতে স্বর্ঘ্যদেবকে দেখিতে পায়, সেইজন্ত)। স্বর্ঘ্যদেব কিরূপ? না—প্রসিদ্ধ প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা বা জাতপ্রজ্ঞ অথবা জাতধন।

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যেরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা নিম্নে দুইটি অর্থ প্রদান করিলাম। যথা—(১) “অশ্বরূপ রশ্মিসকল জন্তুমান্ত্রের প্রবুদ্ধকারী স্বর্ঘ্য নামে প্রসিদ্ধ সেই অগ্নিদেবতাকে নিরন্তর উর্দ্ধে বহন করিতেছে। তাহাতেই এই বিশ্বচরাচর দৃষ্ট হইতেছে।” (২) “যেরূপে ভুবনস্থ সকল লোক দেখিতে সমর্থ হয়, স্বর্ঘ্যের রশ্মি বা ষোটকসমূহ প্রাণি সকলের বিজ্ঞাতা জ্যোতমান্ সেই প্রসিদ্ধ স্বর্ঘ্যকে সেই প্রকারে উর্দ্ধে বহন করিতেছে অর্থাৎ লইয়া বাহিতেছে।”

সামবেদের ‘আশ্বেয় পর্বে’ এই স্বর্ঘ্য-মন্ত্র কিরূপে সুসঙ্গত হয়, এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। সায়ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছেন,—“ছত্রিণো গচ্ছন্তি” এবং “প্রাণভূত উপদধাতি” এই ঞ্জাম্বস্বসারে সেখানে স্বর্ঘ্যাস্বক মন্ত্রও আশ্বেয় বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ,—‘ছত্রিগণ গমন করিতেছে’ বলিলে, তন্মধ্যস্থিত কাহারও যদি ছত্র না থাকে, সেও যেমন ছত্রিরূপে গণ্য হয়, তদ্রূপ; এবং ‘প্রাণভূত উপদধাতি’—এস্থলে অগ্ন্যধান সন্ধকীয় ইষ্টকোপধান বিধিতে প্রথম মন্ত্রে প্রাণ-শব্দের গ্রহণ থাকায়, জৈমিনির “সমবায়্যাৎ” হ্রদ্রাম্বসারে যেমন তন্ময়যুক্ত অপর মন্ত্রও ‘প্রাণভূৎ’ শব্দের লক্ষ্য, সেইরূপ। ফলতঃ, উভয়ই কষ্টকল্পনা দ্বারা মন্ত্রের আশ্বেয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। আমাদের মতে এরূপ কষ্টকল্পনার আদৌ আবশ্যক করে না। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

অষ্টম (‘উজ্জোবেতং’ প্রভৃতি) মন্ত্র কথঞ্চিং সমস্তানুলক। ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে নানা সংশয়ের উদয় হয়। এমন কি, অপৌরুষেয় বেদ-মন্ত্রের প্রতি স্বতঃই উপেক্ষার সঞ্চার হইয়া থাকে। মনে হয়, কি উচ্চভাবের মন্ত্রে কি বিপরীত অর্থই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে? আর তাহা মনে হইলে—সে অর্থের বিষয় স্মরণ করিলে—যুগপৎ ক্ষোভে ও বিস্ময়ে হৃদয় ত্রিস্রমাণ হয়। পূর্ব-মন্ত্রে শকটোপরি আস্তীর্ণ কুজাজিনকে সোধোদন করা হইয়াছে; আর এই মন্ত্রে শকটবাহী বুধব্রহ্মের (বলীবর্দে) প্রতি সোধোদন আছে। শকটোপরি কুজাজিন বিস্তৃত হইল, তত্‌পরি সোম পরিস্থাপিত হইল। কিন্তু সে শকট বহন করিবে কে? তাই বলীবর্দ বা বুধের আবশ্যক। সেই জন্তই বোধ হয় ভাষ্যকার বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বুধের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া, পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। মন্ত্রে ‘উজ্জো’ পদ আছে। ‘উজ্জো’ (উজ্জা) পদের নানা পর্যায় নিরুক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ‘বুধ’ও এক পর্যায় বটে। কিন্তু এখানে যেভাবে পদটী প্রযুক্ত আছে, তাহাতে সাধারণতঃ বুধ-বিশেষের প্রতিই লক্ষ্য আসে। নিত্য-সত্য বেদ-মন্ত্রের সহিত অনিত্য-বস্তুর (বুধ-বিশেষের) সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে, বেদের নিত্য ও অপৌরুষেয়ত্ব লোপপ্রাপ্ত হয়। আমরা তাই মন্ত্রের সহিত অনিত্য-বস্তুর সম্বন্ধ-খ্যাপনে—‘উজ্জো’ পদ বুধ-বিশেষ সোধোদনে প্রযুক্ত বলিয়া স্বীকার করি না। আমরা মনে করি, মন্ত্রান্তর্গত এই ‘উজ্জো’ পদেই মন্ত্রে এক উচ্চ আদর্শের অবতারণা করা হইয়াছে।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘হে বলীবর্দব্রহ্ম! তোমরা এস এবং আপনা-আপনিই রথে যুক্ত হও। তোমরা কিরূপ?—না, ‘ধূষাহৌ’—ভারবহনক্ষম অর্থাৎ শকট-ধূর বহনে সমর্থ—রথ টানিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন’; সেইরূপ ‘অনশ্রঃ’—নয়নযুগলে অশ্রুবারিশৃঙ্খ অর্থাৎ অক্লান্ত উৎসাহ-সম্পন্ন; আর ‘অবীরহণৌ’ শকটস্থিত সোমের বধকারী নহ অথবা শূল্যাদি দ্বারা শিক্তদিগকে অহিংসাকারী এবং ‘ব্রহ্মচোদনৌ’ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে বজ্রের প্রতি প্রেরণকারী অথবা কৃষি দ্বারা অগ্নির প্রবর্তক। এবিধ যে তোমরা, সেই তোমরা শান্তভাবে যজ্ঞমানের গৃহ-সমূহের অভিমুখে গমন কর।’

এই মন্ত্রের আমরা যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি এবং মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। তৎপক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্দ্যানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। মন্ত্রের প্রথম সমস্তানুলক ঐ সোধোদন পদ—‘উজ্জো’। নিরুক্তে ‘উজ্জাঃ’ পদ যেমন গো-নামের অন্তর্নিবিষ্ট, সেইরূপ ঐ পদ আবার রশ্মি-নামের অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই। আমরা ঐ দ্বিবিচিন্তা পদে ভক্তি ও জ্ঞান-রশ্মি ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে ‘উজ্জো’ পদ বুধ-সোধোদনে নিয়োজিত এবং দ্বিবিচনে ব্যবহৃত। শকটবাহনের বিষয় মনে করিয়াই, শকট ছইটী বুধ ভিন্ন সংবাহিত হয় না বুঝিয়াই, ভাষ্যকার ‘উজ্জো’ সোধোদন পদের বলীবর্দে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদে সে অর্থ গ্রহণ করি না। তাহারা যে কোন্ সামগ্রী বহন করিতেছে, তাহার স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিলেই ‘উজ্জো’ পদের ‘বুধৌ’ অর্থ অধ্যাহারের সঙ্গতি নষ্ট হইয়া যায়। ভাষ্যে বলা হইয়াছে,—বুধ বা বলদ সোমকে বহন করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু সে সোম কি? সোম বলিতে যে শুদ্ধসত্ত্বতাবকে, সকল পদার্থের

সারভূত বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও আমরা সে লক্ষ্য হইতে দ্রষ্ট হই নাই। এখানেও আমরা সেই সকল পদার্থের সারভূত সামগ্রীকেই লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং সে মতে এখানে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—
ব্রহ্মের জ্ঞান শক্তিশালী জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকদ্বয় দেবভাবসমূহকে বহন করিয়া আনে। এই ভাবেই আমরা ‘উত্রো’ পদে ‘বৃষবৎবলবীৰ্য্যসম্পন্নো বাহকো—জ্ঞানভক্তিরূপো’ ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ‘উত্রো’ পদের বলবর্ধ বা বৃষ অর্থ গ্রহণে ভাস্ক্রে পরবর্তী অংশে যে অর্থ-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, আমাদের অর্থেও সেইরূপ অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে; অধিকন্তু মন্ত্রে যে উচ্চ ভাব সংরক্ষিত, তাহা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

মন্ত্রে আর যে সকল সমস্তা-মূলক বিশেষণ-পদ আছে, একে একে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। সংশয়-সম্বর্দ্ধক একটা পদ—‘ধূৰ্বাহো’। ঐ পদের ভাষ্যকারের অর্থ—“ভারং সহমানো” অর্থাৎ ‘ধূরং সহতে ধূৰ্বাহো। শকটধূরং বোচ্চং সমর্থো’। ভাষ্যকারের এ অর্থে সেই বৃষ-বিশেষের কথাই আসিয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, আমরা ঐ ‘ধূৰ্বাহো’ পদের অর্থ করিয়াছি—‘শকটধূরং ভারং বা বোচ্চং সমর্থো’,—
দেবানাং দেবভাবানাং বা বহনোপযোগিনো ইতি ভাবঃ।’ বৃষ যেমন শকটকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অনান্যাসে সংবাহিত করে, জ্ঞান-ভক্তিও সেইরূপ দেবভাব—গুহ্যসত্ত্বকে নরহৃদয়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করে। অপিচ, ভজন-সাধন-বিহীন জনগণও জ্ঞান-ভক্তি-প্রভাবে ভগবন্নিবাস মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যাহারা আজন্ম দৃঢ়ত-পরায়ণ, সৌভাগ্য-ক্রমে যদি তাহাদের হৃদয়েও জ্ঞান-ভক্তির অঙ্কুর উদ্গত হয়, তাহারাও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারে,—
জ্ঞান ও ভক্তি তাহাদিগকেও ভগবানের নিকট সংবাহিত করিয়া লয়। ভাব এই যে,—
ভগবানকে পাইতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তিই একমাত্র সহায়। জ্ঞান-প্রভাবে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ হয়; ভক্তিতে তাঁহার প্রেতি চিত্ত একৈকশরণ্য হইয়া সংশ্লিষ্ট হয়। তখন ‘ভক্তের ভগবান’ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হন। জ্ঞান-ভক্তির আকর্ষণ এতই দৃঢ়—এতই প্রবল !

মন্ত্রান্তর্গত ‘অনশ্রাঃ’ পদও অতি উচ্চভাবমূলক। সাধারণ-ভাবে ভাষ্যকার উহার উর্থ করিয়াছেন—“মনসি শকটে শ্রতো” অথবা ‘নেত্রমোরশ্রহিতো সোৎসাহো’। শকটবাহী বলবর্ধ, বৃষ বা মহিষাদির নেত্রকোণে, কান্তি-চিহ্ন নয়নাশ্র অনেকই দেখিয়াছেন। ভাষ্যকার তৎপ্রতিই লক্ষ্য করিয়া ‘অনশ্রাঃ’ পদের পূর্বোক্তরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি। ভারবাহী পশু যখন গুরুভারে নিতান্ত প্রসীড়িত হয়, তখন তাহার নেত্রকোণে ক্রান্তি-কষ্টের চিহ্ন অশ্রবারি নির্গত হইতে থাকে। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রান্তর্গত শকটবাহী ‘উত্রো’ এমনই বলবীৰ্য্যসম্পন্ন যে, যত গুরুভারই হউক তাহা বহন করিতে তাহার অণুমাত্র ক্রান্তি বা কষ্ট অনুভব করে না। আমরা যদিও ‘অনশ্রাঃ’ পদে ঐরূপ অর্থই অধ্যাহার করিয়াছি, তথাপি তাহাতে ভাষ্যকারের উপলব্ধ ভাব অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এক ভাব আমনন করি। আমাদের মতে, যাহা সদানন্দ-রূপ, তাহা ক্রান্তি-দুঃখের অতীত। জ্ঞান ও ভক্তিকে আমরা ভগবানের অংশীভূত অতএব সদানন্দ-রূপ বলিয়া মনে করি। ভগবানের করুণা ভিন্ন জ্ঞান ভক্তির বীজ হৃদয়ে উপস্থ হওয়া সম্ভবপর হয় না; আবার পূর্বজন্মার্জিত স্মৃতি ভিন্ন ভগবানের করুণা-লাভও

অসম্ভব । মানুষের পাপভার যতই গুরু হউক না কেন, ভগবদভিমুখী হইলে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহকদ্বয় সে ভার বহন করিতে কদাচ বিলম্বিত ক্লান্তিবোধ করে না ; পরন্তু সে ভার-বহনে তাহার সর্বদা আনন্দই অনুভব করিয়া থাকে । এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ ‘অনশ্রীঃ’ পদে ‘ক্লান্তিরহিতো, সদানন্দরূপো’ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি । ভাব-সঙ্গতি-রক্ষার পক্ষে ঐ অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি ।

মন্ত্রের আর একটি সমস্তা-মূলক পদ—‘অবীরহণো’ । ভাষ্যকারের তর্ক—‘শকটস্থিতং সোমমবাহমানো’ অথবা ‘শৃঙ্গাদিভিকীর্যগাং শিশ্নাং হননমকুর্যোগো’ । অর্থাৎ, শকটস্থিত সোমের বাধা-প্রদায়ক নহে অথবা শৃঙ্গাদি দ্বারা শিশুদিগকে যাহারা হনন করে না অর্থাৎ পোষা বাঁড় ! ‘বীর’ পদের বিবিধ পর্যায়ের মধ্যে ‘শিশু’ অন্ততম । শৈশবাবস্থায় মানুষ অজ্ঞানতমসচ্ছন্ন থাকে । তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞানের একান্ত অভাব । সে তাহার একান্ত নিরাশ্রয় অবস্থা । তাই ‘বীর’ পদের শিশু অর্থ হইতে অজ্ঞানতার ভাব উপলব্ধ হয় । অজ্ঞান অকিঞ্চনকেও যাহারা হনন অর্থাৎ পরিত্যাগ করে না, অগিচ তাহাদিগকেও বাহ্যিক জ্ঞানালোক-প্রদানে সংপথে লইয়া যায়—তাহাদিগকেই ‘অবীরহণো’ বলা চলিতে পারে । জ্ঞানভক্তি অপেক্ষা সে অসাধ্য-সাধনে কে আর সমর্থ হইতে পারে ? জ্ঞান-ভক্তির প্রভাবে হৃদয় নির্মলতা প্রাপ্ত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব আসিয়া সে হৃদয় আপনাই অধিকার করে । তখন ভগবৎ-সম্মিলনও সহজ হইয়া আসে । এই ভাবেই মন্ত্রান্তর্গত ‘অবীরহণো’ পদের সার্থকতা । এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ পদের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি,—‘অজ্ঞানানাং সংপথিনয়নকর্তারো’ অর্থাৎ অজ্ঞানজনকে সংপথে নয়নকারী ।

জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ের সামগ্রী ; নির্মল হৃদয়ই তাহার আধার । তাই মন্ত্রাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—‘তোমরা দেবভাব-বহনকারী, তোমরা সদানন্দরূপ, তোমরা অজ্ঞ-জনকে সংপথে লইয়া যাও । এমন যে তোমরা, সেই তোমরা স্বয়ং আসিয়া, আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান অকিঞ্চনের মনোরথে যুক্ত হও ।’ ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে স্বতঃপ্রসঙ্গ হউক, আমাদের অজ্ঞানতা দূরে ঝাউক, আমরা সংপথে থাকিয়া সংকর্মে নিয়োজিত হই ; ফলে দেবভাব শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি । জ্ঞান ও ভক্তি আমাদেরিগকে দেবভাবে মণ্ডিত করিয়া ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাউক ।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্র-মধ্যে যে ভগবদনুকম্পা-লাভ-মূলক এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ উপলব্ধ হয় । মন্ত্র যে শকটবাহী বুঘাদির সন্মোদন-মূলক নহে, পরন্তু মন্ত্রে রূপকে যে এক মহত্ব বিবৃত হইয়াছে,—তদ্বিষয় বেশ উপলব্ধ হয় । এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইয়াছি ।

নবম (‘বরুণস্ত’ প্রভৃতি) মন্ত্রটিকে আমরা দুইটা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি । মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতাপূর্ণ । ভাষ্যকারের অর্থে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে । ভাষ্যভাবে বুঝা যায়, শকটোপরি সংস্থাপিত সোমকে এবং শকট-সংবদ্ধ প্রায় প্রত্যেক বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই মন এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে । তদনুসারে শকট-সংলগ্ন বিবিধ সামগ্রী মন্ত্র-সমূহের বোধ্য । ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যাহা সন্মোদ্য এবং মন্ত্রের যে অর্থ নিম্পন্ন হয়, আমরা প্রথমে

তাহারই উল্লেখ করিতেছি । মন্ত্রের প্রথম অংশে কাষ্ঠ-দণ্ডকে সম্বোধন করা হইয়াছে । শকটের অগ্রভাগ যে কাষ্ঠের দ্বারা উন্নতমুখে স্থাপন করা হয়, অথবা শকটের সম্মুখভাগস্থ পশুবন্ধমূলক দীর্ঘ যুগদণ্ডের উভয় দিকে ছিদ্রপথে বন্ধনযোগ্য যে দুইটা শলাকা থাকে, এ মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই শম্য বা কাষ্ঠদণ্ড । ভাষ্যমতে, এখানে সে কাষ্ঠ বরুণরূপী সোমকে উন্নত-মুখে স্থাপন করে, শকটকে নহে । সেমতে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়—‘হে শম্য ! তুমি বস্ত্রবদ্ধ সোমের উত্তম (উন্নমন) অর্থাৎ উন্নতভাবে স্থাপনকর্তা হও অথবা তুমি নিবারণযোগ্য বলীবর্দের স্তম্ভন অর্থাৎ নিবারণক হও । প্রথম অংশ শম্য-সম্বোধনে এবং দ্বিতীয় অংশ যোক্তু সম্বোধনে বিনিযুক্ত । শকটের পুরোভাগস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশদণ্ড বলীবর্দের স্তম্ভদেশে আরোপিত হয়, তাহা শকট-যুগ নামে অভিহিত । শকটযুগে বদ্ধ বলীবর্দের স্তম্ভদেশের বহির্ভাগে অবস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশ নির্মিত শম্যের দ্বারা বৃষের ইতস্ততঃ গমন নিবারণিত হয়, মন্ত্রের প্রথম অংশের সম্বোধ্য—সেই শম্যদ্বয় । আর বলীবর্দের গলদেশে যে রজ্জু থাকে, যে রজ্জুর দ্বারা শম্যের সহিত বলীবর্দাদি আবদ্ধ হয়, তাহাই যোক্তু । সেই যোক্তু-সম্বোধনে এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ হয়,—‘হে যোক্তু ! তোমরা উভয়ে বরুণের স্তম্ভসর্জ্জন অর্থাৎ রোধকারী বা ইতস্ততঃ-গমন-নিবারণক হও । যাহা স্তম্ভন অর্থাৎ রোধ করে, তাহাই ‘স্তম্ভসর্জ্জন’ ।

ভাষ্যকারের প্রকাশিত পূর্বোক্ত অর্থে মন্ত্রে কি উচ্চভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সুধীগণ তাহা লক্ষ্য করিবেন । শকটের উপরিভাগে কৃষ্ণসার হরিণের চৰ্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া তত্পরি বস্ত্রবদ্ধ সোম সংস্থাপিত করিবার বিধি পূর্ববর্তী মন্ত্রদ্বয়ে কথিত হইয়াছে । এখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে,—সোমকে বেদ-ব্যাখ্যাতৃ-গণ কোথাও তাবল্য-সম্পন্ন সোমরস বলিয়া আবার কোথাও সোমলতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । এখানে সে সোম—লতা কি রস, কি রূপে পরিকল্পিত, তাহার কোনও উল্লেখ নাই । যাহা হউক, সোম যদি এখানে সোমরস অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; তাহা হইলে, সেই তারল্যসম্পন্ন সোমরস বস্ত্রে আবদ্ধ করিয়া আনা—ছিদ্রকুণ্ডে জল আনয়নের উপাখ্যানবৎ বড়ই সমস্তান্বলক । বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রভাবে ছিদ্রকুণ্ডে জন আনয়ন অধুনা সম্ভবপর হইলেও বস্ত্রের মধ্যে তরল পদার্থ আবদ্ধ করিবার কোনও নিদর্শন বিজ্ঞান আজিও প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রশংসা পাওয়া যায় নাই । যাহা হউক, বেদমন্ত্রে এতাদৃশ প্রহেলিকা, মনে সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করে মাত্র । মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি ভাষ্যানুসারী হইতে পারে । কিন্তু মন্ত্রের ভাব যে লৌকিক ব্যাপারের অতীত কোনও অলৌকিক ব্যাপারকে লক্ষ্য করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে আদৌ সন্দেহের উদয় হয় না ।

এক্ষণে আমাদের পরিগৃহীত অর্থে মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি । এতদুপলক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি । তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতে পারিবে ।

ভাষ্যমতে মন্ত্রের সম্বোধ্য—কাষ্ঠ, যে কাষ্ঠ শকটের মুখাগ্রভাগকে উন্নতভাবে—উর্দ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করে অথবা শম্য—যাহা দ্বারা বলীবর্দ সংযত হয় । কাষ্ঠ-দণ্ড যেরূপ শকটকে, অন্তরের সদবৃত্তিসমূহ সেইরূপ কর্মরূপ বানকে উর্দ্ধাভিমুখী বা ভগবদভিমুখী করিয়া দেয় । ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—কাষ্ঠদণ্ড শকটকে উন্নতভাবে স্থাপন করে না, শকটস্থিত সোমকে

উন্নতভাবে স্থাপন করে। ইহাও একটু গ্রহেলিকাপূর্ণ। শকট উন্নত হইলে তো শকটস্থিত সামগ্রী উন্নত হইবে। শকটের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তত্ত্বপরিস্থ সোম উন্নত হয়; তেমনই অন্ত-নিহিত সত্ত্বাব—সংপ্রবৃত্তির দ্বারা কর্মরূপ যান বা শকট উন্নত বা সংপথে পরিচালিত হইলে কর্মরূপ যানাদিগতি ভগবানও উন্নত হন। সেই কর্মই কর্ম, যে কর্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়—“তৎ কর্ম হরিতোষং যৎ।” সেই কর্মই ভগবান উন্নত হন অর্থাৎ তাঁহার মহিমা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে। শুদ্ধসত্ত্বকে ‘স্বভবনং’ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—সকল সংকর্মসাধনই হৃদয়ের সদবৃত্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব সাপেক্ষ। হৃদয় যদি নির্মূল না হয়, হৃদয়ের কলুষতা যদি বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে সংকর্মে প্রবৃত্তি আসে কি? কলুষ-পঙ্কিল হৃদয় কলুষতাময় কর্মেরই অম্লবর্তী হইয়া থাকে। হৃদয় নির্মূল করিতে হইলে তাই সদবৃত্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। কর্ম যদি ভগবদভিমুখী হয়, তাহা হইলে কর্মের সঙ্গে সঙ্গে সকল সংকর্মের প্রয়োজক বা নিয়ন্তা ভগবানও সমুন্নত হন, দিকে দিকে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকট হইয়া পড়ে। প্রহ্লাদাদিদিগ দৃষ্টান্তে এতদ্বিষয় বিশদীকৃত হইতে পারে। প্রহ্লাদ আপনায় অন্তর্নিহিত সত্ত্বাবের দ্বারা আপনায় কর্মকে যেরূপ উন্নত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তদ্বারা ভগবদ্ব্যাহাত্য্যও উন্নতভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা মন্ত্রের অর্থ করিয়াছি,—‘হে আমার হৃদিস্থিত সদবৃত্তি! তুমি কর্মরূপ যানে স্নেহ-করণাধার ভগবানকে উন্নতভাবে স্থাপনকর্তা হও।’ মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘আমাদের কর্ম-সমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধ-সহযুত হউক।’ মন্ত্ৰ বরুণদেবতা-বিষয়ক। ভাষ্যকার ‘বরুণশ্চ’ পদে ‘বস্ত্রবন্ধস্ত সোমশ্চ’ অর্থ পয়োগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ভাষ্যকারের এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। তদ্বিষয়ে আমাদের মন্তব্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের মতে, ‘বরুণশ্চ’ পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত; উহার অর্থ—‘স্নেহকরণাধারশ্চ ভগবতঃ।’

দ্বিতীয় অংশে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বোধন আছে। জ্ঞান বলিতে এখানে শ্রদ্ধার ভাব আসে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই, জ্ঞান ও বিবেকরূপ বলীবর্দকে সংযত করিয়া থাকে। কর্ম যান, জ্ঞান ও বিবেক বা বৈরাগ্য বলীবর্দদ্বয় এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদের সংযমকারী কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়। শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা শ্রদ্ধা দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়; আর তৎপ্রতি যে অনন্তাভক্তি, তাহাই বিবেক। ভক্তিতেই বিবেক বা যথার্থ জ্ঞান বা বৈরাগ্য একই লক্ষ্য-পথে চলিতে থাকে। সেই জ্ঞান আমরা এই মন্ত্রের সম্বোধনে জ্ঞান ও বিবেকের সংযমকারী শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াছি। বৃষের গলবহির্ভাগে অবস্থিত বৃষের ইতস্ততঃ গমন-নিবারক শম্যদ্বয়ের সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মন্ত্রের উপমায় সংযম-শিকার ভাব আসে। মনের চাক্ষুণ্য নিবন্ধন কর্মের গতি বিভিন্নমুখী হইতে পারে; জ্ঞান ও ভক্তি তাহাকে ভগবদভিমুখী করিয়া তুলে। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাব ভিন্ন কর্ম ভ্রান্ত-পথে গমন করিতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অনন্তাভক্তির দ্বারা কর্মরূপ যানকে পরিশুদ্ধ করিয়া যদি সংপথে সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভগবান সে যানে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিয়া মাহু্যকে মোক্ষপথে লইয়া যান। এই ভাবেই আমরা মন্ত্রের অর্থ নিশ্চয় করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক।

অমুবাকের শেষ মন্ত্রে জ্ঞান-জ্যোতির বিকাশে অজ্ঞানান্ধকার-নাশে ভববন্ধন-মোচনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে । ভাস্কর্য্যে শকটের উপরিভাগে যে দীর্ঘরজ্জু প্রসারিত থাকে, তাহাকে পাশ বলে । মন্ত্রের অর্থ—‘সেই পাশ বা রজ্জু শকটের উপর প্রসারিত হউক ।’ এখানে ‘পাশ’ পদে আমরা ‘মোহপাশ’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । অজ্ঞানতাই বন্ধনমূলীভূত । অজ্ঞানতাই স্বরূপজ্ঞানের প্রধান অন্তরায় । অজ্ঞানতা-নাশে দিব্যদৃষ্টির উদয়ে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলে সংসার-বন্ধন মোচনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে । মন্ত্রের তাই প্রার্থনা—হে ভগবন্ ! দিব্য-দৃষ্টি-দানে আমার অজ্ঞানতম বিনাশ করুন । দিব্যজ্ঞানের দিব্য-আলোক আমার মোহের আবরণ অপসারিত হউক । সংসার-বন্ধন টুটিয়া যাউক ।’ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অমুবাক) ।

— • —

নবমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । নবমোঃ অমুবাকঃ ।)

(১) প্র চ্যবশ্ব ভূকম্পাতে বিধাতৃভি ধামানি ।

(২) মা ত্বা পরিপরী বিদম্মা ত্বা পরিপস্থিনো বিদম্মা

ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্ব্বো

(৩) বিশ্বাবসুরা দধচ্ছ্যনো ভূত্বা পরা পত যজমানশ্চ

নো গৃহে দেবৈঃ সঙ্কৃতং । (৪) যজমানশ্চ স্বস্ত্যয়ন্যসি ।

(৫) অপি পশ্চামগন্মহি স্বস্তিগামনেনহসং যেন বিশ্বাঃ পরি

ষিষো বৃগন্তি বিন্দতে বহু ।

(৬) নমো মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্রে মহো দেবায় তদত্
সপৰ্য্যত দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শত্

(৭) বরুণস্য ক্ষন্তনমসি বরুণস্য ক্ষন্তসজ্জনমসি ।

(৮) উমুক্তো বরুণস্য পাশঃ ॥ ৯ ॥

অথ পদপাঠঃ ।

(১) প্রেতি । চাবস্ব । ভুবঃ । পতে । বিশ্বানি । অভীতি । ধামানি ।
(২) মা । ত্বা । পরিপরীতি পরি—পরী । বিশ্বং । মা । ত্বা । পরিপহ্নিন ইতি পরি—
পহ্নিনঃ । বিদন্ । মা । ত্বা । গুকাঃ । অঘারব ইত্যঘ—ঘবঃ । মা । গন্ধর্কঃ ।
(৩) বিশ্বাবহুরিতি বিশ্ব—বহুঃ । এতি । দঘৎ । স্তেনঃ । ভূত্বা । পরেতি । পত ।
যজমানস্ত । নঃ । গৃহে । দেবৈঃ । সত্-স্তুতম্ ।
(৪) যজমানস্ত । স্বস্ত্যয়নীতি স্বস্তি—অয়নী । অসি ।
(৫) অঙ্গীতি । পশাম্ । অগমহি । স্বস্তিগামিতি স্বস্তি—গাম । অনেহসম্ । বেন ।
বিশ্বাঃ । পরীতি । বিশ্বঃ । বৃণক্তি । বিদতে । বহু ।

(৬) নমঃ । মিত্রস্ত । বরুণস্ত । চক্ষুসে । মহঃ । দেবায় । তৎ । ঋতম্ । সপৰ্য্যত ।

দূরেদৃশ ইতি দূরে—দৃশে । দেবজাতায়ৈতি দেব—জাতায় । কেতবে ।

দিবঃ । পুত্রায় । স্থর্যায় । শত্ৰুসত ।

(৭) বরুণস্ত । ঋতনম্ । অসি । বরুণস্ত । ঋতসর্জনমিতি ঋত—সর্জনম্ । অসি ।

(৮) উন্নত ইত্যং—মুক্তঃ । বরুণস্ত । পাশঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। ‘ভূবপ্তে’ (হে ভূতানং পতি পালকো বা ভগবন্!) স্বং ‘বিশ্বানি’ (সর্বাণি, নিখিলানি ইত্যর্থঃ) ‘ধামানি’ (স্থানানি—ভগবন্নিবাসযোগ্যানি হৃদয়ানি) ‘অভি’ (অভিলক্ষ্য) ‘প্র চ্যবস্ব’ (প্রকর্ষণে গচ্ছ, তত্র অধিষ্ঠিত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অস্মাকং মঙ্গলার্থং মোক্ষবিধায়কঃ সঃ ভগবান্ অস্মাকং হৃদি অধিষ্ঠিত্বিতি ভাবঃ।

২। হে ভগবন্! ‘ঐ’ (ঐং) ‘পরিপরী’ (সর্বতঃ সঞ্চরন্তঃ সত্ত্বাবনাশকাঃ শত্রবঃ) ‘মা বিদন্’ (মা জানন্ত, মা হিংসস্তিত্যর্থঃ); তথা ‘পরিপহিনঃ’ (সংকর্ষণঃ প্রতিষেধকাঃ কামাদিশত্রবঃ ইতি ষাবৎ) ঐং ‘মা বিদন্’ (মা জানন্ত, মা হিংসন্ত); অপিচ, ‘অঘায়বঃ’ (পরভ্রাষণং পাপং কতু মিচ্ছন্তঃ) ‘বৃকা’ (বিকর্তনশীলাঃ যদা—সংসদ্বন্ধচ্ছেদনকারিণঃ পাপশত্রবঃ ইতি ভাবঃ) তথা ‘বিশ্বাবহুঃ’ (সম্মার্গে গমনপ্রতিরোধকাঃ) ‘গন্ধর্ব্বাঃ’ (হিংসকঃ বহিরন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) ঐং ‘মা বিদন্’ (মা জানন্ত, মা হিংসস্তিত্যর্থঃ)। অয়ং মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনান্নাঃ ভাবঃ—হে দেব! স্বং এবং আগচ্ছতু যেন মম অন্তঃশত্রবঃ বহিঃশত্রবোহপি তবাগমনবার্তাং ন জানন্ত; অপিচ, অস্মাভিঃ সহ তব সন্ধকং হেতুং ন শক্লোন্ত। অপিচ অস্মাকং সম্মার্গানুসরণায় প্রতিরোধকাঃ ন ভবন্ত। তব প্রভাবেন তে শত্রবঃ বিনাশং প্রাপ্নোন্ত ইতি তাৎপর্য্যঃ।

৩। অপিচ হে ভগবন্! স্বং ‘বিশ্বা’ (বিশ্বানি সর্বাণি) ‘বহুঃ’ (বহুনি, ধনানি—শ্রেষ্ঠ-ধনানি ইতি ভাবঃ) ‘আ দধৎ’ (শত্রুনাশেন প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ); অপিচ, ‘শ্বেনো ভূষা’ (শ্বেনবৎ ক্ষিপ্ৰগামী ভূষা) ‘পর্যাপত’ (উৎপত—সমাগচ্ছত্যর্থঃ); ততঃ ‘যজমানস্ত’ (সংকর্ষণ-সাধনপ্রবৃত্তস্ত জনস্ত—অয়াকমিতি ভাবঃ) ‘গৃহান্’ (হৃদয়ান্ যজ্ঞগৃহানিতি ভাবঃ) ‘গচ্ছ’

(উপাগচ্ছ, আবিশ ইত্যর্থঃ), ততঃ ‘যজমানস্ত’ (সংকর্ষসাধনরতস্ত ইত্যর্থঃ) ‘নঃ’ (অম্বাকং, গ্রহণযোগ্যে অপ্টিচ মম মঙ্গলসাধকে ইতি ভাবঃ) ‘গৃহে’ (হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) ‘দেবৈঃ’ (দেবভাবৈঃ, যদ্বা—আবয়োরূপযোগিনে, তব সহ ইত্যর্থঃ) আগচ্ছ ইতি শেষঃ । তদগৃহং মমহৃদয়ং ইতি ভাবঃ ‘সংস্কৃতং’ (স্বসংস্কৃতং—ক্রেদকলঙ্গপরিশৃংখং নিশ্চলং বা) বর্ততেতি শেষঃ । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । ভগবৎসম্বন্ধকৰ্ণলাভায় অত্র প্রার্থনাকারিণাং আকাঙ্ক্ষা বর্ততে ।

• নার্যাঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! অস্মান্ হরয়া পরিত্রায়াস্ব ।

৪। (ক) হে ভগবন্ ! ত্বং ‘যজমানস্ত’ (সাধনরতস্ত মম ইতি ভাবঃ) ‘স্বস্ত্যয়নি’ (কর্মফল-প্রাপকঃ) ‘অসি (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ) । অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন্ ! ত্বং অম্বাকং কর্মফলং গৃহাশি মোক্ষফলং চ দেহি ।

৫। ‘যেন’ (প্রসিদ্ধেন, যস্মিন পথি গমনেন ইত্যর্থঃ) ‘বিখ্যাঃ’ (সর্বান, নিখিলান্নিত্যর্থঃ) ‘দ্বিষঃ’ (দ্বিবিধঃ শত্রুং, কামক্রোধাদিপাপসম্বন্ধান্নিত্যে যাবৎ) ‘পরিবৃণক্তি’ (পরিভূতঃ সর্বতো বর্জয়তি—নরঃ ইতি শেষঃ) হে ভগবন্ ! ত্বংপ্রসাদেন তং ‘স্বস্তিগাং’ (স্বস্তিনা ক্ষেমণে সুখেন বা গন্তং যোগ্যং, যদ্বা—সংসম্বন্ধসম্বিতং) ‘অনেহসং’ (পাপসম্বন্ধরহিতং, যদ্বা—যেন গমনেন গতানামপরাধং পাপং বা ন ভবতি তাদৃশং) ‘পস্থাং’ (পস্থানং, মার্গং, সংপথ-মিত্যর্থঃ) ‘অগস্মহি’ (বয়ং প্রাপ্তা অভূম ইত্যর্থঃ) । সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধনমুচকোহয়ং মন্ত্রঃ । অস্ত ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সংকর্ষণা চ ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং ; অতঃ বয়ং সংপথং অবলম্ব্য সংকর্ষণা ভগবদভিমুখিনো ভবাম ইতি সঙ্কল্পঃ প্রার্থনা চ ।

৬। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ ! ‘হর্যায়’ (জ্যোতীরূপায় পরব্রহ্মণে) ‘নমঃ’ (নমস্কারং কুরুত ইতি ভাবঃ) ; ‘মিত্রস্ত বরুণস্ত’ (মিত্রবরুণদেবতাক্রমেণ বর্তমানায়, সর্বেষাং সখিভূতায় অপ্টিচ মেহকারুণ্যরূপায়, যদ্বা—জগতাং হিতকারিণে ইত্যর্থঃ) ‘চক্ষসে’ (সর্বজগতঃ, নিখিল-বিশ্বস্ত বা দ্রষ্টে) অথবা ‘মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্ষসে’ (সর্বজীবাপৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং দ্রষ্টে) ‘মহো দেবায়’ (মহতে তেজোরূপায় জ্যোতিমানায়) ‘হুরেদুশে’ (অতীতানাগতবর্তমানকাল-শব্দক্ৰিয়াং প্রাণিনাং দ্রষ্টে—যদ্বা, সর্বদ্রষ্টে সর্বকালান্তিক্তে বা) ‘দেবজাতায়’ (দেবানাং অমুগ্রহার্থং জাতায়, যদ্বা—দেবানাং জন্মহেতবে) ‘কেতবে’ (প্রজ্ঞানরূপায়, বিজ্ঞানধনানন্দ-স্বভাবায় ইত্যর্থঃ) ‘দিবস্পুত্রায়’ (হ্যালোকস্ত পুত্রবৎ প্রিয়ায়, যদ্বা—বিশ্বস্ত উৎপত্তিহেতুভূতায় জ্যোতীরূপায় পরব্রহ্মণে) ‘তদুতং’ (সংকর্ষ, যদ্বা—তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা) ‘সপর্ষত’ (পরিচরত, পূজয়ত ইতি ভাবঃ) অপ্টিচ ‘শংসত’ (স্তুতিং কুরুত) । আত্মোদ্বোধন-মূলকোহয়ং মন্ত্রঃ । অয়ং মন্ত্রঃ ভগবতঃ স্বরূপং প্রকাশতে । বিশ্বহেতুভূতং সর্বদ্রষ্টারং জ্যোতীস্বরূপং পরব্রহ্ম অর্চয়ামঃ ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অয়ং মন্ত্রঃ ব্যচক্ষতে ।

৭। (ক) হে মম হৃদয়হিতে সদবৃত্তে ! ত্বং ‘বরুণস্ত’ (মেহকারুণ্যরূপস্ত ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘স্কন্তনং’ (উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপন্নিত্যর্থঃ—কর্মরূপে যানে ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) । অতঃ প্রার্থনা—কর্মপ্রভাবেন যেম বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি তদ্বিধেহি ; অথবা, অম্বাকং কর্মণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবন্তু ইতি ভাবঃ ।

(খ) অতঃ হে মম সদসদবৃত্তী জ্ঞানভক্তী বা ! যুবাং ‘বরুণস্ত’ (মেহকারুণ্যরূপস্ত ভগবতঃ

ইতি ভাবঃ) ‘কুণ্ডসর্জনং’ (অচঞ্চলেন স্থাপয়িত্রী—হৃদি কণ্ঠস্থায়ানে বা ইতি ভাবঃ) ‘অঙ্গি’ (ভব ইতি ভাবঃ) । অভঃ প্রার্থনা—অঙ্গিঃ কৰ্ম্মণা সহ ভগবৎসম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ ভবতু ।

(গ) হে ভগবন্ ! ভবৎকৃপয়া ‘বরুণস্ত’ (অজ্ঞানতারুণস্ত আবরণস্ত) ‘পানিং’ (বন্ধনং—মোহপাশং ইতি ভাবঃ) ‘উমুক্তঃ’ (বিমুক্তঃ, অপসারিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ) । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ । ভববন্ধনবিমোচনায় অত্র প্রার্থনা জোততে । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! কৃপয়া অঙ্গিঃ সংসার-বন্ধনং ছেদয়, স্বাশ্বনি চ প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৩ অনুবাক্য) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে ভূতসমূহের অধিপতি বা পালক ! আপনি নিখিল-সং-কৰ্ম্মাগারকে অথবা ভগবন্নিবাসযোগ্য সকল হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে গমন করুন এবং তথায় অধিষ্ঠিত হউন । (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক । আমাদের মঙ্গলের জন্য মোক্ষবিধায়ক সেই ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, এই মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে) ।

২। হে ভগবন্ ! সর্বতঃসঞ্চারী সদ্ভাবনাশক বহিঃশত্রু যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে না পারে ; অপিচ, সংকৰ্ম্ম-প্রতিষেধক কামাদি অন্তঃশত্রুও যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে সমর্থ না হয় ; বিকর্তনশাল অর্থাৎ সংসম্বন্ধছেদনকারী পাপশত্রু-গণও যেন আপনাকে জানিতে না পারে এবং সম্মার্গে গমনপ্রতিরোধক হিংসক বহিরন্তঃশত্রুও যেন হিংসা করিতে না পারে ! (এ মন্ত্রটীও প্রার্থনা-মূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘হে দেব, আপনি এমনভাবে আগমন করুন, যেন কিবা অন্তঃশত্রু কিবা বহিঃশত্রু কেহই আপনার আগমন-বার্ত্তা জানিতে সমর্থ না হয় এবং আমাদের সহিত আপনার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে না পারে । অর্থাৎ আপনার প্রভাবে আমাদের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক) ।

৩। অপিচ, হে ভগবন্ ! আপনি শত্রুনাশের দ্বারা বিশ্বের বাবতীয় শ্রেষ্ঠধন আমাদের গকে প্রদান করুন । অপিচ, আপনি শৌনপক্ষীর ন্যায় ক্ষিপ্ৰগামী হইয়া আগমন করুন । অতঃপর, সংকৰ্ম্মসাধনপ্রবৃত্ত জনের (আমাদের) গৃহে অর্থাৎ হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে গমন (প্রবেশ) করুন । আপনার এবং সংকৰ্ম্মসাধনরত আমার অর্থাৎ আপনার গ্রহণযোগ্য ঐশ্বর্য আমার সঙ্গলপ্রদ সেই গৃহ (সেই হৃদয়) হুসংস্কৃত অর্থাৎ ক্লেশ-কলঙ্ক-

পরিশূদ্ধা নির্মল হইয়া আছে। (এ মন্ত্রে ভগবৎসম্মিকর্ষ-লাভের জন্য প্রার্থনাকারীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্! আমাদিগকে ত্বরায় পরিত্রাণ করুন।

৪। হে ভগবন্! আপনি সাধনরত আমার কৰ্ম্মফলপ্রাপক হউন। অর্থাৎ আমার কৰ্ম্মফল আপনি গ্রহণ করুন।

৫। যে প্রসিদ্ধ পথে গমন করিলে নিখিল শত্রুদিগকে অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি পাপসম্বন্ধসমূহকে সর্বতোভাবে বর্জন করা যায়, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার প্রসাদে সেই সূত্রে গমন-যোগ্য অর্থাৎ সংসম্বন্ধমণ্ডিত ও পাপ-সম্বন্ধরহিত (অর্থাৎ যে পথে গমন করিলে, গমনকারীকে কোনও অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না) সেই পথকে আমরা প্রাপ্ত হইব। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সংকৰ্ম্মাদির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়; অতএব, সংকৰ্ম্মের দ্বারা সংপথ আশ্রয় করিয়া আমরা ভগবদভিমুখী হইব)।

৬। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার (স্তুতি) কর। সকলের মিত্রভূত অপিচ স্নেহকরুণ্যরূপ অথবা জগতের হিতকারী, সকল জগতের (নিখিল বিশ্বের) দ্রষ্টা অথবা সকল দ্রাব্যপৃথিবী-নিবাসী লোকের দ্রষ্টা, তেজোরূপে দ্যোতমান্, অতীত-অনাগত-বর্তমান-ত্রিকালভূত প্রাণিগণের দ্রষ্টা (সর্বদ্রষ্টা বা ত্রিকালাভিজ্ঞ), দেবগণের অনুগ্রহজন্য জাত অথবা দেবগণের জন্মকারণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ অথবা বিজ্ঞানধনানন্দস্বভাব, দ্যুলোকের পুত্রবৎ প্রিয় অথবা বিশ্বের উৎপত্তি-হেতুভূত, জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে—তিনিই সত্য জানিয়া, পূজা কর অপিচ তাঁহাকে স্তুতি কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। বিশ্বহেতুভূত সর্বদ্রষ্টা জ্যোতীস্বরূপ পরব্রহ্মকে যেন আমরা অর্চনা করি—এইরূপ সঙ্কল্প মন্ত্র মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে)।

৭। (ক) হে মম হৃদয়স্থিত সদবৃত্তি! তুমি স্নেহকরুণাধার ভগবানের উন্নতপ্রদেশে অর্থাৎ আমাদিগের কৰ্ম্মরূপ যানে অথবা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—কৰ্ম্মপ্রভাবে যেন আমরা শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের কৰ্ম্মসমূহ ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হউক)।

(খ) হে আমার সদৃশবৃত্তি অথবা জ্ঞানভক্তি! তোমরা আমাদিগের

হৃদয়ে অথবা কর্মরূপ যানে স্নেহকরণাধার ভগবানকে অচঞ্চলভাবে স্থাপন কর । (প্রার্থনা—আমাদিগের কর্মের সহিত ভগবৎসম্বন্ধ অবিস্মিত হউক) ।

(গ) হে ভগবন্ ! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের (অজ্ঞানতার আবরণরূপ) মোহপাশ অপসারিত হউক । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! রূপা-পূর্বক আমাদিগের সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আমাদিগকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন) ।
(১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অনুবাক) ।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্য (সাংগীটার্ঘ্যাকৃত) ।

অষ্টমে সোমস্ত শকটারোপণমুক্তমারোপিতস্ত নবমে গমনমুচ্যতে ।

১-৫ । “প্র চাবশ ভুবস্পতে বিশ্বাভি ধামানি মা ত্বা পরিপরী বিদম্মা ত্বা পরিপহ্নিনো বিদম্মা ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্কো বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্ত নো গৃহে দেবৈঃ সচকৃতং যজমানস্ত স্বত্যয়ন্তাপি পশ্বামগশ্বহি স্বত্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিমো বৃণক্তি বিন্দতে বসু ৷” —বোধায়নঃ—“সুত্রকণ্যোমিতি দ্বিরুক্তায়াং প্রচ্যাবস্তু প্র চাবশ ভুবস্পতে বিশ্বাভি ধামানি মা ত্বা পরিপরী বিদম্মা ত্বা পরিপহ্নিনো বিদম্মা ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্কো বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্ত নো গৃহে দেবৈঃ সচকৃতমিতি প্রদক্ষিণং রাজানং পরিবহন্ত্যৈতাবজ্রসোপসংক্রামতোহধ্বর্ঘ্যজমানশ্চ যজমানস্ত স্বত্যয়ন্তাপি পশ্বামগশ্বহি স্বত্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিমো বৃণক্তি বিন্দতে বস্বিতি” ইতি । আপস্তম্ব উক্তমন্ত্রদ্বয়ং ত্রেধা বিভজতি—“প্র চাবশ ভুবস্পত ইতি প্রাক্ষোভিপ্রায় প্রদক্ষিণ-মাবর্ততে ত্রেনো ভূত্বা পরা পতেত্যধ্বর্ঘ্য রাজানমভিমন্তয়তেংপি পশ্বামগশ্বহীত্যধ্বর্ঘ্যজমানশ্চ দক্ষিণেনোত্তরেণ বা রাজানমতিক্রামতঃ” ইতি ।

ভূশব্দেন ভূমৌ স্থিতানি ভূতানি যজমানাধ্বর্ঘ্যপ্রভৃতীত্যপলক্ষ্যন্তে । তেবাং চ ভূতানাং পালকত্বাং পতিঃ সোমঃ । হে ভূতপতে সোম বিশ্বানি ধামানি প্রাচীনবংশহবির্ধানাদিস্থানাভ-ভিলক্ষ্য প্রকর্ষণে চাবশ গচ্ছ । পরিপরী মার্গে বাধকস্তদ্ব্যপ্রভুঃ স ত্বাং মা জানাতু । পরি-পহ্নিনস্তদুত্যাতেংপি ত্বাং মা জানন্তু । বৃকা অরণ্যস্থানঃ । অঘং পাপং বধরূপমিচ্ছন্তীত্যা-ঘায়বঃ । তেংপি ত্বাং মা জানন্তু । বিশ্বাবসুরগন্ধর্কঃ স্বর্গমার্গে সোমস্তাপহর্তা । সোহপি ত্বাং মা দঘং মা প্রতীকৃত্যং । হে সোম ত্বং শ্রোনবজ্রংপতনসমর্থো ভূত্বাহসদযজমানস্ত গৃহে প্রাচীনবংশে পরাপত শীঘ্রং গচ্ছ । দেবসদৃশৈরধ্বর্ঘ্যপ্রভৃতিভিত্তবোপবেশনায়াসন্দীরূপং স্থানং সংকৃতং । স্বত্তি শ্রোয়াক্রপো যজ্ঞস্তস্যায়নং প্রাণিস্তদস্তাতীতি স্বত্যয়নী যজমানস্ত যজ্ঞপ্রাপকো-হসি । অপি চ বয়ং পশ্বানমমুষ্ঠানরূপমগশ্বহি প্রাপ্তাঃ । কীদৃশং ? স্বত্তিগাং ত্রেয়ঃপ্রাপকং । অনেহসং নকারস্ত ব্যত্যয়েন হকারঃ । অনেনসং গাপরহিতং । যেন পথা বিশ্বা বিশ্বঃ সর্কারৈরিণঃ পরিবৃণক্তি সর্বতো বর্জয়তি । কিং চ যেন পথা দ্রব্যং লভতে, তাদৃশং পশ্বানং প্রাপ্তাঃ ॥

প্রথমমন্ত্রে যথোক্তমর্থং প্রসিদ্ধতয়া স্পষ্টয়তি—“প্র চ্যবস্ব ভূবস্পত ইত্যাহ ভূতানাং
হ্রেষ পতির্কিঞ্চাত্তি ধামানীত্যাহি বিশ্বানি হোষোহভি ধামানি প্রচ্যবতে মা ত্বা পরিপরী বিদ-
দিত্যাহ যদেবাদঃ সোমমাত্রিয়মাণং গন্ধর্বো বিশ্বাবসুঃ পর্য্যমুস্তান্ত্রাদেবমাহাপরিমোষায়” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । পূর্বং গন্ধর্বৈণ সোমস্তাপদ্যতাদ্যন্তি তস্বপ্রসক্তিস্তম্ভান্না
হেত্যাদিকং বক্তব্যং ॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে স্বস্ত্যয়নী শব্দেন যজ্ঞপ্রাপ্তির্বিবক্ষিতেত্যাহ—“যজমানস্ত
স্বস্ত্যয়ন্তীত্যাহ যজমানস্তেবৈষ যজ্ঞস্তারস্তোহনবচ্ছিত্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১)
ইতি ॥ তৃতীয়মন্ত্রে ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ ॥

৬। “নমো মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্ষসে মহো দেবায় তদূত ৬ সপৰ্যত দূরেদৃশে দেবজাতায়
কেতবে দিবস্পুত্রায় স্বর্ধ্যায় শ৬সত ।”—কল্পঃ—“অথাগ্রেণ শালাং তিষ্ঠন্নোহমানং রাজানং
প্রতি মন্ত্রয়তে নমো মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্ষসে মহো দেবায় তদূত ৬ সপৰ্যত দূরেদৃশে দেবজাতায়
কেতবে দিবস্পুত্রায় স্বর্ধ্যায় শ৬সতেতি” ইতি । অস্মিন্নমন্ত্রে স্বর্ধ্যাক্ষপেণ সোমঃ স্তূয়তে—
মিত্রস্ত মিত্রায় নমঃ । কীদৃশায় ? বরুণস্ত স্বরশ্মিভির্জগদাবরণতে । পুনঃ কীদৃশায় ! চক্ষসে সর্ক-
জায় । হে ঋত্বিজো মহো মহতে তস্মৈ দেবায় দেবপ্ৰীত্যর্থং সপৰ্যত সপৰ্যায় সেবাং কুরুত ।
কিং কৃত্বা ? তজ্জ্যোতিষ্টোমরূপমূতং সতামবশ্রুতপ্রদং কশ্ম কৃত্বা । কিং চ স্বর্ধ্যায় শংসত
স্বর্ধ্যাপ্ৰীত্যর্থং স্তুতিং কুরুত । কীদৃশায় স্বর্ধ্যায় দূরে দৃশ্যমানায় দেবত্বেন জাতায় কেতবেহহো
লক্ষণভূতায় ছ্যলোকস্ত পুত্রবং প্রিয়ায় ॥ অস্মিন্নমন্ত্রে বরুণশকাভিপ্রায়মাহ—“বরুণো বা এষ
যজমানমভ্যতি যংক্রীতঃ সোম উপনদ্ধো নমো মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্ষস ইত্যাহ শাস্ত্যে” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । যঃ সোম উপনদ্ধ এষ বরুণরূপঃ সন্ যজমানমভিলক্ষ্য
সমাগচ্ছত্যতো বরুণনমস্কারেণ তত্ত্ব উপদ্রবঃ শাম্যতি ॥ বতপ্যগ্নীষোমীয়স্ত পশোনায়মকুষ্ঠান-
কালস্তথাহপি প্রসঙ্গান্তং পশুং বিধিৎসুঃ প্রসঙ্গং তাবদশর্যতি—“আ সোমঃ বহস্ত্যগ্নিনা প্রতি
তিষ্ঠতে তৌ সম্ভবস্তৌ যজমানমভি সং ভবতঃ পুরা খলু বাবৈষ মেধায়াহস্মানমারভ্য
চরতি যো দীক্ষিতঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । ঋত্বিজঃ প্রাচীনবংশ-
গতস্তাহবনীয়স্তায়ে সমীপং প্রতি সোমমানয়ন্তি । স চ সোমোহগ্নিনা সমেত্য প্রতিষ্ঠিতো
ভবতি । তৌ চাগ্নীষোমৌ পরস্পরং যদা সঙ্গচ্ছেতে তদা যজমানমভিলক্ষ্য সঙ্গতো ভবতঃ ।
তদেতদবগম্য কিল পুরা যো দীক্ষিতঃ স এষ যজ্ঞার্থং স্বাস্থানমেবাহলভ্য পশুত্বেনোপাকৃত্য
প্রচরতি । সোহয়ং প্রসঙ্গঃ ॥ ইদানীং বিধত্তে—“যদগ্নীষোমীয়ং পশুমাণতত আত্মনিক্রয়ণ
এবাস্ত সং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । অস্ত যজমানস্ত পশ্বালন্ত আত্ম-
নিক্রয়ণঃ । পশুং মূল্যত্বেনাগ্নীষোমাভ্যাং দত্ত্বা তেন তস্মাৎ স্বভূতমাত্মানং নিক্রীণাতি ॥
অত্র হবিশেষযন্তকণং পূর্বপক্ষতয়া নিষেধতি—“তস্মাস্তস্ত নাইশ্চং পুরুবনিক্রয়ণ ইব হি” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । যস্মাদয়ং পশুঃ পুরুষস্ত মূল্যমিব তস্মাস্তস্ত পশোঃ সম্বন্ধি
হবিন ভক্ষণীয়ং তদ্বক্ষণে মূল্যনাশপ্রসঙ্গাৎ ॥ সিদ্ধান্তমাহ—“অথো খবাহরগ্নীষোমাভ্যাং বা
ইজো বৃত্রমহন্নতি যদগ্নীষোমীয়ং পশুমাণততে বাত্রয় এবাস্ত স তস্মাদাশ্চং” (সং. কা. ৬
প্র. ১ অ. ১১) ইতি । অথোশব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ । অভিজ্ঞাৎগ্নীষোমার্থমিজো বৃত্রং
হত্বানিত্যাহঃ । অয়ং বৃত্তান্তো দ্বিতীয়কাণ্ডস্ত পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠী হতপুত্র ইত্যস্মিন্নমুদ্বাকে

প্রপঞ্চিতঃ । যস্মাদগ্নীষোমার্থমিচ্ছো বৃত্রং হতবাংস্তস্মাদগ্নীষোমীষপঞ্চালভো যঃ সোহন্ত কল্পমানন্ত
বৈরিষাতি । তস্মাত্তদীয়ং হবির্ভক্ষণীয়ম্বেব ॥ প্রাসঙ্গিকং পরিশিষ্টাণ্য প্রকৃতমেব নমো মিত্র-
শ্রেতি মন্ত্রং বিনিযুক্তং—“বারুণ্যর্চো পরি চরতি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া পরিচরতি” (সং-কা-
৬ প্র-১ অ-১১) ইতি । উপনয়ন সোমন্ত বরণো দেবতা । পরিচরণং কল্পদ্বারাহ্যপচারঃ ।
ততো বরণমন্ত্রেণ তদহুষ্ঠানং যুক্তং । অথ প্রাগংশে সোমমাসন্যায় প্রতিষ্ঠাণ্য তদ্বিম্ভকাল
এবা বন্দ্য বরণং বৃহস্পতিতোতয়া তয়া যামীত্যনয়া বা বারুণ্যর্চোপস্থানরূপং পরিচরণং কর্তব্যং ॥

৭ । “বরণস্ত স্তননমসি বরণস্ত স্তনসর্জনমহ্যনুত্তো বরণস্ত পাশঃ ।” “বোধায়নঃ—
“অথৈতৎসোমবাহনমগ্রেণ শালামুদগীষমুপস্থাপয়ন্তি তদুপস্তম্ভাতি বরণস্ত স্তনসর্জনমসীতি
শম্যামুদহত্যনুত্তো বরণস্ত পাশ ইতি যোক্ত্রং” ইতি । আপস্তম্বস্ত শম্যাবোক্তান্তিধানীনাং
ক্রমেণোন্মোচনং মন্ততে ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

“প্র চ্য প্রাগংশগমনং গোনোহধ্বর্গ্যস্ত মন্ত্রয়েৎ । অপ্যতিক্রম্য রাজানং নম এনং প্রতীকতে ॥
বরদ্রয়েণ শম্যাদীনুক্ষেৎ সপ্তাত্র মন্ত্রকাঃ ॥ ১ ॥” ইতি ॥

অত্রাপি নাস্তি মীমাংসা ॥

অথ চন্দঃ ।

প্র চ্যববেতি ষট্পদাহতিজগতী । গোনো ভূত্বাহপি পহ্যমিতোতে অহুষ্ঠভো । নমো
মিত্রস্যোতি জগতী ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অম্বুবাক) ।

ইতি শ্রীমৎসারণাচার্যবিরচিতৈ মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তত্ত্বিতরীয-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রপাঠকে নবমোম্বুবাকঃ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা ।

— * —

অষ্টম অম্বুবাকে শকটে সোমারোপণানন্তর নবম অম্বুবাকের মন্ত্র-সমূহে শকট-চালনার বিষয়
উক্ত হইয়াছে । ভাষ্যানুসারে এই অম্বুবাকের মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ নিশ্চয় হয়, নিয়ে তাহা
প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তব্য প্রকাশ করিতেছি । ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্র ‘সোম’ শব্দকে
প্রযুক্ত । শকটে কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত হইয়াছে । তদুপরি সোম স্থাপিত হইয়াছে । শকটের
বাহক বৃষদ্বয় শকটদ্বারে সংযোজিত হইয়াছে । এক্ষণে শকট সংবাহিত হইয়া সোম-ক্রয়কারী
যজ্ঞমান গৃহে গমন করিবে । তাই মন্ত্রে সোমকে সোধোন দেখিতে পাই । ভাষ্যের মতে মন্ত্রের
অন্তর্গত ‘ভূ’ শব্দে ভূমিতে স্থিত ভূতসমূহকে অর্থাৎ যজ্ঞমান অধ্বর্গ্য প্রভৃতিকে লক্ষ্য করা
হইয়াছে । তাহাদিগকে পালন করে বলিয়া সোম তাহাদিগের অধিপতি । এইরূপ অনুক্রমণে
সোমকে সোধোন করিয়া মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘হে ভূতপতি ! হে সোম ! তুমি প্রাচীনবংশ
অধিপতি প্রভৃতি সোম-সমূহ লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে গমন কর ।’ দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

‘তোমার গমনকালে, সর্বত্রবিচরণশীল বাধক তব্বর-প্রভু যেন তোমার গমন-বার্তা জানিতে না পারে, তাহার যাগ-প্রতিবেদক ভূতাগণও যেন তোমার গমন-বার্তা জানিতে না পারে; ‘বৃক’ অর্থাৎ অরণ্যচারী ঋগদ প্রভৃতিও যেন তোমাকে না জানে। পাপরূপ বধ-কর্তাও যেন তোমাকে জানিতে না পারে। অপিচ স্বর্গমার্গে সোমের অপহর্তা বিশ্বাবস্তু নামক গন্ধর্ভও যেন তোমার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন না করে।’ তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—‘হে সোম! তুমি যামতীয় শত্রুকে নাশ করিয়া শ্রেষ্ঠধন-প্রদান কর এবং শ্ৰেণপক্ষীর ছায় শীতগামী হইয়া যজ্ঞমান-গৃহে উপস্থিত হও। সেখানে তোমার ও আমার জন্ম সর্বোপকরণ-সংযুক্ত স্থান আছে। সেখানে দেবসদৃশ অধর্যু প্রভৃতি তোমার উপবেশন জন্ম আসন্দীকপ স্থান সংস্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন।’ ভাষ্যভাবে মন্ত্রে এই ভাব প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই।

প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত ‘ভুবম্পতে’ (ভুবঃ পতে) পদের বিশ্লেষণে ভাষ্যকার ভূ-শব্দে ভূমিস্থিত যজ্ঞমান প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পতি সোম—এই বচন অনুসারে, তিনি সোমকেই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ‘সোম’ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিলে, ‘ভুবম্পতে’ পদে সেই ‘একমেবাধিতীয়ঃ’ ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। এই বিশ্বের—স্বাবর-জঙ্গম-চরাচরের—চেতন অচেতন সকল পদার্থেরই তিনি অধিপতি ও পালক। সোম বা শুক্রসত্ত্ব—সেই তাঁহার রূপান্তর মাত্র। সম্বতাবে স্থিতি, রাজোভাবে সৃষ্টি এবং তমোভাবে লয়। তিনি সোম বা সম্ব—তাঁই তিনি ‘ভুবম্পতি’। মন্ত্রে তাই ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। মন্ত্রে কিন্তু সোম-সম্বোধন-স্বচক কোনও পদ নাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বিবিধ শত্রুর বিষয় কথিত হইয়াছে। সে সকল শত্রুই সাধনার অন্তরায়ভূত। সোম অর্থাৎ শুক্রস্বরূপে—ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে, তাহারা সর্বদা তৎপর। আবরণার্থক ‘বৃ’ ধাতু হইতে বৃক পদ নিষ্পন্ন। মাতৃবধের অজ্ঞানতাই সেই বৃক-পদবাচ্য। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। যতদিন অজ্ঞানতা, ততদিন ভগবৎসম্নিকর্ষ লাভ অথবা সংস্কারপের স্বরূপ উপলব্ধি কদাচ সম্ভবপর নহে। অজ্ঞানতাই সংসদ্বন্ধ ছেদন করে। ‘বৃকা’ পদে তাই ‘সংসদ্বন্ধছেদনকারী’ অর্থ প্রাপ্ত হই। আবার সংকর্ষের বা সদমুষ্ঠানের অন্তরায়ভূত যে কামি-ক্রোধাদি রিপু-শত্রু—তাহারাই ‘পরিপন্থিনঃ’ পদবাচ্য। প্রলোভনাদি সজাব-নাশক-বে বহিঃশত্রু, তাহারাই ‘পরিপরিণঃ’। ‘গন্ধর্ভঃ বিশ্বাবস্তুঃ’ পদদ্বয়ে ভাষ্যকার স্বর্গ-পথে সোমের অপহরণ-কর্তা গন্ধর্ভ বিশ্বাবস্তুকে বুঝাইয়াছেন। সেই ভাব হইতে আমরা ভাব প্রাপ্ত হই,—সম্বার্গ-গমনে প্রতিরোধক হিংসক বহিরন্তঃশত্রু। এই সকল শত্রুই ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়। সজাব ভিন্ন সংকর্ষে প্রবৃত্তি, আসে না, আবার সংকর্ষে ভিন্ন সজাব সজাত হয় না। সংকর্ষ ও সজাব ভিন্ন সংস্কারপের সহিত সংসদ্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। এই জন্ম ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—আপনার আগমন-কালে পুরোক্ত শত্রুগণ যেন আপনাকে জানিতে না পারে। ইহার তাৎপর্য এই যে,—হৃদয়ে যখন প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের আবির্ভাব হয়, তখন হৃদিস্থিত অজ্ঞানভাব ও তৎসংস্কৃত কামাদি শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে, অন্তরের আবির্ভাব না হইলে, সে ক্ষেত্র কি ভগবানের কোণ্য আসনে পরিণত হইতে পারে-?

তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী, শ্রোতবৎ ক্ষিপ্ৰগতিতে ভগবানের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন । প্রার্থনা হইতেছে—‘সত্ত্ব আসিমা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন এবং শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন ।’ এই মন্ত্রের অন্তর্গত ‘যজ্ঞমানস্ত নঃ গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতং’ অংশ কিঞ্চিৎ সমস্তা-মূলক । ভাষ্যের অর্থ—“অধ্বৰ্য্য প্রভৃতি দ্বারা আসন্দীৰূপ স্থান সংস্কৃত হইয়াছে ।” এরূপ অর্থে সন্মোদনকারী কে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন । অত্ৰ আবার অর্থ দেখিতে পাই,—“তত্র যজ্ঞমানগৃহে আব্রোহোঃ তব মম চ সংস্কৃতং সর্কোপকরণযুক্তং স্থানমন্তীতি ভাবঃ ।” অর্থাৎ তোমার এবং আমার জন্ত যজ্ঞমান-গৃহে সর্কোপকরণযুক্ত স্থান আছে,—ইহার তাৎপৰ্য্য বোধগম্য হওয়া বড়ই সুকঠিন । আমরাও মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রায় ঐ একই রূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি বটে ; কিন্তু ভাব একটু স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়াছে । তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব হইয়াছে,—“আপনার গ্রহণ-যোগ্য অপিত আমার মঙ্গলপ্রদ সে গৃহ সুসংস্কৃত অর্থাৎ ক্লেদকলঙ্কপরিশুভ নিশ্চল হইয়া আছে ।’ ভগবান যে স্থানে আসন গ্রহণ করেন, সে স্থান বা সে হৃদয় কি অপবিত্র আবিলতাময় থাকিতে পারে ? ভগবান যদি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে সে হৃদয় যে মুক্তির অধিকারী, মুক্তির পথ যে তাহার নিকট স্নগম হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে কি ?

চতুর্থ মন্ত্রে ভগবানে কর্মফল-প্রদানের বিষয় প্রখ্যাত দেখিতে পাই । ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—‘স্বস্তি’ অর্থাৎ শ্রেয়ঃরূপ যজ্ঞের ‘অয়নঃ’ অর্থাৎ প্রাপ্তি বাহার আছে ; অর্থাৎ তুমি যজ্ঞমানের যজ্ঞপ্রাপক হও ।’ এ মন্ত্রটীও সোম-সন্মোদনে প্রযুক্ত । আশ্চর্য্যজনক ফলাকাজ্ঞা-পরিশুভ হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন । ভগবান তাঁহাদের কর্মের ফল গ্রহণ করিয়া মোক্ষ-ফল প্রদান করিয়া থাকেন,—তিনি তাঁহাদিগের উদ্ধার করিয়া আপনাতে বিলীন করিয়া লয়েন । এই নিত্য-সত্যের মধ্য দিয়া প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আপনি আমাদিগের কর্মফল গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরণে আশ্রয় দান করুন । আপনার অনুগ্রহ-লাভে আমরা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হই ।’

ভাষ্যমতে এই অনুবাকের পঞ্চম মন্ত্র পথিদেবতার সন্মোদনে প্রযুক্ত । ক্রীত সোম মন্তুকোপরি গ্রহণ করিয়া, হস্ত দ্বারা সোমপাত্র ধারণ করিয়া, শকটের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘আমরা অনুষ্ঠানরূপ পথ প্রাপ্ত হইয়াছি । কিরূপ পথ ? না—স্বথে গমন-যোগ্য অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপক এবং পাপরূপ চোরাদির উপদ্রব রহিত অথবা যে পথে গমন করিলে গমনকারীর কোনও অপরাধ হয় না ; অথবা যে পথে গমন করিলে নিখিল পাপসম্বন্ধ পরিবর্জন করা যায় । অথবা যে পথে গমন করিলে দ্রব্য লাভ হয়, তাদৃশ পথ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ।

মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য । ভাষ্যকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমাদের প্রায়ই মতানৈক্য ঘটে নাই । ভাষ্যমতে ‘পহাং’ পদে সাধারণ গমনাগমনের পথের বিষয় উপলব্ধি হয় । কিন্তু আমরা ঐ পদে সাধারণ পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া ‘সংপথ’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । সংপথে গমন নিরাবিল স্তব্ধের এবং অসংপথে অবলম্বন দারূণ ছাংধের দৃষ্টান্ত । সংসারে প্রতি কার্য্যেই ইহা প্রত্যক্ষ হয় । সংপথে থাকিয়া সংকার্য্য-সম্পাদনে ভগবানের রূপা অতি সহজেই পাওয়া যায় ; কিন্তু অসংপথে অসদ্বৃত্তির প্রেরণায় অসংকার্য্য-সম্পাদনে, তাহা

বহু দূরে সরিয়া যায়। সংকার্ষের সরলতা এবং অসংকার্ষের কণ্টকময় জালামালা, সংসারে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। অসঙ্ক্তি—পাপসম্বন্ধ—ইহলৌকিক সকল হুংখের মূল। সেই হুংখমূল উদ্ভিন্ন করিয়া অনন্ত সুখের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইতে হইলে, সংপ্রসঙ্গের আলোচনা, সংপথ অবলম্বন ও সংকর্ষের সম্পাদন একান্ত প্রয়োজন। ভগবান্ সংস্বরূপ। তিনিই অনন্ত সুখের আধার! সতের আশ্রয়েই সংকে পাওয়া যায়। তাই ভক্ত সাধক কহিতেছেন,—
‘এত কাল অন্ধের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; এতকাল অজ্ঞানান্ধকার ঘেরিয়া ছিল;—
তাই পথ চিনিতে পারি নাই। হে দেব! এখন সে মোহের আবরণ অপসারিত হইয়াছে।
এখন সেই সরল সহজ পথের সন্ধান পাইয়াছি। আপনি এমন করুন, যেন আমরা আর পথভ্রষ্ট না হই। একবার যখন সন্ধান দিয়াছেন, তখন আর নিদয় হইবেন না; একবার যখন চিনাইয়া দিয়াছেন, তখন যেন অপর ভুলিয়া না যাই। সংপথ-প্রদর্শনের আপনিই একমাত্র অধিকারী। আপনি চিনাইয়া না দিলে, আপনি জানাইয়া না দিলে, কিরূপে চিনিব প্রভু—কেমন করিয়া জানিব—দেব!’ আমরা মনে করি, মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাবই নিহিত আছে।

এক্ষণে, মন্ত্রে পথের বিশেষণমূলক শব্দস্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ যে বিশেষণ-দ্বয়, ‘স্বস্তিগাং’ ও ‘অনেহসং’—এই যে বিশেষণদ্বয়, উহা দৃষ্টে আমরা ‘শস্যং’ পদে সাধারণ গমনা-গমনের পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, ‘সংপথ’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। সংপথে গমনেই পাপ-সম্বন্ধ বর্জন করা যায়,—সংপথে গমনেই গমনকারীর কোনও অপরাধ বা পাপ হয় না। সংপথই “স্বস্তিগাং” অর্থাৎ পরমসুখ প্রদান করে; সংপথে গমন করিলেই ‘দ্বিষঃ’ অর্থাৎ কামক্রোধাদি পাপসম্বন্ধ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তত্ত্বি অশ্রু যে পথেই মানুষ অগ্রসর হইবে, সেই পথই কণ্টকময়, সেই পথই শত্রুসমাকুল, সেই পথই অশেষ হুংখময়। মন্ত্রের তাই উপদেশ—‘সংপথে চলিয়া সংস্বরূপের অমুগামী হও; শত্রু ভয় থাকিবে না, পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না; তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।’

ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে, ভাষ্যভাবে যাহা অবগত হওয়া যায়, তদ্বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। যজ্ঞশালা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিগ্রহাতা অর্থাৎ বজ্রমান অগ্নিষোমীর যজ্ঞের পশু গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিবেন। তার পর, ক্রমসারঙ্গের অভাবে লোহিতসারঙ্গের মেধকে, ‘নমো মিত্রস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা আলম্বন করিতে করিতে অবশিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্রটী সূর্য্যদেবতা-সম্বন্ধী এবং জগত্তীক্ষ্ণোবিশিষ্ট। ভাষ্যকারের মতে,—এই মন্ত্রে সোমকে সূর্য্য-স্বরূপ কল্পনা করিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘এবংবিধ সূর্য্যের উদ্দেশ্যে নমস্কার কর। কিরূপ সূর্য্য?—না, তিনি মিত্রবরূপ-দেবতা-রূপে বিद्यমান অর্থাৎ তিনি মিত্ররূপে জগতের হিতকারী অথবা বরুণরূপে তিনি আপনার রশ্মির দ্বারা জগৎ আবরণকারী। অর্থাৎ তিনি আপনার রশ্মির দ্বারা জগৎকে আবৃত করেন;—এই নিমিত্ত তিনি চক্ষুমান অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা। তিনি তেজোরূপ, তিনি জ্যোতমান। তিনি দূরে বর্তমান প্রাণিগণ কর্তৃকও পরিদৃশ্যমান, অথবা তিনি দূরেও দেখিতে পান। তিনি দেবজাত অর্থাৎ জ্যোতমান পরামাত্মা হইতে সজাত; তিনি প্রজ্ঞানস্বরূপ; তিনি পূত্রবৎ ছালোকের প্রিয়, অথবা

হ্যালোকের পালনকর্তা । হে ঋষিকগণ ! এবম্বিধ যে স্বর্গ্য, তাঁহার শ্রীতির নিমিত্ত সেবা কর অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশ্যে সত্য অবশ্যফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিচর্যা কর, অথবা সেই স্বর্গ্যকে সত্যব্রহ্মরূপে পূজা কর এবং তাঁহাকে স্তুতি কর অর্থাৎ শস্ত্রমন্ত্রাদি পাঠ কর । কিরূপ স্বর্গ্য ? অর্থাৎ—দূরে দৃশ্যমান, দেবত্বের দ্বারা জাত । অহলক্ষণভূত এবং হ্যালোকের পূত্রবৎ প্রিয় ।’ এই মন্ত্রে কোনও সন্ধান পদ নাই । কিন্তু ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রটি ঋষিকগণের সন্ধানেনে প্রযুক্ত হইয়াছে ।

আমাদের মতে মন্ত্রটি আত্মোদ্দোষনমূলক । পূর্ব-মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে ভগবানে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সঙ্কল্প—এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত ; অর্থাৎ, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে আত্মোৎসর্গ করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে । আমাদের মতে, মন্ত্রটি চিন্তাবৃত্তিসমূহের সন্ধানেনে প্রযুক্ত । মন চঞ্চল ; চিন্ত-বৃত্তি-নিরোধ বিশেষ আয়াস-সাধ্য । মন্ত্রে সেই চিন্ত-বৃত্তি-নিরোধের প্রয়াস দেখিতে পাই । আমাদের প্রধান লক্ষ্য—ক্রিয়া-কাণ্ডের অতীত যে ভাব বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত আছে, তাহাই প্রকটন করা । সূত্রাং কর্মকাণ্ডের অনুমোদিত বাগাদি-ক্রিয়ায় মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি যাহাই থাকুক, তৎসম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা নিম্প্রয়োজন মনে করি । মন্ত্রের অর্থ কি, তাহাই মাত্র আমরা কহিতেছি ।

মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত সর্বত্র আমরা একমত হইতে পারি নাই । কয়েকটি পদের অর্থ ও ভাব-গ্রহণ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত প্রধানতঃ মতান্তর ঘটিয়াছে । আমাদের মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে । ভাষ্যকার ‘মিত্রশ্র বরুণশ্র’ পদদ্বয়ে ‘চতুর্থার্থে যঠৌ’ বলিয়া বস্তু-বিভক্তির স্থলে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়া, ঐ দুই পদের অর্থ নিদর্শন করিয়াছেন,—‘মিত্রায় বরুণায় মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্তমানায় ।’ আমরাও এ মত গ্রহণ করিয়াছি, এবং তদনুসারে আমাদের অর্থ হইয়াছে,—‘সর্বেষাং সখিত্বাত্ম্য অপিচ স্নেহকারণরূপায় ।’ যিনি মিথিলা-ব্রহ্মাণ্ডের সখিত্ব, ঐহার করুণাধারা ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্বিশেষে জগতের সকলেরই প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহার অপেক্ষা হিতকারী আর কে আছে ? তাই এস্থলে আমরা ‘যধা’ অভিধানে “জগতাং হিতকারিণে” অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । ভাষ্যকারও এই ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন । তাঁহারই অনুসরণে আমরা পূর্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলাম । তবে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াও, উপলক্ষ্যার্থে ‘মিত্রশ্র বরুণশ্র চক্ষসে’ পদত্রয়ের অর্থ ফরিলেও, ভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় না । তাহাতে অর্থ হয়—‘সর্বজ্ঞত্বাপৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং দ্রষ্টে’ অর্থাৎ তিনি জগতের সকলের দ্রষ্টা বা সর্বদ্রষ্টা । মন্ত্রের ‘দূরেদৃশে’ পদের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি না । ভাষ্যকারের মতে, ঐ পদের অর্থ,—‘দূরে দৃশ্যমানায়’ অথবা “দূরে বর্তমানৈঃ প্রাগিভিদৃশ্যত ইতি দূরেদৃক তঠৈ ; যধা দূরে পশুতীতি দূরেদৃক ।” পরব্রহ্ম পক্ষে ইহার কোনও অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি না । দূরের লোকও তাঁহাকে দেখিতে পায়, অথবা তিনি দূরের লোককেও দেখিতে পান,—এ গুণ-বিশেষণে মনে একটা ভাব আসে বটে ; কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয় না । যাহারা কর্মবশে ভগবান হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহারা যদি তাঁহার প্রতি আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা ভগবানকে পাইতে পারে এবং ভগবানও

তাহাদিগকে দেখিতে পান অর্থাৎ তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করেন,—ভাষ্যকারের অর্থে এই এক ভাব ব্যক্ত হয় বটে ; কিন্তু পেরূপ কষ্ট-কল্পনা না করিয়া তাঁহাকে যদি বলা যায়, “অতীতানাগতবর্ত্তমানকালসম্বন্ধিণাং প্রাণিণাং দ্রষ্টে,—সর্বদ্রষ্ট্রে সর্বকালান্তিজে বা” অর্থাৎ তিনি অতীত অনাগত বর্ত্তমান—সকলকালসম্বন্ধি প্রাণিগণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্বকালান্তিজে সর্বদ্রষ্টা ; তাহা হইলে, ভাবগ্রহণ সাহজসাধ্য হয় না কি ? আমরা সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই ‘দূরেদুশে’ পদের পূর্বোক্তরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্ৰান্তর্গত ‘দেবজাতায়’ ও ‘দিবস্পূত্রায়’ পদদ্বয়ের অর্থে পরব্রহ্মকে ভাষ্যে ‘দেবগণের অমুগ্রহার্থ জাত’ এবং ‘দেবগণের পুত্রবৎ প্রিয়’ বলা হইয়াছে। অক্ষর পরব্রহ্ম সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী, উচ্চনীচ স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর সকলের প্রতিই তাঁহার সমান করুণা—তাঁহার অমুগ্রহের প্রতি সকলেরই সমান দাবী ! কেবলমাত্র দেবগণের অমুগ্রহের জন্য তিনি জাত অথবা দেবগণের প্রিয় বলিলে, তাঁহাকে সঙ্গীর্ণ গম্ভীর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু তিনি যে মহান—অতি মহান। তাঁহা হইতে দেবগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই উদ্ভূত হইয়াছে—তিনি সকলেরই জন্মহেতুভূত। শ্রুতি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) বলিয়াছেন,—“নাগ্নোহতোহস্তি দ্রষ্টা নাগ্নোহতোহস্তি শ্রোতা নাগ্নোহতোহস্তি মন্ত্ৰা নাগ্নোহতোহস্তি বিজ্ঞতৈব ত আত্মাস্তর্ধ্যাম্যুতোহতোহগ্নদার্তঃ”। অন্তত্ৰ দেখিতে পাই,—“স বা অয়মাশ্মা সর্বস্ত বশী সর্বশ্চেশানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশান্তি”। অন্তত্ৰ আবার আছে,—

“যঃ স্থলস্থল্যপ্রকটঃ প্রকাশো যঃ সর্বভূতো ন চ সর্বভূতঃ ।

বিধং যতশ্চেতদ্বিশ্বহেতোর্নমোহিস্ত তন্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥”

‘দেবজাতায়’ এবং ‘দিবস্পূত্রায়’ পদদ্বয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সেই ভাবে অমুপ্রাণিত হইয়াই আমরা ঐ দুই পদের ‘দেবানাং জন্মহেতবে’ এবং ‘বিশ্বস্ত উৎপত্তিহেতুভূতায়’ অর্থ যথাক্রমে আমনন করিয়াছি। মন্ত্ৰের অন্তর্গত ‘তদূতং’ পদের ভাষ্যকার বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম প্রকার অর্থ—‘সত্যমবশ্যফলপ্রদং জ্যোতিষ্টোমরূপং কৰ্ম্ম’ ; এবং দ্বিতীয় প্রকার অর্থ—‘স্বর্ঘ্যরূপং সত্যং ব্রহ্ম’। প্রথম প্রকারের অর্থ—ক্রিয়াকাণ্ডামুগত ; দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ—আধ্যাত্মিকতামূলক। জ্যোতিষ্টোমাদির অমুষ্ঠানে ভগবানকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস—কৰ্ম্মসাপেক্ষ ; আর তাঁহাকে সত্য ব্রহ্ম ‘ঐ তৎসৎ’ বলিয়া জানা জ্ঞান-সাপেক্ষ। মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মে লীন হইবার পক্ষে উভয়ই কার্য্যকরী। জ্ঞান ও কৰ্ম্ম সে পক্ষে প্যুরস্পারিক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমরা যে পথের পথিক, আমরা যে ভাবে বেদমন্ত্ৰের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে উভয়েরই উপযোগিতা স্বীকার করি। তাই ‘তদূতং’ পদে সৎকৰ্ম্ম অর্থ গ্রহণ করিয়াও ‘যদ্বা’ অভিধানে ‘তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ব্রহ্মমাণ প্রসঙ্গে সেই অর্থই অধিকৃতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। ‘কেতবে’ পদের ভাষ্যাতিরিক্ত আমাদের পরিগৃহীত অর্থ—‘বিজ্ঞানধনানন্দস্বভাবায়।’ তাঁহাতে প্রজ্ঞান, মোক্ষরূপ পরমধন এবং সদানন্দ বিরাজমান ; অর্থাৎ তিনিই জ্ঞান, তিনিই মোক্ষ, তিনিই আনন্দময়। তাঁহাকে ভজনা করিলেই সত্য জ্ঞান, মোক্ষ এবং চিরানন্দ লাভ হয়। মন্ত্ৰে তাঁহাকে আরাধনামূলক সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা হইতেছে—‘সেই পরাংপর পরব্রহ্ম আমাদিগকে জ্ঞানদান করুন, মোক্ষদান করুন এবং চিরানন্দ দান করুন।’

এই অনুবাকের সপ্তম বা শেষ মন্ত্র এবং অষ্টম অনুবাকের শেষ দুইটি মন্ত্র প্রায়ই অভিন্ন ।
প্রভেদ মাত্র ক্রিয়াপদ লইয়া । অষ্টম অনুবাকের ‘প্রত্যন্তঃ’ পদের পরিবর্তে নবম অনুবাকে
‘উদ্বুক্তঃ’ পদ রহিয়াছে । উক্তির অস্ত্র কোনও পার্থক্য নাই । অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ
ব্যপদেশে আমরা এই মন্ত্রের তাৎপর্য প্রদান করিয়াছি । সুতরাং বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর
ডাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অনুবাক) ।

— * —

দশমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । দশমোহনুবাকঃ ।)

(১) অগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা ।

(২) সোমস্তাহতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা ।

(৩) অতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা । (৪) অগ্নয়ে ত্বা ।

(৫) রায়স্পোষদাবে বিষ্ণবে ত্বা ।

(৬) শোনায় ত্বা সোমভূতে বিষ্ণবে ত্বা ।

(৭) যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিধা পরিভুরন্ত

যজন্তঃ । গয়ক্ষানঃ প্রতরণঃ হবীরোহবীরহা প্র চরা সোম ছর্য্যান্ ।

(৮) অদিত্যাঃ সদোহস্তুদিত্যাঃ সদ আ সীদ ।

(৯) বরুণোহসি ধৃতব্রতো বারুণমসি শংযোর্দেবানাং

সথ্যাম্মা দেবানামপসশিচ্ৎস্মহি ।

(১০) আপতয়ে ত্বা গৃহ্মামি পরিপতয়ে ত্বা গৃহ্মামি তনুনপুত্রে

ত্বা গৃহ্মামি শাকরায় ত্বা গৃহ্মামি শক্লম্নোজিষ্ঠায় ত্বা গৃহ্মামি ।

(১১) অনাহ্বষ্টমস্যনাদ্ব্যং দেবানামোজোভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যম্ ।

(১২) অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিশ্রুতামনু তপস্তপস্পতিরঞ্জসা

সত্যনুপ গেষং স্রুবিতে মা ধাঃ ॥ ১০ ॥

• • •

অথ পদপাঠঃ ।

(১) অগ্নেঃ । আতিথ্যম্ । অসি । বিষ্ণবে । ত্বা ।

(২) সোমস্ত । আতিথ্যম্ । অসি । বিষ্ণবে । ত্বা ।

(৩) অতিথ্যেঃ । আতিথ্যম্ । অসি । বিষ্ণবে । ত্বা ।

(৪) অগ্নয়ে । ত্বা । (৫) ঋতস্পোষদাবু ইতি ঋতস্পোষ—দাবু । বিষ্ণবে । ত্বা ।

(৬) শ্বেনায় । যা । সোমভূত ইতি সোম—ভূতে । বিশ্ববে । যা ।

(৭) যা । তে । ধামানি । হবিষা । যজ্ঞস্তি । তা । তে । বিশ্বা ।

পরিভূরিতি পরি—ভূঃ । অস্ত । যজ্ঞম্ । গয়ক্ষান ইতি গয়—ক্ষানঃ ।

প্রতরণ ইতি প্র—তরণঃ । স্রবীর ইতি স্র—বীরঃ । অবীরহেত্যবীর—হা ।

প্রোতি । চর । সোম । হৃদ্যান্ ।

(৮) অদিত্যাঃ । সদঃ । অসি । অদিত্যাঃ । সদঃ । এতি । সীদ ।

(৯) বরুণঃ । অসি । ধৃতব্রত ইতি ধৃত—ব্রতঃ । বারুণম্ । অসি ।

শংষোরিতি শং—ষোঃ । দেবানাম্ । সখ্যাৎ । মা ।

দেবানাম্ । অপসঃ । ছিৎসহি ।

(১০) আপতয় ইত্যা—পতয়ে । যা । গৃহ্নামি ।

পরিপতয় ইতি পরি—পতয়ে । যা । গৃহ্নামি । তনুনপত্র ইতি তনু—নপত্রে ।

যা । গৃহ্নামি । শাকরায় । যা । গৃহ্নামি ।

শক্নন্ । ওজিষ্ঠায় । যা । গৃহ্নামি ।

(১১) অনাধ্বমিত্যনা—ধ্বম্ । অসি । অনাধ্বমিত্যনা—ধ্বম্ ।

দেবানাম্ । ওজঃ । অভিশস্তি পা ইত্যভিশস্তি—পাঃ ।

অনভিশস্তেত্তমিত্যনভি—শস্তেত্তম্ ।

(১২) অধিতি । মে । দীক্ষাম্ । দীক্ষাপতিরিতি দীক্ষা—পতিঃ ।

মন্ততাম্ । অধিতি । তপঃ । তপস্পতিরিতি তপঃ—পতিঃ ।

অঞ্জসা । সতাম্ । উপেতি । গেষম্ । স্থবিতে । মা । ধাঃ ॥ ১০ ॥

মন্তাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মম হ্রস্বিহিত শুদ্ধস্ব ! স্বঃ 'অয়ে' (প্রজ্ঞানরূপস্ত ভগবতঃ) 'আতিথ্যং' (অতিথিবৎ সর্কেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং ; যদ্বা—তুষ্টিসম্পাদকং ইত্যর্থঃ, প্রকাশকং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ ।

২। হে মম হ্রস্বিহিত শুদ্ধস্ব ! স্বঃ 'সোমস্ত' (সংস্বরূপস্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'আতিথ্যং' (প্রীতিহেতুভূতং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) । অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীত্যর্থং, ভগবন্তং লাভায় বা ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ । মন্তোহয়ং আত্মোদোধকঃ সঙ্কল্পমূলকশ্চ । সত্যেন শুদ্ধস্বেন হি কেবলং সংস্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং । অতঃ শুদ্ধস্বেন সন্তাবাদিনা যথা ভগবৎসন্নিবন্ধং লভেম, তথা করবাণি ইতি ভাবঃ ।

৩। হে মম শুদ্ধস্বাকীভূত কৰ্ম্ম ! স্বঃ 'অতিথে' (অতিথিরূপেণ জগৎপ্রীগয়িতুঃ ভগবতঃ, যদ্বা—সর্কেষাং নমস্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'আতিথ্যং' (প্রীতিহেতুভূতং, তুষ্টিসম্পাদকং প্রজ্ঞাপকং বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) । অতঃ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ ! অয়ং ভাবঃ—অতিথিরূপেণ সঃ ভগবান জগতাং আরাধনীয়ঃ । তদারাধনায় শুদ্ধস্বসমম্বিতং কৰ্ম্ম প্রধানোপকরণং । অতঃ সঙ্কল্পঃ—ভগবৎপ্রীত্যে ভং কৰ্ম্ম সাধয়ামি শুদ্ধস্বক নিয়োজয়ামি ।

৪। অপিচ হে মম তথাবিধ কৰ্ম্ম ! ‘অগ্নয়ে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে, যদ্বা—জ্ঞান-রূপায় পরব্রহ্মণে ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

৫। তথা হে মম শুদ্ধসত্ত্বাসীভূত কৰ্ম্ম ! ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘রায়শোষদায়ে’ (ধনপুষ্টিপ্রদাত্রে যদ্বা—পরমধনপ্রদাত্রে অপিচ সত্ত্বাবজনয়িত্রে) ‘বিষ্ণবে’ (সৰ্বব্যাপিনে ভগবতে, যদ্বা—তত্ত্ব ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ ।

অথবা

৪-৫। হে মম হ্রস্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! ‘রায়শোষদায়ে’ (পরমার্থরূপধনানাং পুষ্টিদায়িনে) ‘অগ্নয়ে’ (জ্ঞানজ্যোতিঃলাভায়) ‘ত্বা’ (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি । অপিচ, ‘বিষ্ণবে’ (বিশ্বব্যাপিনে ভগবতে, যদ্বা—তৎপ্রীত্যর্থং) ‘ত্বা’ (ত্বাং) সমর্পয়ামি ইতি শেষঃ । অগ্নয়ং ভাবঃ—জ্ঞানং হি পরমার্থপ্রদং । শুদ্ধসত্ত্বেন জ্ঞানকিরণং সমাহৃত্য ভগবৎপ্রাপ্তয়ে তজ্জ্ঞানং নিয়োজয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ ।

৬। হে মম হ্রস্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! ‘সোমভূতে’ (সৎস্বরূপায়, যদ্বা—হৃদি সত্ত্বাবসংজনয়িত্রে ইত্যর্থঃ) ‘শ্চেনায়’ (শ্চেনবৎক্ষিপ্ৰগামিনে, যদ্বা—ক্ষিপ্ৰেণ পাপিনাং উদ্ধারকারকে, অথবা ভক্তিসমর্ষিতান্ শরণাগতান্ প্রীতি করুণাপরায়ণস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ । অপিচ ‘বিষ্ণবে’ (বিশ্বব্যাপকস্ত ভগবতঃ পূজনায় প্রীতি-সাধনায় বা ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) নিয়োজয়ামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ । মদ্বোহং উদ্বোধনমূলকঃ । সৎকৰ্ম্মণা সত্ত্বাবেন চ প্রীতঃ সন্ ভগবান ভক্তান্ হারয় উদ্ধারয়তি । অতঃ সঙ্কল্পঃ—সত্ত্বাবোন্মেষণেন সৎকৰ্ম্মসাধনেন চ শুদ্ধসত্ত্বং সমাহৃত্য মোক্ষলাভায় তৎ শুদ্ধসত্ত্বং নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ ।

৭। (ক) হে ভগবন্ ! ‘তে’ (তবৎসম্বন্ধি) ‘যা’ (যানি) ‘ধামানি’ (স্থানানি নামানি বা) অবলম্ব্য ইতি ভাবঃ ‘হবিষা’ (জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ) ‘যজন্তি’ (যাগং নির্বাহয়ন্তি, ত্বাং অর্চয়ন্তি—মনুজাঃ ইত্যর্থঃ) ‘তে’ (তবৎসম্বন্ধি) ‘যজ্ঞঃ’ (উপাসনং) তা (তানি) ‘বিধা’ (বিধানি সর্বাণি ধামানি নামানি ইতি ভাবঃ) ‘পরিতুঃ’ (ত্বয়া পরিতঃ প্রাপ্তবান) ‘অন্ত’ (ভবতু) । মদ্বোহং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! যঃ জনঃ যস্মিন্ স্থানে যেন নাম্না জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ দ্ব্যমর্চয়তি ত্বমপি তাস্মিন্ স্থানে তেন নাম্না পরিতুষ্ঠঃ সন্ ত্বাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ ।

(খ) হে ভগবন্ ! ‘গয়ক্ষানঃ’ (গৃহাভিবর্দ্ধকঃ, যদ্বা—শ্রেয়ঃসাধকঃ) ‘প্রতরধঃ’ (প্রাকর্ষণে বিপদুদ্বারকঃ, যদ্বা—সংসারসমুদ্রপারনয়নকারী) ‘সুবীরঃ’ (শোভনবার্যাসম্পন্নঃ, সৰ্বশক্তিমান্ ইত্যর্থঃ) ‘অবীরহা’ (বীর্যাগঃ পরিপালকঃ, যদ্বা—অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা ইতি যাবৎ) ত্বং ‘ত্ৰ্যাহান্’ (গৃহান্, অস্ম্যাকং হৃদরূপান্ যজ্ঞগৃহান্ ইতি ভাবঃ) ‘প্রচার’ (প্রচর, প্রাপ্নুহি—অবিতর্ক ইত্যর্থঃ) । অতঃ অকিঞ্চনান্ অস্মান্ আশ্রয়ং দেহি সংসারসমুদ্রাচ্চ তারয় ইতি প্রার্থনামূলকোহং মন্ত্রঃ ।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং ‘অদিত্যাঃ’ (অনন্তস্ত ভগবতঃ) ‘সদঃ’ (অধিষ্ঠানং, আধারস্বরূপঃ বা) ‘অসি’ (ভবাস) ; অগ্নয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ । শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং

ভগবন্তঃ প্রাপ্তব্যাং । অতঃ স্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্ততঃ তত্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সদঃ' (স্থানং, সত্যরূপং আশ্রয়স্থানং—মম নিশ্চলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসীদ' (সর্বতঃ প্রাপ্তুহি, যদা—তত্র উপবিশ, আশ্রয়ং কুরু ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহং সঙ্কল্পমূলকঃ । অহং ভাবঃ—শুদ্ধসংকল্পে ভগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি সঙ্কল্পঃ ।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব ! স্বং 'বৃত্ততঃ' (যজ্ঞস্ত ধারকঃ, যদা—জনানাং সংকল্পনি প্রেরকঃ ইত্যর্থঃ) অপিচ 'বরুণঃ' (মেহকরুণাধারস্ত ভগবতঃ স্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) । অপিচ স্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'শংষোঃ' (স্তথেন মিশ্রয়িতা—ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ) তথা 'বরুণঃ' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ মেহকরুণারূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) । অতঃ যদা অহং 'দেবানাং' (শুদ্ধসত্ত্বরূপাণাং দেবভাবানাং ইত্যর্থঃ) 'সখ্যাং' (সখিত্বং, সখ্যভাবং ইত্যর্থঃ) অপিচ 'অপসং' (কর্মসামর্থ্যং) 'মা ছিৎস্মহি' (মা ছেদয়ামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ) । মম কর্মবিচ্ছেদঃ সত্ত্বাবচ্যুতি চ মা ভূয়ান্ত্যং ইতি ভাবঃ ।

১০। (ক) হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ! 'আপত্যে' (সত্যতঃ সর্বতো গমনশীল্যায়, যদা—অগত্যং প্রাণস্বরূপায় ভগবতে ইত্যর্থঃ, যদা—তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্মামি' (নিয়োজয়ামি, নিবেদয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ) ।

(খ) তথা 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিত্যজে' (সর্বব্যাপিমে, যদা—মননাধিষ্ঠাত্রে ইতি যাবৎ, তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্মামি' (নিবেদয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ) ।

(গ) অপিচ, হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'তনুশ্চে' (বিদুসত্ত্বভাবলব্ধককার, জন্মকারণনিবারণ ভগবতে, যদা—তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং লাভার্থং বা ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্মামি' (নিবেদয়ামি স্প্রদদামি উৎসৃজ্যামি বা ইত্যর্থঃ) ।

(ঘ) তথা, 'ত্বা' (ত্বাং) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! 'শাকরায়' (প্রভূতশক্তিশালিনে, যদা—সর্বশক্তে-রাধারভূতায় ভগবতে, তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্মামি' (নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ) ।

(ঙ) অপিচ 'শক্ণু' (বিশ্বকর্মন, যদা—সর্বেষু প্রাণিষু শক্তি-বিধায়ক, অথবা—সংকল্প-সাধনায় শক্তিপ্রদাতঃ) হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ওজিষ্ঠায়' (প্রভূততেজো-বীৰ্য্যসম্পন্নায়, অনাধুষ্টবল্যয়েতি ভাবঃ ভগবতে, যদা—তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্মামি' (নিয়োজয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ) ।

মন্ত্রোহং আত্মোদ্ধোধনমূলকঃ সঙ্কল্পস্থচক্চ । অত্র ভগবৎসক্কাশং নিখিলসত্ত্বাবলাভাক্ষণ বর্ততে । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! মম হৃদগতং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা পরিতুষ্টঃ সন্ ময়ি সত্ত্বান্ সংরক্ অপিচ মম জন্মকারণং নিরোধয় ।

১১। (ক) হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ! স্বং 'অনাধুষ্টে' (সর্দৈব অতিরিক্ততঃ, যদা—প্রমাদ-পরিশৃঙ্খং অহিংসিতং হিংসারহিতমিত্যর্থং তথা অনভিভূতং সর্বসাফল্যপ্রদং ইতি ভাবঃ) অসি ইতি শেষঃ । অতঃ স্বং ময়ি অস্মাকং সত্ত্বক্ষে বা 'অনাধুষ্টং' (কেনাপ্যতিরিক্ততঃ হিংসিতং বা, যদা—পাপকলঙ্কপরিশৃঙ্খঃ সদানির্মলঃ স্তথসাধকঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতু ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! স্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং, সত্ত্বাবানাং বা ইতি যাবৎ) 'ওজঃ' (বলঃ শক্তিরিতি যাবৎ, যদা—সারভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'অভিশক্তিপা' (অভিসম্পাতাং পাপাং বা

পরিভ্রাতা ইত্যর্থঃ) তথা ‘অনভিশন্তেত্ত্বং’ (অনিন্দিতে পরমে লোকে নয়নক্ষমঃ, যদা—ভগবৎ-
সম্বিকর্ষপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ ।

১২। (ক) ‘দীক্ষাপতিঃ’ (দীক্ষায়াঃ, সংকর্ষণঃ বা পালকঃ অধিপতি সঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ)
‘মে’ (মম) ‘দীক্ষাং’ (শোভনং অমুষ্ঠানং, মদমুষ্টিতং সংকর্ষ ইত্যর্থঃ) ‘অমুমন্ততাং’
(স্বীকরোতু, গৃহীতু ইতি ভাবঃ) ।

(খ) তথা ‘তপস্পতি’ (তপসঃ পালকঃ, শারীরবাচিকমানস, যদা—সাত্বিকরাজসতামস-
ত্রিবিধতপঃকারিণাং পালকঃ রক্ষকঃ বা সঃ ভগবান্) ‘মে’ (মম) ‘তপঃ’ (তথাবিধানি
ত্রিবিধানি কৰ্ম্মাণীতি ভাবঃ) অমুমন্ততু ইতি শেষঃ ।

(গ) তত্ত্ব ভগবতঃ অমুগ্রহেণ যদা অহং ‘অঞ্জসা’ (নির্মলচিত্তেন, জ্ঞানদৃষ্টিলাভেন,
যদা—সন্মার্গেন গচ্ছা ইত্যর্থঃ) ‘সত্যং’ (সত্যমূৰ্ত্তেঃ ভগবতঃ স্বরূপং ইতি ভাবঃ) ‘অমুগেযং’
(দৃষ্টোহস্মি, লভেয়ং ইতি ভাবঃ) । হে ভগবন্ ! তথা ‘মা’ (মাং) ‘স্ববিতে’ (শোভনমার্গে,
সংপথি বা ইত্যর্থঃ) ‘ধাঃ’ (ধারয়ঃ, স্থাপয় ইত্যর্থঃ) ।

প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ । অত্র প্রার্থনাকারী নির্মলচিত্তেন সংকর্ষসাধনেन চ সংপথি
সংগচ্ছন্ ভগবৎপ্রাপ্তিং কাময়তে । প্রার্থনায়্যাঃ ভাবঃ—‘হে ভগবন্ ! মাং মদমুষ্টিতং কৰ্ম্ম চ
সম্ভাবসমম্বিতং কুরু । অপিচ মাং সংপথি প্রতিষ্ঠাপয়িত্বা ময়ি অমুগ্রহপরায়ণঃ ভব মম
পূজ্যং গৃহাণ । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অমুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে আমার হৃষিক্তিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি অতিথিবৎ সকলের
আকাঙ্ক্ষণীয় এবং প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের তুষ্টিসম্পাদনকারী অর্থাৎ প্রকাশক
হও । অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের শ্রীতির জন্য তোমাকে নিয়োজিত
(উৎসর্গ) করিতেছি । (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ ;
শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়) ।

২। হে আমার হৃষিক্তিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি সংস্বরূপ ভগবানের শ্রীতি-
হেতুভূত হও । অতএব তোমাকে বিশ্বব্যাপী ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত
উৎসর্গ করিতেছি । (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক । একমাত্র
সত্যের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই সংস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
অতএব শুদ্ধসত্ত্বের এবং সম্ভাবাদির দ্বারা যাহাতে ভগবৎসম্বিকর্ষ লাভ
করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিত হইব) ।

৩। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাদীভূত কৰ্ম্ম ! তুমি অতিথিরূপে জগৎশ্রীতিকর
(অথবা অতিথিরূপে সকলের নমস্ত পূজ্য) ভগবানের শ্রীতিহেতুভূত এবং

তুষ্টিসম্পাদক হও। অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি। (ভাব এই যে,—ভগবান অতিথিরূপে জগতের আরাধনীয়। তাঁহার আরাধনার প্রধান উপকরণ—সম্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে তাই সঙ্কল্প—ভগবানের প্রীতির জন্য হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে নিয়োজিত করিতেছি)।

৪। অপিচ, হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাদীভূত কৰ্ম্ম! প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের অর্থাৎ পরব্রহ্মের উদ্দেশে তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

৫। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাদীভূত কৰ্ম্ম! তোমাকে ধনপুষ্টিদায়ক অর্থাৎ পরমধনপ্রদায়ক সম্ভাবজননকারী সর্বব্যাপী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত (উৎসর্গ) করিতেছি।

অথবা

৪-৫। হে আমার হুমিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! পরমার্থ-ধনসমূহের পুষ্টিদানকারী জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছি। অপিচ, বিশ্বব্যাপী ভগবানের উদ্দেশে, তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত, তোমাকে সমর্পণ করি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই পরমার্থপ্রদ। শুদ্ধসত্ত্বের সাহায্যে জ্ঞান-কিরণ আহরণ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি)।

৬। হে আমার হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! সোমানয়নকর্ত্তা অথবা হৃদয়ে সম্ভাব-সংজনয়িতা, ভক্তিমান অর্চনাকারিগণের প্রতি শ্বেদনবৎ ক্ষিপ্ৰগমনকারী, ভগবানের প্রীতির জন্য অথবা সংকৰ্ম্মসাধনের নিমিত্ত, তোমাকে আহরণ করিতেছি; এবং বিশ্বব্যাপক ভগবানের উদ্দেশে অথবা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তোমাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছি। (সংকৰ্ম্মের এবং সম্ভাবের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান ত্বরায় ভক্তের উদ্ধার-সাধন করেন। অতএব সঙ্কল্প—সম্ভাবের উন্মেষে সংকৰ্ম্মসাধনে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আহরণ করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি)।

৭। (ক) হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি যে সকল স্থান বা নাম অবলম্বন করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা মানুষ যজ্ঞ করে অথবা আপনার অর্চনা করে, আপনার সম্বন্ধি সেই যজ্ঞ বা অর্চন আপনার যাবতীয় স্থানে বা নামে আপনি সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হউন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্!

যে জন যেখানে হইতে যে নামেই আপনাকে জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে অর্চনা করে, আপনি সেই স্থান হইতে সেই নামেই পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন)।

(খ) হে ভগবন্ ! আপনি গৃহাভিবর্দ্ধক অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধক, প্রকৃষ্ট-রূপে বিপদুদ্ধারকারী অথবা সংসার-পারে নয়নকর্তা, শোভনবীৰ্য্যসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক অর্থাৎ অজ্ঞান অকিঞ্চন জনের আশ্রয়দাতা । আপনি আমাদিগের হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে অধিষ্ঠিত হউন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনি অকিঞ্চন আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন এবং সংসার-সমুদ্রে হইতে পরিত্রাণ করুন)।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধারক ও স্বরূপ হও । (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বই ভগবানের স্বরূপ । শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি স্থানকে অথবা নিষ্পল হৃদয়কে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ সে হৃদয়ে উপবেশন কর । (মন্ত্রটি সঙ্কল্পযুলক । প্রার্থনার ভাব এই যে—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি)।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি যজ্ঞের ধারক অর্থাৎ সংকর্মে সকলের প্রেরক এবং স্নেহকরণাধার ভগবানের স্বরূপ হও । অপিচ, তুমি ভগবানের সহিত দেবভাবসমূহের স্তম্ভ-মিশ্রিয়িতা এবং ভগবানের প্রীতিসাধক স্নেহকরণারূপ হও । অতএব যাহাতে আমি দেবভাবসমূহের সন্নিহিত এবং কর্মসামর্থ্য হইতে বিচ্ছিন্ন না হই, তাহার বিধান কর । (ভাব এই যে,—আমার কর্মবিচ্ছেদ এবং সম্ভাবচ্যুতি যেন না ঘটে)।

১০। (ক) হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! সততসর্বত্রগমনশীল অথবা জগতের প্রাণস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমায় উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি ।

(খ) সেইরূপ, হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! সর্বব্যাপী অথবা বিশ্বের সকলের মননাধিষ্ঠাতা ভগবানের উদ্দেশ্যে তোমাকে উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি ।

(গ) অপিচ, হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সংরক্ষক অথবা জন্মকারণবিনাশকরী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত—তাহাকে

লাভ করিবার জন্ম, তোমাকে তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি বা উৎসর্গ করি। (ভগবান মঙ্গল বিধান করুন) ।

(ঘ) হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! প্রভূতশক্তিসম্পন্ন সকল শক্তির আধারভূত সেই ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি । (আমি যেন কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করি) ।

(ঙ) অপিচ, বিশ্বকর্মা, জগতের যাবতীয় প্রাণীর শক্তিবিশায়ক অথবা সংকর্ষসাধনে শক্তিপ্রদানকারী হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তোমাকে প্রভূততেজোবীৰ্য্যসম্পন্ন অথবা অনাপ্লব্ধবল ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি ।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্ধোধনমূলক এবং সঙ্কল্পসূচক । মন্ত্রে ভগবানকে নিখিল সদ্ভাব-প্রদানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্ ! আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয়া আমাতে সদ্ভাব সংরক্ষণ করুন এবং আমার জন্মকারণ নিবারণ করুন) ।

১১। (ক) হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি সদা অতিরিক্ত অর্থাৎ প্রমাদপরিশূন্য অহিংসিত ও হিংসাদিরহিত অপিচ সর্বসাকল্যপ্রদ । (অতএব আমাতে অথবা আমাদিগের সম্বন্ধে তুমি তেমনি অহিংসিত ও অতিরিক্ত অর্থাৎ পাপকলঙ্ক-পরিশূন্য সদা-নির্মল এবং সুখসাধক হও ; আমাদিগের হিংসাপ্রবৃত্তি দূর করিয়া অন্তরের বিশুদ্ধতা সম্পাদন কর) ।

(খ) তথাবিধ হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি নিখিলসদ্ভাব-সমূহের অথবা সদ্ভাবসম্পন্ন জনের বল-শক্তি-স্বরূপ অর্থাৎ সারভূত এবং পাপ হইতে পরিত্রাণকারক এবং আনন্দিত পরমলোকে নয়নক্ষম অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক হও ।

১২। (ক) দীক্ষারূপ সংকর্ষের পালক ভগবান আমার দীক্ষারূপ শোভন অনুষ্ঠান বা সংকর্ষ স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করুন ।

(খ) আমার শারীর বাচিক মানস অথবা সাত্ত্বিক রাজস তামস ত্রিবিধ তপঃকর্মের পালক (রক্ষক) ভগবান, আমার উক্তরূপ ত্রিবিধ তপঃ কর্ম স্বীকার করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন ।

(গ) সেই ভগবানের অনুগ্রহে নির্মলচিত্তে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া সন্মার্গগমনে সত্যমুক্তি ভগবানের স্বরূপ আমি যাহাতে দর্শন করিতে সমর্থ

হই অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারি, সেইরূপ শোভনমার্গে বা সংপথে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করুন ।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । প্রার্থী বিশুদ্ধচিত্তে সংকল্পসাধনে সংপথে গমন করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির কামনা করিতেছেন । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! আমার অনুষ্ঠিত কৰ্ম সদ্ভাবসম্পন্ন করুন । অপিচ আমাতে অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন) ।
(১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অনুবাক) ॥

* . *

মন্ত্রভাষ্য (সারণাচার্য্যকৃতং) ।

নবমেঃশ্রুবাকৌ সোমস্ত প্রাচীনবংশং প্রতি গমনযুক্তং দশমে তু সনীপমাগতত্বাতিথিরূপস্ত সোমস্ত সংকারারাহিত্যেষ্টিরূপাত্যে ।

১—৬ । “অগ্নেহরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বা সোমস্তাহতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বাহতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বাহধরে স্বা রায়স্পোষদাবু, বিষ্ণবে স্বা শ্রেনায় স্বা সোমভূতে বিষ্ণবে স্বা ।” কল্পঃ— “আতিথ্যং নির্কপত্যারধার্য্যং পদ্ম্যামথ দেবস্ত স্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি প্রতিপদং কৃষ্ণাহ্নে-
রাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বা জুহুঃ নির্কপামীত্যেত্যামেব প্রতিপদং কৃষ্ণা সোমস্তাহতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বা জুহুঃ নির্কপামীত্যেত্যামেব প্রতিপদং কৃষ্ণাহ্নে-
রাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বা জুহুঃ নির্কপামীত্যেত্যামেব প্রতিপদং কৃষ্ণাহ্নে-
রাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বা জুহুঃ নির্কপামীত্যেত্যামেব প্রতিপদং কৃষ্ণাহ্নে-
রাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বা জুহুঃ নির্কপামীতি পঞ্চকৃষ্ণা যজুর্বা” ইতি ।

প্রকৃতিগতঃশ্রুতঃ জুহুঃ নির্কপামীত্যেত্যামেব প্রতিপদং প্রাপ্তে 'সতি তত্রত্যদেবতা-
পদস্তৈবাত্র পঞ্চভিঃ পর্যায়ৈরপোদিতত্বাৎ পঞ্চমেহপি সাবিত্রঃ জুহুঃ চানুযজতি । অত্র
বিষ্ণুরেক এব হবিষো দেবতা । অগ্নাদয়স্ত তদনুচরাঃ । অততি সততং গচ্ছতীত্যতিথিঃ ।
তদর্থং ক্রিয়মাণং সংকাররূপং কৰ্মাহতিথ্যং । লোকে স্বামিনে দীৰ্যমানেন দ্রব্যেণ তদনুচরা
অপি পরিতুষ্টান্তি । তত্ৰাদিত্যাদীনামিদং হবির্ভবত্যাতিথ্যং । হে হবিষ্মতিথিরূপস্তাথেঃ
সংকাররূপমসি । তাদৃশং স্বাং বিষ্ণুশ্রাব্যভিধেয়ায় সোমায় নির্কপামি । সোমস্তেত্যত্র প্রধানভূতঃ
সোমো ন ত্বপরঃ কশ্চিত্তন্নাহনুচরঃ । অতিথিনামকোহস্তঃ । রায়স্পোষদাবা ধনসমৃদ্ধিদাতা
কশ্চিদগ্নিনামকোহস্তঃ । সোমং বিভক্তিঁ পোষয়তীতি সোমভূচ্চেননামকোহস্তঃ । এতাব্ভাবপি
সোমস্ত রাজোহতিপ্রত্যাসন্নাবনুচরাবিভ্যভিপ্রেত্যাগ্নয়ে শ্রেনায়ৈতি চতুর্থ্যা স্বাশ্বেন চ প্রধান-
সমভরা নির্দিষ্টেতে ॥ মজ্জাধ্যাচিধ্যানুরাদৌ কালবিশেষসহিতমতিথ্যং কৰ্ম বিধস্তে—“যদুভৌ
বিমুচ্যতিথ্যং গৃহ্নীমাংসজং বিচ্ছিন্মাদ্যদুভাববিমুচ্য যথাহনাগতান্নাহতিথ্যং ক্রিয়তে তাদৃগেব
তদ্বিমুক্তোহন্তোহনুভবত্যাতিথ্যোহন্তোহতিথ্যং গৃহ্নাতি যজ্ঞস্ত সন্ততো” (সং., কা. ৬. প্র. ২
অ. ১) ইতি । যজোৰ্গনীবর্দরোর্ময়ুক্তয়োঃ সতোঃ সোমগমনরূপং কৰ্ম সৰ্বথা পূরিত্যন্তং ভবতি ।
আতিথ্যকৰ্ম তুপকাস্তং, ততো যজমধ্যে যজ্ঞো বিচ্ছিত্তেত । অবিমুক্তয়োঃ যজোৰ্গমনত্বা-

সংপূর্ণত্বাদনাগত্য সোমায়ান্ধতিথ্যং কৃতং ভবেৎ । একশ্চিৎকৃত্যে চ বিমুক্তত্বাদেব গমনং সম্পূর্ণং ভবতি । ইতরস্ত বিমোকাভাবাৎ পূৰ্ব্বকৰ্ম্মাপি ন ত্যক্তং । অন্তস্তয়িন্ধকালে নিকাপাদ্যজঃ সজ্ঞতো ভবতি । নিকাপকাগেহধবুঁমহু পত্ন্যাঃ শকটস্পর্শং বিধত্তে—“পত্ন্যধ্বারভতে পত্নী হি পারীগহ্মন্তশে পত্নিরৈবাহুমতং নিকপতি যদৈ পত্নী যজ্ঞস্ত করোতি মিথুনং তদথো পত্নিরা এবেষ যজ্ঞস্তাধ্ব-
 যন্তোহবজ্জিতো” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । পরিগদগৃহং তত্র ভবং ব্রাহ্মাদিস্রব্যং পারীগহ্মং তন্তেশানা পত্নী । কিং চ যজ্ঞঃ পুমানপত্নী জ্ঞাতোতমিথুনং । কিং চ যোহয়ং পত্ন্যাঃ শকটস্ত যজ্ঞাদস্ত স্পর্শঃ স যজ্ঞস্ত বিচ্ছেদরাহিত্যায় ভবতি ॥ মন্ত্রাধ্যাচষ্টে—“যাবন্তির্কৈ রাজাহু-
 চ্ঠৈরয়াগচ্ছতি সর্কেভ্যো বৈ তেভ্য আতিথ্যং ক্রিয়তে ছন্দো’সি থলু বৈ সোমস্ত রাজোহু-
 চ্ঠায়গ্ন্যেরোতিথ্যমসি বিষ্ণবে হেতাহ গায়ত্রিয়া এবেতেন করোতি সোমস্তাহতিথ্যমসি বিষ্ণবে
 হেতাহ ত্রিষ্টুভ এবেতেন করোতিথেরোতিথ্যমসি বিষ্ণবে হেতাহ জগত্যা এবেতেন
 করোত্যগ্নয়ে জা রায়স্পোবাদাবে, বিষ্ণবে হেতাহনুষ্টুভ এবেতেন করোতি শ্রোনায় জা সোমভূতে
 বিষ্ণবে হেতাহ গায়ত্রিয়া এবেতেন করোতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । সোমস্ত
 ছুঁতায়গ্ন্যাদিভিভুঁতাস্তরাগিগায়ত্র্যাদীহুপলক্ষ্যন্তে । উপলক্ষকবিশেষাগাময়াদীনামুপলক্ষ্য-
 বিশেষগায়ত্র্যাদিভিঃ প্রাতিষ্বিকসম্বন্ধবিশেষে প্রমাণমিদং ব্রাহ্মণমেব ॥ নিকাপাত্তিসংখ্যাং
 বিধত্তে—“পঞ্চ কৃত্বো গৃহাতি পঞ্চান্নরা পঙক্তিঃ পাঙক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব যজ্ঞে”
 (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি ।

আত্মস্তরোর্মন্ত্রয়োর্গায়ত্র্যা দ্বিরপলক্ষিতং প্রমোত্তরাভ্যানুপাধরতি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি
 কস্মাসত্যাপায়ত্রিয়া উত্তরত আতিথ্যস্ত ইতি যদেবাদঃ সোমমাহরন্তমাদ্ গায়ত্রিয়া
 উত্তরত আতিথ্যস্ত ক্রিয়তে পুরস্তাচোপরিষ্টাচ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১)
 ইতি । আতিথ্যং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ নিকপ্তৈগুতুলৈনবকপালঃ পুরোডাশঃ কার্য ইতি
 বিধত্তে—“শিরো বা এতন্মজ্ঞস্ত যদাতিথ্যং নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তস্মান্নবধা শিরো
 বিধুঁতং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । আতিথ্যেষ্টেঃ সংকাররূপেণ শিরোবহুস্ত-
 মাদ্ভং । যদ্যদত্র কপালেযু নবসংখ্যা তস্মাদ্ভূতভূতঃ শিরোহপি নবভিঃ কপালৈর্কিংশেবেণ
 স্যাতং । পোরোডাশিকব্রাহ্মণে হেবমাস্নাতং—“তস্মাদষ্টকপালং পুরুষস্ত শিরঃ” ইতি ।
 ততোহষ্টানান্ কপালানান্ পরস্পরমষ্টধা স্যতিস্তত্তৎসমূহরূপস্ত শিরসোহধস্তনেন কবন্ধেন
 সঠৈকধা স্যতিঃ ॥ উক্তমেব বিধিমনু প্রশংসতি—“নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে
 ত্রয়ত্রিকপালান্নিবৃতা ভোদেন সংমিতান্তেজস্রিবৃন্তেজ এব যজ্ঞস্ত শীর্ষন্দধাতি” (সং. কা. ৬ প্র.
 ২ অ. ১) ইতি । ত্রিব্রহ্মকে তোমে জীণি স্ত্রুতানি । তেহেকৈকস্মিন স্ত্রুতে তিস্ত্রিষ্ট স্ত্রুচঃ ।
 অন্তঃ সংখ্যাসাম্যায়বকপালস্ত ত্রিভিক্রপং । ত্রিব্রহ্ম প্রজাপতেষু খাদয়িত্বা সহ জাতাত্তেজো-
 রূপং । তথা সতি যজ্ঞশিরোরূপ আতিথ্যে তেজঃ স্থাপিতং ভবতি ॥ পুনরায়নু প্রশংসতি—
 “নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে ত্রয়ত্রিকপালান্নিবৃতা প্রাণেন সংমিতাস্রিবৃদৈ প্রাণস্রিবৃতমেব
 প্রাণমভিপূৰ্ণং যজ্ঞস্ত শীর্ষন্দধাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি ।

ত্রিভিঃ কপালৈঃ সংকৃতঃ পুরোডাশত্রিকপালঃ । তাদৃশাশ্চ পুরোডাশস্ত্রয়ঃ । নবসংখ্যায়ান্
 বিভজ্যমানান্যামেব সম্পত্ততে । তথা সতি যৎকপালগতং ত্রিব্রহ্মং যজ্ঞ পুরোডাশগতং তেন

সদৃশী প্রাণসংখ্যা প্রাণশোধ্যবোধামধ্যবৃত্তিভিজ্জিগ্গত্বাৎ । অথ বা নবস্ব ছিদ্ৰেধু বর্তমানো নবসংখ্যাকঃ প্রাণঃ । তস্ত জ্বেধা বিভাগে সতি প্রকৃতনবকপালসাদৃশ্যং ভবতি । তাদৃশং প্রাণমতিপূৰ্ণমহুক্রমেণ যজ্ঞস্ত শিরস্ত্রাতিথেয় স্থাপয়তি ॥ অস্ত্রামাতিথেয়ৌ প্রকৃতিবৎপ্রস্তরস্ত বিধতোশ্চ কুশময়স্তে প্রাপ্তে তদ্বাধিত্বং জব্যাস্তরং বিধন্তে—“প্রজাপতেৰ্ব্বা এতানি পশ্নানি যদশ্বালা ঐক্ষবী তিরশ্চী যদাশ্বালঃ প্রস্তরো ভবতৌক্ষবী তিরশ্চী প্রজাপতেরেব তচ্চক্ষুঃ সং ভরতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । পশ্নাণ্যক্ষিরোমাণি । অশ্বালাঃ কাশাখ্য দৰ্ভবিশেষাঃ । ঐক্ষবী ইক্ষুপত্রিকৈ । তিরশ্চী চক্ষুষচক্ষুপটিকৈ । যথা সোমপর্ণস্ত পলাশবৃক্ষ-রূপেণোৎপত্তিৰ্থা চাপস্ব মেধ্যাংশো দৰ্ভরূপেণোৎপন্নস্তথৈব প্রজাপতেঃ পশ্নাণাং চক্ষুপটয়োশ্চ কাশরূপেণেক্ষুপত্ররূপেণ চাহবির্ভাবোহর্থবাদাস্তরে দ্রষ্টবঃ । এবং সতি প্রস্তুত্বাদত্র প্রস্তরাধ্যভৃগ-মুষ্টিরাশ্বালঃ কৰ্ত্তব্যঃ । তত্রাধস্তাতিথ্যক্তে ন স্থাপনীরে বিধৃতী ঐক্ষবৌ কুর্যাৎ । তাবতা প্রজাবতেস্তচ্চক্ষুঃ সম্পাদিতং ভবতি ॥

পরিধিনু ত্রীপর্গীবৃক্ষং বিধন্তে—“দেবা বৈ যা আহতীরজ্জ্বহবন্তা ঋত্বরা নিকাবমানস্তে দেবাঃ কাম্যর্ঘ্যমপশ্নন্ কশ্মণ্যো বৈ কশ্মেনেন কুব্বীতেতি তে কাম্যর্ঘ্যময়ান্ পরিধীনকূৰ্কত তৈর্ধৈর্ভে তে রক্ষাভ্ স্ত্রাপায়ত যৎকাম্যর্ঘ্যময়াঃ পরিধয়ো ভবন্তি রক্ষসামপহন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । নিকাবং নিঃশব্দং চরুগাদিশব্দেন দেবা জ্ঞাস্তস্তুতীতি মত্বা চৌর্যোগাভক্ষয়ন্ । কাম্যর্ঘ্যকো রক্ষোনিবারকশ্চেন কশ্মণ্যঃ । তস্মাত্তেনৈব কশ্ম কুব্বীতেতি মত্বা তস্ময়ান্ পরিধীনকূৰ্কত । তথৈবাত্মো-নাপি কশ্ম কৰ্ত্তব্যং । মধ্যমপরিধেদেক্ষিণোত্তরপরিধিভ্যাং সহ সংস্পর্শং বিধন্তে—“সভ্ স্পর্শয়তি রক্ষ-সামনম্বচারায়” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । স্পর্শাভাবে পরিধ্যোঃ সন্ধৌ রক্ষসামন্তরমুপবেশঃ স্ত্রাৎ ॥ পূৰ্কস্তাং দিশি রক্ষঃপ্রবেশনিবারণায় প্রস্তুতং চতুর্থপরিধিং নিষেধতি—“ন পুরস্তাৎপরি-দধাতাদিত্যো য়েবোত্তনপুরন্তজক্ষাভ্ স্ত্রপহন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি ॥ আঘার-সমিধোহ্যয়োরাহবনীয়পূৰ্কভাগে স্থাপনং বিধন্তে—“উর্দ্ধে সমিধাবা দধাত্যুপরিষ্টাদেব রক্ষাভ্ স্ত্রপ-হন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । যজ্ঞপুধ্বর্ধ্বাং দিশি রক্ষসাং নিবারণায়ো-পরিষ্টাদেব সমিধৌ স্থাপনীরে তথাহপি ব্যোম্নি স্থাপয়িতুমশক্যত্বাদুর্দ্ধদিশি (স্বগ্রে) স্থাপনীরে ॥ তত্র কক্ষিবিশেষং বিধন্তে—“যজুহ্যস্ত্রাং তুক্ষীমস্ত্রাং মিথুনস্ত্রাং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । বীতিহোত্রং ত্বা কব ইতি মন্ত্রেণ দক্ষিণামাদধ্যাক্ষীমুত্তরাং । সমস্তকামস্ত্রকরোঃ ত্রীপুত্রবলক্ষণত্বান্নিথুনত্বং ॥ সমিৎসংখ্যাং বিধন্তে—“যে আ দধাতি দ্বিপাদযজমানঃ প্রতিষ্ঠিতৈ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । দ্বিত্বং পাদদ্বয়প্রতিষ্ঠায়ৈ ভবতি । নমু সংস্পর্শ-দ্বিবিধয়ঃ প্রকৃতৌ দর্শপূর্ণমাসেষ্ঠ্যংপি সন্তীত্যতিদেশাদেব তদমুষ্ঠানস্তত্র প্রাপ্তত্বান্ন পৃথগ্ধিধ্য-পেক্ষেতি চেয় । উপসদর্থং বিধেয়ত্বাৎ । তর্হি তত্রৈব বিধীয়তামিতি চেয় । আতিথ্যোপসদোঃ পরিধ্যাদিতেদং বারয়িত্বং সাধারণত্বেনাত্রৈব বিধেয়ত্বাৎ ॥

৭ । “যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিধা পরিভূরস্ত যজ্ঞঃ । গরক্ষানঃ প্রতরণঃ জুবীরোহবীরহা প্র চরা সোম হৃদ্যান্ ।”—বৌধায়নঃ—“অথ যজমানো নীড়াত্রাজানমপাদন্তে যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিধা পরিভূরস্ত যজ্ঞমিতি পূর্ব্বরা দ্বারা শালাং প্রপাদয়তি গরক্ষানঃ প্রতরণঃ জুবীরোহবীরহা প্র চরা সোম হৃদ্যানিতি” ইতি । আপত্ত্বা মত্বেক্যং

মন্ত্ৰতে—“যা তে ধামানীতি পূৰ্ণয়া হারা প্রাথংশং প্রবিশু” ইতি । হে সোম যা তে ধামানি স্বদীয়েষু যেষু স্থানেষু প্রাতিঃসবনাদিষু হবিষা যজন্তি যজ্ঞমুদ্দিশু তা তে বিখ্যা স্বদীয়ানি তানি সৰ্বানি পরিভূরন্তু পরিতঃ প্রাপ্তবান্ ভব । হে সোম ত্বং ত্ব্যাহ্নান্ গৃহান্ প্রাচীনবংশরূপান্ প্রচর প্রাপ্নুহি । কীদৃশত্বং ? গয়ক্ষানো গৃহাভিবৰ্দ্ধকঃ । প্রতরগঃ প্রকর্ষণে যজ্ঞপারং প্রতি অস্মাংস্তারয়িতা । স্রবীরঃ শোভনাস্বংপ্রসাদলক্ষা বীরা অস্মৎপুত্রেপোত্রা যন্ত তব স ত্বং স্রবীরঃ । অবীরহা যথোক্তানাং বীরাণামহস্তা পরিপালক ইত্যর্থঃ ॥

৮ । “অদিত্যাঃ সদোহস্তাদিত্যাঃ সদ আ সীদ ।”—কল্পঃ—“অধৈনামাসন্দীমগ্রেণাহবনীয়াং পর্যাহত্য দক্ষিণতো নিদধাতি তস্তাং কৃষ্ণাজিনমাস্তৃণাত্যাদিত্যাঃ সদোহসীত্যাদিত্যাঃ সদ আ সীদেতি কৃষ্ণাজিনে রাজানং” ইতি ॥

৯ । “বরুণোহসি ধৃতব্রতো বারুণমসি শংবোর্দেবানাং সখ্যাম্মা দেবানামপসঙ্খিৎসহীতি ।”—বোধায়নঃ—“অধৈনমুপতিষ্ঠতে বরুণোহসি ধৃতব্রতো বারুণমসীতি সমুচ্চিত্য কৃষ্ণাজিনং তস্তান্তান্-স্তন্যায়ানান্য বিপ্রথ্য বংশে প্রগথ্যতি শংবোর্দেবানাং সখ্যাদিত্যং পরাবাসন্দীপাদাবস্তুরেণ ব্রাহ্মণোহভিষিক্তি শূদ্রঃ প্রক্ষালয়তি মা দেবানামপসঙ্খিৎসহীতি” ইতি । আপস্তম্বোহত্র প্রথমমস্ত্রোত্তরার্কস্ত দ্বিতীয়তৃতীয়মস্ত্রয়োশ্চকতাং মন্ত্ৰতে—“বরুণোহসি ধৃতব্রত ইতি রাজানমভিমন্ত্রয়তে, বারুণমসীতি বাসসা পর্য্যাহত্য” ইতি ।

হে সোম ত্বং বরুণপাশস্ত নিবারকোহসি । ধৃতং যজ্ঞরূপং ব্রতং যেন ত্বা স ত্বং ধৃতব্রতঃ । হে সোম ত্বমুপনক্ত্বরূপত্বাবরুণসম্বন্ধাসি । তথা সতি স্বদীয়াচ্ছংবোঃ সূখমিশ্রাবরুণাদিদেবানাং সখ্যায়মপসো মা ছিৎসহি । সকারান্তোহপঃশব্দঃ কশ্মবাচী । অস্মাকং কশ্মবিচ্ছেদো মা ভূমিত্যর্থঃ । যা তে ধামানীত্যাদয়ো মজ্ঞা ব্রাহ্মণোনোপেক্ষিতাঃ ॥

আতিথ্যেষ্টিমধ্যে বহুমহনপূৰ্ণকমাহবনীয়ে মথিতাগ্নি প্রক্ষেপং বিধত্তে—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যগ্নিচ বা এতৌ সোমশ্চ কথা সোময়াহতিথ্যং ক্রিয়তে নাগ্নয় ইতি যদগ্নাবয়িং মথিতা প্রহরতি তেনৈবাগ্নয় আতিথ্যং ক্রিয়তে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । অগ্নিচ সোমশ্চেত্যেভ্যাবুভাবপি যাগনির্কাহকৌ দেবৌ, তয়োঃ সাম্যে সতি কথমগ্নয় আতিথ্যং নেতি প্রশ্নঃ । অগ্নিঃ মথিত্বাহবনীয়ে প্রহরেত্তদিদমাহবনীয়াগ্নেরাতিথ্যং ॥ মথনস্ত কালং বিধত্তে—“অথো থবাহ্নয়িঃ সৰ্বা দেবতা ইতি যজ্বিরাশায়াগ্নিঃ মম্বতি হব্যায়ৈবাহ্নসন্নয় সৰ্বা দেবতা জনয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । অপি চৈতে ব্রহ্মবাদিনঃ কালবিবক্ষাবস্তত্ত্বপোদ্বাত-য়েন বহুঃ সৰ্ব্বাশ্বকত্বমাহঃ । তচ্চ সৰ্বদেবতাস্বকত্বমেকদ্বিত্রিতানাংপত্তৌ বিস্পষ্টমাত্রাতং । যদাতিথ্যপূরোভাশং বেত্তামাস্ত তন্নিম্নকালেহগ্নিঃ মথীয়াস্তথা মথ্যমানাগ্নাবস্তত্ত্বতাঃ সৰ্বা অপি দেবতা আসন্নহবির্ভোক্তৃমুৎপাদিতা ভবন্তি তৎ স এব কাল ইত্যর্থঃ । মথনমস্ত্রাধ্বৰ্য্যা অগ্নী যোমীয়পশু প্রভাবো সমাত্রান্তে । হোত্রান্ত বহুচক্রাজ্ঞ আতিথ্যেষ্টিসমীপ এবোদাহতাঃ ॥

১০ । “আপত্যে যা গৃহামি পরিপত্যে যা গৃহামি তনুপত্যে যা গৃহামি শাকরায় যা গৃহামি শন্নমোজিষ্ঠায় যা গৃহামি ।”—কল্পঃ—“অধৈতদ্রোবমাজ্যমাণ্য্য ক৩সং বা চমসং বা যাচতি তমস্তর্কেদি নিধায় তন্নিম্নেস্তানুপত্যং সমবন্ত বিগৃহ্মতি আপত্যে যা গৃহামি পরিপত্যে যা গৃহামি তনুপত্যে যা গৃহামি শাকরায় যা গৃহামি শন্নমোজিষ্ঠায় যা গৃহানীতি” ইতি ।

আপতিনিষাসরূপেণ বহির্গতঃ পুনরাভিমুখ্যেনাস্তুঃ পততীত্যাপতিঃ প্রাণঃ । হে আজ্য
প্রাণার্থং তামসিন্ পাশ্রে গৃহ্ণামি । পরিতো নানাবিষয়েষু পততীতি পরিপতির্ননঃ । তনুঃ
শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তনুশ্চ জাঠরোহয়িঃ । শবনশীলঃ শবনঃ শক্তিমান্
পুরুষস্তত্ত্ব সধন্ধি শাকরং শক্তিস্বরূপং । শব্ধঃ শক্তিমৎস্ব যদোজিষ্ঠং তস্মৈ । ওজো নামাষ্টমো
ধাতুস্তত্ত্ব সারমোজিষ্ঠং । তদবষ্টভেনৈব শক্তিরবতিষ্ঠতে । এতৈশ্বর্যৈস্তানুপত্রং গ্রাহং ॥

তনুপত্ৰং সংজ্ঞকজাঠরবহিবিসয়স্ত শপথকর্মণো হেতুভূতমাজ্যং তানুপত্রং তস্ত গ্রহণং
বিধাতুং প্রস্তোতি—“দেবাসুরাঃ সংযতা আসন্তে দেবা মিথো বিপ্রিয়া আসন্তেহুগ্রোহুগ্র্যে
জ্যৈষ্ঠার্য্যান্তিষ্ঠমানাঃ পঞ্চধা ব্যক্রামন্নগ্নির্কস্মভিঃ সোমো রুদ্রৈরিত্রো মরুত্বৈরুগ্না আদিতৌ-
র্কৃৎস্পতির্বিষ্ণুর্দেবৈস্তেহমতস্তাস্মৈরভ্যো বা ইদং ভ্রাতৃব্যোভ্যোরাধ্যামো যন্নিথো বিপ্রিয়াঃ স্মো যা
ম ইমাঃ প্রিয়াস্তত্ত্ববস্তাঃ সমবতামহৈ তাভ্যঃ স নিরুচ্ছাত্তো নঃ প্রথমোহুগ্রোহুগ্র্যে ক্রহাদিতি
তস্মাৎ সতানুপত্রিণাং প্রথমো ক্রহতি স আন্তিমার্জ্জতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি ।
সংযতাঃ সংগ্রামং প্রাপ্তাঃ । মিথঃ পরস্পরং তে চ দেবাঃ সর্বেহপি স্বাতিরিক্তস্ত জ্যৈষ্ঠ্যমনঙ্গী-
কুর্গাণাঃ পঞ্চব্যূহা অভবন্ । তেষু ব্যূহেষুদ্বয়ঃ পঞ্চ দেবাঃ সেনাত্তো বসাদয়ঃ পঞ্চ গণাঃ ।
ততস্তে কক্ষিকালং পরস্পরবিরোধিনো ভূত্বা পশ্চাদেবং বিচারিতবস্তো যদি বয়মতোত্তরবিরোধিন-
স্তদা বৈরিণামসুরাণামিদং জয়রূপং কার্য্যং বয়মেব সাধয়ামঃ । ততস্তদ্বিরোধপরিহারহেতুং শপথং
কর্ত্ত্বামস্মদীয়াঃ প্রিয়াঃ পুত্রভার্য্যাধিরূপা ইমান্তনুরেকত্র সংঘী কুর্ষ্ব ইতি বিচার্য্য সংঘীকৃত্য শপথ-
মেবং পরিভাবিতবস্তঃ । অস্মাকং মধ্যে যঃ প্রথমং ক্রহতি স ভ্রাতৃত্বন্তুভ্যো নির্গচ্ছেরিদ্ৰষ্টৌ
তবদ্বিতি । যুগ্মাদেবানামেবং বৃত্তং তস্মাদ্ভুত্বায়ামপি শপথং কৃতবতাং মধ্যে যঃ প্রথমং
ক্রহতি স বিনাশং প্রাপ্নোতি । সমান একস্মিষয়ে তানুপত্রণঃ শপথবস্তঃ স তানুপত্রিণঃ ॥
ইদানীং বিধত্তে—“যতানুপত্র ৬ সমবত্ততি ভ্রাতৃব্যভিভূত্যা ভবত্যাগ্নানা পরাহস্ত ভ্রাতৃব্যো
ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি সমবত্ততি সমুদ্রাবদানং কুর্ধ্যাৎ । স্বয়ং ভূতিমান্
ভবতি বৈরী তু পরাভবতি । ইয়মেব ভ্রাতৃব্যভিভূতিঃ ॥ অবদানসংখ্যাং বিধত্তে—“পঞ্চ কৃষোহব
ত্ততি পঞ্চধা হি তে তৎসমবাত্তস্তাথো পঞ্চাক্ষরা পঙক্তিঃ পাঙক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব কৃষ্ণে”
(সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি । তে দেবাস্তদানীং পঞ্চধা বিভক্তাঃ পশ্চাৎসমুদ্রৈকবৎ
প্রিয়তনুরবাত্তস্ত স্থাপিতবস্তঃ ॥

বস্ত্রান্ ব্যাচষ্টে—“আপতয়ে ত্বা গৃহ্মামীত্যাহ প্রাণো বা আপতিঃ প্রাণমেব গ্রীণাতি পরিপতয়
ইত্যাহ মসো বৈ পরিপতির্নন এব গ্রীণাতি তনুপত্র ইত্যাহ তনুযো হি তে তাঃ সমবাত্তস্ত
শাকরায়ৈত্যাহ শক্টো হি তে তাঃ সমবাত্তস্ত শব্দমোজিষ্ঠারৈত্যাহৌজিষ্ঠ ৬ হি তে তদাশ্রমঃ
সমবাত্তস্ত” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি । তনুশাকরৌজিষ্ঠশক্টেরেব বৃত্তান্তঃ সূচ্যতে ।
তে দেবাস্তদানীং স্বাস্থসম্বন্ধং পুত্রাদিতত্ত্বরূপমোজঃ সারং সমবাত্তস্ত ॥

১১। “অনাষ্টমন্তনাষ্ট্র্যং দেবানামোজোহভিশস্তিপা অনভিশস্তেজ্জম্ ।”—কল্পঃ—“যাবস্ত
স্বাস্থজন্ত এতৎ সমবয়শস্তি অনাষ্টমন্তনাষ্ট্র্যং দেবানামোজোহভিশস্তিপা অনভিশস্তেজ্জমিতি”
ইতি । হে তানুপত্রাহজ্ঞা যমিতঃ পূর্বে কেনাপ্যতিরিক্তমসি । ইতঃ পরমপ্যতিরিক্তার্থ্যং
মোজঃ সারমসি । অভিশস্তেহিংসারূপাদতোত্তরবিরোধাদস্মান্ পালয়সি । ত্বং পুনরভিশস্তেজ্জমিবিসম-

ভূতমসি ॥ মন্ত্ৰস্ত বধোক্তার্থঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—“অনাধুষ্টমন্ত্ৰনাধুষ্মমিত্যাহানাদুষ্ট৷ হেতদনাধুষ্মং দেবানামোজ ইত্যাহ দেবানা৷ হেতদোজোহভিশান্তিপা অনভিশন্তেতুমিত্যাহাভিশান্তিপা হেতদনভিশন্তেতুম্” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি ॥

১২ । “অহু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিশ্মতামহু তপস্তপস্পতিশ্মতামহু সত্যমূপ গেঘ৷ স্ববিতো মা ধাঃ ।”—কল্পঃ—“যজমানমতিবাচয়তি অহু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিশ্মতামহু তপস্তপস্পতিশ্মতামহু সত্যমূপ গেঘ৷ স্ববিতো মা ধা ইতি” ইতি । দীক্ষণীয়েষ্ঠৌ যো দেবঃ স দীক্ষাপতিশ্মমেমাং দীক্ষামহুজানাতু । তপ উপসন্তত্ৰত্যো দেবো মদীয়ং তপোহহুজানাতু । অহং চাক্ষসা সত্যমূপ-গেঘমার্জবেন তান্নপত্ৰস্পর্শনরূপং শপথং প্রাপ্তোহস্মি । হে তান্নপত্ৰ মাং স্ববিতো শোভনমার্গে যজ্ঞকশ্মণি স্থাপয় ॥ মন্ত্ৰস্ত স্পষ্টার্থতামাহ—“অহু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিশ্মতামিত্যাহ যথাযজুর্বেততং” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

“অগ্নেঃ পঞ্চকনির্কাপো যা তে আগ্নঃশবশনং ।

অতাসন্দ্যাং ক্ষিপেচ্চক্ষু হৃদি সোমং তু সাদয়েৎ ॥ ১ ॥

বরু তং মন্ত্ৰয়েদ্বারু বাসসা পরিগৃহতি ।

আপ তান্নপত্ৰমাজ্যং সমবততি পঞ্চভিঃ ॥ ২ ॥

অনা সর্ব স্ত্রিযজ্ঞস্ত তান্নপত্ৰং স্পৃশস্তি হি ।

অহু স্বামী স্পৃশেদেতদিতি সপ্তদশেরিতাঃ ॥ ৩ ॥” ইতি ॥

অথ নীমাংসা ।

সপ্তমাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতং—“বৈষ্ণবে ত্রিকপালে বৈষ্ণবানবকপালতঃ । ধর্ম্মাতি-দেশঃ শ্রান্নো বা বিজতেহত্রাঘিহোত্রবৎ ॥ ঋত্বা বৈষ্ণবশকোহয়ং দেবতায়া বিধায়কঃ । ন গৌণবৃত্তিমাশ্রিত্য ধর্ম্মানতিদিশত্যতঃ” ইতি ॥ আতিথ্যেষ্ঠৌ বৈষ্ণবো নবকপালো বিহিতঃ । তত্র ঋত্বা বৈষ্ণবশকো রাজস্বয়গতে বৈষ্ণবে ত্রিকপালে প্রযুক্ত্যমানোহগ্নিহোত্রবন্নবকপাল-ধর্ম্মানতিদিশতীতি পূর্বে পক্ষঃ । বিষ্ণুর্দেবতাহন্তেতি বিগ্রহে সতি বিহিতস্তদ্ধিতপ্রত্যয়ো দেবতামভিধত্তে ন তু ধর্ম্মান্ । তস্মান্নাতিদিশতি ।

চতুর্থাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং—“যদাতিথ্যাবর্হিরেতদুপসংস্বতিদেশনম্ । সাধারণ্য-বিধির্কাহ্নস্তদীয়তোপসংস্বতঃ ॥ বর্হিঃশ্রত্যেকতাতান্নান্নাতিদেশস্ত লক্ষণা । আতিথ্যয়োপ-সন্নিশ্চ বর্হিরেতং প্রযুক্ত্যতে” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে ঋত্বতে—“যদাতিথ্যং বর্হিস্তদুপসদাং তদীয়-যোমীয়স্ত চ” ইতি । ক্রীতং সোমং শকটেহবস্থাপ্য প্রাচীনবংশং প্রত্যানীয়মানেহভিমুখে যামিষ্টিং নির্কপতি সেরমাতিথ্যা । তত উর্দ্ধং ত্রিষু দিনেষুহুগ্নীয়মানা উপসদঃ । ঔপবসণ্যে দিনেষুহুগ্নেয়োহগ্নীযোমীয়ঃ । তত্রাহতিথ্যেষ্ঠৌ বিহিতং যদর্হিস্তদ্যদি তত্ৰা ইষ্টৈরাচ্ছিতোপসংস্ব-বিধীয়েত তদানীমাতিথ্যায়াং বিধানমনর্থকং শ্রাৎ । যদি চ তত্রোপযুক্তমিতরত্র বিধীয়েত বিনিযুক্তবিনিব্ধোপসংস্বতিঃ বিরোধঃ শ্রাৎ । তস্মাদাতিথ্যাবর্হিষো যে ধর্ম্মা আশ্ববান্নাদয়স্তে ধর্ম্মা উপসংস্বতঃস্বীয়স্ত ইত্যতিদেশপরং বাক্যমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—বর্হিঃশকস্ত ধর্ম্মাতিদেশপরং

লক্ষণা প্রসঙ্গে। ঋত্যা তু বর্হিষ আতিথ্যোপসদগ্নীষোমীয়েষু একত্বং প্রতিভাতি। অতঃ সাধারণ্যমত্র বিধেয়ং। আতিথ্যার্থং যদ্বহ্নিকপাদীয়তে তন্ন কেবলমাতিথ্যার্থং কিং তুপসদর্থমগ্নী-ষোমীয়ার্থং চোপাদেয়মিতি বিধিবাক্যার্থঃ। তস্মাদাতিথ্যোপসদগ্নীষোমীয়াস্তয়োহপ্যন্ত বর্হিষঃ প্রয়োজকাঃ। এবং পশ্বিষিসন্ধিস্পর্শাদিবিধীনাং সাধারণ্যং দ্রষ্টব্যং ॥

অথ চন্দঃ ।

যা তে ধামানীতি ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইতি শ্রীমৎসার্বণাচার্যবিরচিতো মাধবীরে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশমোহমুদ্রাকঃ ॥

* * *

মন্ত্যার্থ-আলোচনা ।

— * —

সমীপে আনীত অতিথিরূপ সোমের সংকারের নিমিত্ত দশম অমুদ্রাকে আতিথ্যোষ্ট্রের বিষয় কথিত হইতেছে। সোম ক্রয় করা হইল, যাজ্ঞিক যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সোম যজ্ঞশালায় সংবাহিত হইল। এক্ষণে সেই সোম পরিশোধিত হইয়া যজ্ঞে প্রযুক্ত হইবে। তাই এই মন্ত্রের অবতারণা। এই দশম অমুদ্রাকের মন্ত্র-সমূহে এক নবভাবের বিকাশ হইয়াছে; মন্ত্রসমূহ যাজ্ঞিককে এক অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিতেছে।

দশম অমুদ্রাকের বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্নরূপ বিনিয়োগে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন এবং তদ্রূপে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করি, নিম্নে যথাক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছি। এই অমুদ্রাকের কোন্ মন্ত্র কিরূপভাবে কোন্ কার্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বোধসৌকার্য্যার্থে ‘বিনিয়োগ-সংগ্রহ’ হইতে তদ্বিষয় প্রথমতঃ উল্লেখ করিতেছি; যথা,—

‘অগ্নে’ প্রভৃতি প্রথম ছয়টি মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া, ‘যা তে ধামানি’ মন্ত্রে প্রাণঃশ-শালায় গমন করিতে হয়। তার পর ‘অদিত্যাঃ সদঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে আসন্যীতে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম বিদ্বৃত করিয়া, দ্বিতীয় ‘অদিত্যাঃ সদঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে তদ্রূপরি সোম স্থাপন করিতে হয়। অতঃপর ‘বরুণোহসি ধৃতব্রতঃ’ মন্ত্রে আসন্যীস্থিত সোমকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ‘বারুণ-মসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে বস্ত্রের দ্বারা তাহা আবৃত করিবে। তদনন্তর তহনপ্তু নামক ঋত্নাধির উদ্দেশে কাংস্ত বা চমস পাত্রে আজ্যহবিঃ স্থাপন করিয়া, ‘আপত্যে’ প্রভৃতি মন্ত্র পাঠে সেই আজ্যকে অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। ‘অনাদৃষ্টং’ প্রভৃতি মন্ত্রে ঋত্বিক্গণ সেই তহনপ্তু অগ্নিকে স্পর্শ করিলে পরিশেষে ‘অম্ব মে দীক্ষাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে যজ্ঞকামী সেই অগ্নি স্পর্শ করিবেন। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে এই অমুদ্রাকে সাতেরটি মন্ত্র আছে। সেই সকল মন্ত্রের পূর্কোক্ত বিনিয়োগ-মতে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন।

কর অমুদ্রাকে প্রথম ছয়টি মন্ত্রের এক একটি উচ্চারণ করিয়া এক একটি পদবিক্ষেপের বিধি। এইরূপ পদবিক্ষেপ-ক্রমে সোম লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে হয়। মন্ত্যার্থের

প্রায়শ্চে ভাষ্যকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—নবম অনুবাকে স-ঋতীক যজ্ঞমানের যজ্ঞশালা প্রবেশ হইতে ক্রীত সোমের যজ্ঞশালা প্রবেশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই দশম অনুবাকে আতিথ্যোষ্টিতে প্রযুক্তা হবিগ্রহণাদি-বিষয়ক মন্ত্র-সমূহ কথিত হইতেছে। মন্ত্র-ছয়টা বিষ্ণুদেবতাস্বক ; মন্ত্রের সোধোধ্য—হবিঃ। ভাষ্যে অনুবাকের প্রথম ছয়টা মন্ত্রের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই,—

‘প্রকৃতিগত অগ্নিকে জুষ্ট প্রদান করি’—এই মন্ত্রের অতিদেশ-প্রাপ্তি ঘটিলে তত্রত্য দেবতা পদের পাঁচটা পর্য্যায় এই মন্ত্রকয়টিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর সেই ছয়টা মন্ত্রেরই লক্ষ্য—সাবিত্র জুষ্ট। মন্ত্রসমূহের দেবতা—একমাত্র বিষ্ণু। অগ্নাদি তাঁহার অনুচর। যিনি সর্বদা গমনশীল, তিনিই অতিথি। সেই অতিথির সৎকাররূপ যে কৰ্ম সম্পন্ন হয়, তাহাই আতিথ্য। লৌকিক-ব্যবহারে প্রভুকে কোনও সামগ্রী প্রদান করা হইলে, প্রভুর অনুচরগণও সেই দত্ত উপঢৌকনে পরিতোষ লাভ করে। তদনুসারে এখানে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবিঃ অগ্নির তুষ্টি-হেতুকৃত হওয়ায়, তাহাই অগ্নির আতিথ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।’ মন্ত্রাথের অবতরণিকা এইরূপ। অতঃপর মন্ত্রের অর্থ এই,—‘হে হবিঃ! তুমি অতিথিরূপ অগ্নির সৎকাররূপ হও। তাদৃশ তোমাকে বিষ্ণু নামধেয় সোমের উদ্দেশ্যে নির্ৰূপিত করি।’ এখানে সোমের প্রধানভূত যে সোম, সেই সোম ভিন্ন সোম-নামধেয় তাঁহার অল্প কোনও অনুচর লক্ষীভূত নহেন। তাঁহার অতিথি নামক এক অনুচর ; ধনসমৃদ্ধিদাতা অগ্নিনামক অল্প এক অনুচর ; সোমের পোষণকারী অল্প অনুচর—শ্বেন। ইহারা সকলেই সোম রাজার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। এই জন্তই ‘শ্বেনায়’ ও ‘জা’ প্রভৃতি পদে সেই সোমরাজার শ্রেষ্ঠত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে।

ভাষ্যমতে পূর্বোক্ত মন্ত্র-সমূহে সোম রাজার বিভিন্ন অনুচরের বা ভূত্যের পরিতৃপ্তি-বিধায়ক তাহাদের অংশ-স্বরূপ হবিকে বহুযজ্ঞবাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্ত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইতেছে। মন্ত্র-সমূহে অগ্নি, সোম, অতিথি, শ্বেন প্রভৃতি যে সকল পদ পরিদৃষ্ট হয়, ভাষ্য-মতে তাহারা সোমরাজার বিভিন্ন-নামধেয় ভূত্যকে বুঝাইতেছে। বিনিয়োগ অনুসারে, ভাষ্য-মতে উহারা গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, জগতী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের অধিষ্ঠাতা ; উহারাও দেবপর্য্যায়-ভুক্ত। উক্ত অগ্নি সোম প্রভৃতি যে সোমরাজার অনুচরস্থানীয়, সেই সোম রাজা—বিষ্ণু। ভাষ্যে যে ‘বিষ্ণুঋতীধিষেয়ায় সোমায়’ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতেই এতদ্বিষয় উপলব্ধি হয়। যাহা হউক, ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তানুসারে, সাধারণভাবে, মন্ত্রের যজ্ঞকৰ্ম্মানুসারী অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের মতে মন্ত্র-সমূহের সোধোধ্য—হৃদগত শুদ্ধসত্ত্ব। হবিঃ যেমন গো-হৃৎকের সার ; শুদ্ধসত্ত্ব সেইরূপ হৃদয়ের, অন্তরের সার-সামগ্রী—ভক্তি-সুখ। হবিঃ আহুতি পাইলে জড় অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিত হয় ; অন্তরের জ্ঞানবহিঃও তেমনি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা প্রদীপিত হইয়া থাকে, অথবা জ্ঞানগ্নি-পরিশোধিত শুদ্ধসত্ত্ব উৎকর্ষসম্পন্ন হয়। হবিঃ বা স্মৃতির আহুতির দ্বারা যেমন দেবতা পরিভূষ্ট হন, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাও সেইরূপ ভগবান ভক্ত-হৃদয়ে সমাকৃষ্ট হইয়ন। ভগবানকে পাইতে হইলে, তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে হইলে, হৃদয়ের নিৰ্ম্মলতা, সত্ত্বাবের উদ্ভাৱণ, ভক্তির সংমিশ্রণ প্রধান অবলম্বন। তাই দেবতাব্যমূলক মন্ত্র-সমূহে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বই

সম্বোধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। পরমার্থ-জ্ঞানে হৃদয়ে নির্মলতা আসে,—শুদ্ধস্ব-ভাবের সমাবেশ হয়, হৃদয় ভক্তিতে বিগলিত হইয়া যায়। তাই তাহাকে অগ্নির ‘আতিথ্য’ অর্থাৎ অগ্নির তুষ্টি-সম্পাদক বা প্রকাশক বলা হইয়াছে। শুদ্ধস্ব যেমন জ্ঞানায়ির অদীভূত ও আশ্রয়স্থানীয়, তেমনি তাহা আবার ‘সোম’ অর্থাৎ সংস্করণ ভগবানের বিভূতি-স্বরূপ ও প্রকাশক। ভগবান ও তাঁহার বিভূতি অভিন্ন। তিনি যেমন বিভূতি-সমূহকে ধারণ করেন, বিভূতি-সমূহ আবার তেমনি তাঁহাকে ধারণ করে। উভয়ের মধ্যে পরস্পর আধার ও আধেয় বাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ। বিভূতির সমুচ্চয় ভগবান; বিভূতি তাঁহার অংশ। স্তব্ধতাং ভগবদ্ভিত্তি যে ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, তদ্বিষয়ে আদৌ সংশয় নাই। জ্ঞানের অদীভূত, ভগবানের বিভূতিরূপ যে সদ্ভাবরাজি, তাহাতেই তো ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন! ভক্ত তদ্বারাই তো তাঁহার পরিতুষ্টি বিধান করেন! মন্ত্র কয়েকটিতে সাধক ভগবানকে আপনার হৃদয়ত ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারাই পরিতুষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

ষষ্ঠ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘শ্বেনায়’ পদে আমরা ‘ক্ষিপ্ৰগামিনে’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভক্ত যদি ব্যাকুল ক্রন্দনে আকুল আকাজ্জা জ্ঞাপন করেন, ভগবান কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখন শ্বেনবৎ ক্ষিপ্ৰগতিতে ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। মন্ত্রে তাই বলা হইতেছে,—‘এমন যে ভক্তের ভগবান, তাঁহার চরণে শুদ্ধস্বমণ্ডিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি।’ মন্ত্র-মধ্যে হৃদয়ের সদ্ভাবরাশি ‘অতিথেরাতিথ্যমসি’ রূপে উপমিত। আতিথ্য পদে অতিথির শ্রীণনসাধক দ্রব্যাদি—পান্ন, অর্ঘ্য, ভোজ্যপেয়াদি বুঝাইয়া থাকে। অতিথি দেবতা। অতিথির পরিতুষ্টির উপযোগী সামগ্রী বিশুদ্ধ সম্ভাবাপন্নই হইয়া থাকে। তাহাই অতিথির আতিথ্য। শুদ্ধস্বকে সেই ‘আতিথ্য’ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। ভগবানের শ্রীতিসাধক সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ের সামগ্রীকে ভক্ত ভগবানকে দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইতেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিফুট। জ্ঞানে পরমার্থরূপ পরমধন অধিগত হয়; জ্ঞানেই ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ অবগত হইলে, তৎপ্রভাবে হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহ তৎপ্রতি নিয়োজিত হইতে পারে। তাঁহাকে না চিনিলে, তাঁহাকে না জানিলে,—তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ না হইলে, তাঁহার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয় কি? তাই মন্ত্রে জ্ঞান-লাভে হৃদয়ের পাপকলুষ বিদূরিত করিগা, ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞানে তাঁহাকে আশ্রয় করিবার উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। *

* কৃষ্ণযজুর্বেদের এই ছয়টি মন্ত্রের কতকাংশ শুক্লযজুর্বেদে পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে মন্ত্রসমূহের একটু রূপান্তরও দেখিতে পাই। শুক্লযজুর্বেদে, এই ছয়টি মন্ত্র পাচটি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মহীধরের ভাষ্যে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি; বথা,—

(১) হে হবিঃ! তুমি ‘অগ্নেন্তনূরসি’ অর্থাৎ অগ্নিনামক যে দেবতা সোম রাজার ভৃত্য, তাহারই গায়ত্রীছন্দাধিষ্ঠাতা শরীর হও। হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তুষ্ণিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতুষ্টির জন্ত নির্বপিত করি। (২) হে হবিঃ! তুমি ‘সোমজ তনূরসি’ অর্থাৎ সোমসংজ্ঞক কোনও সোমরাজার ভৃত্য ও ত্রিষ্টুপছন্দাধিষ্ঠাতা। তাহার তুষ্টি-

সপ্তম মন্ত্রের দুইটি অংশে এক মহান্ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ভিন্নভাব তিরোহিত,—এখানে সর্ব এক হইয়া গিয়াছে। নদী যে পথে যে নামেই প্রবাহিত হউক, সকলেরই মূল লক্ষ্য—সেই মহাসমুদ্রে সম্মিলন; সকলেই নাম-রূপ হারাইয়া সেই মহাসমুদ্রেই মিশিয়া যায়। এ মন্ত্রেও সেই ভাব পরিব্যক্ত। মানুষ সেখানেই থাকুক, যে অবস্থায়ই থাকুক, আর যে নামেই তাঁহাকে ডাকুক;—ঐকান্তিক-ভাবে ডাকিতে পারিলে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিলে,—তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন! তিনি সেই নামে, সেই স্থানে, সেই অবস্থায়ই আসিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। তিনি যে ভক্তের ভগবান—তিনি যে ভক্তিভোরে ভক্তের নিকট বাধা আছেন! হরিবিদ্যেয়ী হিরণ্যকশিপু, ভক্ত-সাধক প্রহ্লাদকে যখন জিজ্ঞাসা করিল,—‘বল, তোর হরি কি এই স্তম্ভে আছেন?’ সরল-প্রাণে একান্ত ভক্তিতরে প্রহ্লাদ উত্তর দিল,—‘হাঁ, নিশ্চয়ই আছেন।’ ভক্তের ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের রক্ষার জ্ঞা—ভক্তের কথা রক্ষার নিমিত্ত—ভগবান্ সেই ক্ষটিক-স্তম্ভে আবির্ভূত হইলেন! জগৎ দেখিল,—মানুষ যে অবস্থায় যে ভাবে যে নামেই তাঁহাকে ভক্তিগদগদচিত্তে প্রাণ ভবিয়া ডাকে, ভক্তের ভগবান্, সেই ভাবেই আসিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এই সত্য-তত্ত্ব-প্রচারের জ্ঞাই, আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের অবতারণা;—মানুষকে এ মন্ত্র সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের গুণ-বিশেষণের সমাবেশে, এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইতেছে,—‘হে ভগবন্! আপনি জগতের শ্রেয়ঃ-বিধান করেন, একমাত্র আপনিই মানুষকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করেন, আপনার শ্রায় বীৰ্য্যসম্পন্ন আর কে আছে? আপনিই অজ্ঞান অকিঞ্চনকে পরমাত্ম্য প্রদান করেন। অজ্ঞান অকিঞ্চন আমরা

প্রদ বলিয়া তুমি তাহার তত্ত্ব হও। অতএব হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জ্ঞা নির্ধারিত করি। (৩) হে হবিঃ! তুমি ‘অতিথ্যরাতিথ্যমসি’ অর্থাৎ অতিথিসংজ্ঞক সোমরাজার অমুচর জগতীছন্দোদিষ্ঠাতা। হে হবিঃ! তুমি অতিথিসংজ্ঞক সোমরাজামুচরের আতিথ্য নামক সংস্কাররূপ হও। অতএব হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জ্ঞা নির্ধারিত করি। (৪) সোমরাজামুচর শ্বেন নামক যে দেবতা স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করেন, তিনি শ্বেনরূপ-ধারী গায়ত্র্যাদিষ্ঠাতা। তাঁহার উদ্দেশ্যে এবং বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জ্ঞা, হে হবিঃ! তোমাকে নির্ধারিত করি। (৫) ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা রাজার ধন বহুরূপে পরিবৃদ্ধি করিয়া যিনি রাজাকে প্রদান করেন, সোমরাজার অগ্নিনামধেয় অপর সেই অমুচর অমুক্তছন্দোদিষ্ঠাতা। ধনপুষ্টিদায়ক সেই অগ্নির উদ্দেশ্যে তোমাকে গ্রহণ করিয়া বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জ্ঞা তোমাকে নির্ধারিত করি। বিক্ষুণ্ণাবিধেয় সোম-রাজার হবির্দাতা তাঁহার অমুচর অগ্ন্যাদি দেবগণের এবং তাঁহাদিগের সধকি গায়ত্র্যাদি ছন্দের তৃপ্তি সাধিত হয়।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ‘সোমত্ৰাতিথ্যমসি’ স্থলে শুক্ল-যজুর্বেদে ‘সোমৈত তনুরসি’ এবং ‘অগ্নে-মতিথ্যমসি’ স্থলে ‘অগ্নেতনুরসি’ পরিদৃষ্ট হয়। তত্ত্বিগ্ন অত্ৰাত্ত মন্ত্র প্রায়ই অভিন্ন।

আমাদিগকে রূপা করিয়া আশ্রয় দান করুন। সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান্ আমরা, কুলকিনারা কিছুই পাইতেছি না ; আপনি আমাদিগকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন। আমাদের ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক। আমরা আপনাতে পরমাশ্রয় লাভ করি।’ দ্বিতীয় অংশে আমাদের মনে হয়, এই ভাবই পরিব্যক্ত।

কি হুত্রে কি ভাবে আমরা পূরোক্ত অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয় সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ, ঋষি গোতম। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘হে সোম, প্রাতঃসবনাদি যে সকল স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঋত্বিক্গণ তোমার রসরূপের দ্বারা যজ্ঞ করে, তোমার সেই সকল স্থান পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ তুমি সে সকল স্থান সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। অথবা ঋত্বিক্গণ তোমার যে সকল স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ করে, হে সোম, সে সকল স্থানই তোমার যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত হয়। অপিচ হে সোম, তুমি গৃহসমূহ প্রাপ্ত হও। তুমি কিরূপ? ‘গয়ক্ষানঃ’ অর্থাৎ গৃহাভিবদ্ধক, ‘প্রতরণঃ’ প্রকৃষ্টরূপে আপদ হইতে ত্রাণকর্তা অথবা যজ্ঞপারে নয়নকর্তা, ‘সুবীরঃ’ তোমার প্রসাদলব্ধ আমাদিগের বীরপুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক।’

যে যে বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে, তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমতঃ, মন্ত্রের সম্বোধ্য-পদ। সপ্তম মন্ত্রের অংশদ্বয় ভগবৎ-সম্বন্ধে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। পাপীর ত্রাণকর্তা, ভবাক্ষিপারে নয়নকর্তা—একমাত্র ভগবান ভিন্ন আর কে থাকিতে পারে? ভগবদলুকম্পা ভিন্ন, বিপদে উদ্ধার হওয়া অথবা সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। ‘ধামানি’ পদের ভাষ্যকার ‘স্থানানি’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা ঐ পদে তদতিরিক্ত ‘নামানি’ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। নিরুক্তে ‘নাম এবং ধাম’ একই পর্যায়াভুক্ত। ‘হবিষা’ পদে ‘সোমলতার রস’ অর্থ ভাষ্যে পরিগ্রহীত হইয়াছে। ভক্ত যিনি, তিনি কি আপনার অভীষ্ট দেবতাকে সাধারণ মাদক—দ্রব্য প্রদান করিতে উদ্বুদ্ধ হন? তাঁহার দেয়,—সেই অন্তরের সার-সামগ্রী ভক্তিসুধা। ভগবানকে তিনি তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে ‘যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি’ মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—‘যে স্থানে যে নামেই আপনাকে ভক্তিসহকারে অর্চনা করে।’ এই ভাবে পরবর্তী অংশেও যে এক উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের মন্ত্যানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ‘অবীরহা’ পদ কিঞ্চিৎ সমস্তা-মূলক। ভাষ্যের অর্থ—‘বীরগাং পরিপালকঃ।’ বীর বাহারা, বাহাদের আয়োৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা তো নিজের শক্তির দ্বারাই ভগবানের রূপাত্মক হইবেন! তাঁহাদের উদ্ধারে ভগবানের গুণমাহাত্ম্য অধিক আর কি প্রকাশ পায়? কিন্তু বাহারা অজ্ঞান নিরাশ্রয়—আপনার সামর্থ্যে বাহারা ভগবদলুকম্পা-লাভে অসমর্থ, তাহাদের উদ্ধারে বা আশ্রয়-দানেই তো তাঁহার মহিমা অধিকতর প্রকট হয়! এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা ‘অবীরহা’ পদের ভাষ্যতিরিক্ত আর এক অর্থ—‘অজ্ঞান-কিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা’ অর্থ—অধ্যাহার করিয়াছি। মন্ত্রে ‘অবীরহণো’ পদ আছে। সেই পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন,—‘বীরগাং শিশুগাং হননমকুর্য্যাপো।’ ‘বীর’ অর্থে-সেখানে

‘শিশু’ পদ অধ্যাকৃত হইয়াছে। শিশু—অজ্ঞান, সামর্থ্যহীন। বাহারা শিশুর স্থায় অজ্ঞান, নিরাশ্রয় বা সামর্থ্যহীন, ভগবান তাহাদিগের আশ্রয়দাতা। এইরূপভাবে এবং অর্থে ‘অবীরহা’ পদে আমরা ‘অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ‘প্রতরণঃ’ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—‘প্রকর্ষণে তরন্ত্যাপদো যেন স প্রতরণঃ। যদ্বা প্রতারয়তি যজ্ঞপারং প্রাপয়-
তীতি প্রতরণঃ।’ ভগবান যে বিপত্ত্যাকারকর্তা—মাহুষ পদে পদেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। তিনি যজ্ঞপার-প্রাপণকর্তা। যজ্ঞ অর্থে কৰ্ম্ম বুঝায়। সংসার—কৰ্ম্মক্ষেত্র। কৰ্ম্ম ভিন্ন মাহুষ তিষ্ঠিতে পারে না। কৰ্ম্মের নিবৃত্তি হইলেই কৰ্ম্মের বা যজ্ঞের পারে পৌছা যায়। যতচিত্তায়া ভিন্ন সে নৈকৰ্ম্ম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। একমাত্র ভগবদনুগ্রহেই—একমাত্র সাধনা-প্রভাবেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ভাব হইতে মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব উপলব্ধ হয় যে,—‘হে ভগবন! আপনি অজ্ঞান অকিঞ্চন আমাদের দ্বন্দ্বের অধিষ্ঠিত হউন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দান করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ করুন।’

এই অনুবাকের অষ্টম মন্ত্র এবং অষ্টম অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের প্রথমংশ অভিন্ন। অষ্টম অনুবাকের সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণাদি পরিদৃষ্ট-হইবে। বাচল্যা-ভয়ে এস্থলে তাহার আর পুনরাবলম্ব করিলাম না।

ভাষ্যমতে নবম মন্ত্র সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। এই মন্ত্রে বস্ত্রের দ্বারা সোমকে আচ্ছাদন করিতে হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—‘হে সোম! তুমি বরণপাশ-নিবারক হয়। যজ্ঞরূপ ব্রতকে যিনি ধারণ করেন, তিনিই ধৃতব্রত। হে সোম! উপসদস্বরূপ বলিয়া তুমি বরণ-সম্বন্ধি হও। সেইরূপ বলিয়া ত্বদীয় স্নুধমিশ্রণহেতু বরণাদিদেবগণের সখ্যাবস্থায় যেন আমি ছিন্ন না করি। (সকারান্ত অপশব্দ কন্মবাচী) অর্থাৎ আমাদের কন্মবিচ্ছেদ যেন সংঘটিত না হয়।’ আমাদের মতে মন্ত্রটী শুদ্ধসম্বোধনে প্রযুক্ত। শুদ্ধসম্ব ভগবানের বরণ; শুদ্ধসম্ব ভগবানের প্রজ্ঞাপক, অপিচ শুদ্ধসম্বের উদয়েই সংকর্মে প্রবৃত্তি জন্মে,—মন্ত্রের প্রথমংশে এই তত্ত্বই প্রকটিত। আমরা পূর্বাগেরই বলিয়া আসিতেছি এবং এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রথমমের বলিয়াছি—‘সোম’ শব্দে অন্তরের সেই শুদ্ধসম্ব—ভক্তি-স্নুধাকেই বুঝাইয়া থাকে। সম্ভাব ভিন্ন—ভক্তি ভিন্ন, সংকর্মে প্রেরণা আসে কি? তাই শুদ্ধসম্বকে ‘ধৃতব্রতঃ’ বলা হইয়াছে; আর, শুদ্ধসম্ব প্রভৃতি ভগবদ্বিভূতি, ভগবানের স্নেহকরণার অনন্ত প্রশ্রবণ উত্তুল্য করিয়া দেয় বলিয়াই শুদ্ধসম্ব ‘বরণঃ।’ ভাষ্যকার ‘বরণোহসি’ মন্ত্রাংশে ‘বরণপাশস্ত নিবারকোহসি’ অর্থাৎ শুদ্ধসম্ব বরণের পাশ নিবারণ করেন,—এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী কণ্ডিকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার ‘বরণঃ’ পদে সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—রশ্মির দ্বারা জগৎ আবরণ। আবার অষ্টম কণ্ডিকার শেষ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ‘বরণস্ত স্তনং’ মন্ত্রের বরণ পদে বলীবর্দকে বুঝাইয়াছেন। তৎপূর্ববর্তী আর এক মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বরণ’ পদে বরণ-দেবতাকে বুঝাইয়াছেন। তৎপূর্ববর্তী আর এক মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বরণ’ পদের ব্যাখ্যায় ‘অলরূপে আবরণকারী’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ, বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন প্রয়োজনে, ‘বরণ’ পদের অর্থ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। এখানে এই মন্ত্রে আবার ‘বরণঃ’ পদে বরণের পাশ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। বাহা হউক, আমরা এক হিসাবে এইরূপ অর্থে মোহাবরণ উন্মোচনের—

সংসার-বন্ধন-ছেদনের ভাব প্রাপ্ত হই। সত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া, সংকল্পের অনুষ্ঠানে সন্মত হইলে, সেই কন্মই কৰ্মক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব যে ভগবানের প্রীতিসাধক অপিত শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ‘বারুণং’ পদে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত ‘শংযোঃ’ পদে শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানের সহিত সন্মিলন সাধন করে, এই তত্ত্বই অবগত হই। সমধর্মাবলম্বী সামগ্রীর পরস্পর সন্মিলন—বিধি-বিশ্রুত। সংস্বরূপ ভগবানের সহিত সত্ত্ব-প্রভাবেই সন্মিলিত হইতে পারা যায়। সত্ত্বই তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করে; সত্ত্বই তাঁহাকে হৃদয়ে সংবাহিত করিয়া আছে। সমধর্ম-বিশিষ্ট, সম-অবস্থাপন্ন সামগ্রীর মিলনই মাধুর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে ‘শংযো’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঐ পদে আত্মায় আত্ম-সন্মিলনের আকাঙ্ক্ষাও প্রকটিত দেখিতে পাই। যখনই বলা হইল,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সত্ত্বাবের মিশ্রণকারী, তখনই সেই গুণে গুণাধিত হইবার উপদেশ এবং সেই উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বাবে ভাবাধিত এবং তদগুণে গুণাধিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইল বলিয়া মনে করি। গুণ দেখিয়া, রূপ দেখিয়া, ভাব দেখিয়া—সেই গুণে গুণাধিত, সেই রূপে রূপাধিত এবং সেই ভাবে ভাবাধিত হইতে পারিলে তো সেই গুণময় গুণাতীতের সহিত—সেই রূপময় অরূপের সহিত—সেই ভাবময় ভাবাতীতের সহিত সন্মিলন সংঘটিত হইবে! তাই ‘শংযোঃ’ পদের উপদেশ—‘শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সংযোগ-সাধন করে। সূতরাং, ভগবানের অনুগ্রহ লাভে, তাঁহার সহিত সন্মিলনের অভিলাষী হইলে, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আহরণে যত্নবান হও!’ মন্ত্রের শেষাংশে কৰ্ম্মশক্তি এবং সত্ত্বাব বাহাতে অন্তরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যমতে সকারান্ত ‘অপঃ’ শব্দ ‘কৰ্ম্মবাচী’। আমরা ভাষ্যকারের এই নির্দেশ অনুসারে ‘অপসঃ’ পদের ‘কৰ্ম্মসামর্থ্যং’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই ভাবে মন্ত্রের যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের সঙ্কল্প—আমরা যেন এমন ভাবে না চলি, আমরা যেন এমন কৰ্ম্ম না করি, যদ্বারা আমাদের কৰ্ম্মসামর্থ্য নষ্ট হয় এবং আমরা সংসঙ্গ হইতে বিচ্যুত হই।

এক্ষণে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ—অনুবাকের এই শেষ তিনটি মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে দশম ও একাদশ মন্ত্র আজ্য-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। দ্বাদশ মন্ত্রের প্রথমার্শ্বে কোনও সম্বোধন পদের উল্লেখ নাই; তবে শেষাংশে তন্ননপ্তু আজ্য সম্বোধন ভাষ্য-পাঠে উপলব্ধি হয়। দশম মন্ত্রের সহিত একটা উপাখ্যানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। সে উপাখ্যানটি এই,—দেবাত্মের সংগ্রাম-কালে দেবগণ আপনাপন প্রাধান্ত-থাপনের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হন। স্ব স্ব প্রধান হইয়া তাঁহারা পাঁচটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। পরস্পর-বিরোধী সেই পাঁচটি দলের পাঁচটি ব্যূহ রচিত হয়। অগ্ন্যাগ্নি পঞ্চদেবতা সেনানী এবং বহুদেবগণ সৈন্ত-সামন্ত রূপে সেই পাঁচটি ব্যূহে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপ কিছুকাল পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইয়া অবস্থানান্তর তাঁহাদের মধ্যে বিবেকের উদয় হয়। তাঁহারা তখন বিচার করিয়া দেখেন, যদি তাঁহারা পরস্পর এইরূপভাবে আত্মকলহে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহারা ই অস্তরগণের জয়ের কারণ হইবেন। তখন পরস্পর বিরোধ পরিহারের জন্ত, তাঁহারা পুত্রভার্য্যাগ্নি সহ পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে,—আমাদের মধ্যে যিনিই বিরুদ্ধাচরণ করিবেন,

তিনিই স্বর্গদ্রষ্ট হইবেন, পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বিনষ্ট হইবেন। মন্ত্রের অদীভূত এই উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া হ্রদ্বাক্য বলিয়াছেন,—দেবগণের অনুসরণে মন্ত্রে মনুষ্যদিগের সেইরূপ শপথের বিষয় উপলব্ধি হয়। মনুষ্যদিগের মধ্যে যে প্রথমে বিদ্রোহী হইবে, সেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে,—ইহাই তাৎপর্য।

বাহা হউক, আমরা মন্ত্রের মধ্যে এরূপ কোনও উপাখ্যানের অবতারণা করিবার কোনও হেতু দেখি না। বাহা হউক, ভাষ্য-মতে তিনটি মন্ত্রের যে অর্থ নিম্ন হইয়াছে, নিম্নে যথাক্রমে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি ; যথা,—

দশম মন্ত্র।—‘আপতিঃ’ পদে প্রাণকে বুঝায়। নিঃশ্বাস রূপে বহির্গত হয়, পরে আবার প্রাণস্বরূপে অন্তর অভিমুখে পতিত হয় বলিয়াই ‘আপতিঃ’ পদ প্রাণ-ত্বোক্তক ! হে আজ্য। প্রাণের নিমিত্ত তোমাকে এই পাত্রে গ্রহণ করিতেছি। নানা বিষয়ে পতিত হয় বলিয়া ‘পরিপতিঃ’ শব্দে মনকে বুঝায়। তন্মু অর্থাৎ শরীরকে যে বিনষ্ট করে না, তাহাকেই তন্মুনপ্তা বলা যায়। সেইরূপ অর্থে তন্মুনপ্তা পদে জাঠরাগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। শকনশীলকে শক্নন বলা যায়। শক্তিমান পুরুষের বাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শাক্নর। শক্তিমন্ত পুরুষের বাহা ওজঃ বা সামর্থ্য, তাহাকেই ওজিষ্ঠ বলিতে পারি। ওজঃ অষ্টম ধাতু। তাহার সারভূত ‘ওজিষ্ঠঃ’ এই সকল মন্ত্রের দ্বারা তন্মুনপ্তা স্বীকৃত হয়।’

একাদশ মন্ত্র।—‘হে তন্মুনপ্তা আজ্য ! তুমি ইতিপূর্বে সকলরই অতিরিক্ত ছিলে। ইতঃপরও অতিরিক্ত ও দেবগণের সারভূত হও। তুমি হিংসারূপ অত্যাচার বিরোধ সমূহ হইতে আমাদের পালন অর্থাৎ রক্ষা কর ! অতএব তুমি পুনরায় অভিশস্তির অবিষয়ভূত হও।’

দ্বাদশ মন্ত্র।—দীক্ষাগ্নেষ্ঠির অধিপতি যে দেবতা, সেই দেবতা দীক্ষাপতি। দীক্ষাপতি আমার এই দীক্ষা জ্ঞাত হউন। তপ অর্থাৎ উপসদের অধিপতি দেবতা মদীয় তপ অবগত হউন। আমি অর্জবের দ্বারা তন্মুনপ্তা-স্পর্শনরূপ শপথ প্রাপ্ত হই। হে তন্মুনপ্তা ! আমাকে শোভন-মার্গে—যজ্ঞকর্মে স্থাপন কর ।’

মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধ সাধারণাচার্যের অভিমত ব্যক্ত হইল। গুরুবজ্রবর্ষে ভাষ্যকার মহীধর ও উবট প্রভৃতি মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা নিম্ন করিয়াছেন, বোধ-সৌকার্য্যার্থে এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি। মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত নিম্নে পরিব্যক্ত হইল ; যথা,—তাঁহাদের মতে মন্ত্র-কয়টি বায়ুদেবতা-বিষয়ক এবং আজ্য-সম্বোধনে বিনিয়ুক্ত। দ্রোণ-ব্রতপ্রদানে, যে পাত্রে ব্রত প্রদান করা হয়, সেই পাত্রে ঋক আজ্য গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি। তদনুসারে দশম মন্ত্রের অর্থ ; যথা,—‘আপত্যে’ সত্যতগমনশীল বায়ুর উদ্দেশ্যে, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করি। কিরূপ বায়ুর উদ্দেশ্যে ? ‘পরিপত্যে’—সর্বত্রপতনশীল অর্থাৎ সর্বব্যাপী ; ‘তনুতপ্তা’ যিনি বিশ্বকে বিস্তারিত করেন, সেই তনুর বা আত্মার পৌত্রের উদ্দেশ্যে। ‘শাক্নরায়’—শক্নর শব্দে আকাশ বুঝায়, তাহার অপত্য শাক্নর অর্থাৎ বায়ু। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি ; সুতরাং শাক্নর পদে বায়ুকে বুঝায়। ‘শাক্নরায়’ অর্থাৎ বায়ুর উদ্দেশ্যে। ‘শক্নন’ সকলের শক্তিদাতা অথবা সকল কর্ম করিতে সমর্থ এবং ‘ওজিষ্ঠায়’ তেজস্বী বায়ুর উদ্দেশ্যে। তৈত্তিরীয়গণের মতে মন্ত্রে যে অর্থান্তর প্রণয়িত হয়,

তাহা এই,—‘হে আজ্য ! তোমাকে ‘আপত্যে’ প্রাণদেবতার প্রীতির জন্ত গ্রহণ করিয়া এই পাত্রে স্থাপন করিতেছি। সম্যকপ্রকারে দেহকে রক্ষা করে বলিয়া ‘আপতিঃ’ পদে প্রাণ বুঝায়। ইষ্টপ্রাপ্তির উপায় এবং অনিষ্টপরিহারোপায় চিন্তা করিয়া যিনি সর্বতোভাবে পালন করেন, তিনিই ‘পরিপতিঃ’ অর্থাৎ মন ; তাঁহার তৃপ্তির জন্ত, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ‘তন্’ বা শরীরকে যিনি বিনাশ করেন না, তিনিই ‘তনুশ্চ’ বা জঠরাগ্নি। সেই জঠরাগ্নি-দেবতার প্রীতির জন্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ‘শক্ৰঃ’ পদে শক্তিমান্ পুরুষে যাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শাক্ৰ। মন্ত্রার্থ—শক্তিস্বরূপাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্ত, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। শক্তিমান্ পুরুষে যাহা সার-স্বরূপ বিজ্ঞান, তাহাই ওজঃ অথবা ওজঃ নামক যে অষ্টম ধাতু, তাহারই সারভূত,—যাহাতে শরীরে শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। মন্ত্রার্থ—ওজঃ বা সারাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্ত, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। বলা বাহুল্য, মন্ত্রার্থ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসারী।

তাঁহাদের মতে, ‘তনুশ্চ’ ইত্যাদি মন্ত্র দক্ষিণমুখ হইয়া বেদিপ্রেসীতে আজ্যস্থালী স্থাপন-পূর্বক ঋত্বিক ও যজমান এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তাহাতে একাদশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—“হে—আজ্য ! তুমি এইরূপ হও। কিরূপ ? ‘অনাধ্ব্যং’ অর্থাৎ ইতিপূর্বে অস্ত্র কর্তৃক অতিরিক্ত, ‘অনাধ্ব্যং’ অর্থাৎ পরবর্তিকালেও তিরস্কারহিত। ‘দেবানামোজঃ’ অর্থাৎ অগ্ন্যাগ্নি দেবগণের সারভূত ; ‘অনভিশস্তি’ অর্থাৎ নিন্দারহিত ; ‘অভিশস্তিপা’ অর্থাৎ ঋত্বিকগণের পরস্পর-বিরোধে যে নিন্দা, তাহা হইতে রক্ষাকারী ; ‘অনভিশস্ত্যন্তঃ’ অর্থাৎ অনিন্দিত স্বর্গাদিতে নয়নকর্তা।’ দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ,—‘যেহেতু তুমি এইরূপ হও, অতএব হে তনুশ্চ। আজ্য ! ঋত্বিক আমি ঋজুভাবে মানসকোটিল্য রহিত হইয়া সত্যস্বরূপ আজ্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। অপিচ, হে আজ্য ! আমাকে শোভনমার্গে বা যজ্ঞকার্য্যে স্থাপন কর।’ ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রত্রয়ের যে ইংরাজী তন্ত্রাদি প্রচলিত আছে, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

“For him who flies around and rushes onward I take thee, for Tanunapat, the mighty, the very strong, of all surpassing vigour.

“Strength of the Gods, inviolate inviolable still art thou, the strength that turns the curse away, uncursed and never to be cursed.

O Lord of Vows, let our vows be united. May Diksha's Lord allow my consecration, may holy Fervour's Lord approve my Fervour.”

“May I go straight to truth. Place me in comfort.”

এই তে গেল, ভাষ্য ও ভাষ্যকারের এবং তদনুযায়ী অনুবাদকের অভিমত। এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রত্রয়ে কি ভাব উপলব্ধি করি, তাহা আলোচনা করিতেছি। এতৎপক্ষে

আমাদিগের মৰ্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি । বোধ-সৌকর্য্যার্থ আমরা দশম ও একাদশ মন্ত্রকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি । আমাদিগের মতে এই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধস্বের সোধোনে বিনিযুক্ত । মন্ত্রত্রয় আয়োদোদনমূলক ও প্রার্থনা-জ্ঞাপক । এই মন্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা অনেক স্থলে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই । আমাদিগের প্রকাশিত ব্যাখ্যাাদি ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই, তাহা উপলব্ধ হইবে । কৰ্ম্মকাণ্ডের অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রত্রয়ের যে প্রয়োগ-বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক পক্ষে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না । তবে তাহা হইতে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার উপযোগী একটা ভাবের উপলব্ধি জন্মে । সে ভাব এই যে, আজ্ঞা লইয়া যেমন বেদিস্থিত সাধারণ অগ্নিকে আহুতি দিতে হয় ; সেইরূপে সেই ভাবেই হৃদয়ের সত্তাবস্বাভিও ভগবানে অর্পণ করিতে হয় । ফলতঃ, পরমত্যাগশীল হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণই জন্মগতনিরোধের একমাত্র উপায় ।

দশম মন্ত্রের অন্তর্গত ‘তন্নপ্তে’ পদের নানা অর্থ ভাষ্যে দেখিতে পাই । প্রধানতঃ ঐ পদে বায়ুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । আবার ‘তন্ন শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তন্নপ্তা’ এই বাক্যে ‘তন্নপাতং’ পদে ‘জঠরাগ্নিকে’ লক্ষ্য করা হইয়া থাকে । কিন্তু আমাদিগের মনে হয়,—যিনি প্রাণবায়ু-রূপে জগতের সর্বত্র সর্বজীবে বিরাজমান, ‘তন্নপ্তে’ পদে সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । তাহার নিকট কৰ্ম্ম নবকলেবর প্রাপ্ত হয় বলিয়াই তিনি ‘তন্নপাতং’ ! তন্ন+উন+প+অৎ—এই পদাংশ-চতুষ্টয়ের সমাবেশে ‘তন্নপাতং’ পদ সিদ্ধ হয় । তাহারই চতুর্থীর একবচনে ‘তন্নপ্তে’ পদ পাওয়া যায় । অর্থ হয়—‘উন’ (অসম্পূর্ণ, ক্ষীণ), ‘তন্ন’ (দেহের) ‘প’ (পালক, পূর্ণতাসাধক) যে সামগ্রী, তাহা যিনি ‘অৎ’ (ভক্ষণ) করেন, তাহাকেই ‘তন্নপাতং’ কহে । কৰ্ম্মকে বিশুদ্ধ ভাব দান করিয়া, তাহার স্থলভাব ক্লেদরাশি ভষ্মসাৎ করেন বলিয়াই শুদ্ধস্বরূপী ভগবান ‘তন্নপাতং’ বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত । দেহের ‘পূর্ণতা’—কিনা ‘স্থলভাব’, তাহার ‘নাশ’—কিনা ‘তন্নপাতং’ । ভাব এই যে, দেহাদিধারণমূলক কৰ্ম্মের নাশ । ‘তন্নপ্তে’ পদে তাই আমরা ‘বিশুদ্ধস্ব-ভাবসংরক্ষকায়’ পক্ষান্তরে ‘জন্মকারণনিবারকায়’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । এই অর্থেই ‘তন্নপ্তে’ পদের সার্থকতা,—এই অর্থেই বিশেষণ-পদগুলির সার্থক প্রয়োগ সিদ্ধান্তিত হয় । উবটের মন্তব্যে প্রকাশ,—‘তন্নপ্তেনাভ্যভিপ্রেতঃ’ । আত্মা শব্দে এখানে সেই পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । একমাত্র পরমাত্মাই—ভগবানই আত্মাকে রক্ষা বা পালন করেন ; একমাত্র তিনিই সত্তাবসংরক্ষণে, জন্মগতিনিবারণে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ-পদে স্থাপন করিয়া থাকেন ।

মন্ত্রের অন্তর্গত অপরাপর পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য লক্ষিত হইবে না । ‘শাকরায়’ এবং ‘শকুন’ পদদ্বয়ে এই ভাব প্রকাশ পায় যে,—ভগবান স্বয়ং যেমন সর্গশক্তির-আধার, তেমনি তিনি আবার জীবে শক্তিসঞ্চারক । ঐ দুই পদে প্রার্থনা-কারীর কৰ্ম্মশক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি । ভগবান—প্রাণ, মন, শক্তি ব্যাপিয়া অবস্থান করুন ; তাহার কার্য্যে সমস্ত প্রাণ মন ও শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হউক, তাহাই আকাঙ্ক্ষা । ওণ দেখিয়া গুণাধিকারী হইতে হইবে, তদুণে গুণাধিত ও তদ্বাবে ভাবাধিত

হইতে হইবে ; তাই নানা গুণ-বিশেষণের সমাবেশ মন্ত্র-মধ্যে নিহিত দেখি। যে ভাবেই হউক, তাঁহাকে ভাব ; যে গুণেই হউক, গুণাধিত হও। তাঁহাকে লাভ করিবার ইহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা ! মন্ত্রের ভাব এই যে,—‘আমাকে কর্মশক্তি, প্রাণশক্তি, মননশক্তি প্রদান কর ; আমি তোমার ভাবে ভাবাধিত হইয়া, তোমার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, কায়মনোবাক্যে তোমার কর্ম সম্পাদন করি। তাহাতেই আমার আনন্দ আসুক ;—তাহাই আমার গতিমুক্তির হেতু হউক ; তাহাই আমার মোক্ষদায়ক হউক ।’

একাদশ মন্ত্রে সরল প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে এ মন্ত্রটীও আজ্যসম্বোধনমুক এবং আজ্যদেবতাক। বোধসৌকর্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমরা এই মন্ত্রটীকে শুদ্ধস্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। ক্রিয়াকাণ্ডমুসাবে ভাব যাহাই হউক, তৎসম্বন্ধে আমরা কোনই মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। কিন্তু পূর্বাপর আমরা যে ভাবে বেদমন্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তৎসামঞ্জস্য-রক্ষণে এবং মন্ত্রের উচ্চভাব প্রকটনে তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রথম (ক) অংশে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,—‘হে শুদ্ধস্ব ! তুমি প্রমাদ-পরিশূন্য হিংসারহিত অর্থাৎ অজ্ঞানতা প্রভৃতি কর্তৃক অনভিভূত ও সর্বাভীষ্টপূরক বা সর্বফল-প্রদ ; অতএব, আমায় কর্মেও তুমি সদা-বিশুদ্ধ, অতিরিক্ত বা সূতসাধক হও ।’ শুদ্ধস্বের উদয়ে অন্তঃশরু কামক্রোধাদি নষ্ট হয়। তখন আর তাহাদের আক্রমণে কোনও অন্তঃস্থানেই ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে না ; তখন আর অজ্ঞানতাজনিত ভ্রমপ্রমাদও আসিয়া কর্ম পণ্ড করে না। ফলে, সংপথে পরিচালিত হইয়া, কর্ম তখন ভগবানেই নিয়োজিত হয়। ভগবানে নিয়োজিত কর্মেই ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। তাই হৃদয়ের শুদ্ধস্ব সর্বফলপ্রদ। সেইজন্তই শুদ্ধস্বরূপ ভগবানকে ঐক্য গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় (খ) অংশের মর্ম এই যে,—‘তুমি দেবগণের শক্তিস্বরূপ, অনিন্দনীয়, পাপসংসর্গরহিত, অপিচ তুমি পাপ হইতে পরিত্রাণকারী এবং অনিন্দনীয় পরমলোকে নয়নসমর্থ ।’ পাপ যখন হৃদয়কে কলুষিত করে, তখন সে হৃদয়ে আর সদ্ভাবলাক পৌছিতে পারে না। তবে পাপী কি উদ্ধার-লাভ করে না ? করে—যদি কোনও প্রকারে ভগবানের অমুগ্রহভাজন হইতে পারে। ভগবানের অমুগ্রহ হইলে তাহার হৃদয় শুদ্ধস্বভাবে বিমণ্ডিত হয় ; তখন দিব্যজ্ঞানজ্যোতিতে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই সে ভগবানকে পাইবার অধিকারী হয়। সত্তাব যেমন স্বয়ং পাপসম্বন্ধরহিত, তেমনি তাহা আবার মানুষকে পাপসংসর্গ হইতে মুক্ত করে। এইজন্তই শুদ্ধস্বকে পাপ-সংশ্রবশূন্য বলা হইয়াছে। দেবগণ তখনই শক্তিশালী হন, যখন মানুষ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া শুদ্ধস্বের অধিকারী হয়। এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধস্ব পাপ হইতে পরিত্রাণকারক, আর এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধস্ব অনিন্দিত পরমধামে ভগবৎসান্নিকর্ষে লইতে সমর্থ। দ্বাদশ মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—‘এবমিধ যে আপনি, সেই আপনি আমাকে এমন সাধুগত কল্যাণকর শোভনীয় মার্গে স্থাপন করুন, যাহাতে আমি নিম্নলিখিত সংপথে চলিয়া সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে পারি।’ মন্ত্রার্থ-বিশ্লেষণে এবমিধ ভাব হওয়া যায়। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। ক্রিয়াকাণ্ডের অতীত এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব মন্ত্রে প্রকটিত। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

উপসংহারে, অগ্নিকে, ‘দীক্ষাপতিঃ’ ও ‘তপস্পতিঃ’ বলিবার তাৎপর্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কৰ্ম্মমাত্রই ব্রতপর্যায়ভুক্ত। আবার পবিত্র-কারী মানসিক নির্মলতা-সাধক ব্রত-নিয়মাদি তপঃ-পর্যায়ভুক্ত। ব্রতাদি কৰ্ম্মে স্থিতি—দীক্ষা। জ্ঞান—এতৎসমুদায়ের পথ প্রদর্শন করে বলিয়া, জ্ঞানাগ্নিকে প্রায়শঃ ‘ব্রতপাঃ’ ‘ব্রতপতে’ প্রভৃতি সম্বোধনে অভিহিত করা হয়। স্বরূপ-জ্ঞান না জন্মিলে, কোনটী সংকৰ্ম্ম কোনটী অসংকৰ্ম্ম—তাহা কেনন করিয়া চিনিতে পারা যায়? অনেক সময় আমরা যাহাকে সংকৰ্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতিসাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তিবিমিশ্র বা কলুষিত হইয়া থাকে। অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইলে, সংকৰ্ম্ম অসংকৰ্ম্ম নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। ভ্রান্তিবশে অনেক সময় অনেক কৰ্ম্মকে সংকৰ্ম্ম বলিয়া মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদায় সংকৰ্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিই তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ। ক্লেদরাশি আবর্জনারাশি ভস্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়। পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া কৰ্ম্ম ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হয়—তাঁহারই নিকট। তাই অগ্নিদেবকে বা অন্তরস্থিত জ্ঞানবহিকে ‘ব্রতপাঃ’ ‘দীক্ষাপতিঃ’ ‘তপস্পতিঃ’ প্রভৃতি বলা হইয়াছে। গীতায় ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—কায়িক, বাচিক ও মানস। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ জনের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—এই কয়টি শারীর তপঃ। প্রিয়, হিত, সত্য, অমৃতদেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস—এই কয়টি বাচিক তপঃ। আর মনঃপ্রসাদ, সৌম্যত্ব, মোন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি—এই কয়টি মানসতপঃ। কোনও কোনও মতে আবার সাংখ্যিক, রাজস ও তামস—এই ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হয়। যাহাতে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার নাম সাংখ্যিক তপঃ। সংকার, মান ও পূজার্থ দম্বপূর্বক যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস; রাজস তপঃ অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। পরের উৎসাদন বা তাদৃশ দুরাগ্রহবশতঃ আত্মাকে পীড়িত করিয়া যাহার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম তামস তপঃ। মরীচির মতে—যাহার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন, পাপ বিনষ্ট, স্বর্গসাধন ও সিদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহার নাম তপঃ। বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রমতে, তপঃ ঈশ্বরের বিতৃষ্ণিত-বিশেষ। অগ্নিতে ধাতুর ছায় পাণাদি মলভার বিগলিত হয়; এই জন্ত ইহার নাম তপঃ। তত্ত্বমতে ‘দীক্ষা’ অর্থ—মন্ত্রের উপদেশ। “দীযতে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীযতে পাপসঞ্চয়ঃ। তস্মাৎ দীক্ষতি সা প্রোক্তা যুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।” ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন সদস্য-বিচারে আর কেহ সমর্থ নহে। সেই জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করিয়া, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই কৰ্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ অধিগত হয়। জ্ঞানের প্রাধাত্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রভাবও অল্প কার্য্যকরী নহে। জ্ঞান কৰ্ম্ম প্রভৃতি অপেক্ষা, কেহ কেহ আবার মনের প্রাধাত্যই খ্যাপন করেন। ত্রিবিধ তপের কোনও তপই মন ভিন্ন সুসিদ্ধ হইবার নহে। মন যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, মন যদি হুর্নিবার হয়, কাহার সাধ্য তপশ্চারণ করে! শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অর্জুনের উক্তিতে সে তত্ত্ব পূর্ণ প্রকটিত। শ্রীভগবানও স্বীকার করিয়াছেন,—“অসংশয়ং মহাবাহো মনো হুর্নিগ্রহং চলম্।” মনকে বশীভূত না করিতে পারিলে, কৰ্ম্মই বল, জ্ঞানই বল, আর ভক্তিই বল—কিছুই সম্ভবপর হয় না। আবার ইঞ্জিয়-সমূহের মধ্যে মনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবদ্বক্তিতেই তাহা বিস্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভগবান

বলিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ।” স্মৃতরাং মনই সকলের মূলীভূত । অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া তপশ্চারণে অগ্রসর হইলেই সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা । মনকে ভগবানের প্রতি নিয়োজিত করিতে পারিলেই—একাগ্রমনে তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেই—সকল চিন্তার অবসান হয় । চিন্তাময় চিংস্বরূপের করুণায় সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে । মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অনুবাক) ॥

— . —

একাদশঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । একাদশোহনুবাকঃ ।)

(১) অশ্বশ্রুশ্রুস্তে দেব সোমাপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ আ

আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা হুমিন্দ্রায় প্যায়স্বাপ্যায়য় সখীন্ংসন্য।

মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সূত্যামশীয ।

(২) এম্ভা রায়ঃ প্রেষে ভগায়ত্নম্বতবাদিভ্যো

নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা ।

(৩) অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা

মম তনুরেষা সা স্বয়ি যা তব তনুরিযন্ সা ময়ি

সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোব্রতানি ।

(৪) যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনুস্তয়া নঃ পাহি তস্মান্তে স্বাহা।

(৫) যা | | | |
 (৫) যা | তে অমেহয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনুর্বর্ষিষ্ঠা

গম্বরেঠোং বচো অপাবধীং ত্বেং বচো অপাবধীং স্বাহা ॥ ১১ ॥

• • •

अथ पदपाठः ।

(১) অত্ৱত্ত্বয়িত্যন্তঃ--অত্ৱঃ। তে। দেব। সোম। এতি। প্যাস্বতাম্।

ইদ্রায়। একধনবিন ইত্যেকধন—বিদে। এতি। তুভ্যম্। ইদ্রঃ। প্যামতাম্।

এতি । বস্ । ইন্দ্রায় । প্যায়স্ব । এতি । প্যায়স্ব । সখীন্ । সস্তা ।

মেধয়া । স্বস্তি । তে । দেব । সোম । সুভ্যাম্ । অশীষ ।

(২) এঃ। রায়ঃ। প্রেতি। ইষে। ভগায়। স্নাতম্। স্নাতবাদিত্য

ইত্যত্বানি—ভ্যঃ । নমঃ । দিব্যে । নমঃ । পৃথিব্যে ।

(৩) অগ্নে । ব্রতপত ইতি ব্রত—পতে । স্ব । ব্রতানাম । ব্রতপতিরিতি

ব্রত—পতিঃ। অসি। মা। মম। তনুঃ। এষ। সা। ক্রিয়। বা। তব।

তনুঃ । ইয়ম্ । সা । ময়ি । সহ । নো । ব্রতপত ইতি

ব্রত—পতে । ব্রতিনোঃ । ব্রতানি ।

(৪) যা । তে । অগ্নে । রুদ্রিয়া । তনুঃ । তয়া । নঃ ।

পাহি । তস্তাঃ । তে । স্বাহা ।

(৫) যা । তে । অগ্নে । অয়াশয়েত্যয়া—শয়া । রজাশয়েতি রজা—শয়া ।

হরাশয়েতি হরা—শয়া । তনুঃ । বধিষ্ঠা । গম্বরেষ্ঠেতি গম্বরে—স্থা । উগ্রম্ ।

বচঃ । অপেতি । অবধীম্ । হেধম্ । বচঃ । অপেতি । অবধীম্ । স্বাহা ॥ ১১ ॥

* * *

মর্শানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। (ক) ‘দেব’ (হে ছোতমান, দৌণ্ডিদানাদিগুণযুক্ত) ‘সোম’ (মম জন্মসহজাত অন্তনিহিত শুদ্ধস্ব!) ‘তে’ (তব) ‘অংগুরং তুঃ’ (সর্কোহপি অবয়বঃ, যদা—যদপি উৎকর্ষ-প্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজস্কঃ তৎসর্কোহপি ইত্যর্থঃ) ‘একধনবিদে’ (একং মুখ্যং পরম-ধনং তস্ত বেদিত্রে প্রজ্ঞাপয়িত্রে বা, যদা—মোক্ষধনপ্রদাত্রে ইতি ভাবঃ) ‘ইন্দ্রায়’ (পরমৈশ্বর্যা-শালিনে ভগবতে) ‘আপ্যায়তাং’ (বর্দ্ধয়তাং, উদ্বোধয়তাং, উৎসর্গয়তাং ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং আয়োদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্পস্থচকশ্চ । ভগবৎপ্রীত্যে হৃদগতান্ সর্কান্ সন্তাবান নিয়োজয়ান্ সঙ্কল্পঃ অত্র বিদ্যতে । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হৃদি বর্তমানাঃ সর্কাঃ সন্তাবাঃ ভগবৎসম্বন্ধকর্ষণে লভস্তু ।

(খ) হে শুদ্ধস্বঃ ! ‘তুভ্যং’ (তদগ্রহণায়, তব বিশুদ্ধতাসম্পাদনায়) ‘ইন্দ্রঃ’ (পরমৈশ্বর্যাশালী ভগবান্) ‘আপ্যায়তাং’ (অভিবৃদ্ধঃ ভবতু, যদা—ঐদৃভিবৃদ্ধয়ে উদ্বৃদ্ধঃ ভবতু) ; অপিচ, হে শুদ্ধস্বঃ ! ইমপি ‘ইন্দ্রায়’ (ইন্দ্রদেবপ্রীতিার্থং, যদা—ভগবতঃ গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) ‘আপ্যায়স্ব’ (অভিবৃদ্ধঃ ভব, —পবিত্রতাং গচ্ছত ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং আয়োদ্বোধনমূলকঃ । অত্র সাধকঃ ভগবল্লাভায় চিত্তোৎকর্ষতাং প্রার্থয়তি ।

(গ) হে ছোতমান্ দেব ! ‘সখীন্’ (সখিবৎপ্রীতিবিষয়ান্, তবপ্রীতিহেতুভূতান, যদা—

তৎপ্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তান্ ইতি যাবৎ) ‘অস্মান্’ (সাধনসম্পন্নান্, যদা—ভক্তিয়ুতান্ সাধকান্ ইতি ভাবঃ) ‘সত্তা’ (পরমধনদানেন) ‘মেধয়া’ (তদ্বারগণশক্ত্যা চ) ‘আপায়য়’ (প্রবর্দ্ধয়) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্ৰঃ । অত্র সাধকঃ মোক্ষলাভায় হৃদি ভগবৎপ্রতিষ্ঠার্থং চ ভগবন্তং অর্চয়তি । ভাবার্থঃ—হে ভগবন্ ! মাং মোক্ষাদিকারিণং মেধাবিধং কুরু ।

(ঘ) হে ‘দেব সোম’ (হে জ্যোতমান শুদ্ধস্বরূপ ভগবন্ ! ‘তে’ (তব, তবসম্বন্ধিনং) ‘স্বস্তি’ (ক্ষেমং, মঙ্গলং) অস্মভ্যং অবিনাশং ভবতু ; তব প্রসাদাৎ অবিনাশেন ‘স্বত্যাং’ (কৰ্মফলং—ভগবৎপ্রাপ্তিকণং ইতি ভাবঃ) ‘অশীয’ (প্রাপু যাং, যদা—তব কার্যো বয়ং ব্যাপ্তাঃ ভবাম) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্ৰঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ময়ি সদ্ভাবাঃ অবিচলিতাঃ তিষ্ঠন্ত । তেনাহং সতস্তাদারং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি ।

২। (ক) হে ভগবন্ ! ‘প্রেষ’ (প্রেচ্ছ্যমাণায়, অভিলষিতরূপায় ইত্যর্থঃ) ভগায়’ (ঐশ্বর্যায়, পরমধনায় ইতি ভাবঃ) ‘রায়ঃ’ (ধনানি, সর্বকৰ্মফলানি—শুদ্ধসত্ত্বরূপানি ইতি ভাবঃ) ‘এষ্টা’ (সর্বতোভাবেন দত্তা—অস্মভ্যমিতি শেষঃ) । প্রার্থনা—ঐৎপ্রসাদাৎ অস্মাকং অভিলষিতং মোক্ষধনং সন্তু ইতি ভাবঃ । ‘ঋতবাদিতাঃ’ (সংকৰ্মসম্পন্নৈভাঃ, যদা—সংকৰ্মকারিণাং অস্মাকং) ‘ঋতং’ (অবগৃহ্যাবিকলোপেতং, যদা—কৰ্মফলমিতি ভাবঃ) সম্পাদয় অথবা অস্তু ইতি শেষঃ । ভাবার্থঃ—ঐৎপ্রসাদাৎ অস্মাকং সংকৰ্ম সফলমণ্ডিতং ভবতু ।

(খ) ‘দেবে’ (দ্যুলোকাবিষ্ঠাত্রৈ দেবায়) ‘নমঃ’ (নমস্করোমি) ; ‘পৃথিবৌঃ’ (ভূলোকাবিষ্ঠাত্রৈ দেবায় ইত্যর্থঃ) ‘নমঃ’ (নমস্করোমি) ; তয়োৱনুগ্রহেণ অস্মাকং সিদ্ধিঃ ভবতু । অথবা ‘নমঃ’ (নমস্কাররূপং সংকৰ্ম, মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ‘দেবে’ (দ্যুলোকং ব্যাপ্য) প্রকাশতু ইতি শেষঃ ; অপিচ ‘নমঃ’ (মম নমস্কাররূপং সংকৰ্ম, মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইতি ভাবঃ) ‘পৃথিব্যা’ (ভূলোকং ব্যাপ্য প্রকাশতু ইতি ভাবঃ) ।

৩। (ক) ‘ব্রতপতে’ (সংকৰ্মপালক, যদা—সংকৰ্মকারিণাং প্রতি সদা-অনুগ্রহপরায়ণ) ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্ !) ঐৎ ‘ব্রতানাং’ (সংকৰ্মকারিণাং) ‘ব্রতপতিঃ’ (সংকৰ্মগঃ পালকঃ, যদা—সংকৰ্মকারিণাং প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তঃ, কিঞ্চ তেষু সদ্ভাবসংরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ অহং ত্বাং শরণং গচ্ছামি । মাং সদ্ভাবাদিকারী কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ।

(খ) অতঃ হে দেব । ‘যা’ (কলুষকলঙ্কপরিহীনং) ‘মম তনুঃ’ (মম পাপপঙ্কিলং শরীরমিতি ভাবঃ) ‘সা এষা’ (সা খলু তনুঃ) ‘ত্বয়ি’ (তব শরীরে) ভবতু—লীনং প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ ; অপিচ, ‘তব’ (সংকৰ্মপালকস্ত তব ইত্যর্থঃ) ‘যা তনুঃ’ (যং পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) ‘সা ইয়ং’ (তং তব পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) ‘ময়ি’ (মহ্যং) ভবতু ইতি শেষঃ । ত্বদীয়ং মদীয়ঞ্চ অভিন্নশরীরং ভবেৎ ইতি ভাবঃ । মন্ত্ৰাংশোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । অত্র প্রার্থিনঃ পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশতে । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! কলুষকলঙ্কপরি-
লিপ্তং পাপক্লিষ্টং মম ভৌতিকং শরীরং নাশয়িত্বা ময়ি তব পুতং দেবদেহং স্থাপয় । মন্ত্ৰার্থস্ত—
পাপাৎ মাং ত্রাহি পরং চ মাং পবিত্রং সৰ্বসমবিতং কুরু । ত্বয়া সহ আত্মসম্মিলনেন অহং পরমাৎ
গতিং লভেম ইতি ভাবঃ ।

(গ) তথা সতি হে 'ব্রতপতে' (হে সংকর্ষণপালক প্রজ্ঞানাদায় ভগবন্!) 'ব্রতিনোঃ' (সংকর্ষণঃ অনুষ্ঠাতারঃ অশ্বাকং) 'ব্রতানি' (অনুষ্ঠেয়ানি সংকর্ষণাণি) 'নৌ সহ' (স্বয়া যয়া চ সহ ইত্যর্থঃ) 'অহু' (অহুমত্যাং, প্রবর্ততাং ইত্যর্থঃ) । যাবান্ ব্রতেষু মমাদসন্তাবান্ ভবাপি ভবতু ইতি ভাবঃ । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলক ।

৪। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'রুদ্রিয়া' (রুদ্রভাবসম্পন্নঃ—শক্রনাশকং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং পবিত্রকারকং ইতি ভাবঃ) 'তনুঃ' (শরীরং) অস্তি 'তয়া' (পবিত্রকারকেন শক্রনাশকেন তেন শরীরেন—প্রভাবেন চ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পাহি' (পালয়, পরিত্রাযস্ব) । 'তে' (তব) 'তস্তা' (সা শক্রনাশকং তনুঃ) 'স্বাহা' (স্নহতমন্ত্ৰঃ, স্বাহামন্ত্রেণ প্রার্থয়ামি ইতি ভাবঃ) । অয়ং ভাবঃ—ভবতাং প্রভাবেন অহং শক্রনাশসামর্থ্যং নির্মলং সম্ভাব্যং চ লভেয়ং ইতি প্রার্থনা ।

৫। 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্!) 'বর্ধিষ্ঠা' (উরুতমং, শ্রেষ্ঠতমং, যদ্বা—ভক্তানাং-ভীষ্টবর্ধণীলং ইতি ভাবঃ) 'গহবরেষ্ঠাঃ' (হৃদাং অতিনিগূঢ়দেশে স্থিতং) 'অয়াশয়া' (লৌহময়ং বজ্রবৎ অতিকঠোরং, তমোরূপং ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং) 'তনুঃ' (শরীরং) অস্তি তমোরূপং তব তচ্ছরীরং, অপিচ 'রজাশয়া' (রজতময়ং, রজোভাবসমম্বিতং ইতি ভাবঃ) তব তচ্ছরীরং, তথা 'হরাশয়া' (হিরণ্ময়ং, সম্ভাব্যসমম্বিতং ইত্যর্থঃ) তব তচ্ছরীরং 'উগ্রং বচঃ' (শক্রণাং অতিতীব্রবাক্যং, হিংসাপ্রলোভনাদিনাং পাপসঙ্কলব্যঞ্জকং কর্ম ইতি ভাবঃ) 'অপাবধীং' (বিনাশয়তি) অপিচ 'দ্বেষং বচঃ' (তেষাং শক্রণাং পৌরুষ-ব্যঞ্জকং বাক্যং, যদ্বা—কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীং শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অপাবধীং' (বিনাশয়তি) । 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ স্বাং পূজয়ামি ; স্নহতং স্নসিদ্ধং অস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ) মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ । সম্বরজন্তুমস্তিমূর্তিভিঃ ভগবান্ সর্বান্ শক্রান্ নাশয়তি । অতঃ তৈঃ ত্রিভাবৈঃ স ভগবান্ অশ্বাকং সর্বশক্রান্ নিরাকৃত্য অশ্বাকং আরব্ধং কর্ম স্নসিদ্ধং করোতু অপিচ অস্মান্ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তু । (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অম্বাক) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। (ক) হে ছোতমান্ দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত আমার জন্মসহজাত অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার সকল অবয়ব অর্থাৎ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও হীনতেজস্ক সকল অংশ, একধনবিৎ অর্থাৎ মোক্ষধন-প্রদায়ক পরমৈশ্বর্য-শালী ভগবানের প্রীতির বা সেবার নিমিত্ত নিবেদিত অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত হউক । (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও সঙ্কল্পসূচক । ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদগত সম্ভাব্যসমূহকে নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প মন্ত্রে বিদ্যমান । প্রার্থনার ভাব এই যে,—আম্রার হৃদয়ে বর্তমান সর্ববিধ সম্ভাব্যসমূহ ভগবৎসমিকর্ষ প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ আত্মোন্নতি হউক) ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তোমাকে গ্রহণ জন্ম (তোমার বিশুদ্ধতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে) পরমৈর্ধর্যশালী ভগবান অভিবুদ্ধ হউন অথবা তোমাকে অভিবুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ হউন ! অপিচ, তুমিও ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত অথবা তাঁহার জন্ম অভিবুদ্ধ অথবা উৎকর্ষসম্পন্ন বা পবিত্রতা-প্রাপ্ত হও । (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক । এখানে ভগবানকে পাইবার জন্ম সাধক চিত্তের উৎকর্ষ প্রার্থনা করিতেছেন) ।

(গ) হে দ্রোতমান্ দেব ! সখিবৎ প্রীতির সামগ্রী অথবা তোমার প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্ত, সাধনসম্পন্ন বা ভক্তিয়ুক্ত সাধকগণকে (অর্চনা-কারী আমাদিগকে) পরমধনদানে এবং আপনাকে হৃদয়ধারণযোগ্য শক্তির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । এখানে হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, এবং মোক্ষলাভের জন্ম ভক্ত সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! আমাকে মোক্ষাধিকারী ও মেধাবী করুন) ।

(ঘ) হে দ্রোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্ ! তোমার সম্বন্ধি মঙ্গল আমাদিগের মধ্যে অবিনাশী হউক । তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন বিনাশ-রহিত হইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ কর্মফল প্রাপ্ত হই ; অথবা তোমার কার্য (সৎকর্ম) সম্পাদনে ব্যাপ্ত থাকি । (মন্ত্রটি প্রার্থনা-মূলক । আমাতে সন্তাব ও শুদ্ধসত্ত্ব অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করুক ; এবং তদ্বারা সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হই) ।

২। (ক) হে ভগবন্ ! আমাদিগের অভিলষিত পরমৈর্ধর্য (মোক্ষরূপ ঐর্ধর্য) লাভের নিমিত্ত, আমাদিগের সকল কর্মফল (নিখিল শুদ্ধসত্ত্ব-সন্তাবাদি) আপনাকে সর্বতোভাবে আমাদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইতেছে ; প্রার্থনা—আপনার প্রসাদে আমাদিগের অভিলষিত মোক্ষধন অধিগত হউক । সৎকর্মকারী আমাদিগকে কর্মফল অর্থাৎ মোক্ষফল প্রদান করুন । (ভাবার্থ—আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম ফল-মণ্ডিত এবং মোক্ষফল-সমগ্নিত হউক) ।

(খ) দ্ব্যলোকাধিপাতী দেবতাকে নমস্কার করিতেছি ; ত্র্যলোকাধিপাতী দেবতাকে নমস্কার করিতেছি । তাহাদের অনুগ্রহে আমাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক । অথবা আমার নমস্কাররূপ সৎকর্ম দ্ব্যলোকে ব্যাপিয়া

প্রকাশ পাউক ; এবং আমার নমস্কার রূপ সংকস্ম ভুলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পাউক । (ভাবার্থ—আমার সংকস্ম সর্বলোকে ব্যাপ্ত হউক) ।

৩। (ক) সংকস্মপালক অথবা সংকস্মকারিগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্ ! আপনি সংকস্মকারীদিগের প্রতি শ্রীত্যাতি-শয়যুক্ত অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাবসংরক্ষক হয়েন । অতএব আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি । প্রার্থনা—আপনি অনুগ্রহ-পরায়ণ হইয়া আমাকে সদ্ভাবাধিকারী করুন ।

(খ) অতএব হে দেব ! কলুষ-কলঙ্ক-পরিশ্রান আমার পাপপঙ্কিল যে দেহ, তাহা আপনার শরীরে বর্তমান হউক অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হউক (লীন হউক) ; এবং সংকস্মপালক আপনার যে পবিত্র পুণ্যময় শরীর আছে, আপনার সেই পবিত্র-কারক পুণ্যময় শরীর আমাতে বর্তমান হউক অর্থাৎ লীন হউক । (মন্ত্রাংশ প্রার্থনামূলক । এখানে প্রার্থনাকারী পর-মাত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন । প্রার্থনার ভাব এই যে,—কলুষ-কলঙ্ক-পরিলিপ্ত পাপময় আমার এই ভৌতিক দেহ নাশ করিয়া আমাতে আপনার পুণ্যপুত দেবদেহ স্থাপন করুন । মর্ম্মার্থ এই যে,—আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পবিত্র সত্ত্বসমন্বিত করুন অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমি যেন পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত এবং সদ্ভাবযুক্ত হই) ।

(গ) হে সংকস্মপালক প্রজ্ঞানাদার দেব ! (আপনার ও আমার শরীর এইরূপে বিনিময় হইলে) আমার অনুষ্ঠিত সংকস্ম-সমূহ, আপনার ও আমার উভয়ের সহিত প্রবর্তিত হউক অর্থাৎ আমার কার্য্যে আমার ন্যায় আপনারও আদর বা প্রীতি হউক ।

৪। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ ! রুদ্রভাবসম্পন্ন অর্থাৎ শত্রুনাশক আপনার যে পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শরীর আছে, পবিত্রকারক শত্রুনাশক সেই শরীরের প্রভাবে আপনি আমাদিগেকে পরিত্রাণ করুন । স্বাহামন্ত্রের দ্বারা আপনার সেই শরীর প্রার্থনা করিতেছি । (ভাব এই যে,—আপনার অনুগ্রহে আমি যেন শত্রুনাশ-সামর্থ্য এবং নিশ্চল সত্ত্বভাব লাভ করি) ।

৫। প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্ ! শ্রেষ্ঠতম অথবা ভক্তগণের অভীষ্ট-বর্ষণশীল, হৃদয়ের অতি নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত, লৌহময় অথবা বজ্রবৎ

অতি-কঠোর অর্থাৎ তমোৰূপ আপনার যে শরীর আছে, অপিচ রজতময় অর্থাৎ রজোভাবাপন্ন আপনার যে প্রসিদ্ধ শরীর আছে, এবং হিরণ্যময় অর্থাৎ সত্ত্বভাবাপন্ন আপনার যে প্রসিদ্ধ শরীর বা অঙ্গ আছে, সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই ত্রিবিধ ভাবময় আপনার সেই শরীর বা অঙ্গ শত্রুদিগের তীব্র বাক্যকে অর্থাৎ হিংসা-প্রলোভনাদির পাপ-সঙ্কল্লব্যঞ্জক কৰ্ম্মকে সমূলে নাশ করে। অপিচ, শত্রুদিগের পৌরুষব্যঞ্জক বাক্যকে অর্থাৎ কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রুর হৃদয়-অভিভবকারী শক্তিকে নাশ করে। অতএব স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে পূজা করি, আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ স্নাত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। সত্ত্বরজস্তমঃ—এই ত্রি-মূর্তিতে (বা ভাবে) ভগবান সকল শত্রুকে নাশ করেন। অতএব সেই ত্রি-মূর্তির বা ত্রিভাবের দ্বারা ভগবান আমাদের শত্রুকে সর্ববিধ শত্রুকে নিরাকৃত করিয়া আমাদের আরন্ধ কৰ্ম্ম সুসিদ্ধ করুন এবং আমাদের ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাউন। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সাংখ্যচার্য্যকৃতং) ।

দশমেহ্নুবাক আতিথ্যোষ্টিরুক্তা। তন্মধ্যে সোমঃ প্রাথংশে স্থাপিতঃ। তেন সোমেন করিয়মাণশ্চ যাগশ্চ বিয়্যকারিণোহস্মরাঃ প্রথমং জেতব্যা ইতি তদ্বিজয়ার্থমুপসদ একাদশে বর্ণ্যন্তে। তত্রাহনৌ তাবদতিথেঃ সোমশ্চ বন্ধনোপদ্রবপরিহারেণাপ্যাপ্যায়নাজপচারঃ ক্রিয়তে।

১। অ৬শ্লোক৬শ্লোকে দেব সোমাহপ্যায়তামিহ্রায়ৈকধনবিদ আ তুভ্যমিহ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিহ্রায় প্যায়স্বাহপ্যায় সখীনুংসহা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম স্ত্যামশীয়।”—বোধায়নঃ—
“অথ মদন্তীরূপস্পৃগ্ৰোপোণায় বিস্রজ্য হিরণ্যমবণায় রাজানমাপ্যায়স্বতি অ৬শ্লোক৬শ্লোকে দেব সোমাহপ্যায়তামিহ্রায়ৈকধনবিদ আ তুভ্যমিহ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিহ্রায় প্যায়স্বতি যজমানমভি-
বাচয়তি আ প্যায়স্ব সখীনুংসহা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম স্ত্যামশীয়েতি” ইতি। আপস্তম্বশ্চ
তু এক এব মন্ত্রঃ। মদন্তী(স্ত্য)স্তপ্তা আপঃ। অংশুঃ স্ত্রোহবয়বঃ। হে সোম দেব তে
যোহংশুঃ শুযতি যশাংশুঃ ক্ষীয়েত স সর্কোহপাংশুর্কৃত্যং। কিমর্থং? ইহ্রার্থং। বীদৃশ্যয়েজ্রায়? একং মুখ্যং শোভনং সোমরূপং ধনং বেত্তীত্যেকধনবিত্ত্যৈ। হে সোম তুভ্যং স্বদর্থমিহ্র
আপ্যায়তাং ত্বাং পাতুমুংসহতাং। ত্বমপীহ্রার্থমাপ্যায়স্ব বর্দ্ধস্ব। সখীনুংসহা ধনলাভেন
মেধয়া প্রজ্ঞয়া চ বর্দ্ধস্ব। হে সোম দেব তে স্বস্তি শুভমস্ত। স্বংপ্রসাদেনোহং স্ত্যামভিষবতজ্ঞমশীয়
প্রাপ্ণবানি। এতন্মন্ত্রং ব্যাখ্যাতুং প্রস্তৌতি—“স্বতং বৈ দেবা বজ্রং কৃতা গোময়ব্রহ্মস্বিকমিষ খলু বা
অশ্বেতচ্চরন্তি যন্তানুনপত্রেণ প্রচরন্তি” (সং. কাণ. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি। পুরা কদাচিত্ত
স্বসামর্থ্যাবজ্ঞীকৃতেন স্বতেন সোমশ্চ দেবৈস্তাড়িতত্বাং সোমো স্বতাদ্বিভেতি। ঋগ্বিজ্ঞশ্চ বেতাং

যা মেথলা পূৰ্বে মধ্য সম্রদ্ধা সা সঙ্কচিততরা যথা ভবতি তথা নিয়ন্তব্যা । যে চ মুষ্টী কৃতে তে অপ্যতিসঙ্কোচেন দৃঢ়াকৰ্তব্যে । উক্ষীৰী ভবেচ্ছোদকী ভবেৎ । পূৰ্বেচমসমুৎসজেৎ । তত্র যা তে অগ্ন ইত্যগ্ন মন্ত্রঃ । অনেনৈব মন্ত্ৰেণাত উৰ্জং ব্রতং পিবেৎ । হেহগ্নে যা তব তনুশ্চি ক্ৰ্দ্ৰিয়া ক্রুরা তস্মাহ স্মান্ পালয় । স্বদীক্ষায়াত্তস্তা স্তব্বা ইদং হতনস্ত ।

অগ্নে ব্রতপত ইত্যস্ত মন্ত্রস্ত স্পষ্টার্থতামভিপ্রেত্যাভাস্তরদীক্ষারম্ভং বিধন্তে—“দেবাসুরাঃ সংযজ্ঞা আসন্তে দেবা বিভ্যতোহগ্নিঃ প্রাবিশস্তস্মাদাহরগ্নিঃ সৰ্বা দেবতা ইতি তেহগ্নিমিব বরুথং কৃত্বাহসুরানভ্যভবগ্নিমিব খলু বা এষ প্র বিপতি যোহবাস্তরদীক্ষামুপৈতি ক্রীতৃত্যভিভূতৈ ভবত্যাগ্ননা পরাহস্ত ভ্রাতৃত্বো ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) । পরকায়প্রবেশহেতু-ত্বাদেযোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেন সংযমবিশেষেণ দেবা অগ্নিমগ্নিশরীরং প্রাবিশন্ । তপোরূপত্বেনাগ্নিসমানাহ-বাস্তরদীক্ষা ততস্তামুপেয়াং ॥ পূৰ্বোক্তাং দীক্ষামিদানীমুচ্যমানাবাস্তরদীক্ষাং চ প্রশংসতি—“আত্মানমেব দীক্ষয়া পাতি প্রজামবাস্তরদীক্ষয়া” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি ॥ অবাস্তরদীক্ষানিয়মাবধিগন্তে—“সস্তরাং মেথলা ৬ সমাযজ্ঞতে প্রজা হ্যাহ্ননোহস্তরতরা তপ্তব্রতো ভবতি মদন্তীতিক্ষ্মার্জ্জয়তে নিহগ্নিঃ শীতেন বায়তি সমিদ্ধো” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি । সৰ্বো জনঃ স্বাত্মানং ক্রেণশ্চিহ্নাপ্যপত্যামি সম্যক্পরিপালয়তি । অতঃ স্বত্বাদপি প্রজাহত্যস্তরা । মেথলায়াস্ত প্রজাহ্নানীয়দ্যেনাস্তরতরত্বাৎ সংশ্লিষ্টতরং যথা ভবতি তথা সমাচ্ছাদয়েৎ । শীতেন ক্ষীরেণ শীতাভিরিষ্টিচাগ্নির্দীক্ষায়তি । তস্মাদহরদীক্ষাসমিদ্ধনায় পেয়স্ত ক্ষীৰস্ত মার্জ্জনহেতৌরুদকস্ত চৌক্ষ্যং কর্তব্যং ॥ ব্রতমন্ত্রে রুদ্রিশাশকাভিপ্রায়মাহ—“যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনুরিত্যাহ স্বয়ৈবেন-দেবতয়া ব্রতয়তি সযোনিত্বায় শাস্ত্যে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি । স্বোদরাগ্নের-পরং রূপং রুদ্রিয়া তনুস্তরা ছন্দে তপ্তে সতি তস্মা দেবতয়া সঠৈ (স্বয়ৈ)ব দুগ্ধং ব্রতয়তি ভুঙক্তে । তচ্চ ভোজনং সযোনিত্বায় যোনিত্বৈতনাগ্নিনা সাহিত্যায় । তচ্চ সাহিত্যমুগ্রত্যাগ্নেঃ শাস্ত্যে ভবতি ।

৫ । “যা তে অগ্নেহয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনুর্ধ্বিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোত্রাং বচো অপাববীং ত্বেষং বচো অপাববী ৬ বাহা ।”—কল্পঃ—“আজ্যস্থাল্যাঃ ক্রবেণোগহত্যা প্রথমায়ুপসদং কুহোতি যা তে অগ্নেহয়াশয়া তনুর্ধ্বিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোত্রাং বচো অপাববীং ত্বেষং বচো অপাববী ৬ স্বাহেতি” ইতি ।

অত্র যা তে অগ্নেহয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনুর্ধ্বিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোত্রোত্যাদৃশ (শো) (মন্ত্র) আয়াতঃ । তস্মিন্নয়াশরাদিপদত্রয়েণ ত্রয়ো মন্ত্রা ভবন্তি । তেষু প্রথমমন্ত্রে তনুরিত্যাতিরুপজাত্যে । দ্বিতীয়ে তু যা তে অগ্ন ইতি তনুরিতি চোত্তরমুপজাত্যে । তৃতীয়ে তু যা তে অগ্ন ইত্যগ্ন-মেবাহুপজাত্যে । তৈরৈতৈস্ত্রিভির্গ্নৈস্ত্রিভিঃ দিনেভু ক্রমেণোপসদাখ্যা আহুতরো হোতব্যাঃ । অগ্নিস শেত ইত্যয়াশয়া লোহিনির্ধিতা । তথা রজতে শেত ইতি রজাশয়া । হিরণ্যে শেত ইতি হরাশয়া । বর্ধিতা বৃদ্ধতমা । গহ্বরে স্পষ্টমশক্যে তপ্তে লোহে তপ্তরজতে তপ্তহিরণ্যে বা তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠা । অন্নপানয়োরাভ্যন্তরেন কুদিতোহহং পিপাসিতোহহমিত্যুক্তিরুগ্রং বচস্তদেতদৈহিকমায়ুশ্চিকং তু ত্বেষং দীপকং মনসঃ সস্তাপজনকং বচঃ । ভক্ত জনা ইথাং বদন্তি অত্র গোবদাদ্যুপপাতকলক্ষণমেনঃ প্রাপ্তং বিদ্বাদব্রাহ্মণবধাদিক্রুপা বীরহত্যা প্রাপ্তেতি । ইদং তু

পদব্যাখ্যানমন্ত্ৰত্র ব্রাহ্মণে স্পষ্টমাস্তাতং—“অশনয়্যাপিপাসে হ বা উগ্রং বচঃ । এনশ্চ বৈরহত্যং চ স্বেয়ং বচঃ” ইতি । অত্রায়ং বাক্যার্থঃ—হেহগ্নে যা তবারাশশা তনুস্তরাহং বে অপি বচসী অপাবধীং নাশিতবানস্মি । এবমুত্তরয়োঃপি যোজ্যং । তস্মা অগ্নয় ইদং হতমন্ত্ৰ ॥ ত্রীনেতাহুপসদ্ধোমাস্বিধাতুং প্রোক্তোতি—“তেষামস্মরাণাং তিস্রঃ পুর আসন্নয়ম্ব্যবমাহং রজতাহং হরিণী তা দেবা জেতুং নাশকুবন্তা উপসদৈবাজিগীষস্তস্মাদাহবৃশ্চৈব বেদ যশ্চ নোপসদা বৈ মহাপুং জয়ন্তীতি ত ইষু ৬ সমস্কুর্তাগ্নিমনীক ৬ সোম ৬ শল্যং বিষ্ণুং তেজসং তেহক্ৰবন্ ক ইমামসিধ্যতীতি রুদ্র ইত্যক্ৰবন্ রুদ্রো বৈ ক্রুরঃ সোহস্ত্যতি সোহব্রবীধরং বৃণা অহমেব পশুনাধিপতিরসানীতি তস্মাদ্রুদ্রঃ পশুনাধিপতিস্তা ৬ রুদ্রোহবাস্বজং স তিস্রঃ পুরো ভিষ্বেভ্যো লোকেভ্যোহস্মরান্ প্রাগুদত” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি ।

যে পূৰ্ব্বমগ্নিবা বকথেন পরাভূতা অস্মরাস্তেষামস্মরাণাং পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যালোকেষু স্বরক্ষার্থং তিস্রঃ পুরো দুৰ্গরূপা আসন্ । তান্ন পৃথিবীবর্তিনী লোহপ্রাকারবেষ্টিতা । অন্তরিক্ষবর্তিনী রজত-প্রাকারবেষ্টিতা । দ্যালোকবর্তিনী হিরণ্যপ্রাকারবেষ্টিতা । তাদৃশীঃ পুরো দেবা অগ্নিবা বকথেনাপি জেতুমশক্তা যজ্ঞং পরিভ্যাজ্যোপসদৈব জেতুমৈচ্ছন্ । দুৰ্গং পরিতোহবরুধ্য চিরং তৎসমীপেহবস্থায় তমুপবসত চিরকালাবস্থানে সতি দুৰ্গমধ্যেহন্নপানাদিক্ষাদস্তর্ভেদাদা জয়ো ভবতি । যস্মাদেবৈশ্চিরবাসো জয়োপায়ত্বেন বিচারিতস্তস্মাল্লোকেহপ্যাছঃ । কে কিমাছঃ । যশ্চ ব্রাহ্মণাদির্বেদাদধ্যয়নে বদবিচারং জানাতি যশ্চ শূদ্রাদিন্ জানাতি তে সর্বেহপি যুদেনা-জ্জয়ং মহাপুরমুপসদা জেতুং শক্যমিত্যাছঃ । ততো দেবাঃ কালবিলম্বো মা ভূদিতি বিচার্য যুজ্ঞেনৈব জেতুমিষুং সংস্কৃতবন্তঃ । অগ্নিং সোমং বিষ্ণুং চ সমু্যেকবাণং কৃত্বা তেন জেতুমুদ্যাতাঃ । অনীকশকো বাণস্ত প্রথমভাগকাষ্টমাচষ্টে । শল্যশকো লোহং । তেজসশস্তদগ্ৰং । তানিমাং দেবতাজয়সমষ্টিরূপামিষুং জীবালসহিতকুৎসাস্মরযাতিনীং কো নাম মোক্ষ্যতীতি বিচার্য শক্ভো নিম্বগশ্চ রুদ্র ইতি নিশ্চিত্য তস্মৈ বরং দত্তবন্তঃ । স রুদ্রস্তামিষুং যুক্তা তয়া প্রাকারজয়ং বিভিভ্য ত্রিভ্যো লোকেভ্যোহস্মরাণিঃসারয়ামাস ॥

বিধিতে—“যদুপসদ উপসদন্তে ভ্রাতৃব্যপরাগুত্বো” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । বৈরিজুর্গোপসদনকার্য কারিত্বাদেতা আহুতয় উপসদ ইত্যাচ্যন্তে । তত্রাগ্নিঃ সোমো বিষ্ণুরিত্যেবং-রূপান্তিস্তো দেবতাস্তাসাং যাজ্যাপুরোহুবাং হোত্র এবাহন্নয়ন্তে । অয়াশয়াদিতমুধারী বহ্নি-শচতুর্থী দেবতা । তদীয়মন্ত্ৰ আশ্বর্য্যবত্বাদত্রৈবাহন্নাতঃ ॥ উপসদামাজ্যহবিষ্টেনোপাংগুযাজবৎ-প্রযাজ্যভাগাতাহতিপ্রসক্তৌ প্রতিষেধতি—“নাভ্যমাহতিং পুরস্তাঙ্কুহরাদ্যদত্মাহতিং পুরস্তা-ঙ্কুহরাদন্তমুখং কুৰ্য্যাৎ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । অগ্নিমনীকমিতি বাণব্যাজে-নাগ্নেঃ প্রথমভাবিত্বলক্ষণং মুখমুত্তং । তত্র প্রযাজাদিহোমে বহুশ্শ্বং হীয়েত ॥ আহুতাস্তরাণাং সর্বেষাং নিষেধপ্রাপ্তৌ কাক্ষিদাহতিং বিধিতে—“ক্রবেণাহবারমা ঘারয়তি যজ্ঞস্ত প্রজ্ঞাতৈত্য” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । দর্শপূর্ণমাসাদিষজ্ঞানামাঘারো-পেতত্বাহুপসদামপি যজ্ঞত্বপ্রত্যভিজ্ঞানায় ক্রবাবারঃ ॥ তিস্র্যামুপসদাং হোমপ্রাকারং বিধিতে—“পরাত্তিক্রমা জুহোতু পরা চ ঐবেভ্যো লোকেভ্যো যজ্ঞমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রাগুদতে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । পরাভূতপুনরাবৃতিরহিতো বেদ্যাহবনীয়য়োর্মধ্যমতিক্রম্য

দক্ষিণস্তাং দিশ্তাদমুখং স্থিত্ব ক্রমেণাশে সোমস্ত বিষ্ণোশ্চ তিস্র আহতির্জুহুয়াং । তথা সতি বৈরিণোহপি পুনরাবৃত্তিরহিতানৈব কৃত্বা লোকত্রয়ান্নিঃসারয়তি ॥

চতুর্থাহতিপ্রকারং বিধত্তে—“পুনরত্যাক্রম্যোপসদং জুহোতি প্রণুঐত্বৈভ্যো লোকেভ্যো ভ্রাতৃব্যগ্নিভ্য ভ্রাতৃব্যলোকমভ্যারোহতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । দক্ষিণ-দেশোহন্তবস্তাং দিশি সমগত্যা চতুর্থীমুপসদং জুহুয়াং । তথা সতি বৈরিণানং পুরত্রয়মধি-তিষ্ঠতি । অত্র সূত্রং—“ঐবাদষ্টৌ জুহ্বাং গৃহীতি চতুরূপভূতি স্মতবতীশদে জুহপভূতা-বাদায় দক্ষিণা সন্ধতিক্রান্ত উপাংশু যাজবৎ প্রচরতার্দ্ধেন জৌহবস্তাং যজতি অর্দ্ধেন সোম-মৌপভূতং জুহ্বামানীয় বিষ্ণুমিষ্টা প্রত্যাক্রম্য যা তে অগ্নেহয়াশ্বা তনুরিতি ক্রবেণোপসদং জুহোতি” ইতি ॥ কাশঘ্নয়ে তদমুষ্ঠানং বিধত্তে—“দেবা বৈ যাঃ প্রাতরূপসদ উপাসীদম্নম্-স্তাভিরম্নরান্ প্রাগুদন্ত যাঃ সাং রাত্রিয়ে তাভির্ধ্যংসাং প্রাতরূপসদ উপসত্ত্বেন্হোরাভ্যাত্যামেব তদযজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । উপাসীদম্নমুষ্ঠিতবন্তঃ । প্রাতরমুষ্ঠিতাভিরহো বৈরিণিঃসারণং সায়মমুষ্ঠিতাভিস্ত রাত্রেঃ ॥ কাশঘ্নয়ে যাজ্যচ্ছবাক্যো-র্যাত্যাসং বিধত্তে—“যাঃ প্রাতর্যাজ্যাঃ স্নাতাঃ সাং পুরোহুবাধ্যাঃ কুর্ধ্যাদয়ত্যামত্বাং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । যাতয়ামত্বং গতরসত্বং তদ্বর্জনাং ব্যাত্যাসঃ ॥ দিনত্রয়ে তদমুষ্ঠানং বিধত্তে—“তিস্র উপসদ উপৈতি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকান্ প্রীণাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি ॥ ত্রিষু দিনেষু কাশঘ্নয়েহমুষ্ঠানং প্রশংসতি—“ষট্ সংপত্ত্বন্তে ষড়্ বা ঋতব ঋত্বেনৈব প্রীণাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । প্রসঙ্গাদহীনে দ্বিরাত্রাদবুপসদ্দিনসংখ্যাং বিধত্তে—“দ্বাদশাহীনে সোম উপৈতি দ্বাদশ মাসাঃ সধৎসরঃ সধৎ-সরমেব প্রীণাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । অহঃসজ্জেন নিপাত্তঃ সোমবাগো-হহীনঃ । সজ্জপ্যনেনোপলক্ষ্যতে । অহঃসমূহস্ত সমানত্বাং ॥ দ্বাদশদিনেষু কাশঘ্নয়ামুষ্ঠানং প্রশংসতি—“চতুর্কিংশতিঃ সংপত্ত্বন্তে চতুর্কিংশতির্দ্ধমাসা অর্দ্ধমাসানৈব প্রীণাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি ॥ এতেষু পসদ্দিনেধবাস্তরদীক্ষাত্রতপানে স্তনসংখ্যাং বিধত্তে—“আরাগ্রামবাস্তরদীক্ষামুপেয়াতঃ কাময়েতান্মিয়ে লোকেহর্ধ্বকং ত্রাদিত্যেকমগ্রেহধ দ্বাবধ জীনধ চতুর এষা বা আরাগ্রাহবাস্তরদীক্ষাহ্মিয়েবাতৈশ্চ লোকেহর্ধ্বকং ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । বলীবর্দ্ধপ্রত্যোদনং লোহমারং তদ্বদম্নমগ্নং মুখং যস্তাঃ সাংহরাণা । অর্ধ্বকং সমৃদ্ধিশীলং ফলং । সোমক্রয়দিনে সায়মেকং স্তনং জুহুয়াং, অপরেহ্যাঃ প্রাতর্দেী স্তনৌ, সাং জীন স্তনান্, পরেহ্যাঃ প্রাতশ্চতুরঃ ॥ যন্ত পরলোকসমৃদ্ধিকামস্ততোক্তবৈপরীত্যং বিধত্তে—“পরোবরীয়সৌমবাস্তরদীক্ষামুপেয়াতঃ কাময়েতান্মিয়ে লোকেহর্ধ্বকং ত্রাদিতি চতুরোহগ্রেহধ জীণধ দ্বাবধেকমেধা বৈ পরোবরীয়শবাস্তরদীক্ষাহ্মিয়েবাতৈশ্চ লোকেহর্ধ্বকং ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । পরঃশব্দেনাত্র শ্রেষ্ঠতাদ্রপক্রমো বিবক্ষিতঃ । উপক্রমে ধরীয়োহধিকং যস্তাঃ সা পরোবরীয়সী । অয়ং পক্ষঃ সূত্র উপপত্ত্বন্তঃ—“যদহঃ সোমঃ ক্রীণীয়স্তদহঃচতুরঃ সাং জুহ্বাতীন্ প্রাতর্দেী সায়মেকমুদমে” ইতি ॥ অশক্তস্ত ক্ষীরত্রতাদর্ধ্ব-মাহারম্নমম্নজ্ঞানতি—“স্ববর্গং বা এতে লোকং যন্তি য উপসদ উপযন্তি তেবাং য উন্নয়তে হীযত এব স নোদনেনাবীতি স্মিয়মিব” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । উপসদাং

স্বৰ্গপ্রাপ্তিহেতুস্বাত্তদৃষ্টায়িতিরবহিতৈর্ভবিতব্যং । তেষাং মধ্যে যঃ কোহপি হীনমনস্তো যথোক্ত-
ব্রতাদুর্দ্ধমোদনাদিকমন্তন্যেং স স্বর্গাঙ্কীয়ত এব । তস্মাদশকোহপি শ্রদ্ধালুতয়া নোদনেষি ন
কিঞ্চিদপি ব্রতাদুর্দ্ধমন্তনেঘ্যামীতি যদি মন্তেত তেন স্মিয়মিব শোভনং বাক্যাস্তরাত্মজ্ঞাতং
বন্তৃগ্নীতমিব কুৰ্য্যৎ । অশক্তিপরিহারমাত্রোপযুক্তং কিঞ্চিদেব স্বীকর্তব্যং । বাক্যাস্তরং তু
কুয়াণ্ডহোমপ্রকরণে সমাম্নায়তে—“পয়ো ব্রাহ্মণস্ত ব্রতং যবাগৃ রাজন্ত্যাহমিহা বৈশ্রত্যাথো
সোমোহপধবর এতদ্ব্রতং ব্রহ্মাদদি মন্তেতোপদত্মামীত্যোদনং ধানাঃ সন্তু নৃ ধৃতমিত্যব্রতয়ে-
দাত্মনোহনুপদাসায়” ইতি । উপদত্মায়ুপক্ষীণো তবামি ॥ অনুব্রতে কৃতেহপি ফলভ্রংশো
নাতীতাস্মিন্নর্থো দৃষ্টান্তমাহ—“পো বৈ স্বার্থেতাং যতাং শ্রাত্তো হীরত উত স নিষ্টায় সহ বসতি”
(সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । স্বার্থং যন্তি গচ্ছন্তীতি স্বার্থেতন্তেষাং স্বার্থেতাং । যতস্ত
ইতি যতন্তেষাং যতাং । মকরমাসে প্রাগ্নান্নানং কেবাংচিৎ স্বার্থন্তং প্রাপ্তুং প্রযতমানানাং
স্বগ্রামান্নির্গত্য গচ্ছতাং মধ্যে যঃ কশ্চিচ্ছান্তো গন্তুমশক্তঃ সংক্রান্তিকালীমানাদ্বীয়তে সোহপি নিষ্টায়
পয়বদ্যনির্গত্য তীর্থে গতা তৈস্তীর্থবাসিভিঃ সহাবশিষ্টং মাসং বসতি তদ্বয়মপ্যেকেনানুব্রতেনাশক্তিং
পরিহৃত্য শিষ্টং নিয়মমভ্যুতিষ্ঠেৎ ॥ তমিমর্থঃ নিয়ময়তি—“তস্মাৎ স কুতুহ্লীয়ানাপরমুন্নয়েত” (সং.
কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি ॥ স কুতুহ্লয়েন ব্রব্যাং বিধতে—“দগ্নোন্নয়েতৈতদৈ পশুনাং রূপং
রূপেণৈব পশুনব কুদ্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি ॥ অথ সৌমিকীং বেদিং বিধাতুং
প্রোতোতি—“যজ্ঞে দেবেভ্যো নিলায়ত বিষ্ণু রূপং কৃত্বা স পৃথিবীং প্রাবিশন্তং দেবা হস্তানুৎসং
রভ্যচ্ছন্তমিহ উপগৃপ্যত্যাক্রমৎ সোহব্রবীৎ কো বাহয়মুপগৃপ্যত্যাক্রমাদিত্যহং হর্গে হন্তেতাথ
কদ্ধমিত্যহং দুর্গাদাহর্গেতি সোহব্রবীদুর্গে বৈ হস্তাহবোচথা বরাহোহয়ং বামমোষঃ সপ্তানাং
গিরীণাং পরস্তাদ্বিতং বেত্তমস্মরাণাং বিভক্তি তং জহি যদি হর্গে হস্তাহনীতি স দর্ভপুঞ্জীলমুদ্বৃত্য
সপ্ত গিরিন্ ভিক্ষা তমহনৎসোহব্রবীদুর্গাদা আহর্ভাহবোচথা এতন্না হরেতি তমেভ্যো যজ্ঞ এব
যজ্ঞমাহব্রতভিত্তং বেত্তমস্মরাণামবিন্দন্ত তদেকং বেত্তে বেদিদ্বং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪)
ইতি । স্বর্গলোকে স্থিতো যজ্ঞপুরুষস্তিরোধানায় বিষ্ণুভূতা বৈষ্ণবং রূপং সম্পূর্ণং কৃত্বা দেবেভ্যঃ
পলায্য পৃথিবীং প্রাবিশৎ । দেবাশ্চ পৃষ্ঠত এব সমাগত্য হস্তান্ প্রসার্য তং ধর্তৃমৈচ্ছন্ । অয়ং
যজ্ঞো যত্র যত্র গচ্ছতি তত্র তত্রৈচ্ছন্তমতিক্রম্য পুরতো মার্গমবরুধ্যতিষ্ঠৎ । কোহয়ং মাসত্য-
ক্রমাদিতি যজ্ঞেনাহক্ষিপ্ত ইহঃ কেনাপ্যগম্যে হর্গে গতা বিরোধিনং তাড়য়িষ্যামীতি স্বমহিমানং
প্রতিজ্ঞে । অথৈবং মচ্ছতেঃ পরীক্ষকঃ কো নাম ত্বমসীতীশ্রেণাহক্ষিপ্তো যজ্ঞতাদৃশশ্চ দুর্গাতং
বিরোধিনমাহরিত্তামীতি স্বশক্তিং প্রিজ্ঞো (জ্ঞে) । প্রতিজ্ঞায় স্বকীয়ং পূর্ববৃত্তান্তমিহ
পুরতঃ সর্ষমবোচৎ । পুরা কদাচিদস্মরপ্রাবল্যং দৃষ্টু মদভূতদৌগাভ্যভিমানিনঃ সর্কেহপি
স্বর্গলোকবাসিনো মর্ত্যে নির্গত্য পৃথিবীং প্রাবিশন্ । তে চ কে, চতশ্রো দীক্ষান্তিপ্র উপসদ একা
স্তুতোভাষ্টদ্বিবসসাধ্যানি কশ্মাগি । তত্র দীক্ষোপসদঃ সপ্ত পৃথিব্যাং গতা পিরয়োহভবন্ ।
স্তুত্যাভিমানী দেবো বামমোষো বামং কমনীয়ং সৌমিকবেদিগ্রহচমাদিরূপং দৈবং দ্বিতং
মুক্ত্যাপহরতীতি বামমোষঃ । স চ মুষিতং তৎসর্ষমস্মরেভ্যঃ দক্ষা স্বষং বরাহো ভূষা সপ্তভ্যো
গিরিভ্যঃ পরস্তাদস্মরাণাং তদ্বিতং বিভক্তি রক্ষতি । তচ্চ বিত্তং বেত্তং দেবৈঃ পুনর্লব্ধবাং । অতো
হে ইহঃ স্বং যদি হর্গে স্থিতং বিরোধিনং হস্তাহসি তর্হি তং বরাহং জহীতু্যক্তে ইহো দর্ভপুঞ্চেইব

গিরীন্ ভিষা বরাহং তাড়িতবান্ । তত ইন্দ্রো যজ্ঞমুবাচ বিরোধিনমাহরিষ্মামীতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎকর্তুং শক্লোষি চেদেনং বিরোধিনং বরাহমাহরেত্যাশ্তো যজ্ঞাভিমান্তেব তং বরাহাকারং বেদিগ্রহচমসাদিবিভোপেতং যজ্ঞমেভ্যো দেবেভ্য আহুত্য দদৌ । যস্মাদেবৈল'ক্ৰব্যমমুসুৱাণাং তদ্বৈদিক্রপং বিত্তং দেবা অবিন্দস্তালভন্ত তস্মাদ্বিগ্ধতে লভ্যত ইতি ব্যুৎপত্তা বেদেৰ্কেদিনাম সম্পন্নং । বক্ষ্যমাণমপেক্ষ্যারমেকঃ প্রকারঃ । তস্মাদেকং বেদিয়মিত্যুচ্যতে ॥ প্রকারান্তরেণাপি বেদিত্বং দর্শয়তি—“অমুৱাণাং বা ইয়মগ্র আসীত্তাবদাসীনঃ পরাপত্তি তাকদেবানাং তে দেবা অক্ৰবৎস্বেব নোহস্তামপীতি কিয়দ্বো দাত্তাম ইতি যাবদিয়ং সলারুকী ত্রিঃ পরিক্রামতি তাবল্লো দত্তেতি স ইন্দ্রঃ সলারুকী রূপং কৃত্বমাং ত্রিঃ সৰ্বতঃ পর্যাক্রামতদিনামবিন্দন্ত যদিমামবিন্দন্ত তদ্বৈত্বে বেদিত্বং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । দার্শিক্বে বেদিব্রাহ্মণেঃ প্যেতদ্রূপাণ্যনং শ্রুতং । তত্র বসবত্বোতি মন্ত্ৰেণীবান্ প্রদেশঃ পরিগৃহীতস্তাবত্যেব বেদিঃ । অত্র তু কৃত্বমাহপি ভূমির্কেদিরিতি বিশেষঃ ॥ কৃত্বমভূমের্কেদিহেপি যাগোপযুক্তদেশঃ পৃথক্লগ্নীয় ইতি বিধন্তে—“সা বা ইয়ং সর্কেব বেদিরিত্যি শক্যামীতি ত্বা অবমায় যজন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । ভূমিঃ সর্কা যতপি বেদিরেক তথাহপি ন যত্র কাপি যষ্টব্যং কিং ত্বোক্তি প্রদেশে সদোহবিদ্বানাদিকং নির্ধাতুং শক্যামীতি নিশ্চিত্য তাবন্তং প্রদেশমবমায় পঠেঃ পরিমিত্য তস্মিন্ প্রদেশে যজেরন্ ॥ তত্র পদসংখ্যাং বিধন্তে—“ত্রিংশৎ পদানি পশ্চাত্তিরশ্চী ভবতি যটত্রিংশৎ প্রাচী চতুর্বিংশতিঃ পুরস্তাত্তিরশ্চী দশদশ সংপত্তন্তে দশাক্ষরা বিরাদন্নং বিরাদি'রাজৈবান্নাত্তমব রুদ্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । অত্রোক্তপদসংখ্যায়াং সৰ্বস্তাং মেলিতায়াং নবসংখ্যাকানি দশকানি সম্পত্তন্তে । তদেবং বেদিপ্রদেশপ্রমাণং মধ্যম উপসদ্বিনে প্রাচঃ-কালীনায় উপসদ উৰ্দ্ধং কর্তব্যং ।

তথা চ সূত্রং—“অস্তরা মধ্যমে প্রবর্দ্ধোপসদৌ বেদিং কুর্কন্তি প্রাথংশস্ত মধ্যমাল্লাশাটী-কাত্রীন্ প্রাচঃ প্রক্রমান্ প্রক্রম্য শব্দং নিহন্তি তস্মাৎ পঞ্চদশস্ত দক্ষিণত এবমুত্তরভন্তে শ্রোণী প্রথমনিহিতাচ্ছকোঃ যটত্রিংশতি পুরস্তাত্তাত্তাদদশস্ত দক্ষিণত এবমুত্তরভন্তাবসৌ” ইতি । যথোক্তপরিমাণবতিপ্রদেশ উপরিতনমুক্তিকার্য্য অপনয়নং বিধন্তে -“উৰ্দ্ধন্তি স্বদেবাত্মা অমেধ্যং তদপহন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । নিষ্ঠীবনাদিকৃতমণ্ডিতমুদ্বননেনাপৈতি ॥ তমেব বিধিমন্ত্ৰ প্রশংসতি—“উৰ্দ্ধন্তি তস্মাদোষধয়ঃ পরা ভবন্তি বর্হিঃ স্থগাতি তস্মাদোষধয়ঃ পুনরা ভবন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । পূর্বে তস্মিন্ প্রদেশে সমুৎপন্নাত্ত্বণবিশেষ উদ্বননেন পরাত্ত্বা ভবন্তি তস্মাৎ কৃত্ববেত্যাং বর্হিঃস্তরগাদোষধয়ঃ পুনরাগতা ভবন্তি ॥ তস্ত বর্হিঃ উপরি পুনরপ্যগ্নীষোমীৱপথঃ বর্হিঃস্তরবেদিপ্রদেশে স্থগীয়াসিতি বিধন্তে—“উত্তরং বর্হিঃ উত্তরবর্হিঃ স্থগাতি প্রজা বৈ বর্হিঃজমান উত্তরবর্হিঃজমানসেবাজজমানাহন্তরং কৰোতি তস্মাদজমানোহযজমানাহন্তরঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ যৎপূর্বে বিহিতং তিস্ত উপসদ উপৈতি দ্বাদশাহীনে সোম উপৈতীতি তত্র বিপক্ষ-পক্ষয়োর্দ্বাধাবাধাবমপত্তন্তি—“যবা অনীশানো ভারমাদন্তে বি বৈ স লিশন্তে বদ্ধাদশ সাহস্তোপসদৌ দ্বাদশাহীনস্ত যজন্ত সর্বাধ্যাক্ষাণো সলোম ক্রিয়তে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৫) ইতি । লোকে যত্নশক্তঃ কশ্চিৎপ্রোচঃ ভারং বোচুমানদীত তদা স বিলিশন্তে

ବିଶେଷଗାମୀ ଭବତି ଉଥାତୁମଶକ୍ତୋ ଭୂମୌ ପତେଂ । ତଦ୍ବନତ୍ରାପି ଯୋଜ୍ୟାତେ । ଅହା ସହ ବର୍ତ୍ତତ
 ଶିତି ସାହ୍ ଏକାହୋ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠୋମଃ । ଅହଃସଞ୍ଜସାଧ୍ୟୋଃଶୀନୋ ଦିରାତ୍ରାଦିଃ । ତତ୍ର ଯଦ୍ବନଶ୍ଚ
 ସାହଶ୍ଚ ଦ୍ବାଦଶ ଶୂର୍ଯ୍ୟାଦି ବାହ୍ବିକଶ୍ଚାହିନଶ୍ଚ ତିସ୍ରଃ ଶ୍ୟାନ୍ତନା ବିଲୋମ ବିପରୀତଂ କ୍ରିୟତେ । ତଥା ସତି
 ସାହଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟଂ ହୈୟେତ । ଅପଞ୍ଚେ ତୁ ନାସ୍ତି ତଦ୍ବତଃ ॥ ଯଚାଚ୍ଚାଂପୂର୍ବଂ ବିହିତମାରାଗ୍ରାମବାନ୍ତରୀକ୍ଷା-
 ମୁପେୟାଦିତି ତଂପ୍ରଶଂସତି—“ବଂସଶ୍ଚୈକଃ ଶ୍ବନୋ ଭାଗୀ ହି ସୋହଥୈକଂ ଶ୍ବନଂ ବ୍ରତମୁପୈତାଥ
 ଘାବଥ ଜ୍ଵୀନଥ ଚତୁର ଏତଦୈ କୁରବପି ନାମ ବ୍ରତଂ ସେନ ଶ୍ର ଜାତାନ୍ ଭ୍ରାତୃସ୍ୟାନ୍ମୁଦତେ ଶ୍ରୀତି
 ଜ୍ଞାନିଷ୍ଠମାମାନଥୋ କନୌୟସୈବ ଭୃଃ ଉପୈତି” (ସଂ. କା. ୬ ପ୍ର. ୨ ଅ. ୧) ଇତି । ବଂସଶ୍ଚ ଭାଗୋ
 ସଃ ଶ୍ବନଶ୍ଚସ୍ମିନ୍ନପ୍ୟାମ୍ନଃ ପୟୋ ଯଜ୍ଞମାନଶ୍ଚତୁର୍ଥେ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଅସ୍ମି କରୋତି । ତତୋହଶ୍ଚ ଚତୁର୍ଥନିୟମ
 ସିଦ୍ଧାତି । ତଦେତଦେକଶ୍ଚନାଦିକଂ ବ୍ରତଂ କୁରପବୀତ୍ୟୁଚ୍ୟାତେ । ପବିର୍ବଜ୍ରଂ ତେନ ଶ୍ରୀକ୍ଷୁମ୍ବମୁପଲକ୍ଷ୍ୟାତେ ।
 କୁରବଂପବିଷ୍ଠେକ୍ଷ୍ୟାଂ ଯଦ୍ବାହରାଗ୍ରାବ୍ରତଶ୍ଚ ତେନ ବ୍ରତେନ ପୂର୍ବମୁଂପମ୍ନାୟୈରିଣୋ ବିନାଶୟତି ଜ୍ଞାନିଷ୍ଠମାମାଂଶ
 ଶ୍ରୀତିବନ୍ଧାତି । କିଂ ଚାତ୍ୟାମ୍ନେନ କର୍ମଣା ଭୃଃ ଫଳଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି । ଯଥୋକ୍ତେନାଜ୍ଞେନ ବୌଜ୍ଞେନ
 ଶ୍ରୋତୁଃ ବୁଞ୍ଚଂ ଫଳଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ତଦ୍ବତଂ । ଯଦ୍ବତଂପୂର୍ବଂ ବିହିତଂ ପବୋବରୀୟମୀବାନ୍ତରୀକ୍ଷା-
 ମୁପେୟାଦିତି ତଂପ୍ରଶଂସତି—“ଚତୁରୋହଶ୍ଚେ ଶ୍ବନାନ୍ ବ୍ରତମୁପୈତାଥ ଜ୍ଵୀନଥ ଘାବଥୈକମେତଦୈ
 ଶ୍ବଜ୍ଞସନଂ ନାମ ବ୍ରତଂ ତପଶ୍ଚଂ ଶ୍ବବର୍ଗ୍ୟମଥୋ ଶ୍ରୈବ ଜାୟତେ ଶ୍ରଜ୍ଞସା ପଞ୍ଚତିଃ” (ସଂ. କା. ୬ ପ୍ର. ୨
 ଅ. ୧) ଇତି । ଯଥା ରୂପବତ୍ୟା ଯୁବତ୍ୟା ଘୋଷିତୋ ଜ୍ଞସନପ୍ରଦେଶଃ ସ୍ଥୂଳଶ୍ଚତ୍ତୋପରି ଦେହମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶଃ
 କୂଳଶ୍ଚଦ୍ବଦଶ୍ଚ ବ୍ରତଶ୍ଚାଧୋଗାଂଶଚତୁରୁନ ଉପରିଭାଗ ଏକଶ୍ଚନ ଇତି ଶ୍ବଜ୍ଞସନମିତି ନାମ । ତପଶ୍ଚ-
 ମୁକ୍ତରୋକ୍ତରମାହାରକ୍ଷ୍ୟାବ୍ରତମୋ ଯୋଗ୍ୟଂ । ଅତଏବ ଅର୍ଗମାଧନଂ । କିଂ ଚ ଶ୍ବଜ୍ଞସନଘାଦେବ ଶ୍ରଜ୍ଞାଃ
 ପଞ୍ଚଶ୍ଚ ଶ୍ରଜ୍ଞସୟତି ॥ ଶ୍ରୈବର୍ଗିକାନାଂ ମଧ୍ୟେ କ୍ଷତ୍ରିୟଶ୍ଚ ଦ୍ରବ୍ୟଂ ବିଧନ୍ତେ—“ସବାଗୁଃ ରାଜଶ୍ଚ ବ୍ରତଂ କ୍ରୂରେବ
 ବୈ ସବାଗୁଃ କ୍ରୂର ଇବ ରାଜଶ୍ଚୋ ବଜ୍ରଶ୍ଚ ରୂପଂ ସମୃଦ୍ଧୋ” (ସଂ. କା. ୬ ପ୍ର. ୨ ଅ. ୧) ଇତି ।
 ସବାସ୍ତା ଓଦନବତ୍ସ୍ପିଷ୍ଠିହେତୁଭାବାଂସ କ୍ରୂରଞ୍ଚ । ରାଜଶ୍ଚୋ ଘୃଷ୍ଣିକ୍ଷକଞ୍ଚାଂ କ୍ରୂରଃ । ଉଦୟଂ ମିଳିତ୍ବା
 ସଞ୍ଜ୍ଞସଦୃଶଂ ତତ୍ତାନିଷ୍ଠିନିବର୍ତ୍ତକଞ୍ଚେନ ସମୃଦ୍ଧୋ ଭବତି ॥ ବିଧନ୍ତେ—“ଆମିକ୍ଷା ବୈଶ୍ଚାନ୍ତ ପାକସଞ୍ଜ୍ଞଶ୍ଚ ରୂପଂ
 ପୁଷ୍ଟିଃ” (ସଂ. କା. ୬ ପ୍ର. ୨ ଅ. ୧) ଇତି । ତସ୍ମେ ପୟସି ଦବିପ୍ରକ୍ଷେପେଣ ଘନୀଭୂତୋ ଭାଗୋ-
 ହସବାମିକ୍ଷା । ପକ୍ତେନ ପୁରୋଧାଶାଦିନା କୃତୋ ଯଜ୍ଞଃ ପାକସଞ୍ଜ୍ଞଃ । ଆମିକ୍ଷାୟାଃ ପକ୍ତପୟୋନିମ୍ପାରଦ୍ବାଂ-
 ପାକସଞ୍ଜ୍ଞଶ୍ଚ ରୂପମତଃ ପୁଷ୍ଟିଃ ଭବତି ॥ ବିଧନ୍ତେ—“ପୟୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଶ୍ଚ ତେଜୋ ବୈ ବ୍ରାହ୍ମଣଶ୍ଚେଜଃ
 ପୟଶ୍ଚେଜସୈବ ତେଜଃ ପୟ ଆସ୍ମନ୍ନେତ୍ତେତ୍ତେ ପୟସା ବୈ ଗର୍ଭା ବର୍ଜନ୍ତେ ଗର୍ଭ ଇବ ଧନୁଃ ବା ଏସ ଯଦ୍ବୀକ୍ଷିତୋ
 ବଦଶ୍ଚ ପୟୋ ବ୍ରତଂ ଭବତ୍ୟାସ୍ମାନମେବ ତଦ୍ବର୍ଜୟତି” (ସଂ. କା. ୬ ପ୍ର. ୨ ଅ. ୧) ଇତି ।
 ବ୍ରାହ୍ମଣୋହଧ୍ୟାପନାଦିରୂପେଣ ତେଜସା ଯୁକ୍ତଃ । ପୟସନ୍ତେଜୋବଂସଞ୍ଜ୍ଞରୂପଦ୍ବାଂ ଅସ୍ତମେବ ତେଜସି ।
 ପୟସି ନୀତେ ସତି ଅବ୍ୟୟେନ ତେଜସା ସହ ପୟୋରୂପଂ ତେଜ ଆସ୍ମନ୍ନି ଧୃତଂ ଭବତି । କିଂ
 ଚ ଦୀକ୍ଷିତଶ୍ଚ ଗର୍ଭରୂପଦ୍ବାଂ ପୟସା ବୃଦ୍ଧିର୍ଯୁଜ୍ୟତେ ॥ ମଧ୍ୟାହ୍ନମଧ୍ୟରାତ୍ରୟୋର୍ବ୍ରତକାଳଦ୍ବୟଂ ବିଧାତୁଂ
 ଶ୍ରୀତିତି—“ତ୍ରିବୃତୋ ବୈ ମଧୁରାସୀନ୍ଦ୍ରିବ୍ରତା ଅମୃତା ଏକବ୍ରତା ଦେବାଃ ପ୍ରାତର୍ଯ୍ୟନ୍ଧ୍ୟାନ୍ଧିନେ ସାୟଂ
 ଭ୍ୟାନୋବ୍ରତମାସୀଂ ପାକସଞ୍ଜ୍ଞଶ୍ଚ ରୂପଂ ପୁଷ୍ଟିଃ ପ୍ରାତଃଚ ସାୟଂ ଚାତ୍ମରାଗାଂ ନିର୍ଯ୍ୟନ୍ଧ୍ୟଂ କୁରୋ ରୂପଂ
 ତତତ୍ତେ ପରାହତବନ୍ଧ୍ୟାନ୍ଧିନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଦେବାନାଂ ତତତ୍ତେହତବନ୍ଧବଂସଂସ୍ବର୍ଗଂ ଶୋକମାୟନ୍” (ସଂ. କା.
 ୬ ପ୍ର. ୨ ଅ. ୧) ଇତି । ଅର୍ହାନ୍ ତ୍ରିଷୁ କାଳେଷୁ ବ୍ରତଂ ଭୋଜନଂ କୁର୍ବନ୍ତୋ ମନୋରେକସ୍ମିନ୍ନେବ କାଳେ
 ବ୍ରତଂ କୁର୍ବନ୍ତାଂ ଦେବାନାଂ ଚ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳେ ବ୍ରତମସ୍ତି । ସ ଚ କାଳଃ । କ୍ଷୁଧଃ ଅରୂପଂ । ତସ୍ମିନ୍ ବ୍ରତ-

রহিতা অনুরাঃ পরাত্তাঃ । ব্রতযুক্তাশ্চ মনুর্দেবাস্চ পুষ্টিং স্বর্গং চ প্রাপ্তাঃ । ততো মধ্যাহ্নকালঃ
 প্রশস্তঃ ॥ বিধত্তে—“যদন্ত মধ্যাহ্নিনে মধ্যমাত্রে ব্রতং ভবতি মধ্যাতো বা অনেন ভুক্ততে মধ্যত
 এব তদুর্জং যন্তে ভ্রাতৃত্ব্যতিকৃত্যে ভবত্যাশ্বনা পরাহন্ত ভ্রাতৃব্যো ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২
 অ. ৪) ইতি । মুখমধ্যেহ্নন্ত ভোজনমুদরমধ্যেহ্নন্ত চ ধারণং যথা লোকে তথৈবাত্রাপি মধ্যাহ্নে
 মধ্যমাত্রে চ ব্রতং কৰ্ত্তব্যং ॥ দীক্ষিতস্ত স্বনিবাসস্থানাং প্রবাসং নিষেধতি - “গর্ভো বা এষ
 যদীক্ষিতো যোনিদীক্ষিতবিমিতং যদীক্ষিতো দীক্ষিতবিমিতাং প্রবসেত্থা যোনের্গর্ভঃ স্বন্দতি
 তাদৃগেব তন্ন প্রবস্তব্যমাত্মনো গোপীথায়” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৫) ইতি । দীক্ষিতো
 বিশেষণ মীয়তে প্রক্ষিপাতে যস্মিংশালাস্থানে তদীক্ষিতবিমিতং তস্ত যোনিরূপত্বাৎ । ততোহন্ত
 নির্গমনং গৰ্ভস্ত্রাবসমং । তত আশ্রয়ক্ষণার্থং ন নির্গন্তব্যং ॥ এতমেব নিষেধং প্রকারান্তরেণ
 প্রশংসতি—“এষ বৈ ব্যাঘ্রঃ কুলগোপা যদগ্নিস্তস্মাদীক্ষিতঃ প্রবসেৎ স এনমীশ্বরোহনুথায় হস্তান’
 প্রবস্তব্যমাত্মনো গুপ্ত্য” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৫) ইতি । এষ এবাহবনীয়োহগ্নিঃ প্রবসতো
 ব্যাঘ্রবদ্ধিংসকো নিবসতঃ কুলরক্ষকঃ । তস্মাৎ সোহগ্নিঃ প্রবসন্তমেনমহু স্বরমুথায় হস্তং সমর্থঃ ।
 “প্রবাসাভাবস্থায়নো রক্ষণায় ভবতি” আহবনীয়স্ত দক্ষিণদেশং শয়নার্থং বিধত্তে—“দক্ষিণতঃ শয়
 এতদৈ যজমানস্তাহয়তনং স্ব এবাহয়তনে শয়ে (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৫) ইতি ।

শেত ইত্যর্থঃ । শয়নস্তাহবনীয়াভিমুখ্যং বিধত্তে—“অগ্নিমভ্যাবৃত্য শয়ে দেবতা এব
 যজ্ঞমভ্যাবৃত্য শয়ে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৫) ইতি । অথ কাম্যানি দেবযজনানি
 বিধীয়ন্তে । তত্র পুরোহবিবাদয়ঃ সংজ্ঞাবিশেষা উক্ত্যাযোড়শ্চতিরাত্রাত্তরযজ্ঞাঃ । স্বর্গকামিনং
 প্রতি বিধত্তে—“পুরোহবিষি দেবযজনে যাজয়েত্থং কাময়েতোপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমেদতি
 স্রবর্গং লোকং জয়েদতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । অনেন প্রকারেণ যং
 যজ্ঞানমুদিশ্চ কাময়েত তং পুরোহবিনামকে যাজয়েৎ । তন্ত লক্ষণমাহ—“এতদৈ পুরোহবি-
 দেবযজনং যন্ত হোতা প্রাতরহুবাকমহুত্রবন্নগ্নিমপ আদিত্যমভি বিপশতি” (সং. কা. ৬
 প্র. ২ অ. ৬) ইতি । যন্ত দেবযজনস্ত হবির্দানমণ্ডপ আসীনঃ প্রাশুখো হোতা প্রাতরহু-
 বাকনামকং শব্দং পঠেৎ পুরোবর্গিনমাহবনীয়াগ্নিং ততঃ প্রাগর্গিনং নদীতড়াগাদিজলং ততোহপি
 প্রাঙ্গিগ্ন্যস্তমাদিথং চাহভিমুখ্যেন যুগপৎপশ্যত্যোতাদৃগ্দেবযজনং পুরোহবিরিত্যুচ্যতে । কামিত-
 কলসিদ্ধিং দর্শয়তি—“উপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমত্যভি স্রবর্গং লোকং জয়তি” (সং. কা. ৬
 প্র. ২ অ. ৬) ইতি । অন্ত্রবিধত্তে—“আপ্তে দেবযজনে যাজয়েত্ত্বাতৃব্যবস্তং” (সং. কা. ৬
 প্র. ২ অ. ৬) ইতি ॥

আপ্তনামকস্ত লক্ষণমাহ—“পশ্চাৎ বাহুধিম্পর্শয়েৎ কৰ্ত্তং বা যাবন্নানসে যাতবৈ ন রথায়ৈতদ্ধা
 আপ্তং দেবযজনং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । প্রৌঢ়ং রাজমার্গং প্রৌঢ়ং গৰ্ভং বা
 বিলোক্যাহবিকেক্যন তৎসংস্পর্শো যথা ভবতি তথা দেবযজনং নিশ্চ্যাতব্যং । দেবযজন-
 গৰ্ভয়োর্মধ্যে শকটস্ত বা রথস্য বা যাতবৈ গন্তং যাবদন্তরং ন পর্যাপ্তং তাবদেবাস্তরং কৰ্ত্তব্যং ।
 সোহয়মধিম্পর্শঃ । এতদেবাহপ্তনামকং । কামিতার্থসিদ্ধিং দর্শয়তি—“আপ্নোত্যেব ভ্রাতৃব্যং
 নৈনং ভ্রাতৃব্য আপ্নোতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । জয়তীত্যর্থঃ । বিধত্তে—
 “একোন্নতে দেবযজনে যাজয়েৎ পণ্ডকামং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । প্রশংসতি

“একোন্নতাধৈ দেবযজ্ঞনাদঙ্গিরসঃ পশুন্ স্বজন্ত” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি ।
 লক্ষণমাহ—“অস্তরা সদো হবির্দানে উন্নতং স্তাদেতন্ম একোন্নতং দেবযজ্ঞনং” (সং. কা. ৬
 প্র. ২ অ. ৬) ইতি । প্রাচীনবংশাং পুরতঃ প্রত্যাঙ্গসন্নঃ সদঃ, উত্তরবেদেঃ পশ্চাৎপ্রত্যাঙ্গসন্নঃ
 হবির্দানং, তন্নোঋধ্যমুন্নতং কুৰ্য্যাৎ । ফলমাহ—“পশুমানেষ ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২
 অ. ৬) ইতি । বিধন্তে—“ক্র্যন্নতে দেবযজ্ঞনে যাজয়েৎ স্তবর্গকামং” (সং. কা. ৬ প্র. ২
 অ. ৬) ইতি । প্রশংসতি—“ক্র্যন্নতাধৈ দেবযজ্ঞনাদঙ্গিরসঃ স্তবর্গং লোকমায়ন্” (সং. কা.
 ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । লক্ষণমাহ—“অস্তরাহবনীয়াং চ হবির্দানং চোন্নতং স্তাদস্তরা
 হবির্দানং চ সদশ্চাস্তরা সদশ্চ গার্হপত্যং চৈতদৈ ক্র্যন্নতং দেবযজ্ঞনং” (সং. কা. ৬ প্র. ২
 অ. ৬) ইতি । উত্তরবেদিহবির্দানসদঃ প্রাচীনবংশানাং চতুর্গামস্তরাগপ্রদেশেষু ত্রিষুন্নতং
 কুৰ্য্যাৎ । ফলমাহ—“স্তবর্গমেব লোকমেতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । বিধন্তে—
 “প্রতিষ্ঠিতে দেবযজ্ঞনে যাজয়েৎ প্রতিষ্ঠাকামং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । লক্ষণ-
 মাহ—“এতদৈ প্রতিষ্ঠিতং দেবযজ্ঞনং যৎ সর্ষতঃ সমং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি ।
 ফলমাহ—“প্রত্যেব তিষ্ঠতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি ॥ অথ নামবিশেষমচুস্ত্য
 লক্ষণপূরঃসন্নং বিধন্তে—“যত্রাষ্ট্রা তচ্ছা ওষধয়ো ব্যতিষক্তাঃ স্ত্যাস্তদ্যাজয়েৎ পশুকামং” (সং. কা.
 ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । যবগোধুমপ্রিয়স্কুকোদ্রব্যাদিবীজানি পরস্পরবিলক্ষণানি যস্মিন্ প্রদেশে
 সহোৎপত্তস্তে তত্র পশুকামং যাজয়েৎ । প্রশংসতি—“এতদৈ পশুনাং রূপং রূপেণৈবায়ৈ
 পশুনব কৃদ্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । ফলমাহ—“পশুমানেষ ভবতি” (সং.
 কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । বিধন্তে—“নিঋতিগৃহীতে দেবযজ্ঞনে যাজয়েৎ কাময়েত
 নিঋত্যাং যজ্ঞং গ্রাহয়েয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । নিঋতিবর্জবিধাতী
 রাক্ষসঃ । লক্ষণমাহ—“এতদৈ নিঋতিগৃহীতং দেবযজ্ঞনং যৎ সদৃষ্টৈ সত্য্য ঋক্ষং” (সং.
 কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । নিম্নোন্নততরাহিত্যেন সদৃষ্টাঃ সত্য্য ভূমেঃ সন্ধি যদৃক্ষং
 তৃণাদিশুষ্ণং স্থানং তন্নিঋতিগৃহীতং ॥ কামিতার্থসিদ্ধিমাহ—“নিঋতৈবাস্ত্র যজ্ঞং গ্রাহয়তি”
 (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । বিধন্তে—“ব্যাবুস্তে দেবযজ্ঞনে যাজয়েদ্যাবুকামং
 যং পাত্রে বা তন্নে বা মীমাংসেরন্” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি ॥ পাত্রোপ-
 লক্ষিতে সহপঙ্ক্তিভোজনে তন্নোপলক্ষিতে বিবাহে বা বন্ধুমিত্রাদয়ো যং পুরুষমুদ্दिষ্ট মীমাংসেরন্
 সন্দিহীরন্ স পুরুষঃ সন্দেহ হেতোরপবাদাদেঃ পাপুনো ব্যাবুস্তিঃ কাময়েত তং ব্যাবুস্তে যাজয়েৎ ।
 ব্যাবুস্তস্ত লক্ষণমাহ—“প্রাচীনমাহবনীয়াং প্রবণং স্ত্রাৎপ্রতীচীনং গার্হপত্যাদেতদৈ ব্যাবুস্তং
 দেবযজ্ঞনং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । উভয়তঃ প্রবণং নিয়ং ॥ ফলসিদ্ধিমাহ—
 “বি পাপুনা ভ্রাতৃযোগ্যবর্ততে নৈনং পাত্রে ন তন্নে মীমাংসস্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ২
 অ. ৬) ইতি । পাপরূপেণ বৈরিণা ব্যাবর্ত্ততে বিযুক্ত্যতে ততো ন সন্দিহতে ॥ বিধন্তে—
 “কার্যো দেবযজ্ঞনেযাজয়েদুতীকামং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । কার্যো মুচ্ছিলা-
 দ্ভিত্তিরূপতীকরগীয়ে ॥ প্রশংসতি—“কার্যো বৈ পুরুষঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি ।
 উপনয়নাদিসংস্কারৈরুপতীকরগীয়ে পুরুষতত্তত্ত্বদং যোগ্যং ॥ ফলসিদ্ধিং দর্শয়তি—“ভবত্যেব”
 (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্নোত্যেব । তদেতং সর্গং

যা তে অগ্নেহযাশরা রজাশয়েতেনেনমস্ত্রেণ সাধ্যায়োঃ প্রাতঃকালীনসায়ংকালীনোপ-
সদোর্শ্বধ্যে কৰ্ত্তব্যং ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ ।

“অংগুরাপ্যায়ংসোমমেষ্ঠা প্রস্তরনিহবঃ । অগ্নে পূর্বাগ্নিমামস্ত্র্য যা তে মার্জয়তে তথা ॥ ১ ॥

ব্রতং চ তেন কুরুতে যা তে ক্র্যপসদামনী । আজ্যাহোমা অয়াশেতি রজেতি চ হরেতি চ ॥ ২ ॥

ত্রিবিধো মন্ত্রভেদঃ শ্রাব্যস্তাঃ সপ্তেহ ঈরিতাঃ ॥ ৩ ॥”

অথ মীমাংসা ।

পঞ্চাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতং—“আবৃত্তিরূপসংস্বেষা সজ্বশ্চৈকৈকগাংহ বা । ত্রিধায়াং
পঠেতাদাবিব শ্রাৎ সমুদায়গা ॥ প্রথমা মধ্যমাহন্ত্যতি প্রাকৃতক্রমসিদ্ধয়ে । একৈকস্তা
দ্বিভ্যাসে ষট্‌সংখ্যাপি প্রসিধ্যতি” ইতি ॥ অগ্নৌ শ্রয়তে—“ষড়ুপসদঃ” ইতি । তত্র
চোদকপ্রাপ্তানাং তিস্থগামুপসদাং পূর্বজ্ঞায়েনাহবৃত্তা ষট্‌সংখ্যা সম্পাদনীয়ী । যথা পূর্বাধিকরণে
প্রযাজ্জেষু সজ্বাবৃত্ত্যেকাদশসংখ্যা সম্পাদিতা তদনত্রাপি সাহবৃত্তিদিগুকলিতবৎ সমুদায়স্ত যুক্তা ।
যথা দণ্ডেন ভূপ্রদেশং সংমিমানঃ পুরুষ আম্লাগং কুংসদণ্ডং পুনঃপুনঃ পাতয়তি, ন তু দণ্ডস্ত
প্রত্যবয়বং পৃথগাবৃত্তিং করোতি । যথা বা ত্রিবারং রুদ্রাধ্যায়ং জগতীত্যত্র কুংস এবাধ্যায়
আবর্ত্যতে ন ত্র্যধ্যায়ৈকদেশ একৈকোহনুবাকঃ পৃথগেব ত্রিঃ পঠাতে তথা তিস্থগামুপসদাং সমুদায়
আবর্তনীয় ইতি চেন্নৈবং । প্রাকৃতক্রমবোধপ্রসঙ্গাৎ । প্রকৃতৌ হি দীক্ষানস্তরভাবিনি দিনে
হোতব্য্য প্রথমোপসং । তত উরুদিনে দ্বিতীয়া । ততোহপ্যুর্দ্ধদিনে তৃতীয়া । তা এতাঃ
সকৃদনুষ্ঠায় পুনরুপরি তনদিনেধনুষ্ঠায়স্তে চেৎ পুনরনুষ্ঠায়মানায়াঃ প্রথমায়াঃ প্রথমাভ্যমপৈতি
চতুর্থীভ্যমায়তি । তস্মাৎ প্রাকৃতক্রমসিদ্ধয়ে প্রথমাং দ্বিভ্যস্ত ততো দ্বিতীয়াং দ্বিভ্যস্তেত্যেবং
স্বহানবৃত্ত্যা তাসামাবৃত্তিঃ কার্য্যা । ন চাধ্যায়দৃষ্টান্তো যুক্তঃ । অনুবাকসমুদায়শ্চবাধ্যায়দ্ব্যন্ত-
স্তেব চাহবৃত্তিবিধানাৎ । ন ত্রিহ সমুদায়স্তোপসক্ৰমন্তি । তস্মাৎ প্রত্যেকমুপসদাবর্তনীয়ী ।
অনেন শ্রায়েন দ্বাদশাহীনস্তেত্যত্রৈকৈকোপসদতুর্কারমাবর্তনীয়ী ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতং—“তিস্র এব হি সাহে স্যুরহীনে দ্বাদশেত্যদঃ ।
জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশক্ৰমথ বাহর্গণে ভবেৎ ॥ অন্ত প্রকরণাদাত্তো নাহীনত্বং বিরুদ্ধতে ।
প্রকৃতিদ্বার কেনাপি হীনোহতোহত্র বিকল্যতাং ॥ সাহান্তিগ্নাহীনসংজ্ঞা রূঢ়েযাহর্গণে
ভবেৎ । যষ্টীশ্রুত্যা দ্বাদশত্বং প্রক্ৰিয়াভেহপক্ৰম্যতাং” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শ্রয়তে—
“তিস্র এব সাহুতোপসদো দ্বাদশাহীনস্ত” ইতি । একেনাহা নিষ্পাত্ত্বাৎ সাহো জ্যোতিষ্টোমঃ ।
দীক্ষাদিবসাদুর্দ্ধং সোমভিষবনিবসাৎ পূর্বং কৰ্ত্তব্য হোমা উপসদঃ । তা সাং দ্বাদশত্বং প্রকরণ-
বলাজ্যোতিষ্টোমে নিবিশতে । অহীনশব্দস্ত তস্মিন্নবকল্যতে । জ্যোতিষ্টোমস্ত নিখলসোম-
যোগপ্রকৃতিয়েন সর্বেষামঙ্গানাং তত্রোপদেশে সতি তদুপদেশবিকলবিকৃতীনাং হীনত্বাভাবাৎ ।
অতো দ্বাদশত্বত্রিষ্মোর্ষিকল্প ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—আবৃত্তঃ সোমযোগরূপো দ্বিরাত্রিরাত্রাদি-
বর্গণঃ । তস্মিন্নহীনশব্দে রুঢ়ঃ । যোগিকত্বে তু ন হীন ইতি বিগূহ সমাসে কৃতে সত্যবজ্জাদি-

শব্দবদ্যাদ্যন্তঃ স্তাৎ । মধ্যোদাত্তস্যায়তে । রুঢ়িশ্চ বিগ্রহনিরপেক্ষত্বাচ্ছীঘ্রবৃদ্ধিহেতুঃ ।
অতো জ্যোতিষ্টোমবাচিনঃ সাক্ষশব্দাদভিন্নৈরমহীনসংজ্ঞা জ্যোতিষ্টোমাদভিন্নমহর্গণমভিধত্তে । তস্মিন-
হর্গণে যষ্ঠীশ্রুত্যা তত্বং দ্বাদশত্বং নিবেশ্যতে । তৎসিদ্ধয়ে প্রকরণাদিদমপনেনতব্যং ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত সপ্তমপাদে চিস্তিতং—“মুখ্যার্থা সৌমিকী বেদিকৃতভার্য্যো মুখ্যাগা । চিকীর্ষি-
তত্বান্মুখ্যস্ত বেত্বাং তৎকৃতিসম্ভবাং ॥ মুখ্যপোক্ষল্যাহেতুত্বাত্তদঙ্গং চিকীর্ষিতং । মুখ্যবন্তেন তদেদি-
রঙ্গেষ্প্রাপকানিবা” ইতি ॥ দার্শিকিং বেদিং মধ্যেহন্তব্য্য প্রাচীনবংশো মণ্ডপোহবস্থিতঃ ।
ততঃ পূর্বস্তাং দিশি সদোহবির্জানাদীনাং পর্য্যাপ্তো ভূভাগবিশেষঃ । তৈঃ সদঃপ্রভৃতিভিঃ সহ
সৌমিকী বেদিরিত্যুচ্যতে । সেয়ং মুখ্যস্ত সোমযাগশ্চেবোপকারং কৰোতি, ন সমুখ্যানামম্বী-
ষোমীয়াত্মজানাং । কূতঃ । মুখ্যস্ত চিকীর্ষিতত্বাৎ । ন চান্নাতপি চিকীর্ষিতানীতি বাচ্যং ।
চিকীর্ষাস্বরূপস্ত বেদেনৈবাবিহিতত্বাৎ । এবং শ্রুতে—“যট্‌ত্রিংশৎপ্রক্রমা প্রাচী চতুর্বিংশ-
তিরগ্ৰেণ ত্রিংশজ্জঘনেতি শক্ষ্যামহে” ইতি । অস্ত্রায়মর্থঃ—শ্রয়মাণেনানেন দৈর্ঘ্যপ্রমাণেন
তির্য্যাকপ্রমাণেন চ প্রমিতে ভূভাগে ফলহেতুং সোমযাগং কত্বং শক্ষ্যামহ ইতি নিশ্চিত্য
তত্ত্বত্বেব কুর্ধ্যাদিতি । সেয়ং চিকীর্ষা মুখ্যবিষয়া । ইতি শক্ষ্যামহ ইতি পরিমাণস্ত শক্ते-
শ্চোপন্যাসাৎ । অজানাং তু পশুনাঈষ্টীনাং চ সদোহবির্জানাদিমণ্ডপনিরপেক্ষাণাং যথোক্ত-
পরিমাণমন্তরেণাপ্যমুষ্ঠাতুং শক্যত্বাৎ স উপহাসস্তত্র নিরর্থকঃ । সোমস্ত ত্বমুষ্ঠানং যথোক্ত-
বেত্বামেব সম্ভবতি ন ত্বমুষ্ঠানং । তস্মাৎ সা বেদিমুখ্যশ্চেবোপকরোতীতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—ইয়তি
শক্ষ্যামহ ইত্যত্র সাক্ষপ্রধানামুষ্ঠানে শক্তিকৃত্য । তাদৃশশ্চেব ফলং প্রতি পুঙ্কলহেতুত্বাৎ ।
অতো মুখ্যঙ্গয়োশ্চিকীর্ষীয়াস্তল্যত্বাৎ বেদিকৃতভার্য্যার্থা । ন চাত্র বপনাদিসাম্যং শব্দনীয়ং । দৃষ্টো-
পযোগীতাবস্ত তত্রোক্তত্বাৎ । ইহ তু হবিরাসাদনাদিদ্ৰষ্ট উপযোগঃ । স চ মুখ্যঙ্গয়োঃ
সম ইত্যুভয়ার্থত্বং ।

যষ্ঠাধ্যায়স্তাষ্টমপাদে চিস্তিতং—“অস্ত্রাভাবেহস্ত্রাভাবেহপি পয়োভক্ষাদয়োহগ্রিমঃ । নিমিত্তে
সতান্নুষ্ঠানান্নিয়মাদৃষ্টতোহস্তিমঃ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রুতে—“পয়ো ব্রাহ্মণস্ত ব্রতং” ইতি ।
তদেতদসত্যস্তস্মিন্ভক্ষ্যে কর্তব্যং । কূতঃ । অস্ত্রাভাবস্ত নিমিত্তত্বাৎ । নিমিত্তে সতি নৈমিত্তিক-
স্ত্রাবস্ত্রান্নুষ্ঠেয়াদিতি চেৎসেবং । ন হস্ত্রাভাবো নিমিত্তত্বেন শ্রুতঃ । তস্মাৎ সত্যপ্যস্তস্মিন্ ভক্ষ্যে
নিয়মাদৃষ্টায় পয় এব ভক্ষয়েৎ । তত্রৈবান্তচ্চিস্তিতং—“অজীর্ণিসম্ভবে কার্য্য ব্রতং নো বাহগ্রিমো
বিধেঃ । রোগোৎপত্ত্যা প্রধানস্ত বিরোধায় পয়োব্রতং” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রুতে—“মধ্যান্নিনে
মধ্যান্নাত্রে ব্রতং ব্রতয়তি” ইতি । তত্র যস্তাজীর্ণিঃ সম্ভাবিতা তেনাপি বিহিতত্বাৎ পরো ব্রতয়িত-
ব্যমেবেতি চেৎসেবং । প্রধানান্নুষ্ঠানবিয়প্রসঙ্গাৎ । তস্মান্নতথাবিধবেলায়াং পয়ো বর্জয়েৎ ॥
অত্র সর্কাপি যজুঃশ্চেবেতি নাস্তি চক্ষমঃ ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১১ অনুবাক) ।

ইতি ত্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরিয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে

ষষ্ঠীয়প্রপাঠক একাদশোহনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

* * *

মন্ত্যর্থ-আলোচনা ।

দশম অনুবাকে আতিথ্যোষ্টি-সম্পাদনের ক্রম-পদ্ধতি উল্লিখিত হইল । তাহাতে প্রাণশশালায় সোম স্থাপিত হইয়াছে । সেই সোমের দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে, সেই যজ্ঞের বিঘ্নকারী অশ্বরগণকে প্রথমে বিতাড়িত করিতে হইবে । সেই অশ্বরগণকে বিজয়ের নিমিত্ত উপসদ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিধেয় । একাদশ অনুবাকে সেই উপসদ-যজ্ঞের বিষয় পরিবর্ণিত হইতেছে । উপসদেষ্টির প্রারম্ভেই অতিথি সোমের বন্ধনোপদ্রব-পরিহার-কল্পে আপ্যায়নাদি উপচার কর্তব্য ।

একাদশ কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের আলোচনায় প্রথমে আমরা ভাষ্যকারের মন্তব্য প্রদান করিতেছি । মন্ত্র-দুইটী সোম সম্বন্ধে প্রযুক্ত । ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—‘অংশু বলিতে স্বল্প অবয়ব বুঝায় । হে সোমদেব ! তোমার যে অংশু শুক হইতেছে এবং যে অংশু পরিক্ষীণ হইয়াছে, তোমার সেই সকল অংশু বা অবয়ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক । কি জ্ঞ ? ইন্দ্রের পরিতৃপ্তির জ্ঞ । কিরূপ ইন্দ্র ? মুখ্য বা শোভন সোমরূপ ধন যিনি অবগত আছেন অথবা বিজ্ঞাপিত করেন, সেইরূপ একধনবিৎ । হে সোম ! তোমার নিমিত্ত—তোমাকে পান করিবার নিমিত্ত—ইন্দ্র তোমাকে অভিবৃদ্ধ করেন । তুমিও ইন্দ্রের নিমিত্ত বর্দ্ধিত হও । সখিত্বত ঋত্বিকদিগকে ধনদানে এবং মেধার দ্বারা প্রবর্দ্ধিত কর । হে সোমদেব ! তোমার শুভ হউক । তোমার প্রসাদে আমি যেন সোমাভিষব-ক্রিয়ার শেষ দিন প্রাপ্ত হই ।’

আতিথ্যেষ্টির প্রস্তর এবং বর্হি অগ্নিতে স্থাপন বিধি-বিরুদ্ধ ; কিন্তু সেই প্রস্তর বেদির দক্ষিণার্ধে স্থাপন করিয়া, তত্পরি দক্ষিণহস্ত উত্তান (চিৎ) করিয়া এবং বামহস্ত নিম্নদিকে (উপুড় করিয়া) স্থাপনান্তর নমস্কার দ্বারা সোমের পরিচর্যা করিতে করিতে ঋত্বিকগণ দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন । তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘এষ্ট শব্দে ইচ্ছাবস্ত জ্ঞাপাণ্ডিভ্যভিমানী দেবতাকে বুঝায় । দয়ালু বলিয়া সেই দেবতা ভক্তের প্রতি অল্পগ্রহপরায়ণ । হে তাদৃশ দেবতা ! তুমি যজ্ঞবাদী আমাদিগকে অমৃতসদৃশ যজ্ঞ প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর । কি জ্ঞ ? ধনের নিমিত্ত । আর অগ্নের নিমিত্ত । এবং ‘ভগাবৎ’ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণের জ্ঞ ।’ ছালোক অভিমানী দেবতা নমস্কার প্রাপ্ত হউন ।’ *

* শুক্রযজুর্বেদে এই মন্ত্রদ্বয় পরিদৃষ্ট হয় । সেখানে ভাষ্যকার মহীধর যে অর্থ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ; যথা,—

‘হে সোমদেব ! তোমার সকল অবয়ব ইন্দ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক । চিরাবস্থানহেতু সোমবল্লরীর যে যে অংশ শুক ও স্নান হইয়াছে, তত্ভ্রম অংশ এই মন্ত্র-প্রভাবে পুনরায় তেজঃসম্পন্ন হউক । কিরূপ ইন্দ্রের জ্ঞ ? ‘একধনবিদে’—মুখ্য সোমরূপ ধন যিনি প্রাপ্ত হন, সেই সোম-গ্রহণকারী ইন্দ্রের নিমিত্ত । অথবা সোম-কণ্ডন জ্ঞ জলকুণ্ড আনীত হইয়াছে, ঐতবিষয় যিনি অবগত আছেন । সেই একধনবিৎ ইন্দ্রের জ্ঞ ইন্দ্র অভিবৃদ্ধ হউন ; এবং হে সোম ! তুমিও ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত সর্বতোভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হও । উভয়েরই অভিবৃদ্ধি হউক—এতদ্বারা এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে । অপিচ, হে সোম ! সখিবৎ-

ভাষ্যানুসারে যে অর্থ প্রদত্ত হইল, তাহার সহিত আমাদের প্রায়ই মতপার্থক্য ঘটে নাই । তবে আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, মন্ত্রের ভাব-সঙ্গতি রক্ষার জন্ত, কোনও কোনও স্থলে সামান্য মতান্তরে ঘটিয়াছে । ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধ্য যে সোমকে নির্দেশ করিয়াছেন, আমাদের মতে সে সোম—পার্শ্বিক সোমলতা নহে ; উহাতে এক অনুপম স্বর্গীয় সামগ্রীর স্মৃতি করিয়াছে । বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে যেখানেই ‘সোম’ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি, আমরা সেই ‘সোম’ শব্দে সর্বত্রই সেই অমৃতময় স্বর্গীয় সামগ্রীরই পরিকল্পনা করিয়াছি ; আর, তাহাতে সর্বত্রই মন্ত্র-সমূহে এক অভিনব ভাবের বিকাশ হইয়াছে । বেদমন্ত্র-সমূহ যে একই সুরে বাঁধা—একই লক্ষ্যে অমুপ্রাণিত, আমাদের অর্থে তাহা সর্বথা সপ্রমাণ হইয়াছে ; পরন্তু কোনও স্থলেই সুরভঙ্গ বা ভাব-বৈচিত্র্য ঘটে নাই । ‘সোম’ শব্দের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে ‘সোম’ বলিলেই—সেই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধস্ব—হৃদয়ের সেই

প্ৰীতিহেতুভূত এই ঋত্বিক আমাদেরকে মেধা দ্বারা প্রবর্তিত কর ; তোমার প্রসাদে আমি যেন সোমোন্মত্ত—ক্রিয়ার সমাপ্তি দিন প্রাপ্ত হই ।

ঋত্বিকগণ প্রস্তর হইতে আপন আপন হস্ত উত্তোলন করিয়া এবং দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধমুখ (চিৎ) করিয়া সোমের পরিচর্যা করিতে করিতে দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিবেন । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—‘ধনসমূহ আমাদের অপেক্ষিত হইয়া আদিষ্ট হইয়াছে । হে সোম ! তোমার প্রসাদে আমরা ধন প্রাপ্ত হই ; অথবা দক্ষিণালক্ষণযুক্ত ধন প্রদত্ত হইয়াছে । কি জন্ত ? প্রেম্যমাণ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত অথবা প্রকৃষ্টরূপ অম্লের জন্ত । অপিচ, ঋতবাদী অগ্নিহোত্রীদিগের জন্ত অবশ্যজ্ঞাপিত-ফলোপেত কর্ম সম্পাদন কর । যাহারা সত্য বলে, তাহারা ঋতবাদী । অথবা ঋতবাদী অগ্নিহোত্রীদিগের জন্ত অবশ্যজ্ঞাপিতফলোপেত কর্ম সম্পাদন কর । যাহারা সত্য বলে, তাহারা ঋতবাদী । অথবা ঋতবাদী আমাদের কর্মফল অধিগত হউক । ঋতবোধব্যভিমানী দেবতাগণ নমস্কার প্রাপ্ত হউন । তাঁহাদিগের অনুগ্রহে যজমানগণের বিষ বিদূরিত হউক ।

মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে ইংরেজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার একটা উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

“May every stalk of thine wax full and strengthen for Indra, Ekadhanbid, God Soma.

“May Indra grow in strength for thee : for Indra mayest thou grow strong.

“Increase us friends with strength and mental vigour. May all prosperity be thine, God Soma. May I attain the solemn Soma-pressing.

“May longed for wealth come forth for strength and fortune. Let there be truth for those whose speech is truthful,

“To Heaven and Earth be adoration offered.”

অন্যান্যভক্তি-রসামৃতকেই মনে পড়ে । এ অর্থে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সোমের ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণের আবশ্যক হয় না । এখানেও পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে, মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে । বোধসৌকর্য্যার্থ তদ্বিষয় বিশ্লেষণ করিতেছি । ভাষ্যের সহিত আমাদের ব্যাখ্যা মিশাইয়া পাঠ করিলেই ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতবৈধের বিষয় বোধগম্য হইবে ।

মন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয়—‘অংগুঃ’ পদ । ‘অংগুঃ’ পদ দুই বার ব্যবহৃত হইবার তাৎপর্য্য কি ? ভাষ্যকার উহার কোনও কারণ নির্দেশ করেন নাই ; তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—‘‘যোঃগুঃ শুভ্রতি যশ্চাংগুঃ ক্ষীয়তে স সর্কোহপ্যাংগুঃ ।’’ অর্থাৎ যে অংশ শুকাইয়া যাইতেছে এবং যে অংশ পরিক্ষীণ হইতেছে, সেই সকল ‘অংগুঃ’ বা অংশ । মহীধর আবার অর্থ করিয়াছেন,—‘‘সর্কোহপ্যবয়বো ; চিরাবসানেন যঃ সোমাবয়বো ম্লানশুদ্ধশ্চ তদুভয়ং ।’’ আমরাও কতকটা এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে ; কিন্তু ঐ দুই পদে একই সামগ্রীর দুই বিভিন্ন অবস্থা সূচিত হইয়াছে । শুদ্ধস্ব অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জন্মসহজাত যে সদ্ভাবরাজি, তাহা উৎকর্ষ-ভাবে পরিম্লান থাকে ; অর্থাৎ, মানুষ যখন অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ হয় না ; মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজে সেচনাভাবে যেমন অঙ্কুরোদগম হয় না, মানুষের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সদ্ভাবও তেমনি উৎকর্ষতারূপ সেচনাভাবে শুষ্ক অবস্থায়ই অবস্থিত থাকে । এই ভাব হইতে ‘অংগুঃ’ পদের অন্তর্গত দ্বিবিধ ‘অংগুঃ’ পদের অর্থ হইয়াছে,—‘‘যদপি উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজঃ তৎসর্কোহপি ।’’ এখানে একটা ‘অংগুঃ’ পদ ব্যবহারে যেন তৃপ্তি সাধিত হইল না ; মনে হইল,—যেন সকল ভাব ব্যক্ত হইল না ; তাই এখানে সকল অংশ বা অঙ্গ বুঝাইবার জন্ত ‘অংগুঃ’ পদের পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হয় । আমার হৃদয়ে জন্মাবধি যে সদ্‌বৃত্তি নিহিত আছে, তোমার অন্তর্গত—তোমার প্রভাবে, হে ভগবন্ ! তাহা পূর্ণশক্তি-সম্পন্ন হউক ; অপিচ তাহার কোনও অংশই যেন উৎকর্ষভাবে হীনবল না থাকে । ফলতঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ হউক—এই ভাবই এখানে—এই মন্ত্রে স্ফোটিত হইতেছে ।

‘আ তুভ্যমিচ্ছঃ প্যায়তাং’—এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—‘‘ত্বদর্থমিচ্ছঃ আপ্যায়তাং’’ বা ‘‘পাতুয়ুঃসহতাং ।’’ আমাদের অর্থ—‘‘ত্বদগ্রহণায় পরমৈখর্য্যশালিনঃ ভগবান্ উদ্বুদ্ধঃ বর্ত্ততাং ।’’ ভাব এই যে,—তোমাকে গ্রহণ করিবার জন্ত ভগবান্ উদ্বুদ্ধ হউন । হৃদয়ের সার-সামগ্রী শুদ্ধস্ব বা ভক্তিস্বরূপ গ্রহণের জন্ত ভগবান্ উদ্বুদ্ধ হন কখন ? যখন সেই ভক্তি বা শুদ্ধস্ব বিশুদ্ধভাবে একৈকশরণ্য হইয়া ভগবানে গুপ্ত হয় । তখনই তিনি তাহা গ্রহণ করেন । মর্ম্মার্থ এই যে,—আমার হৃদয়ের ভক্তি অনন্তভাবে ভগবানে গুপ্ত হউক । দ্বিতীয় মন্ত্রের ‘রায়ঃ’ এবং ‘ভগায়ঃ’—একই ভাবাত্মক । কিন্তু আমরা ‘ভগায়ঃ’ পদে ‘পরমধনায়ঃ’ এবং ‘রায়ঃ’ পদে ‘সর্ব্বকর্ম্মফলানি—শুদ্ধস্বরূপাণীতি ভাবঃ’—এই দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—আমি আমার সকল কর্ম্মফল অর্থাৎ আমার জীবন-ব্যাপী সংকর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সজ্ঞাত যে শুদ্ধস্ব—আমার হৃদয়ের সার সামগ্রী—আমি তোমার পায়ে উৎসর্গ করিতেছি । বিনিময়ে, হে ভগবন্ ! সাধনার শ্রেষ্ঠ ধন সেই মোক্ষরূপ পরমফল

আমাকে প্রদান করুন ।’ মন্ত্রে আছে—‘সুতামশীয়’ । ভাষ্যকারের অর্থ—“ঋত্বপ্রসাদেনাহং সুতামভিষবত্বমশীয় প্রাপ্তবানি ।’ অথবা (মহীধরের মতে)—“তবপ্রসাদাদহং সুত্যাং সোম-ভিষবক্রিয়াং সমাপ্তিদিনমশীয় প্রাপ্নুয়াম ।” উহা হইতে আমরা যে ভাব অধ্যাহার করি, তাহা এই,—‘সৎকর্মের সুফল-রূপ যে ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ—যতদিন তাহা আমার অধিগত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যেন নিরুবেগে তোমার কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই ।’

মন্ত্র-দুইটাই উচ্চভাবজ্ঞাতক । বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্র-দুইটাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি । মন্ত্রদ্বয়ে যে ভাব নিহিত আছে, আমাদিগের ব্যাখ্যানাদিতে তাহা পরিষ্কৃত হইয়াছে । প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে অন্তরের সদ্ভাবরাজি ভগবানে উৎসর্গীকৃত, সদ্ভাবে ও ভগবানে অভিন্নতা-প্রতিপাদন এবং মোক্ষধন-লাভের প্রার্থনা ও ভগবৎসামীপ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্মফল ভগবানে সমর্পণ এবং নিখিল দেবভাব-সঞ্চয়ের জন্ত উদ্বোধনা বর্তমান রহিয়াছে । ফলতঃ, ভগবান যাহাতে হৃদয়ে অবিলম্বিতভাবে অবস্থান করেন, সাধকের তাহাই প্রধান লক্ষ্য । সেই জন্তই সদ্ভাব—দেবভাব সঞ্চয়ের এবং মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের ও জ্ঞানোন্মেষণের জন্ত তাঁহার প্রয়াস দেখিতে পাই ।

তৃতীয় মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে চরম প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে । নিকাম কর্মের চরম পরিণতি এইখানেই বিকশিত দেখিতে পাই । ‘তোমার দেহে আমার দেহ যেন সম্মিলিত হয় ; অর্থাৎ,—তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া তোমার সহিত যেন অভিন্ন হইয়া যায় ; আমার দীক্ষা, আমার তপঃ—সকলই যেন তোমাতে সমাপিত হয়,—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা । আত্মায় আত্ম-সম্মিলন—পরমাশ্রায় আত্মলীন করার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি । তাঁহার স্মৃথে আমার স্মৃথ হউক, তাঁহার প্রীতিতে আমার প্রীতি আশ্রুক ;—তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে মনে করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া—ইহা ভিন্ন নিকাম-কর্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা । সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে ? একাদশ অনুবাকের এই তৃতীয় মন্ত্রটি নিকাম কর্মের এই উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ ইতর-বিশেষ পরিদৃষ্ট হইবে না । তবে ভাব-পক্ষে আমরা যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করি, ভাষ্যে তাহার অসম্ভাব পরিদৃষ্ট হয় । ভাষ্যে মন্ত্রে যে অর্থ পরিব্যক্ত, এস্থলে প্রথমে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি । ভাষ্য-মতে এই মন্ত্রের দ্বারা আহবনীয় উপস্থাপন করিতে হয় । তদনুসারে ভাষ্যের অর্থ হয়,—‘এই মন্ত্রে অবাস্তুর দীক্ষার ক্রম পরিব্যক্ত । মন্ত্রের অর্থ,—হে ব্রতপতি অগ্নি ! তুমি ব্রতের অধিপতি হও । একই মাত্র ব্রতের অধিপতি তুমি নও ; পরমু অগ্নি বিশ্বের যাবতীর ব্রতের পালক । ‘ব্রতানাং’ পদে তাহাই বিবক্ষিত । ব্রতচরণকারী আমাদিগের তমু মানস-সঙ্কল্পে তোমাকে সমর্পণ করি ; আর ব্রতপালনকারী তোমার তনু মানস-সঙ্কল্পে আমাতে স্থাপন করিতেছি । তাহা হইলে আমরা উভয়েই সমভাবে ব্রতকারী হইব । অর্থাৎ তোমার ও আমার—উভয়ের সহযোগে ব্রত অনুষ্ঠিত হইবে । গুরু-যজুর্বেদ-সংহিতায়, মহীধরের ও উবটের ভাষ্যে, আরও একটু স্পষ্টভাবেই মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে । মন্ত্রটির তাৎপর্য্য গ্রহণ-পক্ষে মহীধরের অর্থ নিয়ে প্রদত্ত হইল ; যথা,—‘হে সকল ব্রতের পালক অগ্নি ! তুমি আমাদিগের বর্তমান ব্রতের

পালক হও। তথাবিধ ব্রত-পালক তোমার যে তনু বা শরীর আছে, তাহা আমার হউক। আর আমার যে তনু বা শরীর, তাহা তোমার হউক। সেরূপ হইলে, হে ব্রতপতি বা ব্রত-পালক অগ্নি! অনুষ্ঠিতব্য কৰ্ম্ম-সমূহ অগ্নির এবং যজ্ঞমানের সহিত প্রবর্তিত হউক অর্থাৎ ব্রত-সমূহে যেমন আমার আদর, তেমনি তোমারও আদর হউক।’ ভাষ্যের অনুবর্তী একটি ইংরাজী অনুবাদে এই ভাবই পরিব্যক্ত। নিম্নে সেই ইংরাজী অনুবাদটা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

“O Agni! Guardian of the vow, O guardian of vow in thee.

“Whatever form there is of thine, may that same form be here on me ; on thee be every form of mine.

ফলতঃ, ভাষ্যকারের মতে যজ্ঞমান এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির শরীরের সহিত আপনার শরীর বিনিময় এবং আহবানীয় অগ্নিতে সমিধ অর্পণ করিতেছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘যা’ পদ বহুভাবাত্মক। ‘যা তনুঃ’ পদে ‘যাবতীয় আকৃতি’ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভগবানের আকৃতির বা রূপের অন্ত নাই। তাঁহার বিভূতি—তাঁহার রূপ যেমন অনন্ত, তাঁহার আকৃতিও সেইরূপ অনন্ত অসীম। ‘যা তব তনুরিয়ং সা যয়ি’ মন্ত্রাংশের তাৎপর্য এই বলিয়া মনে হয়,—তুমি যে রূপে যে ভাবেই আমার অনুগ্রহ কর না কেন, সেই রূপের সেই ভাবের সহিতই যেন আমি আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। আর ‘যো মম তনুরেযাং সা যয়ি’ অংশের ভাব এই যে,—আমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় অংশ যে ভাবে যে পরিণতিই প্রাপ্ত হউক না কেন, সেই ভাবেই যেন তোমার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফলতঃ, ভগবানে চরম পরিণতিই ইহার মূল লক্ষ্য। আত্মায় আত্মসম্মিলনই যে পরম সূখ—এস্থলে তাহাই প্রকটিত। এখানে প্রার্থনাকারীর মূল লক্ষ্যও—সেই আত্মায় আত্মসম্মিলন।

উপসংহারে অগ্নিকে ‘ব্রতপাঃ’ ‘ব্রতপতিঃ’ প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কৰ্ম্মমাত্রেই ব্রতপর্যায়ভূত। জ্ঞান—সে পথ প্রদর্শন করে বলিয়া জ্ঞানায়িকে ‘ব্রতপা’ ও ব্রতপতিঃ প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করা হয়। স্বরূপ জ্ঞান না অগ্নিতে কোন্টী সংকৰ্ম্ম কোন্টী অসংকৰ্ম্ম—তাহা কিরূপে চিনিতে পারিব? অনেক সময় আমরা যাহাকে সংকৰ্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতিসাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তি-বিমিশ্র কলুষিত হইতে পারে। অগ্নি পরীক্ষার পরীক্ষিত না হইলে, সংকৰ্ম্ম অসংকৰ্ম্ম নির্বাচন কঠিন হইয়া উঠে। ভ্রান্তিবশে আমরা অনেক সময় অনেক কৰ্ম্মকে সংকৰ্ম্ম বলিয়া মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহা সংকৰ্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানায়িই তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ, আবর্জনা-রাশি ভস্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়, তিনিই পরীক্ষানলে দগ্ধীভূত করিয়া কৰ্ম্মের ওজ্জ্বল্য-সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাই অগ্নিদেবকে—অন্তরস্থিত জ্ঞানবহিকে ‘ব্রতপা’, ‘ব্রতপতিঃ’ প্রভৃতি বলা হইয়াছে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

চতুর্থ মন্ত্রের সহিত তৃতীয় মন্ত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে করি। পূর্ব মন্ত্রে আত্মায় আত্ম-

সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে, এই মন্ত্রে সেই আত্মসম্মিলনের অন্তরায়মূলক শক্রনাশের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অন্তঃশত্রুর বিনাশ ভিন্ন, হৃদয়ের নির্মলতা ভিন্ন, আত্মায় আত্মসম্মিলন সম্ভবপর হয় কি? মন্ত্রের তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—হে ভগবন্! আপনার তমোভাবের দ্বারা আমাদের অন্তঃশত্রু নাশ করুন। প্রথমে তমোভাবে শক্রনাশ করিয়া সঙ্কভাবে হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘রুদ্রিয়া’ পদে সেই তমোভাবে শক্রনাশের বিষয় সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এইরূপভাবেই মন্ত্রার্থের ভাব-সঙ্গতি রক্ষা হয়, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

এই অনুবাকের শেষ মন্ত্রের সহিত একটা উপাখ্যান বিজড়িত দেখি। সে উপাখ্যান,— দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হইলে, অশ্বরগণ তপস্তা আরম্ভ করে; কলে ত্রৈলোক্যে তাহাদের তিনটা পুর নির্মিত হয়—পৃথিবীতে লৌহময়, অন্তরিক্ষে রজতময় এবং স্বর্গলোকে হেমময়। তখন, সেই তিনটা পুর দক্ষ করিবার জন্ত, দেবগণ উপসদ অগ্নির আরাধনা আরম্ভ করেন। উপসদেবতারূপ অগ্নি যখন সেই তিন পুরে প্রবেশ করিয়া দক্ষ করেন, তখন তাঁহার ত্রিবিধ—লৌহময়, রজতময় ও হিরণ্য—দেহ উৎপন্ন হয়। মন্ত্রে অগ্নিদেবের সেই ত্রিবিধ শরীরের বিষয় উল্লিখিত। ভাষ্য-প্রারম্ভে এতদ্বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত আখ্যায়িকা অবলম্বনে ভাষ্যকার এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। আখ্যায়িকার অবতারণায় মন্ত্রের অর্থ জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অগ্নির দাহিকা-শক্তিতে স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ—সকলই দগ্ধীভূত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। অগ্নি যখন লৌহের মধ্যে অবস্থিত করে, অর্থাৎ যখন অগ্নির দ্বারা লৌহকে দগ্ধ বা উত্তপ্ত করা হয়, তখন অগ্নির লৌহময় দেহ কল্পনা করা যায়; রজতদগ্ধকালে যখন তাহা রজতে আবদ্ধ হয়, তখন অগ্নির রজতময় শরীর পরিকল্পিত হয়; আবার যখন তাহা স্বর্ণ দগ্ধ করে এবং স্বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে অগ্নির হিরণ্য শরীর বলা যায়। এই ত্রিবিধ ভাব হইতেই মন্ত্রে ‘অয়াশয়া’, ‘রজাশয়া’ এবং ‘হরাশয়া’ পদে যথাক্রমে ‘লৌহময়ী’, ‘রজতময়ী’ এবং ‘হিরণ্যময়ী’ অর্থের পরিকল্পনা। যখন অশ্বরগণের পুরীত্রয় অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, যুদ্ধকালে অশ্বরগণ ‘কাটকাট’ প্রভৃতিরূপে যে উগ্র ও ভ্ৰেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তখন তাহারা সে সকল বাক্য আর উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না। তখন তাহারা হতোদম এবং নীরাক হইয়া বিনষ্ট হয়। তাহা মন্ত্রের এইরূপ ভাব পরিস্ফুট। অগ্নি দেবগণের এই উপকার সাধন করেন বলিয়া দেবগণ ‘স্বাহা’ মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের অন্তর্গত ‘উগ্রং বচঃ’ এবং ‘ভ্ৰেষং বচঃ’ বাক্যদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই,—অশ্বরগণ কর্তৃক পরাজিত দেবগণ অন্ন-পানে অসমর্থ হওয়ার ক্ষুৎপিপাসার কাতর হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদের প্রতি অশ্বরগণ ভ্ৰেষপূর্ণ যে বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাই ‘উগ্রং বচঃ’; আর দেববীরগণের সন্তাপজনন জন্ত, ‘বীরগণকে হত্যা করিয়াছি’ প্রভৃতি রূপে যে বাক্য অশ্বরগণ কর্তৃক প্রযুক্ত হয়, তাহাই ‘ভ্ৰেষং বচঃ’—“অশনারাপিপাসে হ বা উগ্রং বচ এনশ বৈ বীরহত্যং চ ভ্ৰেষং বচঃ।”

এই ভাবে ভাস্কর্য্যকার মন্দের যে অর্থ নিকাশণা করিয়াছেন, ভাস্ক-পার্শ্বেই তাহা অবগত হইবেন। ভাস্ক্য সহজবোধ্য; বাহ্যভায়ে তাহার বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইলাম। ভাস্ক্য-সরণে মন্দের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

“That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in iron, hath chased the awful word, the word of terror. Svaha !

“That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in silver hath chased the awful word, the word of terror. Svaha.

“That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in gold around it, hath chased the awful word, the word of terror. Svaha !”

যাহা হউক, আমরা এ সকল অর্থ অনুমোদন করি না; মন্দের সহিত কোনও উপাখ্যান বিজড়িত বলিয়াও আমরা স্বীকার করি না। আমরা মনে করি,—মন্ত্রটা সরল প্রার্থনা-মূলক এবং উচ্চ-ভাষ্যভোক্তক। মন্দের অন্তর্গত ‘অগ্নিশয়া’ ‘রজাশয়া’ ও ‘হরাশয়া’ পদত্রয়ে আমরা ভগবানের তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ ভাব উপলব্ধি করি। সত্ত্বরজস্তমো-রূপে ভগবান সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন; এখানে এ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে হয়। সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিবিধ শক্তি দ্বারা ভগবান শত্রুকে নাশ করুন,—আমাদের অর্থে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। শত্রু বহুবিধ; নানা উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হয়। বাহাদিগকে তমোভাবে সংহার করা সম্ভবপর, তাহারা সেই তমোভাবের দ্বারাই বিনষ্ট হয়; আবার যাহাদের প্রতি সত্ত্ব বা রজোভাব রূপ শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, তাহাদের সংহার-সাধনে সেই শক্তিই প্রয়োগ করিতে হয়। এইজন্য আমরা ঐ ত্রিবিধ ভাবকেই শত্রু-সংহারক-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছি। ভগবানের ‘অগ্নিশয়া’, ‘রজাশয়া’ ও ‘হরাশয়া’—এই ত্রিবিধ শরীর হইতে আমরা যথাক্রমে তাহার তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব ভাব উপলব্ধি করি।

‘উগ্রং বচঃ’ আর ‘দ্বৈং বচঃ’ পদসমূহের ভাস্কর্য্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে যে ভাব গ্রহণ করি, তাহা এই,—মামুষ যখন হিংসা-প্রলোভনাদি দ্বারা অভিভূত হয়, কাম-ক্রোধাদি আসিয়া যখন তাহার হৃদয় অধিকার করে, তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ-প্রাপ্ত হয়; তখনই তাহার যুগ্ম হইতে অন্ত্রায় অবৈধ বাক্যসমূহ নির্গত হইতে থাকে। তখনই ‘মার্ মার্’ ‘কাট্ কাট্’ প্রভৃতি হিংসাক্রোধাদি-বিজৃম্বিত পৌরুষবচন প্রযুক্ত হয়। এই ভাব হইতে যথাক্রমে ‘দ্বৈং বচঃ’ অর্থ ‘কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিব্যক্তকামিণীং শক্তিঃ’ এবং ‘উগ্রং বচঃ’ অর্থে ‘হিংসাপ্রলোভনাদীনাং পাপসম্বলব্যক্তকানি কৰ্ম্মাণি’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভগবানে সংশ্লিষ্ট হইতে হইলে হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি বিবিধ অন্তঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিবার প্রথম আবশ্যক হয়। মোক্ষলাভেচ্ছ সাধকের প্রার্থনা সেইরূপই হইয়া থাকে। মন্ত্রে তাই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—‘হে ভগবন!

আপনি সস্বরজন্তমঃ ত্রিবিধ ভাবে আবিস্কৃত হইয়া আমার সাধনার পরিপন্থী শত্রুপক্ষে বিনাশ করুন; আমার সাধনা সিদ্ধ হউক ।’ আমাদের মনে হয়, এইরূপ ভাবই যজ্ঞ-সমূহের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে । (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অমুবাক) ।

দ্বাদশঃ মন্ত্ৰঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । দ্বাদশোহমুবাকঃ ।)

(১) বিভায়নী মেহসি তিস্তায়নী মেহস্তবতান্মা

নাথিতমবতান্মা ব্যথিতং ।

(২) বিদেরমিন্ভো নামাগ্নে অঙ্গিরো যোহস্তাং পৃথিব্যামস্তায়ুষা

নাম্নেহি যন্তেহনাপ্লুষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন স্বাহদধে ।

(৩) অগ্নে অঙ্গিরো যো দ্বিতীয়স্তাং তৃতীয়স্তাং পৃথিব্যামস্তায়ুষা

নাম্নেহি যন্তেহনাপ্লুষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন স্বাহদধে ।

(৪) সিং হীরসি মহিষীরসি ।

(৫) উরু প্রথমোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং ধ্রুবাসি

দেবেভ্যঃ শুক্লং দেবেভ্যঃ শুক্লং ।

(৬) ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বহুভিঃ পুরস্তাৎ পাতু মনোজবাস্ত্বা পিতৃভির্দক্ষিণতঃ

পাতু প্রচেতাষ্মা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু

বিশ্বকর্মা হ্রাহদিত্যৈরুত্তরতঃ পাতু ।

(৭) সিংহীরসি সপত্নসাহী স্বাহা সিংহীরসি স্প্রজাবনিঃ স্বাহা

সিংহীঃ অসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা সিংহীরস্তাদিত্যবনিঃ স্বাহা

সিংহীরস্তা বহু দেবান্দেবযতে যজমানায় স্বাহা ।

(৮) ভূতেভ্যস্ত্বা । (৯) বিশ্বায়ুরসি পৃথিবীং দৃঢ়্হ ।

(১০) প্রবক্ষিদস্তান্তুরিক্ষং দৃঢ়্হ । (১১) অচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃঢ়্হ ॥

(১২) অগ্নেৰ্ভস্মাস্ত্রাগ্নেঃ পুরীষমসি ॥ ১২ ॥

* * *

অথ পদপাঠঃ ।

(১) বিভ্রায়নীতি বিভ্র—অয়নী । মে । অসি । তিত্রায়নীতি তিত্র—অয়নী ।

মে । অসি । অবতাৎ । মা । নাথিতম্ । অবতাৎ । মা । ব্যথিতম্ ।

(২) বিদেঃ । অগ্নিঃ । নভঃ । নাম । অগ্নে । অগ্নিরঃ । যঃ । অস্ত্রাম্ ।

পৃথিব্যাম্ । অসি । আয়ুধা । নাম্না । এতি । ইহি । যৎ । তে ।

অনাধ্বষ্টমিত্যনা—ধ্বষ্টম্ । নাম । যজ্ঞিয়ম্ । তেন । ত্বা । এতি । দধে ॥

(৩) অগ্নে । অগ্নিরঃ । যঃ । দ্বিতীয়স্ত্রাম্ । তৃতীয়স্ত্রাম্ । পৃথিব্যাম্ । অসি ।

আয়ুধা । নাম্না । এতি । ইহি । যৎ । তে । অনাধ্বষ্টমিত্যনা—ধ্বষ্টম্ ।

নাম । যজ্ঞিয়ম্ । তেন । ত্বা । এতি । দধে ॥

(৪) সিংহীঃ । অসি । মহিষীঃ । অসি ।

(৫) উরু । প্রথম । উরু । তে । যজ্ঞপতিরিতি যজ্ঞ—পতিঃ । প্রথতাম্ । জ্বাঃ ॥

অসি । দেবেভ্যঃ । শুদ্ধম্ । দেবেভ্যঃ । শুদ্ধম্ ।

(৬) ইন্দ্রমোষ ইতীজ—মোষঃ । ত্বা । বসুভিরিতি বসু—ভিঃ । পুরস্তাৎ । পাতু ॥

মনোজবা ইতি মনঃ—জবাঃ । ত্বা । পিতৃভিরিতি পিতৃ—ভিঃ । দক্ষিণতঃ ।

পাতু । প্রচেতা ইতি প্র—চেতাঃ । ত্বা । রুদ্রৈঃ । পশ্চাৎ । পাতু ॥

বিধবধেতি বিধ—বধাঃ । ত্বা । আদিভ্যোঃ । উত্তরত ইত্যাৎ—তরতঃ । পাতু ॥

(৭) সিংহীঃ । অসি । সপত্নসাহীতি সপত্ন—সাহী । স্বাহা । সিংহীঃ । অসি ॥

সুপ্রজাবনিরিতি সুপ্রজা—বনিঃ । স্বাহা । সিংহীঃ । অসি ।

তায়ম্পোষবনিরিতি তায়ম্পোষ—বনিঃ । স্বাহা । সিংহীঃ । অসি ॥

আদিত্যবনিরিত্যাদিত্য—বনিঃ । স্বাহা । সিংহীঃ । অসি । এতি । বহ ॥

দেবান্ । দেবয়ত ইতি দেব—য়তে । যজমানায় । স্বাহা ।

(৮) ভূতেভ্যঃ । স্বা । (৯) বিশ্বায়ুরিতি বিশ্ব—আয়ুঃ । অসি । পৃথিবীং । দৃঢ়ং ॥

(১০) ঋক্কিদিতি ঋক—কিৎ । অসি । অন্তরিক্শম্ । দৃঢ়ং ॥

(১১) অচ্যুতকিদিচ্যুত—কিৎ । অসি । দিবম্ । দৃঢ়ং ॥

(১২) অগ্নেঃ । ভস্ম । অসি । অগ্নেঃ । পুরীষম্ । অসি ॥ ১২ ॥

মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

১। (ক) হে শুক্লগভাসীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! স্বং ‘মে’ (মমানুগ্রহার্থঃ, মৎসম্বন্ধে ইতি বাবৎ) ‘বিস্তায়নী’ (দারিদ্র্যদুঃখনাশিনী, পরমধনপ্রদাত্রী, যথা—শ্রেষ্ঠধনানামাধারস্বরূপা ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) । অতঃ মাং পরমধনং মোক্ষং চ দেহি ।

(খ) পুনঃ স্বং, হে শুক্লগভাসীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! ‘মে’ (মমানুগ্রহার্থঃ, মৎসম্বন্ধে ইতি বাবৎ) ‘ভিস্তায়নী’ (পাপতাপনাশিনী, যথা—পাপসন্তপ্তানাং আশ্রয়ভূতা ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) । অতঃ পাপাং মাং রক্ষ ।

(গ) অতঃ স্বং ‘মা’ (মাং) ‘নাথিতং’ (দারিদ্র্যদুঃখাৎ, যথা—পাপপ্রত্যাবাৎ) ‘স্ববত্যাৎ’ (রক্ষ, পাহি ইতি ভাবঃ) । অতঃ যেনাহং পাপেনানভিভূতঃ ত্বামিহ তৎকুরু ।

(ঘ) অপিচ, হে শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিস্বরূপিণি দেবি ! স্বং 'ব্যথিতং' (পাপভয়াং, প্রলোভনাদিজনিতাং পদশূলনাচ্চ, যদ্বা—পাপসম্মোহাৎ ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'অবতাং' (রক্ষ, পরিত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ) ।

অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়্যঃ ভাবঃ—হে পাপসস্তাপহারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি ! স্বং মাং পাপসম্বন্ধচ্যুতং কুরু মোক্ষস্ত পথি চ স্থাপয় ।

২ । (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি । স্বং 'নভো নামা' (তৎসজ্জঃ, হৃদযিষ্ঠিতঃ, যদ্বা—হৃদরূপে নভসি অধিষ্ঠিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্) 'বিদেঃ' (অনুজানাতু, গৃহ্নাতু ইত্যর্থঃ) ।

(খ) 'অঙ্গিরঃ' (সর্বস্বাধারভূত, সর্বব্যাপিন্ সর্বত্রগমনশীল, যদ্বা—নিখিলজ্ঞানানামাধার-ভূত) 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'যঃ' (যস্যং) 'অস্তাং' (দৃশ্যমানায়াং, স্থূলসূক্ষ্ম-স্মিক্রিয়ায়াং, যদ্বা—সর্বেষাং আধারভূতাত্মাং ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যাং' (পঞ্চভূতাস্মিক্রিয়ায়াং ভূম্যাং, ইহলোকে, যদ্বা—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'আয়ুশা নামা' (আয়ুঃ-নাম্না অভিহিতঃ সন্, যদ্বা—চিরায়ুশা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (আগচ্ছ ইতি ভাবঃ—মম হৃদি ইতি শেষঃ) ।

(গ) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনাধুষ্টং' (কেনাপ্য-হিংসিতং, অনভিভূতং, যদ্বা—সর্বসাক্ষ্যপ্রদমিতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞযোগ্যাং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানমন্তি ইতি যাবৎ) 'তেন' (তেন নাম্না, তেন স্থানেন চ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (স্থাপয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ) । অয়ং মন্ত্রঃ সঙ্কল্পমূলকঃ । জ্ঞান-ভক্ত্যোরভেদসম্বন্ধঃ । যত্র জ্ঞানং ভক্তিস্তত্র তিষ্ঠতি যত্র ভক্তিঃ তত্র জ্ঞানং বর্ততে । অতঃ জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ভগবন্তং আহবয়ামি ।

৩ । (ক) 'অঙ্গিরঃ' (সর্বস্বাধারভূত, সর্বব্যাপিন্ সর্বত্রগমনশীল, যদ্বা—নিখিলপ্রজ্ঞা-নামাধার) 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'যঃ' (যস্যং) 'দ্বিতীয়তাং পৃথিব্যাং' (অস্তরিক্স-লোকে ইতি যাবৎ) 'তৃতীয়তাং পৃথিব্যাং' (দ্ব্যলোকে ইত্যর্থঃ) বর্তসে, তস্মাৎ স্থানাৎ ইত্যর্থঃ স্বং 'আয়ুশা নামা' (আয়ুর্নাম্না অভিহিতঃ সন্, যদ্বা—চিরায়ুশা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (আগচ্ছ—মম হৃদি অধিষ্ঠিতঃ ইতি ভাবঃ) ।

(খ) হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্! 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনাধুষ্টং' (কেনাপ্য-হিংসিতং, অনভিভূতং, যদ্বা—সর্বসাক্ষ্যপ্রদং ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যাগযোগ্যাং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানং অস্তি ইতি যাবৎ) 'তেন' (তেন নাম্না স্থানেন চ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (স্থাপয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ) ।

৪ । হে শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! স্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, সর্বশক্তেশ্বরাধারভূতা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি), অপিচ 'ঋং' 'মহিবী' (মহনীয়া, শক্তিসম্পন্না, সর্বেষাং আধারভূতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । অত্র সাধকঃ শক্তিশাভায়ে প্রার্থয়তি । ভক্তি হি সর্বশক্তেশ্বরাধারভূতা অশেষশক্তিসম্পন্না চ । অতঃ ভক্তিপ্রভাবেন পরমার্থলাভায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ততে ।

৫ । (ক) 'উরু' (হে বিশ্বব্যাপিন্ ভগবন্!) স্বং 'উরু' (বিশ্বীর্ণেন, অনন্তেন সর্বসমুদ্ভেদে)

ইত্যর্থঃ) ‘প্রথস্ব’ (প্রসর, ব্যাপ্তুহি—অস্মান্ ইত্যর্থঃ); অপিচ, স্বং ‘তে’ (ভবৎসম্বন্ধিনঃ, ভবতাং শরণাপন্নঃ ইত্যর্থঃ) ‘যজ্ঞপতিঃ’ (সংকৰ্ম্মসাধকং—মাং ইতি যাবৎ) ‘প্রথতাং’ (প্রতিষ্ঠাপয়তাং,—স্বাস্থ্যনি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। অত্র আত্মনি আত্ম-সম্মিলনায় আকাজ্জা বৰ্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! স্বং মাং স্বাস্থ্যনি প্রতিষ্ঠাপয়, অপিচ মাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মম চিত্তবৃত্তি! স্বং ‘ঋবা’ (স্থিরা, অবিচলিতা—একৈকশরণ্যা ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি—ভব ইতি তাৎপর্যঃ)। তথা সতি স্বং ‘দেবেভ্যঃ’ (সদ্যবসংরক্ষণায়) ‘গুদস্ব’ (গুদা, পাপকলুষপরিশৃঙ্খা ইত্যর্থঃ ভব) অপিচ স্বং ‘দেবেভ্যঃ’ (দেবতাবান্—অনন্তং গুদস্বং লক্ষ্য ইতি ভাবঃ) ‘গুদস্ব’ (শোভিতা ভব ইতি ভাবঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—সদ্যবলাভায় সংস্বরূপে ভগবতি আত্মানং বিনিবেশয় ইতি সঙ্কল্পঃ।

৬। (ক) হে মম হৃদ্বিহিত গুদস্ব! ‘ইন্দ্রঘোষঃ’ (ভগবতঃ মাতৈরিতি অভয়বাণী, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান ইতি ভাবঃ) ‘বহুভিঃ’ (স্বকীয়ভিঃ পরমধনযুক্তাভিঃ বিভূতিভিঃ ইতি ভাবঃ) ‘জা’ (জাং) ‘পূরস্তাং’ (পূৰ্ণস্থানং দিশি, পুরোভাগাং ইতি ভাবঃ) ‘পাতু’ (পালয়তু, রক্ষতু ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মম হৃদ্বিহিত গুদস্ব! ‘মনোজবাঃ’ (মনোবৎগতিশীলঃ, প্রকৃষ্টমনশীলঃ, হৃদ্বি অধিষ্ঠিতঃ সন্—ভগবান ইতি ভাবঃ) ‘পিতৃভিঃ’ (পিতৃগুণৈঃ, স্নেহকরুণামায়াভিঃ স্বকীয়ভিঃ বিভূতিভিঃ ইত্যর্থঃ) ‘জা’ (জাং) ‘দক্ষিণতঃ’ (দক্ষিণস্থানং দিশি, দক্ষিণভাগাং ইতি যাবৎ) ‘পাতু’ (রক্ষতু, পরিব্রাজতু ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মম হৃদ্বিহিত গুদস্ব! ‘প্রচেতাঃ’ (প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্নঃ, চৈতন্ত্বস্বরূপঃ চিন্ময়ঃ ভগবান ইতি ভাবঃ) ‘রুদ্রৈঃ’ (শরুৎসংহারকৈঃ উগ্রৈঃ প্রভাবৈঃ, কঠোরভাবপন্নভিঃ স্বকীয়ভিঃ বিভূতিভিঃ ইত্যর্থঃ) ‘জা’ (জাং) ‘পশ্চাৎ’ (পশ্চিমায়াং দিশি, পশ্চাৎ ভাগাং ইতি ভাবঃ) ‘পাতু’ (রক্ষতু, পরিব্রাজতু ইতি ভাবঃ)।

(ঘ) হে মম হৃদ্বিহিত গুদস্ব! ‘বিশ্বকর্মা’ (নিখিলকর্ম্মকুশলঃ, নিখিলকর্মাণাং আধিপত্যভূতঃ, সৰ্ব্বকর্ম্মতত্ত্ববিৎ ভগবান ইতি ভাবঃ) ‘আদিত্যৈঃ’ (অজ্ঞানতানাসনৈকৈঃ প্রভাবৈঃ তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িকাভিঃ স্বকীয়ভিঃ বিভূতিভিঃ ইতি ভাবঃ) ‘জা’ (জাং) ‘উত্তরতঃ’ (উত্তরস্থানং দিশি, বামভাগাং ইতি যাবৎ) ‘পাতু’ (রক্ষতু, পরিব্রাজতু ইতি ভাবঃ)।

মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সৰ্ব্বাভিঃ বিভূতিভিঃ পরিবৃত্তঃ সন ভগবান হৃদ্বি অধিষ্ঠিতু কৃষ্ণ সৰ্ব্বান্ন দিক্ষু মাং সৰ্ব্বতোভাবেন রক্ষতু পরিব্রাজতু চ।

৭। (ক) হে গুদস্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং ‘সিংহী’ (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্ন, সৰ্ব্বশক্তিশালিনী সৰ্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ ‘সপত্নসাহী’ (বহিরন্তঃশক্রণাং—রিপূরূপাণাং লোভমোহপ্রলোভনাদৌনাঞ্চ অভিভবিত্রী ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অন্তঃকর্ম্মশক্তিলভায় স্বাং ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি, আবাহয়ামি—হৃদ্বি ধারয়ামি বা; অসিদ্ধং ব্রহ্মতমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। সঙ্কল্পমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। ভক্ত্যা ভগবৎপূজনসামর্থ্যং লভেমহি ইত্যব্যং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(খ) হে শুদ্ধস্বাদীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! ‘সিংহী’ (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্ন, সৰ্ব্বশক্তিশালিনী সৰ্ব্বশক্তেরাধাতৃত্ব বা) অপিচ ‘স্বপ্রজাবনিঃ’ (সত্ত্বাবানং সংজনয়িত্রী) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ সত্ত্বাবজননায় স্বাং ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি, আবাহয়ামি—হৃদি ধারয়ামি বা ইতি ভাবঃ; সূহৃতং সূসিদ্ধমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বাবলাভায় সাধকস্ত সঙ্কল্পঃ অত্র বর্ততে। প্রার্থনায়্যাঃ ভাবঃ—হে দেবি! মাং সত্ত্বাবং পরমার্থক বিধেহি।

(গ) হে মম শুদ্ধস্বাদীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং ‘সিংহী’ (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্ন, সৰ্ব্বশক্তিশালিনী সৰ্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ ‘আদিত্যবনিঃ’ (প্রজ্ঞানময়ী বিবেক-রূপিণী ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ প্রজ্ঞানলাভায় স্বাং ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ আবাহয়ামি, উদ্বোধয়ামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ; সূসিদ্ধমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। অয়মপি সঙ্কল্পমূলকঃ। অত্র প্রজ্ঞানলাভায় সাধকঃ ভগবদনুগ্রহং কাময়তে।

(ঘ) হে শুদ্ধস্বাদীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং ‘সিংহী’ (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্ন, সৰ্ব্বশক্তিশালিনী সৰ্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি ইত্যর্থঃ); অতঃ স্বশক্ত্যা স্বং ‘দেবয়তে’ (দেবতাবানং প্রার্থনাপরায়ণে) ‘যজমানায়’ (যজমানস্ত মম উপকারার্থং—শরণাগতস্ত মম অভীষ্টপূরণায় ইতি ভাবঃ) ‘দেবান্’ (দেবতাবান্ - শুদ্ধস্বাদ্ ইতি যাবৎ) ‘আবহ’ (আনয়, প্রতিষ্ঠাপয় - মম হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সত্ত্বাব-সঙ্কল্পায় সাধকস্ত সঙ্কল্পঃ সূচয়তি। প্রার্থনায়্যাঃ ভাবঃ—হে দেবি! যেনাহং সত্ত্বাবাধিকারী ভবেম তৎ বিধেহি।

(চ) হে শুদ্ধস্বাদীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ‘ভূতেভ্যঃ’ (ভূতানাং লোকানাং বা পালনায়, জগদ্রূপকারায়, বিশ্বসেবায় ইতি ভাবঃ) ‘স্বা’ (স্বাং) ‘স্বাহা’ স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি, উদ্বোধয়ামি ইতি শেষঃ; সূহৃতং সূসিদ্ধং অস্ত মমামুষ্ঠানং)। অত্র লোকহিতার্থং সঙ্কল্পঃ বর্ততে। জগতাং উপকারায় বিশ্বসেবায় চ অহং হৃদগতং শুদ্ধস্বাবিমিশ্রং ভক্তিং নিয়োজয়ামি—ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ।

২। হে ভগবন্! স্বং ‘বিশ্বায়ুঃ’ (বিশ্বেষাং সর্বেষাং আয়ুঃস্বরূপঃ, জীবনং ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ স্বং ‘পৃথিবীং’ (আধারক্ষেত্রং—মম সদবৃত্তিমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু)। মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ অবিচলিতেন মনসা সদবৃত্তিং সঙ্কল্প্যাম—ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অগ্নিন্ মন্ত্রে বর্ততে।

১০। হে মম হরিত্রিত শুদ্ধস্ব! স্বং ‘ঋবক্ষিৎ’ (সত্যে সংস্বরূপে বা বাসয়িতা, অথবা সত্যস্ত সংস্বরূপস্ত বা আধারভূতঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ স্বং ‘অস্তরিক্ষং’ (অস্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং মম সংকল্পমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ীকুরু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মন্ত্যার্থস্ত—হে দেব! মাং সংকল্পসাধনসামর্থ্যং বিধেহি।

১১। হে মম হরিত্রিত শুদ্ধস্ব! স্বং ‘অচ্যুতক্ষিৎ’ (বিনাশরহিতে ভগবতি নিবসয়িতা, অথবা পরব্রহ্মণঃ আধারস্বরূপঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ স্বং ‘দিবং’ (মম হৃদরূপং দেবস্থানং, পরমস্বধর্মমূলমিতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ীকুরু)। শুদ্ধস্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। তৎ হি

পরমস্বর্গনিদানঃ । যেনাহং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরমস্বর্গনিদানং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি, হে দেব !
তদ্বিধেহি—ইতোবং প্রার্থনা অত্র বর্ততে ।

১২। হে মম হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং ‘অগ্নেঃ’ (প্রজ্ঞানরূপস্ত ভগবতঃ, যদ্বা—
—আত্মদৃষ্টেঃ, জ্ঞানদৃষ্টেঃ বা ইত্যর্থঃ) ‘তন্ম’ (ভাসকং, প্রকাশকং ইত্যর্থঃ) ‘অসি’
(ভবসি) ; তথা ত্বং ‘অগ্নেঃ’ (প্রজ্ঞানাদারস্ত ভগবতঃ, যদ্বা—আত্মদৃষ্টেঃ অন্তর্দৃষ্টেঃ বা)
‘পূরীষং’ (পূরকং, পূর্ণতাসাধকঃ) ‘অসি’ (ভবসি) । অতঃ মাং পূর্ণজ্ঞানং দেহি ইতি
প্রার্থনা । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১২ অনুবাক) ।

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

১। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বাস্তীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আমাকে অনুগ্রহ
করিবার নিমিত্ত (অথবা আমার সম্বন্ধে) দারিদ্র্য-ছুঃখনাশিনী অথবা পরম-
ধনপ্রদাত্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠধন-সমূহের আধার-স্বরূপা হও । (অতএব
আমাকে মোক্ষরূপ পরমধন প্রদান কর) ।

(খ) পুনশ্চ, হে শুদ্ধসত্ত্বাস্তীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! তুমি আমাকে
অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত (অথবা আমার সম্বন্ধে) পাপ-তাপ-নাশিনী
অথবা পাপ-সন্তপ্তদিগের আশ্রয়ভূতা হও । (অর্থাৎ আমাকে পাপ
হইতে রক্ষা বা পরিত্রাণ কর) ।

(গ) অতএব (হে ভক্তিরূপিণি দেবি !) তুমি আমাকে দারিদ্র্যছুঃখ
হইতে অর্থাৎ পাপ-প্রভাব হইতে আমাকে রক্ষা কর বা পরিত্রাণ কর ।
(অর্থাৎ পাপে যেন আমি অভিভূত না হই, তাহাই কর) ।

(ঘ) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বাস্তীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আমাকে পাপ-
ভয় হইতে অথবা পাপ-প্রলোভনাদি-জনিত পদস্থলন হইতে অথবা পাপ-
সম্মোহ হইতে আমাকে রক্ষা অর্থাৎ পরিত্রাণ কর ।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পাপসন্তাপ-
হারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি ! তুমি আমাকে পাপ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যূত কর
এবং মোক্ষপথে স্থাপন কর) ।

২। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! নভঃ-সংজ্ঞ অর্থাৎ ত্বদধিষ্ঠিত অথবা
হৃদ্রূপ-নভোদেশে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবান তোমাকে অবগত হউন
অর্থাৎ গ্রহণ করুন ।

হ্যালোকস্বাক্ষাশবর্ণিমেষমিব গ্রন্থং ভিক্তি ভিন্নং কুরু । দিব্যস্ত দিবি ভবন্তোদন উদকস্ত সমৃদ্ধিং নোহস্রত্যং দেহি । ঈশানঃ সমর্থস্তং দৃতিং বিসৃজ্য জলবিধায়কং দৃতিসমানং মেঘং বিসৃজ ॥

অথ বিধন্তে—“পশবো বা এতে যদাদিত্য এষ রুদ্রো যদগ্নিরোধীঃ প্রোক্তাণ্যাদিত্যং জুহোতি ক্ষত্রাদেব পশুনস্তদধাত্যাথো ওষধীষেব পশুন্ প্রতি ঠাপয়তি” ইতি । আদিত্যগ্রহ ইতি যদেতে পশবো বৈ তস্ত পশুপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ । অগ্নিরতি যদেয ক্রুরো দেবস্তস্ম্যংক্রোধ্যপরিহার্যায়াদ্যাদ্যোধীঃ প্রাক্ষিপ্য পশ্চাদাদিত্যগ্রহং জুহোতি । তথা সতি রুদ্ররূপায়সকাশাদাদিত্যগ্রহরূপান্ পশুনস্তদ্বিতানেব কৰোতি । কিং চৌষধীষেবাহদিত্যগ্রহরূপান্ পশুন্ প্রতিষ্ঠিতান্ কৰোতি ॥

কল্পঃ—“কবির্যজ্ঞস্ত বি তনোতি পহ্নামিতি গ্রহং কৃৎবা” ইতি ।

পাঠান্ত—“কবির্যজ্ঞস্ত বি তনোতি পহ্নাং নাকস্ত পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ । যেন হব্যং বহসি যাসি দূত ইতঃ প্রচেতা অমৃতঃ সনৌয়ান্” ইতি । যজ্ঞস্ত কবির্কিমানয়মাদিত্যগ্রহো নাকস্ত পহ্নাং বিতনোতি স্বর্গস্ত মার্গং বিতনোতি বিস্তুতং কৰোতি । কুত্রেতি তদ্ব্যচ্যেত—অধিরোচন অধিকোন ভাসমানো দিবঃ পৃষ্ঠে হ্যালোকস্তোপরি । হেহং যেন পথা হব্যং বহসি দেবানান্ দূতস্ত্বভিতো নির্গত্য যেন পথা যাসি তাদৃশং পহ্নানং বিতনোত্যৌত পূর্নজ্ঞাঃষঃ । কীদৃশো দূতঃ, প্রকর্ষণে চেষতে কৰ্ম্মানুষ্ঠাতারং জানাতীতি প্রচেতাঃ । অমৃতোহমৃগ্নস্বর্গে সনৌয়ানতিশয়েন কলস্ত দাতা ॥

কল্পঃ—“যান্তে বিধাঃ সমিধঃ সন্ত্যগ্ন ইতি দর্ভানাহবনৌয়ে প্রোক্ত” ইতি ।

পাঠান্ত—“যান্তে বিধাঃ সমিধঃ সন্ত্যগ্নে যাঃ পৃথিব্যাং বহিষি সূর্য্যো যাঃ । তান্তে গচ্ছস্বাহতিং স্তুতস্ত দেবায়তে যজমানায় শর্শ্ব” ইতি । হেহং যেন দীপ্তয়াঃ সমিধঃ সম্যগপ্যমানা আশা যাঃ সন্তি তা এব বিশেষাকারেণোচ্যন্তে—পৃথিব্যাং ভূলোকে বহিষি যজ্ঞদেশে বা দীপ্তয়ঃ সন্তি সূর্য্যো চ গা দীপ্তয়ঃ সন্তি তে ওদীয়াস্বা দীপ্তয়ো স্তুতস্তাহতীর্গচ্ছন্ত প্রাপ্নুবন্ত । দেবানায়ান ইচ্ছতীতি দেবায়ন্তেষ্টে দেবায়তে যজমানায় শর্শ্ব স্ত্বং প্রযচ্ছন্ত । আদিত্যগ্রহবিষয়ান্ত এতে মন্ত্রাঃ কদা চন স্তরীয়াস্তানুবাচাদৃক্ষং দ্রষ্টব্যঃ ॥

অথ কল্পে—“যুগং যজমান উপতিষ্ঠতে নমঃ স্বরুভ্যঃ” ইত্যুপক্রম্যন্তে পঠিতম্—“আশাসানঃ সুরীর্ধামিতি চোপহ্বায়” ইতি ।

পাঠান্ত—“আশাসানঃ সুরীর্ধ্যা ৬ ৮ রায়স্পোষ ৬ ৮ স্বশ্বিরম্ । বৃহস্পতিনা রায় স্বগাক্তো ময়ং যজমানায় তিষ্ঠ ।” ইতি । হে যুগং যজমানায় ময়ং রায়স্পোষাশাসানতিষ্ঠ । কীদৃশং পোষং, সুরীর্ধ্যা শোভনেন ভোগসামর্থ্যেনোপেতং স্বশ্বিরম্ শোভনৈরশ্বরূপেতম্ । কীদৃশো যুগঃ, বৃহস্পতিনা দেবেন রায়ান্তেনেকধননিমিত্তং স্বগাক্তো যজমানস্ত স্বগতো যথা ভবতি তথা কৃতঃ । সৌহর্যং ময়ঃ পশুপ্রকরণগতং সমুদ্রং গচ্ছন্তানুবাচাদৃক্ষং দ্রষ্টব্যঃ ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ । সূর্য্যো তৃতীয়সবন আদিত্যগ্রহহস্তকঃ । উত্তিষ্ঠেদহমিত্যস্ত্রাৎ স্বাশ্বায়রভতে গ্রহম্ ॥ আ সমু চ্যাবধেদভৈরুদ্রং বৃষ্টার্থিহোমকঃ । কবির্হিরেনপুং যান্তে বহৌ প্রোক্ততি দর্ভকান্ ॥ আশা যুগোপস্থিতিঃ স্ত্রাৎ সপ্ত মন্ত্রা ইহেহ্নিতাঃ ।

ইতি শ্রীমৎসারণাচাৰ্য্যাবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীকৃতৈস্তরীম-

সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চমোহনুবাচকঃ ॥ ১ ॥

ষষ্ঠঃ মন্ত্রঃ ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । ষষ্ঠোঃ চুবাং : ।)

সং ত্বা নহামি পয়সা যুতেন সং ত্বা নহাম্যপ ওষধীভিঃ ।

সং ত্বা নহামি প্রজয়াহমমৃত সা দীক্ষিতা সনবো বাজমশ্বে ।

প্রৈতু ব্রহ্মণস্পত্নী বেদিং বর্ধন সীদতু । অথাহমলুকামিনী

ষে লোকে বিশা ইহ । সুপ্রজসস্তা বয়ং সুপত্নারূপ

সোদম । অগ্রে সপত্নদন্তনমদকাসো অদাভ্যম । ইমং কি

ত্বামি বরুণস্ত পাশম্ যমবদ্বীত সবিতা হুকেতঃ । ধাতুশ্চ

যোনৌ হুতস্ত লোকে স্তোনং মে সহ পত্যা করোমি ।

প্রোতাদেহ্যতস্ত বামীরম্মগিস্তেহগ্রং নয়হুদিত্তিগ্নধ্যং দদতাম্

কুত্ৰাবশ্যকীহসি যুবা নাম মা মা হি সীর্ষহুতো কুদ্রেভ্য

আদিত্যেভ্যো বিবেভ্যো বো দেবেভ্যঃ পম্বেজনীর্গঙ্গামি যজ্ঞান

বঃ পম্বেজনীঃ সাদয়ামি বিশ্বস্ত তে বিশ্বাবতো বৃষ্ণিযাবতঃ

তবাগ্নে বামীরগ্নু সন্দংশি বিশ্বা রেতাংসি ধিবীয়াগন্দেবাগ্ন্যজ্ঞে

নি দেবীর্দেবেভ্যো যজ্ঞমশিমমগ্নিনুৎস্থতি যজমান আশিষঃ

স্বাহাকৃতাঃ সমুদ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বমা তিষ্ঠতানু । বাতস্ত

শত্মমিড ঈড়িতাঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

সমিতি । স্বা । নহামি । পয়সা । যুতেন । সমিতি । স্বা । নহামি । অপঃ ॥

ওষধীভিরিত্যেযধি—ভিঃ । সমিতি । স্বা । নহামি । প্রজয়েতি প্র—জয়া ॥

অহম্ । অস্ত । সা । দীক্ষিতা । সনবৎ । বাজম্ । অগ্নে ইতি । প্রেতি । এতু ॥

ব্রহ্মণঃ । পয়সী । বেদিস্তু । বশেন । সীদতু । অথ । অহম্ । অহুক্যামিনীতাহ—

কামিনী । যো । লোকে । বিনৈ । ইহ । সুপ্রজস ইতি সু—প্রজসঃ ॥

যা । বয়ম্ । সুপত্নীরিতি স্ব—পত্নীঃ । উপেতি । সেদিম । অয়ে । সপত্নদন্তন-

মিতি সপত্ন—দন্তনম্ । অদক্ষাগঃ । অদাত্যম্ । ইমম । বীতি । স্যামি ।

বরুণস্য । পাশম্ । বম্ । অবজীত । সবিতা । স্নকেত ইতি স্ব—কেতঃ ।

ধাতুঃ । চ । যোনৌ । স্কৃতততেতি স্ব—কৃতন্ত । লোকে । স্তোনম্ । মে ।

সহ । পত্যা । করোমি । প্রোত । ইহি । উদেহীত্যাং—এহি । ক্ষতস্য । বামীঃ ॥

অধিতি । অগ্নিঃ । তে । অগ্নম্ । নয়তু । অদ্বিতিঃ । মধ্যম্ । দদতাম্ ।

কৃদ্রাবস্থষ্টেতি কৃদ্র—অবস্থষ্টা । অসি । যুবা । নাম । মা । মা । হি—সীঃ ।

বহুভ্য ইতি বহু—ভ্যঃ । রুদ্রেভ্যঃ । আদিত্যেভ্যঃ । বিষ্ণেভ্যঃ । বঃ । দেবেভ্যঃ ।

পরেজনীরিতি পং—নেজনীঃ । গৃহ্যাম । যজাম । বঃ । পরেজনীরিতি পং—

নেজনীঃ । সাদয়ামি । বিশ্বস্য । তে । বিশ্বাবত ইতি বিশ্ব—বতঃ । বুধিষ্যাবত

ইতি বুধিষ—বতঃ । তব । অয়ে । বামীঃ । অদ্বিতি । সন্দীশীতি সং—দুশি ।

বিশ্বা । মেতা—সি । ধিবীয় । অগ্নন্ । দেবান্ । যজঃ । নীতি । দেবীঃ ।

দেবেভ্যঃ । যজ্ঞম্ । অশিষন্ । অগ্নিন্ । সূষতি । যজ্ঞমানে । অশিষ ইত্যঃ ।

—শিষঃ । স্বাহাকৃত্য ইতি স্বাহা—কৃত্যঃ । সমুদ্রেষ্ঠা ইতি সমুদ্রে—স্থাঃ । পক্ষর্বন্ ।

এতি । তিষ্ঠত । অম্ । বাতস্য । পল্লন্ । ইডঃ । ঈড়িতাঃ ॥ ৩ ॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (সাংখ্যচার্য্যাকৃতং) ।

আদিত্যগ্রহমহা যে তে পঞ্চম উদীরিতাঃ ॥ অথ যষ্ঠেহম্ববাকৈ পত্নীবিষয়া মন্ত্রা উচ্যন্তে ।

কল্পঃ—“অত্র দর্শপূর্ণমাসবৎ পত্নী ৮ সন্নহতি সং ত্বা নহ্যমীতি বিকারঃ” ইতি ॥

পাঠ্য—“সং ত্বা নহ্যামি পয়সা যুতেন সং ত্বা নহ্যাপ ওষধীভিঃ । সং ত্বা নহ্যামি প্রজয়াই-
হমন্ত সা দীক্ষিতা সনবো বাজমশ্বে” ইতি । হে পত্নি ত্বাং পয়সা যুতেন চ নিমিত্তভুতেন সন্নহ্যামি
তদ্ব্যভ্রসিদ্ধার্থং সমাগোৎক্রেণ বধ্যামি । তথোষধীভিঃ সহিতা অপ উদ্ভিশ্য তদ্ব্যভ্রসিদ্ধার্থং ত্বাং
সন্নহ্যামি । প্রজয়া নিমিত্তভুতয়াহমধ্বর্গ্যুরত্মাঙ্গিন কৰ্ম্মণি ত্বাং সন্নহ্যামি । অশ্বে অশ্বান্
বাজমন্তঃ সনবঃ সনিতুং দাতুং সা পত্নী দীক্ষিতা ভবতু ॥

কল্পঃ—“প্রেতু ব্রহ্মণস্পত্নীতি প্রতিপ্রস্তাতা পত্নীমুদানয়তি” ইতি ।

পাঠ্য—“প্রেতু ব্রহ্মণস্পত্নী বেদিং বর্ণেন সীদতু” ইতি । ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্ত যজ্ঞমানস্ত পত্নী
প্রেতু পত্নীশালায়া নির্গত্য প্রকর্ষণে গচ্ছতু গতা প্রাপ্নোতু ॥

কল্পঃ—“অথাহমমুকামিনীতি পত্নী শালামুখীমুপোপবিষ্ঠা” ইতি ।

পাঠ্য—“অথাহমমুকামিনী শ্বে লোকে বিশা ইহ” ইতি । অথাহমিহ শ্বে লোকে স্থানে
বিশা উপাবশামি । কীদৃশী, অমুকামিনী যজ্ঞমানস্তাহমুক্যং কাময়মানা ।

কল্পঃ—“সুপ্রজসস্তা বয়মিতি জপতি” ইতি ।

পাঠ্য—“সুপ্রজসস্তা বয় ৮ সুপত্নীরূপে সেদিম । অগ্রে সপত্নদন্তনমদকাসো অদাতাম্ ॥”
ইতি । তেহগ্রে সুপ্রজসঃ শোভনাপত্যাঃ সুপত্নীর্দৃশ্যপ্ত্যো বয়মদকাসঃ কেনাপ্যতিরিক্ততাঃ
সত্যস্বামুপসেদিম তব সমীপ উপবিষ্টাঃ স্বঃ । কীদৃশং ত্বাং, সপত্নদন্তনং বৈরিনাশকম্ ।
অদাত্যং কেনাপ্যতিরিক্তার্থ্যম্ ।

কল্পঃ—“বিচচ্ ত ইমং বি শ্যামীতি পত্নী যোংক্রম” ইতি ।

পাঠ্য—“ইমং বি শ্যামি বরুণস্ত পাশং যমবদ্রীত সবিতা স্নকেতঃ । দাতৃশ্চ যোনৌ
স্নকুস্ত লোকে শ্রোনং মে সহ পত্যা করোমি” ইতি । স্নকেতঃ শোভনজ্ঞানযুক্তঃ সবিতা
প্রেরকোহস্ত্যামী যং যোংক্রমং বরুণস্ত পাশং পূৰ্ব্বমবদ্রীত তমিমে বিশ্যামি বিমুঞ্চামি ।

ভতঃ স্কৃত্তস্ত ফলভূত উত্তমে লোকে ধাতুশ্চ পরমেশ্বরস্ত যোনৌ স্থানে পত্যা সহ মে স্তোনং
সুখং কৰোমি ॥

কল্পঃ—“প্রোহাদেহীতি নেষ্টা পত্নীমদানয়তি” ইতি ।

পাঠান্ত—“প্রোহাদেহ্যভতস্ত বামীরশ্বগ্নিস্তেহগ্রং নয়ত্তদিতিস্থিৎ দদতা ৯ কদ্রাবস্থষ্টাহসি যুবা
নাম মা মা হি ৬ সীঃ” ইতি । হে পত্নি প্রোহি শালামুখীয়স্থানিগ্নিত্য পন্নেন্নীরপ আনেতুং
প্রকর্ষণে গচ্ছোদেহি বিলম্ববক্ত্বোখায় গচ্ছ । স্বতস্ত বামীর্যজ্ঞস্ত প্রেক্ষকোহয়মগ্নিস্তে
গমনমমুমন্তমানোহগ্রং নয়ত পুরতঃ প্রেরয়তু । অদিতিত্ত্বমিশ্চ মধ্যং দদতাম্, উভয়োঃ
পার্শ্বয়োর্মধ্যেহবস্থিতঃ মার্গং প্রবক্ষতু । স্বং চ কদ্রাবস্থষ্টাহসি ক্রুরেণোপদ্রবকারিণা দেবেন
বিস্কতাহসি । অতো যুবা নামাসি যুবতির্কা বাধকেভ্যঃ পৃথগ্ভূতা বাহসি । ইখমাকারয়ন্তং
মাং নেষ্টারং মা হিংসীর্থা বাধস্ব ॥

কল্পঃ—“পন্নেন্নীর্গৃহ্মাতি প্রত্যঙ্ক্ৰিষ্ঠস্তী বহুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিতোভ্য ইতি” ইতি ।

পাঠান্ত—“বহুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিতোভ্যো বিখেভ্যো বো দেবেভ্যঃ পন্নেন্নীর্গৃহ্মাতি যজ্ঞায় বঃ
পন্নেন্নীঃ” ইতি । ৫ আপো যো যুয়ান্ পন্নেন্নীর্গৃহ্মামি । কিমর্থং, বহ্বাদিদেবগ্নীতার্থম্ ।
কিক, যজ্ঞার্থমপি পন্নেন্নীর্কৌ গৃহ্মামি ॥

“সাদয়ামি” কল্পঃ—“পত্নী পন্নেন্নীঃ সাদয়তি প্রত্যঙ্ক্ৰিষ্ঠস্তী বহুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিতোভ্য
ইতি” ইতি । অত্র সাদয়ামীতোভাবান্নাতো মন্তঃ । তস্ত চ শেষেহেন বহুভ্য ইত্যাদিকং
গৃহ্মামীতিপদব্যতিরক্তং সর্কমতুযজ্য পূর্ববধ্যাখ্যোয়ম্ ।

কল্পঃ—“বিশ্বত তে বিশ্বাবত ইতি হিংকারমন্দপাত্না পত্নীং সংখ্যাপয়তি” ইতি । হিংকার-
মুচ্চাধ্যানস্তরমুচ্চাভা যথা পত্নীং পশুতি তথাহধ্বর্য়ুরিমং মন্তমুচ্চারয়ন্ প্রদর্শয়েদিতিার্থঃ ॥

পাঠান্ত—“বিশ্বত তে বিশ্বাবতো বৃক্ষিষ্যাবতস্তবাগ্রে বামীরতু সন্দৃশি বিশ্বা রেতাং ৬ সি ধিবীর”
ইতি । হেহগ্রে বিশ্বত তে সন্দৃশি বিশ্বাত্মকস্ত তব কটাকবীক্ষেণ সতি তথা বিশ্বমস্তাত্তীতি
বিশ্বাবান্ । বৃক্ষিষং বলমস্তাত্তীতি বৃক্ষিষ্যাবান, তাদৃশস্ত তব বীক্ষেণে সতি বামীরেন্নীর্যস্তাঃ ঠানস্ত
প্রবর্তকোহং বিশ্বা রেতাংসি বহুপুত্রকামগানি সর্কাণ্যপি বীর্থাণি ধিবীয়াতুক্রমেণ পত্ন্যাং
স্থাপয়েম ॥

কল্পঃ—“অগন্দেহানিতি চ পত্ন্যপ উপপ্রবর্তয়তি” ইতি ।

পাঠান্ত—“অগন্দেব ভজো নি দেবীর্দেবেভ্যো যজ্ঞমশিবরশ্মিনুংসুযতি যজমান আশিষঃ
স্বাহাকৃতাঃ সমুদ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বমা তিষ্ঠতাহু । বাতস্ত পশ্যমিড় ঈড়িতাঃ” ইতি । অয়ং যজ্ঞো
দেবানগন্ প্রাপ্নোৎ । দেবীর্ভোক্তমানো আপো দেবেভ্যোহয়দীয়ং যজ্ঞং নিতরামশিবরশ্মিপষ্ট-
মুক্তবত্যাঃ । অশ্মিভজ্যমানে সুষতি সোমাত্তিষবং কুরুতি স্বাহাকৃতাঃ স্বাহাকারেণ সম্পাদিতাঃ
সমুদ্রসমানে অর্গেহবাস্বিতা আশিষঃ ফলবিশেষা যে সম্প্রজ্ঞস্তে তে সর্বেহপ্যাতুক্রমেণ গন্ধর্ব্বং পত্ন্যা
মম গন্ধর্ব্ববং প্রিয়ং যজমানমাত্তিষ্ঠত প্রাপ্নুবন্ত । বাতস্ত যজ্ঞপ্রবর্তকস্ত বায়োঃ । “বাতাদ্বা
অধ্বর্য়ুর্যজ্ঞঃ প্রযুক্তো” ইত্যত্রাহয়তাম্ । তস্ত বায়োঃ পশ্বনুপতনে প্রেরণে সতীড়ঃ ফলসাদন-
ভূতাঃ স্তোত্রবিশেষা ঈড়িতা স্বাঙ্গতিঃ প্রযুক্তাঃ । তস্মাত্তৎফলং সর্বং যজমানঃ প্রাপ্নোত্বতি
তাৎপর্যার্থঃ । অত্র সং ভা নহানীত্যয়ং যোক্তবক্তৃমন্তো দীক্ষাপ্রকরণ ইন্দ্রস্ত যোনিয়দীতো

ভদ্রায়াত্মাং পূৰ্বে ঙ্গেভ্যঃ । তত্রৈবাথাং সূপ্রজস ইত্যেতৌ ঙ্গেভ্যো । ইমং বি দ্ব্যানীতি
মন্ত্ৰোহ্ণভৃথান্নবাক্যে দেবীরাপাঃ এষ ব ইত্যেতন্মাং পূৰ্বে ঙ্গেভ্যঃ । প্রেছ্যদেহীতি মন্ত্ৰো হ্ণদে
ভ্যেভ্যান্নবাক্যে দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যেতন্মাং পূৰ্বে ঙ্গেভ্যঃ । বহুভ্য ইতি গ্রহণসাদনমন্ত্ৰৌ
সমুদ্রস্ত বোহকিত্যা উন্নয় ইত্যেতন্মাদৃক্ ঙ্গেভ্যো ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহ—সং যা পত্ন্যাং যোক্তুবন্ধঃ প্রৈতু শালামুখে নয়েৎ । অথাহমুপ-
বিশ্রোষা সূপ্রজৈতি অপেদথ ॥ ইমং কালে যোংক্রমোকঃ প্রেহি পত্নীমুদানয়েৎ । বহু
পন্নৈজনীঃ পত্নী পৃহীষা তেন সাদয়েৎ ॥ বিশ্বস্ত পত্নীমুদনাত্ৰা সংখ্যাপরতি সা ত্বগন্ । অপঃ
প্রবর্তয়সু রাবত্ৰ মন্ত্ৰা দশ স্মৃতাঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসারগুণাচার্য্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠোহুত্ববাক্যঃ ॥ ৬ ॥

• • •

সপ্তমঃ মন্ত্ৰঃ ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । সপ্তমোহুত্ববাক্যঃ) ।

বট্‌টকারো বৈ গায়ত্রীয়ে শিরোহচ্ছিনত্‌শ্চৈ রসঃ পরাহপতৎ স
পৃথিবীং প্রাবিশৎ স খদিরোহভবত্‌শ্চ খাদিরঃ ক্ষুবো ভবতি
ছন্দসামেব রসেনাব দ্যতি সরসা অশ্বাহতয়ো ভবন্তি তৃতীয়-
শ্রামিতো দিবি সোম আসীত্তং গায়ত্র্যাহরত্‌শ্চ পৰ্ণমচ্ছিনত
তৎপর্ণোহভবত্‌তৎপর্ণশ্চ পৰ্ণত্বং যশ্চ পৰ্ণময়ী জুহুঃ ভবতি
সৌম্যা অশ্বাহতয়ো ভবন্তি জুষন্তেহশ্চ দেবা আছতীর্দেবা
বৈ ব্রহ্মবদন্ত তৎপর্ণ উপাশৃণোৎ স্ত্রবাবা বৈ নাম যশ্চ পৰ্ণ-

ময়ী জুহুর্ভবতি ন পাপং শ্লোকং শৃণোতি ব্রহ্ম বৈ পর্ণো

বিগ্নরুতোহমং বিগ্নরুতোহমথো যস্য পর্ণময়ী জুহুর্ভবত্যাশ্বথু-

পভৃহ্ন দ্ধগৈবাম্মব রুক্ষেহথো ব্রহ্ম এব বিশ্বেদ্যুহতি রাষ্ট্রং বৈ

পর্ণো বিডমথো যৎপর্ণময়ী জুহুর্ভবত্যাশ্বথুপভৃদ্রাষ্ট্রমেব

বিশ্বেদ্যুহতি প্রজাপতির্বা অজুহোৎ সা যদ্রাহত্বিঃ প্রত্যতিষ্ঠন্তো

বিকঙ্কত উদতিষ্ঠন্ততঃ প্রজা অসৃজত যস্য বৈকঙ্কতী

ঋবা ভবতি প্রত্যোবাস্তাহত্বয়ন্তিষ্ঠন্ত্যথো প্রৈব জায়ত এতদ্বৈ

ঋচাং রূপং যষ্টৈবৎ রূপাঃ ঋচো ভবন্তি সর্বাণ্যেবৈনং

রূপাণি পশুনামুপ তিষ্ঠন্তে নাস্তাপরূপমাত্মজায়তে ॥ ৭ ॥

পদ পাঠঃ ।

যযট্কার ইতি যযট্—কারঃ । যৈ । গায়ত্রিযৈ । শিরঃ । অজিনং । তষ্টে ।

রসঃ । পশ্নেতি অপতং । সঃ । পৃথিবীম্ । প্রেতি । অবিপং । সঃ । খদিপঃ ।

অভবৎ । যন্ত । খাদিরঃ । শ্রবঃ । ভবতি । ছন্দসাম্ । এব । রসেন । অবতি । ত্ততি । সরসা
 --- --

ইতি স—রসাঃ । অস্য । আহতয় ইত্যা—হতয়ঃ । ভবন্তি । তৃণীয়স্যাম্ । ইতঃ । দিবি ।
 -- --

সোমঃ । আসীৎ । তম্ । গায়ত্রী । এতি । অহরৎ । তন্ত । পৰ্ণম্ । অচ্ছিত্ত । তৎ ।
 -- --

পৰ্ণঃ । অভবৎ । তৎ । পৰ্ণস্য । পৰ্ণত্মিতি । পৰ্ণ—ত্ম । যস্য । পৰ্ণময়ীতি
 -- ---

পৰ্ণ—ময়ী । জুহুঃ । ভবতি । সৌম্যাঃ । অস্য । আহতয় ইত্যা—হতয়ঃ । ভবন্তি ।
 -- --

জুষ্টে । অস্য । দেবাঃ । আহতীরিত্যা—হতীঃ । দেবাঃ । বৈ । ব্রহ্মন্ ।
 -- --

অবদন্ত । তৎ । পৰ্ণঃ । উপেতি । অশৃণোৎ । অশ্রবা ইতি স্ব—শ্রবাঃ । বৈ ।
 --- --

নাম । যন্ত । পৰ্ণময়ীতি পৰ্ণ—ময়ী । জুহুঃ । ভবতি । ন । পাপম্ । শ্লোকম্ ।
 -- --

শৃণোতি । ব্রহ্ম । বৈ । পৰ্ণঃ । বিট । মরুতঃ । অন্নম্ । বিট । মারুতঃ ।
 --- --

অশ্বখঃ । যন্ত । পৰ্ণময়ীতি পৰ্ণ—ময়ী । জুহুঃ । ভবতি । আশ্বখী । উপতৃণিত্যাপ—
 -- --

ভৎ । ব্রহ্মণা । এব । অন্নম্ । অবতি । রন্ধে । অথো ইতি । ব্রহ্ম । এব ।
 -- --

বিশি । অধীতি । উহতি । রাষ্ট্রন্ । বৈ । পৰ্ণঃ । বিট । অশ্বখঃ । যৎ ।
 -- --

পূৰ্ণময়ীতি পূৰ্ণ—ময়ী । জুহুঃ । ভবতি । আশ্বখী । উপভূদিভূপ—ভূঃ ।

রাষ্ট্রম্ । এব । বিশি । অধীতি । উহতি । প্রজাপতিরতি প্রজা—পতিঃ । বৈঃ ।

অজুগোং । সা । যত্র । আহতিরিত্যা—হতিঃ । প্রত্যতিষ্ঠদিত প্রতি—অতিষ্ঠং ।

ততঃ । বিকঙ্কত ইতি বি—কঙ্কতঃ । উদিতি । অতিষ্ঠং । ততঃ । প্রজা

ইতি প্র—জাঃ । অম্বজত । যস্য । বৈকঙ্কতী । জ্বা । ভবতি । প্রতীতি ।

এব । অস্য । আহতয় ইত্যা—হতয়ঃ । তিষ্ঠন্তি । অথো ইতি । প্রেতি । এবা ।

জায়তে । এতং । বৈ । ক্ষ্যাম্ । রূপম্ । যস্য । এবচ্ কপা ইত্যেবং—রূপাঃ ।

ক্ষ্যঃ । ভবন্তি । সর্গাপি । এব । এনম্ । রূপাপি । পশুনাম্ । উপেতি ।

তিষ্ঠন্তে । ন । অস্য । অপরূপমিত্যপ—রূপম্ । আয়ন্ । জায়তে ॥ ৭ ॥

* . *

মন্ত্ৰভাষ্যং (সাংগাচার্যাকৃতং) ।

যষ্ঠোহম্বাকে সম্প্রোক্তা যোক্তৃ বক্রাদিমন্ত্ৰকাঃ । অথ সপ্তমেহম্বাকে দর্শপূর্ণমাসাভূতানাং
ক্ষ্যং বৃক্ষবিশেষা বিধীয়ন্তে ॥

তত্র ক্রধবৃক্ষং বিধন্তে—“বষট্কারো বৈ গায়ত্রিযৈ শিরোহচ্ছিনভন্তৌ রসঃ পরাহপতং ক্ষ
পৃথিবীং প্রাবিশং স খদিরোহভবত্তস্ত খাদিরঃ ক্ষবো ভবতি ছন্দসামেব রসেনাব ত্ততি সরসা
অস্তাহতয়ো ভবন্তি” ইতি । বষট্কারাভিমানী দেবঃ কেনাপি বিরোধেন গায়ত্রিয়াঃ শিরশ্চি-
চ্ছেদ, তদা তস্তা গায়ত্র্যাচ্ছিন্নপ্রদোক্ষলং ভূমৌ পতিত্বা খদিরো বৃক্ষোহভবৎ । অতঃ ক্ষবঃ

খাদিরঃ কর্তব্যঃ । তথা সতি ঋবেণ যজ্ঞদবগতি তৎসর্কং ছন্দোরসেনাবন্তং ভবতি । ততোহস্ত যজমানস্তাহতয়ঃ সরসা ভবন্তি ॥

অথ জুহ্বা বৃক্ষবিশেষং বিধতে—“তৃতীয়স্ত্রামিতো দিবি সোম আসীত্তং গায়ত্র্যাহরন্তস্ত পৰ্ণমচ্ছিত্ত তৎপর্ণোহতবন্তং পৰ্ণস্ত পৰ্ণং যস্ত পৰ্ণময়ী জুহুর্ভবতি সৌম্যা অস্তাহতয়ো ভবন্তি জুযন্তেষ্ট দেবা আহতীঃ” ইতি । ইতো ভুলোকাদারভ্য গণ্যমানো যো দ্বালোকস্ত্রীয়ো ভবতি তত্র সোমঃ পূৰ্বমাসীৎ । তং চ গায়ত্রী সমাহরৎ । আহরণপ্রকারঃ কঙ্কশ্চেত্যনুবাকে প্রাপকিতঃ । তস্তাহত্ৰিয়মাণস্ত সোমস্ত্রৈকং পৰ্ণং ভূমো পতিত্বা পলাশবৃক্ষাহতবৎ । পৰ্ণজন্ত্বাতস্ত বৃক্ষস্ত পৰ্ণনাম সম্পন্নম্ । তাদৃশেন পৰ্ণবৃক্ষেণ জুহুং নিষ্পাদয়েৎ । তথা সতি জুহ্বা হুয়মানা আহতয়ঃ সর্কাঃ সোমসম্বন্ধিত্বা ভবন্তি । দেবশ্চ তা আহতীঃ প্রীতিপূরঃসরা সেবন্তে ॥

তং পৰ্ণবৃক্ষং প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—“দেবা বৈ ব্রহ্মবদন্ত তৎপৰ্ণ উপাশৃণোৎ সূশ্রবা বৈ নাম যস্ত পৰ্ণময়ী জুহুর্ভবতি ন পাপ৬ শ্লোক৬ শৃণোতি” ইতি । যদা দেবা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে পরস্পরং সংবাদং রহসি কৃতবন্তস্তদানীং পৰ্ণবৃক্ষাভিমानी দেবন্তষ্মৃক্ষজায়ামুপবিষ্টানঃ দেবানাং বচনমশৃণোৎ । তস্মাৎ সূশ্রবা ইতি তন্ত নাম সম্পন্নম্ । যস্মাদয়ঃ বৃক্ষঃ সূশ্রবাতস্তাঙ্কুহাস্তায়ত্রে সতি যজমানঃ শোভনং স্ততিরূপমেব বাক্যং সর্কদা শৃণোতি নতু কদাচিদপি পাপং শ্লোকং নিন্দাচনং শৃণোতি ॥

অথ জুহ্বাঃ পৰ্ণময়ীত্বং দৃষ্টান্তার্থমনুবদন্ত পভৃতোহস্থবৃক্ষং বিধতে—“ব্রহ্ম বৈ পর্ণো বিথ্বকতো-হন্নং বিথ্বকতোহস্থথো যস্ত পৰ্ণময়ী জুহুর্ভবত্যাশ্বথুপভৃদ্বৃক্ষগৈবান্নমব কঙ্কেহথো ব্রহ্মৈব বিশ্রুধ্যতি” ইতি । দেবৈরুচ্যমানস্ত ব্রহ্মণঃ শ্রবণাৎ পৰ্ণবৃক্ষোহপি ব্রহ্মৈব বৈশ্রজ্যাত্যভি-মানিত্বেন মরুতাং সৃষ্টত্বান্নকতোহপি বিড়ুরুপাঃ । কৃষাদিপঠৈকৈশ্চৈঃ সম্পাদিতবাদন্নমপি মরুদ্রপম্ । “মরুতাং বা এতদোজো যদস্থঃ” ইতি শ্রবণাদস্থত্ব মারুতত্বম্ । এবং স্থিতে সতি যো যজমানো জুহুং পৰ্ণময়ীঃ কৰোতি স এবোপভৃতমাশ্বত্থ কুৰ্য্যাৎ । উভয়স্মিন কৃতে সতি জুহুরূপেণ ব্রহ্মগৈবাস্থত্বান্নমবাং মরুতাং বিড়ুপান্নমবরুজং ভবতি । কিঞ্চ, ব্রাহ্মজ্ঞাতি-মেব বৈশ্রজ্যতাবধিকত্বেন স্থাপয়তি ॥

তত্তত্তয়মপি প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—“রাষ্ট্রং বৈ পর্ণো বিডস্থথো যৎপৰ্ণময়ী জুহুর্ভবত্যাশ্বথু-পভৃদ্রাষ্ট্রমেব বিশ্রুধ্যতি” ইতি । পৰ্ণবৃক্ষস্বামিব্রাহ্মজ্ঞাতিনিবাসস্থানত্বে রাষ্ট্রত্বং পৰ্ণরূপত্বম্ । মরুদেবতারারাহস্থত্বাৎ বিড়ুপত্বম্ । অতঃ পূৰ্বোক্তরীত্যা জুহুপভৃতোৰ্কৃক্ষদ্বয়নিষ্পাদিতয়োঃ সত্যোৰ্কৃক্ষরূপং রাষ্ট্রমস্থত্বরূপায়াং বিশ্রুধিকত্বেন স্থাপিতং ভবতি ॥

অথ ধ্রুবায়া বিকঙ্কতবৃক্ষং বিধতে—“প্রজাপতিরী অজুহোং সা যত্রাহতিঃ প্রত্যতিষ্ঠন্ততো বিকঙ্কত উদতিষ্ঠন্ততঃ প্রজা অমৃজত যস্ত বৈকঙ্কতী ধ্রুবা ভবতি প্রত্যোবাস্তাহতয়ন্তিষ্ঠন্ত্যথো প্রৈব জায়তে” ইতি । প্রজাপতিনা পূৰ্বহতাহতির্ঘত্র স্থিতা তস্মাদ্বেশাদিকঙ্কতবৃক্ষ উপপত্তত । তস্মাদ্বিকঙ্কতাত্তজসাধনভূতাং প্রজা অমৃজত । তস্মাদ্ধ্রুবাং বৈকঙ্কতীঃ কুৰ্য্যাৎ । তথা সত্যস্ত যজমানস্তাহতয়ঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি । কিং চায়ং প্রজা উপাদয়তি ॥

অথ কৃষিধিমুপসংহরতি—“এতদৈ ঋচা৬ রূপং যষ্ট্রব৬ রূপাঃ ঋচো ভবন্তি সর্কাণ্যোবৈন৬ রূপাণি পশুনামুপ তিষ্ঠন্তে নাশ্যাপরূপমায়জায়তে” ইতি ॥ খাদিরত্বং পৰ্ণময়ীত্বমাশ্বত্বং বৈকঙ্কতত্বং

চেতি যদেতদেব ক্রমেণ স্রব্যাং স্রব জুহুপভদ্রবাপাং মুখাং স্বরূপম্ । তথা সতি যন্ত যজমানস্ত
স্রব এবংরূপা ভবন্তি, এনং যজমানং গবাস্বাদিরূপানি সর্বাণ্যপি প্রাপ্নুবন্তি । কিঞ্চাস্ত
যজমানস্তাহস্বান্ স্রোদরে কিঞ্চিদপ্যপত্যমপরূপং বিরুদ্ধস্বরূপোপেতং ন জায়তে, কিন্তু
সর্বমপ্যপতাং স্র্বরূপমেব জায়তে ॥

ইতি ত্রীমংসায়ণাচার্য্যাবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমোহনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

* * *

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । অষ্টমোহনুবাকঃ ।)

উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং

গৃহ্মামি দক্ষায় দক্ষবৃধে রাতং দেবেভ্যোহয়িজিহ্বেভ্যস্ত্বর্তায়ুভ্য

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠেভ্যো বরুণরাজভ্যো বাতাপিভ্যঃ পর্জন্মাত্ত্যো

দিবে ত্বাহন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বাহপেন্দ্র দ্বিমতো

মনোহপ জিজ্যাসতো জহপ যো নোহরাতীয়তি তং জহি

প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা সতে ত্বাহসতে ত্বাহদ্য-

স্রোষধীভ্যো বিণেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যো যতঃ প্রজা অকৃথিত্বা

অজায়ন্ত তস্মৈ স্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাবু জ্যোতিষ্মতে

জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমি ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

উপষামগৃহীত ইতুপযাম—গৃহীতঃ । অসি । প্রজাপতয় ইতি প্রজা—পতয়ে । স্বা ।

জ্যোতিষ্মতে । জ্যোতিষ্মন্তম্ । গুহামি । দক্ষায় । দক্ষবুধ ইতি দক্ষ—বুধে । রাতম্ ।

দেবেভ্যঃ । অগ্নিজিহ্বেভ্য ইত্যগ্নি—জিহ্বেভ্যঃ । স্বা । ঋতায়ুভ্য ইত্যায়ু—ভ্যঃ । ইন্দ্র-

জ্যেষ্ঠেভ্য ইতীন্দ্র—জ্যেষ্ঠেভ্যঃ । বরুণবাজ্রভ্য ইতি বরুণবাজ্র—ভ্যঃ । বাতাপিভ্য ইতি

বাতাপি—ভ্য । পর্জন্তাঋভ্য ইতি পর্জন্তাঋ—ভ্যঃ । দিবে । স্বা । অন্তরিক্ষায় । স্বা ।

পৃথিব্যে । স্বা । অপেতি । ইন্দ্র । দ্বিষতঃ । মনঃ । অপেতি । জিহ্ব্যাসতঃ ।

জহি । অপেতি । যঃ । নঃ । অরাতীয়তি । তম্ । জহি । প্রাণায়ৈতি প্র—

অনায় । স্বা । অপানায়ৈতাপ—অনায় । স্বা । ব্যানায়ৈতি বি—অনায় । স্বা ।

সতে । স্বা । অসতে । স্বা । অন্ত ইত্যং—ভ্যঃ । স্বা । ওষধীভ্য ইত্যোষধি—ভ্যঃ ।

বিষেভ্যঃ । ঙ্খা । তূতেভ্যঃ । যতঃ । প্রজা ইতি প্র—জাঃ । অক্খিত্রাঃ অজায়ন্ত ।

তস্মৈ । ঙ্খা । প্রজাপত্য ইতি প্রজা—পত্যে । বিভূদাবু ইতি বিভূ—দাবু ।

জ্যোতিষ্মতে । জ্যোতিষ্মন্তম্ । জুহোমি : ৮ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সাংগাচার্য-কৃতং) ।

ইষ্টাঙ্গানাং ঋচাং বৃক্ষাঃ সপ্তমে সমুদীরিতাঃ । অথাষ্টমে দধিগ্রহমগ্রা উচ্যন্তে ।

কল্পঃ—“উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে ঙ্খা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্মামীতি দধি গৃহীত্বা” ইতি ।

পাঠান্ত—“উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে ঙ্খা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্মামি দক্ষায় দক্ষবৃধে রাতং দেবেভ্যোহগ্নিজিহ্বেভ্যস্ত্বর্গায়ুভ্য ইন্দ্রজ্যোষ্টেভ্যো বরুণরাজ্যেভ্যো বাতাপিত্যঃ পর্জন্ত্যায়্যো দিবে ঙ্খাস্তরিক্ষায় ঙ্খা পৃথিবৌ ঙ্খা” ইতি । হে দধিগ্রহ, উপযামেন পার্শ্ববপাত্রেণ গৃহীতোহসি । জ্যোতিষ্মতে প্রজাপত্যে জ্যোতিষ্মন্তং ঙ্খা গৃহ্মামি । দক্ষান্ কশ্মকুশলাবর্জিত্যুতীতি দক্ষবৃধ তস্মৈ দক্ষবৃধে দক্ষায় দক্ষনাম্নে রাতং পূর্বং প্রজাপতিনা দন্তম্ । কিঞ্চ, দেবেভ্যো রাতং দন্তম্ । কৌদৃশেভ্যোহগ্নিজিহ্বেভ্যঃ, অগ্নিরেব জিহ্বা যেথাং তেহগ্নিজিহ্বাঃ । ঋতং সত্যমাশ্রন ইচ্ছন্তীত্যায়বঃ । ইন্দ্রো জ্যোষ্টো যেভাস্ত ইন্দ্রজ্যোষ্টাঃ । বরুণো রাজা যেথাং তে বরুণরাজানঃ । বাতং বায়ুমাশ্রু বন্তীতি বাতাপিনো বাবুহারা ইত্যর্থঃ । পর্জন্ত এবাং ঙ্খা যেথাং তে পর্জন্ত্যায়্যো বৃষ্টাদিসহিষ্ণব ইত্যর্থঃ । ঐদৃশেভ্যো দেবেভ্যো রাতং ঙ্খাং গৃহ্মামি । তথা দিবে দ্বালোকপ্রাপ্তার্থং ঙ্খাং গৃহ্মামি । এবমস্তরিক্ষায় ঙ্খা পৃথিবৌ ত্বৈতুভয়ং যোজাম্ ।

কল্পঃ—“অপেক্ষ দ্বিষতো মন ইতি হরতি” ইতি ।

পাঠান্ত—“অপেক্ষ দ্বিষতো মনোহপ জিজ্যাসত্তে জহপ যো নোহরাতীয়তি তং জহি” ইতি । ত্রিবিধো হি শত্রুর্দ্বিষজিজ্যাসন্নরাতীয়ঃশেচতি । যজমানস্ত বিজ্ঞমানং দ্রব্যাদিকং যো বিনাশয়তি স দ্বিষন্নিত্যুচ্যতে যন্ত দ্রব্যমপহর্তুং শক্ভোহপান্ত বয়োহানিং মরণমেবেচ্ছতি স জিজ্যাসন্নিত্যুচ্যতে । রাতীর্দানমরাতিরদানং তদাশ্রন ইচ্ছতি দেয়ত্বেন প্রাপ্তং কিমপি ন দদাতীত্যর্থঃ । তাদৃশোহরাতীয়ন্নিত্যুচ্যতে হে ইন্দ্র ঙ্খং দ্বিষতঃ শত্রোর্শনোহপজহি । তথা জিজ্যাসত্তঃ শত্রোর্শনোহপজহি । তথা যো নোহরাকমরাতিমিচ্ছতি তমপজহি ॥

কল্পঃ—“প্রাণায় ঙ্খাপানায় ত্বৈতি জুহোতি” ইতি ।

পাঠান্ত—“প্রাণায় ঙ্খাপানায় ঙ্খা ব্যানায় ঙ্খা সতে ঙ্খাসতে ঙ্খাভ্যক্তৌষধীভ্যো বিধেভ্যো তূতেভ্যো যতঃ প্রজা অক্খিত্রা অজায়ন্ত তস্মৈ ঙ্খা প্রজাপত্যে বিভূদাবু জ্যোতিষ্মতে

জ্যোতিষন্তং জুহোমি” ইতি ॥ হে দধিগ্রহ প্রাণায় প্রাণপ্রীত্য ত্বাং জুহোমি । এবমপানায় ত্ব্যেতাদিষু যাজাম্ । প্রাণ উৰ্দ্ধবৃত্তিঃ । অপানোহবাস্ত্বিত্তিঃ । ব্যানো মধ্যবৃত্তিঃ শাস্ত্রীয়মার্গব পুরুষঃ সংস্তুদ্বিপরীতোহসন্ । আপ ওষধয়শ্চ প্রসিদ্ধাঃ । ওষধীভ্য ইত্যাত্রান্নাত্মাতমপিষ্ঠী ত্বেতিপদমহুযজ্ঞনীয়ম । বিমানি ভূতানি সৰ্পপ্রাণিনস্তেবাং সৰ্কেষাং প্রীত্য ত্বাং জুহোমি । কিঞ্চ, যতঃ প্রজাপতে: সকাশাং প্রজা: সৰ্বা অক্শিত্রা: খেদরহিতা উৎপন্না: স প্রজাপতির্কিভুতমৈষ্যাং নদাতীতি বিভূরাবা সৰ্ব প্রকাশকত্বেন জ্যোতিষন্তং ত্বাং জুহোমি ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—উপয়া দধি গৃহ্যতাপেক্ষেতি হবতি গ্রহম্ । প্রাণায়েতি জুহো-
ত্যেবং ত্রয়ো মজ্জা ইহেরিতাঃ ॥ ১ ॥ এতে চ মজ্জা যম্নে পুংস্ব মর্ত্যামিত্যেতন্মান্নাদুর্দ্ধং
ঋষ্টব্যঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্যাবিরচিতৈ মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকেষ্টমোহুত্বাক: ॥ ৮ ॥

* * *

নবমঃ মন্ত্রঃ ।

(তৃতীয়: অষ্টক: । পঞ্চম: প্রপাঠক: । নবমোহুত্বাক:) ।

যাং বা অধ্বাশ্চ যজমানশ্চ দেবতামন্তরিতন্তুশ্চ আ রুশ্চ্যতে
প্রাজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহীয়াং প্রজাপতিঃ সৰ্বা দেবতা
দেবতাভ্য এব নি হুবাতে জ্যেষ্ঠো বা এষ এহাণাং
যশ্শেষ গৃহতে জ্যেষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি সৰ্ব্বাসাং বা এতদেবতানাং
রূপং যদেষ এহো যশ্শেষ গৃহতে সৰ্ব্বাণ্যেবৈনং রূপাণি
পশুনামুপ তিষ্ঠন্ত উপযামগৃহীতঃ । অসি প্রজাপতয়ে ত্বা

জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মৎ গৃহ্নামীত্যাহ জ্যোতিরেবৈনং

সমানানাং করোত্যগ্নির্জিহ্বেত্যস্বর্তায়ুভ্য ইত্যাহৈতাবতীর্কৈ

দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সর্বাভ্যো গৃহ্নাত্যপেক্ষে বিষতো মন

ইত্যাহ ভ্রাতৃব্যাপনুভ্যে প্রাণায় হ্রাহপানায় হেত্যাহ প্রাণানেষ

যজ্ঞমানে দধাতি তস্মৈ হ্রা প্রজাপত্যে বিহুদাবে জ্যোতিষ্মতে

জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমি ইত্যাহ প্রজাপতিঃ সর্বা দেবতাঃ

সর্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যো জুহোত্যাজ্যগ্রহং গৃহ্নীয়াত্তেজস্কামশ্চ

তেজো বা আজ্যং তেজস্যেব ভবতি সোমগ্রহং গৃহ্নীয়াদ্ধৃক্ষ-

বর্চসকামস্য ব্রহ্মবর্চসং বৈ সোমো ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি

দধিগ্রহং গৃহ্নীয়াৎপশুকামশ্চোথৈ দধ্বর্কপশব উর্জ্জ্ববান্মা

উর্জ্জ্বং পশুনব রুক্ষে ॥ ৯ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ ।

যাম্ । বৈ । অধ্বর্গ্যঃ । চ । যজমানঃ । চ । দেবতাম্ । অন্তরিত ইত্যন্তঃ—

ইতঃ । তস্মৈ । এতি । বুশ্যেতে ইতি । প্রাজাপত্যমিতি প্রাজা—পত্যম্ ।

ঋষিগ্রহমিতি দধি—গ্রহম্ । গৃহীয়াৎ । প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ । সর্গাঃ ।

দেবতাঃ । দেবতাভ্যঃ । এব । নীতি । হুবাতে ইতি । জোষ্ঠঃ । বৈ । এষঃ ।

গ্রহাণাম্ । যন্ত । এষঃ । গৃহতে । জৈষ্ঠ্যম্ । এব । গচ্ছতি । সর্গাসাম্ ।

বৈ । এতৎ । দেবতানাম্ । রূপম্ । যৎ । এষঃ । গ্রহঃ । যস্য । এষঃ ।

গৃহতে । সর্গানি । এব । এনম্ । রূপানি । পশূনাম্ । উপেতি । তিষ্ঠন্তে ।

উপযামগৃহীত ইতুপযাম—গৃহীতঃ । অসি । প্রজাপত্য ইতি প্রজা—পত্যয়ে । ঐ ।

জ্যোতিষ্মতে । জ্যোতিষ্মন্তম্ । গৃহামি । ইতি । আহ । জ্যোতিঃ । এব ।

এনম্ । সমানানাম্ । করোতি । অগ্নিজিহ্বেভ্য ইত্যগ্নি—জিহ্বেভ্যঃ । ঐ ।

ঋতায়ুভ্য ইত্যায়ু—ভ্যঃ । ইতি । আহ । এতাবতীঃ । বৈ । দেবতাঃ । তাভ্যঃ ।

এব । এনম্ । সর্গাভ্যঃ । গৃহ্নাতি । অপেতি । ইন্দ্র । দ্বিষতঃ । মনঃ ।

ইতি । আহ । দ্রাতৃব্যাপমুস্ত্য ইতি দ্রাতৃব্য—অপমুস্ত্যে । প্রাণায়তি প্র—অনান্ ৫

দ্বা । অপানায়ৈতপ—অনায় । দ্বা । ইতি । আহ । প্রাণানিতি প্র—অনান্ ৬

এব । যজমানে । দধাতি । তথৈ । দ্বা । প্রজাপত্য । ইতি প্রজা—পত্যয়ে ৭

বিভ্রদাব্ । ইতি বিভ্র—দাব্ । জ্যোতিয়তে । জ্যোতিয়ন্তম্ । জুহোমি ইতি ৮

আহ । প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ । সর্বাঃ । দেবতাঃ । সর্বাভ্যঃ । এব ৯

এনম্ । দেবতাভ্যঃ । জুহোতি । আজ্যগ্রহমিত্যাজ্য—গ্রহম্ । গৃহীয়াৎ । তেজ-

স্বাস্যেতি তেজঃ—কামস্য । তেজঃ । বৈ । আজ্যম্ । তেজস্বী । এব । ভবতি ১০

সোমগ্রহমিতি সোম—গ্রহম্ । গৃহীয়াৎ । ব্রহ্মবর্চসকামস্তেতি ব্রহ্মবর্চসকামস্য ১১

ব্রহ্মবর্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চসম্ । বৈ । সোমঃ । ব্রহ্মবর্চসীতি ব্রহ্ম—বর্চসী । এব ১২

ভবতি । দধিগ্রহমিতি দধি—গ্রহম্ । গৃহীয়াৎ । পশুকামস্যেতি পশু—কামস্য ১৩

উর্ক্ । বৈ । দধি । উর্ক্ । পশবঃ । উর্জা । এব । অশ্বৈ ১৪

উর্জম্ । পশূন্ । অবৈতি । কৃদ্বৈ ১৫

যজ্ঞভাজ্যং (সারণাচার্য্য-কৃতং) ।

দধিগ্রহস্ত যেষ মজ্জা অষ্টমে তে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । অথ নবমেহম্বুবাকে তে মজ্জা ব্যাখ্যাতব্যঃ ।

তত্রাহনৌ দধিগ্রহং বিধত্তে—“যাং বা অধ্বর্য্যুশ্চ যজ্ঞমানশ্চ দেবতামন্তরিতস্তস্তা আ বুশ্যেতে প্রোজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহীয়াৎ প্রোজাপতিঃ সৰ্ব্বা দেবতা দেবতাভ্য এব নি হুংবতে” ইতি । সোমযোগে দেবতাবাহল্যাদধ্বর্য্যুযজ্ঞমানৌ প্রমাদেন যস্তা দেবতায়্য অন্তরায়ং কুর্বাতে তস্তা দেবতায়্য উভৌ বিচ্ছিন্নৌ ভবতস্তস্তা দেবতায়্য অপরাধিনাবিতার্থঃ । অতোহপরাধ-পরিহারায় প্রোজাপতিদেবতাকং দধিগ্রহং গৃহীয়াৎ । প্রোজাপতিশ্চ অষ্টম্বাৎ সৰ্বদেবতারূপঃ । অতন্তস্মৈ গ্রহং দত্তা সৰ্বদেবতাভ্যোহন্নবস্তাবিত্যেবং নিহুবমপলাপং কুরুতঃ । তেনাপলাপেন দেবতা ধ্বেষং মুঞ্চতি ॥

অস্ত গ্রহস্ত সৰ্বগ্রহেভ্যঃ প্রাথমাং বিধত্তে—“জ্যোষ্ঠো বা এষ গ্রহাণাং যষ্টম্ব গৃহতে জ্যৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি” ইতি । গ্রহাণাং মধ্যে জ্যোষ্ঠঃ প্রথমভাবী, তস্মাৎ প্রথমং গৃহীয়াদিতার্থঃ । যস্ত যজ্ঞমানশ্চৈষ গ্রহঃ প্রথমং গৃহতে স যজ্ঞমানৌ জ্যৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি সৰ্ব্বেষাং যজ্ঞমানানাং মধ্যে মুখ্যত্বং প্রাপ্নোত্যেব ॥

তস্ত গ্রহস্ত প্রোজাপতিদেবতাকত্বং প্রশংসতি—“সৰ্ব্বাসাং বা এতদেবতানাং ৬ রূপং যদেব গ্রহো যষ্টম্ব গৃহতে সৰ্ব্বাণ্যেবৈনং ৬ রূপাণি পশুন্যুপ তিষ্ঠন্তে” ইতি । এষ প্রোজাপতি-দেবতাকো গ্রহ ইতি যদেতৎসৰ্ব্বাসামেব দেবতানাং স্বরূপং, প্রোজাপতেঃ সৰ্বদেবতাকত্বাৎ । অতো যস্ত যজ্ঞমানশ্চৈষ গৃহত এনং যজ্ঞমানং পশুনাং সৰ্ব্বাণি রূপাণি গবাখাদীনী প্রাপ্নুবন্তি ॥

অত্র গ্রহণমন্তস্ত পূৰ্ব্ভাগে জ্যোতিৰ্কিংশেষণং প্রশংসতি—“উপযামগৃহীতোহসি প্রোজাপতয়ে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্মামীত্যাহ জ্যোতিরেবৈনং ৬ সমানানাং করোতি” ইতি । এনং যজ্ঞমানং সমানাং মধ্যে জ্যোতিরেব তেজোযুক্তমেব করোতি ॥

উত্তরভাগে প্রোজাপত্যবয়বভূতানাং দেবতানাং প্রতিপাদকান্ত্রিগ্নিজ্বেভ্য ইত্যাদীনী নবসংখ্যাকানি চতুর্থান্তপদানি, তেষাং তাৎপর্য্যং সংগৃহ্য দর্শয়তি—অগ্নিজ্বেভ্যাক্ত্র্যভ্যুভ্য ইত্যাহৈ-তাবতৌর্দে দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সৰ্ব্বাত্যো গৃহ্মাতি” ইতি ।

হরণমন্তস্তাপজহীতেত্যস্ত তাৎপর্য্যং দর্শয়তি—“অপেক্ষ্য দ্বিষতো মন ইত্যাহ ত্রাতৃব্যাপন্নৌ” ইতি ॥

হোমমন্তপূৰ্ব্ভাগেপ্রাণাদিগদতাৎপর্য্যং দর্শয়তি—“প্রাণায় স্বাহপানায় স্বেত্যাহ প্রাণানেব যজ্ঞমানে দধতি” ইতি ॥

প্রোজাপতিপদতাৎপর্য্যং দর্শয়তি—“তস্মৈ ত্বা প্রোজাপতয়ে বিভূদাবে জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমীত্যাহ প্রোজাপতিঃ সৰ্ব্বা দেবতাঃ সৰ্ব্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যো জুহোতি” ইতি । এনং দধিগ্রহম্ ॥

অত্র কামান্ শুণবিশেষাঃস্বীদ্বিধত্তে—“আজ্যগ্রহং গৃহীয়াত্তেজস্কামস্ত তেজো বা আজ্যং তেজস্যেব ভবতি সোমগ্রহং গৃহীয়াৎসুৰ্ব্বকসকামস্ত ব্রহ্মবৰ্চসং বৈ সোমো ব্রহ্ম-বৰ্চশ্চৈব ভবতি দধিগ্রহং গৃহীয়াৎ পশুকামস্তোঽথৈ দধাকু পশব উৰ্জ্জ্বান্না উৰ্জ্জ্বং পশুনব রুদ্ধে ॥” ইতি ॥ স্পষ্টোহর্থঃ ॥

অত্র মীমাংসা ।

চতুর্থধারন্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতম্—নিত্যনৈমিত্তিকত্বে বা নিত্যতৈব দধিগ্রহে ।
দেবান্তরায়াজ্যৈষ্ঠ্যাচ্চ ত্বাদন্তোভয়রূপতা ॥ নিমিত্তরজ্যোতিনোহত্র যদিষদ্বায়ে নতি ।
অতোহন্ত ন নিমিত্তত্বং কেবলা নিত্যতোচিতা ॥

জ্যোতিষ্টোমে শ্রুতে—“যাং বৈ কাঞ্চিদধ্বগ্ন্যধ্বমানশ্চ দেবতাস্তরিতস্তস্তা অ্যবুশ্যেতে
যং প্রাজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহ্নাতি শময়তেবৈনাম্” ইতি । সোহয়ং দধিগ্রহো নিত্যো নৈমিত্তিক-
শ্চেত্যুভয়াত্মকঃ । কৃতঃ । আকারধ্বসম্ভাব্যং । দেবতাস্তরায়ণ্ডেবতাকোভয়পূজন্ত গ্রহেণ
সমাধানাভিধানাদন্তরায়ো নিমিত্তঃ গ্রহো নৈমিত্তিক ইতি প্রতিভাতি । তথা জ্যোষ্ঠ্যমানাতম্—
“জ্যোষ্ঠো বা এষ গ্রহাণাম্” ইতি । জ্যোষ্ঠত্বং নাম প্রশস্তত্বং, তচ্চ নিত্যত্বে সত্যুপপত্ততে ।
নৈমিত্তিকস্ত পাক্ষিকত্বাদপ্রশস্তত্বম্ । তস্মাক্কেতুদ্বয়বলাচ্ছভয়াত্মক ইতি চেদ্রৈবম্ । দেবতাস্ত-
রায়ন্তানিমিত্তত্বাৎ । নিমিত্তত্বে যদিষদ্ব উপবধ্যত, সপ্তমা বা শ্রুতে, যজ্ঞকো বাহস্তরায়কত্রোর-
ধ্বগ্ন্যধ্বমানয়োঃ সামান্যবিকরণেন প্রযুক্তোত । “যদি রথস্তরসামা সোমঃ ত্বাদৈজ্ঞবায়বগ্রান্
গৃহ্নীয়াস্তি জুহোতি যো বৈ সযৎসরমুখ্যমভূত্বাহ্নিং চিহ্নতে” ইত্যাদিশু স্প্রতিপন্ননিমিত্তেষু
তদর্শনাৎ । তস্মাৎ কেবলনিত্যত্বমেব দধিগ্রহস্তোচিতম্ । দেবতাকোভতৎসমাধানোপজ্ঞানো
বিধেয়দধিগ্রহস্ততয়েত্ববাদঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়গাচার্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীহ-
সংহিতাভাষ্যে তু গায়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রাণিকং নবমোহনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

• • •

দশমঃ মন্ত্রঃ ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রাণিকঃ । দশমোহনুবাকঃ) ।

স্বৈ ক্রতুমপি বৃজন্তি বিধে দ্বিৰ্য্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যমাঃ । স্বাদেঃ

স্বাদীয়ঃ স্বাছনা স্বজা সমত উ ষু মধু মধুনাহতি যোধি । উপযাম-

গৃহীতোহসি প্রজাপত্যে স্বা । জুষ্ঠং গৃহ্নাম্যে তে

যোনিঃ প্রজাপত্যয় স্বা । প্রাণগ্রহান্গৃহ্নাত্যেতাবহা অস্তি



যাবদেতে গ্রাহাঃ স্তোমাচ্ছন্দাংসি পূৰ্ণানি দিশো যাবদেবাস্তি তৎ

অবরুদ্ধে জ্যেষ্ঠা বা এতান্ ব্রাহ্মণাঃ পুরা বিদামব্রহ্মস্মাতেষাং

সৰ্বা দিশোহভিজিতা অভুবন্যশ্রুতে গৃহন্তে জৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছত্যভি

দিশো জয়তি পঞ্চ গৃহন্তে পঞ্চ দিশঃ সৰ্বাষেব দিগ্ধুবন্তি

নবনব গৃহন্তে নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণানেব যজমানেষু দধতি

প্রায়ণীয়ে চোদয়নীয়ে চ গৃহন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রাহাঃ প্রাণৈরেব প্রযন্তি

প্রাণৈরুত্তি দশমেহহন্ গৃহন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রাহাঃ প্রাণেভ্যঃ

শলু বা এতৎ প্রজা যন্তি যদ্বামদেব্যং যোনেশ্চ্যবতে দশমেহহ-

দ্বামদেব্যং যোনেশ্চ্যবতে যদদশমেহহন্ গৃহন্তে প্রাণেভ্য এব

তৎ প্রজা ন যন্তি ॥ ১০ ॥

পদ-পাঠঃ ।

দে ইতি । ক্রতুম্ । অপীতি । বৃঞ্জন্তি । বিধে । দ্বিঃ । যৎ । এতে । ত্রিঃ ।

ভবন্তি । উমাঃ । স্বাদোঃ । স্বাদীয়াঃ । স্বাহুনা । স্বজ্জ । সমিতি । অতঃ ।

উ । স্থিতি । মধু । মধুনা । অতীতি । যোধি । উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—

গৃহীতঃ । অসি । প্রজাপত্য ইতি প্রজা—পত্যয়ে । স্বা । জুষ্টম্ । গৃহামি । এবঃ ।

তে । যোনিঃ । প্রজাপত্য ইতি প্রজা—পত্যয়ে । স্বা । প্রাণগ্রহানিতি প্রাণ—

গ্রহান্ । গৃহাতি । এতাবৎ । বৈ । অস্তি । যাবৎ । এতে । গ্রহাঃ । তোমাঃ ।

ছন্দাংসি । পৃষ্ঠানি । দিশঃ । যাবৎ । এব । অস্তি । তৎ । অবেতি । রুক্মে ।

জ্যোষ্ঠাঃ । বৈ । এতান্ । ব্রাহ্মণাঃ । পুরা । বিদাম্ । অক্ৰনু । তস্মাৎ ।

তেষাম্ । সর্কাঃ । দিশঃ । অভিজিতা ইত্যভি—জিতাঃ । অভুবন্ । যন্ত । এতে ।

গৃহস্তে । জ্যৈষ্ঠ্যম্ । এব । গচ্ছতি । অতীতি । দিশঃ । জয়তি । পঞ্চ ।

গৃহস্তে । পঞ্চ । দিশঃ । সর্কাহু । এব । দিহু । ঋত্বন্তি । নবনবেতি নব—নব । গৃহস্তে ।

নব । বৈ । পুরুষে । প্রাণা ইতি প্র—অনাঃ । প্রাণানিতি প্র—অনান্ । এব ।

যজ্ঞমানেষু । দধতি । প্রায়ণীয় ইতি প্র—অয়নীয়ে । চ । উদয়নীয় ইত্যাং—

অয়নীয়ে । চ । গৃহস্তে । প্রাণা ইতি প্র—অনাঃ । বৈ । প্রাণগ্রহা ইতি প্রাণ—

গ্রহাঃ । প্রাণৈরিতি প্র—অনৈঃ । এব । প্রযজীতি প্র—যজি । প্রাণৈরিতি

প্র—অনৈঃ । উদিতি । যজি । দশমে । অহন্ । গৃহস্তে । প্রাণা ইতি

প্র—অনাঃ । বৈ । প্রাণগ্রহা ইতি প্রাণ—গ্রহাঃ । প্রাণেভ্য ইতি প্র—অনেভ্যঃ ।

খলু । বৈ । এতৎ । প্রজা ইতি প্র—জাঃ । যজি । যৎ । বামদেব্যমিতি বাম—

দেব্যম্ । যোনেঃ । চ্যবতে । দশমে । অহন্ । বামদেব্যমিতি বাম—

দেব্যম্ । যোনেঃ । চ্যবতে । যৎ । দশমে । অহন্ । গৃহস্তে । প্রাণেভ্য

ইতি প্র—অনেভ্যঃ । এব । তৎ । প্রজা ইতি প্র—জাঃ । ন । যজি ॥ ১০ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

অনুবাকে তু নবমে দধিগ্রহবিধিঃ ক্রতঃ । অথ দশমেন্দ্রবাক্যে গবাময়নেহতিগ্রাহাঃ
প্রাণগ্রহাশ্চোচ্যন্তে । কল্পঃ—“অতিগ্রাহায় তনে চত্বার্বতিগ্রাহপাত্রাণি প্রতিদিশং নিহিতানি
ভবন্তি মধ্যে পঞ্চমম্” ইত্যুপক্রম্য পঞ্চম পাত্রেহু তন্তময়ৈগ্রহণাদানে অভিধায়েন যুক্তং
“তানতস্মিন্পাত্রে আনীয় সর্কাসম্বাষে গৃহীতি তে ক্রতুমপি বৃজন্তি বিশ্ব ইতি” ইতি ॥

পাঠান্ত—“তে ক্রতুমপি বৃজন্তি বিধে দ্বিধদেতে ত্রিভবন্ত্যুমাঃ । স্বাদোঃ স্বাদীঃ স্বাদীনা স্বজা সমত উ যু মধু মধুনাহি যোদি । উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে তা জুষ্টং গৃহ্মাশ্ব্যে তে যোনিঃ প্রজাপত্যে তা” ইতি । হেহতিগ্রাহ্যে ত্বে ত্বে ক্রতুমপি বৃজন্তি সৰ্বমপি ক্রতুমৃজিঃ সমাপত্যি । গ্রহান্তরেভ্যোহস্ত কো বিশেষ ইতি, তদ্ব্যচ্যে—যদ্যথাং কারণাদ্বিত্তিবিবারং ত্রিবারং বেত্যেবং পঞ্চম পাত্রেষু গৃহীতা এতে রসা বিধে সৰ্ব্বেহপ্যুমা রক্ষকা ভবন্তি তন্মাত্ত্বয়ি ক্রতোঃ সমাপনং যুক্তম্ । অতঃপৰি স্বাদোরপি রসাতিশয়েন স্বাহ যথা ভবতি তথা স্বাহুনা সংস্রজ সাহুত্বেন সংসর্গং কুরু । অত উ যু অতোহপি স্তৃষ্ট যথা ভবতি তথা মধু মধুনাহিযোদি মধুনা ভাগং মধুনা ভাগান্তরেণাভিযোদি । য এবং মধুরস উপযামেন পার্থিবপাত্রেণ গৃহীতোহসি প্রজাপত্যে জুষ্টং প্রিয়মিতরপাত্রেভ্য আনীত্য ত্বং মধ্যমপাত্রে গৃহ্মামি । সোহয়ং গ্রহমন্তঃ । এষ খরপ্রদেশস্তে যোনিস্তব স্থানম্ । অতঃ প্রজাপত্যং ত্বামত্র সাদয়ামি । অনেন মন্ত্ৰেণ গবাময়নস্ত সৰ্ব্বংসর-সত্রস্তোপাস্ত্যোহি মহাব্রতাত্যোহতিগ্রাহ্যং গৃহ্মায়ান্ ॥

অথ চতুর্থকাণ্ডসমায়ান্তেরয়ঃ পুরো ভুব ইত্যাদিভিশ্চৈঃ পুশ্চিগ্রহবৎ সোমোন্নানরূপান্ গ্রহাধিবন্তে—“প্রাণগ্রহান্ গৃহ্মাত্যোতাবধা অস্তি যাবদেতে গ্রহাঃ স্তোমাশ্চন্দাৎসি পৃষ্ঠানি দিশো যাবদেবান্তি তদব রুক্ষে” ইতি । যথা যৎপুশ্চয়ো গৃহ্মন্ত ইত্যত্র বায়ুরসি প্রাণো নামেত্যাদিভিশ্চৈঃ সোমোন্নানবিশেষাঃ এব গ্রহা ইত্যুক্তমেবমত্রা পায়ং পুরো ভুব ইত্যাদিভিঃ প্রাণমন্ত্ৰৈঃ সোমোন্নানবিশেষাঃ প্রাণগ্রহা ইত্যুচ্যন্তে । তান্ গৃহ্মীয়াং সোমোন্নানং কুর্ধ্যাদিত্যর্থঃ । এতে গ্রহা ইতি যাবৎ । এতাবদেবাত্রাপেক্ষিতমস্তি । স্তোমাশ্চিৎপঞ্চদশাদয়ঃ । চন্দাংসি গায়ত্র্যা-দীনি । পৃষ্ঠানি মাধ্যন্দিনপবমানানন্তরভাবানি স্তোত্রানি । দিশঃ প্রাচ্যাভাঃ, ইত্যেতাদৃশং যাবদেবাপেক্ষিতমস্তি তৎসৰ্বমৈতৎগ্রহৈরবরুক্ষে ॥

প্রকারান্তরেণ প্রাণগ্রহান্ প্রশংসতি—“জ্যেষ্ঠা বা এতান্ ব্রাহ্মণাঃ পুরা বিদামক্রন্ত-শ্মান্তেবাৎ সৰ্বা দিশোহভিজিতা অভুবন্ যত্নেতে গৃহ্মন্তে জ্যেষ্ঠামেব গচ্ছ্যতি দিশো জয়তি” ইতি । যস্মাদেতান্ গ্রহান্ গৃহ্মন্তো ব্রাহ্মণা জ্যেষ্ঠা দিশাং জেতারশ্চাত্ত্বং-স্তস্মাত্ত্যেতে গৃহ্মন্তে স ইতরেভ্যো জ্যেষ্ঠ্যং প্রশস্ত্যমেব প্রাপ্নোতি নানাদিক্ৰবস্থিত্যশ্চ পুরুষস্তস্ত ভবন্তি ॥

প্রাণগ্রহপর্যায়ণাং সংখ্যাং বিধত্তে—“পঞ্চ গৃহ্মন্তে পঞ্চ দিশঃ সৰ্ব্বাশ্বেব দিক্ষু যুস্তি” ইতি । অয়ং পুরো ভুব ইত্যাদিভিশ্চৈঃ প্রথমঃ পর্যায়ঃ । অয়ং দক্ষিণা বিশ্বকর্মেত্যাদিভির্দ্বিতীয়ঃ । অয়ং পশ্চাদ্বিষবাচা ইত্যাদিভিশ্চ ত্রীতীয়ঃ । ইদমুত্তরাং স্তবরিত্যাদিভিশ্চ চতুর্থঃ । ইয়মুপরি মতিরিত্যাদিভিঃ পঞ্চমঃ । প্রাচ্যাদয় উচ্ছ্রীজাঃ পঞ্চ দিশঃ । তাসু দিক্ষু সৰ্ব্বাশ্বেনেব পঞ্চবিধগ্রহণেন সমৃদ্ধিঃ প্রাপ্নুবন্তি ॥

একৈকান্ন পর্যায়ো সোমাংস্তসংখ্যাং বিধত্তে—“নবনব গৃহ্মন্তে নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণানেব যজ্ঞমানেষু বধতি” ইতি । শিরোবহ্নিতেষু সপ্তম্ ছিদ্রেবধোবহ্নিতেষোচ ধর্মেশ্চিদ্রয়োঃ সঞ্চরন্তঃ প্রাণা নবসংখ্যাকাঃ । নবাংস্তগ্রহণেন তান্ যজ্ঞমানেষু স্থাপয়তি ।

অত্র গ্রহণত্ব কালং বিধত্তে—“প্রায়ণীয়ে চৈদয়নীয়ে চ গৃহ্মন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণৈরেব প্রযন্তি প্রাণৈরুজন্তি” ইতি । সৰ্ব্বংসরসত্রস্ত প্রথমমহঃ প্রায়ণীয়ং চরমমহঃ চরদয়নীয়ং

তয়োক্তভ্রোগ্‌হীয়াং । তথা সতি তেবাং গ্রহাণাং প্রাণরূপদ্বাং প্রাণৈরেব সংবৎসরমুক্ৰম্য
প্রাণৈরেব সমাপিতবন্তো ভবন্তি ॥

কালান্তরং বিধত্তে—“দশমেহন্‌ গৃহ্ষ্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণেভ্যঃ ঋত্বা বা
এভংপ্রজা যন্তি যদ্বামদেব্যং যোনেশ্চাবতে দশমেহ্‌দ্বামদেব্যং যোনেশ্চাবতে দশমেহ্‌হন্‌ গৃহ্ষ্তে
প্রাণেভ্য এব তৎ প্রজা ন যন্তি” ইতি । সংবৎসরমুক্ৰম্য দ্বাদশাহবিকৃতিত্বাতদীয়াস্ত্রাহাশ্রজ
প্রযোক্তব্যানি । তেষু দশমমহন্তস্মিন্‌ প্রাণগ্রহান্‌ গৃহীয়াং । বামদেব্যাত্ত সায়ঃ কয়া
নশ্চিত্র আ ভুবদিতোষা যোনিঃ । দশমেহ্‌হনি তু তাং যোনিং পরিত্যজ্যাত্তাস্মৃতি
তৎসাম গীয়তে । তথা সতি বামদেব্যং স্বযোনেশ্চাবত ইতি ধ্বং, এতেনাপরাধেন প্রজাঃ
প্রাণেভ্যো যন্ত্যপগচ্ছন্তি । তত্র প্রাণগ্রহাণাং প্রাণরূপদ্বাদশমেহ্‌হনি তেবাং গ্রহণেন প্রজাঃ
প্রাণেভ্যো নাপগচ্ছন্তি ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“স্ব গবাম্‌য়নে পাত্রেহ্‌তিগ্রাহগ্রহণং ভবেৎ । অয়ং পুরো ভুবঃ
প্রাণগ্রহাণাং পঞ্চ মন্ত্রকাঃ ॥ ১ ॥ সোমাংশবো নব নব গ্রাহাঃ পর্যায়পঞ্চকে । কয়া নশ্চিত্র
এতস্তা যোনের্ভুং তু সাম তৎ । অয়িং নর ইতি হ্রত্ব গীয়তে দশমেহ্‌হনি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতৈ মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদে স তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে দশমোহ্নিবাক্যঃ ॥ ১০ ॥

* * *

একাদশঃ মন্ত্রঃ ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । একাদশোহ্নিবাক্যঃ ।)

প্র দেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসম্ । হব্যো নো বক্ষদানুষক্ ॥

অয়ম্‌ য প্র দেবযুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে ॥ রথো ন যোরভীষতো

স্বগীবাঞ্চেততি অনা । অয়মগ্নিরুগ্ন্যত্যম্‌ তাদিব জন্মানঃ । সহসশ্চিৎ

সহীয়ান্দেবো জীবাতবে কৃতঃ ॥ ইড়ায়াস্ত্রা পদে বয়ং নাভা

পৃথিব্যা অধি । জাতবেদো নি ধীমহায়ে হব্যায় বোত্বে ॥ অগ্নে

বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরুর্গাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্ । কুলা-

য়িনং স্নতবন্তঃ সবিব্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু ॥ সীদ হোতাঃ

স্ব উ লোকে চিকিৎসান্ৎসাদয়া যজ্ঞঃ স্ককৃতস্য যোনৌ । দেবাবী-

র্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদযজমানে বয়ো ধাঃ ॥ নি হোতাঃ

হোতৃষদনে বিদানস্তুযো দীদিবাঃ অসদং স্তদক্ষঃ । অদক্কব্রত-

প্রমতির্বসিষ্ঠঃ সহস্রম্বরঃ শুচিজিহ্বা অগ্নিঃ ॥ ত্বং দূতত্বম্ উ নঃ

পরম্পাস্ত্বং বস্য আ বুযভ প্রণেতা । অগ্নে তোকস্ত নস্তনে

তনু নামপ্রযুচ্ছন্দীত্ত্বোধি গোপাঃ ॥ অভি ত্বা দেব সবিতরী-

শানং বার্য্যাগাম্ ॥ সদাহবন্ ভাগমীমহে ॥ মহী ছোঃ পৃথিবী চ

ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্ । পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ স্বামিণে

পুষ্করাদধ্যাক্ষা নিরমস্থত । যুক্তৌ বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ তমু

ত্বা দধ্যঙ্ডাষঃ পুত্র ঈধে অথর্কবণঃ । ব্রত্ৰহণং পুরন্দরম্ ॥ তমু

ত্বা পাথ্যো বুযা সমীধে দহ্যহন্তমম্ । ধনঞ্জয়ং রণেরণে ॥

উত ব্রুবন্ত জন্তব উদগির্ব্ৰহাহজনি ধনঞ্জয়ো রণেরণে ॥

আ যৎ হস্তে ন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি । বিশা-

মগ্নিৎ স্বধরম্ ॥ প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বস্তবিত্তমম্ ।

আ স্বে বোর্নো নি ষীদতু ॥ আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং

শিশীতাতিথিম্ । শ্রোন আ গৃহপতিম্ ॥ অগ্নিনাহগ্নিঃ সমিধ্যতে

কবির্গৃহপতিযুবা । হব্যবাত্ জুহোশ্বঃ ॥ ত্বং হগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো

বিপ্রেন সনুৎসতা । সখা সখ্যা সমিধ্যসে ॥ তং মর্জয়ন্ত

ক্ৰতুং পুরোযাবানমাজিষু । শ্বেষু ক্ষয়েষু বাজিনম্ ॥ যজ্ঞেন

যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ । তে হ নাকং

মহিমানঃ সচন্তে যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১১ ॥

পূর্ণর্ষয়োহগ্নিনা দেবেন যে দেবাঃ সূর্য্যঃ সং ত্বা বশ্টকারঃ স খদির

উপযামগৃহীতোহসি যাং বৈ ত্বে ক্রতুং প্র দেবমেতাদিশ ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

প্রেতি । দেবম্ । দেব্যা । ধিরা । ভরত । জাতবেদসমিতি জাত—বেদসম্ ।

হব্যা । নঃ । বক্ষৎ । আয়ুষক্ । অয়ম্ । উ । স্তঃ । প্রেতি । দেবয়ুরিতি

দেব—য়ুঃ । হোতা । যজ্ঞায় । নীয়তে । রথঃ । ন । ঘোঃ । অভীবৃত

ইত্যভি—বৃতঃ । স্বণীবান্ । চেততি । অনা । অয়ম্ । অগ্নিঃ । উরুম্বতি ।

অমৃতাত্ । ইব । অশ্বনঃ । সহসঃ । চিং । সহীয়ান্ । দেবঃ । জীবাতবে ।

রুতঃ । ইড়ায়াঃ । ঞা । পদে । বয়ম্ । নাভা । পৃথ্বীয়াঃ । অধি । জাতবেদ

ইতি জাত—বেদঃ । নীতি । ধীমহি । অগ্নে । হব্যায় । বোঢবে । অগ্নেঃ ।

বিশ্বেভিঃ । স্বনীকেতি স্ব—অনৌক । দেবৈঃ । উর্গাবস্তমিত্যুর্গা—বস্তম্ । প্রথমঃ ।

সীদ । যোনিম্ । কুলায়িনম্ । দ্বতবস্তমিতি দ্ব্যত—বস্তম্ । সবিব্রে । যজম্ । নয়ঃ ।

যজমানায় । সাধু । সীদ । হোতঃ । শ্বে । উ । লোকে । চিকিৎসান্ ।

সাদয় । যজম্ । সুরুতশ্চেতি স্ব—কৃতস্ত । যোনৌ । দেবাবীরিতি দেব—

অবীঃ । দেবান্ । হবিষা । যজাসি । অগ্নে । বৃহৎ । যজমানে । বয়ঃ । ধাঃ ।

নীতি । হাতা । হোতৃষদন ইতি হোতৃ—সদনে । বিদানঃ । জ্বেষঃ । দীদিবান্ ।

অসদং । সুদক্ষ ইতি স্ব—দক্ষঃ । অদকব্রতপ্রমতিরিত্যদকব্রত—প্রমতিঃ । বসিষ্ঠঃ ।

সহস্রস্তর ইতি সহস্রং—স্তরঃ । গুচিজিহ্ব ইতি গুচি—জিহ্বঃ । অগ্নিঃ । ষ্ম । দূতঃ ।

ষ্ম । উ । নঃ । পরস্পা ইতি পরঃ—পাঃ । ষ্ম । বস্তঃ । এতি । বুধত । প্রণেতেতি

প্র—নেতা । অগ্নে । তোকস্ত । নঃ । তনে । তনুনাং । অপ্রযুক্তমিত্যপ্র—

যুচ্ছন। দীত্বং। বোধি। গোপা। ইতি গো—পাঃ। অভীতি। ত্বা। দেব।

সবিতঃ। ঈশানম্। বার্ষ্যাপাম্। সঙ্গা। অবন্। ভাগম্। উমহে। মহী।

জ্যৈঃ। পৃথিবী। চ। নঃ। ইমম্। যজ্ঞম্। মিমিক্তাম্। পিপ্তাম্। নঃ।

ভরীমভিরিতি ভরীম—ভিঃ। ত্বাম্। অগ্নে। পুরুষাং। অধীতি। অথর্ক্য।

নিরিতি। অম্বত। সূক্তঃ। বিশ্বত। বাবতঃ। তম্। উ। ত্বা। দধ্যত্।

ঋষিঃ। পুত্রঃ। ঈধে। অথর্কণঃ। বৃত্রহণমিতি বৃত্র—হনম্। পুরন্দরমিতি

পুরা—দয়ম্। তম্। উ। ত্বা। পাথ্যঃ। বুধা। সমিতি। ঈধে। দস্যহস্ত-

মমিতি দস্য—হস্তমম্। ধনঞ্জয়মিতি ধনং—জয়ম্। রণেরণ ইতি রণে—রণে।

উত। ক্রবন্ত। জন্তবঃ। উদিতি। অগ্নিঃ। বৃত্রহেতি বৃত্র—হা। অজনি।

ধনঞ্জয় ইতি ধনং—জয়ঃ। রণেরণ ইতি রণে—রণে। এতি। যম্। হস্তে। ন।

খাদিনম্। শিশুম্। জাতম্। ন। বিদ্রতি। বিশাম। অগ্নিম্। স্বপ্নরমিতি

সু—অধ্বরম্ । প্রেতি । দেবম্ । দেববীতয় ইতি দেব—বীতয়ে । ভরত । বসু-

বিত্তমমিতি বসুবিং তমম্ । এতি । স্বে । যোনো । নীতি । নীদতু । এতি ।

জাতম্ । জাতবেদসীতি জাত—বেদসি । প্রিয়ম্ । শিশীত । অতিথিম্ । ত্রোনে ।

এতি । গৃহপতিমিতি গৃহ—পতিম্ । অগ্নিনা । অগ্নিঃ । সমিতি । ইধ্যতে ।

কবিঃ । গৃহপতিরিত গৃহ—পতিঃ । যুবা । হবাবাভিতি হব্য—বাট্ । জুহ্বাস্য

ইতি জুহ—আস্যঃ । ত্বম্ । হি । অগ্নে । অগ্নিনা । বিপ্রঃ । বিপ্রেশ । সন্ ।

সতা । সখা । সখ্যা । সমিধ্যাস ইতি সম—ইধ্যাসে তম্ । মৰ্জয়ন্ত । সূক্রতু-

মিতি সূ—ক্রতুম্ । পুরোযাবানমিতি পুরঃ—যাবানম্ । আজিষু । শ্বেষু । ক্ষয়েষু ।

বাজিনম্ । যজ্ঞেন । যজ্ঞম্ । অযজন্ত । দেবাঃ । তানি । ধর্ম্মাণি । প্রথমানি ।

আসন্ । তে । হ । নাকম্ । মহিমানঃ । সচন্তে । যত্র ।

পূর্বে । সাধ্যাঃ । সন্তি । দেবাঃ ॥ ১ ॥

মন্ত্রভাষ্যঃ (সায়ণাচার্য্য কৃতং) ।

অতিগ্রাহ্যপ্রাণনামগ্রাহ দশম ঈতিহাসঃ । অধিকারশে পাণ্ডকচৌত্রোপযোগিমন্ত্রা উচ্যন্তে । তত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থে তৃতীয়কাণ্ডে ষষ্ঠপ্রাঠকেহঞ্জস্তি স্বামধ্বরে দেবরত্ন ইত্যত্র পাণ্ডকচৌত্রমন্ত্রাঃ প্রায়শোক্তাঃ । অবশিষ্টান্ত মন্ত্রা ইহাভিধীয়ন্তে । তত্রোষ্ট্রিষ্মৈকন্তরবেদিং প্রত্যাখ্যৈ প্রণয়েৎ ॥

তেষু প্রথমমন্ত্রমাহ—“প্র দেবং দেব্যা বিয়া তবতা জাতবেদসম্ হব্যঃ নো বন্ধদামুযক্” ইতি । হে ঋত্বিগ যজমানা জাতবেদসমুৎপন্নস্ত জগতো বেদিতারং দেবং দেব্যা প্রকাশরূপয়া বিবেকযুক্তয়া ধিযা প্রকর্ষণে ভরত পোষয়ত । সোহপি জাতবেদা আমুযগমুযক্ আদরয়ন্তো নোহস্মাকং হব্যং বন্ধক্ববীংষি বহতু ॥

অথ দ্বিতীয়মন্ত্রমাহ—“অয়ম্ য্য প্র দেবয়ুর্হোতা যজায় নীয়তে । রথো ন যোরজীযতো যুগীযাক্তেতি অ্যান” ইতি । অয়মেব শুঃ সোহগ্নির্য়জ্ঞার্থমুত্তরবেদিং প্রতি প্রকর্ষণে নীয়তে । কীদৃশোহগ্নিঃ, ক্লেবানায়ন ইচ্ছতীতি দেবয়ুঃ । হোতা হোমস্ত নিষ্পাদকঃ । রথো ন যোঃ, রথ ইব স্ববয়িতা পৃথক্কর্তা, যথা রথঃ স্বম্মিয়ারুৎ পুরুষঃ ভূমিষ্ঠেভ্যঃ পৃথক্কৃত্য গ্রামে নয়তি তথাহয়মগ্নিঃ স্বস্মিন্ হতং হবিরিতরেভো হবির্ভাঃ পৃথক্কৃত্য দেবেষু নয়তি । অজীযতো যজমানৈরাভিযুযোয় স্বীকৃতঃ । যুগীযানু শ্মিয়ুরুঃ । তাদৃশোহগ্নিস্ত্রানা চেততি স্বয়মেব যজমানভক্তিং জানাতি ॥

তৃতীয়মন্ত্রপাঠস্ত—“অয়মগ্নিরুয্যতামৃতাং দিব জন্মানঃ । সহসশ্চিং সহীয়ান্বেবো জীবাতবে কৃতঃ” ইতি । অয়ং প্রাণীয়মণোহগ্নির্জন্মানো জন্মাত্রেণোরুয্যতি প্রবুদ্ধো ভবিতুমিচ্ছতি । অমৃতাং দিব, যথা পীতেনামৃতেন মরণরহিতঃ প্রবর্ততে তদ্বৎ । কিঞ্চায়ং দেবো জীবাতবে জীবনৌষধায় সহসশ্চিং সহীয়ান্ কৃতো বলবতোহপ্যতিপ্রবলঃ কৃতঃ । যদাহয়মগ্নিঃ প্রবলো ভবতি তদা স্বয়মপি বিনাশরহিতো জীবতি যজমানমপি যজ্ঞনিষ্পাদনেন জীবন্তীত্যর্থঃ ॥

চতুর্থমন্ত্রপাঠস্ত—“ইড়ায়াস্বা পদং বয়ং নাতা পৃথিব্যা অধি । জাতবেদো মি ধীমহগ্নে হব্যায় বোচবে” ইতি । হে জাতবেদোহগ্নে হব্যায় বোচবে হবীংষি বোচং স্বাং বয়ং ধীমহি নিতরাং স্থাপয়ামঃ । কুত্রোতি তত্তচ্যতে—“পৃথিব্যা অধুপরি নাতা নাতিসদৃশ আহব-নীয়ায়তনে । তচ্চাহরতনমিড়াপদসদৃশং যথা গোরুপায়া ইড়ায়াঃ পদং স্তুতযুক্তং তথেষৎ স্তুতাহতিযুক্তং, তাদৃশে স্থানে স্থাপয়ামঃ ॥

পঞ্চমমন্ত্রপাঠস্ত—“অগ্নে বিধেভিঃ স্বনীক দেবৈরুর্ণাবস্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্ কুলায়িনং স্তুতবস্তং সবিদ্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু” ইতি । বিধেভির্দেবৈঃ স্বনীক সর্বেহপি দেবা অস্ত সেনারূপান্তাদৃশং হেহয়ে প্রথমো দেবানাং মধ্যে মুখ্যত্বং যোনিং সীদ স্থানং প্রাপ্তুহি । কীদৃশং যোনিম্ ? উর্ণাবস্তং, যথা কঙ্কলাস্তরগোপেতো দেশো মুহুত্থাঃ সেব্যস্তাদৃশং, কুলায়িনং যথা দক্ষিণাং নীড়ঃ সম্যক্ নির্মিত এবময়মপি তাদৃশং, স্তুতবস্তং স্তুতাহত্যাধায়ভূতম্ । যদাহবনীয়াধাং কুলায়োপেতং স্তুতাহতিযুক্তং যজ্ঞং সবিদ্রেহমৃষ্ঠাত্রে যজমানায় সাধু নয় সম্যক্-সমাশ্ৰিতং গময় ॥

ষষ্ঠমন্ত্রমাহ—“সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিৎসান্ সাদয়া যজ্ঞং হকৃতস্ত যোনৌ । দেবাবী-

‘দেবান্ হবিষা যজ্ঞাত্রে বৃহদযজ্ঞমানে বয়োঃ ধাঃ’ ইতি । হে হোতৃহোমনিষ্পাদক চিকিৎসান-
ভিজ্ঞস্বং স্বকীয়স্থান উত্তরবেদিকরূপে নীদোপবিশ যজ্ঞঃ চেমং স্কৃততত্ত্ব যোনৌ পুণ্যকৰ্ম্মণো
‘যোগ্যস্থানে সাদয় স্থাপয় । দেবাস্থেতি কাময়ত ইতি দেবাবীর্দেবপ্রিয়ং ইত্যর্থঃ । তাদৃশস্বং
‘দেবান্ হবিষা যজ্ঞাসি পুজয়সি । হেহং যজ্ঞমানে বৃহদযজ্ঞো ধা দীর্ঘমায়ুঃ স্থাপয় ॥

‘সপ্তমমন্ত্রমাহ—“নি হোতা হোতৃষদনে বিদানস্বেষো দীদিবা৷ অসদং সৃদক্ষঃ । অদকত-
প্রমতির্কসিষ্ঠঃ সহস্রস্তরঃ শুচিজিহ্বো দগ্নিঃ” ইতি । হোতৃষদনে হোমনিষ্পাদকস্ত যোগ্যস্থান
উত্তরবেদিকরূপেহরমগ্নিনির্ভরামসদং সমাশুপ্ৰতিবান্ । কীদৃশোহগ্নিঃ । হোতা দেবানামাহ্বাতাঃ
ঋবদানঃ স্থানাভিজ্ঞঃ । ত্বেনো দীপ্তমান্ । দীদিবান্দেবেভ্যো হবিষো দাতা । সৃদক্ষেহত্যন্তকুশলঃ ।
সদকতপ্রতির্কসিষ্ঠঃসিতে কশ্মণি প্রকৃষ্টা স্তিৰ্ঘত স তথাবিধঃ । বসিষ্ঠোহতিশয়েন বাসয়িতা ।
সহস্রসংখ্যাকানি চবীঃষি ভরতি পোষয়তীতি সহস্রস্তরঃ । শুচিঃ শুদ্ধা হোমযোগ্যা জিহ্বা
‘জালা যজ্ঞাসৌ শুচিজিহ্বঃ ॥

‘অষ্টমমন্ত্রমাহ—“স্বং দূতস্বমু নঃ পরম্পাস্বং যন্ত আ বৃষত প্রণেজ । অগ্নে তৌকন্ত নন্তনে
তনুনাংপ্রযুক্তদীপ্তোধি গোপাঃ” ইতি । হেহংগে স্বং দেবানাং দূতৌহসি । অগ্নিদেবানাং
দূত আদীদিতি শ্রুতান্তরাং । স্বমু নঃ পরম্পাস্বঃস্বাস্ত্রাকমতিশয়েন পালকঃ । স্বং বন্তস্বমে-
বাস্মিন্ কশ্মণি নিবাসযোগ্যঃ । হে বৃষত দেবশ্রেষ্ঠ, আ প্রণেতা স্বমেবাহংসত্য বাগদ্য প্রবর্তকঃ,
‘তো কস্তাসদপত্যন্ত তনুনাং তনে শরীরগাং বিস্তারৈঃপ্রযচ্ছন্ প্রমাদমকুরুদীপ্ততমোনি-
বারণেন দীপয়ন্ । অথবা দেবেভ্যো হবির্দানো গোপঃ পালকঃ সোধি বুধ্যস্বাপ্রমত্তৌ
‘স্ববেত্যর্থঃ । এতেহষ্টৌ-মহা উত্তরবেদিং প্রত্যগ্নিপ্রণয়নকালে হোতা পঠনীয়্যঃ ॥

অথ্যগ্নিমন্ত্রে পঞ্চ মন্ত্রাঃ পঠনীয়্যঃ । তত্র প্রথমং মন্ত্রমাহ—“অতি ত্বা দেব সবিতরীশানং
বার্ঘাণাম্ । সদাহবন্ ভাগমীমহে” ইতি । হে সবিতর্দেব প্রেরক পরমেশ্বর বার্ঘাণাং
‘নিবারণীশাণাং ষিষ্টানামীশানং বিনিবারণে সমর্থং স্বামতি প্রাপ্তুমিতি শেষঃ । সদাহবন্ সর্কদা
‘হে রক্ষক ভাগং ভজনীয়মগ্নিমীমহে ত্বংপ্রদাদাৎ প্রাপ্তুম্ ॥

‘অগ্নি দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—“মহী ছোঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্তাম্ । পিপৃতাং নো
‘ভরীমভিঃ” ইতি । মহতী ছোঃ পৃথিবী চেতোতে উতে নোহস্মদীয়মিমং যজ্ঞং মিমিক্তামাজ্য-
‘হোমাদিভির্দ্রবদ্রব্যৈঃ সেকুমিচ্ছাং কুরুতাম্ । তরীমভিভরগৈনোহস্মান্ পিপৃতাং পুরয়তাম্ ॥

অথ তৃতীয়ঃ—“স্বামগ্নে পুঙ্করাদধ্যধর্কী নিরমহুত । মূর্ধ্নো বিশ্বস্ত বাঘতঃ” ইতি । হেহংগে-
‘হৃৎধর্কীথ্য ঋষিঃ পুঙ্করাদধি পদ্মপত্রস্তোপরি ত্বাং নিরমহুত নিঃশেষেণ মধ্বিতবাম্ । অত এব পঞ্চম-
‘কাণ্ডে ব্রাহ্মণমায়াতম্—“পুঙ্করপর্ণে ছেনসুপশ্রিতমবিন্দং” ইতি । কীদৃশং পুঙ্করাং । মূর্ধ্নো
‘উত্তমাস্রবং প্রশস্তাং । বিশ্বস্ত বাঘতঃ সর্কস্ত জগতো বাহকাং । ইদং হি পুঙ্করপর্ণধ্বনিমহন-
‘যজ্ঞনিষ্পাদনাদিহারা সর্কং জগন্নির্কৃততি ॥

‘অগ্নি চতুর্থঃ—“তমু ত্বা দধ্যঙ্ড্ধিঃ পুত্র জৈধে অথর্কণঃ । বৃহৎপং পুরন্দরম্” ইতি ।
‘হেহংগেহৃৎধর্কণঃ পুত্রো দধ্যঙ্ড্ধ্যনামক ঋষিতমু ত্বেধে তমু ত্বাং প্রাঞ্জালিতবান্ । কীদৃশং ত্বাং, বৃহৎপং
‘বৈরিবিনাশনং পুরন্দরং কুদ্রপেণাত্মরসধকিনাং ত্রয়াণাং পুরাণাং বিদারয়িতারম্ ॥

‘অথ পঞ্চমঃ—“তমু ত্বা পাথ্যো বুধা সমীধে দধ্যাহস্তমম্ । ধনজয়৷ য়ণেরণে” ইতি । হেহংগে

পাথানামকঃ কশ্চিদ্বিত্তমুতা সমীধে তমেব হ্যং সম্যক্ প্রজ্জলিতবান্ । কীদৃশঃ পাথ্যঃ ।

শ্রেষ্ঠঃ । কীদৃশং যৎ, দম্বাহস্তমং তত্ত্বরাণামতিশয়েন হস্তারম্ । রণেরণে ধনঞ্জয়ং তেষু তেষু সংগ্রামেষু ধনস্ত জেতারম্ ॥

অথ বহৌ জাত ঋগ্‌বয়ং হোতা পঠেৎ । তজ্জয়েৎ প্রথমা—“উত ক্রবন্ত অস্তব উদগির্কৃ-
ত্বাহজনি । ধনঞ্জয়ো রণেরণে” ইতি । উত অস্তবঃ সর্ধেহপি প্রাপিনঃ পরম্পরমেবং ক্রবন্তঃ ।
কিমিতি, অগ্নিরদজনীতি । কীদৃশোহগ্নিঃ । বৃত্তহা শক্রবাতী রণেরণে ধনঞ্জয়শ্চ ॥

অথ দ্বিতীয়া—“আ যং হস্তে ন খাদিন ৬ শিত্তং জাতং ন বিজ্জতি । বিশামগ্নি ৬ স্বধবরম্”
ইতি । খাদিনং হবিষাং ভক্ষকম্ । যমগ্নিঃ হস্তে ন পাণাবিব কস্মিংশিতং পাত্ৰ আবিলতি আ-
নিধানাদ্ভিজো ধারয়ন্তি । কমিব । জাতং শিত্তং ন সত্ত্বঃ সমুৎপন্নং শিত্তমিব । কীদৃশমগ্নিঃ ৬
বিশাং স্বধবরং প্রজানং সমাগহিংসকম্ । ত্বমগ্নিঃ পুরতঃ পশ্চাম ইতি শেষঃ ॥

অস্তায়ে পূর্বাগ্নিনা সহ মেলনে প্র দেবমিত্যাত্মাঃ ষড়্‌চো হোতা পঠেৎ । তত্র প্রথমমাহ—
“প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বহুবিত্তমম্ । আ স্বে যোনো নি বীদতু” ইতি । দেববীতয়ে
দেবানাং হবিঃস্বাদনায় দেবং দীপ্তিমন্তমগ্নিং ভরত হে ঋত্বিজঃ প্রাকর্ষণেণ পোষয়ত । কীদৃশং
দেবং, বহুবিত্তমতিশয়েন হবির্লক্ষণধনাভিজম্ । স চ দেব আগত্য স্বে যোনৌ পূর্বাগ্নিরূপে
স্বকোষে স্থানে নিবীদতু নিতরানুপ সমীপে এবিষ্টৌ ভবতু ॥

দ্বিতীয়মাহ—“আ জাতং জাতবেদসি প্রিয় ৬ শিশীতাতিথিম্ । স্তোন আ গৃহপতিম্”
ইতি । হে ঋত্বিজ ইদানীং জাতং প্রিয়মতিথিকপমেনমগ্নং পূর্বমেব স্থিতে জাতবেদসি শিশীত-
শয়ানং কুরুত । কীদৃশে জাতবেদসি । স্তোনে স্বরূপে । কাদৃশং জাতম্, আ গৃহপতিং সর্কতোঃ
গৃহস্ত পালকম্ ॥

তৃতীয়মাহ—“অগ্নিনাহগ্নিঃ সমিধাতে কবিগৃহপতির্হবা । হব্যাবাড্‌ জুহ্বাস্যঃ” ইতি ॥
পূর্বদিক্‌নাগ্নিনা সহোদানামানীতোহাগ্নঃ সমিধাতে সম্যক্ প্রজ্জালাতে । কাদৃশোহগ্নিঃ, কবি-
র্হিবান্ । গৃহপতিগৃহস্ত পালয়িতা । যুবা নিত্যতরুণঃ । হব্যং বহতীতি হব্যবাট্ । জুহুয়ে-
বাহস্তং মুখ্যং যস্তাসৌ জুহ্বাস্তঃ ॥

চতুর্থীমাহ—“ত্ব ৬ হুয়ে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রং সন্তংসতা । সথা সখ্যা সমিধাসে” ইতি ॥
হে নৃতনায়ে স্বং পূর্বেনাগ্নিনা সহ সম্যক্ প্রজ্জালাসে । কীদৃশম্ । বিপ্রো ব্রাহ্মণজাত্যভি-
মানী-সমিধানশরাহিত্যেন সর্ধদাহবহ্নিতঃ সথা সাথবদিতরায়িরয়ো প্রীতিযুক্তঃ । কীদৃশোনাগ্নিনা-
মিপ্রং সতা সখ্যা চ ॥

পঞ্চমীমাহ—“ভং মর্জয়ন্ত স্ক্রতুং পুরো যাবানমাজিষু । স্বেযু কয়েযু বাজিনম্” ইতি ॥
হে ঋত্বিজস্তমিষং মথিতমগ্নিঃ মর্জয়ন্ত শোধরত । কীদৃশং, স্ক্রতুং স্ক্রতু ক্রতুনিপাটকম্ ।
আজিষু সংগ্রামেষু পুরোযাবানং পুরতো গন্তারম্ । স্বেযু কয়েযু যজমানসঙ্কয়েষু
স্বকীয়গৃহেষু বাজিনময়সম্পাদকম্ ॥

ষষ্ঠীমাহ—“যজেন যজমযজন্ত দেবাতানি ধর্ম্মাণি প্রথমাত্মান্ । তেহ নাকং বহিমদন-
শচন্তে বহ পূর্বে সাধ্যাঃ সক্তি দেবাঃ” ইতি । দেবা দেবত্বং প্রাপ্যো যজমানা যজেন যজ-
মানেন নৃতনোনাগ্নিনা সহ যজং যজসাধনং পুরাতনমগ্নিমযজন্ত পুজিতবন্তঃ । ত্বনি মিতানি

অগ্নিঘরসাধানি ধর্ম্মানি কৰ্ম্মানি স্কুতানি প্রথমাভ্যাসদুধ্যায়স্তবন্ । তে হ মহিমানন্তে
খলু মহান্তো যজমানা নাকং সচন্তে স্বর্গং সমবয়ন্তি । যত্র স্বর্গে পূর্বে যজমানাঃ সাধ্যাঃ সাধ্য-
ফলোপেতা দেবাঃ সন্তি যে দেবা ভূত্বা বর্তন্তে, তং নাকং সেবন্ত ইতি পূর্ব্বজ্ঞাস্বরঃ ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“অর্থ পাস্তকহোত্রস্ত শেষ ঔত্তরবেদিকে । অগ্নিপ্রণয়নে হুষ্ঠৌ
ঐ দেবমিতি মন্তকাঃ ॥ ১ ॥ অথাগ্নিদ্বয়ে পঞ্চ জ্ঞাতে বহুবৃত্ত দ্বয়ম্ । প্র দেহয়োর্ম্মেনে
ষট্ স্যুর্শ্রাব্য অত্রৈকবিংশতিঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎসারণাচার্য্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠক একাদশোহম্ববাকঃ ॥ ১১ ॥

• • •

বেদার্থস্ত প্রকাশেন তমোহর্দিং নিবায়য়ন্ ।

শুমর্থাংচতুরো দেয়াধিত্বা তীর্থমহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

• • •

ইতি শ্রীমদ্বিত্বা তীর্থমহেশ্বরপরাবতারস্ত শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্ত শ্রীবীরবৃক্ষমহারাজ-
স্নাহজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিত্তে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-
তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ ॥ ৩ ॥

• • •

ইতি শ্রীমদ্বিত্বা তীর্থমহেশ্বরপরাবতারস্ত শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্ত শ্রীবীরবৃক্ষমহারাজ-
স্নাহজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিত্তে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-
তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়ঃ কাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

— • —

যজুর্বেদ-সংহিতা ।

—ঃ*ঃ—

ক্ৰমঃ-যজুর্বেদ-তৈত্তিরীয়া-সংহিতা ।

—ঃ*ঃ—

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

—*—

মন্ত্র-সূচী ।

অ ।

মন্ত্র	পৃষ্ঠা
অৗ চোমুচে বিবেষ যন্মা বি ন ইন্দ্রে	২৪
অগ্নেনবজ্রো নি দেবৌর্দেবেভো যজ্ঞমশিবন্নিন্ংস্বয়তি	৩১২
অগ্ন আ বাহি বীতয় ইত্যাং তস্মাৎ	৬৮
অগাহনন্নীদিতাং যদক্রয়ানগন্নগ্নিরত্যগ্নাবগ্নিং গময়েন্নিবজ্রমানৗ	১৮১
অগ্নিঃ প্রোতঃসবনে পাতঙ্গানিতি সৗ স্থিতে সবন আহতিং জুহোতি	৩১২
অগ্নিনাহ্নি সমিধ্যতে	৩৩৬
অগ্নিনা দেবেন পৃথনা অয়ামি গায়ত্র্যেণ ছন্দসা ত্রিবৃত্তা স্তোমেন রথন্তরেণ	৪২৫
অগ্নিনা রয়িমশ্রবৎ পোষমেব দিবোদেবে	৩২৮
অগ্নিমগ্ন আবহ সোমমাবহেত্যাং দেবতা	৮৮
অগ্নিরমুগ্নিল্লোক আসীদানতোহস্তিত্যাবিমৌ	৭৬
অগ্নিরমুগ্নিল্লোক আসীত্তমোহস্তিতে দেবা অক্রবন্তেতমৌ	১২০
অগ্নির্দেবতা গায়ত্রী ছন্দ উপাৗ শোঃ পাতঙ্গসি	২২৬
অগ্নির্দেবানাং দূত আসীচ্চশনা কাব্যোহস্মরাণাং	৭৭
অগ্নির্দেবায় বম ইয়ং যমৌ কুসীদং বা এতত্তমস্ত	৪৭০
অগ্নির্দেবৈর্দীক্ষিতস্ত দেবতা শোহস্মদেতর্হি তির ইব বর্হি যাতি	২৬৪
অগ্নিভূতানামধিপতিঃ সা মাংবজ্রো জ্যোষ্ঠানাং বমঃ পৃথিব্যা বায়ুরন্তরিক্ষত স্বর্ঘ্যো	৪২২

শ্লোক	পৃষ্ঠা ।
অনাদিত্য তদেব যজ্ঞেত যজ্ঞমুখ্যমেব	৪৪
অনারম্ভণ ইব বা এতর্হাধ্বর্গ্যঃ স ঈশ্বরো	১৮১
অধিতরসি দিবো জ্বা দিবং জিহ্বাত্যাইভ্য এব লোকৈভ্যো যজ্ঞং প্রাহ	৫৮৮
অধিনরুযতে তন্ম মল্লাগৈশ্চ নঃ চ নঃ কৃষি । ক্রতুৈ দক্ষায় নো হিনু	৪৮৮
অহু নোহুতাহুমতির্যজ্ঞং দেবেষু মল্লতাম্ । অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতাং দান্তবে ময়ঃ	৪৮৭
অহু মল্লতামহুমল্লমানা প্রজাবন্তু৭৭ রসিমক্ষীয়মাণম্ । তস্মৈ বয়৭ হেড়সি	৪৮৮
অহুধগং বয়ত জোগুবামপ ইত্যাহ যদেব যজ্ঞ উধগং	৫১১
অহুধগং বয়ত জোগুবামপো মল্লভব জনয়া দৈব্যং জনম্	৫০৫
অস্তরকোশ উকীর্ণোঃ বিপ্লিতং ভবতোবমিব হি পশুরুধমিবচর্ষেব	৪২২
অপ উপ স্পৃশতি ভেষজং বা আপো ভেষজমেব কুপতে	৪৪৮
অপ বা এতস্মাং প্রাণাঃ ক্রামন্তি যঃ পাশিত্রং প্রাণাত্যক্তিস্মার্কয়িত্বা	২১২
অপ বৈ সোমেনেজানাদেবতাশ্চ যজ্ঞশ্চ ক্রামন্ত্যাগ্নেয়ং পঞ্চকপাল	৬০০
অপরিমিতমহু ক্রয়ানপরিমিতি	২২
অপাং নপাদা হস্তাহুপস্থ জিহ্বানামৃক্ণো বিদ্যাতং বসানঃ	১১২
অপাম সোমমমৃত্য অভূমানর্ধ জ্যোতিরবিদ্যাম ধেবান্	৩৭২
অপেজ্য দ্বিবতো মমোহপ জিহ্বাসতো জহপ যো নোহরাজীযতি	৬১
অপ্প দ্বৌতস্ত সোম দেব তে নুভিঃ স্তুতশ্চেষ্টযজুষঃ	৩৭৪
অতি ক্রন্দন্তনয় গর্ভস্বা ধা উদঘতাপরি দীয়া রথেন	৩৩১
অভিক্রামঃ জুহোত্যাভিজিহ্যে	১৩৩
অভিচরতা প্রতিশোম৭ তোতব্যাঃ প্রাণেনোবাস্ত প্রীতীচঃ প্রীতি যৌতি স্তং ভজ্যে	৫৩৭
অভি জ্ব দেব দবিতরীশানং ব্যাধাণাম্	৬৩৫
অমৃতমসি প্রাণায় ত্বতি হিরণ্যমভি বানিত্যমৃতং বৈ হিরণ্যমায়ু ।	৪৪৮
অয়ং নো নভসা পুরঃ ইত্যাহারিকৈ নভসা পুরোহগ্নিমিব তদাহিতয়ে ।	৪৭১
অয়ং নো নভসা পুরঃ স৭ স্কানো অভি রক্ষতু ।	৪৬৯
অয়ং বাৎ পশু বিদ্যাতে সোম ইন্দ্রাবুহস্পতী । চক্ষুর্দ্বয় পীতয়ে ।	৪৮৬
অযজ্ঞো বা এষ ঘোহসামাহু আ যাহি	৭৬
অযমগ্নিরুহ্যতামু হৃদিব জঘান ।	৬৩৪
অযমগ্নিঃ সহস্রিণো বাজন্ত শতিনস্পতিঃ	২৪৪
অয়মু হ্য প্র দেবযুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে ।	৬১৪
অলুকো ভবতি ষ এবং বেধ	১০৭
অম্বমব ভ্রাপয়তি প্রাজাপত্যো বা ।	
অম্বঃ প্রাজাপত্যঃ প্রাণঃ স্বাদেবানৈম যোনেঃ প্রাণঃ নির্মিমীতে	৩৮৮
অষিনোক্তা বাহুত্যা৭ সধ্যাসম্	৩৭০

মন্ত্র ।

পৃষ্ঠা ।

অষ্টাচত্বারিংশতমহু ক্রয়াৎ পশুকামস্তাষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা	৯৯
অষ্টাশ্রুত্ৰিগণ্যং দক্ষিণাষ্টাপদী হেয়াহিআ নবমঃ পশোরাষ্টা	৪৯৯
অষ্টৌ বসবোহিষ্টাকরা গায়ত্র্যোক্তাদশ রুদ্রা একাদশাকরা ত্রিষ্টুব্হাদশাহিত্যা দ্বাদশাকরা	৫৪৮
অসিতবর্ণা হরয় সুপর্ণা মিহো বসানা দিবয়ুৎপতন্তি	৩৩০
অশ্বাক্ষ কবলঃ	৩ ৮
অশ্নে ইন্দ্রানুহম্পতী রয়িং ধত্ত্বংশতগ্নিনম্ । অশ্বাবস্ত্বস্বহস্রিণম্	৪৮৬
অহঃ পরস্তাদহমবস্তাদহঃ জ্যোতিষা বি তমো কবার	৬০৬
অহে দৈধিষব্যোদত্তিত্তিষ্ঠাত্তস্ত সদনে	৩৬৪

— . —

আ ।

আকূত্য স্বা কামায় স্বা ঈতাত্ বধাযজুরেবতৎ	৫১০
আকূত্য স্বা কামায় স্বা সমৃধে স্বা কিক্টিতা তে মনঃ প্রজাপত্যে স্বাহা	৫০৪
আগস্ত পিতরঃ পিতৃমানিতি দক্ষিণাঙ্কং পরেক্ষতে	৩৬৫
আগ্ন্যাবৈক্যবাকাদশকপালং পুরস্তান্নির্কপেৎ	৫৭৯
আঘাঘমা ঘাঘমতি তির ইব বৈ সুবর্ণো লোকঃ	১০৯
আ চাগ্রে দেবান্ধ্র সুবজ্রা চ যজ্ঞা জাতবেদ	৮৯
আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্	৬৩৬
আজ্ঞাগ্রহঃ গরীয়াভেজ্জকামস্ত তেজো বা আজ্যং তেজস্বোব	৬২৫
আ তে সুপর্ণা অমিনস্ত এবৈঃ	৩৩০
আত্মনে হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভূতো রাষ্ট্রং প্রজা রাষ্ট্রং পশবো	৫৩৫
আদিত্যাশ্চান্নিরসশ্চান্নীনান্হদধত তে দশপূর্বমাসো ঐপ্রপ্তস্তেবামঙ্গিরসঃ	৫১৮
আ নঃ প্রাণ একু পরাবত আহস্তরিকাদ্ধিবম্পরি	৪৪২
আপূর্ণ্যাঃ স্বাহমা পূরয়ত প্রজয়া চ ধনেন	৩৭২
আ প্যায়স্ব সং তে	৩২৮
আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্টিয়ম	৩৭২
আ প্রতীষ্ঠায়ৈ ধনতি যজমানমেব প্রতীষ্ঠাং গময়তি	১৭৩
আ বর্ধন বর্ডয় নি নিবর্ডন বর্ডয়েজ্ঞ নর্ডবু । ভূম্যাশ্চতস্রঃ	৪৮২
আ বর্ডন বর্ডয়েতাহ ব্রহ্মণৈবনমা বর্ডয়তি	৪৯৮
আ বারো ভৃষ শুচিপা উপ	
নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্বাব । উপো তে অক্সো মত্তমরামি	৫০৪
আ বিশ্বদেবঃ সংপতিঃ স্বকৈরুজ্ঞা বৃণীমহে ।	৫৬৬
আ বৃশ্চাতে বা এতজ্জম্যানোহগ্নিত্যাং বদেনয়োঃ শূর্তং কৃত্যথাযজ্ঞাববৃদ্ধমবৈত্যানুর্দা	৪৬৯

মন্ত্র-সূচী ।

৬১৯

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
আ য৭ হন্তে ন খাদিন৭ শিশু জাতং ন বিন্ধতি	৬১৬
আয়তনবতীর্ক্য অত্রা আহিতয়ো হৃৎস্থেহ্নায়তনা অত্রা	
যা আধারবতীস্তা আয়তনবতীর্থা:	৩১৩
আয়ুরাশান্তে স্প্রজাশ্বশ শান্ত ইত্যাহাশ্বশিষমেবৈতামা শান্তে	২২৩
আয়ুর্দা অগ্নে হবিষো জুবাণো যুতপ্রতীকো যুতযোনিরোধি	৪৬৯
আয়ুষ্টি আয়ুর্দা অগ্ন আ প্যায়স্ব সং তেহব তে হেড	২২
আগ্ন্য স্তুত্বাকনু ত নমোবাকমিত্যাহেদমরাংস্মেতি বাবৈতদাহ	২০২
আর্ষেয়ং বৃণীতে বন্ধোরব নৈত্যথো সন্তুত্যা	৭৮
আশাদানঃ স্রবীর্গা৭ রায়স্পোষ৭ স্বশ্বয়ম্	৬০৭
আশিদ্দায়্য দম্পতী বামমশু তামরিষ্ঠো রায়ঃ সচতা৭ সমোকসা	৪০০
আশীর্ষ্য উজ্জমুত স্প্রজাশ্বমিবং দধাতু দ্রবিণ৭ সর্বকসা	৪০০
আশ্রাব্যাহ হ দেবান্ যজতি	২২১
আসব৭ সধিত্বং তগন্তেব ভুজি৭ হ্রবে	৩৯৩
আ সমুদাদাহস্তরিক্ষাং প্রজাপতিরুদধিং চ্যবরাতীজ্রঃ	৩০৬
আসিনো বজ্রত্যাগ্নিরেব লোকে প্রতি স্থিষ্ঠতি	১০৬
আম্পাত্রং জুহুর্দেবানামিত্যাহ জুহুহোষ	৮৮
আহংগম্য মিত্রাবরুণা বরেণ্যা রাত্রীণাং ভাগো যুবয়োশো অতি	৫৫৯
আহং পিতৃনৃস্ববিদজ্রা৭ অবিংসি নপাতং চ বিক্রমণং	২২৩
আহবনীয়াহ্নানু কমাদায় বেদিমুগোষতি যং কুদীদমপ্রতীত্তিমিতি	৪৬৯
আহস্মিন্নুগ্রো অচ্যাবুর্দিধো ধারা অসশ্চত	৪৯১
আহস্মিন্নুগ্রো অচ্যাবুরিত্যাহ বথাবজ্রৈবৈতৎ	৪৯৭
আহিতয়ো বা এতজ্ঞাকৃণ্ডা যন্ত রাষ্ট্রং ন কলতে স্বরথশ্চ দক্ষিণম্	৫৩৬

ই ।

ইড়া দেবহৃদ্বর্ষজ্ঞানীবৃহস্পতিরুকৃথামদানি	৪৬৮
ইড়ামুপহ্রয়তে পশবো বা ইড়া পশুনোবোপ হ্রয়তে চতুরূপ	২০১
ইদং তৃতীয়সনং কণীনামৃতেন যে চমসমৈরয়ন্ত তে সৌধঘনাঃ স্রবরানশানাঃ	৩১৩
ইদং বামাত্রে হবিঃ প্রিয়মিজ্রাবৃহস্পতী উক্থং মদশ্চ শত্রুতে	৪৮৬
ইদং পিতৃভ্যো নমে অশ্বশ্চ যে পূর্ক্সাসো য উপরাস	৫৪
ইদমসীদমসীত্যেব যজ্ঞশ্চ প্রিয়ং ধামাব	৬৮
ইদমসীদমসীত্যেব যজ্ঞশ্চ পিয়ং ধামোপহ্রয়তে	২০২
ইয়াবর্হি প্রোক্ষতি মেধ্যামেবৈনং করোতি	১৭৯

মন্ত্র

পৃষ্ঠা ।

ইন্দ্র বৃএং জগ্নিবাৎ সং মৃধোহিতি প্রাবেপস্ব	২৫
ইন্দ্রস্ত বৃত্রং জগ্নুষ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যং পৃথিবীমহু	২৫
ইন্দ্রাবরুণা যুবমধবরায় নঃ বিশে জনায় মহি	১২৩
ইন্দ্রা বিষ্ণু দৃহিতা শশ্বরস্ত নবপুত্রো নবতিং চ শ্রুতিষ্টম্	৪০৭
ইন্দ্রেন দেবেন পুতনা জয়ামি ত্রৈলুভেন ছন্দসা পঞ্চদশেন	৫৯৫
ইন্দ্রেন সবুজো বয়ৎ সাসহ্যাম পৃতস্ততঃ	৫৯৬
ইন্দ্রো জশ্বিরোজযৌ স্বং দেবেযু ভূয়া ওজস্বন্তং যনায়ুত্বন্তং বর্চস্বন্তং	৪৩৪
ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা দেবতাভিষেচিষ্যেণ চ বার্ক্যাত	২৫
ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা পরাং পরাবতনগচ্ছ দপারাদমিতি	২৬
ইমং পশুং পশুপতে তে অগ্ন বধাম্যগ্নে স্কৃতস্ত মধো	২৮১
ইমং রিষ্যামি বরুণস্য পাশম্ যমবদ্রীত-সবিতা স্ককেত	৬১১
ইমং যম প্রস্তরমা হি সৌদামিরোভিঃ পিতৃভিঃ সম্বিদানঃ	২৪৫
ইমে বৈ সহাহস্তাং তে রায়ুর্ক্যাবান্তে গর্ভমদধাতাং তৎ সোমঃ প্রাজনয়দগ্নিরগ্রসত	৫০৮
ইয়ং বাব রথস্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেবৈনমস্তরেত্যগ্ন বাব রথস্তরং	৩০১
ইয়ং বৈ হোতাঃ সাবধ্বর্ষ্যর্ষদাগীনঃ শত্ সন্তাত্তা এব তথোতা	৪১২
ইয়ন্তং গৃহ্নাতি প্রজাপতিনা যজ্ঞমুধেন সংমিতম্	১৭৯
ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো এককর্ত্তন্তাত্ংপোহ্পরসো মুদা	৫৩০
ইষ্টর্গো বা অধুর্ঘ্যর্ষজমানস্তেষ্টর্গঃ খলু বৈ পূর্কোহষ্টুঃ ক্ষীয়ত	১০০
ইহ গর্ভির্কামস্তেদং নমো দেবেভ্য ইত্যাহ বাটশ্চব	২২৭
ইহি স্বষ্টারমগ্রায়ং বিশ্বরূপমুপহব্রে	৩৮

— • —

ঈ ।

ঈড়ামহৈ দেবাৎ ঈড়েতাদ্রমত্ৰাম নমস্তাত্ৰজাম

৮৯

— • —

উ ।

উক্ধং বাচীত্যাহ মাধ্যন্দিনং সবনং ত্রিষ্টুভৈব মাধ্যন্দিনে সবনে	৪০৫
উক্ধং বাচীত্যাহ মাধ্যন্দিনং সবনং প্রতীগীর্ষ্য চত্বার্যোতান্ত্রক্ষরাণি	৪১০
উক্ধং বাচীত্ৰায়োত্যাহ তৃতীয়সবনং প্রতীগীর্ষ্য সপ্তোতান্ত্রক্ষরাণি	৪০৮
উক্ধশা ইত্যাহ প্রাতঃসবনং প্রতীগীর্ষ্য ত্রীণ্যোতান্ত্রক্ষরাণি	৪১০
উত নো দেব দেবাৎ অচ্ছা বোচো বিচ্ছষ্টর	২৪৫
উত ক্রবন্ত জন্তব উদাগ্নিকৃত্রাহাজনি ধনজ্জয়ঃ	৬৩০
উত মাভা মহিষমঘবেনন্নমী স্বা জহতি পুত্র দেবাঃ	৪২১

মন্ত্ৰ	পৃষ্ঠা ।
ঊত্তরপরিগ্রাহং পরিগৃহ্যতোভাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী	১৭৪
ঊত্তরং বর্হিষঃ প্রস্তর৬ সাদয়তি প্রজ্ঞা বৈ বর্হিযজমানঃ প্রস্তরঃ	১৮০
ঊত্তরস্তাং দেবযজ্ঞায়ামুপহূতো ভূমাসি হবিষ্করণ	২০২
ঊত্তরেবহঃ স্বমৃতোহর্কাক্ষো গৃহস্থেহভিজিতোবেমাল্লোঁকান্ পুনরিমং	৪৫৯
ঊদ প্রতো ন বায়ো রক্ষমাণা বাবদতো অভ্রিয়ন্তেব ঘোষাঃ	৫৬৬
ঊদপ্রতো মরুস্তা৬ ইয়ন্ত বৃষ্টিং যে বিদে মরুতো জুনস্তি	৩১৩
ঊদীরতামবর উৎপরাস উন্নধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ	২৫৩
ঊহু তাং চিত্রম্	৩৫৩
ঊক্সন্তি তস্মাদোষধয়ঃ পরা ভবন্তি	১৭৩
ঊক্সন্তি বদেবাস্তা অমেধ্যং তদপি হস্তি	১৭৩
ঊন্নন্তর পৃথিবীং ত্রিকাবীং দিব্যং নভঃ । ঊদনো দিব্যস্ত নো ॥	৬০৬
ঊন্নিত উজ্জ্বতশ্চ গোষং পাতং মা	৩৬৫
ঊপ ব্যয়তে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে	১০৬
ঊপ মা ত্বাপৃথিবী হবৈ তামুপাহস্তাবঃ কলশঃ	৩৬৩
ঊপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে তোতি জ্যোৎকলশমভি	৩৪৬
ঊপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে ত্বা জ্যোতিয়তে জ্যোতিয়ন্তং	৬২১
ঊপযামগৃহীতোহসি রাক্ষসদসি বাক্পাভ্যাং ত্বা ক্রতুপাভ্যামস্ত	৪১১
ঊপযামগৃহীতোহস্যতসদসি চক্ষুপাভ্যাং ত্বা ক্রতুপাভ্যামস্ত যজ্ঞস্ত	৪১১
ঊপশ্রিতো দিবঃ পৃথিব্যোরিত্যাহ ত্বাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞ উপশ্রিতঃ	২২২
ঊপহূতং বামদেব্য৬ সহাস্তরিক্ষেণেত্যাহ পশবো বৈ বামদেব্যঃ পশূনৈব	২০১
ঊপহূতা দেভঃ সহর্ষভেত্যাহ মিথুনমেবোপহ্রয়তে	২০১
ঊপহূতাং৩হো ইত্যাহানমেবোপহ্রয়তে	২০১
ঊপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেযু নিধিযু প্রিয়েযু	২৫৩
ঊপহূতে ত্বাপৃথিবী ইত্যাহ ত্বাপৃথিবী এবোপহ্রয়তে	২০২
ঊপহূতোহয়ং যজমান ইত্যাহ যজমানমেবোপহ্রয়তে	২০১
ঊপহূত৬ রথং৩তর৬ সহ পৃথিব্যোত্যাহেয়ং বৈ রথস্তরমিমাংসেব	২০১
ঊপহূতো ভক্ষঃ সখেত্যাহ সোমপীথমেবোপহ্রয়তে	২০১
ঊপাহৃত্য পঞ্চ জুহোতি পাণ্ডু ক্র্যাঃ পশবঃ পশুনৈবাব রুদ্ধে	২৯২
ঊভা জিগ্যথুন পরা জয়েথে ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনো	৪২৭
ঊরুদ্রপো বিধরূপ ইন্দুরিত্যাহ প্রজ্ঞা বৈ পশব ইন্দুঃ প্রজ্ঞয়ৈবমং পুণ্ড্রিভিঃ সমর্দ্ধয়তি	৪৯৮
ঊরুদ্রপো বিধরূপ ইন্দুঃ পশমানো ধীর আনঞ্জ গর্ভম্	৪৮৩
ঊর্দ্ধান্তর্ধন হোতারং বর্ণাতেহরির্দৈবো হোতা	১০৯
ঊর্দ্ধে সমিধাবা দধাতুপরিষ্ঠাদেব রক্ষা৬ স্থপহস্তি	১৯০

মন্ত্ৰ ।

পৃষ্ঠা ।

উশন্তুত্বা ইবামহ উশন্তু, সন্নিধীমহি

১৫২

উশি ক্রুং দেব সোম গায়ত্রেণ ছন্দসাংগোঃ প্রিয়ং পাথো অপীহি

৪৪২

উশিগসি বহুভাষা বহুভিষেত্যাংষ্টো বসব একাদশ কজা

৫৮৮

— . —

ধা ।

৭ ক্‌সামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্তু ইত্যাহক্‌সামাভ্যাং

২৬৫

৭চা স্তোমভ্‌ সন্নিধয় গায়ত্রেণ রথন্তরম্ বৃন্দগায়ত্রবর্তনি

৩২২

৭ ছন্দা পাতয়তাজুৰি হি প্রাণঃ সন্ততনা

১০৯

৭ তমসি সত্যং নামেত্যাচ ক্ষত্রমেবান রুদ্ধে

৪৫২

পাতন্তু বিদম্ম দিবনেবাভে জয়তাতন্তু স্বা জ্যোতিষ ইত্যাত

৪৫৩

পাতাবাদ্‌ তথামাহুগ্নিগ্নক্সত্ত্বোবদয়োহপ্যবস উচ্চেঃ নাম স ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু

৫২

প্যবতো বা ইন্দ্রং প্রতাক্ষ নাপশ্যন্তং বসিষ্ঠঃ

৫৮৭

প্যবিত্বৈত তত্যাহর্যো হে তমস্পদন্

৮৮

প্যবেষ্মৈষের্ণা এতা নির্মিতা যং সান্নিধেয়ন্তা

৬৮

— —

এ ।

একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী পঞ্চপদী ষট্‌পদী সপ্তপদ্যষ্টাপদী ভুবনাংহু

৪৮৩

একবিভ্‌ ষতিময়ু ক্রয়াং প্রতিষ্ঠাকামসৈকবিভ্‌ শঃ স্তোমানাং

১৮

এতং যুগ্মং পরি বো দদামি তেন ক্রৌড়ীশরতে প্রিয়েন

৪৭৮

এতত্ত তত যে চ কাময়েতত্তে পিতামহ প্রপিতামহ

৩৭৩

এতচ্চৈব নামাঃস্বর আসীৎ স এতর্হি যজ্ঞস্যাহ শিষমবুঙ্‌ক্ত

২২২

এতদ্বা অপাং নামধেয়ং শুভ্রং যদাধাবা মান্দাসু তে শুক্ৰ

৪৪৭

এতর্দৈব দেবানানাংস্তং যদর্শপূর্বনাসৌ ব

৫৭

এতর্দৈব দেবিকাঃ সর্গানি চ ছন্দাভ্‌ সি সর্গাশ্চ দেবতা

৫৪৮

এতর্দৈব সর্গমধবর্য়াকপাকুর্ল্লদগাতৃভ্য উপাকরোতি তে দেবাঃ

৪৩৮

এতর্দৈব ক্ষত্রাভ্‌ রূপং যষ্টৈবভ্‌ রূপা ব্রহ্মো ভবন্তি

৬১৭

এতা এব নিঃ বশেদ্যং যজ্ঞো নোমনয়েচ্ছন্দাভ্‌ সি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাভ্‌ সি থলু বা এতম্

৫৪৭

এতা এব নির্কপেজ্জাগাময়ানী ছন্দাভ্‌ সি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাভ্‌ সি থলু বা এতমন্তি

৫৪৬

এতা এব নির্কপেৎ পশুকামশ্ছন্দাভ্‌ সি বৈ দেবি চাশ্চ দাভ্‌ সি ইব থলু বৈ পশব

৫৪৬

এতা এব নির্কপেৎ ঋকামশ্ছন্দাভ্‌ সি ।

বৈ দেবিকাশ্ছন্দাভ্‌ সীব থলু বৈ ঋক্‌ছন্দোভিরেবাগ্নিন্

৫৪৮

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
এতা এব নির্বপেদীজানশ্চন্দাৗসি বৈ দেবিকা যাতয়ামানীব খলু বা এতস্ত ছন্দাৗসি	৫৪৭
এতা এব নির্বপেত্ব মেধা নোপানমেচ্ছন্দাৗসি বৈ দেবিকাশ্চন্দাৗসি খলু বা	৫৪৭
এতানি বা অজাবকৗষি সধৎসরস্ত যদর্শপূর্ণমাসৌ	৫৬
এতাবদৈ পুরুষঃ পরিতস্তদেবাবরুদ্	৪৫৩
এতে নৈ সধৎসরস্ত চক্ষুযী যদর্শপূর্ণমাসৌ	৫৭
এতেন হ অ বা ঋষয়ঃ পুরা বিজ্ঞানেন দীর্ঘসত্রাদিকং	৪৭০
এতৌ বৈ দেবনাৗহরি যদর্শ পূর্ণমাসৌ	৫৭
এদমগম্য দেবযজ্ঞং পৃথিব্যা ইত্যাহ দেবযজ্ঞনৗহেব পৃথিব্যা	২৬১
এস্ম সানসিৗরয়িম্ সজ্জিৎতানৗসদাসহম্ বর্ষিষ্টমৃত্যে ভর	৫৬৭
এবৈনং পুরোমুবাচ্যরা দত্তে প্রযচ্ছতি যাজ্ঞায়া প্রতি	১৪৮
এষ তে গায়ত্রো ভাগ ইতি মে সোমায় কৃতাদেব	২৭০
এষ তে রুদ্র ভাগো ষং নিরবাচ্যাস্তং জুবস্ব বিদেগৌপত্যৗয়ায়ম্পোষৗ	৩১৪
এষ বৈ হবির্দানী যো দর্শপূর্ণমাসবাজৌ	৫৭
এষ বৈ দেবযানঃ পছা যদর্শপূর্ণমাসৌ	৫৭
এষ বৈ দেবরথো যদর্শপূর্ণমাসৌ যো দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টা	৫৬
এয়া নৈ দেবানাং বিক্রান্তির্গদর্শপূর্ণমাসৌ	৫৭

— • —

ঙ ।

ওজোহসি পিতৃভ্যাহ পিতৃভিষেত্যাহ দেবামেব পিতৃনমু সং তনোতি	১৮৮
ওমহতী তেহসিন্ যজ্ঞে যজ্ঞমান ত্বাপৃথিবী স্তামিত্যাচাহশিষমেবৈতামা	২২১
ওষধয়ো বৈ সোমস্ত বিণো বিশঃ খলু বৈ রাজঃ প্রদাতোরীশ্ববা	৩০৭

— • —

চ ।

ওঋভৃগুপচ্চুমিগপানবদা ভবৈ	৩৪৩
--------------------------	-----

— • —

ক ।

ককুহ্ কপং ব্রবভস্য ঞ্চোচতে বৃহৎ সোমঃ সোমস্ত পুরোগাঃ	৪৪১
কবিশ্চ নো গবিষ্টয়েহগ্নে সংবেষিষো রয়িম্	২৪৫
কবির্যজ্ঞস্ত বি তনোতি পছাং নাকস্ত পৃষ্ঠে	৬০৬
কমু ষদস্ত সেনয়াহগ্নেয় পাক চন্সঃ	২৪১
কিক্টিটাকরং জুহোতি কিক্টিটাকারেণ বৈ গ্রাম্যাঃ পশবো বমন্তে গ্রাহরগাঃ	৫০

যজ্ঞ	পৃষ্ঠা ।
কিতবাসো যদিরিপূর্ন দীবি যধা য়া সত্যমুত বদ্র বিদ্র	৫৬৮
কুহুমত্ স্ত্রুভগাং বিদ্রনাপসমস্মিন যজ্ঞে স্ত্রুহবাং জোহবীমি । সা নো দদাতু শ্রবণং ॥	৫৬৮
কুহুর্দেবানামমৃতস্ত পত্নী হব্যা নো অস্ত্র হবিষশ্চিকেক্তু । সং দাশুযে কিস্তু ভূরি ॥	৫৬৯
কেশিনত্ দার্ভ্যং কেশী সাত্যকামিরুবাচ সপ্তপদাং	১৪৭
ক্রুরমিব বা এতং করোতি যৎখনত্যাণো নিনয়তি শাষ্ট্র্য	১৭৯
ক্রুরমিব বা এতং করোতি যবেদিং করোতি ধা অসি স্বধা	১৭০
ক্ষীরে ভবতি রুচমেবাস্মিন্দধাতি	৫৩৮
গাতুং যজ্ঞায় গাতুং যজ্ঞপত্য ইত্যাহাইশিষমেবৈতানি শান্তে	২৩৭
গাত্রাণাং তে গাত্রভাজো ভূয়ান্তেতাহা পিষমেবৈতানি শান্তে	৫১১
গ্রামকামায় হোতব্য রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভূতো রাষ্ট্রং সজ্জাতা রাষ্ট্রেনৈবাস্মৈ	৫২৫
গায়ত্রী পুরোহুবাক্য ভবতি ত্রিষ্টুগ্ বাজ্যা ব্রহ্মস্মৈ	১৪৮
গায়ত্রী পুরোহুবাক্য ভবতি ত্রিষ্টুগ্ যাজ্যৈষা	১৪৯
গায়ত্রী বা অমুমতিত্রিষ্টুগ্রা কা জগতী সিনীবাণ্যমুষ্টপ্ কুহুর্দাতা	৫৪৮
গায়ত্র্যেব তেন গর্ভং ধন্তে সা প্রজাং পশূন্	১৩৪
গায়ত্রো বা অগ্নির্গায়ত্রছন্দান্তং ছন্দসা ছন্দসা ব্যর্হয়তি	৬০০
গোমাৎ এসো অমুর প্রজাবান্দৌর্যো রয়িঃ	৩২৮

— • —

ঘ ।

ঘুতেন জ্বাপৃথিবী মধুনা সমুদ্রত পয়স্বতী কৃণুতাহপ ওষধী	৩৪৩
ঘোরা পশায়া নামা অশ্বেভ্যঃ চক্ষুষ এবাং মনশ্চ সন্ধৌ	৩৯৮

— • —

চ ।

চক্ষুরসি শ্রোতং নামেতাহাহয়ুরেবাব কন্ধে রূপমসি বর্ণো নামে	৪৫২
চক্ষুরী বা এতে যজ্ঞস্ত যদাজ্যভাগো	১৪৬
চতুঃশরাযো ভবতি দিক্ষেব প্রতি তিষ্ঠতি	৫১৮
চতুঃ সংপত্ততে চতুষ্পাদঃ পশবঃ পশূনেবাব কন্ধে	২১১
চতুরবন্তং ভবতি হবির্কৈ চতুরবন্তং পশবশ্চতুরবন্তম্	২১০
চতুর্বিংশতিমহুক্রয়াদ্রু স্তবর্জসকামস্ত চতুর্বিংশত্যাকরা	৯৮
চদার আর্ষেয়াঃ প্রাপ্নন্তি দিশামেব জ্যোতিষি জুহোতি	৫৩৮
চাপ রূপগকাশী কামো গন্ধর্বন্তত্য়াহং যোহপ্সরসঃ	৫৩০
চিহ্নং চ চিত্তিশ্চাহকুং চাহকুতিশ্চ বিজ্ঞাতং চ বিজ্ঞানং চ মনশ্চ শকরীশ্চ	৫৭

— • —

মস্ত্র-সূচা ।

৬৫৫

মস্ত্র

পৃষ্ঠা ।

ছ ।

ছন্দাং সি দেবেভ্যোহি পাক্রামন্নবোহভাগানি হব্য বক্ষ্যাম ইতি তেভ্য

১৬২

— ০ —

জ ।

জগত্যা পারি দধ্যাজ্জাগতা বৈ পশবঃ পশুকামঃ

৯৮

জয়তি নশ সং পতন্তে নশাকরা বিরাডন্নং বিরাড বিরাজোবাগ্নাত্তে

৪৫৩

জাতবেদো বপয়া গচ্ছ দেবায় ৮ হি হোতা প্রথমো বভূধ

৮৫

জামি বা এতদ্যজ্ঞস্ত্র ক্রিয়তে বদন্যকৌ পুরোডাশাবু পা ৮ শুযাজমন্তরা

১৯০

জামি বা এতদ্যজ্ঞস্ত্র ক্রিয়তে বদ্যজ্ঞোন প্রযাজা ইজ্যন্ত

২৩৭

জুষ্ঠো বাচো ভূয়াসং জুষ্ঠো বাচম্পতরে দেবি বাক

৩২২

জ্যেষ্ঠো বা এষ গ্রহণাং যন্ত্রেণ গৃহতে জ্যেষ্ঠমেবগচ্ছতি

৬ ৪

— ০ —

ত ।

তং বা সন্মিষ্টিরঙ্গির

৭৬

তং নেমিমুভবো যথাহনমম্বসহুতিভিঃ

২৪৪

তং পশুভিশ্চরন্তং যজ্ঞবাতৌ রুদ্র আহগচ্ছৎ সোহিব্রবীন্মম বা ঈমে পশব

৩১৪

তং মর্জয়ন্তু স্ত্রকৃতু পুরোধাবানমাজিযু

৬৩১

তচ্ সূপ্রতীক ৮ সূদৃশ ৮ স্বধমবিদ্বা ৮ সৌ বিহুষ্টির ৮

১২৪

তচ্ছং যোরা বুগীমহ ইত্যাহ যজ্ঞমেব তৎস্বগা করোতি

২৩৭

তৎপক্ষে পর্যাহরন্তংপুরা প্রাশ্র দতোহিরুণতশ্রাং পুরা প্রাপিষ্টভাগোহদন্তকো

২১১

তৎশংযোরাবুগীমহ ইত্যাহ শংযুমেব বার্ষম্পত্যং ভাগধেয়েন

২৩৭

তৎ সচ ৮ হ্যাপ্য বাত্র স ৮ হবিক্রজনা দায়

১৪

ততোহধি হি কামং যজ্ঞেত

৩৭

তদগ্নিদেবো দেবেভ্যো বনতে বয়মগ্নেধ্বাহুয়া ইত্যাহাগ্নিদেবেভ্যো

২২৩

তন্নস্তরীপমধ পোষয়িষু দেব

৩২৮

তন্তং তঘন্ রজসো ভাহুমঘিহি জ্যোতিয়তঃ পথো রক্ষ ধিমা ক্তন্ত

৫০৫

তন্তং তঘন্ রজসো ভাহুমঘিহীত্যাহেমানেনাবায়ৈ লোকাজ্যোতিয়তঃ

৫১১

তন্তরসি প্রোভ্যাবা প্রোজা জিহ ইত্যাহ পিতৃনেব প্রোজা

৫৮৮

তমব্রবন্ কথাহহাস্থা ইত্যাহ পাকোহভুবমিত্য ব্রবীদ যথাহকোহহ পাক্তঃ

১৬৩

তময়েরা যুবন্তয়ো যুবানং মর্ষু জ্যমানাঃ পরিষন্ত্যাপঃ

১২৩

তসু তা দধ্যাঙ্ডুযিঃ পুত্র ঈমে অধর্ষণঃ

৬৩৬

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
তন্ম ত্বা পাথ্যো বুধা সমীধে দম্বাহস্তমম্	৬৩৬
তয়োরাবিষ্ঠগ্নিরিদম্ হবিরজুষতেত্যাং য়া অযান্মা দেবতান্তা	২২৩
তন্মাদপ্যন্তদেববত্যাংলভমান আয়েয়মষ্টাকপালং পুরস্তান্নিক্ষিপেদ গ্নেৰেবৈনামধি	৫০৯
তন্মাদাহর্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ ন কথা পুত্রস্ত কেবলং কথা	১৩৪
তন্মাত্ত্ব দশোষিত্বা প্রযাতি তত্ত্বজ্বাষ্বাষ্বেব তত্ত্বভতোহর্ষীচীনম্	৫৫৭
তন্মাদ্ভাসিষ্ঠো ব্রহ্মা কার্গাঃ	৫৮৭
তন্মৈ ত্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাব্বে জ্যোতিষ্যতে জ্যোতিষ্যন্ত জুহোমি	৬১৫
তন্মৈ নুনমভিষ্ঠবে বাচা বিরূপ নিত্যরা	২৪৫
তন্ত্ৰাজ্জলিনা ব্রহ্মহত্যামুপাগৃহ্নাত্তাৎ সশ্বৎসরমবি ভন্তঃ	২
তন্ত্ৰৈতদব্রতং নানুতং বদেম মা স্মনশীয়ায়	৪৬
তন্ত্ৰৈ বা এতন্ত্ৰা একমেবাদেবযজনঃ যদাংলকায়ামদ্রঃ ভবতি	৫১২
তাবরুতামগ্নাষোমৌ না প্র হারাবমন্তঃ	১৩
তারুতামগ্নি সন্দষ্টৌ বৈ স্বো ন শরুং	১৪
তা যং সহ সর্বা নিক্ষিপেদাশ্বরা এনং প্রদহৌ বে প্রথমে নিকপ্যা	৫০৮
তাসাং ত্রীদি চ শতানি যষ্টিশ্চাক্ষরাণি	৭৬
তির্য্যক্কাষারয়ন্ত্যছষ্টিকারম্	১০৮
তিষ্ঠন্নগ্নাহ্ তিষ্ঠন্ হ্যাক্ষততবং বদতি	১০৬
তিষ্ঠন্নগ্নাহ্ স্তবর্গস্ত লোকস্তাভিজিহ্নেত্য	১০৬
তৃতীয়স্তামিতো দিবি সোম আসান্তং গায়ত্রাহ্রহরন্তস্ত পর্ণমচ্ছিত্ত	৬১৬
তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিগ্না এবং বেদ	১০৭
তৃপ্তান্তাৎ হোত্রা মধ্যোবৃত্তস্ত যজ্ঞপতিমৃষয় এনশা	৩৯৮
তেজো মা মা হাসীন্মাহং তেজো হাসিষং মা মাং তেজো হাসীদিক্রোজশ্বিরোজশ্বী	৪৩৪
তে দেবা বুত্রৎ হস্তাহগ্নাষোমাবজ্রবন্ হব্যং নো	১৫
তেষাং মৈত্রাবরুণী বশাহমাবান্তায়ামনুবক্ষ্যা	৪৫
ঋং চ সোম নো বশো জীবাভুং ন মরামহে	৫৬৫
ঋং তুরীয়া বশিনৌ বশাহসি সক্রত্বা মনসাগর্ভ আহশয়ং	৫০৫
ঋং ত্যা চিদচ্যুতামে পশন যবসে	৩৪২
ঋং দূতস্বম্ উ নঃ পরম্পাঋং বস্ত আ বুযভ	৬৩৫
ঋং নো অগ্নে বরুণস্ত বিদ্বান্দেবস্ত হেড়োহব	১০৩
ঋৎ স্ততস্ত পীতয়ে সত্তো বুদ্ধো অজায়থাঃ	৫৬৭
ঋং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানোহনুত্বাপুথিবী	২৫২
ঋৎ সোম প্রচিকিতো মনীষা ঋৎ যজিষ্ঠমজু	২৫২
ঋৎ হ যথাবিষ্ঠ্য মহসঃ সুনবাহত	২৪৪

মন্ত্র-সূচী ।

৬৫৭

মন্ত্র

পৃষ্ঠা ।

ত্বং হাশ্বে অগ্নিনা বিপ্রা বিপ্রেশ সন্সতা	৬১৬
ত্বমগ্ন ঈড়িতো জাতবেদোহব্যবাত্তব্যানি সুরভীণি কৃতা	৫৪
ত্বমগ্নে বৃহদগ্নে দধাসি দেব দাশ্বে কবিগৃহপরিগৃহা	৫৬৫
ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্বে কশ্মাণি চক্ৰুঃ	২৭২
ত্বষ্টা হতপুত্রো বীজ্রত্ সোমমাহরতশ্চিহ্নিত উপহবমৈচ্ছত	১৩
ত্বাং গাবোহবুণত রাজ্যায় ত্বাৎ হবন্ত নরতঃ স্বর্কাঃ	৪৭৯
ত্বামগ্নে মাহুবীরীভূতে বিশো হোত্রাবিদং বিবিচিহ্নত্ রত্নধাতমম্ ।	
গুহাসন্তত্ স্তভগং বিশ্বদর্শতং	৪৮৭
ত্বামু তে দদিরে হব্যবাহত্ শৃতক্ষারমুত বজ্রয়ং চ	২৮৫
ত্বৈ ক্রতুমপি বৃঞ্জস্তি বিশ্বে দ্বিধ্যদেতে ত্রিভবদূনা	৬৯
ত্রয়ো বা অগ্নয়ো হব্যবাহনো দেবানং কব্যবাহনঃ	৭৮
ত্রিত্ শতমমুক্রয়াদগ্ন কামস্ত ত্রিত্ শদক্ষবা দিরাডয়ং	৯৯
ত্রিঃ প্রথমামঘাহ ত্রিরত্নমাং যজ্ঞসৈব	৬৭
ত্রিপদা পুরোহুবাক্য ভবতি ত্রয় ইমে লোকা ত্রিষেব	১৪৯
ত্রিবৃদসি প্রবৃদসীত্যাহ মিথুনত্বয়	৫৮৯
ত্রিরব জিহ্নেং প্রজাপতো ত্বা মনসি জুহোমীত্যেবা	২৭১
ত্রিরূপ বাজয়তি ত্রয়ো বৈ দেবলোকা	১০৮
ত্রির্কি গৃহ্নাতি ত্রয় ইমে লোকা	৬৭
ত্রির্শ্রধ্যমং ত্রয়ো বৈ প্রাণাং প্রাণানেবাতি জয়তি	১০৮
ত্রির্হরতি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এবৈনং লোকেভ্যা	১৭৩
ত্রিষ্টুভা পরি দধ্যাদিহ্নিঃ বৈ ত্রিষ্টুগিহ্নিকামঃ খলু	৯৮
ত্রীত্ তৃচানমু ক্রয়াদাজ্ঞস্ত ত্রয়ো বা অতো	৯৮
ত্রীণি বার সবনাশ্চ তৃতীয় সবনমব লুম্পন্ত্যত্ কুর্কন্ত	৩৫০
ত্রীণ্যমুৎসি তব জাতবেদস্তিহ্ন আজনীরুশসন্তে অগ্নে	৪২৭
ত্রৈধাননক্তি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এবৈনং লোকেভ্যোহনক্তি	১৮০

— ০ —

দ ।

দক্ষক্রতুভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং মে বর্কোদৌ বর্কসে পাবথাৎ	৩৫৭
দক্ষিণতো বরীয়সীং করোতি দেবযজ্ঞনৈশ্চব রূপমকঃ	১৭৩
দধম্ বা যদিমমু বোচমু ক্কাণি বেক তৎ । পরি বিশ্বানি কাব্য	৪৪৩
দশমেহন্ গৃহস্তে প্রাণাঃ বৈ প্রাণগ্রহাঃ	৬৩০
দশ সমানত্র জুহোতি দশাক্ষরা বিরাড়্রাজমেবাহন্তে ঠকাং কুষোপ	৫৫৬

৩

মন্ত্র ।

পৃষ্ঠা ।

দশ সম্প্রত্যস্তে দশাক্ষরা বিরাদয়ং	১৩২
দর্শপূর্ণমাসৌ পূর্ন আহলভন্ত দর্শপূর্ণমাসাবালভমান	৫৭৮
দাক্ষায়ণযজ্ঞেন স্রবর্ণকামো যজ্ঞে ৩ পূর্ণমাসে	৪৫
দাক্ষপাত্রেণ জুহোতি ন হ মন্বয়মাহুতিমানশ	৩৬
দিবং বৈ যজ্ঞস্ত বৃদ্ধং গচ্ছতি পৃথিবীমতিরিতং তত্তম শময়েদাতিমার্জেদযজমানো	৪৯৮
দিব তে বৃহত্তা হত্যাং স্রবর্ণ এবাঐশ লোকে জ্যোতির্দধাতি	৫১১
দিবে ত্বাহস্তরিকায় ত্বা পৃথিব্যে ত্বোতি বহিরাসাত্ত	১৭৯
দিবো নো বৃষ্টিং মরুতো ররীধ্বং প্র পিষত	৩৪২
দিব্য ৬ স্রবর্ণং বায়সং বৃহত্তমগাং	৩২৯
দূরেহেতিরমৃড়য়ঃ মৃত্যুর্গন্ধর্বন্তস্ত প্রজা অপ্সরসো ভীরবঃ	৩৫০
দৃঢ়ে স্থঃ শিথিরে সমীচৌ মাহ ৬ সম্পাতং	৩৬৪
দেবকৃতশ্চৈনসোহবযজনমসি মনুষ্যকৃতশ্চৈনসোহবযজনমসি	৩৭৩
দেবতাসু বা এতে প্রাণাপানয়োঃ ব্যাযচ্ছন্তে	৩০০
দেবলোকং বা অগ্নিনা যজমানোহনু পশ্রুতি	১৫৬
দেব সবিতরেতন্তে প্রাহ হ তৎ প্র চ স্রব প্র চ যজ বৃহস্পতির্কু ক্রাহ যুসত্যা	৩৯২
দেব সবিতরেতন্তে প্রাহেতাহ প্রাহুতৌ বৃহস্পতি ব্রহ্মেতাহ	২২১
দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রেসব ইতি স্যামাদন্তে প্রাহুত্যা অশ্বিনো	১৭২
দেবানাং বা অনিষ্টা দেবতা আসন্নথাসুরা	১৩৩
দেবানাং বা ইষ্টা দেবতা আসন্নথায়িনে দিজলন্ত দেবা	২২২
দেবানামেষ উপনাহ আসীদপাং গর্ত ওষধীষু ত্রুত্বি	৪৭৮
দেবা বা অহঃ যজ্ঞয়ং নাবিন্দন্তে দর্শপূর্ণমাসাবপু	৫৮
দেবা বৈ নার্কি ন যজুশ্রয়ন্ত তে সামনৈবশ্রয়ন্ত	৬৭
দেবা বৈ পুরা রক্ষোভ্য ইতি স্বাহাকারেণ প্রযাজেষু	১৩৩
দেবা বৈ ব্রহ্মগ্নবদন্ত তৎপর্ণ উপাশৃণোং স্রব্রবা	৬১৬
দেবা বৈ যজ্ঞস্ত স্বগাকর্তারং নাবিন্দন্তে সং যুং বার্ষ্পত্যমক্রবন্নিমং	২৩৬
দেবা বৈ যজ্ঞাক্রমস্তরায়ন্ত স যজ্ঞমবিধ্যন্ত দেবা অতি সমগচ্ছন্ত	২১১
দেবা বৈ যদযজ্ঞেহকুর্ষত তদসুরা অকুর্ষত তে দেবা	৩৫
দেবা বৈ যদযজ্ঞেহকুর্ষত তদসুরা অকুর্ষত তে দেবা এতানভ্যাতানানপশ্রুতানত্যাতষত	৫২৫
দেবা বৈ সামিধোনীরহুচ্য যজ্ঞ নাষপশ্রুন্ত স	১০৭
দেবায়ুবমিত্যাহ দেবান্ হেবাংবতি বিশ্ববারামিত্যাহ	৮৯
দেবাসুরা এষু লোকেষ্পদন্ত তে দেবাঃ প্রযাজৈরেত্তেক্যা	১৩২
দেবাসুরাঃ সংযজ্ঞা আসন্ত স ইজ্রঃ প্রজাপতিমুপাধবন্তয়া এতাজ্ঞান্	৫২০
দেবিকা নির্কপেং প্রজাকামশ্চন্দাংসি বৈ দেবিক্যশ্চন্দাংসৌব খলু	৫৪৫

মন্ত্ৰ-সূচী ।

৬৫৯

মন্ত্ৰ

পৃষ্ঠা ।

দেবেদ্ধ ইত্যাহ দেবা

৮৭

দেবেভ্যাহা বিশ্বদেবেভ্যাহা বিশ্বভ্যাহা দেবেভ্যো

৪২১

দৈবা বৈ য যদ্যজ্ঞেন নাবাক্ষত তৎ পঠৈরবাক্ষত তৎপরাণাং পরত্বং

৪৫৯

দৈব্যা অধ্বৰ্য্যব উপহৃত উপহৃত মনুহা ইত্যাহ দেবমনুহ্যানোবোপহ্বয়তে

২০২

ত্বাপৃথিবীভ্যাং হা পরিগৃহ্মি

৪০০

ত্বাপৃথিব্যামা লভেত কৃষমাণঃ প্রতীষ্টাকামো দিব এবাস্মৈ পৰ্জ্জতো বর্ষতি

৫০৯

দেবশ্চন্দ্রশ্চ পৃথিবীমনু ত্বামিহ চ যোনিমনু যশ্চ পূর্কঃ তৃতীয়ং যোনিমনু সঞ্চরন্তং

৩০৮

দ্বাত্রিংশতমনুক্ৰয়াং প্রতীষ্টাকামস্ত দ্বাত্রিংশদক্ষরাহ্নষ্টপছন্দসাং

৯৯

দ্বাদশকপালোহিমাভাতা বৈ সরস্বতী পূর্ণমাসঃ সরস্বাস্তাবেব

৫৭৯

দ্বাদশ সম্পত্তস্তে দ্বাদশমাসাঃ সত্বৎসরঃ

১০৮

দ্বিরভি দ্বারয়তি চতুরবন্ততাহৈষ্ট্য

১৯১

দ্বৌ সমুদ্রৌবিততাবর্ষ্যেণ পর্য্যাবর্ত্তেতে জঠরেব পাদাঃ

৩৫০

— . —

ধ ।

ধাতা দদাতু দাণ্ডেষ বহুনি প্রজাকামায় মীড়ুষে ছরোণে ।

তস্মৈ দেবা অমৃতাঃ সং বায়স্তাং ॥

৪৮৭

ধাতা দদাতু নো রয়িং প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতাম্ । বয়ং দেবস্ত ধীমহি ॥

৪৮৭

ধাতা দদাতু নো রয়িমীশানো জগতম্পতিঃ । স নঃ পূর্ণেন বাবনৎ ॥

৪৮৭

ধাতা প্রজায় উত রায় ঈশে ধাতোং বিশ্বং ভুবনং জজান

৪৮৭

ধুরসি শ্রেষ্ঠা রশ্মীনামপানপা অপানং মে পাহি

৪২২]

ঐবং ঐবেণ হবিষাহব সোমং নমামসি

৪০০

— . —

ন ।

ন যে যজ্ঞেত যৎ পূর্ক্সা দম্পতি যজ্ঞেতোত্তরয়া

৪৪

ন পুরস্তাং পরি দধাত্যাদিত্যো হোবোতন্ পুরস্তাদ্রক্ষাংস্তপহন্তি

১৯০

ন পুরস্তাং প্রত্যস্তেত্বং পুরস্তাং প্রত্যস্তেত্বং স্ববর্গান্নোকাদ্বজমানং প্রতিমুদেৎ

১৮০

ন প্রতি শৃণাতি যৎ প্রতিশৃণীদানুর্ধ্বং ভাবকং যজমানস্ত

৮০

নব নব গৃহস্তে নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণানেব যজমানেষু

৬৩০

ন বিশ্বকঃ বি যযান্ বিশ্বকঃ বিশ্বযাং জ্যস্ত জায়েৎ

১৮০

নম ইন্দ্রায় মথয় ইন্দ্রিয়ং মে বীৰ্য্যং নির্ধারিতি

৩৬৩

নমস্তে অগ্নি ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ

২৪৫

নমঃ পিতৃভ্যো অতি যে নো অধ্যস্তজ্জকৃতো যজ্ঞকামাঃ সূদেবা অকামা

৩৯৯

নমঃ সদসে নমঃ সদসম্পত্যে নমঃ সখীনঃ

৩৬৪

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ শুয়ায় নমো	৩৭৩
নমো মহিন্ উত চক্ষুশে তে মরুতাং পিতৃদহং	৪৭৮
নমো বজ্রায় মথয়ে নমস্কৃত্য মা পাহীত্যান্নীধং তস্মা এব নমস্কৃত্য	৩৬৩
নাগতশ্রীর্ষ্যহেভ্রং যজ্ঞেত ত্রয়ো বৈ গতশ্রিয়ঃ	৩৭
নাতাগ্রং গ্রহরেদদতাগ্রং গ্রহরেদত্যা সারিণ্যধ্বর্যোনাঈশ্বকা শ্রাং	১৮০
নানি প্রাণো যজমানস্ত পশুনা যজ্ঞো দেবেভিঃ সহ দেবযানঃ	২৮৪
নামাবান্তায়াং চ পৌর্ণমাস্তাং চ স্ত্রিয়মুপেয়াদযহুপেয়ান্নিরিক্রিয়	৫৮
নাসোমযাজী সং নয়েদনাগতং বা এতস্ত পয়ঃ	৪৩
নিগ্রাভ্যাঃ স্থ দেবশ্রুত আয়ুর্ষ্মে তর্পয়ত প্রাণং মে তর্পয়তাপানং	৩০৭
নি বীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপ	১০৬
নিবেশনী সঙ্গমনী বসুনাং বিশ্বাকপাণি বসুত্বাবেশয়ন্তী	৫৭৮
নিযচ্ছতি ষষ্টিমেবাস্মৈ নি যচ্ছতি	১০০
নি ছোতা হোতৃষদনে বিদানস্বেষো দীদিবাং অসত্ত	৬১৫
নৃমদশচ পকাচ্চপশচ ব্রহ্মবাত্তমবদে তামশ্বিন্দারাবাদ্রেইগ্নিঃ	৭৭
নৈয়ধোবা ঐছ্বর আশ্বথঃ শ্লাক ইতীদ্রো ভবতোতে বৈ গন্ধর্বাঙ্গরবাং গৃহাঃ	৫৩৬

— ০ —

প ।

পঙক্তিপ্রাণো বৈ যজ্ঞঃ পঙক্ত্যুদয়নঃ পঞ্চ প্রযাজা ইত্যন্তে	২৩৭
পঙক্ত্যো যাজ্ঞানুবাক্যো ভবতঃ পাঙক্ত্যো যজ্ঞন্তেনৈব	৬০০
পঞ্চ গৃহতে পঞ্চ দিশঃ সর্কাস্থেব দিক্ষু দিক্ষুধুবন্তি	৬১০
পঞ্চদশ সমিধেনীরহাহ পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্য	৭৬
পঞ্চদশানু ক্রয়াদ্রাজাস্য পঞ্চদশো বৈ রাজত্বঃ	৯৮
পরেজনীঃ সাদয়ামি বিশ্বস্য তে বিশ্বাবতো	৬১২
পবক্বে হি যন্তি পরাচীভিঃ স্তবতে ঐশ্বর্যার্চা পুনঃরতোপ তিষ্ঠতে যজ্ঞো	৩২৩
পর্কতশ্চিচ্চাহি বৃক্কো বিভায় দিবশ্চিৎ মানু রেজত স্বনৈবঃ	৩৩১
পরমেষ্টাদিপতিশ্চ ত্যর্গন্ধর্কস্বস্য বিশ্বমঙ্গরমো ভুবঃ	৫৩০
পর্যাপ্তো ক্রম্যাণে জুহোতি জীবন্তায়মৈবৈনাঽ স্ববর্গং লোকং গময়তি অং তুরীয়া বশিনী	৫১০
পরস্যা অধি সম্বোতোহরবাঽ অত্যা তব	২৪৫
পরস্তাদর্ক্যচো বৃষীতে তস্মাৎ	৭৮
পরা বা এতস্যাহয়ং প্রাণ এতি যোহয়ন্ত গৃহ্নাত্যা	৪৪৭
পরিধনংসং যাপ্তি পুনাত্যে বিমান্	২২০
পরিভূরগ্নিঃপরিভূরিত্রং পরিভূর্কিঞ্চাদেবান পরিভূর্অঽঽ	৩৫৬
পশবো বা ইড়া স্বয়মা দন্তে কামমেবাহস্মান পশূনামা	২১০

মঙ্গ	পৃষ্ঠা ।
পশবো বা এতে যদাদিত্য এব রুদ্রো যদগ্নিরোধবী:	৬০৬
পশবো বৈ আহুতয় এষো রুদ্রো যদগ্নি নং পূর্বা	১৯১
পার্বতীন পরি দধতি রক্ষসামপহতৈ	১৮৯
পিশ্বন্ত্যাপো মরুতঃ সূদানবঃ পরো যুতবদ্বিধথেবাভুবঃ	৩৪২
পিতা বৎসানাং প তিরগ্নিমানামথো পিতা মহতাং	৪৭৯
পিতা বৈ প্রযাজাঃ প্রজাহুযাজা যং প্রযাজানিষ্ট	১৩৪
পিতৃদেবত্যাঃ তীং খমতি প্রজাপতিনা যজ্ঞমুথেন	১৭৩
পিশঙ্গরূপ সূভরো বয়োধাঃ অষ্টী বীরো জায়তে দেবকামং	৩৯২
পুনরগ্নিশ্চক্ষুরদাং পুনরিত্রো বৃহস্পতিঃ	৩৭২
পুরস্তাং প্রস্তরং গৃহ্নাতি মুখ্যমেবৈনং কয়োতি	১৭৯
পুরস্তাং সোমস্য ক্রমাদেবমতি মজ্জয়েত	২৭১
পুরস্তান্নম্না পুরোহুবা ক্যা ভবতি জাতানৈব	৪০৯
পুরীষবতীঃ কয়োতি প্রজা বৈ পশবঃ পুরীষং প্রজয়ৈবৈনং পশুভিঃ	১৭৩
পূর্ণমাসে বৈ দেবানাং সূতস্তেষামেতমর্দ্ধমাসং	৪৫
পূর্ণা পশ্চাত্ত পূর্ণা পুরস্তাহ্নমধ্যাতঃ পৌর্ণমাসী জিগায়	৫৭৭
পূর্ক্বে ঋতাবরী ইত্যাহ পূর্ক্বে হেহো ঋতাবরী দেবপুত্রে	২০২
পূর্কপক্ষোরা কান্ধপরপক্ষঃ কুহুরমাবাস্যা সিনীবালা পৌর্ণমাস্যমুমতিশ্চজ্জমা	৪৪৮
পূর্কার্কে কুহোতি তন্মাং পূর্কার্কে চক্ষুযী	১৪৬
পূতনাষাডনি পশুভাষা পশুজ্জিবেতাহ প্রজা এব	৫৮৮
পৌর্ণমাসীমেব যজোত ভ্রাতৃব্যাবান্নামাবাস্যায় হত্বা	৩৬
প্রচ্যুতং বা এতদম্মল্লোকাদাগতং দেবলোকং যচ্ছত্	১৬৩
প্রজানন্তঃ প্রতি গৃহ্নাতি পূর্বা প্রাণমজ্জভ্যঃ পর্যাচরন্তম্	২৮৩
প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি স তপোহতপ্যত স সর্পানসৃজত	২৯৩
প্রজাপতির্দেবানুমানসৃজত তদনুযজোহসৃজ্যত যজ্ঞং ছন্দাংসি	১৬৪
প্রজাপতির্দেবেভ্যো যজ্ঞান্ ব্যাদিশং স আত্মানাজ্যমধত	১৬২
প্রজাপতির্কা অজুহোংসায়ত্রাহতিঃ প্রত্যতিষ্ঠন্ততো	৬১৭
প্রজাপতির্কিরাজমপশ্রুত্বা ভূতং চ ভব্য চাস্থ স্ত তানুমিচ্যন্তি	৪৫২
প্রজাপতির্কিঞ্চকর্মা মনঃ গন্ধর্বস্তুশ্রুতসামাশ্রুতসো বহুয়ঃ	৫৩০
প্রজাপতে ন তদেতাশ্চো বিখা জীতানি পরি তা বভূব	৩৭৩
প্রজাপতে স বেদ সোমাপুষণেমৌ দেবৌ	২৪৬
প্রজাপতেজ্জায়মানাঃ প্রজা জাতাশ্চ বা ইমাঃ	১৮৩
প্রণীযাজানামিত্যাহ প্রণীহেঁষ যজ্ঞানাং	৮৮
প্রণো দেব্যা নো দিবঃ	৩২৯

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
প্রথমং ধাতারং কৰোতি মিথুনী এব তেন কারোত্যাবেবান্মা অমুমতির্ষত্ততে রাতে রাকা	৫৪৫
প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বম্ববিস্তমম্	৬৩৬
প্র দেবং দেব্যা ধিরা ভরতা জাতবেদসম্	৬৩৪
প্রপ্রায়মগ্নির্ভরতস্ত শৃথে বি ষৎ সূর্যো	১২৩
প্র বঃ বাজা ইতানিরুক্তাং প্রাজাপত্যামবাহ	৬৭
প্রব হস্তমুবাহসীতাহ মিথুনম্বায়	৫৮৮
প্রবাহগ্ জুহোতি তস্মাৎ প্রবাহক্ চক্ষুবী	১৪৬
প্রবাহথা ঋত্বিজামুদগথা উদগীথ এবোদগাহুগাম্ ঋচঃ প্রণব	৪১১
প্র বো বাজা ইত্যবাহ তস্মাৎ প্রাচীন৬	৬৮
প্র বো বাজা ইত্যবাহ মাসা বৈ বাজা	৬৮
প্র বো বাজা ইত্যবাহামং বৈ বাজোহমমেবাব	৬৮
প্রমুঞ্চমানা ভুবনস্ত রেতো গাতুং ধত্ত যজমানায় দেবা	২৮৪
প্র স মিত্র মর্তো অস্ত প্রয়স্বান্তস্ত আদিত্য শিক্তি ব্রতেন	৫৬৭
প্র সমাহিষে পুরুহুত শক্রঃ প্রোষ্ঠস্তে শুয় ইহ রাতিরস্ত	৫৬৭
প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সূবীরভিস্তরতি বাজকর্শ্মাভিঃ	৪২৬
প্র হোত্রে পূর্বাং বচোহগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ বিপাং জ্যোতী৬ষি বিজ্রতে ন বেধসে	৪২৬
প্রাজাপত্যা বৈ পশবস্তেষা৬ রুদ্রোহিধিপতির্ধেদেতাভ্যামুপাকরোতি	২৯২
প্রাজাপত্যামা লভেত যঃ কাময়েতানভিজিতমভিজয়েয়ামিতি	৫১০
প্রাঞ্চং প্র হরতি যজমানমেব সূবর্গং লোকং গময়তি	১৮০
প্রাঞ্চমগ্নিঃ প্র চরস্ত্যংপত্নীমা নমস্ত্যাবনা৬সি প্র বর্তয়স্ত্যাম	২৭৯
প্রাণাপানো বা এনং তদজহিতাং প্রানো বৈ দক্ষোহপানঃ	১৪
প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা সতো ত্বাহসতে	৬২১
প্রাণায় মে বর্চোদা বর্চসে পরস্বাপানায়	৩৫৬
প্রাণো বৈ পষদাজ্যং প্রাণো বা এতস্ত স্বন্দতি যস্ত পৃষদাজ্য৬	৩৮৭
প্রায়ণীয়ে চোদনীয়ে চ গৃহস্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণৈরেবঃ	৬৩০
প্রাশস্তি তীর্থ এব প্রাশস্তি দক্ষিণাং দদাতি তীর্থঃ এব দক্ষিণাং	২ ১
প্রৈতরসি ধর্মায় ত্বা ধর্মং জিষেত্যাক মহুয়া বৈ ধর্মো মহুযোভ্যঃ	৫৮৮
প্রোতংস্ত্যাঞ্চার্ন ভরস্ত্যভিজিত্যৈ মরুত্বভীঃ প্রতিপদো বিজিত্যা	৩০১
প্রোতাদেহ্যতস্ত বামীরশ্বগ্নিস্তেহগ্রং নয়ত্বদিতির্ষধ্যং দদতাং	৫১১
প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতী বেদিং বর্গেন সৌদতু	৬১১
প্রৈবৈনং পুরোহুবাক্যাহ প্রণয়তি যাজ্ঞয়া গময়তি বষট্কারেণ	১৪৮
প্রোক্ষনীরা সাদয়ত্যাণো বৈ রক্ষোয়ী রক্ষসামপহতৈ	১৭৪

মন্ত-সূচী ।

৬৬৩

মন্ত

পৃষ্ঠা ।

ব ।

বজ্র আজ্যং বজ্র আজ্যভাবৌ বজ্রো বযট্কারস্তিবৃতমেব	১৪৮
বট্টকারো বৈ গায়ত্রীয়ে শিরোহচ্ছিনস্ততৈ রসঃ পরাঃ পন্তং	৬১৬
বপায়াং বা আহ্নিরমাণাচমগ্নেৰ্মেধোহপক্রামতি ত্বামু তে	
বর্হিঃ স্তৃণাতি প্রজা বৈ বর্হিঃ পৃথিবী বেদিঃ	১৭৯
বর্হিমদঃ পিতর উত্কার্যগিমা বো হব্যা চক্ৰমা জুবধম্	২৫৩
বসবস্তা প্র বৃহস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসাহচঃ প্রিয়ং পাথ উপেহি	৫৪৭
বস্কোহসি বেবশ্ররসি বস্তষ্টিরদীত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যে	৫৮৯
বস্তুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্যো বিধেভো	৬১১
বহিস্তে অস্ত বালিতি	৪৮৩
বাক্ চ মনশ্চাহধর্জীয়েতামহং দেবেভ্যো	১০৮
বাচস্পত্যয়ে ত্বা হতং প্রাশ্রামীত্যাহ বাচমেব ভাগধেয়েন প্রীণাতি	২১০
বায়ব্যাগ্নোপাকরোতি বায়োরৈবৈনামবরুধ্যাহলভত আকুত্যা ত্বা কামায়	৫১০
বায়ব্যাগ্না লভেত ভূতিকাশো বায়ুর্কৈ	
ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্নেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি	৫০৯
বায়ুর্যোবাতস্মাধ্যব্যা বহিমে গর্ভমদধাতাং তস্মাদ্ জাব্যাপৃথিব্যা যৎ সোমঃ	৫০৯
বায়ুরস্তরিক্কাং অগ্নিঃ পৃথিব্যা সমঃ পিতৃভ্যঃ	৩৬৪
বায়ুরসি প্রাণঃ নামেত্যাহ প্রাণাপানাবেবাব রুদ্ধে চক্ষুরসি শ্রোত্রং	৪১২
বায়ুরসি প্রাণো নাম সবিতুরাধিপতোহপানং মে দাশচক্ষুরসি	৪৫২
বায়ুর্হিংকর্তাহগ্নি প্রস্তোতা প্রজাপতিঃ সাম বৃহস্পতিরুদ্রপাতা বিধে দেবা	৪৩৭
বার্হতীমুত্তমামম্বাহ বার্হতো বা অসৌ	৬৭
বাপ্রেব বিদ্বান্মিমাতি বৎসং ন মাতা	৩৩১
বাস্ত বা এতত্তজস্ত ক্রিয়তে যদ্গ্রহান্ গৃহীত্বা বহিস্পবমানত্ সর্পান্তি	৩২৩
বাস্তোপ্পতে প্রতি জ্ঞানহস্মান্ৎস্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ	৫৫৬
বাস্তোপ্পতে শগ্নয়া সত্ সূদা তে সাক্ষীমহি রথয়া গাতুমত্যা	৫৫৬
বি তে বিদ্বথাতজুতাসো অগ্নে ভামাসঃ শুচে শুচয়শ্চরন্তি	৪৮৬
বি তে ভিনদ্বি ভকরীং বি যোনিং বি গবীচ্ছৌ । বি মাতরং চ পুত্রং ॥	৪৮৩
বি তে ভিনদ্বি ভকরীমিত্যাহ যথাবজুরৈবেতং	৯৮৪
বিদ্বাৎসো বৈ পুরা হোতাসোহভুবস্তস্মাবিধ্বতা	১০৭
বিদ্বা হি তে পুরা বরমগ্নে পিতুর্গুণ্যাহবসঃ	২৪৫
বি পাজসা বি জ্যোতিষা	১২৪
বি বা এতং প্রজয়া পশুভিরুদ্ধয়তি	৪৩
বি বা এতদ্যজ্ঞং ছিনদ্বি যন্ন্যাতঃ প্রাশ্রস্তান্তিস্মাধর্জন্ত	২১৭

মন্ত্র

পৃষ্ঠা ।

বি বা এতন্ত যজ্ঞ ঋধ্যতে যন্ত

হবিরতিবিচ্যতে সৃগ্যো দেবো দিবিস্ত্য ইত্যাহ বৃহস্পতিনা

৪৯৭

বি বা এতন্ত যজ্ঞশ্চিহ্নতে যস্য পৃষদাভ্য স্বন্দতি

৩৮৮

বিশ্বমন্ত প্রিয়মুপহৃতমিত্যাছষট্কারমেবোপ হবয়তে

২০২

বিশ্বকপো বৈ আত্বঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ

১

বিশ্বলোপ বিশ্বদাবস্য অহিসএ জুহোম্যাকাদোকোহুতাদেকঃ

৪৬৯

বিশ্বামিত্রজমদগ্নী বসিষ্ঠেনাস্পর্ধেতা৩ স এতজ্জমদগ্নির্বিহব্যমপশ্রস্তেন

৩০২

বিশ্বে আ দেবা বৈদ্বানরাঃ প্র চ্যাবয়ন্ত দিবি দেবান্দৃহান্তরিক্ষে

৪০০

বিশ্বে দেবা মরুত ইন্দ্রো অশ্বানশ্বিন্দিতীয়ে সবনে ন উভ্যঃ

৩১৩

বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ষ ইত্যাহ বিশ্বে হোতদেবা জ্যেষ্ষন্তে

২৬৫

বিষ্টম্ভোহসি বৃষ্ট্যৈ আবৃষ্ট্যৈ জিনেত্যাহ বৃষ্টিমৈবাব রুদ্ধে

৫৫৮

বিব্রবুরুক্রমৈষ তে সোমন্ত ৩ বক্ষস্ব ত তে হৃশ্চক্ষা মাহব

৪১১

নিমগ্নে শিপিবিষ্টায় জুহোতি যদৈ যজ্ঞত্যাতিরচ্যতে যঃ পশোভূমা যা পুষ্টিস্তদ্বিকুঃ

৪৯৯

বিমোহা অঃ নো অস্তমঃ শর্ম্ম যচ্ছ সহস্তু প্র তে ধারা মধুশ্চূত উৎসং

৩২৩

বুভুয়স বেক্ষেতৈষ বৈ পাত্রিয়ঃ প্রজাপতির্গজঃ

৩৫৭

বৃহস্পতিনঃ পরিপাতু পশ্চাদুতোত্তরান্নাদধরাদঘায়োঃ । ইন্দ্রঃ পুরস্তাহুতমধ্যতো ॥

৪৮৬

বেদিং প্রোক্ষত্বাক্ষা বা এষাহলোমকাহদেব্যা

১৭৯

বুদ্ধেন বা এষ পশুনা যজ্ঞতে যস্যৈতানি ন ত্রিয়ন্ত এষ হ ত্বৈ সমৃদ্ধেন

৪৭৯

ব্রহ্ম দেবকৃতমপহৃতমিত্যাহ ব্রহ্মৈবোপহবয়তে দৈব্যা

২০১

ব্রহ্মন্ প্র স্থাত্বাম ইত্যাহাত্র বা এতর্হি যজ্ঞঃ শ্রিতো যত্র ব্রহ্মা

২২১

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদন্ত্য ওষধয়ঃ সং ভবন্ত্যোষধয়োহন্নমিতি

৪৫৯

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদৃষাতবামাশ্রয়ানি হবি৩ যযাতয়ামমাজ্যমিতি

১৬২

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মৈ কনধর্যুরা শ্রাবয়তীতি ছন্দসাং বীৰ্য্যায়ৈতি

৪৬৫

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং তদ্যজ্ঞে যজমানঃ

১৪৭

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবত্যাং পৌর্ণমাসমিতি

: ৫

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবত্যাং সান্নায্যমিতি

২৭

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং যজ্ঞস্ত যজ্ঞমান ইতি প্রস্তর ইতি তন্ত

১৮১

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি দগ্ন পূর্ক্স্তাবদেয়ম্

২৬

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স আ অধর্যূঃ শ্রাদো যথা সবনং প্রতিগবে ছন্দা৩ সি

৪০৯

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ দর্শপূর্ণমাসাব লভেত

৫৭৮

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ দর্শপূর্ণমাসৌ

৩৫

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ যজ্ঞেত যো যজ্ঞত্যাহর্ত্যা বনীন্নামতশ্রাদিতি

১৯০

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীষ্টা দেবতা অথ কতম এতে দেবা

২২১

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
মা নঃ সমস্ত দূচ্যঃ পরিবেষসো অ৭ হতিঃ	২৪৫
মানবীত্যাহ মম্বহোতামগ্রে পশুদ্ব্যতপদীত্যাহ যদেবাস্তৈ পাষাদ্তমপীডাত	২০১
মা নস্তোকৈ তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো	৫৬৬
মা নো অগ্নিমহাধনে পরা বগ্ ভারভূদ্বধা	২৪৫
মা নো দেবানাং বিশঃ প্রস্রাতীরিবোশ্রাঃ	২৪৫
মান্দান্ন তে শুক্র শুক্রমা ধুনোমি ভন্দনান্ন কেতনান্ন রেশীযু	৪৪১
মিত্রস্ত চৰ্ষণীধ্বতঃ শ্রবো দেবস্ত সানসিম্	৫৬৭
মান্নুক ইধঃ ভবত্যঙ্গারা এব প্রতিবেষ্টমানা অমিত্রাণামস্ত সেনান্	৫৬৬
মিত্রো জনাত্তাতয়তি প্রজামমিত্রো দাধার পৃথিবীমুত তাম্	৫৬৭
মিথুনৌ গাবৌ দক্ষিণা সমুদ্ব্যে	৫৮১
মৃদ্ধম্বতী পুরোম্বাক্যা ভবতি মৃদ্ধানমেবৈন৭ সমানানাং	১৪৭
মূলং ছিনতি ভ্রাতৃব্যস্তৈব মূলং ছিনতি	১৭৩
মৃত্যবে বা এব নীয়তে যৎ পশুস্তং যদম্বারভেত	২২২

— * —

য ।

যং কাময়েত সৰ্গমাযুরিয়াদিতি প্র বো	৬৮
যং দ্বিয্যান্তং ধ্যায়ৈচ্ছুচৈবনমর্পয়তি	১৭৪
যং প্রথমং গৃহ্নাতীমমেব তেন লোকমভি জয়তি যং দ্বিতীয়মস্তাবক্ষং	৪৫২
য আরণ্যাঃ পশবো বিশ্বরূপাঃ বিরূপাঃ সন্তো বহধৈকরূপাঃ	২৮৪
য ইমং যজ্ঞমবাস্তো যজ্ঞপতিং বর্দ্ধানিত্যাহ যজ্ঞায় চৈব যজ্ঞমানায়	২০২
য উগ্র ইব শর্যহা তিগ্নশৃঙ্গো ন ব৭ সগঃ	২৪৬
য উদ্যাত্তেস্তৈ হোতব্যা গন্ধর্কোপ্সরসো বা এতমুদ্যাদয়ন্তি য উদ্যাত্তোত্যে	৫৩৬
য এবং ছন্দসাং বীৰ্য্যং বেদাহ শ্রাবয়ান্ত শ্রৌষড্যজ্ঞ য়ে যজামহে	৪৬৫
য এবং বিদ্বান্ প্রতিগৃণাত্যাদ্ভা এব ভবত্যাহস্ত প্রজায়া বাঙ্গী জায়তে	৪১১
য এবং বিদ্বান্ সোমেন যজতে ভবত্যাম্মনা পরাহস্ত ভ্রাতৃব্যো	৩৫২
য এবং বেদ সবীৰ্য্যৈরেব ছন্দোভিররুচি যং কিং চার্কতি যদিহো ব্রত্মহন্নমেধ্যং	৪৬৫
য এবং বেদোপৈনং যজ্ঞো নমতি	৪৬৫
যক্ষচ্চ পিপ্রয়চ্চ নো বিপ্রো দূতঃ পরিকৃতঃ	৪২৭
যক্ষা হি দেবহুতমা৭ অশ্বা৭ অগ্নে রথীরিব	২৪৪
যজ্ঞমানদেবত্যা বৈ জুহুর্ভ্রাতৃব্য দেবতোপভূতদ্বদে ইন	৮৯
যজ্ঞমানো বা আহবনীরো যজ্ঞমানং বা এতদ্বি কৰ্ষন্তে যদাহবনীয়াং	২৭৯
যজ্ঞং বা এতৎ সং ভরন্তি যং সোমজ্ঞৈর্নৈ পদ যজ্ঞমুখ৭ হবির্জানে	২৭৯

মন্ত্ৰ-সূচী ।

৬৬৭

মন্ত্ৰ

পৃষ্ঠা ।

যজ্ঞপতিমুখ্য এনসাহং প্রজা নির্ভুতা অন্ততপ্যমানা	৩৯৮
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবান্তানি ধর্ম্যাণি	৬৩৭
যজ্ঞ্যারোহিবন্তেদ্রোপয়েন্তদ্ যজ্ঞন্ত	২১১
যৎ কিং চেদং বরুণ দৈবো জনেহন্তিদ্রোহং মনুষ্যশ্চরামসি	৫৬৮
যৎ কুসীদম অপ্রতীত্তং ময়ি যেন যমস্ত বলিনা চরামি	৪৬৯
যৎ কুসীদমপ্রতীত্তং ময়ী ত্যাপৌষতীহৈব সত্তমং কুসীদং	৪৭০
যৎ কৃষ্ণশকুনঃ পৃষদাজ্যমবযৃশোচ্ছ্রাদ্রা অস্ত প্রমায়ুকঃ স্তাংপশবো	৩৮৭
যৎ ক্রৌঞ্চমবাহাহিস্রবং তত্তমস্রবং মানুযং	১০৭
যৎ চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ব্রতম্	৫৬৮
যৎ পশুশ্রীযুমকৃতোতি জুহোতি শাস্ত্যোঃ	২৯২
যৎ পশুশ্রীযুমকৃতোরো বা পস্তিরাহতে অগ্নিশ্রী	২৮৪
যৎ পূতীকৈর্কা পর্ণবকৈর্কাহিতক্যাং সৌম্যং তত্ত্বং	২৬
যৎ পূর্ষেধহঃ স্মিতং পরাকো গৃহস্তে তস্মাদিতঃ পরাক ইমে লোকা	৪৫৯
যৎ পুশ্রয়ো গৃহস্তে পুশ্রীনেব তৈঃ কামাত্তজ মানোহব রুদ্ধে	৪৫২
যৎ প্রাণ্ডাসীনঃ শত্ৰু সতি প্রত্যঙ্তিষ্ঠন্	৪১২
যৎ সান্নস্ত্রাতরগ্নিচোত্রং জুহোত্যাহতীষ্টকা এব তা উপ ধন্তে	৫৫৬
যৎ স্কেন্যন বোপবেষণে বা যোযুপ্যেত স্তুতি রেবান্ত সা হন্তেন	১৮১
যন্তপন্তপ্তা দৌকিতবাদং বদতি প্রজা এব তত্তজমানঃ	১৬৪
যত্তিরস্টানমতিহরেন্দনভিবদ্ধং যজ্ঞস্তাভি বিধেদগ্রেণ পরি হরতীতি	২১১
যন্তে সোমাদাত্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ তে সোম সোমায় স্বাহোশিত্বঃ	৪৪১
যন্তে সোমাদাত্যং নাম জাগৃবীত্যাহৈব বৈ হবিষা হবির্ঘজতি	৪৪৭
যত্র নির্দিশেৎ প্রতি যজ্ঞস্তাহনীর্গচ্ছেদা শাস্তেহয় যজমানোহসাবিত্যাহ	২২৩
যত্রৈতমেবং বিদ্বান্মহিনঃ সত্ৰাস্রাং জুহোতি ন তত্র রুদ্ধঃ পশুনতি মত্ততে	৩১৫
যথা নো অদিতিঃ করং পশ্বে নৃত্যো যথা গবে	৫৬৬
যথা বা আরতাং প্রতীকৃত এবমধ্বর্গুঃ প্রতিগরং প্রতীয়তে	৪১১
যদগৃহ্নাতি প্রজাত্যদ্ভা প্রজাপত্যে গৃহ্নামীতি তস্মাৎ প্রজাপতিং প্রজা অমু প্রজায়ন্তে	৪৬০
যদ্ যজ্ঞাতোষধীভ্যদ্ভা প্রজাত্যো গৃহ্নামীতি তস্মাদোষধয়ো মনুষ্যাণামঙ্গং	৪৬০
যদ্রজ্যং স্থপাবলানা চ স্বধবলানা চেতি প্রমায়ুকো যজমান	২২২
যদ্রজ্যাতোহগ্নিঃ হোতারমবুধা ইত্যগ্নিনোভয়তো	৮৯
যদগ্নে কব্যবাহন পিতৃভুক্ত্যতাবধঃ প্র চ হব্যানি বৃক্যসি	২৫৪
যদগ্নেয়ো ভবত্যগ্নির্দৈ যজ্ঞমুখং যজ্ঞমুখমেবদ্ধি পুরস্তাদ্বতে	৫৭৯
যদভিক্রম্য জুহ্বাৎ প্রতিষ্ঠায়া ইয়াত্তস্মাৎ সমানত্র তিষ্ঠতা	২৭২
যদভি প্রতি গৃহ্নীয়াস্তথা সমৃচ্ছতে তাদৃগেব তত্তদর্ঘ্বেচ্চানুপ্যেত	৪১১

মন্ত্ৰ ।	পৃষ্ঠা ।
যদঙ্গু প্রবেশয়েত্তত্তবেশসং কুৰ্যাৎ সৰ্ব্বামেব	৫১২
যদবজ্জদতি তদ্রেচয়েত্তদ্রাবজ্জৎ পশোয়ালকন্ত নাব ত্বেৎ ।	৪৯৮
পুৰস্তান্নাত্মা অতদবজ্জপরিষ্টাদন্তৎ ।	১৫
যদায়েয়োহষ্টাকপালোহমাভায়াং তবতৌশ্রং দধি	৫১২
যদাশিকায়াম্রঃ শ্রাদঙ্গু বা প্রবেশয়েৎ সৰ্ব্বাং বা প্রান্নীয়ৎ	৪১২
যদাসীনঃ শত্ৰু সতিঃ তস্মাদিতঃ প্রদানং দেবা উপ জীবতি	৮৮
যদি কাময়েত ব্রহ্মবর্জসমস্থিতি গায়ত্রীয়া পি	১৬৪
যদি নশ্চোদাশ্বিনং দ্বিকপালং নির্কপেদ্যাবা পৃথিব্যমেককর্ণলিমথিনো	৪৬৫
যদিহো বৃত্রমহন্নমেধ্যং তত্তদতীনপাবপদমেধ্যং	৪৭১
যদি মিশ্রমিব চরেদঞ্জলিনা সজৃন্ প্রদাব্যে জুহুয়াদেষ	১১১
যদ্রূপ চ স্তুগীয়াদতি চ যারয়েহভয়তঃ সত্ৰুয়ি কুৰ্যাদবদীয়তি	৪৬০
যদৃগৃহ্নাত্যভ্যাতোষধীভ্যো গৃহ্নামীতি তস্মাদভ্য ওষধয়ঃ	১০৭
যদেকয়াহ যারয়েদেকাং শ্রীণীয়াচ্ছদ্বিভ্যাং	৫৫৭
যদেকয়া জুহুয়াদর্কিহোমং কুৰ্যাৎ পুরোহিত্যিকামন্য	২১১
যদন্তেন প্রসীবেদেপনঃ শ্রাদযচ্ছীক শিধিক্তিমান্ শ্রাদযত স্বীয়াসী গাসংপ্রতৌ	৫৫৭
যদুত শ্রাদধ্যাদ্ কদ্রং গৃহানযারোহরেজদবর্কগাতিসম্প্রাপ্য প্রযাগচ্ছা	২১০
যদ্বোতা প্রান্নীয়াদ্বোতাংহর্ষিমাচ্ছদবদর্কী জুহুয়াজ্জনার পশুমপি	৫২৫
যদ্বিধে দেবাঃ সমভরন্তু শ্রাদভ্যাতানা বৈষদেবা ইৎ প্রজাপতিজ্জানু প্রযচ্ছতমাজ্জয়াঃ	৪১১
যদৈ হোতাংধবু্যমভ্যাহবয়ত আবামশিন্দধাতি তত্তন্ন অপহনীত	৪০২
যদৈ হোতাংধবু্যমভ্যাহবয়তে বজ্রমেনমতি প্রা বস্তয়তি	৪১২
যদৈ হোতাংধবু্যমভ্যাহবয়তে বজ্রমেনমতি প্রা বস্তয়তি	৪৫
যদৈ পরাভা বস্ততে বজ্রমেব ভগ্নি কয়োতি	৫৫৭
যদৈববিধ্যতি পাপীয়ান্ ভবতি যদি নাবিবিধ্যতি	১৬৪
যদ্যন্তে জুহুয়াতথা প্রগাতে বাস্তাবাহতিং জুহোতি তাদৃগেব তদ্যদ্যুত	২৬৪
যদ্যন্তে কবালং নশ্চোদেকোমাসঃ সযৎসরতানিবেতঃ	২৬৪
যদৈ দীক্ষিতমভিধ্বতি দ্বিধ্যা আপোহশান্তী তজ্জো বলং	২৬৪
যদৈ দীক্ষিতোহমেধ্যং পশুতাপশাদীক্ষা ক্রীমতি নীলমন্ত	২৫
যদৈ যুধঃ পূর্ণমাসেহুনির্কাপ্যো ভবতি যুধ	১০২
যদুাক্ষণশ্চাত্রাক্ষণশ্চ প্রশ্নমেয়াতাং ব্রাক্ষণায়াধি	৩৭২
যদ্যঃ আয়ামো মিন্দাহভুদয়িত্য পুনরাহহাজ্জাতিবদা	৩২২
যদ্যন্তে দ্রুপঃ স্বদতি যন্তে অত্ৰ সর্কাহচ্যাতো বিধগয়োঃপদাং	৫৩৭
যদ্যন্তে কাময়েতান্নাত্ম আ দদীয়েতি তন্ত সর্কারীমুত্তানৌ নিপজ ভূবনস্ত পত ইতি	৩২২
যদ্যন্তে ব্রতং পশবো যন্তি সর্কৈ যন্ত ব্রতমুপতিষ্ঠত আপঃ	

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
যজ্ঞ তুর্যসো যজ্ঞকৃতব ইত্যাহঃ স দেবতা যুগ্মকৈ ইতি যজ্ঞমিষ্টোমঃ	৩০২
যজ্ঞাক্ষয়মগ্নিনঃ শমীনহর্ষধস্ত বা এতং বেদগ্নির্ধ্বাংহবতি	৩০২
যজ্ঞানিদং প্রদিশি যদ্বিরোচতেহুমমতিং	৩০২
প্রতি ভূযন্ত্যায়বঃ। যজ্ঞা উপস্থ উরুস্তরিক ৩ সা নো ॥	৪৮৮
যজ্ঞান্তে হরিতো গর্ভেহিথো যোনিহিরণ্যায়ী অশ্বাত্তহু তা যন্তে তাং দেবৈঃ সমজাগমম	৪৮২
যন্তেষা যন্তে প্রায়শ্চিত্তিঃ ক্রিয়ত ইষ্টা বদীয়ান্ ভবতি	৪৯৯
যাং বা অধ্বর্যুশ্চ যজ্ঞমানশ্চ দেবতামস্তরিতত্ত্বা আ বুশ্যেত	৬২৪
যাং মলবধাসস ৩ সন্তবন্তি যন্ততে জায়তে	৪
যাবতী ত্যাব্যাপৃথিবী মহিষা যাবচ্ সপ্ত দিক্ববো বিতন্তুঃ	৩৮৭
যাবন্তো বৈ সদন্তান্তে সর্কে দক্ষিণান্তেভ্যো যো দক্ষিণাং ন নয়েদৈভ্যো বুশ্যেত	৩৯৯
যা বৈ দেবতা সদন্তান্তিম্যপয়াস্তি যন্তা বিধান্ প্রসপতি	৩৬৪
যা সুপানিঃ স্বগুণরিঃ স্বর্ঘমা বহুহবরী	৩৩০
যান্তে বিধাঃ সমিধঃ সন্ত্যগ্নে যাঃ পৃথিব্যাং বহিবি	৬০৬
যান্তে স্নাকৈ স্মমতয়ঃ স্থপেশনো যান্তির্দ্বিদাসি দাভিষে বহ্নিঃ। তাভিনৌ অত স্মমন্ ॥	৪৮৮
যুনজি তিশ্রো বিপ্চঃ সূর্য্যস্য তে	২৯৬
যুনজি তে পৃথিবীং জ্যোতিষা সহ যুনজি বায়ুমস্তরিক্ষেণ	২৯৬
যে তে সরস্ব উর্ধ্বয়ো মধুমন্সে যজ্ঞশক্ভঃ	৩২২
যে দেবা যজ্ঞহনঃ পৃথিব্যা মধুমন্সে যজ্ঞশক্ভে	৬০৬
যে দেবা যজ্ঞহনো যজ্ঞমুঘঃ পৃথিব্যামধ্যাসতে। অগ্নির্মীতেজ্যো রক্ষাকু ॥	৬০২
যে দেবা যজ্ঞহনো যজ্ঞমুঘোহস্তরিক্ষেহ্যাসতে	৬০২
যেনৈ কশ্মণেৎসেত্ত্ব হোতব্যা ঋগ্নোত্যেব তেনৈ কশ্মণ্য	৬২৬
যেনৈজায় সমন্তরঃ পরা ৩ স্যন্তমেন হবিষা জাতবেদঃ	৬০২
যে ভক্ষয়ন্তো ন বহুগান্হ। যানয়ন্তোহস্তপ্যন্ত দিষ্ণিমা ॥	৩৯২
যে রধ্যমানমহু বধ্যমানা অভ্যেক্তস্ত মনসা চক্ষুসা	২৮৪
যেহ্মমীশে পশুপতি পশনাং চতুষ্পদমুক্তা চ দ্বিপদম	২৮৩
যো জ্যেষ্ঠবজ্রপভূতঃ স্যাত্ত ৩	৩০৭
যো জ্যেষ্ঠবসাত্রক্ষৌদবঃ চতুঃশরাবঃ পক্তা তদৈষ ছেতির্য্য	৩২২
যো বা ইন্দ্র বায়ু মিত্রাবরুণাবশ্বিনাকভিদাসন্তি	৪২২
যো বা অধ্বর্য্যোঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি যতো মত্বেতানভিক্রম্য	১
যো বা অধ্বর্য্যোঃ স্বং বেদ স্ববানেব ভবতি ক্রথা	২
যো বা অযথা দেবতং যজ্ঞমুপচরত্যা দেবতাভ্যো বুশ্যেত	১৫
যো বা অরন্তিঃ সামিধেনীনাং য এবং	১৮

মন্ত্র

পৃষ্ঠা ।

যো বা উপজষ্ঠীরম্পশ্রোতার মনুখ্যাতারং বিদান্ধজাত	৪১৭
যো বিদগ্ধঃ স নৈন্ধ্বতো যোহশৃতঃ স রৌদ্রা যঃ শৃতঃ	১৬৩
যো বৈ তানুনপ্ৰস্য প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি	২৭১
যো বৈ দেবান্দবশসেনাপরতি মনুষ্যামনুষ্যশসেন দেবশস্তেব দেবেষু ভবতি	৩১২
যো বৈ পবমানস্য সন্ততিং বেদ সৰ্বমায়ুরেতি ন পুরাহুযঃ প্র মীয়তে পশুমান্	৩৪৩
যো বৈ পবমানামদ্বারোহাবিধাত্ত জতেহনু পবমানানা রোহতি	৩৪৫
যো বৈ প্রযাজানাম্ মিথুনং তদিড়ো বহুরিব	১৩৩
যো বৈ প্রযাজানাম্ মিথুনং বেদ প্র প্রজয়া	১৩৩
যো বৈ সোম৩ রাজান৩ সাম্রাজ্যং লোকং গময়িত্বা	২৭১
যো বৈ সোমম প্রতিষ্ঠাপ্য স্তোত্রমুপাকরোত্য প্রতিষ্ঠিতঃ	২৭২
যো বৈ সোমস্যাবিষ্মরমাণস্য প্রথমোহুশ্বঃ স্বনতি স ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যং প্রজাং	৩০৮
যো ভ্রাতৃব্যান্ স্যাং স এতাজ্জুহ্বানভ্যাতানৈরেব ভ্রাতৃব্যানভ্যাতনুতে জয়ৈর্জয়তি	৫ ৬
যো ভ্রাতৃব্যান্ স্যাং স পৌর্নমাস৩ স৩ স্থাপ্যাতামিষ্টিমনু	৩৬
যো রাষ্ট্রাদপশুতঃ সাতশ্চৈ হোতব্যা যাবস্তোহস্য রথাঃ স্যন্তান্ ক্রয়াহ্যঙ্ধুমিতি	৫৩৫

র ।

রক্ষা৩সি বা এতং পশু৩ সচস্তে যদেকদেবতা আলকো ভূয়ান্ ভবতি	৪২১
রথমুখ ওজস্বামস্য হোতব্যা ওজো বৈ রাষ্ট্রভূত ওজো রথ ওজসৈবান্মা	৫৩৫
রশ্মিরসি ক্ষয়্য স্বা ক্ষয়ং জিঘেতি আহ দেবা বৈ ক্ষয়ো	৫৮৮
রাকামহ৩ সুহবা৩ সুহৃতী হবৈ শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু অনা	৪৮৭
রাজানো বা এতৌ দেবতানাং যদগ্নীষোমাবস্তরা দেবতা	১৪৭
রাধন্তরী প্রথমামদ্বাহ রাধন্তরো বা অয়ং	৬৭
রাপমসি বর্ণো নামেত্যাহ ক্ষত্রমেবাব রুক্মে	৪৫২
রায়স্পোষেণ সমিধা মদেমেত্যাহাংশিষমৈবৈতামা	২৬৫
রাষ্ট্রং বৈ পর্ণো বিডম্বথো যৎপর্ণময়ী জুহুর্ভবত্যাখ্যাপভূদ্রাষ্টেমৈব	৬১৭
রাষ্ট্রিকামায় হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ বাষ্ট্রভূতো রাষ্ট্রৈণৈবানৈ রাষ্ট্রমব	৫৩৫
রুদ্রবদগণস্য সোম দেব তে মতিবিনো মাধ্যন্দিনস্য	৩৭১
রেবদস্যোধীভ্যস্তোধীর্জিঘেত্যোহোধীষেব	৫৮৮

শ ।

শভভূষ্টিরসি বানস্পত্যো দ্বিযতো বধ ইত্যাহ বজ্রমেব	১৭৩
শামিতার উপতেন যজ্ঞং দেবেভিরিধিতম্	২৮৪

মস্ত-সূচী ।

৬৭১

মস্ত	পৃষ্ঠা ।
শমিতার উপেনেনত্যাং যথায়জুরেবৈতৎ	২২২
শিবন্তরিহাহগহি বিভূঃ পোষ উত	৩২৯
শিরো বা এতত্তত্ত যদাঘার আত্মা ঋবাহ্‌ঘারমাঘাঘ্য	১০৯
শুভ্রং তে শুক্রেণ গৃহ্মামীত্যাংহৈতরা অহো রূপং যদ্রাজিঃ সূর্য্যস্ত	৪৪৭
শুক্ৰাস্ত তে শুক্রে শুক্ৰমা ধুনোমি শুক্রে তে শুক্রেণ গৃহ্মাম্যহো	৪৪১
শোচিৎশতমীমহ ইত্যাহ পবিত্র মেবৈতদ্যজমানমেবৈতয়া	৭৮
শোনায় সত্বনে স্বাহা বট্‌ৎস্বয়মভিগূর্তায় নমো	৩৯৮

— • —

য ।

যট্‌ত্রি৩ শতমস্ত ক্রয়াং পশুকামস্ত যট্‌ত্রি৩ শদক্ষরা বৃহতী	৯৯
যড়্‌ভির্হরতি যড়্‌ ৭ভবঃ প্রজাপতিনৈবাত্মান্নাত্মাদায়ত্ববোহস্মা অম্ন প্র যচ্ছতি	৫৩৭

— • —

স ।

সং ত্বা নহাসি পয়সা যুতেন সং ত্বা নহাম্যপ ওষধীভিঃ	৬১১
সং বাং কৰ্ম্মণা সমিধা হিনোমী বিষ্ণু অপসম্পারে অস্ত	৪২৬
স৩রোহোহসি নীরোহোহসীত্যাং প্রজাঠৈ বস্তুকোহসি	৫৮৯
স৩স্মিত্যবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বাতর্য্য আ	২৪৬
স৩হিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বস্তস্ত মরীচয়োহপ্সরস আয়ুবঃ	৫১৯
স এতং মন্ত্রমপশ্রং সূর্য্যস্ত ত্বা চক্ষুষা প্রতি পশ্যামীত্যব্রবীন্ন হি সূর্য্যস্ত চক্ষুঃ	২১২
সকুং সকুং সংমাষ্ট্‌ পরাণ্ডিব হেতর্হি যজ্ঞঃ	২২০
সকুংসকুদেব জতি সন্ধুদ্বিব হি রুদ্র উত্তরাঙ্কাদেবজ্ঞেতোষা বৈ রুদ্রস্ত	১৯২
সথায়ঃ সং বঃ সম্যাক্‌মিষ৩ স্তোমং চায়সে	২৪৬
সঙ্‌গ্রামে সংযন্তে হোতব্য্য রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভূতো রাষ্ট্রে খলু বা এতে ব্যাবচ্ছন্তে	৫৩৬
সজাতবনস্তায়া শান্ত ইত্যাহ প্রাণা বৈ সজাতাঃ প্রাণানিব	২২৩
সত্যাঃ সন্ত যজমানস্ত কামা ইত্যাহৈব বৈ কামঃ যজমানস্ত	৫১১
স ত্বং নঃ নন্তসম্পত উর্জ্জং নো ধেহি ভদ্রয়া । পুনর্নো নষ্টমা	৪৭০
স ত্বং নো অগ্নেহবমো ভবোতী নেমিঠো অস্তা	১২৩
স ত্বমগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ ব্যাকুশাতঃ	১২৪
স দেবতা বুত্রাশ্বিহুঁর বাত্র'৩ হবিঃ পূর্ণমাসে	১৪
স দেব বৈ এসপস্তুম্ পিতরোহুঃ প্র সপস্তু তং এনমীশ্বর	৩৬৪
স নঃ পৃথু প্রবাস্যম্ অচ্ছা দেব	৭৬

ময়

পৃষ্ঠা ।

স নো ভুবনস্ত পতে যন্ত ত উপরি গৃহা ইহ চ । উরু ব্রহ্মণেহৈয় ॥	৩৭০
সন্ততমবাহ প্রাণানামগ্নাত্ত সন্তত্যা অথো বক্ষসামপহতৌ	৩৭১
স পৃথিবীমুপাসী ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি	৩৭২
সপ্তদশানুক্ৰম্যদৈত্যস্ত সপ্তদশো বৈ বৈশ্বঃ	৩৭৩
স প্রজাপতিমুপাধাবচ্ছকর্ষেহ জনীতিঃ ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মণঃ সিন্ধুঃ	৩৭৪
মুপ্রিণ্ডীবী পীবর্যস্ত জায়ী পীবানঃ পুত্রা অকুপ্যমোক্ষন্ত	৩৭৫
স বনস্পতীমুপাসীদদন্তৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি	৩৭৬
সম্ অত্রা যন্তাপ যন্তথাঃ সমানমূর্কং নতঃ	৩৭৭
সমন্তৈষুঃ প্রত্যধুক্ষতমক্রম তু মা যিনোতীত্যব্রবীদেতদনৈ	৩৭৮
সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ষম তু ময়ি শ্রয়ত ইত্যব্রবীদেতদনৈ	৩৭৯
সমানয়ত উপভূতস্তেজো বা আজ্যং	৩৮০
সমিচ্ছা অগ্ন আহন্তেজ্যাহা পশ্বির্মেক্ষতং	৩৮১
সমিধমা দধাত্যুত্তরা সামাহতীনাং প্রতিষ্ঠিত্যা অথো সমিধতোব	৩৮২
সমিধো যজতি বসন্তমেবতৃ নামব রুদ্ধে তন্নপাতং	৩৮৩
সমিধো যজতাস্মিন্বেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি	৩৮৪
সমিধো যজত্যাষস এব দেবতানামব রুদ্ধে	৩৮৫
সম্বৎসরমিচ্ছং যজ্ঞেত সম্বৎসর ৩ হি ব্রতং নান্তি	৩৮৬
সম্বৎসরমৈবনং ব্রতং জাগ্রিব ৩ সমগ্নিকুন্ডপতি	৩৮৭
সম্বেশায় হোপবেশায় ত্বা গায়ত্রিস্তিষ্টতো জগত্যা	৩৮৮
সর্পিষান্ ভবতি মেধ্যস্বায়	৩৮৯
সর্কাণি কপালান্তি প্রধরতি স্ত্রীকৃতঃ পুন্ড্রোডাশানিধুগ্নিলোকেহতি	৩৯০
সর্কাণি ছন্দা ৩ ত্বমু ক্রয়াদ্ভয়াগ্নিনঃ সর্কাণি বা এতস্ত	৩৯১
সর্কষাং বা এতদেবতানাং রূপং যদৈষ গ্রাহে যদৈষ	৩৯২
স জীব ৩ সাদমুপা সীদদন্তৈ ব্রহ্ম হত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি	৩৯৩
সাক্ষপ্রস্থারীয়েন যজ্ঞেত পশুকাশো যনৈ বা অন্নোহিহরশ্চি	৩৯৪
সাক্ষপরা এষ দেবানভ্যারোহতি য এষাং	৩৯৫
সাদু তে যজমান দেবতেত্যাহাশিষমেবৈতানি	৩৯৬
সা কা এষা ত্রয়াণামেবাকদ্ধা সম্বৎসরদঃ সহস্রবর্জিনো	৩৯৭
সারথ্বতীমা লভেত যঃ দৈত্বো বাচো বদিতোঃ সমাচরৎ ন বদেবীতৈ	৩৯৮
সারথ্বতো হোমো পুরতাজ্জুহ্বাদামাবান্তা বৈ সরস্বত্যনুলোমৈর্মৈবনাবা	৩৯৯
সিনীবালি পৃথুষ্টকে যা দেবানামসি	৪০০
সিনীবালি বা স্পশাণিঃ	৪০১
সীদহোতঃ স্বউলোক চিকিৎসানুং	৪০২

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
সুক্ষিতিঃ স্তূতির্ভদ্রকৃত্যং স্তবকান্ পৰ্জন্তো গন্ধর্বসন্ত	৫০০
সুপ্রজ্ঞা বয়ং সুপত্নীৰূপং দোদন	৬১১
সুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চক্ষমা গন্ধর্বসন্ত নক্ষত্রাণ্যঙ্গরসো বেকুরয়ো	৫২৯
সূর্য্য ভ্রাজশ্বিন্ ভ্রাজশ্বী ঞ্ দেবেব্ ত্বয়া ভ্রাজশ্বন্তঃ	৪৩৪
সূর্য্যো দেবো দিবিরভ্যো ধাতা ক্রতায় বায়ুঃ প্রজাত্যঃ	৪৮২
সূর্য্যো মা দেবো দেবেভ্যঃ পাতু বায়ুরন্তরিকাভজমানোহির্গির্ধা	৬০৫
সোহবিভেৎ প্রতি গৃহস্তুং মা হি ৮ সিদ্ধতীতি দেবস্ত যা সবিতুঃ	২১২
সোহবিভেৎ প্রান্স্তুং মা হি ৮ সিদ্ধতীত্যগেহাংস্তেন ঐশান্নানীত্যত্রবীর	২১২
সোমস্ত বৈ রাজোহর্কমাস্ত বাজয়ঃ	৫৮
সোহিমাভাস্তাং প্রত্যাংগচ্ছন্তং দেবা অভি সমগচ্ছন্তামা	২৭
সোমো দেবতা ত্রিষ্টপ্ছন্দোহস্তর্য্যামস্ত পাত্রমসীজো দেবতা অগতী	২৯৬
তদ্ব্যজুর্হরতোত্যাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদিম্ভতা এতাবত	১৭৩
জতস্ত স্তবমস্যর্জ্জং মচ্ছ ৮ জতং হুহামা মা জতস্ত স্তবং	৩৯২
স্মিয়ন্তেন যদৃচঃ স্মিয়ন্তেন বক্ষায়ত্রিষ্ণুঃ	৭৭
স্পর্দমানেনৈত হোতব্যা জয়তোব তাং পৃতনাম্	৫২০
স্যঃ স্তির্কিঞ্চনঃ স্তিঃ পশুর্কেদিঃ পরশুনঃ স্তিঃ	৩৬৩
স্বকৃত ইরিণে জুহোতি প্রদরে বৈতবা অস্তে নিঋ তিগৃহীতং নিঋ তিগৃহীত এবৈনম্	৫৩৭
স্বাহাকারং যজতি বাচমেবাবরুদ্ধে	১৩২
স্বাহা দেবেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা	২৮৫

— . —

হ ।

হ ৮ সৈরিব সখিভির্কাবদন্তিরশ্ময়ানি নহনা ব্যসান্	৫৬৬
হব্যবাডয়িরজরঃ পিতা নো বিভূর্কিতাবা স্তৃদুগীকো অশ্বৈ	৫৬৫
হিঙ্গ মে গাত্রা হরিষো গণাশ্চে মা বি তীত্বঃ	৩৭২
হিরণ্যকেশো রজসো বিসারোহির্দুনির্কাত ইব ঐকীণাম্	৩১০
হিরণ্যমবধায় গৃহ্নাত্যমৃতং বৈ হিরণ্যং প্রাণঃ পৃথদাজ্যমভূত মেবাস্য	৩৯১
ছনে বাত অনং ভোগমিব কবিং পর্জন্তক্রন্দ্য ৮ সহঃ	৩৪৩

মন্ত্র-সূচী সমাপ্ত ।

— . —

କୌଳୀନ୍ଦ୍ରଭୂଷଣୋପେତ ଉପାଧି-ଲାହିଡ଼ି-ସୁତଃ ।
 ଶାନ୍ତିଲ୍ୟବଂଶସନ୍ତତୋ ରାମଯୋହନଞ୍ଜୋ ଦ୍ଵିଜଃ ॥
 ବର୍ଦ୍ଧମାନାଧ୍ୟ-ଜେଲାୟାଂ ଶ୍ରାମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରେ ।
 ଆତ୍ମିନଂ ସୁଧୀଃ ସୁଧାରାମଃ ସର୍ବେଷାଂ ପ୍ରିତିସାଧକଃ ॥
 ଛର୍ଗାଦାସଃ ଅତନ୍ତ୍ରାୟା ସାହିତ୍ୟଗତଜୀବନଃ ।
 ବସତି ଅଗ୍ନିଶିଖା-ସହ ହାଓଡ଼ା-ସହରେନ୍ଦ୍ରଧନା ।
 'ପୃଥିବୀର ଚିତିହାସ' ଇତି ଧ୍ୟାତୋ ଶ୍ରୀହସନ୍ତା ।
 ସୁଧୀନାଂ ତୃପ୍ତିସାଧକଃ ମତ୍ୟତତ୍ତ୍ଵପ୍ରକାଶକଃ ॥
 ବ୍ୟାଧ୍ୟାୟାଂ ଚତୁର୍ବେଦସ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ସ ରତୋ ଡବେଂ ।
 କୃପୟା ଜ୍ଞାନଦେବସ୍ୟ ଲିଞ୍ଜିର୍ଭବତୁ ଶାନ୍ତତୀ ॥
 ମର୍ଦ୍ଦ୍ୟାନୁସାରିଣୀ-ବ୍ୟାଧ୍ୟା ହୃଦା ଅଜ୍ଞାନନାଶିନୀ ।
 ଜ୍ଞାନାଲୋକପ୍ରଦା ହୃଦାଂ ସର୍ବେଷାମନ୍ତରେ ମଦା ॥



যজুর্বেদ-সংহিতা ।

— ॐ * ॐ —

কুম্ভ-যজুর্বেদ-তৈত্তিরীয়-সংহিতা ।

— ॐ * ॐ * ॐ —

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।)

— . —

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্মণা

সম্পাদিতা ।

— . —

Printed and Published by
DHIRENDRANATH LAHIRI,
at the
'Prithibir Bikasha' Printing Works,
65, Kalliprosad Banerji's Lane, Khirertala,
HOWRAH (Calcutta).



